কার্ল মার্কস

ক্যাপিট্যাল

[মূলধন]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিচারমূলক বিশ্লেষণ

ষষ্ঠ খণ্ড

[ইং তৃতীয় খণ্ড : শেষার্ধ]

সমগ্রভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ সম্পাদিত

ইংরেজি সংস্করণের বাংলা অনুবাদ :

পীযূষ দাশগুপ্ত



॥ একমাত্র পরিবেশক ॥

বাণী প্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭০০০০৭

বাংলা অনুবাদ ঃ আখতার হোসেন, বাণী প্রকাশ ॥
এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

কার্ল মার্কস ঃ ক্যাপিট্যাল

বাংলা সংস্করণ ঃ ষষ্ঠ খণ্ড

[ইংরেজি তৃতীয় খণ্ড ঃ শেষার্ধ]

ঃ প্রকাশক ঃ

আখতার হোসেন এম. এ.

বাণী প্রকাশ ॥ এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা-৭০০ ০০৭

ঃ মুদ্রক ঃ

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ, নিউ ঘোষ প্রেস, ৪/১ই, বিডন রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ বাংলা সংস্করণ, ১৩৬৫

॥ প্রকাশকের কথা ॥

যথেষ্ট বিলম্বে হলেও মার্কসের ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের শেষ খণ্ডটি সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করতে পেরে দীর্ঘ পনেরো বছরের নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও মানসিক অস্থিরতার অবসান ঘটল। এই সঙ্গে সমাপ্ত হল ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কাজ। মহান কার্ল মার্কসের সর্বোত্তম ও মহত্তম গ্রন্থ ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের এটাই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও মূলানুগ বাংলা অনুবাদ সংস্করণ। কোন একক প্রচেষ্টায় মার্কসীয় দর্শনের উপর এ ধরনের কর্মকৃতি ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোথাও সংঘটিত হওয়ার নজির আছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। সেদিক থেকে আজ আমার সবচেয়ে আনন্দ ও স্বস্তির দিন।

ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুবাদ-প্রকাশের কাজটি দুরূহ কঠিন ও অতীব জটিল। মূলের সঙ্গে যথাসম্ভব মেলান হলেও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া মুদ্রণ ত্রুটিও থেকে যেতে পারে। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি পরবর্তী সংস্করণে দায়িত্ব সহকারে সংশোধন করা হবে।

এই সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে শ্রদ্ধেয় পীযূষদার যে অপরীসীম ধৈর্য, মহানুভবতা ও আন্তরিকতা, সর্বোপরি অনুবাদে তাঁর যে অপরিসীম দক্ষতা দেখেছি তা সত্যিই বিস্ময় কর। তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ছাড়া কোন ভাবেই এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলনা। প্রতিটি প্রয়োজনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছুটে এসেছেন, ঘন্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়ে অনুবাদ সংশোধন করে দিয়েছেন। প্রকাশন সংস্থাতে বসেই পৃষ্ঠা পর পৃষ্ঠা ছাড় অংশের অনুবাদ করে দিয়েছেন। আমার এই ক্ষুদ্র শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় এ ধরনের অনর্গল অনুবাদ করে যাওয়ার ক্ষমতার অধিকারী কাউকে দেখার সুযোগ হয়নি। তাই মনে পড়ে প্রয়াত কাকাবাবুর কথা—১৯৩৩ সালে তিনি যথার্থই বলেছিলেন "পীযূষ বাবু ছাড়া এখন ক্যাপিট্যাল-এর প্রকৃত অনুবাদ করার লোক নেই বললেই হয়, যাঁরা আগে ছিলেন তাঁরা এখন অনেকেই বেঁচে নেই।" পীযূষদার একক ভাবে এই প্রায় অসাধ্য সাধণের প্রকৃত মূল্যায়ন হলে সবচেয়ে খুশি হব আমি।

আমাদের পরিকল্পনামত ইংরাজী ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে বাংলা **প্রথম ও দ্বিতীয়**, ইংরাজী দ্বিতীয় খণ্ডকে বাংলা **তৃতীয় ও চতুর্থ** এবং ইংরাজী তৃতীয় খণ্ডকে বাংলা **পঞ্চম ও ষষ্ঠ** খণ্ড আকারে প্রকাশ করার কথা। পরিকল্পনামত ইতিপূর্বেই পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো বিশ্বে ক্যাপিট্যাল-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কাজ।

পঞ্চম বিভাগ

সুদে এবং উদ্যোগের মুনাফায় মুনাফার বিভাজন

সুদ-দায়ী মূলধন

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাংক-মূলধনের বিবিধ উপাদান

এখন প্রয়োজন ব্যাংক-মূলধনের উপাদানসমূহকে আরো সবিস্তারে পরীক্ষা করা।

একটু আগে আমরা দেখেছি ফুলার্টন এবং অন্যান্যেরা সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থের এবং পরিব্যয়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের—আর যখন তা স্বর্ণ-নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তখন সর্বজনীন অর্থেরও—পার্থক্যকে রূপান্তরিত করেন 'কারেন্সি' এবং মূলধনের মধ্যে একটি পার্থক্যে।

এ ক্ষেত্রে মূলধন যে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে, সেই ভূমিকার কারণেই ব্যাংকারদের অর্থনীতি এমন অবিভ্রান্ত ভাবে আমাদের শেখায় যে, অর্থ হচ্ছে বাস্তবিকই সর্বগুণসম্পন্ন মূলধন, ঠিক যেমন একদা প্রজ্ঞাদীপ্ত অর্থনীতি অবিভ্রান্ত ভাবে আমাদের শেখাত যে অর্থ আদৌ মূলধনই নয়।

পরবর্তী বিশ্লেষণসমূহে আমরা দেখাব যে অর্থ-মূলধনকে এখানে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে অর্থবান মূলধনের সঙ্গে, যার মানে হল সুদ-দায়ী মূলধন, অন্য দিকে পূর্ববর্তী ধারণা অনুযায়ী অর্থ-মূলধন সর্বদাই হল মূলধনের একটি অস্থায়ী রূপ—যা পণ্য-মূলধন এবং উৎপাদনশীল মূলধন ইত্যাদি মূলধনের অন্যান্য রূপ থেকে ভিন্নতর।

ব্যাংক-মূলধন গঠিত হয় ১) নগদ অর্থ, সোনা বা নোট এবং ২) ঋণপত্র ('সিকিওরিটি') দিয়ে। দ্বিতীয়টিকে আবার ভাগ করা যায় দুই ভাগে: বাণিজ্য-পত্র বা হুণ্ডি ('বিল অব এক্সচেঞ্জ'), যেগুলি চালু থাকে একটা সময়কাল অবধি, নির্দিষ্ট

সময় পরে হয়ে ওঠে পরিশোধ্য এবং যেগুলি ভাঙিয়ে দেওয়াই ('ডিসকাউন্ট' করাই) হচ্ছে ব্যাংকের মূল ব্যবসা ; এবং রাষ্ট্রীয় ঋণপত্র, যেমন সরকারি বণ্ড, 'ট্রেজারি নোট' সব রকমের 'স্টক', এক কথায় সুদ-দায়ী কাগজ, যা অবশ্য হুণ্ডি থেকে বিশেষ ভাবেই আলাদা। 'মর্গেজ'কেও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই বাস্তব উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত মূলধনকে আবার ভাগ করা যায় ব্যাংকারের বিনিয়োজিত মূলধনে এবং আমানতে, যা গঠন করে তার ব্যাংকিং মূলধন, বা ধার-করা মূলধন। যে সব ব্যাংক নোট ইস্যু করে তাদের ক্ষেত্রে, এগুলিকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আপাততঃ আমরা আমানত, ও নোটকে বিবেচনার বাইরে রাখব। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে ব্যাংকারের মূলধনের আসল উপাদানগুলি (অর্থ, হুণ্ডি, আমানত টাকা) অক্ষুণ্ণই থাকে, তা সেই বিবিধ উপাদানগুলি ব্যাংকারের নিজের মূলধনেরই প্রতিনিধিত্ব করুক কিংবা আমানতের অর্থাৎ অন্যের মূলধনেরই প্রতিনিধিত্ব করুক। এই একই বিভাগ থেকে যেত তা সে যদি কেবল নিজের মূলধন দিয়েই ব্যবসা করত কিংবা কেবল আমানত রাখা মূলধন দিয়েই ব্যবসা করত।

সুদ-দায়ী মূলধনের রূপটি এই ঘটনার জন্য দায়ী যে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ও নিয়মিত আর্থিক আগম দেখা দেয় কোনো মূলধনের উপরে সুদ হিসাবে—তা সে কোনো মূলধন থেকে উদ্ভূত হোক আর না হোক। আর্থিক আয়টা প্রথমে রূপান্তরিত হয় সুদে, এবং সেই সুদ থেকে নির্ধারণ করা যায় কোন্ মূলধনটি থেকে তার উদ্ভব ঘটে। অনুরূপ ভাবে, সুদ-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি মূল্য-পরিমাণ প্রতিভাত হয় মূলধন হিসাবে—যে পর্যন্ত না তা ব্যয়িত হয় আগম হিসাবে ; অর্থাৎ সেটা প্রতিভাত হয় 'আসল' হিসাবে —তা থেকে পাওয়া যেতে পারে এমন সম্ভাব্য বা সত্যিকারের সুদ হিসাবে নয়।

ব্যাপারটা সরল। ধরা যাক, সুদের গড় হার বার্ষিক ৫ শতাংশ। তা হলে £ ৫০০ পরিমাণ অর্থ থেকে পাওয়া যাবে বার্ষিক £ ২৫—যদি তাকে রূপান্তরিত করা হয় সুদ-দায়ী মূলধনে। তা হলে £ ২৫ পরিমাণ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বার্ষিক আয়কে বিবেচনা করা যায় £ ৫০০ পরিমাণ একটি মূলধনের উপরে সুদ হিসাবে। অবশ্য, এটা যেমন এখন তেমন পরেও একটা বিভ্রমমূলক ধারণা, কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্র বাদে, যেখানে ঐ £ ২৫ এর উৎসটা—তা সেটা নিছক স্বত্ব বা দাবিসূচক দলিলই হোক কিংবা জমি-বাড়ির মত উৎপাদনের একটা সত্যিকারের উপাদানই হোক—হয় হস্তান্তরযোগ্য অথবা ধারণ করে এমন একটা রূপ, যেটা হস্তান্তরযোগ্য। আসুন আমরা রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং মজুরিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখি।

রাষ্ট্র তার ঋণদাতাদের কাছ থেকে যে ঋণ নেয় তার বাবদ সে তাদের বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে বাধ্য থাকে। এ ক্ষেত্রে, ঋণদাতা তার ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে তার বিনিয়োগ তুলে নিতে পারে না, কিন্তু সে পারে কেবল তার দাবি-পত্রটি বা স্বত্বসূচক দলিলটি বিক্রি করে দিতে। খোদ মূলধনটিকে রাষ্ট্র ইতিমধ্যে ব্যবহার বা ব্যয় করে ফেলেছে। তার আর অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রের ঋণদাতার অধিকারে যা আছে,

তা হল ১) রাষ্ট্রের প্রদত্ত নোট যার পরিমাণ, ধরুন £ ১০০ ; ২) এই নোট ঋণদাতাকে দেয় রাষ্ট্রের বার্ষিক রাজস্বের উপরে একটি দাবি আদায়ের অধিকার, ধরুন £ ৫ অর্থাৎ ৫ শতাংশ করে ; ঋণদাতা তার ইচ্ছামত £ ১০০ পরিমাণ এই 'নোট' অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিতে পারে। যদি সুদের হার হয় ৫% এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিটি হয় নিরাপদ, তা হল ঐ নোটের মালিক ক £ ১০০-এর বিনিময়ে, সেটাকে বিক্রি করে দিতে পারে খ-এর কাছে ; কেননা এটা খ-এর কাছে একই দাঁড়ায় যে সে বছরে ৫ শতাংশ হারে £ ১০০ ধার দেবে নাকি সে £ ১০০ ব্যয় করে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বছরে £ ৫ করে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মূলধনটি—যার অবদান (*সুদ*) হিসাবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থকে গণ্য করা হয়—সেই মূলধনটি হচ্ছে কাল্পনিক, অলীক মূলধন। ব্যাপারটা কেবল এটাই নয় যে রাষ্ট্রকে যে পরিমাণটি ধার দেওয়া হয়েছিল, সেটির আর কোনো অস্তিত্বই নেই, পরন্তু ব্যাপারটা এটাও যে, ঐ পরিমাণটি যে মূলধন হিসাবে ব্যয়িত হবে সে উদ্দেশ্যটাই কখনো পোষণ করা হয়নি এবং কেবল মূলধন হিসাবে বিনিয়োগের মাধ্যমেই তাকে রূপান্তরিত করা যেত একটি আত্ম-সংরক্ষণশীল মূল্যে। মূল ঋণদাতা ক-এর কাছে, বার্ষিক রাজস্বের যে-অংশটা তার প্রাপ্য হয় সেটা প্রতিনিধিত্ব করে তার মূলধনের উপরে সুদের, ঠিক যেমন মিতব্যয়ীর ধনের যে-অংশটি যায় কুসীদজীবীর হাতে, সেটি প্রতিভাত হয় এই কুসীদজীবীর কাছে, যদিও এই দুটির কোনো, ধার-দেওয়া পরিমাণটির বিনিয়োজিত হয় নি মূলধন হিসাবে। রাষ্ট্রের অঙ্গীকার-সংবলিত নোটটি বিক্রয়ের সম্ভাবনা ক-এর কাছে সূচিত করে তার আসলটা ফিরে পাবার সম্ভাব্য উপায়। খ-এর কাছে, তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূলধনটা বিনিয়োজিত হয় *সুদ-দায়ী* মূলধন হিসাবে। দেনা-পাওনার বেলায়, রাষ্ট্রের রাজস্বের উপরে ক-এর দাবি-পত্র ক্রয় করে নিয়ে, খ কেবল ক-এর স্থান গ্রহণ করেছে। এই দেনা-পাওনার যত বারই পুনরাবৃত্তি ঘটুক না কেন, রাষ্ট্রীয় ঋণের মূলধনটি কাল্পনিকই থেকে যায় এবং যে মুহূর্তে ঐ নোটগুলি হয়ে পড়ে বিক্রয়ের অযোগ্য সেই মুহূর্তেই এই মূলধনের কল্পনাটি অন্তর্হিত হয়ে যায়। যাই হোক, এই কাল্পনিক মূলধনেরও আছে তার নিজস্ব গতির নিয়মাবলী, যা আমরা এখন দেখব।

আমরা এখন শ্রম-শক্তিকে বিবেচনা করব রাষ্ট্রীয় ঋণের মূলধনের সঙ্গে প্রতিতুলনায়, যেখানে একটি নেতিবাচক পরিমাণ প্রতিভাত হয় মূলধন হিসাবে—ঠিক যেমন সুদ-দায়ী মূলধন, সাধারণ ভাবে, হচ্ছে সমস্ত রকমের উন্মত্ত রূপের উৎসমুখ, যাতে করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঋণসমূহ ব্যাংকারের কাছে প্রতিভাত হয় পণ্যসম্ভার বলে। মজুরিকে এখানে ধারণা করা হয় সুদ হিসাবে এবং সেই কারণে শ্রম-শক্তিকে ধারণা করা হয় সুদ-প্রদানকারী মূলধন হিসাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি এক বছরের মজুরির পরিমাণ হয় £ ৫০ এবং সুদের হার হয় ৫%, তা হলে বাৎসরিক শ্রম-শক্তি হয় £ ১০০০ পরিমাণ মূলধনের সমান। ধনতান্ত্রিক ধারণার উন্মত্ততা এখানে তার চরমে পৌছায়, কেননা মূলধনের সম্প্রসারণকে শ্রম-শক্তির শোষণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, ব্যাপারটাকে উলটে দেওয়া হয় এবং শ্রম-

শক্তির উৎপাদনশীলতাকে ব্যাখ্যা করা হয় স্বয়ং শ্রম শক্তিরই উপরে সুদ-প্রসবের রহস্যময় গুণ আরোপ করে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, এটা চালু ছিল একটা প্রিয় ধারণা হিসাবে যেমন (পেটির কাছে), কিন্তু এমনকি এখনো পর্যন্ত কিছু হাতুড়ে অর্থনীতিবিদ, বিশেষ করে কিছু জার্মান পরিসংখ্যানবিদ, গুরুগম্ভীরভাবে এই ধারণাটি ব্যবহার করে থাকেন।[১]

দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি অপ্রীতিকর ভাবে বিপর্যয়কর ঘটনা এই বিবেচনাহীন ধারণাটির সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়। প্রথমতঃ, এই সুদ পেতে হলে শ্রমিককে অবশ্যই কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, সে তার শ্রম-শক্তির মূলধন-মূল্যটিকে রূপান্তরিত করতে পারে না নগদ অর্থে তাকে হস্তান্তরিত করার মাধ্যমে। বরং, তার শ্রম-শক্তির বার্ষিক মূল্য হয় তার গড় বার্ষিক মজুরির সমান, এবং যা তাকে তার শ্রমের মাধ্যমে ক্রেতাকে প্রতিদান হিসাবে দিতে হয় তা হচ্ছে এই একই মূল্য যোগ একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ তার শ্রমের দ্বারা সংযোজিত একটি বৃদ্ধি। ক্রীতদাস সমাজে শ্রমিকের থাকে একটি মূলধন-মূল্য, অর্থাৎ তার ক্রয়মূল্য। এবং যখন তাকে ভাড়া খাটানো হয়, তখন ভাড়াকারী অবশ্যই দেবে, প্রথমতঃ এই ক্রয়-মূল্যের উপরে একটি সুদ এবং, অধিকন্তু, অবশ্যই করবে এই মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিপূরণ।

কাল্পনিক মূলধনের গঠনকেই বলা হয় মূলধনীকরণ। প্রত্যেক সময়কালিক আয়কে মূলধনীকৃত করা হয় সুদের গড় হারের ভিত্তিতে তাকে গণনা করে, এমন একটি আয় হিসাবে যা উপলব্ধ হবে সুদের এই হারে একটি মূলধনকে ধার দিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি বার্ষিক আয় হয় £ ১০০, এবং সুদের হার ৫%, তা হলে £ ১০০ প্রতিনিধিত্ব করে £ ২০০০ এর উপরে বাৎসরিক সুদের, এবং £ ২০০০ গণ্য হয় £ ১০০-এর উপরে আইনগত স্বত্বাধিকারের বাৎসরিক মূলধন-মূল্য হিসাবে। যে ব্যক্তি এই স্বত্বাধিকার ক্রয় করে, তার কাছে £ ১০০ পরিমাণ বাৎসরিক আয় বাস্তবিকই প্রতিনিধিত্ব করে তার বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে ৫ শতাংশ হারে সুদের। মূলধনের সত্যিকারের সম্প্রসারণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমস্ত সংযোগ হয় বিনষ্ট, এবং স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের গুণাবলী-সম্পন্ন একটা কিছু বলে মূলধন সম্পর্কে যে ধারণা, সেটা হয় আরো শক্তিশালী।

এমনকি যখন অঙ্গীকার-সংবলিত নোট—ঋণপত্র—প্রতিনিধিত্ব করে না একটা নিছক

১. "শ্রমিকের দখলে আছে মূলধন-মূল্য, যা অনুধাবন করা যায় তার বাৎসরিক মজুরির অর্থ-মূল্যকে সুদ থেকে প্রাপ্ত আয় হিসাবে।...গড় দৈনিক মজুরিকে শতকরা ৪ হিসাবে...মূলধনীকৃত করে, আমরা পাই একজন পুরুষ কৃষি-শ্রমিকের সম্ভাব্য গড় মূল্য: জার্মান অষ্ট্রিয়া, ১৫০০ টেলার; প্রুশিয়া, ১৫০০; ইংল্যাণ্ড, ৩৭৫০; ফ্রান্স, ২০০০; অন্তঃ রুশিয়া, ৭৫০ টেলার।" (Von Reden, Vergletchende Kulturstatistik, Berlin, 1848, p. 434)

কাল্পনিক মূলধনের, যেমন তা করে রাষ্ট্রীয় ঋণের বেলায়, তখনো এই ধরনের কাগজের মূলধন-মূল্য কিন্তু সম্পূর্ণ অলীক। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কি ভাবে ক্রেডিট-ব্যবস্থা সৃষ্টি করে আনুষঙ্গিক মূলধন। কাগজ কাজ করে স্বত্বাধিকারের দলিল হিসাবে, যা প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের। রেলওয়ে, খনি, নৌ-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির শেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে সত্যিকারের মূলধনের, যথা এই সমস্ত উদ্যোগে বিনিয়োজিত ও কার্যরত মূলধনের কিংবা এই সমস্ত উদ্যোগে মূলধন হিসাবে ব্যবহারের জন্য শেয়ার-হোল্ডারদের দ্বারা অগ্রিমদত্ত অর্থের। এটা অবশ্য নাকচ করে দেয় না এই সম্ভাবনাকে যে, এগুলি প্রতিনিধিত্ব করতে পারে বিশুদ্ধ প্রতারণার। কিন্তু এই মূলধন দু বার অস্তিত্ব ধারণ করে না—এক দিকে, একবার (শেয়ারের) স্বত্বাধিকারের মূলধন-মূল্য হিসাবে এবং অন্যদিকে, আরেক বার ঐ উদ্যোগগুলিতে বিনিয়োজিত বা বিনিয়োজিতব্য সত্যিকারের মূলধন হিসাবে। এর অস্তিত্ব কেবল এই দ্বিতীয়োক্ত রূপেই এবং একটি শেয়ার হচ্ছে কেবল এর দ্বারা উপলভ্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের তদনুপাতিক অংশের উপরে মালিকানার অধিকার-পত্র। ক এই অধিকার পত্রটি বিক্রি করে দিতে পারে খ-এর কাছে এবং খ বিক্রি করে দিতে পারে গ-এর কাছে। এইসব লেনদেনের ফলে সমস্যার প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তখন ক বা খ-এর হাতে থাকে কেবল তার অধিকার-পত্রটি—মূলধনের রূপে, কিন্তু গ রূপান্তরিত করে ফেলে তার মূলধনকে শেয়ার-মূলধন থেকে প্রাপ্তব্য পূর্বানুমিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের মালিকানার উপরে কেবল একটি অধিকার-পত্রে।

মালিকানার এই অধিকার-পত্রগুলির, কেবল সরকারি বণ্ডেরই নয়, সেই সঙ্গে স্টকেরও—মূল্যের স্বাধীন গতিক্রিয়া এই বিভ্রমকে আরো শক্তিশালী করে তোলে যে, মূলধন বা দাবি যার উপরে থাকতে পারে সেগুলির স্বত্বাধিকার, তার পাশাপাশি সেগুলিও হচ্ছে প্রকৃত মূলধন। কেননা সেগুলি হয়ে ওঠে পণ্যসামগ্রী, যার দামের থাকে তার নিজস্ব চরিত্রগত গতিক্রিয়া এবং যা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী, সেগুলির বাজার-মূল্য নির্ধারিত হয় তাদের নামীয় মূল্য থেকে ভিন্নতর ভাবে—সত্যিকারের মূলধনের মূল্যে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই (এমনকি যদিও সম্প্রসারণে পরিবর্তন ঘটতে পারে)। এক দিকে, সেগুলির বাজার-মূল্যে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, যে-প্রতিদানের উপরে সেগুলির আইনগত দাবি থাকে তার পরিমাণ ও নিশ্চয়তার উপরে। যদি স্টকের একটি শেয়ারের—অর্থাৎ এই শেয়ার যে বিনিয়োজিত পরিমাণটিকে শুরুতে প্রতিনিধিত্ব করে, তার—নামীয় মূল্য হয় £১০০, এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি ৫ শতাংশের পরিবর্তে দেয় ১০ শতাংশ, তা হলে তার বাজার-মূল্য, যদি বাকি সব কিছু থাকে অপরিবর্তিত, বেড়ে হয় £ ২০০ যতকাল সুদের হার থাকে ৫ শতাংশ কেননা যখন ৫ শতাংশ হারে মূলধনীকৃত হয়, তখন সেটি প্রতিনিধিত্ব করে £ ২০০ পরিমাণ একটি অলীক মূলধনের। যে ব্যক্তিই সেটিকে £২০০ দিয়ে ক্রয় করুক, সে-ই এই মূলধনের বিনিয়োগের উপরে পায় ৫ শতাংশ পরিমাণ একটি আগম। প্রতিষ্ঠানের প্রতিদান যখন কমে যায়, তখন উলটোটা সত্য হয়। এই কাগজের বাজার অংশতঃ ফটকামূলক, কেননা এটা কেবল প্রকৃত আয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না,

প্রত্যাশিত আয়ের দ্বারাও নির্ধারিত হয়, যা অগ্রিম গণনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃত মূলধনের সম্প্রসারণকে স্থির রাশি বলে ধরে নিলে, কিংবা যেখানে কোনো মূলধনের অস্তিত্ব নেই, যেমন রাষ্ট্রীয় ঋণের ক্ষেত্রে, সেখানে আইনের দ্বারা নির্ধারিত এবং অন্যথা পর্যাপ্ত ভাবে নিশ্চয়ীকৃত, এই ঋণপত্রগুলির দাম সুদের হারের সঙ্গে বিপরীত দিকে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। যদি সুদের হার ৫% থেকে বেড়ে ১০% হয়, তা হলে যে ঋণপত্রগুলি £৫ পরিমাণ আয়ের নিশ্চয়তা দেয়, সেগুলি এখন প্রতিনিধিত্ব করবে কেবল £৫০ পরিমাণ একটি মূলধনের। উল্টো, যদি সুদের হার কমে গিয়ে হয় ২½% ; ঐ একই ঋণপত্রগুলি প্রতিনিধিত্ব করবে £২০০ পরিমাণ একটি মূলধনের। তাদের মূল্য সর্বদাই হচ্ছে নিছক মূলধনীকৃত আয়, অর্থাৎ প্রচলিত সুদের হারে একটি কাল্পনিক মূলধনের ভিত্তিতে গণনা-করা আয়। যখন টাকার বাজার খুব কড়া তখন এই ঋণপত্রগুলির দাম পড়ে যায় দুটি কারণে : প্রথমতঃ, কারণ সুদের হার বেড়ে যায়, এবং দ্বিতীয়তঃ, নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে বিরাট বিরাট সংখ্যায় বাজারে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। দামে এই পতন ঘটে—তা সেই কাগজখানা যে আয়ের নিশ্চয়তা দেয় তা একটা স্থির রাশিই হোক, যেমন সরকারি বণ্ডের বেলায়, কিংবা সেটি যার প্রতিনিধিত্ব করে সেই প্রকৃত মূলধনের সম্প্রসারণ, যেমন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বেলায়, পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাতের ফলে ব্যাহতই হোক—এ সব কিছু নির্বিশেষে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপরে-উক্ত অবচয়ের সঙ্গে কেবল আরো একটি অবচয় সংযোজিত হয়। যখনি ঝড় থেমে যায়, এই কাগজখানার দাম আবার আগের মানে উঠে যায়—যদি না সেখানা ব্যবসা-বিপর্যয়ের বা প্রতারণার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। সংকটের সময়ে তার অবচয় কাজ করে ঐশ্বর্য কেন্দ্রী-করণের একটি শক্তিশালী উপায় হিসাবে।[১]

যে মাত্রায় এই কাগজের মূল্যে এই অবচয় বা উপচয় তার দ্বারা প্রতিরূপায়িত প্রকৃত মূল্যের গতিক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ, ঠিক সেই মাত্রায় দেশের ঐশ্বর্য এই অবচয় বা উপচয়ের আগে যত পরিমাণ থাকে, পরেও তত পরিমাণই থাকে। "১৮৪৭-এর ২৩শে অক্টোবরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্টক এবং ক্যানাল ও রেলওয়ে শেয়ারের মূল্যে মোট £১১,৪৭,৫২,২২৫

১। [ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, যখন পণ্য দ্রব্য ও ঋণপত্রের দাম দারুণ পড়ে যায় এবং সেগুলি অবিক্রয়যোগ্য হয়ে পড়ে, তখন লিভারপুলের এক সুইস বেনিয়া, মিঃ আর জুইলশেনবার্ট—যিনি একথা আমার বাবাকে বলেছিলেন—তার সমস্ত স্বত্ব বিক্রি করে দিয়ে, সেই টাকা হাতে নিয়ে প্যারিসে যান, এবং রথসচাইল্ডকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবসা করার প্রস্তাব দেন। রথসচাইল্ড তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন এবং তাঁর কাঁধ-দুটি ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হাতে টাকা আছে ?"—"হ্যাঁ, ব্যারন।"—"তা হলে তুমি আমার মনের মত লোক।"—এবং তাঁরা দুজনে মিলে একটি লাভজনক ব্যবসা শুরু করে দিলেন।—এঙ্গেলস]

পরিমাণ অবচয় ঘটে গিয়েছিল।" (মরিস, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নর, 'বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত প্রতিবেদন'-এ সাক্ষ্য ১৮৪৭-৪৮ [নং ৩৮০০]) যদি মূল্যে এই অবচয় উৎপাদন এবং ক্যানাল ও রেল পথে চলাচলে বন্ধের কিংবা চালু প্রতিষ্ঠান-ব্যবসাগুলিতে সাময়িক ব্যবসা-বিরতির, কিংবা একেবারে আজেবাজে উদ্যোগে মূলধন অপচয়ের প্রতিফলন না হয়ে থাকে, তা হলে এই নামীয় মূলধনের সফেন বুদ্বুদ ফেটে যাবার ফলে জাতি এক শতাংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

এই সব কাগজ ভবিষ্যৎকালের উৎপাদনের উপরে স্বীকৃত দাবি বা আইনগত অধিকার পত্রের চেয়ে আসলে বেশি কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে না, যে কাগজের অর্থ বা মূলধন মূল্য, হয়, আদৌ কোনো মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে না, যেমন রাষ্ট্রীয় ঋণপত্রের ক্ষেত্রে, আর নয়তো তা যে-প্রকৃত মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে, পরিচালিত হয় তা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উপরে ভিত্তিশীল সমস্ত দেশে এই নির্দেশকের অধিকারে থাকে বিপুল পরিমাণ সুদ-দায়ী মূলধন বা অর্থবান মূলধন। এবং অর্থ-মূলধনের পুঞ্জীভবন বলতে উৎপাদনের উপরে দাবির পুঞ্জীভবন, বাজার-দরের তথা এই সব দাবির কাল্পনিক মূলধন-মূল্যের পুঞ্জীভবনের চেয়ে আর কিছু বোঝায় না।

ব্যাংকারের মূলধনের একটা অংশ এখন বিনিয়োজিত হয় তথাকথিত সুদ-দায়ী কাগজে। এটা নিজে হচ্ছে সংরক্ষিত ('রিজার্ভ') মূলধনের একটা অংশ, যা সত্যিকারের ব্যাংক-ব্যবসায়ে কোনো কাজ করে না। এই কাগজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি গঠিত হয় হুণ্ডি ('বিল অব এক্সচেঞ্জ') দিয়ে অর্থাৎ শিল্পপতি বা বণিকদের দ্বারা প্রদত্ত অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি-পত্র দিয়ে। মহাজনদের কাছে এই হুণ্ডিগুলি সুদ-দায়ী, অর্থাৎ যখন সে সেগুলি কেনে, তখন সে সেগুলির মেয়াদকালের জন্য সুদ কেটে রাখে। একে বলা হয় 'ডিসকাউন্টিং'। হুণ্ডিতে উল্লিখিত অঙ্কের থেকে কতটা কেটে রাখা হবে, সেটা নির্ভর করে তৎকালে চালু সুদের হারের উপরে।

সর্বশেষে, একজন ব্যাংকারের মূলধনের শেষ অংশটি গঠিত হয় সোনা ও নোটের আকারে তার সংরক্ষিত অর্থে। আমানতগুলি যদি চুক্তি মারফত নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য বাঁধা না থাকে, তবে সেগুলি সর্বদাই আমানতকারীদের ইচ্ছাধীন। সেগুলি থাকে এক অবিরাম হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায়। কিন্তু যখন একজন আমানতকারী তার হিসাব থেকে টাকা তুলে নেয়, তখন আরেকজন জমা দেয়, যার ফলে মোট গড় আমানতের পরিমাণে স্বাভাবিক ব্যবসা চলাকালে সামান্যই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

বিকশিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সমন্বিত দেশগুলিতে ব্যাংকসমূহের সংরক্ষিত ভাণ্ডার সব সময়েই গড়ে প্রকাশ করে মজুদের আকারে বিদ্যমান অর্থের পরিমাণ, এবং এই মজুদের একটি অংশ আবার অবস্থান করে কাগজ, সোনার উপরে নিছক 'ড্র্যাফ্‌ট'-এর আকারে, যেগুলির নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সুতরাং ব্যাংকারের মূলধনের বেশির ভাগটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ কাল্পনিক মূলধন এবং গঠিত থাকে দাবি (হুণ্ডি) সরকারি ঋণপত্র

(যা প্রতিনিধিত্ব করে ব্যয়িত মূলধনের). এবং স্টক (ভবিষ্যৎ আগমের উপরে 'ড্র্যাফট')। এবং এটা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে ব্যাংকারের সিন্দুকে রক্ষিত এই কাগজ যে-মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে, তাও নিজেই কাল্পনিক —যখন এই কাগজ গঠিত হয় নিশ্চয়ীকৃত আগমের উপরে 'ড্র্যাফট্' (যেমন সরকারি ঋণপত্র), কিংবা প্রকৃত মূলধনের (যেমন স্টক) উপরে স্বত্বাধিকার দিয়ে, এবং এই মূল্য নিয়মিত হয় প্রকৃত মূলধনের মূল্য থেকে ভিন্নতর ভাবে, যার প্রতিনিধিত্ব করে ঐ কাগজ অন্ততঃ আংশিক ভাবে; কিংবা যখন তা প্রতিনিধিত্ব করে কোনো মূলধনের নয়, কেবল আগমের উপরে দাবির; একই আগমের উপরে দাবি প্রকাশ পায় অবিরাম পরিবর্তনশীল কাল্পনিক অর্থ-মূলধনে। এর সঙ্গে আবার মনে রাখতে হবে যে ব্যাংকারের এই কাল্পনিক মূলধন প্রধানতঃ প্রতিনিধিত্ব করে তার নিজস্ব মূলধনের নয়, সাধারণের (পাবলিক-এর) মূলধনের, যারা তার কাছে আমানত রাখে—সুদ দায়ী বা অন্যথা।

আমানত সব সময়েই রাখা হয় অর্থে বা সোনায়, কিংবা এগুলির উপরে ড্রাফ্টে। সংরক্ষিত তহবিল বাদ দিয়ে—যে তহবিল সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হয় সত্যিকারের সঞ্চলনের প্রয়োজন অনুযায়ী, এক দিকে, এই আমানতগুলি বাস্তবিক পক্ষে সব সময়েই যায় শিল্পপতি ও বণিকদের হাতে, যাদের হুণ্ডিগুলি এই ভাবে 'ডিসকাউণ্ট' করা হয়ে যায় এবং যারা এই ভাবে অগ্রিম পেয়ে যায়; অন্য দিকে, সেগুলি যায় ঋণপত্রের কারবারিদের ('এক্সচেঞ্জব্রোকার'-দের) হাতে, কিংবা বেসরকারি 'পার্টি'দের হাত থেকে যারা তাদের ঋণপত্রগুলি বিক্রি করে দিয়েছে কিংবা সরকারের হাতে (ট্রেজারি নোট এবং নতুন লোন-এর বেলায়)। আমানতগুলি নিজেরাই সম্পাদন করে এক দ্বৈত ভূমিকা। এক দিকে, যে কথা এই মাত্র বলেছি, সেগুলি ধার দেওয়া হয় সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে এবং, অতএব, থাকে না ব্যাংকের সিন্দুকে, কিন্তু স্থান পায় কেবল হিসাবের বইয়ে আমানতকারীদের জমা ('ক্রেডিট') হিসাবে। অন্য দিকে, সেগুলি কাজ করে কেবল 'বুক এন্ট্রি' হিসাবে, যখন আমানতকারীদের পারস্পরিক দাবিসমূহ সমান সমান হয়ে যায় পরস্পরের আমানতের উপরে 'চেক' হাজিরের মাধ্যমে এবং এই ভাবে সেগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে কেটে দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে, এতে কিছু যায় আসে না যে এই আমানতগুলি একই ব্যাংকারের হাতে ন্যস্ত করা হয় নাকি ন্যস্ত করা হয় বিভিন্ন ব্যাংকারের হাতে; প্রথম ক্ষেত্রে একই ব্যাংক করে পরস্পরের বিরুদ্ধে হিসাবগুলির মধ্যে ভারসাম্য সাধন, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংক নিজেদের মধ্যে চেকগুলি বিনিময় করে নিয়ে কেবল বাকি বাড়তিটুকু করে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান।

সুদ-দায়ী মূলধন ও ক্রেডিট-ব্যবস্থার বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মূলধনই মনে হয় যেন নিজেকে দু'গুণ, এমনকি কখনো কখনো তিন গুণ করে ফেলে; এটা করে সেই বিবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে, যেসব পদ্ধতিতে একই মূলধন, কিংবা সম্ভবত ঋণের উপরে একই

দাবি প্রতিভাত হয় বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন হাতে।[১] এই "অর্থ-মূলধন"-এর বৃহত্তর অংশটাই হচ্ছে নিছক কাল্পনিক। সংরক্ষিত তহবিল বাদে, সমস্ত আমানতই হল ব্যাংকারের উপরে কেবল দাবি, যা কিন্তু কখনো আমানত হিসাবে থাকে না। যদবধি সেগুলি 'ক্লিয়ারিং-হাউজ'-এর দেনাপাওনা মিটানোর কাজ করে, তদবধি তারা ব্যাংকারদের জন্য সম্পাদন করে মূলধনের ভূমিকা—ব্যাংকাররা সেগুলিকে লোন হিসাবে দিয়ে দেবার পরে। তারা তাদের পরস্পরের দেনা পাওনা হিসাব করে নিয়ে তাদের পারস্পরিক ড্রাফ্‌টগুলি মিটিয়ে দেয় অস্তিত্ববিহীন আমানতের ভিত্তিতে।

অর্থ ধার দেবার ক্ষেত্রে মূলধনের ভূমিকা সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথ বলেন "এমনকি অর্থবান সুদের ক্ষেত্রে, অর্থ যেন স্বত্ব-নিয়োগের দলিল, যা এক হাত থেকে অন্য হাতে হস্তান্তর করে সেই সব মূলধন, যেগুলিকে মালিকেরা নিজেরা নিযুক্ত করার আগ্রহ দেখায় না। এই মূলধনগুলি যে-কোনো অনুপাতে বৃহত্তর হতে পারে সেই অর্থের পরিমাণটির চেয়ে, যে অর্থটা কাজ করে তাদের হস্তান্তরের মাধ্যম হিসাবে—একই অর্থ-খণ্ডগুলি পরপর কাজ করে

১. মূলধনের এই দ্বিগুণীকরণ ও ত্রিগুণীকরণ সম্প্রতি বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন 'ফিনান্সিয়াল ট্রাস্ট'-এর মধ্যেমে, যা ইতিমধ্যেই লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর রিপোর্টে একটি শিরোনাম হিসাবে নিজের জন্য স্থান করে নিয়েছে। একটি কোম্পানি গড়ে তোলা হয় একটি বিশেষ শ্রেণীর সুদ-দায়ী কাগজ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, যেমন বিদেশী সরকারি ঋণপত্র, ইংল্যাণ্ডের 'মিউনিসিপাল' বা আমেরিকার 'পাবলিক' বণ্ড, রেলওয়ে স্টক ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, £ ২ মিলিয়ন তোলা হল 'স্টক সাবস্ক্রিপশন'-এর মাধ্যমে। পরিচালক পরিষদ উল্লিখিত মূল্যগুলি নিয়ে ফটকাবাজি করেন, এবং খরচাপতি বাদ দিয়ে স্টক-হোল্ডারদের মধ্যে বাৎসরিক সুদটা লভ্যাংশ ('ডিভিডেণ্ড') হিসাবে বণ্টন করে দেন। তা ছাড়া, কিছু স্টক কোম্পানি কমন স্টক দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেবার প্রথা চালু করেছে, 'প্রেফার্ড' আর 'ডেফার্ড'। যারা 'প্রেফার্ড' তারা পায় ধরা যাক নির্দিষ্ট ৫% হারে সুদ, যদি মোট মুনাফা থেকে তা দেওয়া যায় ; যদি তার পরে কিছু পড়ে থাকে, তা হলে যারা 'ডেফার্ড' তারা সেটা পাবে। এই ভাবে 'প্রেফার্ড' শেয়ারে মূলধন "শাঁসালো" বিনিয়োগ মোটামুটি আলাদা করে দেওয়া হয় সত্যিকারের ফটকাবাজি থেকে—'ডেফার্ড শেয়ার' নিয়ে। যেহেতু কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এই নতুন প্রথাটি গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, সেই হেতু নতুন নতুন কোম্পানি সংগঠিত করার কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, যে কোম্পানিগুলি আগেকার গুলির শেয়ারে এক মিলিয়ন, এমনকি কয়েক মিলিয়ন স্টার্লিং বিনিয়োগ করে এবং তার পরে ক্রীত শেয়ারগুলির নামীয় মূল্যের সমপরিমাণ নতুন শেয়ার ইস্যু করে, কিন্তু সেগুলির অর্ধেকটা ইস্যু করা হয় 'প্রেফার্ড' হিসাবে বাকি অর্ধেকটা 'ডেফার্ড' হিসাবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে, মূল শেয়ারগুলি দ্বিগুণ হয়ে যায়, কেননা সেগুলি কাজ করে নতুন শেয়ার ইস্যু করার ভিত্তি হিসাবে।—এঙ্গেলস]।

অনেক ধারের জন্ম এবং অনেক বিভিন্ন উদ্দেশ্তে। যেমন, ক ধার দেয় ব কে £ ১০০০, যা দিয়ে ব সঙ্গে সঙ্গে খ-এর কাছ থেকে ক্রয় করে £ ১০০০ মূল্যের জিনিস, খ-এর সেই অর্থের কোনো দরকার না থাকায়, সেই একই অর্থখণ্ডগুলিকে ধার দেয় ভ-কে, যা দিয়ে ভ সঙ্গে সঙ্গে গ-এর কাছ থেকে কেনে আরো £ ১০০০ মূল্যের জিনিস। গ আবার একই ভাবে এবং একই উদ্দেশ্যে তা ধার দেয় ম-কে, সে আবার তা দিয়ে জিনিস কেনে খ-এর কাছ থেকে। এই ভাবে একই অর্থখণ্ডগুলি—মুদ্রার বা কাগজের একক গুলি—কয়েক দিনের মধ্যেই কাজ করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারের এবং তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রয়ের হিসাবে যাদের প্রত্যেকটি মূল্যের দিক থেকে ঐ অর্থখণ্ডগুলির মোট পরিমাণের সমান। যেটা তিন জন অর্থবান মানুষ ক, খ এবং গ হস্তান্তরিত করে তিন জন ধার-গ্রহীতা ব, ভ এবং ম-কে, সেটা হচ্ছে ঐ ক্রয়গুলি সম্পন্ন করার শক্তি। এই শক্তির মধ্যেই নিহিত থাকে ঐ ধারগুলির মূল্য ও উপযোগ উভয়ই। তিন জন অর্থবান মানুষের দ্বারা ধার দেওয়া ঐ স্টক, তা দিয়ে যে জিনিস কেনা যায়, তার সমান, এবং যে-অর্থ দিয়ে ঐ ক্রয়গুলি করা হয়, তার চেয়ে তিন গুণ বেশি। ঐ ধারগুলি যে পরিশোধ করা হবে, তা কিন্তু ভাল ভাবেই নিশ্চয়ীকৃত, কেননা বিভিন্ন ধার-গ্রহীতা যে-সব জিনিস কিনেছে, সেগুলি এমন ভাবে লাগানো হবে যে, তা থেকে যথাসময়ে আসবে, মুনাফা সহ, একটি সমপরিমাণ মূল্য মুদ্রা—বা কাগজের আকারে। এবং এই ভাবে একই মুদ্রাখণ্ডগুলি কাজ করতে পারে তাদের মূল্যের তিন গুণ। কিংবা একই কারণে, তিরিশ গুণ মূল্যের মাধ্যম হিসাবে; অতএব সেগুলি অনুরূপ ভাবে পরপর কাজ করতে পারে পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে ([*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Aberden,* London, 1848, P. 236—Ed.] Book II, Chap IV.)

যেহেতু একই অর্থখণ্ড, তার সঞ্চলনের গতিবেগ অনুযায়ী, ব্যবহৃত হতে পারে বিবিধ উদ্দেশ্তে, সেই হেতু তা অনুরূপ ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে বিবিধ ধারের জন্মও, কেননা ক্রয়ের ফলে স্থানান্তর হয় এক জনের হাত থেকে আরেক জনের হাতে, এবং একটি ধার ক্রয়ের মধ্যস্থতা ছাড়া এক জনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে স্থানান্তরের বেশি কিছু নয়। প্রত্যেক বিক্রেতার কাছে, অর্থ হচ্ছে তার পণ্য সামগ্রীর রূপান্তরিত রূপের প্রতিনিধি। ইদানীং কালে, যখন প্রত্যেকটি মূল্য অভিব্যক্ত হয় মূলধন-মূল্য হিসাবে, তখন তা বিভিন্ন ধারের ক্ষেত্রে পরপর প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন মূলধনের। এটা হচ্ছে আগেকার বিবৃতিরই পুনর্ঘোষণা যে, তা পারে পরপর বিবিধ পণ্যমূল্য উপলব্ধ করতে। একই সময়ে তা কাজ করে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে—আসল মূলধনগুলিকে এক ব্যক্তি থেকে অন্ত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে। ধারের বেলায় তা এক ব্যক্তি থেকে অন্ত ব্যক্তির কাছে যায় না সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে। যতক্ষণ তা থাকে ধারদাতার হাতে ততক্ষণ তা তার হাতে থাকে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে নয়, তার মূলধনের মূল্য-সত্তা হিসাবে। এবং এই রূপেই সে তাকে হস্তান্তরিত করে যখন অন্ত কাউকে ধার দেয়। ক্রয়ের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, যদি ক ঐ অর্থটা ধার দিত খ-কে, এবং খ ধার দিত ক-কে তা হলে একই অর্থ প্রতি-

নিধিত্ব করত না তিনটি মূলধনের, প্রতিনিধিত্ব করত কেবল একটির—একটি একক মূলধন-মূল্যের। কত সংখ্যক মূলধনের তা প্রতিনিধিত্ব করে, সেটা নির্ভর করে কতসংখ্যক বার তা কাজ করে বিভিন্ন পণ্য-মূলধনের মূল্য-রূপ হিসাবে তার উপর।

অ্যাডাম স্মিথ যে কথা সাধারণ ভাবে ধার সম্পর্কে বলেন, সেই একই কথা খাটে আমানতের ক্ষেত্রে, যা হচ্ছে, ব্যাংকারদের কাছে জনসাধারণ যে অর্থ ধার দেয়, তারই আরেক নাম। একই অর্থখণ্ডগুলি কাজ করতে পারে যে কোনো সংখ্যক আমানতের মাধ্যম হিসাবে।

"এটা তর্কাতীত ভাবে সত্য যে, যে £ ১০০০ আপনি আজ ক-তে অমানত রাখলেন, তা কাল আবার ইস্যু করা হতে পারে, এবং খ-তে আমানত তৈরি করতে পারে। তার পরের দিন, খ থেকে আবার ইস্যু হয়ে. তা গ-তে আমানত তৈরি করতে পারে…এবং এইভাবে চলতে পারে অনন্ত কাল ; এবং ঐ একই £ ১০০০ এইভাবে পরপর হস্তান্তরের কল্যাণে নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে সীমাহীন সংখ্যক আমানতে। সুতরাং এটা সম্ভব যে, যুক্তরাজ্যের সমস্ত আমানতের দশ ভাগের নয় ভাগেরই ব্যাংকারদের হিসাব বইয়ে ছাড়া আর কোথাও কোনো অস্তিত্ব নেই ; এই ব্যাংকারই কেবল ঐ অমানতগুলির জন্য যথাক্রমে দায়ী।…এই ভাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্কটল্যাণ্ড 'কারেন্সি' কখনো £ ৩ মিলিয়নকে ছাড়িয়ে যায়নি, অথচ ব্যাংকগুলিতে আমানতের পরিমাণ হচ্ছে £ ২৭ মিলিয়ন। যদি ব্যাংকগুলিতে 'রান' না হয়, তা হলে ঐ একই £ ১০০০ মিলিয়ন, যদি তাকে ফেরৎ পাঠানো হয় চলাচলের পরে পরেই তবে একই রকম স্বাচ্ছন্দ্যে চুকিয়ে দেয় সমানভাবে অনির্দিষ্ট একটি পরিমাণকে। যেমন একই £ ১০০০, যার সাহায্যে একজন ব্যবসাদারের কাছে আপনি আপনার ঋণ আজ চুকিয়ে দিলেন, তা কাল চুকিয়ে দিতে পারে একজন সওদাগরের কাছে তার ঋণ, পরের দিন চুকিয়ে দিতে পারে ব্যাংকের কাছে ঐ সওদাগরের ঋণ এবং এই ভাবে চলতে পারে অন্তহীন ভাবে ; অতএব, একই £ ১০০০ যেতে পারে হাত থেকে হাতে, ব্যাংক থেকে ব্যাংকে এবং চুকিয়ে দিতে পারে কল্পনা-সাধ্য যে-কোনো সংখ্যক আমানত।" (*The Currency Theory Reviewed*, pp. 62.-63.)

ঠিক যেমন এই ক্রেডিট-ব্যবস্থায় সব কিছুই হয়ে যায় দ্বিগুণ, তিনগুণ এবং রূপান্তরিত হয়ে যায় কেবল এক কল্পনার মায়ারূপে, ঠিক তেমনি ঘটে রিজার্ভ ফাণ্ড-এর ক্ষেত্রেও, যেখানে সবশেষে কেউ আশা করে শক্ত কিছুর নাগাল পাবার।

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নর মরিস-এর কথাই আরেকবার শোনা যাক : "বেসরকারি ব্যাংকারদের রিজার্ভ"-সমূহ থাকে আমানতের আকারে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর হাতে।…সোনার রপ্তানি একান্ত ভাবে ক্রিয়া করে, প্রথমতঃ, ব্যাংকারদের রিজার্ভের উপরে, কেননা এটা হচ্ছে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে তাদের যে রিজার্ভ আছে, তারই একটা অংশ তুলে নেওয়া। এটা ক্রিয়া করবে গোটা দেশের সমস্ত ব্যাংকারদের রিজার্ভের উপরে।" ('বাণিজ্যিক দুর্দশা', ১৮৪৭-৪৮, নং ৩৬৩৯,৩৬৪২)। তা হলে শেষ পর্যন্ত, রিজার্ভ ফাণ্ডগুলি সত্যি সত্যিই মিশে যায় ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর রিজার্ভ ফাণ্ডের

সঙ্গে।[১] যাই হোক, এই রিজার্ভ ফাণ্ডটিরও আছে একটি দ্বৈত সত্তা। ব্যাংকিং বিভাগের রিজার্ভ ফাণ্ড হচ্ছে, সঞ্চলনে চালু থাকা নোটগুলির অতিরিক্ত যে-বাড়তি নোট ইস্যু করার কর্তৃত্ব ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর আছে, সেই বাড়তি নোটের সমান। নোট-ইস্যুর আইনগত সর্বোচ্চ সীমা হল £ ১৪ মিলিয়ন, (যার জন্য কোনো ধাতুপিণ্ডের মজুদ লাগে না ;

১. তখন থেকে এটা কি পরিমাণে বেড়েছে, সেটা দেখানো হয়েছে ১৮৯২-এর নভেম্বরে লণ্ডনের বৃহত্তম ১৫টি ব্যাংকের রিজার্ভের এই সারনীটি থেকে। ডেইলি 'নিউজ,' ১৫/১২/১৮৯২, থেকে গৃহীত :

ব্যাংকের নাম	দায়ের পরিমাণ	নগদ রিজার্ভ	শতাংশ
সিটি	£ ৯৩,১৭,৬২৯	£ ৭,৪৬,৫৫১	৮.০১
ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড কাউন্টিজ্	" ১,১১,৯২,৭৪৩	" ১৩,০৭,৪৮৩	১১.৪৭
ইম্পিরিয়াল	" ৩৯,৮৭,৪০০	" ৪,৪৭,১৫৭	১১.২২
লয়ডস	" ২,৩৮,০০,৯৩৭	" ২৯,৬৬,৮০৬	১২.৪৬
লণ্ডন অ্যাণ্ড ওয়েস্টমিনস্টার	" ২,৪৬,৭১,৫৫৯	" ৩৮,১৮,৮৮৫	১৫.৫০
লণ্ডন অ্যাণ্ড এস ওয়েস্টার্ন	" ৫৫,৭০,২৬৮	" ৮,১২,৩৫৩	১৪.৫৮
লণ্ডন জয়েণ্ট স্টক	" ১,২১,২৭,৯৯৩	" ১২,৮৮,৯৭৭	১০.৬২
লণ্ডন অ্যাণ্ড মিডল্যাণ্ড	" ৮৮,১৪,৪৯৯	" ১১.২৭,২৮০	১২.৭৯
লণ্ডন অ্যাণ্ড কাউন্টি	" ৩,৭১ ১১,০৩৫	" ৩৬,০০.৩৭৪	৯.৭০
ন্যাশনাল	" ১.১১.৬৩.৮২৯	" ১৪,২৬,২২৫	১২.৭৭
ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল	" ৪,১৯,০৭,৩৮৪	" ৪৬,১৪,৭৮০	১১.০১
পার্স অ্যাণ্ড অ্যালায়েন্স	" ১,২৭.৯৪,৭৮৯	" ১৫,৩২,৭০৭	১১.৯৮
প্রেসকট ইউ কো	" ৪০,৪১,০৫৮	" ৫,৩৮,৫১৭	১৩.০৭
ইউনিয়ন অব লণ্ডন	" ১,৫৫,০২,৬১৮	" ২৩ ০০,০৮৪	১৪.৮৪
উইলিয়ম, ডিকন ইউ ম্যাঞ্চেস্টার ইউ কো	" ১,০৪,৫২,৩৮১	" ১৩,১৭,৬২৮	১২.৬০
মোট	£ ২৩,২৬,৫৫,৮২৩	£ ২,৭৮,৪৫,৮০৭	১১.৯৭

এই ২৮ মিলিয়ন মোট রিজার্ভের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ মিলিয়ন জমা ছিল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এ, এবং খুব বেশি হলে, ৩ মিলিয়ন ছিল নগদে ঐ ১৫টি ব্যাংকের সিন্দুকেই। কিন্তু ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নগদ রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ঐ একই নভেম্বর মাসে ১৬ মিলিয়নেরও কম।—এফ. ই.

উক্ত ব্যাংকের কাছে রাষ্ট্রের যে ঋণ, এটা তার মোটামুটি পরিমাণ) যোগ ব্যাংকটির হাতে মহার্ঘ্য ধাতুর সরবরাহ। যদি ঐ ব্যাংকের হাতে মহার্ঘ্য ধাতুর পরিমাণ দাঁড়ায় £ ১৪ মিলিয়ন, তা হলে সে পারে £ ২৮ মিলিয়ন মূল্যের নোট ইস্যু করতে, এবং যদি এর মধ্যে £ ২০ মিলিয়ন থাকে সঞ্চলনে, তা হলে ব্যাংকিং বিভাগের রিজার্ভ ফাণ্ড হবে £ ৮ মিলিয়ন। সে ক্ষেত্রে এই £ ৮ মিলিয়ন মূল্যের নোটই হল ঐ ব্যাংকটির হাতে আইন-অনুমোদিত নিয়োগযোগ্য ব্যাংকার-মূলধন। এখন যদি সোনার নির্গমন ঘটে, যার ফলে ব্যাংকটির মহার্ঘ্য ধাতুর পরিমাণ £ ৬ মিলিয়ন কমে যায় এবং সমমূল্যের নোট ধ্বংস করে ফেলতে হয়, তা হলে ব্যাংকের রিজার্ভ £ ৮ মিলিয়ন থেকে কমে দাঁড়াবে £ ২ মিলিয়ন। একদিকে ব্যাংকটি তখন তার সুদের হার বেশ কিছুটা বৃদ্ধি করবে ; অন্য দিকে, যে সব ব্যাংকের তার কাছে আমানত আছে এবং অন্যান্য যাদের সেখানে আমানত আছে, তারা দেখবে ঐ ব্যাংকে তাদের নিজেদের ক্রেডিট বাবদে যে রিজার্ভ ছিল তা বিপুল ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৮৫৭ সালে লণ্ডনের চারটি বৃহত্তম ব্যাংক হুমকি দেয় যে তারা তাদের আমানত তুলে নেবে, যদি না ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এমন একটি "সরকারি ঘোষণা" সংগ্রহ করতে পারে যে ১৮৪৪ সালের ব্যাংক আইনটিকে রদ করা হল।[১] এই ভাবে ১৮৪৭ সালের মত ব্যাংকিং বিভাগ 'ফেল' পড়তে পারত, যখন তার ইস্যু বিভাগে রয়েছে চালু নোটসমূহকে রূপান্তরিত করার নিশ্চয়তা দেবার মত মিলিয়নের পর মিলিয়ন (১৮৪৭ সালে ৮ মিলিয়ন)। কিন্তু সেটা আবার হচ্ছে বিভ্রমমূলক।

"(আমানতের) বৃহত্তর অংশ, যার জন্য ব্যাংকারদের থাকে না কোনো আশু চাহিদা, তা চলে যায় 'বিল-ব্রোকার'-দের হাতে, যার বদলে তারা ব্যাংকারকে দেয় বাণিজ্যিক বিল, যেগুলি তারা ইতিমধ্যেই লণ্ডনে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে স্থিত ব্যক্তিদের জন্য 'ডিসকাউন্ট' করে নিয়েছে ব্যাংকার কর্তৃক অগ্রিম প্রদত্ত পরিমাণের 'সিকিওরিটি' হিসাবে। চাওয়া মাত্র এই অর্থ ব্যাংকারকে দিয়ে দিতে 'বিল-ব্রোকার' দায়ী থাকে ; এবং এই ধরনের লেন দেনের আয়তন এমন যে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের বর্তমান গভর্নর মিঃ নিভ সাক্ষ্য হিসাবে বলেন, "আমরা জানি, একজন ব্রোকারের ছিল ৫ মিলিয়ন এবং এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে যে আরেক জনের ছিল ৮ থেকে ১০ মিলিয়ন ; এক জনের ছিল ৪ মিলিয়ন, আরেক জনের ৩½ এবং তৃতীয় জনের ৮ এর উপরে।" (Report of Committee on Bank Acts, 1857-58, P 5, Section 8.)

"লণ্ডনের বিল-ব্রোকাররা তাদের বিপুল লেনদেন চালাত কোনো নগদ রিজার্ভ ছাড়াই ;

১. ১৮৪৪ সালের ব্যাংক আইন রদ হলে ব্যাংক সোনা জমা না রেখেই যে কোনো পরিমাণ নোট ইস্যু করতে পারে ; এবং এই ভাবে পারে খুশিমত পরিমাণে অলীক কাগজে অর্থ-মূলধন সৃষ্টি করতে এবং ব্যাংক ও অন্যান্য ব্রোকারদের এবং তাদের মারফৎ বাণিজ্য ক্ষেত্রে ধার দেবার জন্য তা ব্যবহার করতে।

তারা নির্ভর করত তাদের পরিশোধ্য বিলগুলি কিংবা চরম ক্ষেত্রে, 'ডিসকাউন্ট'-সাপেক্ষ বিলগুলি জামানত রেখে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড থেকে অগ্রিম পাবার ক্ষমতার উপরে।" (Ibid, P. VIII 17) "লণ্ডনস্থ দুটি বিল-ব্রোকার প্রতিষ্ঠান ১৮৪৭ সালে প্রতি ব্যয় ('পেমেন্ট') বন্ধ করে দেয় ; পরে দুটিই আবার ব্যবস্থা সুরু করে। ১৮৫৭ সালে দুটিই পুনরায় প্রতি ব্যয় বন্ধ করে দেয়। ১৮৪৭ সালে একটির দায়ের পরিমাণ ছিল পূর্ণ £ ২৬,৮৩,০০০—£ ১,৮০,০০০ মূলধন সহ। ১৮৫৭ সালে একই প্রতিষ্ঠানেও দায়ের পরিমাণ ছিল £ ৫৩,০০,০০০ ; মূলধন খুব সম্ভবত ১৮৪৭-এ যা ছিল তার এক চতুর্থাংশের বেশি নয়। অন্য প্রতিষ্ঠানটির দায়ের পরিমাণ ছিল প্রত্যেকটি বন্ধের কালে £ ৩০,০০,০০০ এবং £ ৪০,০০,০০০-এর মধ্যে, অনধিক £ ৪৫,০০০ মূলধন সহ।" (Ibid, P. XXI, S21e 52)

ত্রিংশ অধ্যায়

অর্থ-মূলধন এবং প্রকৃত মূলধন [১]

ক্রেডিট-ব্যবসা সম্পর্কে কেবল কঠিন সমস্যাগুলি নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি ; এই সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, সত্যিকারের অর্থ মূলধনের সঞ্চয়ন। এটা কতটা অবধি মূলধনের সত্যিকারের সঞ্চয়ন তথা সম্প্রসারিত আয়তনের পুনরুৎপাদনের নির্দেশক, এবং কতটা অবধি তা নয় ? তথাকথিত মূলধনের প্রাচুর্য—যে কথাটা ব্যবহার করা হয় কেবল সুদ-দায়ী মূলধন তথা অর্থবান মূলধন প্রসঙ্গে—সেটা কি কেবল শিল্প ক্ষেত্রে অতি-উৎপাদন প্রকাশ করার একটি ভঙ্গি মাত্র, নাকি সেটা তার পাশাপাশি একটি আলাদা ঘটনা ? এই যে অত্যধিক সরবরাহ, তা কি যুগপৎ ঘটে বিপুল পরিমাণ অর্থের (ধাতুপিণ্ড, স্বর্ণ মুদ্রা ও ব্যাংক নোটের) নিশ্চল অবস্থানের সঙ্গে, যার দরুন সত্যিকারের অর্থের এই অতি-প্রতুলতা ঐ লোন-মূলধনের প্রাচুর্যেরই একটি অভিব্যক্তি ও বাহ্য রূপ ?

দ্বিতীয়তঃ, অর্থের স্বল্পতা, তথা লোন-মূলধনের ঘাটতি, কতটা অবধি প্রকাশ করে প্রকৃত মূলধনের পণ্য মূলধন ও উৎপাদনশীল মূলধনের ঘাটতি ? অন্য দিকে, কতটা অবধি তা যুগপৎ ঘটে যথার্থ অর্থের ঘাটতি তথা সঞ্চলন মাধ্যমের ঘাটতির সঙ্গে ?

এ পর্যন্ত আমরা অর্থ-মূলধনের এবং সাধারণ ভাবে অর্থ ধনের সঞ্চয়নের স্ব-বিশেষ রূপটি যতটা বিচার করেছি তাতে দেখেছি যে তা নিজেকে পর্যবসিত করেছে শ্রমের উপরে স্বত্বজনিত দাবিসমূহের সঞ্চয়নে। জাতীয় ঋণের সঞ্চয়ন বলতে মানে দাঁড়িয়েছে কেবল রাষ্ট্রের ঋণদাতা হিসাবে একটি শ্রেণীর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি—কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের একটা অংশের উপরে যাদের আছে দৃঢ় দাবির বিশেষ অধিকার।[১] এই সব ঘটনা, যার দরুন ঋণের সঞ্চয়নও প্রতীয়মান হয় মূলধনের সঞ্চয়ন হিসাবে, তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়

১. 'পাবলিক ফাণ্ড' কাল্পনিক মূলধন ছাড়া কিছু নয়, যা প্রতিনিধিত্ব করে রাজস্বের সেই অংশটির, যেটি সরিয়ে রাখা হয় ঋণ পরিশোধের জন্য। সম-পরিমাণ মূলধন ব্যয় করা হয়েছে, এটা কাজ করে লোনটির একটি অভিধা হিসেবে, কিন্তু পাবলিক ফাণ্ড এটার প্রতিনিধিত্ব করে না ; কেননা মূলধনটির আর কোনো অস্তিত্ব নেই। শিল্পের কাজের দ্বারা নোতুন ধন সৃষ্টি করতে হবে ; এই ধনের একটা অংশকে প্রতি বৎসর আগে ভাগে সরিয়ে রাখতে হবে তাদের জন্য, যারা ঐ লোন দিয়েছে, যা ব্যয় করা হয়েছে ; এই অংশটি ট্যাক্সের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় তাদের কাছ থেকে, যারা এটি উৎপাদন করেছে, এবং দেওয়া হয় রাষ্ট্রের ঋণদাতাদের ; এবং দেশে প্রচলিত মূলধন এবং সুদের মধ্যেকার প্রথাগত অনুপাত অনুসারে, একটি কাল্পনিক মূলধনকে ধরা হয় তার সঙ্গে সমমূল্য বলে, যা থেকে আসবে সেই বাৎসরিক আয়, যা এই ঋণ-দাতাদের পাবার কথা। (Sismondi *Nouveaux principes* [Second edition, Paris, 1827] II, P. 230)

ক্রেডিট-ব্যবস্থায় কী দারুণ বিকৃতি ঘটে চলেছে। এই প্রত্যর্থপত্রগুলি ('প্রেমিসরি নোট') —একেবারে শুরুতে ধার-দেওয়া মূলধন বাবদে যেগুলি 'ইস্যু' হয়ে অনেককাল আগেই খরচ হয়ে গিয়েছে, পরিভুক্ত মূলধনের এই কাগুজে প্রতিরূপগুলি ('ডুপ্লিকেট') তাদের মালিকদের হয়ে কাজ করে মূলধন হিসাবে—এতটা অবধি যে সেগুলি পণ্য হিসাবে বিক্রয় করা যায় এবং কাজে কাজেই, মূলধনেও পুনঃরূপান্তরিত করা যায়।

সাধারণ সম্পত্তি, রেল-পথ, খনি ইত্যাদির উপরে স্বত্বাধিকার যে বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত মূলধনের উপরেই স্বত্বাধিকার তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এই জাতীয় স্বত্বাধিকারের বলে কেউ এই মূলধনের বিলি-বন্দোবস্ত করতে পারে না। এই মূলধনকে তুলে নেওয়া যায় না। তারা কেবল পারে তার দ্বারা উৎপাদিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের উপরে তাদের আইনগত দাবি জ্ঞাপন করতে। কিন্তু এই স্বত্বাধিকারগুলিও অনুরূপ ভাবে পরিণত হয় প্রকৃত মূলধনের কাগুজে প্রতিরূপে . এটা যেন জাহাজে বোঝাই-করা মালটা থেকে আলাদা ভাবে, মাল বোঝাইয়ের বিলটারই একটা মূল্য অর্জন করা—সেটার সাথে একই সঙ্গে এবং একই সময়ে, উভয়তঃ। তারা কেবল নামেই প্রতিনিধিত্ব করে অস্তিত্ব-বিহীন মূলধনের। কারণ প্রকৃত মূলধনটি অবস্থান করে তাদেরই সঙ্গে পাশাপাশি এবং এই প্রতিরূপগুলি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে হস্তান্তরিত হলেও তার ফলে তাদের কোনো হস্তান্তর ঘটে না। তারা ধারণ করে সুদ-দায়ী মূলধনের রূপ—কেবল এই জন্যই নয় যে তারা নিশ্চয়তা দান করে একটি নির্দিষ্ট আয়ের. সেই সঙ্গে এই জন্যেও যে, তাদের বিক্রয়ের মাধ্যমে, ব্যবস্থা করা যায়। মূলধন-মূল্য হিসাবে তাদের পরিশোধেরও। যে মাত্রা অবধি এই কাগজের সঞ্চয়ন প্রকাশ করে রেলপথ, খনি, জাহাজ ইত্যাদির, সঙ্কলন, সেই মাত্রা অবধি তা প্রকাশ করে সত্যিকারের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ—ঠিক যেমন অস্থাবর সম্পত্তির একটি করের তালিকা নির্দেশ করে এই সম্পত্তির সম্প্রসারণ। কিন্তু নিজেরা পণ্য হিসাবে লেনদেনের বিষয় এবং, অতএব, মূলধন মূল্য হিসাবে সঙ্কলনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিরূপগুলি কিন্তু বিভ্রম মাত্র, এবং তাদের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, যে প্রকৃত মূলধনের স্বত্বাধিকারের তারা প্রতিনিধিত্ব করে, তার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে। তাদের মূল্যের, অর্থাৎ স্টক-এক্সচেঞ্জ-এ তাদের কোটেশন-এর, আবশ্যিক ভাবেই একটা ঝোঁক থাকে সুদের হার হ্রাস পাবার সঙ্গে বৃদ্ধি পাবার—যতটা অবধি এই হ্রাস, যা অর্থ-মূলধনের গতিক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ, তা ঘটে কেবল মুনাফা-উৎপাদনের হারের হ্রাস পাবার প্রবণতার কারণে ; সুতরাং, যদি কেবল এই কারণে হয়, ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই কাল্পনিক ধন সম্প্রসারিত হয় নির্দিষ্ট প্রারম্ভিক নামীয় মূল্যে তার প্রতিটি একাংশের প্রকাশিত মূল্য অনুযায়ী।[১]

---

১. সঙ্কলীকৃত ধার যোগ্য মূলধনের একটি অংশ বাস্তবিকই শিল্প-মূলধনের নিছক একটি প্রকাশ। যেমন, যখন ইংল্যাণ্ড ১৮৫৭ সালে মার্কিন রেলওয়েতে ও অন্যান্য উদ্‌যোগে বিনিয়োগ করেছিল £৮০ মিলিয়ন, তখন এই বিনিয়োগ সাধিত হয়েছিল প্রায় পুরোপুরি ইংরেজি পণ্য রপ্তানির মারফৎ, যার জন্য আমেরিকানদের প্রতিদানে কিছু

এই স্বত্বাধিকার-পত্রগুলির দামে ওঠা-নামার দরুন ও লাভ উদ্ভূত ক্ষতি, এবং রেলওয়ে বাদশাদের হাতে সেগুলি কেন্দ্রীভবন প্রকৃতিগত ভাবেই হয়ে ওঠে বেশি বেশি করে এক জুয়ার ব্যাপার, যা স্থান গ্রহণ করে শ্রমের—যে শ্রম হচ্ছে ধন ও মূলধন অর্জনের আদি পদ্ধতি, এবং যা প্রতিস্থাপন করে নগ্ন বলপ্রয়োগেরও। এই ধরনের কাল্পনিক অর্থ-ধন কেবল সাধারণ মানুষের অর্থ-ধনের একটা বড় অংশই গঠন করে না, ব্যাংকার মূলধনেরও একটা বড় অংশ গঠন করে, যে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই প্রশ্নটির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য, এখানে উল্লেখ করা যাক যে অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়নের দ্বারা (ব্যাংকারদের) পেশাদার মহাজনদের হাতে ধনের সঞ্চয়নও বোঝানো যেতে পারে, যারা কাজ করে এক দিকে, ব্যক্তিগত অর্থ-ধনিকদের এবং অন্য দিকে রাষ্ট্র, সম্প্রদায় ও পুনরুৎপাদনকারী ধার-গ্রহীতাদের মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে। কারণ তারা শোষণ করে বিপুল বিস্তৃত গোটা ক্রেডিট ব্যবস্থাকে, এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত ক্রেডিটকেই। এই লোকগুলির দখলে সব সময়েই থাকে অর্থরূপে কিংবা অর্থের উপরে সরাসরি দাবির রূপে মূলধন ও আয়। এই শ্রেণীর ধনের সঞ্চয়ন ঘটতে পারে সত্যিকারের সঞ্চয়ন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে, কিন্তু যাই হোক, তা প্রমাণ করে যে এই শ্রেণী প্রকৃত সঞ্চয়নের একটা ভাল অংশই পকেটস্থ করে।

আমাদের সম্মুখস্থ সমস্যার পরিধিটাকে কমিয়ে নেওয়া যাক। সব রকমের স্টক ও অন্যান্য সিকিওরিটির মত সরকারি সিকিওরিটিসমূহ হচ্ছে ধারযোগ্য অর্থাৎ সুদ পাবার জন্য উদ্দিষ্ট মূলধন, বিনিয়োগ করার ক্ষেত্র। সেগুলি হচ্ছে এই ধরনের মূলধন ধার দেবার বিবিধ রূপ। সেগুলি নিজেরা কিন্তু সেই ধার মূলধনটি নয়, যেটি তাদের মধ্যে বিনিয়োগ করা হয়। অন্য দিকে, যেহেতু পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূলধন পালন করে একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা, সেই হেতু শিল্পপতি বা বণিক যখন ইচ্ছা করে একটা বিল ডিসকাউন্ট করিয়ে নিতে কিংবা একটা ধার মঞ্জুর করিয়ে নিতে, তখন তার যেটা চাই সেটা না স্টক, না সরকারি সিকিওরিটি। তার যেটা চাই, সেটা অর্থ। সুতরাং তখন যদি সে অন্য কোনো উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারে, তবে সে বাঁধা রাখে বা বিক্রি করে দেয় ঐ সিকিওরিটি। এই যে ধার মূলধন, এর সঞ্চয়ন নিয়েই, এবং বিশেষ করে ধার-যোগ্য অর্থ-মূলধন নিয়েই, এখানে আমাদের আলোচনা করতে হবে। এখানে বাড়ি, মেশিন বা অন্যান্য স্থিতিশীল মূলধনের ধার নিয়ে আমাদের চিন্তাই নেই শিল্পপতিরা ও বণিকেরা পণ্যদ্রব্যাদির আকারে এবং পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে, পরস্পরকে অগ্রিম দিয়ে থাকে, তা নিয়েও এখানে আমাদের চিন্তা নেই; যদিও এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের আরও সবিস্তারে আলোচনা করতে হবে। এখানে আমাদের আলোচ্য একান্ত ভাবেই অর্থ-লোন মধ্যস্থ হিসাবে ব্যাংকাররা যা দিয়ে থাকে শিল্পপতি ও বণিকদের।

দিতে হয়নি। ইংরেজ রপ্তানিকারী এই বাবদে আমেরিকার উপরে বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটে, যা ইংরেজ স্টক ক্রয়কারীরা কিনে নেয় এবং আমেরিকায় পাঠায় স্টক ক্রয়ের মাশুল হিসাবে।

তা হলে আসুন, আমরা শুরু করি বাণিজ্যিক ক্রেডিটের—পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ধনিকেরা পরস্পরকে যা দেয়, সেই ক্রেডিটের—বিশ্লেষণ দিয়ে। এটাই রচনা করে ক্রেডিট-ব্যবস্থার ভিত্তি। এরই প্রতিনিধিত্ব করে বিল অব এক্সচেঞ্জ, পরিশোধের নির্দিষ্ট মেয়াদ-সহ একটি প্রত্যর্থ-পত্র ('প্রমিসরি নোট') অর্থাৎ বিলম্বিত পরিশোধের একটি দলিল। প্রত্যেকেই এক হাত দিয়ে ক্রেডিট দেয়, অন্য হাত দিয়ে ক্রেডিট নেয়। আপাততঃ আমরা ব্যাংকার-ক্রেডিট উপেক্ষা করব, কেননা তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ক্ষেত্রের ব্যাপার। যতটা অবধি এই 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'গুলি সঞ্চলন করে বণিকদের নিজেদের মধ্যে পরিপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে একজনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে 'এন-ডোর্সমেণ্ট'-এর বলে—অবশ্য, 'ডিসকাউন্টিং'-এর মধ্যস্থতা ছাড়া—ততটা অবধি এটা কেবল **ক** থেকে **খ**-এ একটা হস্তান্তর মাত্র এবং এর ফলে ছবিটিতে ঘটে না আদৌ কোনো পরিবর্তন। এটা কেবল একজনের জায়গায় প্রতিস্থাপন করে আর একজনকে। এবং এমনকি এই ক্ষেত্রেও, অর্থের হস্তক্ষেপ ছাড়াই 'লিকুইডেশন' ঘটতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, সুতো-কাটুনিকে পরিশোধ করতে হবে তুলোর দালাল **খ**-এর একটি বিল এবং **খ**-কে আবার পরিশোধ করতে হবে আমদানিকারক **গ**-এর একটি বিল। এখন, যদি **গ**-ও সুতো রপ্তানি করে, যা প্রায়ই ঘটে থাকে তা হলে সে **ক**-এর কাছ থেকে সুতো কিনতে পারে একটি বিল অব এক্সচেঞ্জের ভিত্তিতে এবং সুতো-কাটুনি তুলোর দালাল **খ**-কে দাম শোধ করে দিতে পারে তার নিজেরই বিল দিয়ে, যা পাওয়া গিয়েছিল দাম হিসাবে **গ**-এর কাছ থেকে। বড় জোর, যেটুকু বৈষম্য থাকবে, সেটুকু দিয়ে দিতে হবে অর্থের অঙ্কে। তা হলে গোটা লেনদেনটাই হল কেবল তুলো ও সুতোর বিনিময়। রপ্তানি-কারক প্রতিনিধিত্ব করে কেবল সুতো-কাটুনির এবং তুলোর দালাল, তুলো-চাষীর।

এই বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক ক্রেডিটের আবর্তে এখন নজর দিতে হবে দুটি জিনিসের প্রতি।

প্রথমতঃ, এই পারস্পরিক দাবিসমূহের নিষ্পত্তি নির্ভর করে মূলধনের প্রতি-প্রবাহের উপরে, অর্থাৎ **প—অ**-এর উপরে, যা কেবল মুলতুবি থাকে। যদি সুতো-কাটুনি একজন তুলোর জিনিস প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে পেয়ে গিয়ে থাকে একটি বিল-অব এক্সচেঞ্জ তা হলে প্রস্তুতকারক তা পরিশোধ করে দিতে পারে যদি বাজারে তার যে-তুলোর জিনিস ছিল তা ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। যদি শস্যের ফটকা-কারবারির হাতে থাকে তার এজেন্টের উপরে একটি বিল অব এক্সচেঞ্জ, তা হলে এজেণ্ট ঐ অর্থ দিয়ে দিতে পারে, যদি শস্যটা ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে যায় প্রত্যাশিত দামে। সুতরাং এই 'পেমেণ্ট'গুলি নির্ভর করে পুনরুৎপাদনের সচলতার উপরে অর্থাৎ উৎপাদন এবং পরি-ভোগের প্রক্রিয়ার উপরে। কিন্তু যেহেতু ক্রেডিটগুলি পারস্পরিক, সেই হেতু একজনের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে আরেক জনের আর্থিক সচ্ছলতার উপরে ; কেননা তার বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটার জন্য একজনকে হয়ত নির্ভর করতে হবে তার নিজের কারবারে মূলধনের প্রতি-প্রবাহের উপরে কিংবা তৃতীয় এক ব্যক্তির কারবারে মূলধনের প্রতি-প্রবাহের উপরে, যার বিল অব এক্সচেঞ্জ ইতিমধ্যে পরিশোধ্য হয়ে উঠেছে। মূলধনের প্রতি-প্রবাহের প্রত্যাশা ছাড়া পেমেণ্ট কেবল সম্ভব হতে পারে যে-ব্যক্তিটি বিলটি কেটেছে,

তার হাতে-যে রিজার্ভ আছে, তার সাহায্যে—যাতে করে মূলধনের প্রতিপ্রবাহ বিলম্বিত হলেও বাধ্য-বাধকতাগুলি মেটানো যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই ক্রেডিট-ব্যবস্থা নগদ লেনদেনের আবশ্যকতার অবসান ঘটায় না। কেননা একটা ব্যাপার, ব্যয়ের একটা বড় অংশ সর্বদাই দিতে হয় নগদে, যেমন মজুরি, ট্যাক্স ইত্যাদি। অধিকন্তু, ধনিক খ, যে নগদ টাকার বদলে গ-এর কাছ থেকে পেয়েছে একটি বিল অব এক্সচেঞ্জ, তাকে হয়ত তার নিজেরই একটি বিল পরিশোধ করতে হবে, যা গ-এর বিল 'ডিউ' হবার আগেই 'ডিউ' হয়ে গিয়েছে খ-এর কাছে, সুতরাং তার হাতে থাকতে হবে নগদ টাকা। কেবল পুনরুৎপাদনের একটি পূর্ণ আবর্তই যেমনটি উপরে ধরে নেওয়া হয়েছে—তুলো-চাষী থেকে সুতো-কাটুনী পর্যন্ত এবং আবার সুতো-কাটুনী থেকে তুলো-চাষী পর্যন্ত ঘটাতে পারে একটি ব্যতিক্রম; এটা বহু বিন্দুতে নিরন্তর ব্যাহত হবে। পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার আলোচনায় আমরা দেখেছি (Book II, Part III *) যে, স্থিতিশীল মূলধনের উৎপাদনকারীরা নিজেদের মধ্যে আংশিক ভাবে স্থিতিশীল মূলধন বিনিময় করে। এর ফলে বিল অব এক্সচেঞ্জগুলি কমবেশি পরস্পরকে কাটাকাটি করে দিতে পারে। অনুরূপ ভাবে উৎপাদনের উর্ধমুখী রেখায়, যেখানে তুলোর দালাল যায় সুতো-কাটুনীর কাছে সুতো-কাটুনী তুলোর জিনিস প্রস্তুতকারকের কাছে, প্রস্তুত-কারক রপ্তানিকারকের কাছে রপ্তানিকারক সম্ভবত আবার তুলোরই আমদানিকারকের কাছে। কিন্তু লেনদেনের আবর্তটি, অতএব দাবি-ক্রমের বিপরীতমুখী গতি-পরিবর্তনটি একই সময়ে ঘটে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, তন্তুবায়ের উপরে সুতো-কাটুনীর দাবির নিষ্পত্তি হয় না মেশিন-নির্মাতার উপরে কয়লার ব্যাপারীর দাবির দ্বারা। তার ব্যবসায়ে সুতো-কাটুনীর কখনো হয় না মেশিন-নির্মাতার উপরে পাল্টা দাবি, কেননা তার উৎপন্ন দ্রব্যটি, অর্থাৎ সুতো, কখনো একটি উপাদান হিসাবে প্রবেশ করে না মেশিন-নির্মাতার পুনরুৎ-পাদন প্রক্রিয়াটিতে। সুতরাং এই ধরনের দাবিগুলি মেটাতে হবে অর্থ দিয়ে।

বাণিজ্যিক ক্রেডিটের সীমারেখাগুলিকে আলাদা ভাবে দেখলে, সেগুলি এই রকম : ১) শিল্পপতি ও বণিকদের ধন, অর্থাৎ বিলম্বিত প্রতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে রিজার্ভ মূলধনের উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ, ২) স্বয়ং এই প্রতিপ্রাপ্তিসমূহ। এই প্রতিপ্রাপ্তিগুলি বিলম্বিত হতে পারে, কিংবা পণ্যের দাম ইতিমধ্যে পড়ে যেতে পারে কিংবা বাজার মন্দা হওয়ায় তা সাময়িক ভাবে বিক্রির অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। বিল অব এক্সচেঞ্জ-এর মেয়াদ যত দীর্ঘ হয়, রিজার্ভ মূলধন ততই বৃহৎ হতে হয় এবং দাম পড়ে যাওয়া বা বাজারে মাল জমে যাওয়ার দরুন প্রতিপ্রাপ্তি ততই অল্পতর ও বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর, তা ছাড়াও মূল লেনদেনটি যত বেশি করে পণ্যের দামে ওঠানামা নিয়ে ফটকা-বাজির উপরে নির্ভরশীল হয়, প্রতিপ্রাপ্তিটাও তত বেশি করে অনিশ্চিত হয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা এবং এইভাবে বৃহদায়তন উৎপাদন বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে : ১) বাজার বিস্তার লাভ করে এবং উৎপাদন-স্থল থেকে আরো দূরবর্তী হয় ; ২) অতএব ক্রেডিটও আবশ্যিক ভাবে হয় দীর্ঘায়িত ; ৩) এবং ফটকাবাজির

* ইং সং Vol. II, পৃ. ৪২২-২৫—সম্পাদক

উপাদানটিও লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। বৃহৎ আয়তনে এবং দূরবর্তী বাজারের জন্য যে উৎপাদন তা গোটা উৎপন্ন-সম্ভারকেই ছুঁড়ে দেয় বাণিজ্যের কবলে; কিন্তু এটা অসম্ভব যে, জাতির মূলধন এই ভাবে নিজেকে দ্বিগুণ করে ফেলবে যে বাণিজ্য নিজেই সক্ষম হবে গোটা জাতীয় উৎপন্ন-সম্ভারকে তার মূলধনের সাহায্যে কিনে নিতে এবং আবার তাকে বিক্রি করে দিতে। সুতরাং ক্রেডিট এখানে অপরিহার্য; ক্রেডিট, যার আয়তন বৃদ্ধি পায় উৎপাদনের মূল্যে আয়তন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে এবং যার সময়ের মেয়াদ দীর্ঘতর হয় বাজারের দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে। একটা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিকাশ ক্রেডিটের বিস্তার ঘটায়, এবং ক্রেডিট আবার শিল্প ও বাণিজ্যগত কাজ-কারবারের বিস্তার ঘটায়।

যখন আমরা এই ক্রেডিটকে ব্যাংকারের ক্রেডিট থেকে আলাদা করে পরীক্ষা করি তখন এটা স্পষ্ট হয় যে, শিল্প-মূলধনের আয়তন-বৃদ্ধির সঙ্গে এরও বৃদ্ধি হয়। লোন-মূলধন এবং শিল্প-মূলধন এখানে অভিন্ন। লোন-দেওয়া মূলধন হচ্ছে পণ্য-মূলধন যা উদ্দিষ্ট হয় চূড়ান্ত ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য কিংবা উৎপাদনশীল মূলধনের স্থিতিশীল উপাদানগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য। যা এখানে প্রতিভাত হয় লোন-মূলধন হিসাবে তা সর্বদাই হচ্ছে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনো এক পর্যায়ে অবস্থিত মূলধন, কিন্তু যা ক্রয় এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে যায় এক ব্যক্তির হাত থেকে অন্য ব্যক্তির হাতে; ক্রেতা তার প্রতিমূল্য দেয় না চুক্তি-নির্দিষ্ট একটি পরবর্তী তারিখের আগে। যেমন তুলো যায় সুতো কাটুনীর হাতে একটা বিল অব এক্সচেঞ্জের বিনিময়ে, তুলো যায় তুলোর জিনিস প্রস্তুতকারকের হাতে একটা বিলের বিনিময়ে, তুলোর জিনিস যায় বণিকের হাতে বিলের বিনিময়ে, যে তা বিক্রি করে দেয় এবং ক্রয় করে নীল, ইত্যাদি। হাত থেকে হাতে এই স্থান বদলের কালে তুলোর রূপান্তর ঘটে তুলোর জিনিসে আর সেই জিনিস শেষ পর্যন্ত রপ্তানি হয় ভারতে এবং বিনিময় হয় নীলের সঙ্গে, যে নীল আবার জাহাজ-বোঝাই হয়ে যায় ইউরোপে এবং পুনরায় প্রবেশ করে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায়। পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিবিধ প্রক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় ক্রেডিটের সাহায্যে—তুলোর জন্য সুতো-কাটুনী, সুতোর জন্য প্রস্তুতকারক, তুলোর জিনিসের জন্য সওদাগর ইত্যাদি কারো কোনো অর্থব্যয় ছাড়াই। প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়গুলিতে, এই পণ্য অর্থাৎ তুলো, অতিক্রম করে তার বিবিধ উৎপাদন-পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আর অতিক্রমণ পরিপোষিত হয় ক্রেডিটের দ্বারা। কিন্তু যে মুহূর্তে এই তুলোটা পেয়ে গিয়েছে উৎপাদান হিসাবে তার চূড়ান্ত রূপ, তখনি ঐ একই পণ্যটি অতিক্রম করে কেবল বিভিন্ন ধনিকের হাতের মধ্য দিয়ে, যারা ব্যবস্থা করে দূর দূর বাজারে তার পরিবহণের এবং তাদের মধ্যে সর্বশেষ জন শেষ পর্যন্ত তাকে বিক্রি করে দেয়, পরিভোক্তাদের কাছে এবং তৎপরিবর্তে ক্রয় করে অন্যান্য পণ্য, যেগুলি হয় পরিভোগে লেগে যায় বা প্রবেশ করে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায়। তা হলে এখানে দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন: প্রথম পর্যায়ে, ক্রেডিট-পরিপোষণ করে একই দ্রব্যের উৎপাদনে পরপর স্তরগুলিকে; দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রেডিট কেবল পরিপোষণ করে একজন বণিকের কাছে দ্রব্যটির পরিবহণ-সহ তার স্থানান্তরণকে আরেকজন বণিকের কাছে,

অন্য ভাবে বলা যায়, প—অ প্রক্রিয়াটিকে। কিন্তু এখানেও পণ্যটি অন্ততঃ সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি স্তরে।

তা হল এ থেকে অনুসরণ করে যে, যা ধার দেওয়া হয়, তা কখনো অলস মূলধন নয়, কিন্তু এমন মূলধন যা অবশ্যই তার রূপ পরিবর্তন করবে তার মালিকের হাতে; এটা থাকে এমন একটি রূপে যেটা তার কাছে কেবল পণ্য মূলধন, অর্থাৎ এমন মূলধন যা অবশ্যই রূপান্তরিত হবে, শুরুতে অন্ততঃ পরিবর্তিত হবে অর্থের রূপে। সুতরাং এখানে ক্রেডিট যা ঘটায় তা হল পণ্যের রূপাবর্তন; কেবল প—অ নয় অ - প-ও এবং সত্যিকারের উৎপাদন-প্রক্রিয়া। পুনরুৎপাদনের আবর্তের অভ্যন্তরে ক্রেডিটের একটা বড় পরিমাণ (ব্যাংকার-ক্রেডিট বাদে) বোঝায় না অলস মূলধনের একটা বড় পরিমাণ, যা লোন হিসাবে হাজির করা হচ্ছে এবং মুনাফাজনক বিনিয়োগের জন্য অপেক্ষা করছে। বরং তা বোঝায় পুনরুৎপাদনশীল প্রক্রিয়ায় মূলধনের একটি বৃহৎ নিয়োগ। তা হলে ক্রেডিট এখানে সংঘটিত করে ১) শিল্প-ধনিকদের ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধনের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে অতিক্রমণ, উৎপাদনের সম্পর্কিত ও অনুপূরক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন; ২) বণিকদের ক্ষেত্রে, একব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে পণ্যের পরিবহণ ও অতিক্রমণ —যে পর্যন্ত না সেগুলির অর্থের বিনিময় সুনির্দিষ্ট বিক্রয় কিংবা অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্রেডিট এখানে অভিন্ন হয় শিল্প-মূলধনের পূর্ণতম নিয়োগের সঙ্গে, অর্থাৎ তার পুনরুৎপাদনশীল ক্ষমতার যথাসাধ্য অনুশীলন—পরিভোগের মাত্রার প্রতি নজর না দিয়ে। পরিভোগের মাত্রা বিস্তৃত হয় স্বয়ং পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ারই অনুশীলনের ফলে। এক দিকে তা বৃদ্ধি করে শ্রমিক ও ধনিকদের ক্ষেত্রে আগমের পরিভোগ অন্য দিকে তা হয় উৎপাদনশীল পরিভোগের সঙ্গে অভিন্ন।

যতদিন অবধি পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া চলে বিরতিহীন এবং প্রতিপ্রবাহ থাকে নিশ্চয়ীকৃত, তত দিন অবধি এই ক্রেডিট বিদ্যমান থাকে এবং বিস্তার লাভ করে। যখনি বিলম্বিত প্রতিপ্রাপ্তি, পণ্য-প্লাবিত বাজার কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত দামের ফলে একটি বিরতি ঘটে তখনি শিল্প-মূলধন সুলভ হয়ে ওঠে মাত্রাধিক প্রাচুর্যে, কিন্তু এমন একটি রূপে যাতে করে তা করতে পারে না তার কার্যাদি। বিপুল পরিমাণ পণ্য-মূলধন কিন্তু বিক্রয়ের অযোগ্য। বিপুল পরিমাণ স্থিতিশীল মূলধন, কিন্তু প্রধানতঃ পুনরুৎপাদনে নিশ্চলাবস্থার জন্য। ক্রেডিট হয় সংকুচিত ১) কারণ এই মূলধন হচ্ছে অলস, অর্থাৎ তার রূপাবর্তন সম্পূর্ণ করতে পারে না বলে তা থাকছে পুনরুৎপাদনের একটি পর্যায়ের মধ্যে অবরুদ্ধ; (২) কারণ পুনরুৎপাদনের ধারাবাহিকতায় আস্থা হয়েছে বিনষ্ট; কারণ এই বাণিজ্যিক মূলধনের জন্য চাহিদা হয়েছে হ্রাসপ্রাপ্ত। সুতো কাটুনী যে খর্ব করে তার উৎপাদন এবং যার স্টকে আছে বিরাট পরিমাণে অবিক্রীত সুতো, তার তো আর প্রয়োজন নেই তুলো কেনার জন্য ক্রেডিট; বণিকেরও প্রয়োজন নেই পণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রেডিট কারণ তার হাতেই আছে প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য।

অতএব, যদি পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার এই সম্প্রসারণে, এমনকি স্বাভাবিক প্রবাহেও,

কোনো ব্যাঘাত ঘটে, তা হলে ক্রেডিটে পণ্য পাওয়া হয় আরো কঠিন। যাই হোক নগদ 'পেমেণ্ট'-এর জন্য চাহিদা এবং ক্রেডিটে বিক্রয় করা সম্পর্কে অবলম্বিত সতর্কতা শিল্প-চক্রের বিপর্যয়ের উত্তর পর্যায়ের বিশেষ চারিত্র বৈশিষ্ট্য। খোদ সংকটের কালে যেহেতু প্রত্যেকেরই আছে বিক্রয় করার মত দ্রব্যাদি কিন্তু কেউই পারছে না তা বিক্রয় করতে এবং তবু পেমেণ্ট করার জন্য সেগুলি বিক্রি করতেই হবে, সেইহেতু অলস ও বিনিয়োগ-সন্ধানী মূলধনের সমষ্টি নয়, বরং পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত মূলধনই হচ্ছে সর্বাধিক ঠিক যখন ক্রেডিটের ঘাটতি হচ্ছে সবচেয়ে তীব্র (এবং সেই কারণে ব্যাংকারের ক্রেডিটের ডিসকাউণ্ট হারও সবচেয়ে উঁচু)। সে ক্ষেত্রে, ইতিপূর্বে বিনিয়োজিত মূলধনের বড় বড় পরিমাণ বাস্তবিকই অলস হয়ে পড়ে কেননা পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া থাকে নিশ্চল। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, কাঁচামাল জমে ওঠে, তৈরি মাল পণ্য হিসাবে বাজার ভাসিয়ে দেয়। সুতরাং এমন একটা অবস্থার জন্য উৎপাদনশীল মূলধনের স্বল্পতাকে দায়ী করার চেয়ে বড় ভুল আর নেই। ঠিক এমন এমন সময়েই ঘটে উৎপাদনশীল মূলধনের অতি-প্রাচুর্য -অংশত উৎপাদনের স্বাভাবিক, কিন্তু সাময়িক ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত, আয়তনের প্রেক্ষিতে এবং অংশতঃ, অবরুদ্ধ পরিভোগের প্রেক্ষিতে।

ভেবে নেওয়া যাক যে গোটা সমাজটা গঠিত কেবল শিল্প-ধনিক এবং শ্রমিক দিয়ে। অধিকন্তু, উপেক্ষা করা যাক দামের ওঠানামাগুলিকে, যেগুলি মোট মূলধনের বড় বড় অংশকে তাদের অনুপাতে নিজেদের প্রতিস্থাপন করা থেকে নিবারণ করে এবং যেগুলি, সমগ্র পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার আন্তঃসম্পর্কগুলির দরুন—বিশেষভাবে যেগুলি বিকশিত হয়েছে ক্রেডিটের দ্বারা, সেগুলির দরুণ, সর্বদাই অবশ্যই ঘটাবে অস্থায়ী প্রকৃতির পুনঃপুনঃ বিরতি। আরও উপেক্ষা করা যাক ফাঁকা লেনদেন ও ফটকা কারবারগুলিকে, যেগুলিকে, ক্রেডিট ব্যবস্থা সহায়তা করে। তা হলে, একটি সংকটকে ব্যাখ্যা করা যায় কেবল অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনুপাত-ভঙ্গের ফল হিসাবে, এবং ধনিকদের পরিভোগ ও সঞ্চয়নের মধ্যে অনুপাত-ভঙ্গের ফল হিসাবে। কিন্তু উপস্থিত পরিস্থিতিতে, উৎপাদনে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রতিস্থাপন প্রধানতঃ নির্ভর করে অনুৎপাদক শ্রেণীগুলির পরিভোগ-ক্ষমতার উপরে, অন্যদিকে, শ্রমিকদের পরিভোগ-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে অংশতঃ মজুরি সংক্রান্ত আইনকানুন দিয়ে এবং অংশতঃ এই ঘটনা দিয়ে যে, তাদের ব্যবহার করা হয় কেবল তত দিন পর্যন্তই, যতদিন তাদের নিয়োগ করা যায় মুনাফাজনক ভাবে। সমস্ত সত্যিকারের সংকটের শেষ কারণ সব সময়েই এক দিকে জনগণের দারিদ্র্য ও সীমাবদ্ধ পরিভোগ আর তার বিপরীত দিকে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের জন্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের তাড়না, যেন সমাজের চূড়ান্ত পরিভোগ-ক্ষমতাই কেবল হচ্ছে তাদের সীমা।

মূলধনের সত্যিকারের অভাব, অন্ততঃ ধনতান্ত্রিক ভাবে বিকশিত জাতিগুলির মধ্যে, ঘটতে পারে কেবল শস্য-হানির সময়ে—হয় প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে কিংবা প্রধান প্রধান শিল্প-কাঁচামালের ক্ষেত্রে।

যাই হোক, এই বাণিজ্যিক ক্রেডিট ছাড়াও, আমাদের আছে সত্যিকারের অর্থ ক্রেডিট। শিল্পপতি ও সওদাগরদের নিজেদের মধ্যে প্রদত্ত অগ্রিমসমূহ সম্মিলিত হয়

ব্যাংকার এবং মহাজনদের দ্বারা প্রদত্ত অর্থ-অগ্রিমসমূহের সঙ্গে। বিল অব এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করার বেলায় অগ্রিমটা নামে মাত্র। একজন ম্যানুফ্যাকচার-কারী তার উৎপন্ন বিক্রি করে একটি বিল অব এক্সচেঞ্জের বিনিময়ে এবং কোনো একজন বিল-ব্রোকারের কাছ থেকে সেটা ডিসকাউন্ট করিয়ে নেয়। বাস্তবে বিল-ব্রোকার অগ্রিম দেয় কেবল তার ব্যাংকারের ক্রেডিট, যে আবার, ব্রোকারকে অগ্রিম দেয় তার আমানতকারীদের অর্থ। আমানতকারীরা হল শিল্প-ধনিক ও বণিকেরা নিজেরা এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকেরাও (সঞ্চয়-ব্যাংকের মাধ্যমে)—তা ছাড়া ভূমি-খাজনা প্রাপক ও অন্যান্য অনুৎপাদক শ্রেণীগুলিও। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিগত শিল্পোৎপাদক ও বণিক একটি বড় রকমের রিজার্ভ ফাণ্ড রাখার এবং তার সত্যিকারের প্রতিদানের উপরে নির্ভর করে থাকার আবশ্যিকতা থেকে নিষ্কৃতি পায়। অন্যদিকে, গোটা প্রক্রিয়াটা হয়ে ওঠে এমন জটিল—অংশতঃ নিছক বিল অব এক্সচেঞ্জ নিয়ে কারিকুরি করার ফলে, এবং অংশতঃ কেবল বিল অব এক্সচেঞ্জ ম্যানুফ্যাকচার করার উদ্দেশ্যেই পণ্য লেনদেনের ফলে—যে নিরন্তর প্রতিদানের অবাধ প্রবাহ-সহ একটি খুবই সমৃদ্ধ ব্যবসায়ের বাহ্যিক চেহারা সহজেই বজায় থাকতে পারে যদিও অনেক কাল আগে থেকেই প্রতিদান আসছে কেবল, অংশতঃ, প্রতারিত মহাজনদের স্বার্থের বিনিময়ে এবং অংশতঃ প্রতারিত উৎপাদনকারীদের স্বার্থের বিনিময়ে। এই কারণেই বিপর্যয়ের ঠিক প্রাক্কালেই ব্যবসা প্রতিভাত হয় অত্যধিক ভাল বলে। উদাহরণ হিসাবে, এই ঘটনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায় ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালের ব্যাংক আইন সংক্রান্ত রিপোর্টগুলিতে যেখানে সমস্ত, ব্যাংক-পরিচালকবর্গ, বণিককুল, এক কথায়, লর্ড ওভারস্টোনের নেতৃত্বে সমস্ত বিশেষজ্ঞবৃন্দ, পরস্পরের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য—১৮৫৭ সালের আগস্ট মাসে সংকট ফেটে পড়ার ঠিক আগের মাসে। এবং, অদ্ভুত ব্যাপার, টুকে '**হিস্ট্রি অব প্রাইসেস**' গ্রন্থে প্রত্যেক সংকটের ইতিহাসকার হিসাবে আরেকবার আত্মসমর্পণ করেছেন এই বিভ্রমের কাছে। ব্যবসা সর্বদাই সমৃদ্ধ এবং প্রচার অভিযানও অবারিত—যতক্ষণ না আচমকা আত্মপ্রকাশ করে একটা বিপর্যয়।

আমরা এখন ফিরে যাই অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়নে।

ধার-যোগ্য অর্থ-মূলধনের প্রত্যেকটি বৃদ্ধিই নির্দেশ করে না মূলধনের প্রকৃত সঞ্চয়ন বা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ। এটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় সংকটের অব্যবহিত পরবর্তী শিল্প-চক্রের পর্যায়টিতে, যখন লোন মূলধন চারদিকে অলস পড়ে থাকে বিপুল পরিমাণে। এই ধরনের সময়ে, যখন উৎপাদন-প্রক্রিয়া খর্ব করা হয় (১৮৪৭-এর সংকটের পরে ইংল্যাণ্ডে উৎপাদন এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হয়), যখন পণ্যের দাম পড়ে যায় নিম্নতর মানে, যখন উদ্যোগের উদ্যম হয়ে পড়ে অসাড়, সুদের হার নেমে যায় নিচুতে, যা এখানে নির্দেশ করে কেবল এই যে, ঠিক এই শিল্প-মূলধনের সংকোচন ও নিষ্ক্রিয়তার ফলই হচ্ছে ধারযোগ্য মূলধনের বৃদ্ধি। এটা বেশ স্পষ্ট যে, যখন পণ্যের দাম পড়ে গিয়েছে, লেন-

দেনের সংখ্যা কমে গিয়েছে এবং মজুরি বাবদ ব্যয়িত মূলধন হ্রাস পেয়েছে, তখন দরকার হয় সঞ্চলন-মাধ্যমের একটি ক্ষুদ্রতর পরিমাণ ; অন্যদিকে যখন সোনা রপ্তানি বা দেউলিয়াপনার ফলে বৈদেশিক ঋণ খতম হয়ে গিয়েছে, তখন বিশ্ব অর্থ হিসাবে কাজ করবার জন্য দরকার হয় না কোনো অতিরিক্ত অর্থের ; সর্বশেষে খোদ বিল-অব-এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ও পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে সেই অনুপাতে কমে যায় বিল অব এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসাও। অতএব ধারযোগ্য মূলধনের যে চাহিদা, তা সেটা সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করার জন্যই হোক কিংবা পরিপ্রদানের উপায় হিসাবেই হোক (নোতুন মূলধন বিনিয়োগের কথা তো ওঠেই না)। তা কমে যায়, এবং সেই কারণে এই মূলধনও হয় আপেক্ষিক ভাবে প্রচুর। এই অবস্থায় অবশ্য ধার-যোগ্য মূলধনের সরবরাহও বৃদ্ধি পায়, যা আমরা পরে দেখব।

এই ভাবে, ১৮৪৭-এর সংকটের পরবর্তী পরিস্থিতি বিশেষিত হয়েছিল "লেনদেনের সংকোচন এবং অর্থের অতি-প্রাচুর্যের" দ্বারা। (বাণিজ্যিক দুর্দশা, ১৮৪৭-৪৮, সাক্ষ্য নং ১৬৬৪)। বাণিজ্যের প্রায় সম্পূর্ণ বিনাশ এবং অর্থ বিনিয়োগের সুযোগের প্রায় সার্বিক অভাবের দরুন সুদের হার ছিল খুবই কম ঐ, পৃঃ ৪৫, লিভারপুলের রয়াল ব্যাংক-এর ডিরেক্টর হজসন-এর সাক্ষ্য)। এই ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য এই ভদ্রলোকেরা কী সব হযবরল বানিয়েছিলেন (এবং হজসন হচ্ছেন, তার উপর, তাঁদের সর্ব শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম), তা এই মন্তব্যটি থেকে বোঝা যাবে : (১৮৪৭ সালের) চাপের উদ্ভব হয়েছিল দেশের অর্থবান মূলধনের প্রকৃত হ্রাস প্রাপ্তি থেকে, যার আংশিক কারণ ছিল বিশ্বের সমস্ত অংশ থেকে আমদানির বাবদে সোনার অঙ্কে মূল্যশোধের আবশ্যকতা এবং আংশিক কারণ ছিল সঞ্চলনশীল মূলধনের স্থিতিশীল মূলধনে রূপান্তরণ। (ঐ পৃঃ ৩৯) সঞ্চলনশীল মূলধনের এই স্থিতিশীল মূলধনে রূপান্তরণের ফলে দেশের অর্থ-মূলধন কি ভাবে হ্রাস পায়, সেটা অবোধ্য। কেননা, রেলওয়ের ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে সে সময়ে মূলধন প্রধানতঃ বিনিয়োজিত হয়, সোনা বা কাগজ কোনোটাই রেলপথে বা রেল-সেতুতে ব্যবহৃত হয় না, এবং রেলওয়ের জন্য অর্থ, যখন জমা দেওয়া হয় একান্ত ভাবে পরিপ্রদানের জন্য, তা সম্পাদন করে সেই একই কার্যাবলী যা ব্যাংকে জমা রাখা যে-কোনো অর্থ সম্পাদন করে এবং এমন কি ধার-যোগ্য মূলধনকে সাময়িক ভাবে বৃদ্ধিও করে, যেটা উপরে দেখানো হয়েছে ; কিন্তু যখন তা সত্যি-সত্যিই ব্যয় করা হয় নির্মাণকার্যে, তখন তা দেশের মধ্যে সঞ্চলন করে ক্রয় ও পরিপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে। কেবল যখন স্থিতিশীল মূলধনকে রপ্তানি করা যায় না, যার দরুন তার রপ্তানির অসম্ভবতার জন্য রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির বাবদে প্রাপ্য প্রতিদান, থেকে লভ্য মূলধনও—নগদ টাকায় ও ধাতুপিণ্ডের অঙ্কে প্রতিদান সমেত—ছবির বাইরে চলে যায়, কেবল তখনি অর্থ মূলধন প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু সে সময়ে ইংল্যাণ্ডের রপ্তানি-দ্রব্যাদিও বিদেশের বাজারে জমে গিয়েছিল বিপুল পরিমাণে—বিক্রি না হবার দরুন। এটা সত্য যে, ম্যাঞ্চেস্টারের বণিকদের ও ম্যানুফ্যাকচারকারীদের, যাদের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক মূলধনের একটা অংশ বাঁধা ছিল রেলওয়ে স্টকের সঙ্গে আর সেই হওয়ার কারণে তাদের ব্যবসা চালাবার জন্য যারা নির্ভরশীল ছিল ধার-করা মূলধনের উপরে

তাদের সঞ্চলনশীল মূলধন পরিণত হয়েছিল স্থিতিশীল মূলধনে, এবং তাদের ভোগ করতে হয়েছিল তার ফলাফল। কিন্তু একই ব্যাপার ঘটত, যদি যে মূলধন তাদের ব্যবসায়ের অন্তর্গত, তাকে তুলে নেওয়া হত এবং বিনিয়োগ করা হত রেলের বদলে, ধরুন খনিতে, লোহা, কয়লা, তামা ইত্যাদির মত দ্রব্যাদি আহরণ করবার জন্য, যেগুলি নিজেরাই আবার সঞ্চলনশীল মূলধন। ফসল হানি, ফসল আমদানি এবং সোনা রপ্তানির মাধ্যমে প্রাপ্তি-যোগ্য মূলধনের সত্যিকারের হ্রাসপ্রাপ্তি, স্বাভাবিক ভাবেই হত এমন একটা ঘটনা, যার সঙ্গে রেলওয়ে ঠগবাজির কোনো যোগ ছিল না।—"রেলওয়ের জন্য নিজেদের বাণিজ্যিক মূলধনের অংশ তুলে নিয়ে··· প্রায় সমস্ত সওদাগরি প্রতিষ্ঠানগুলিই নিজেদের ব্যবসাকে উপোস করিয়ে রাখতে শুরু করেছে।"—"রেলওয়েকে সওদাগরি প্রতিষ্ঠানগুলির এমন বিপুল পরিমাণে ঋণদান (ঐ পৃ: ৪২) তাদের তাড়িত করল···ব্যাংকের উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভর করতে - কাগজ ডিসকাউন্টের মারফৎ, যা দিয়ে তারা চালাত তাদের বাণিজ্যিক কাজ কারবারগুলি" (ঐ একই হজসন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২)। "ম্যাঞ্চেস্টারে রেলওয়েতে ফটকাবাজির ফলে বিরাট লোকসান হয়েছে।" (আর গার্ডনার, যাঁকে ইতিপূর্বে উধৃত করা হয়েছে Buch 1 Kap XIII ও c-তে* এবং আরো কয়েকটি স্থানে ; সাক্ষ্য নং ৪৮৮৪, loc. cit)

১৮৪৭ সালের সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বাজারে পণ্যের অতি-প্রাচুর্য এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া-র বাণিজ্যে অবিশ্বাস্য রকমের প্রতারণা। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য ঘটনাও ছিল, যা এই লাইনের অত্যন্ত ধনী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেউলিয়া করে ছেড়েছিল : "তাদের ছিল প্রচুর ঐশ্বর্য কিন্তু ছিল না প্রাপ্তব্য। তাদের গোটা মূলধনই আটকে ছিল মরিশাসের এস্টেট-এ, কিংবা নীল কারখানায়, কিংবা চিনি কলে। £ ৫,০০,০০০ -৬,০০,০০০ পরিমাণ দায়ের বোঝা মাথায় নিয়ে তাদের ছিল না বিল শোধ করার মত কোনো বিত্ত, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিল শোধ করার জন্য তাদের সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হয় ক্রেডিটের উপরে।" (ইস্ট ইণ্ডিয়ার লিভারপুল-স্থিত বড় বণিক, চার্লস টার্নার, নং ৭৩০, loc cit)। গার্ডনার কি বলেন তাও শুনুন (নং ৪৮৭২, loc cit) "চীনা চুক্তির ঠিক পরেই, চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য-বিপুল সম্প্রসারণের এমন এক বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি হল, কেবল একান্তভাবে যে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই স্থাপিত হল অনেক মিল প্রধানত: চীন যে কাপড় নেয়, তাই উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে, এবং আমাদের আগেকার দর ফ্যাকচারকারীদের সঙ্গে এসে যুক্ত হল এই গোটা সংখ্যাটাও।" —"৪৮৭৪। ব্যবসার পরিণতি কেমন হল ? —সবচেয়ে সর্বনাশা, প্রায় অবর্ণনীয় ; আমি বিশ্বাস করি না যে ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালে জাহাজ বোঝাই করে চীনে মোট যে পরিমাণ মাল পাঠানো হয়েছিল, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি কখনো ফেরৎ পাওয়া গিয়েছিল ; যেহেতু চা ছিল পরিশোধের, এবং নোতুন প্রত্যাশারও, প্রধান উপাদান, সেই হেতু ম্যানুফ্যাকচারকারী হিসাবে আমরা পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করেছিলাম চা-এর করে

* ইং সংস্করণ—Ch. XV. 3c.

('ডিউটি'-তে) একটা বড় রকমের হ্রাসের উপরে।" এবং তার পরে আমরা পাই ইংরেজ ম্যানুফ্যাকচারকারীদের চারিত্র-বৈশিষ্ট্যসূচক, অতি সরল ভাবে ব্যক্ত, বিশ্বাসটি : "কোনো বৈদেশিক বাজার ছাড়া আমাদের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ তাদের পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতার দ্বারা, কিন্তু তা এ দেশে সীমাবদ্ধ, আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিদান হিসাবে আমরা যা পাই, তা পরিভোগ করায় আমাদের ক্ষমতার দ্বারা।" (আপেক্ষিক ভাবে দরিদ্র দেশগুলি, যাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডই ব্যবসা করে, সেগুলি অবশ্য যে-কোনো পরিমাণ ইংরেজ পণ্য পরিশোধ ও পরিভোগ করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ধনী দেশ ইংল্যাণ্ড পারে না প্রতিদানে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীকে আত্তীকৃত করতে।)—৪৮৭৬। প্রথমে আমি কিছু জিনিস পাঠিয়েছিলাম, এবং সেগুলি বিক্রি হয়েছিল ১৫ শতাংশ লোকসানে, কিন্তু আমার পরিপূর্ণ প্রত্যয় ছিল যে, যে দামে আমার এজেন্টরা চা কিনতে পারবে, তাতে এ দেশে এত বিরাট মুনাফা হবে যে ঘাটতিটা পুষিয়ে যাবে। ... কিন্তু মুনাফার বদলে, আমার লোকসান হল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২৫ এমনকি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। —"৪৮৭৭। ম্যানুফ্যাকচারকারীরা কি সাধারণ ভাবে রপ্তানি করেছিল তাদের নিজেদের দায়িত্বে? —প্রধানতঃ তাই; মনে হয় বণিকেরা অচিরেই দেখতে পেলেন যে, ব্যাপারটা কাজ করবে না; এবং তখন তাঁরা নিজেরা তাতে আগ্রহী না হয়ে, ম্যানুফ্যাকচারকারীদের উৎসাহ দিতে থাকলেন 'কনসাইন' করে দিতে।" —অন্য দিকে, ১৮৫৭ সালে, লোকসান আর ব্যবসা উঠে যাওয়ার ধাক্কাটা গিয়ে পড়েছিল প্রধানতঃ বণিকদের উপরে, কেননা ম্যানুফ্যাকচারকারীরা তাদের উপরে ছেড়ে দিয়েছিল "তাদের নিজেদের দায়িত্বে" বিদেশের বাজার ভাসিয়ে দেবার।

অর্থ-মূলধনের সম্প্রসারণ—যার উদ্ভব ঘটে এই ঘটনা থেকে যে, ব্যাংকিং-এর বিস্তার ঘটার কারণে (নীচে দেখুন ইপসউইচ-এর দৃষ্টান্ত যেখানে ১৮৫৭-র আগেকার কয়েক বছরের মধ্যেই ধনতান্ত্রিক খামার-মালিকদের আয় চারগুণ হয়ে গিয়েছিল) যেটা আগে ছিল একটি ব্যক্তিগত মজুদ বা সংরক্ষিত মুদ্রা ভাণ্ডার, সেটা এখন সর্বদাই রূপান্তরিত হয় একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ধার-যোগ্য মূলধনে—তা নির্দেশ করে না, উৎপাদনশীল মূলধনে এখন কোনো বৃদ্ধি, যেটা লণ্ডন স্টক ব্যাংক আমানতের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করলে তার যে অমানত বৃদ্ধি ঘটে, সেই আমানত-বৃদ্ধির চেয়ে, বেশি কিছু। যতকাল পর্যন্ত উৎপাদনের আয়তন থাকে অপরিবর্তিত, তত কাল পর্যন্ত এই সম্প্রসারণের পরিণতি ঘটে কেবল ধার-যোগ্য অর্থ-মূলধনের প্রাচুর্যে—উৎপাদনশীল মূলধনের প্রাচুর্যে নয়। এই কারণেই সুদের এই নিচু হার।

পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া আবার যখন পৌছায় সমৃদ্ধির সেই পর্যায়ে যা দেখা যায় অতি-তৎপরতার প্রাক্কালে তখন বাণিজ্যিক ক্রেডিটের ঘটে বিপুল প্রসার; বস্তুতঃ পক্ষে, এটাই আবার গঠন করে প্রত্যাগমন ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের আংকণিক প্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় "সুস্থ" ভিত্তিটিকে। এই অবস্থায় সুদের হার এখনো নিচু, যদি তা ওঠে ন্যূনতমের উপরে। বাস্তবিক পক্ষে, এটাই হচ্ছে একমাত্র সময়, যখন বলা যায় যে, সুদের

নিচু হার এবং অতএব, ধারযোগ্য মূলধনের প্রাচুর্য যুগপৎ ঘটে শিল্প-মূলধনের সম্প্রসারণের সঙ্গে। বাণিজ্যিক ক্রেডিটের প্রসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, প্রত্যাগমনের এই তাৎক্ষণিক ও নিয়মিত প্রবাহ, ধারের বর্ধিত চাহিদা সত্ত্বেও, নিশ্চিত করে তার পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং প্রতিহত করে সুদের হারে বৃদ্ধি। অন্য দিকে, যেসব বাহাদুরেরা কাজ করে কোনো মজুদ মূলধন ছাড়া কিংবা কোনো মূলধন ছাড়া, বরং কাজ করে সম্পূর্ণভাবে অর্থ-ক্রেডিটের ভিত্তিতে, তারা এই প্রথম দেখা দেয় বেশ বড় সংখ্যায়। এর সঙ্গে এখন সংযোজিত হয় সর্ববিধ রূপে স্থিতিশীল মূলধনের বিপুল প্রসার এবং বিরাট ও দূর-বিস্তৃত আয়তনে নোতুন নোতুন উদ্‌যোগের প্রতিষ্ঠা। এখন সুদের হার পৌছায় গড় মানে। যখনি সংকটের সূচনা হয় তখনি তা পৌছায় তার সর্বোচ্চ হারে। তখনি ক্রেডিট আচমকা বন্ধ হয়ে যায়, পেমেণ্ট মুলতুবি হয়ে যায়, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, এবং পূর্বোক্ত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া, অলস শিল্প-মূলধনের অতি-প্রাচুর্য আত্মপ্রকাশ করে ধার-মূলধনের প্রায় সার্বিক অভাবের পাশাপাশি।

তা হলে, মোটের উপরে, লোন-মূলধনের গতিক্রিয়া, যার প্রকাশ ঘটে সুদের হারে, আর শিল্প-মূলধনের গতিক্রিয়া বিপরীতমুখী। যে পর্যায়ে সুদের নিম্ন, অথচ ন্যূনতমের চেয়ে বেশি, হার যুগপৎ বিরাজ করে সংকটের পরবর্তী "উন্নতি" ও বর্ধিষ্ণু আস্থার সঙ্গে, এবং বিশেষ করে যে পর্যায়ে সুদের হার উপনীত হয় তার গড় মানে উচ্চতম এবং ন্যূনতমের ঠিক মধ্যপথে, সেই দুটি পর্যায়ই হচ্ছে কেবল সেই সময়কাল, যখন লোন-মূলধনের প্রাচুর্য এবং শিল্প-মূলধনের প্রসার যুগপৎ ঘটে। কিন্তু শিল্প-চক্রের সূচনায়, সুদের নিম্ন হার যুগপৎ ঘটে শিল্প-মূলধনের সংকোচনের সঙ্গে, এবং শিল্প-চক্রের শেষে সুদের উচ্চ হার যুগপৎ ঘটে শিল্প-মূলধনের অতি-প্রাচুর্যের সঙ্গে। সুদের নিম্ন হার, যা হয় "উন্নতি"-র সহগামী, তা প্রকাশ করে যে বাণিজ্যিক ক্রেডিটের খুব সামান্য পরিমাণেই ব্যাংক ক্রেডিটের প্রয়োজন হয়, কেননা তখনো তা স্বয়ম্ভর।

শিল্প-চক্রের প্রকৃতিই এই যে একই আবর্ত অবশ্যই সমসাময়িক ভাবে নিজেকে পুনরুৎপাদিত করবে—যদি একবার প্রথম প্রেরণাটা পেয়ে যায়।[১] মন্দা চলাকালে

১। [যে কথা আমি আগেও অন্যত্র বলেছি [ইং সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬]। শেষ বড় সাধারণ ধর্মঘটের সময় থেকে এখানে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার দশ-বাৎসরিক চক্র সহ সময়ক্রমিক সংকটের প্রকট রূপটি পথ করে দিয়েছে আরো মেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী এক পর্যায়-পরম্পরার—অপেক্ষাকৃত অল্পস্থায়ী ও যৎসামান্য ব্যবস্থা-বৃদ্ধি এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী ও অনিশ্চয়তাজনক মন্দার এক পরম্পরার, যা ঘটছে বিভিন্ন শিল্পায়িত দেশে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু সম্ভবতঃ এটা কেবল চক্রের স্থিতিকালের আরো দীর্ঘতা-লাভের ব্যাপার। বিশ্ব বাণিজ্যের গোড়ার দিকে, ১৮১৫ থেকে ৪৭ অবধি, এই চক্রগুলির স্থিতিকাল ছিল প্রায় পাঁচ বছর ; ১৮৪৭ থেকে ৬৭ অবধি তা দাঁড়ালো স্পষ্টতই দশ বছর ; এটা কি সম্ভব যে আমরা এখন আছি নোতুন এক অভূতপূর্ব প্রচণ্ড বিশ্ব-বিপর্যয়ের প্রস্তুতিমূলক পর্বে ? অনেক জিনিসই সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে বলে মনে হয়। ১৮৬৭ সালের

উৎপাদন নেমে যায়, পূর্ববর্তী চক্রে যে-মানে তা পৌঁছেছিল, তার চেয়েও নিচু মানে, আর তার জন্য কারিগরি ভিৎও পাতা হয়ে গিয়েছে। সমৃদ্ধির কালে—মধ্যবর্তী পর্যায়ে—তা বিকাশ লাভ করে এই ভিত্তিতে। অতি-উৎপাদন ও প্রতারণার কালে, তা উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের উপরে চাপ সৃষ্টি করে যথাসম্ভব মাত্রায়—যে পর্যন্ত না তা ছাড়িয়ে যায় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ধনতান্ত্রিক সীমা।

এটা পরিষ্কার যে সংকটের সময়ে প্রদানের উপায়ের ঘাটতি থাকে। বিল অব এক্স-চেঞ্জ-এর রূপান্তরযোগ্যতা প্রতিস্থাপন করে স্বয়ং পণ্যসমূহের রূপাবর্তনকে, এবং আরো বেশি করে ঠিক তখনি যখন প্রতিষ্ঠানগুলির আরো বেশি অংশ কাজ করে নিছক ক্রেডিটের উপরে। ১৮৪৪-৪৫ সালের ব্যাংক আইনের মত অজ্ঞ ও ভ্রান্ত ব্যাংক আইন এই অর্থ-সংকটকে তীব্র করে তুলতে পারে। কিন্তু কোনো ধরনের ব্যাংক আইনই পারে না সংকটের উচ্ছেদ ঘটাতে।

যেখানে গোটা পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার নিরবিচ্ছিন্নতার ভিত্তি হচ্ছে ক্রেডিট, এমন 'একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় এটা স্পষ্ট যে সংকট প্রদানের উপায়ের জন্য একটা উন্মত্ত হুড়োহুড়ি অবশ্যই ঘটবে, যখন ক্রেডিট হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং একমাত্র নগদ দেওয়া-নেওয়াই থাকে সিদ্ধ। প্রথম দৃষ্টিতে তাই গোটা সংকটটাই বোধ হয় যেন একটা ক্রেডিট ও অর্থের সংকট। আর বাস্তবিক পক্ষে, এটা হচ্ছে বিল অব এক্সচেঞ্জ-এর অর্থে রূপান্তরিত করার প্রশ্ন। কিন্তু এই সমস্ত বিলের সংখ্যাগরিষ্ট অংশই প্রতিনিধিত্ব করে সত্যিকারের বিক্রয় ও ক্রয়ের সমাজের প্রয়োজন ছাড়িয়ে যার অতিরিক্ত সম্প্রসারণই হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত, গোটা সংকটের ভিত্তি। একই সঙ্গে এই বিলগুলির একটা বিরাট সংখ্যাই প্রতিনিধিত্ব করে নিছক প্রতারণার যা এখন দিনের আলোয় বেরিয়ে পড়ে এবং

শেষে সাধারণ সংকটের সময় থেকে অনেক বড় বড় পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবহণ ও যোগা-যোগের উপায় সমূহের ইত্যাদির—রেলপথ, সমুদ্রযান, বৈদ্যুতিক তারবার্তা, সুয়েজখাল বিপুল প্রসার বিশ্ব বাজারকে সত্যিই বাস্তবে পরিণত করেছে। শিল্প ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের পূর্বতন একাধিপত্য অন্যান্য প্রতিযোগী শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির 'চ্যালেঞ্জ'-এর মুখোমুখি ; ইউরোপের উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগের জন্য আজ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে খুলে গিয়েছে বহু বিভিন্ন ক্ষেত্র, যার দরুন তা আজ ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত এবং স্থানীয় অতি-ফটকাবাজি অতিক্রম করতে সহজেই সক্ষম। এই সব কিছুর সুবাদে সংকটের অধিকাংশ প্রজনন-ক্ষেত্র এবং তার বিকাশ লাভের অধিকাংশ সুযোগ, হয়, উচ্ছিন্ন হয়েছে আর নয়তো দারুণ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। একই সময়ে, কার্টেল ও ট্রাস্টের মুখে প্রতিযোগিতা পিছিয়ে যাচ্ছে ; অন্য দিকে, বিদেশী বাজারে তা সংকুচিত হচ্ছে সংরক্ষণমূলক শুল্কের ফলে, যার সাহায্যে, ইংল্যাণ্ড বাদে, সমস্ত বড় বড় শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলিই নিজেদের ঘিরে রেখেছে। কিন্তু এই শুল্ক-প্রাচীরগুলি শেষ পর্যন্ত শিল্প-যুদ্ধের প্রস্তুতি ছাড়া কিছু নয়, যে-যুদ্ধ নির্ণয় করে দেবে বিশ্ব-বাজারে কার আধিপত্য থাকবে। এই ভাবে, পুরনো সংকটের পুনরাবৃত্তির প্রতিরোধ করে, এমন প্রত্যেকটি ব্যাপার তার অন্তরে বহন করে ঢের বেশি শক্তিশালী এক ভবিষ্যৎ সংকটের জীবাণু।—এঙ্গেলস]

ঘটে বিপর্যয় ; অধিকন্তু, অন্য লোকের মূলধন নিয়ে অসফল ফটকাবাজি ; সর্বশেষে, পণ্য-মূলধন যার অবচয় ঘটেছে বা যা বিক্রয়ের পুরোপুরি অযোগ্য হয়ে পড়েছে, কিংবা এমন প্রতিপ্রাপ্তি যা আর কখনো উপলব্ধ করা যাবে না। পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার বলপূর্বক সম্প্রসারণের সমগ্র কৃত্রিম ব্যবস্থাটার, অবশ্য, প্রতিকার সম্ভব নয় ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর মতো কোনো ব্যাংককে দিয়ে তার কাগজের সাহায্যে সমস্ত প্রতারককে তাদের ঘাটতি মূলধন মিটিয়ে দেবার এবং তাকে দিয়ে সমস্ত অবচিত পণ্যসামগ্রী তাদের আগেকার নামীয় মূল্যে কিনিয়ে নেবার মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ এখানে সব কিছুই প্রতিভাত হয় বিকৃত রূপে, কেননা এই কাগুজে জগতে, প্রকৃত দাম এবং তার প্রকৃত ভিত্তি কখনো ; প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় কেবল ধাতুপিণ্ড, ধাতব মুদ্রা. নোট। বিল অব এক্সচেঞ্জ, সিকিওরিটি। বিশেষ করে লণ্ডনের মত যেসব কেন্দ্রে যেখানে দেশের সমগ্র অর্থ-বাজার থাকে সংকেন্দ্রীভূত, সেখানে এই বিকৃতি হয়ে ওঠে প্রকট , গোটা প্রক্রিয়াটা হয়ে পড়ে অবোধ্য ; উৎপাদনের কেন্দ্রে এই বিকৃতি অপেক্ষাকৃত কম।

প্রসঙ্গক্রমে, সংকটের সময়ে শিল্প-মূলধনের যে, অতি-প্রাচুর্য দেখা যায়. সে সম্পর্কে এটা মনে রাখা দরকার : পণ্য-মূলধন নিজেই যুগপৎ অর্থ-মূলধন, অর্থাৎ পণ্যের দামের মধ্যে প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য। ব্যবহার মূল্য হিসাবে এটা উপযোগিতাপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ; এবং সংকটের কালে পাওয়া যায় এগুলির একটি উদ্বৃত্ত সম্ভার কিন্তু বাস্তব অর্থ মূলধন হিসাবে, সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন হিসাবে, এটা ক্রমাগত সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের অধীন। সংকটের প্রাক্কালে এবং তা চলাকালে, সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন হিসাবে পণ্য-মূলধনের সংকোচন ঘটে। তা তার মালিক ও মালিকের ক্রেডিটদের কাছে বিল অব এক্সচেঞ্জের সিকিওরিটি এবং লোন হিসাবে অল্পতর অর্থ-মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করে -- যখন তাকে ক্রয় করা হয়েছিল এবং যখন তার উপরে ভিত্তিশীল মর্গেজ ও ডিসকাউন্টগুলি সম্পাদিত হয়েছিল, তখন তা যে অর্থ-মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করত, তার চেয়ে অল্পতর। দুর্দিনের সময়ে দেশের অর্থ-মূলধন হ্রাস পায়— এই বক্তব্যের মানে যদি দাঁড়ায় এই, তা হলে এটা তো এ কথা বলারই সামিল যে পণ্যের দাম পড়ে গিয়েছে। দামের এই ধরনের পতন কেবল তার পরবর্তী উত্থানেরই সমতা বিধান করে দেয়।

অনুৎপাদনশীল শ্রেণীসমূহের আয় এবং নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের আয় দাম-ফাঁপাইয়ের সময়ে প্রধানতঃ স্থিরই থাকে—যে ফাঁপাই ঘটে অতিউৎপাদন ও অতি-ফটকাবাজির সঙ্গে। সুতরাং তাদের পরিভোগ-ক্ষমতা আপেক্ষিক ভাবে কমে যায় এবং সেই সঙ্গে কমে যায় মোট পুনরুৎপাদনের যে-অংশটি প্রবেশ করত তাদের পরিভোগে, সেই অংশটি প্রতি-স্থাপন করার মত তাদের ক্ষমতা। এমন কি যখন তাদের চাহিদা অর্থের হিসাবে একই থাকে, তখনো তা জিনিসের হিসাবে কমে যায়।

আমদানি ও রপ্তানি প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত দেশই একে একে জড়িয়ে পড়ে সংকটে এবং তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে, তারা সকলেই রপ্তানি ও আমদানি করেছে মাত্রাধিক পরিমাণে, যার দরুন তাদের সকলেরই 'ব্যালান্স

অব ট্রেড' হয়েছে প্রতিকূল। সুতরাং ঝামেলাটা 'ব্যালান্স তব পেমেণ্টস' নিয়ে নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ইংল্যাণ্ড ভুগছে সোনা বেরিয়ে যাবার সমস্যায়। সে আমদানি করেছে অত্যধিক। কিন্তু একই সময়ে আবার ইংল্যাণ্ডের পণ্য-সামগ্রীর অতিরিক্ত সরবরাহে ক্লিষ্ট হচ্ছে অন্য দেশগুলি। অতএব তারাও আমদানি করেছে, বা আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে, অত্যধিক। (যে দেশ ক্রেডিট রপ্তানি করে এবং যে দেশগুলি ক্রেডিটে কিছুই রপ্তানি করেনা বা সামান্যই করে—এ দুয়ের মধ্যে বাস্তবিকই একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয়োক্ত দেশগুলি আমদানিও করে ক্রেডিটে; এবং কেবল তখনি এটা তেমন একটি ক্ষেত্রে নয়, যেখানে পণ্য পাঠানো হয় 'কনসাইনমেণ্ট'-এ)। সংকট প্রথমে ফেটে পড়তে পারে ইংল্যাণ্ডে—যে দেশটি অগ্রিম দেয় বেশির ভাগ ক্রেডিট এবং নেয় সবচেয়ে কম, কেননা 'ব্যালান্স অব পেমেণ্টস', এখনি পরিশোধ করতে হবে এমন 'ব্যালান্স অব পেমেণ্টস', হচ্ছে প্রতিকূল, যদিও সাধারণ 'ব্যালান্স অব ট্রেড' অনুকূল। এটা অংশতঃ ব্যাখ্যা করা যায় সে যে ক্রেডিট দিয়েছে তার ফল হিসাবে তার এবং, অংশতঃ ব্যাখ্যা করা যায়, বিদেশে যে বিপুল পরিমাণ ধার দেওয়া হয়েছে, যাতে করে প্রতিপ্রাপ্তির অংশতঃ বড় পরিমাণ তার কাছে ফিরে আসে পণ্যের আকারে, সত্যিকারের বাণিজ্যিক প্রতিপ্রাপ্তির সঙ্গে—তার ফল হিসাবে। (অবশ্য, কখনো কখনো সংকট প্রথমে ফেটে পড়েছে আমেরিকায়, যে বেশির ভাগ বাণিজ্যিক ও মূলধনী ক্রেডিট নেয় ইংল্যাণ্ড থেকে)। ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয়, যার সূচনা হয় সোনার নিষ্ক্রমণ থেকে এবং যার সঙ্গে সঙ্গে চলে এই নিষ্ক্রমণ তা নিষ্পন্ন করে দেয় ইংল্যাণ্ডের 'ব্যালান্স অব পেমেণ্টস'—অংশতঃ, তার আমদানিকারীদের দেউলিয়াপনার মাধ্যমে (যে সম্পর্কে পরে আরো বলা হবে), অংশতঃ, তার পণ্য-মূলধনের একটা অংশকে বিদেশে কম দামে বিক্রয়ের মাধ্যমে, এবং অংশতঃ, বিদেশী সিকিওরিটি বিক্রয়, ইংল্যাণ্ডের সিকিওরিটি ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে। এখন আসে আর কোনো দেশের পালা। ব্যালান্স অব পেমেণ্টস ছিল সাময়িক ভাবে তার অনুকূলে; কিন্তু এখন ব্যালান্স অব পেমেণ্টস এবং ব্যালান্স অব ট্রেড-এর মধ্যে সাধারণতঃ যে সময়গত ব্যবধান থাকে, সংকটের ফলে সেটা তিরোহিত হয়েছে কিংবা অন্ততঃ পক্ষে খর্বিত হয়েছে: সমস্ত পেমেণ্টই এখন আচমকা এক সঙ্গে মিটিয়ে দেবার কথা। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটে এখানে ইংল্যাণ্ড এখন পায় সোনার প্রতি-প্রবাহ, অন্য দেশটিতে তখন সোনার নিষ্ক্রমণ। এক দেশে যেটা দেখা দেয় অত্যধিক আমদানি বলে, অন্য দেশে সেটা দেখা দেয় অত্যধিক রপ্তানি বলে, এবং বিপরীতটা সত্য। কিন্তু অত্যধিক আমদানি এবং অত্যধিক রপ্তানি ঘটেছে সমস্ত দেশেই (আমরা এখানে ফসল-হানি, ইত্যাদির কথা বলছি না, বলছি সাধারণ সংকটের কথা;) অর্থাৎ ক্রেডিটের দ্বারা সৃষ্ট অতি-উৎপাদন এবং তার সহগামী সাধারণ দাম-ফাঁপাইয়ের কথা।

১৮৫৭ সালে, সংকট ফেটে পড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পিছু পিছু ঘটল ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় সোনার প্রবাহ। কিন্তু যে মুহূর্তে আমেরিকায় বুদবুদটি ফেটে গেল, সংকট ভেঙে পড়ল ইংল্যাণ্ডে এবং সোনার প্রবাহ শুরু হল আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে। একই ঘটনা ঘটল ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপীয় ভূখণ্ডের মধ্যে। সাধারণ

সংকটের কালে ব্যালান্স অব পেমেন্টস প্রত্যেক দেশেই, অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যেকটি বাণিজ্য-বিকশিত দেশেই, প্রতিকূল, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই পরম্পরাক্রমে, যেমন 'ভলি ফায়ারিং'[1]-এর বেলায়, অর্থাৎ যখনি প্রত্যেকের পালা আসে পেমেণ্ট করার এবং একবার যদি সংকট ভেঙে পড়ে, ইংল্যাণ্ডের মত, তা এই মেয়াদগুলির ক্রমিক প্রস্তকে সবলে সন্নিবিষ্ট করে দেয় একটি অতি ক্ষুদ্র সময়কালের মধ্যে। তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই সমস্ত দেশগুলিই যুগপৎ অত্যধিক রপ্তানি করেছে (অতএব অত্যধিক উৎপাদন করেছে) এবং অত্যধিক আমদানি করেছে (অতএব অত্যধিক বাণিজ্য করেছে), সবকটি দেশেই ঘটেছিল দাম ফাঁপাই এবং ক্রেডিটের বিস্তার সাধিত হয়েছিল অত্যধিক মাত্রায়। এবং একই বিপর্যয় আত্মপ্রকাশ করে প্রত্যেকটি দেশে। সোনা-নিষ্ক্রমণের ব্যাপারটি তখন ঘটে সব কটি দেশেই এবং তার সাধারণ চরিত্রের দ্বারা ঠিক এটাই প্রমাণ করে যে; ১) সোনা নিষ্ক্রাণ সংকটের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, তার কারণ নয়; ২) যে-পরম্পরা অনুসারে তা বিভিন্ন দেশকে আঘাত করে, তা সূচিত করে কেবল কখন তাদের বিচারের দিন এসেছে, অর্থাৎ কখন সংকটের সূচনা হয়েছে এবং তার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে।

ইংরেজ অর্থনীতি-বিষয়ক লেখকদের এটা বৈশিষ্ট্য—এবং ১৮৩০ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য অর্থনীতি-বিষয়ক সাহিত্য নিজেকে পর্যবসিত করে কারেন্সি, ক্রেডিট ও সংকট বিষয়ক সাহিত্যে—যে তাঁরা মহার্ঘ সংকটের সময় ধাতুসমূহের রপ্তানিকে দেখে থাকেন, বিনিময়-হারে গতি পরিবর্তন সত্ত্বেও, কেবল ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিছক একটি জাতীয় ঘটনা হিসাবে, এবং জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখেন এই ঘটনার প্রতি যে অন্যান্য সমস্ত ইউরোপীয় ব্যাঙ্কও তাদের সুদের হার বৃদ্ধি করে যখন সংকটের সময়ে তাদের ব্যাঙ্ক বৃদ্ধি করে তার নিজের সুদের হার এবং যখন সোনার নিষ্ক্রাণ নিয়ে আজ তাদের দেশে ওঠে আর্ত চিৎকার তা হলে কাল তা উঠবে আমেরিকায় এবং, তার পর দিন, জার্মানি ও ফ্রান্সে।

১৮৪৭ সালে, "এ দেশের চুক্তিগুলি শোধ করে দেবার শর্ত ছিল" (প্রধানতঃ শস্যের জন্য)। "কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সেগুলি বহুল পরিমাণেই শোধ করা হয়েছিল ব্যর্থতা দিয়ে" ইউরোপীয় ভূখণ্ড আমেরিকার কাছে তার বাধ্যবাধকতা থেকে বিত্তবান ইংল্যাণ্ড ত্রাণ পেয়েছিল দেউলিয়াপনার মাধ্যমে। "কিন্তু যেখানে তা ব্যর্থতা দিয়ে শোধ করা হয় নি, সেখানে শোধ করা হয়েছিল ধাতুপিণ্ড রপ্তানির মাধ্যমে।" (ব্যাংক আইন সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট, ১৮৪৭)। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যাঙ্ক আইনের ফলে ইংল্যাণ্ডে সংকট যে মাত্রায় তীব্রতা লাভ করে, সেই মাত্রায় এই আইন দুর্ভিক্ষের সময়ে শস্য রপ্তানিকারী দেশগুলিকে প্রতারণা করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে—প্রথমতঃ তাদের শস্যের খাতে, এবং তার পরে ঐ শস্যের বাবদ প্রাপ্য অর্থের খাতে। সুতরাং যে দেশগুলি নিজেরাই কমবেশি ক্লিষ্ট হচ্ছে ঘাটতির ফলে, সে দেশগুলির

পক্ষে এমন দুঃসময়ে শস্য রপ্তানির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করাই হচ্ছে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের "দেউলিয়াপনা দিয়ে" শস্য আমদানি বাবদে "দেনা মেটানোর" পরিকল্পনা বানচাল করার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা। আর যাই হোক, ইংল্যাণ্ডের হিতের জন্য মূলধন হারানোর চেয়ে নিজেদের দেশের হিতের জন্য তাদের কিছু মুনাফা হারানো শস্য উৎপাদনকারী ও ফটকা কারবারীদের পক্ষে অনেক ভাল।

উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে অনুসরণ করে যে, সংকটের কালে এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ে মন্দার কালে পণ্য-মূলধন বহুল মাত্রায় হারায় তার সম্ভাব্য অর্থ-মূলধনের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা। একই কথা সত্য কাল্পনিক মূলধনের তথা সুদ-দায়ী কাগজের বেলায় যখন তা স্টক এক্সচেঞ্জ-এ সঞ্চালন করে অর্থ-মূলধন হিসাবে। সুদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাম পড়ে যায় এছাড়াও তার দাম পড়ে যায় ক্রেডিটের সাধারণ ঘাটতির ফলে, যা তার মালিকদের বাধ্য করে তাকে বিপুল পরিমাণে বাজারে চালান 'ডাম্প' করে দিতে, যাতে করে অর্থ হস্তগত করা যায়। সর্বশেষে তার দাম পড়ে যায় স্টকের বেলায়, অংশতঃ আগম কমে যাওয়ার ফলে, যার দরুণ তা কাজ করে ড্রাফট হিসাবে, এবং অংশতঃ প্রতিষ্ঠানগুলির জাল চরিত্রের ফলে প্রায়শই যেগুলির প্রতিনিধিত্ব তা করে থাকে। সংকটের সময়ে এই কাল্পনিক মূলধন বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়, এবং সেই সঙ্গে হ্রাস পায় তার মালিকদের তার বাবদে বাজার থেকে ধার করার ক্ষমতা। যাইহোক স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকায় এই সিকিওরিটিগুলির অর্থ-প্রতিমূল্যের হ্রাসপ্রাপ্তির কোনো সম্পর্ক নেই সেগুলি যে সত্যিকারের মূলধনের প্রতিনিধিত্ব তার সঙ্গে কিন্তু যথেষ্ট সম্পর্ক আছে তাদের মালিকদের দেনা-পরিশোধের ক্ষমতার ('সলভেন্সি'র) সঙ্গে।

একত্রিংশতম অধ্যায়

অর্থ-মূলধন এবং আসল মূলধন। ২
(পূর্বানুবৃত্তি)

এই প্রশ্নটির নিষ্পত্তি আমরা এখনো করিনি : ধার-যোগ্য অর্থ-মূলধনের আকারে মূলধনের সঞ্চয়ন কোন মাত্রা অবধি সত্যিকারের সঞ্চয়নের সঙ্গে অর্থাৎ পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সহগামী হয়।

ধার-যোগ্য অর্থ-মূলধনে অর্থের রূপান্তর উৎপাদনশীল মূলধনে অর্থের রূপান্তরের তুলনায় অনেক সহজতর ব্যাপার। কিন্তু দুটি জিনিসের মধ্যে এখানে পার্থক্য করতে হবে।

১) ধার-যোগ্য মূলধনের অর্থে রূপান্তর মাত্র :

২) মূলধন বা আগমের ('রেভিনিউ'-এর) অর্থে রূপান্তর যা রূপান্তরিত হয় ধার-মূলধনে।

এই দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টিই কেবল পারে শিল্প-মূলধনের সত্যিকারের সঞ্চয়ের সঙ্গে যুক্ত ধার-মূলধনের ইতিবাচক সঞ্চান ঘটাতে।

১. ধার-মূলধনের অর্থের রূপান্তর

আমরা আগেই দেখেছি যে, ধার-মূলধনের এক বৃহৎ স্তূপ বা উদ্বৃত্তের উদ্ভব ঘটতে পারে, যা উৎপাদনশীল সঞ্চয়নের সঙ্গে যুক্ত কেবল ততটা পর্যন্ত যে তা তার সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। এটা এমন হয় শিল্প-চক্রের দুটি পর্যায়ে, প্রথমতঃ যখন শিল্প-মূলধন তার উভয় রূপেই—উৎপাদনশীল এবং পণ্য মূলধন রূপেই—সংকুচিত হয়, অর্থাৎ সংকটের পরে চক্রের সূচনায় ; এবং দ্বিতীয়তঃ যখন উন্নতি শুরু হয় কিন্তু বাণিজ্যিক ক্রেডিট তখনো খুব বেশি পরিমাণে ব্যাংক-ক্রেডিট ব্যবহার করে না। প্রথম ক্ষেত্রে, যে অর্থ-মূলধন ইতিপূর্বে নিযুক্ত ছিল উৎপাদনে ও বাণিজ্যে তা দেখা দেয় অলস্ ধার-মূলধন হিসাবে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তা দেখা দেয় বর্ধিষ্ণু মাত্রায় ব্যবহৃত হিসাবে কিন্তু অত্যন্ত নিচু সুদের হারে, কারণ শিল্প-ধনিকেরা ও বাণিজ্যিক ধনিকেরা এখন অর্থ-ধনিকদের উপরে শর্ত নির্দেশ করে। উদ্বৃত্ত ধার-মূলধন প্রকাশ করে, প্রথমতঃ শিল্প-মূলধনের নিশ্চলাবস্থা, এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যাংকিং ক্রেডিট থেকে বাণিজ্যিক ক্রেডিটের আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা—যার ভিত্তি হচ্ছে প্রতিপ্রাপ্তির সচলতা স্বল্প-মেয়াদের ক্রেডিট এবং নিজস্ব মূলধনে পরিচালিত কাজ কারবারের প্রাধান্য। ফটকা-কারবারিরা যারা নির্ভর করে অন্য লোকের মূলধনের উপরে, তারা এখনো মঞ্চে আবির্ভূত হয়নি ; আর যেসব লোক কাজ করে নিজেদের

মূলধন দিয়ে, তারা এখনো কমবেশি বিশুদ্ধ ক্রেডিট-কারবার থেকে অনেক দূরে। আগেকার পর্যায়ে ধার-মূলধনের উদ্বৃত্তটা সত্যিকারের সঞ্চয়নের অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ ভাবে বিপরীত। দ্বিতীয় পর্যায়ে, এটা ঘটে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার ঘটনার সঙ্গে—তার সঙ্গে ঘটে বটে কিন্তু তার হেতু নয়। ধার মূলধনের উদ্বৃত্তটা ইতিমধ্যেই হ্রাস পেতে শুরু করেছে, অর্থাৎ এটা এখনো চাহিদার তুলনায় কেবল আপেক্ষিক। উভয় ক্ষেত্রেই সঞ্চয়নের সত্যিকারের প্রক্রিয়াটি অনুপ্রেরিত হয় এই ঘটনার দ্বারা যে সুদের নিচু হার যা প্রথম ক্ষেত্রে হয় কম দামের সহগামী এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধীর গতিতে বাড়ন্ত দামের সহগামী—তা বৃদ্ধি করে মুনাফার সেই অংশটিকে যেটি রূপান্তরিত হয় উদ্যোগ-জনিত মুনাফায়। এটা ঘটে আরো বেশি বেশি মাত্রায় যখন সমৃদ্ধির সময়ের চূড়ান্ত পর্বে সুদ বেড়ে যায় তার গড় মানে যখন তা বাস্তবিকই বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মুনাফার সঙ্গে অনুপাতে নয়।

অন্য দিকে আমরা দেখেছি যে, ধার-মূলধনের একটা সঞ্চয়ন গড়ে উঠতে পারে কোনো সত্যিকারের সঞ্চয়ন ছাড়াই অর্থাৎ নিছক কৃৎকৌশলগত উপায়ের মাধ্যমে যেমন ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সংকেন্দ্রীভবন; সঞ্চলন-রিজার্ভে বা ব্যক্তিগত লেনদেন-মাধ্যমের রিজার্ভ তহবিলে আশ্রয়, যা তখন রূপান্তরিত হয় অল্পকালের জন্য ধার-মূলধনে। যদিও এই ধার-মূলধন যাকে এই কারণে ফ্লোটিং মূলধনও বলা হয় তা সর্বদাই ধার-মূলধনের রূপ ধারণ করে কেবল অল্প কালের জন্যই (এবং বস্তুতঃ পক্ষে ডিসকাউন্ট-এর জন্য ব্যবহৃত হওয়াও উচিত কেবল অল্প সময় কালের জন্য), তা হলেও তার ক্রমাগত জোয়ার-ভাটা হয়। কেউ কিছু তুলে নেয়, আবার কেউ কিছু জুড়ে দেয়। অতএব ধার-মূলধনের আয়তনে বৃদ্ধি ঘটে সত্যিকারের সঞ্চয়ন থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই (আমরা এখানে কয়েক বছর মেয়াদী ধারের কথা আদৌ বলছি না বলছি বিল অব একচেঞ্জ ও আমানতের উপরে অল্পকাল মেয়াদী ধারের কথা)।

ব্যাংক কমিটি, প্রশ্ন ৫০১ "ফ্লোটিং, মূলধন' বলতে আপনি কি বোঝান?" —[ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর গভর্নর মিঃ উইগুয়েলিন এর উত্তর:] কথাটা প্রয়োগ করা হয় অল্প কালের জন্য ধার দেওয়া অর্থের ক্ষেত্রে। ...(৫০২) ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর মোট...সাধারণ ব্যাংকগুলির সঞ্চলন এবং দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ।"—[প্রশ্ন:] "কমিটির সামনে উপস্থিত "রিটার্ন'গুলি থেকে এটা পরিষ্কার নয় যে 'ফ্লোটিং মূলধন বলতে আপনি (ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট সমূহের) সক্রিয় সঞ্চলন বোঝাচ্ছেন কিনা," "সক্রিয় সঞ্চলনে খুব বেশি তারতম্য ঘটে কিনা?" [কিন্তু এই সক্রিয় সঞ্চলনকে কে অগ্রিম দিয়েছে, মহাজন, না, স্বয়ং পুনরুৎপাদনশীল ধনিক তাতে বিরাট পার্থক্য হয়। উইগুয়েলিনের উত্তর:] "ফ্লোটিং মূলধনের মধ্যে আমি ধরি ব্যাংকারদের রিজার্ভসমূহ, যাতে বেশ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।" —তার মানে, আমানতের সেই অংশটিকে বেশ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, যেটি ব্যাংকাররা আর ধার দেয় না, কিন্তু থেকে যায় তাদের রিজার্ভ হিসাবে এবং তার বেশির ভাগটাই ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের

রিজার্ভের একটি অংশ হিসাবেও, যেখানে তা জমা থাকে। সর্বশেষে, এই একই ভদ্রলোক বলেন: 'ফ্লোটিং মূলধন' হতে পারে ধাতুপিণ্ড, অর্থাৎ বাট এবং মুদ্রা (৫০৩)—এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক কেমন করে টাকার বাজারের এই ক্রেডিট সংক্রান্ত বকবকানির মধ্যে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সব কটি বর্গই পায় একটি ভিন্ন অর্থ এবং একটি ভিন্ন রূপ। 'ফ্লোটিং মূলধন' হচ্ছে সেখানে সঞ্চলনশীল মূলধনের অভিধা, যা অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা, এবং অর্থ হচ্ছে মূলধন, এবং ধাতুপিণ্ড হচ্ছে মূলধন, এবং ব্যাংক নোট হচ্ছে সঞ্চলন, এবং মূলধন হচ্ছে একটা পণ্য, এবং ঋণ হচ্ছে পণ্য, এবং স্থিতিশীল মূলধন হচ্ছে অর্থ যা বিক্রয়-করা-দুঃসাধ্য-কাগজে বিনিয়োজিত!'

"লণ্ডনের জয়েণ্ট স্টক ব্যাংকগুলি···তাদের আমানতের পরিমাণ যা ১৮৪৭ সালে ছিল £৮০,৫০৭৭৪, তাকে বাড়িয়ে ১৮৫৭ সালে £৩১৪,০০,৭২৪।··· আপনাদের কমিটিব কাছে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে এই বিপুল পরিমাণটির একটি বড় অংশ পাওয়া গিয়েছে এমন সব উৎস থেকে, যেগুলি এত কাল পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে পাওয়া যায়নি; এবং ব্যাংকারদের কাছে অ্যাকাউণ্ট' খোলা ও টাকা জমা রাখার রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে এমন সব শ্রেণীর মধ্যে যারা আগে মূলধন (!) এই ভাবে নিয়োগ করত না। 'অ্যাসোসিয়েশন অব দি প্রাইভেট কাণ্ট্রি ব্যাংকার্স' (যেগুলি জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্ক থেকে আলাদা)-এর চেয়ারম্যান এবং আপনাদের কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য তাদের দ্বারা মনোনীত মিঃ রডওয়েল, বলেছেন যে, ইপস্‌ইচ-এর আশেপাশে ঐ এলাকার কৃষক ও দোকানিদের মধ্যে এই রেওয়াজ বৃদ্ধি পেয়েছে চার গুণ; প্রায় প্রত্যেক কৃষকই, যারা বছরে মাত্র £৫০ খাজনা দেয়, এমনকি তারাও ব্যাংকারদের কাছে টাকা আমানত রাখে। এই মোট আমানত অবশ্য পথ পেয়ে যায় বিবিধ বাণিজ্যিক নিয়োগ, এবং বিশেষভাবে ধাবিত হয় বাণিজ্যিক তৎপরতার কেন্দ্রস্থল লণ্ডনে, সেখানে তা প্রথম নিযুক্ত হয় লণ্ডনের ব্যাংকারদের মক্কেলদের বিল ডিসকাউণ্ট করা এবং অন্যান্য অগ্রিম দেওয়ার কাজের। অবশ্য, যার জন্য খোদ ব্যাংকারদের নিজেদের কোনো আশু প্রয়োজন, সেই বিপুল অংশটা চলে যায় বিল-ব্রোকারদের হাতে, যারা প্রতিদানে ব্যাংকারকে দেয় বাণিজ্যিক বিল, সেগুলি তারা ইতিপূর্বে লণ্ডন ও দেশের অন্যত্র স্থিত ব্যক্তিদের জন্য ডিসকাউণ্ট করে দিয়েছে—ব্যাংকারের দ্বারা অগ্রিম-প্রদত্ত অর্থের 'সিকিউরিটি' হিসাবে।" (ব্যাঙ্ক কমিটি, ১৮৫৮ পৃঃ)

যে বিল-অব-এক্সচেঞ্জগুলিকে এই বিল-ব্রোকার আগেই ডিসকাউণ্ট করেছে, সেগুলির উপরেই এই ব্রোকারকে আবার অগ্রিম দিয়ে, ব্যাংকার কার্যতঃ সেগুলিকে রিডিসকাউণ্ট করে; আসলে কিন্তু এই সব বিলের অনেকগুলিই এই বিল-ব্রোকার আগেই রিডিসকাউণ্ট করে দিয়েছে, এবং সেই একই টাকা দিয়ে যা ব্যাংকার ব্যবহার করে বিল-ব্রোকারের বিল রিডিসকাউণ্ট করার জন্য, বিল-ব্রোকার রিডিসকাউণ্ট করে নোতুন নোতুন বিল। এর পরিণতি কি দাঁড়ায়, তা এ থেকে

দেখা যায় : "ব্যাপক ভাবে অলীক ক্রেডিট সৃষ্টি করা হয়। 'অ্যাকোমোডেশন বিল' ও 'ওপেন ক্রেডিট'-এর সাহায্যে, যার জন্য বিপুল সুযোগ করে দিয়েছে জয়েন্ট-স্টক কান্ট্রি ব্যাংকসমূহ—বিলের গুণাগুণ বিচার ছাড়াই একমাত্র ব্যাংকের ক্রেডিটের ভিত্তিতেই এই সব বিল ডিসকাউন্ট এবং লণ্ডন মার্কেটের বিল-ব্রোকারদের সঙ্গে রিডিসকাউন্ট করে দেবার রেওয়াজের মাধ্যমে।" (*loc. cit.* P. XXI)।

এই রিডিসকাউন্ট করার রেওয়াজ এবং যে সাহায্য তা দিয়ে থাকে ক্রেডিট জালিয়াতির ক্ষেত্রে ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনের এই নিছক কৌশলগত বৃদ্ধির দৌলতে, সে সম্পর্কে **'ইকনমিস্ট'**-এর এই অনুচ্ছেদটি কৌতূহলকর : "বিগত কয়েক বছর ধরে মূলধন" (অর্থাৎ, ধারযোগ্য অর্থ-মূলধন) "দেশের কয়েকটা অঞ্চলে সঞ্চয়ীকৃত হয়েছে এত দ্রুত গতিতে যে তা ব্যবহার করা যায়নি ; অন্য দিকে, কয়েকটা অঞ্চলে মূলধন নিয়োগের উপায়সমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে এত দ্রুত গতিতে যে মূলধন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। গোটা রাজ্য জুড়ে যখন বিশুদ্ধ কৃষি-অঞ্চলগুলিতে ব্যাংকাররা যখন পায়নি মুনাফাজনক ও নিরাপদ ভাবে তাদের আমানত বিনিয়োগের যথেষ্ট উপায়, তখন বড় বড় বাণিজ্যিক শহর এবং শিল্প ও খনি অঞ্চলগুলিতে ব্যাংকারদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তারা যতটা পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল তার চেয়ে বৃহত্তর পরিমাণ মূলধনের চাহিদার। বিভিন্ন অঞ্চলের এই আপেক্ষিক পরিস্থিতির ফলে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ও দ্রুত প্রসারিত হয়েছে মূলধন বণ্টনের নোতুন এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, যারা, যদিও সচরাচর অভিহিত হয় বিল ব্রোকার বলে, কিন্তু আসলে বিরাট আয়তনের ব্যাংকার। এই সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা হচ্ছে উভয়-সম্মত সময়কালের জন্য এবং সুদের হারে, যেসব অঞ্চলে তা নিয়োগ করা যায় না সেখানকার ব্যাংকারদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত মূলধন এবং সেই সঙ্গে পাবলিক কোম্পানি নানা ধরনের বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে সাময়িকভাবে অ-নিয়োজিত অর্থসম্ভার, গ্রহণ করা, এবং সেই মূলধন তথা অর্থকে যেসব অঞ্চলে মূলধনের চাহিদা বেশি, সেখানকার ব্যাংকারদের উচ্চতর সুদে অগ্রিম দেওয়া—সাধারণতঃ তাদের ব্যাংকারদের কাছ থেকে নেওয়া বিলগুলিকে রিডিসকাউন্ট করার মাধ্যমে···এবং এইভাবে লম্বার্ডি স্ট্রীট হয়ে উঠেছে এমন একটি বৃহৎ কেন্দ্র, যেখানে, দেশের যে প্রান্তে বাড়তি মূলধনের মুনাফাজনক নিয়োগ সম্ভব নয়, সেখানে থেকে তা স্থানান্তরিত হয় আরেক প্রান্তে, যেখানে চাহিদা রয়েছে, এবং সেই সঙ্গে অনুরূপভাবে অবস্থিত এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির হাতেও। প্রথমে এই কাজ-কারবারগুলি সীমাবদ্ধ ছিল প্রায় একান্ত ভাবে ব্যাংক-সিকিওরিটির ভিত্তিতে ধার দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে। কিন্তু যত দ্রুত বেগে দেশের মূলধন সঞ্চয়ীকৃত হল এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে আরো মিতব্যয়িত হল, ততই এই 'ডিসকাউন্ট প্রতিষ্ঠানগুলি' এত বৃহৎ আকার ধারণ করল যে তারা অগ্রিম দিতে প্রবৃত্ত হল—প্রথমে, মালের 'ডক ওয়ারেন্টে'-এর (ডকে মাল জমা রাখার বিল-এর) উপরে, এবং পরে, জাহাজে মাল

বোঝাইয়ের বিল-এর উপরে, যা প্রতিনিধিত্ব করে এমন দ্রব্যসম্ভারের যা এখনো এসে পৌঁছায়নি, যদিও কখনো কখনো, অবশ্য সাধারণতঃ না, বণিক কর্তৃক ব্রোকারের উপরে কাটা বিলের দ্বারা সুরক্ষিত। এই রেওয়াজের ফলে ইংরেজ বাণিজ্যের গোটা চরিত্রটাই বদলে গেল। লম্বার্ডি স্ট্রীট থেকে দেওয়া এইসব সুবিধা মিনসিং লেন-এর ব্রোকারদের হাতে তুলে দিল ব্যাপক ক্ষমতা, যারা আবার···সেই সব সুবিধার পূর্ণ সুযোগ দিল আমদানিকারী বণিককে; যে সেগুলির সুবিধা পেল এত দূর পর্যন্ত যে, যেখানে ২৫ বছর আগে, জাহাজে মাল বোঝাইয়ের, কিংবা এমনকি ডক-ওয়ারেন্ট-এর, বাবদে বণিকের এই অগ্রিম নেবার ঘটনাটা তার ক্রেডিটের পক্ষে হত মারাত্মক, সেখানে সাম্প্রতিককালে এই রেওয়াজ হয়েছে এত ব্যাপক যে বলা যায়, এটা হয়ে উঠেছে একটা সাধারণ নিয়ম—২৫ বছর আগে যেটা ছিল কেবল ব্যতিক্রম মাত্র। এখন, এই ব্যবস্থাটিকে এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে যে, দূর দূর উপনিবেশে **প্রত্যাশিত** ফসলের বাবদে বিলের উপরেও লম্বার্ডি স্ট্রীটে তোলা হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। আমদানিকারী বণিককে এবংবিধ সুবিধা দানের ফলে তারা সক্ষম হয়েছে বিদেশে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে, এবং যে-ফ্লোটিং মূলধন দিয়ে তারা এত কাল ব্যবসা চালিয়ে আসছিল, তা সমস্ত 'ফিক্সড্ সিকিওরিটি'-র মধ্যে সেই 'সিকিওরিটি'-তে বিনিয়োগ করতে—বিদেশী বাগিচা ('প্ল্যান্টেশন') ক্ষেত্রে। এবং এই ভাবে আমরা দেখতে পাই যে-ক্রেডিট আমাদের গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে সংগৃহীত এবং কাণ্ট্রি ব্যাংকগুলিতে এবং লম্বার্ডি স্ট্রীটের কেন্দ্রগুলিতে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পরিমাণে আমানত হিসাবে, বিনিয়োগের জন্য রক্ষিত হয়, সেই ক্রেডিটের বদলে সরাসরি অর্থ যোগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে খনি ও শিল্প অঞ্চলগুলিতে কাজ-কারবারের বিস্তার ঘটাবার জন্য—ঐসব এলাকায় ব্যাংকগুলিকে বিল ডিসকাউণ্ট করে দেওয়ার মাধ্যমে; দ্বিতীয়তঃ বিদেশী পণ্য আমদানি করার জন্য আরো বেশি সুবিধা দানের জন্য—ডক ওয়ারেন্ট ও জাহাজে মাল-বোঝাইয়ের বিলের উপরে অগ্রিম দেবার মাধ্যমে, এবং এইভাবে বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 'বৈধ' সওদাগরি মূলধনকে 'মুক্ত' করা, এবং বিদেশী বাগিচা বাবদে সবচেয়ে আপত্তিকর অগ্রিম হিসাবে তাকে প্রবৃত্ত করা।" (*Economists*, December 25, 1847, P. 1334)। এ থেকে বোঝা যায় কী "সুন্দর" ভাবে ক্রেডিটের বিকাশ করা হয়। গ্রামীণ আমানতকারী ভাবে, সে কেবল তার ব্যাংকারের কাছে গচ্ছিত রাখছে, এবং আরো ভাবে যে ব্যাংকার যখন অপরকে ধার দেয়, তখন তা দেওয়া হচ্ছে কেবল এমন সব ব্যক্তিগত ধারগ্রহীতাকে যাদের সে চেনে। তার এতটুকু সন্দেহ হয় না যে তার ব্যাংকার তার গচ্ছিত অর্থ তুলে দিচ্ছে কোনো এক লণ্ডনের বিল-ব্রোকারের হাতে, যার কাজকর্মের উপরে তাদের কারো নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি কেমন করে রেলওয়ের মত বড় বড় পাবলিক উদ্‌যোগগুলি পারে সাময়িকভাবে তাদের ধার-মূলধনের বৃদ্ধি ঘটাতে—পারে এই

ঘটনার কারণে যে আমানতকৃত পরিমাণগুলির সব সময়েই থাকে ব্যাংকারদের হাতে একটা নির্দিষ্টকালের জন্য যে পর্যন্ত না সেগুলি সত্যি সত্যিই ব্যবহারে লাগে।

প্রসঙ্গতঃ, ধার-মূলধনের পরিমাণ সঞ্চলনের পরিমাণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সঞ্চলনের পরিমাণ বলতে আমরা এখানে বুঝি একটি দেশে বিদ্যমান ও সঞ্চলনশীল সমস্ত ব্যাংক নোট ও মুদ্রার সমষ্টি, যার মধ্যে পড়ে মহার্ঘ্য ধাতুসমূহের বাটও। এই পরিমাণের একটি অংশ ব্যাংকসমূহের 'রিজার্ভ', যার আয়তন অনবরত পরিবর্তিত হয়।

"১৮৫৭ সালের ১২ই নভেম্বর (১৮৪৪ সালের ব্যাংক আইনটি বন্ধ করার তারিখ) "ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গোটা রিজার্ভ ছিল মাত্র £৫,৮০,৭৫১ (লণ্ডন এবং তার সমস্ত শাখা সমেত); তখন তাদের আমানতের পরিমাণ ছিল £২,২৫,০০,০০০ যার মধ্যে প্রায় পয়ষট্টি লক্ষ ছিল লণ্ডনের ব্যাংকারদের।" Bank Acts, 1854, P. LII)।

সুদের হারে ওঠানামা (দীর্ঘতর কাল ধরে যেগুলি হয় কিংবা বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার সুদের হারে ওঠানামা ছাড়া; প্রথমটি নির্ভর করে মুনাফার সাধারণ হারে ওঠানামার উপরে, দ্বিতীয়টি মুনাফার হারসমূহের এবং ক্রেডিটের বিকাশে পার্থক্যের উপরে) নির্ভর করে ধার মূলধনের সরবরাহের উপরে (বাকি সব অবস্থা, আস্থার পরিস্থিতি ইত্যাদি সমান থাকলে), অর্থাৎ, অর্থ, মুদ্রা ও নোটের আকারে ধার দেওয়া মূলধনের উপরে; শিল্প-মূলধনের সঙ্গে প্রতি তুলনায়, যা তৎরূপে—পণ্যরূপে—ধার দেওয়া হয় বাণিজ্যিক ক্রেডিটের মাধ্যমে স্বয়ং পুনরুৎপাদনের এজেন্টদের নিজেদের মধ্যে।

যাই হোক, অর্থ-মূলধনের এই পরিমাণ সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণ থেকে ভিন্ন ও নিরপেক্ষ।

দৃষ্টান্ত হিসাবে, যদি £২০ ধার দেওয়া হত দিনে পাঁচবার করে, তা হলে ধার দেওয়া হত £১০০ পরিমাণ একটি অর্থ-মূলধন; এবং একই সময়ে তার মানে দাঁড়াতো যে এই £২০, উপরন্তু, কাজ করত ক্রয় বা পরিব্যয়ের মাধ্যম হিসাবে অন্ততঃ ৪ বার; কেননা যদি কোনো ক্রয় বা ব্যয় ইতিমধ্যে না ঘটত,—যাতে করে তা প্রতিনিধিত্ব করত না অন্তত চার গুণ মূলধনের রূপান্তরিত রূপটির শ্রম-শক্তি সমেত পণ্যসামগ্রীর)—তা হলে তা গঠন করত না £১০০ পরিমাণ একটি মূলধন, গঠন করতে কেবল প্রত্যেকটি £২০ এমন পাঁচটি দাবি।

বিকশিত ক্রেডিট সমন্বিত দেশগুলিতে আমরা ধরে নিতে পারি যে ধারের জন্য প্রাপ্তব্য সমস্ত অর্থ-মূলধন বিরাজ করে আমানতের আকারে ব্যাংক ও মহাজনদের হাতে। সমগ্র ভাবে ব্যবসার বেলায় এটা অন্ততঃ সত্য। অধিকন্তু, আসল ফটকা কারবার শুরু হবার আগে—যখন ক্রেডিট থাকে সুলভ এবং আস্থা থাকে বর্ধিষ্ণু,

তখন রমরমা ব্যবসার সময়ে, সঙ্কলনের অধিকাংশ কাজেরই নিষ্পত্তি হয় সাদামাটা ক্রেডিট-স্থানান্তরের মাধ্যমের মুদ্রা বা কাগুজে টাকার সাহায্য ছাড়াই।

যখন সঙ্কলন-মাধ্যমের একটি আপেক্ষিক ভাবে অল্প পরিমাণ প্রাপ্তব্য, যখন তখন বড় বড় পরিমাণ আমানতের অস্তিত্বের নিছক সম্ভাবনাটাই একান্ত ভাবে নির্ভর করে :

১) একই মুদ্রা যত সংখ্যক ক্রয় ও ব্যয় সম্পাদন করে, সেই সংখ্যার উপরে ;

২) ফিরতি যাত্রার সংখ্যার উপরে, যার মাধ্যমে তা ব্যাংকে ফিরে যায় আমানত হিসাবে, যাতে করে ক্রয় ও ব্যয়ের উপায় হিসাবে তার পৌনঃপুনিক ভূমিকাটি সম্পাদিত হয় আমানত রূপে তার পুনর্নবীকৃত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এক ক্ষুদে ব্যপারি তার ব্যাংকারের কাছে সাপ্তাহিক জমা রাখে অর্থের আকারে £১০০ ; ব্যাংকার ঐ জমার সাহায্যে দিয়ে দেয় একজন ম্যানুফ্যাকচারকারীর জমার একটি অংশ ; সে আবার তা দিয়ে মজুরি দেয় তার শ্রমিকদের, শ্রমিকেরা আবার তা ব্যবহার করে ঐ ক্ষুদে ব্যাপারির পাওনা মেটাতে ; এই ব্যাপারি আবার সেটা জমা রাখে তার ব্যাঙ্কে। অতএব, এই ক্ষুদে ব্যাপারির জমা রাখা £১০০০ কাজ করে, প্রথমতঃ ম্যানুফ্যাকচারকারীকে তার একটি আমানতের জন্য অর্থের সংস্থান করতে ; দ্বিতীয়তঃ, মজুরদের তাদের মজুরি মিটিয়ে দিতে ; তৃতীয়তঃ, স্বয়ং ব্যাপারিকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে ; চতুর্থতঃ, ঐ একই ক্ষুদে ব্যাপারির অর্থ মূলধনের আরেকটি অংশকে জমা দিতে ; এইভাবে ২০ সপ্তাহের শেষে, যদি তাকে নিজেকে এই জমা থেকে টাকা তুলতে না হয়, তা হলে ঐ একই £১০০ দিয়ে সে ব্যাঙ্কে জমা রাখবে £২,০০০।

এই অর্থ-মূলধন কতটা পর্যন্ত অলস, তা দেখানো যায় কেবল ব্যাংকগুলির রিজার্ভের জোয়ার-ভাটার সাহায্যে। সুতরাং ১৮৫৭ সালে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের গভর্নর উইগুয়েলিন সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের সোনাই হচ্ছে "কেবল" রিজার্ভ মূলধন : "১২৫৮। আমি মনে করি, কার্যতঃ সুদের হার নির্ধারিত হয় দেশে যে বেকার মূলধন আছে, তার পরিমাণের দ্বারা। এই বেকার মূলধনের পরিমাণটির প্রতিনিধিত্ব করে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের রিজার্ভ, যা কার্যতঃ ধাতুপিণ্ডের একটি রিজার্ভ। সুতরাং যখন সেই ধাতুপিণ্ড থেকে তুলে নেওয়া হয়, তা দেশের বেকার মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করে, এবং অতএব যেটা থেকে যায়, তার মূল্য বৃদ্ধি করে।" —(নিউমার্ক) "১৩৬৪। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে ধাতুপিণ্ডের রিজার্ভই হচ্ছে বস্তুতঃ, সেই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ, কিংবা মজুদ ধন, যার উপরে ভর করে দেশের গোটা বাণিজ্যটা পরিচালিত হচ্ছে।...আর ঐ মজুদ বা সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের উপরেই বৈদেশিক বিনিময় সমূহের তৎপরতা সব সময়ে গিয়ে পড়ে।" (Report on Bank Acts, 1857, pp. 108, 119)

রপ্তানি ও আমদানির পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায় আসল অর্থাৎ উৎপাদনশীল ও পণ্য-মূলধনের একটা পরিমাপ। এই পরিসংখ্যান থেকে সর্বদাই দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শিল্পের দশবার্ষিক চক্রগুলি চলা কালে (১৮১৫—১৮৭০), সংকটের **পূর্বেকার** সর্বশেষ সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ মাত্রাটি সর্বদাই পুনরাবির্ভূত হয় পরবর্তী সমৃদ্ধির নিম্নতম মাত্রা হিসাবে, যা থেকে তা উত্থিত হয় এক নোতুন ও ঢের উচ্চতর শিখরে।

১৮২৪-এর সমৃদ্ধির বছরে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে রপ্তানিকৃত দ্রব্য-সম্ভারের প্রকৃত বা ঘোষিত মূল্য ছিল £৪,০৩,৯৬,৩০০। ১৮২৫-এর সংকটের সঙ্গে তার মূল্য এর চেয়ে পড়ে যায় এবং ৩ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৯০ লক্ষের মধ্যে ওঠানামা করে। ১৮৩৪-এ সমৃদ্ধি ফিরে এলে, এই মূল্য আগেকার সর্বোচ্চ পরিমাণ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় £৪,১৬,৪৯,১৯১, এবং ১৮৩৬-এ পৌঁছে যায় নোতুন সর্বোচ্চ পরিমাণ £৫,৩৩,৬৮,৫৭১-এ। ১৮৩৭ থেকে শুরু করে, তা আবার কমে গিয়ে হয় ৪ কোটি ২০ লক্ষ, যা থেকে দেখা যায় যে নোতুন ন্যূনতম পরিমাণটি ইতিমধ্যেই পুরনো উচ্চতম পরিমাণের চেয়ে বেশি, এবং তা ওঠানামা করে ৫ কোটি থেকে ৫ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে। ১৮৪৪-এ সমৃদ্ধি ফিরে এলে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে হয় £৫,৮৫,০০,০০০, যা ১৮৩৬-এর শিখরের চেয়েও অনেক উচ্চতর। ১৮৪৫-এ তা উপনীত হয় £৬,০১,১১,০৮২-এ; তারপরে ১৮৪৬-এ তার পতন ঘটে ৫ কোটি ৭০ লক্ষের কিছু উপরে, ১৮৪৭-এ উঠে হয় প্রায় ৫ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৮৪৮-এ কমে দাঁড়ায় প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৮৪৯-এ উঠে হয় ৬,৩৫,০০,০০০, ১৮৫৩-তে প্রায় ৯,৯০,০০,০০০, ১৮৫৪-তে নেমে হয় ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, ১৮৫৫-তে ৯,৪৫,০০,০০০, ১৮৫৬-তে বেড়ে গিয়ে প্রায় ১১ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ১৮৫৭-তে পৌঁছায় ১২ কোটি ২০ লক্ষের শিখরে। ১৪৫৮-তে কমে যায় ১১ কোটি ৬০ লক্ষে, ১৮৫৯-এ বেড়ে যায় ১৩ কোটিতে, ১৮৬০-এ প্রায় ১৩ কোটি ৬০ লক্ষে, ৮৬১-তে পড়ে ১২ কোটি ৫০ লক্ষে (এই নোতুন ন্যূনতম পরিমাণ কিন্তু আবার আগেকার শিখর থেকে উপরে), ১৮৬৩-তে বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,৬৫,০০,০০ ।

অবশ্য, একই জিনিস দেখানো যেতে পারে আমদানির ক্ষেত্রেও, যা বোঝায় বাজারের সম্প্রসারণ; এখানে এটা কেবল উৎপাদনের আয়তনের ব্যাপার। (অবশ্য, এটা ইংল্যাণ্ডের বেলায় সত্য কেবল তার সত্যিকারের শিল্পগত একচেটিয়া অধিকারের কালে; কিন্তু এটা সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য আধুনিক শিল্প-সমন্বিত দেশগুলির গোটা বিন্যাসের ক্ষেত্রেই—যত কাল অবধি বিশ্ব-বাজার থাকে প্রসারশীল। —এফ. এঙ্গেলস)

২. মূলধন বা আগমের অর্থে রূপান্তর যা রূপান্তরিত হয় ধার-মূলধনে।

আমরা এখানে আলোচনা করব অর্থ মূলধনের সঞ্চয়নের কথা, যখন তা

বাণিজ্যিক ক্রেডিটে প্রবাহের বিরতির বা মিতব্যয়ের প্রকাশ নয়—এই মিতব্যয় সঙ্কলন মাধ্যমেই হোক কিংবা পুনরুৎপাদনে নিযুক্ত এজেন্টগুলির মজুদ মূলধনেই হোক।

এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া, অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়ন ঘটতে পারে, ১৮৫২ ও ১৮৫৩ সালে যেমন ঘটেছিল, তেমন সোনার এক অপ্রত্যাশিত প্রবাহের মাধ্যমে—অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ার নোতুন সোনার খনির ফলে। এই সোনা জমা পড়েছিল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে। আমানতকারীরা তার বদলে পেয়েছিল নোট, যা তারা সরাসরি ব্যাংকারদের কাছে জমা রাখে নি। এই ভাবে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছিল সঙ্কলন মাধ্যমের। (উইগুয়েলিন-এর সাক্ষ্য, ব্যাংক কমিটি, ১৮৫৭, নং ১৩২৯)। ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) চেষ্টা করেছিল, ডিসকাউন্ট ২% কমিয়ে এই আমানতকে কাজে লাগাতে। ১৮৫৩ সালের ছয় মাসে ঐ ব্যাংকে সঞ্চীকৃত সোনার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ালো ২২০ কোটি থেকে ২৩০ কোটি।

যারা অর্থ ধার দেয়, এমন ধনিকদের সঞ্চয়ন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে সরাসরি অর্থের রূপে; অন্য দিকে আমরা দেখেছি যে শিল্প-ধনিকদের প্রকৃত সঞ্চয়ন, সাধারণ ভাবে, সম্পাদিত হয় খোদ পুনরুৎপাদনশীল মূলধনেরই উপাদান-সমূহের বৃদ্ধির মাধ্যমে। অতএব, ক্রেডিট ব্যবস্থার বিকাশ এবং বৃহৎ ব্যাংকগুলির হাতে অর্থ ধার দেবার ব্যবসার বিপুল সংকেন্দ্রীভবন, কেবল নিজেরাই, ত্বরান্বিত করে ধারযোগ্য মূলধনের সঞ্চয়ন—সত্যিকারের সঞ্চয়ন থেকে পৃথক একটি রূপে। সুতরাং ধার-মূলধনের এই দ্রুত বিকাশ হচ্ছে সত্যিকারের সঞ্চয়নের একটি ফল, কেননা এটা হচ্ছে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিকাশেরই একটি ফলশ্রুতি, এবং যে-মুনাফা গঠন করে এই অর্থ ধনিকদের সঞ্চয়নের উৎস, সেটা কেবল উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে একটি বিয়োজন যা পুনরুৎপাদনশীল ধনিকেরা হাতিয়ে নেয় (এবং তা একই সময়ে **অপরের-সঞ্চয়** থেকে প্রাপ্ত সুদের একটি অংশের আত্মীকরণ)। ধার-মূলধনের সঞ্চয়ন ঘটে শিল্প-ধনিক বাণিজ্য ধনিক—উভয়েরই স্বার্থের বিনিময়ে। আমরা দেখেছি যে শিল্পচক্রের প্রতিকূল পর্যায়গুলিতে সুদের হার এত উঁচুতে উঠতে পারে যে, তা সাময়িক ভাবে খেয়ে ফেলে ব্যবসার কতকগুলি শাখার গোটা মুনাফাটাকে, যেগুলি বিশেষ ভাবে অসুবিধাগ্রস্থ। একই সঙ্গে, সরকারি ও অন্যান্য সিকিওরিটির দাম পড়ে যায়। এই ধরনের সময়েই অর্থ-ধনিকেরা বিপুল পরিমাণে কিনে নেয় এই অবচিত কাগজ, যা পরবর্তী পর্যায়ে অচিরেই ফিরে পায় তার আগেকার মান এবং উঠে যায় তার উপরে। তখন সেটা আবার বেচে দেওয়া হয় এবং পাবলিকের অর্থ-মূলধনের একটা অংশ এইভাবে আত্মীকৃত হয়। যে অংশটা বেচে দেওয়া হয়না, সেটা দেয় উচ্চতর সুদ, কেননা, তা কেনা হয়েছিল সমহারের নীচে (below Par)। কিন্তু অর্থ-ধনিকেরা সমস্ত মুনাফাকেই—প্রাপ্ত, এবং তাদের দ্বারা মূলধনে পুনঃরূপান্তরিত, সমস্ত মুনাফাকেই—রূপান্তরিত করে প্রথমতঃ ধারযোগ্য অর্থ-মূলধন। এই ধারযোগ্য অর্থ-

মূলধনের সঞ্চয়ন—প্রকৃত সঞ্চয়ন থেকে যা পৃথক, যদিও তা থেকেই উদ্গত,—এই ভাবে ঘটে একটি বিশেষ শ্রেণীর ধনিকদের সঞ্চয়ন থেকে, এমনকি যদি আমরা কেবল অর্থ ধনিক, ব্যাংকার ইত্যাদির কথা আলাদা ভাবেও বিবেচনা করি। এবং তা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে ক্রেডিট ব্যবস্থাব প্রত্যেকটি সম্প্রসারণেব সঙ্গে সঙ্গে, যা হয় পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রকৃত সম্প্রসারণের সহগামী।

যদি সুদের হার কম হয়, তাহলে অর্থ-মূলধনের এই অবচয় প্রধানতঃ পড়ে ব্যাংকারদের উপরে নয় আমানতকারীদের উপবে। স্টক ব্যাংকের বিকাশের আগে, ইংল্যাণ্ডে সমস্ত আমানতেব তিন-চতুর্থাংশ থাকত ব্যাংকগুলিতে কিন্তু তখন দেওয়া হত না কোনো সুদ। যদিও এখন এগুলি বাবদ সুদ দেওয়া হয়, তা হলেও সেটা হয় চল্‌তি সুদেব হাব থেকে অন্ততঃ ১% কম।

অন্যান্য শ্রেণীব ধনিকদের অর্থ সঞ্চয়ন সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, আমবা তার সেই অংশটিকে উপেক্ষা কবি, যেটি বিনিয়োজিত হয় সুদদায়ী কাগজে এবং সঞ্চয়ীকৃত হয় সেই রূপে। আমবা কেবল সেই অংশটিকেই বিবেচনা কবি, যে অংশটি বাজারে নিক্ষিপ্ত হয় ধারযোগ্য অর্থ-মূলধন হিসাবে।

প্রথমতঃ, আমাদের সামনে এখানে থাকে মুনাফাব সেই অংশটি, যেটি ব্যয় হয় না আগম হিসাবে, বরং সরানো থাকে সঞ্চয়নের জন্য—যার জন্য অবশ্য, শিল্প-ধনিকদের নিজেদের ব্যবসায়ে আপাততঃ কোনো প্রয়োজন নেই। মুনাফাটা এখানে থাকে সরাসরি পণ্য-মূলধনের আকারে, যার মূল্যের সেটা একটা অংশ, এবং যার সঙ্গে তা উপলব্ধ হয় অর্থের রূপে। এখন, যদি সেটা পুনঃরূপান্তরিত না হয় পণ্য-মূলধনের উৎপাদন-উপাদানসমূহে (আমরা এখানে বণিকদের বাদ দিয়ে রাখছি, যাদের নিয়ে আমরা আলাদা ভাবে আলোচনা করব), তা হলে সেটা একটা সময়কালের জন্য অবশ্যই অর্থের রূপে। খোদ মূলধনের পরিমাণেব সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণটাও বৃদ্ধি পায়, এমনকি যখন মুনাফার হার হ্রাস পায়, তখনও। যে অংশটি আগম হিসাবে ব্যয়িতব্য সেটি ক্রমে ক্রমে পরিভুক্ত হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে, আমানত হিসাবে, তা ব্যাংকারের কাছে থাকে ধারযোগ্য মূলধন হিসাবে। অতএব, যে অংশটি আগম হিসাবে ব্যয়িত হয়, মুনাফার সেই অংশটির বৃদ্ধিও নিজেকে প্রকাশ করে ধার-মূলধনের একটি ক্রমিক ও ক্রমাগত পুনরাবর্তিত সঞ্চয়ন হিসাবে। অন্য অংশটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যে অংশটি উদ্দিষ্ট হয় সঞ্চয়নের জন্য। সুতরাং ক্রেডিট ব্যবস্থা ও তার সংগঠনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি আগমে, অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক ধনিকদের পরিভোগে, একটি বৃদ্ধিও নিজেকে প্রকাশ করে ধার-মূলধনের একটি সঞ্চয়ন হিসাবে। এবং এটা খাটে সমস্ত আগমের ক্ষেত্রেই, যদবধি সেগুলি পরিভুক্ত হয়, ক্রমান্বয়ে, অর্থাৎ খাটে ভূমি-খাজনা উন্নত রূপের মজুরি অনুৎপাদক শ্রেণীগুলির আয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এগুলির প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য ধারণ করে আর্থিক আগমের রূপ, অতএব, 'আমানতে, তথা ধার-মূলধনে,

রূপান্তরযোগ্য। সমস্ত আগমই—তা পরিভোগের জন্যই উদ্দিষ্ট হোক বা সঞ্চয়নের জন্যই হোক—যতক্ষণ তা থাকে অর্থের কোন এক রূপে, ততক্ষণ তা অর্থে রূপান্তরিত পণ্য-মূলধনেরই একটি অংশ, এবং এই কারণে, প্রকৃত সঞ্চয়নের একটি প্রকাশ ও ফল, কিন্তু খোদ উৎপাদনশীল মূলধন নয়। যখন একজন কাটুনী তুলোর বদলে তার সুতো বিনিময় করেছে—সেই অংশটি যেটি গঠন করে আগম অবশ্য অর্থের বিনিময়ে তখন তার শিল্প-মূলধনের প্রকৃত সত্বটি হচ্ছে সুতো, যা চলে গিয়েছে তন্তুবায়ের হাতে, কিংবা হয়তো কোনো ব্যক্তিগত পরিভোক্তার হাতে, এবং ঐ সুতো অর্থাৎ ঐ সত্বটি—তা সে পুনরুৎপাদনের জন্যই হোক বা পরিভোগের জন্যই হোক—হচ্ছে তার মধ্যে বিধৃত মূলধন-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যেরও সত্ব। অর্থে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তন নির্ভর করে সুতোর মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত মূল্যের আয়তনের উপরে। কিন্তু যখনি তা রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে অর্থে, তখনি এই অর্থ হচ্ছে কেবল এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূল্য-সত্ব। এবং এই কারণে তা হয়ে ওঠে ধার মূলধনের মুহূর্ত। এই উদ্দেশ্য, তার কেবল আমানতে রূপান্তরিত হওয়ার চেয়ে আর বেশি কিছু দরকার হয় না, যদি তা তখনো তার মালিকের দ্বারা ধার দেওয়া না হয়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু উৎপাদনশীল মূলধনে পুনঃরূপান্তরিত হওয়ার জন্য, তাকে, অন্য দিকে, অবশ্যই পৌঁছে যেতে হবে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায়।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায়

অর্থ মূলধন এবং আসল মূলধন। ৩

[উপসংহার]

এই ভাবে মূলধনে প্রতি-রূপান্তরযোগ্য অর্থের সমষ্টিটি হচ্ছে বিপুল পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি ফল, কিন্তু তাকে আলাদা ভাবে দেখলে, ধার-মূলধন হিসাবে, সেটা নিজে পুনরুৎপাদনশীল মূলধনের একটি সমষ্টি নয়।

এ পর্যন্ত আমাদের উপস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি হচ্ছে এই যে, পরিভোগের জন্য উদ্দিষ্ট আগমের অংশটির সম্প্রসারণ (শ্রমিককে বিবেচনার বাইরে রেখে, কারণ তার আগম হচ্ছে অস্থির মূলধনের সমান) নিজেকে প্রথমে প্রতিভাত করে অর্থ-মূলধনের একটি সঞ্চয়ন হিসাবে। সুতরাং অর্থ সঞ্চয়নে এমন একটি উপাদানের প্রবেশ ঘটে, যেটি শিল্প-মূলধনের প্রকৃত সঞ্চয়ন থেকে মূলতঃ ভিন্নতর; কেননা বার্ষিক উৎপন্নের যে অংশটি পরিভোগের জন্য উদ্দিষ্ট, সেটি কোনক্রমেই মূলধন হয় না। এর একটি অংশ মূলধনকে **প্রতিস্থাপন** করে, অর্থাৎ পরিভোগের উপায় উপকরণের উৎপাদনকারীদের স্থির মূলধনকে, কিন্তু যত দূর পর্যন্ত তা সত্যি সত্যিই রূপান্তরিত হয় মূলধনে, তত দূর পর্যন্ত তা থাকে এই স্থির মূলধনের উৎপাদনকারীদের আগমের স্বাভাবিক রূপে। যে অর্থ প্রতিনিধিত্ব করে আগমের এবং কাজ করে কেবল পরিভোগের পরিপোষণের জন্য, সেই একই অর্থ নিয়মিত ভাবে রূপান্তরিত হয় একটা সময়কালের জন্য ধারযোগ্য অর্থ মূলধনে। যত দূর অবধি এই অর্থ প্রতিনিধিত্ব করে মজুরির, তত দূর অবধি তা একই সঙ্গে অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপ; এবং যখন তা প্রতিস্থাপন করে পরিভোগের উপায়-উপকরণ উৎপাদনকারীদের স্থির মূলধনকে তখন সেটা হচ্ছে তাদের স্থির মূলধনের দ্বারা সাময়িক ভাবে গৃহীত অর্থ-রূপ এবং কাজ করে তাদের স্থির মূলধনের উপাদানগুলি ক্রয় করার জন্য, যেগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে হবে জিনিসের দ্বারাই। না এই রূপে, না অন্য কোনো রূপে তা নিজে প্রকাশ করে সঞ্চয়ন, যদিও পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা সাময়িক ভাবে সম্পাদন করে ধারযোগ্য অর্থের, তার মানে, অর্থ-মূলধনের কাজ। সুতরাং, এই দিক থেকে, অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়ন সর্বদাই প্রতিফলিত করবে, যা সত্যিই আছে, তার চেয়ে মূলধনের এক বৃহত্তর সঞ্চয়ন—এই ঘটনার কারণে যে, ব্যক্তিগত পরিভোগের সম্প্রসারণ, যেহেতু তা সম্পাদিত অর্থের সাহায্যে, প্রতিভাত হয় অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়ন হিসাবে, কেননা তা সত্যিকারের সঞ্চয়নের জন্য; অর্থাৎ যে অর্থ-মূলধনের নোতুন বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয় সেই অর্থের জন্য, যোগায় অর্থ-রূপ।

অতএব, ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়ন কেবল অংশতঃই প্রকাশ করে এই ঘটনা যে, শিল্প-মূলধন তার আবর্ত-পথে যাতে রূপান্তরিত নয়, সেই সমস্ত অর্থই ধারণ করে পুনরুৎপাদনশীল ধনিকদের দ্বারা অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত অর্থের রূপ নয়, ধারণ করে তাদের দ্বারা **ধার হিসাবে গৃহীত** অর্থের রূপ ; যার দরুন, বাস্তবিক পক্ষে, পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অর্থের যে অগ্রিম অবশ্যই ঘটে, তা প্রতিভাত হয় ধার করা অর্থের অগ্রিম হিসাবে। বস্তুতঃ, বাণিজ্যিক ক্রেডিটের ভিত্তিতে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ধার দেয় পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। কিন্তু সেটা এখন ধারণ করে এই রূপ : ব্যাংকার, যে ধার হিসাবে অর্থ গ্রহণ করে পুনরুৎপাদনশীল ধনিকদের একটি গোষ্ঠীর কাছ থেকে, সে তা ধার হিসাবে প্রদান করে পুনরুৎপাদন-ধনিকদের আরেকটি গোষ্ঠীকে, যার দরুন ব্যাংকার দেখা দেয় পরম হিতকারীর ভূমিকায় ; এবং একই সময়ে, এই মূলধনের উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পড়ে গিয়ে ঐ ব্যাংকারেরই হাতে—মধ্যস্থ হিসাবে তার ভূমিকায়।

অর্থ-মূলধন সঞ্চনের আরো কিছু বিশেষ বিশেষ রূপে উল্লেখ এখনো বাকি আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উৎপাদনের উপাদান, কাঁচামাল ইত্যাদির দাম হ্রাস পাবার ফলে মূলধন মুক্তি পায়। শিল্প-ধনিক যদি সঙ্গে সঙ্গে তার পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রসার না ঘটাতে পারে, তা হলে তার অর্থ-মূলধনের একটি অংশ ফালতু হিসাবে আবর্ত থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং রূপান্তরিত হয় ধারযোগ্য অর্থ-মূলধন। দ্বিতীয়তঃ, যখনি তার ব্যবসায়ে ব্যাঘাত ঘটে, তখনি, বিশেষ করে, বণিক অর্থের রূপে মূলধনকে মুক্তি দেয়। বণিক যদি এক প্রস্ত লেনদেন সম্পূর্ণ করে ফেলে থাকে এবং, এই ধরনের ব্যাঘাতের ফলে, কিছু দিন না গেলে নোতুন এক প্রস্ত শুরু করতে না পারে, তা হলে তার দ্বারা উপলব্ধ অর্থ তার কাছে হয়ে পড়ে একটি মজুদ, উদ্বৃত্ত মূলধন। কিন্তু একই সময়ে, তা প্রতিনিধিত্ব করে ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনের একটি সঞ্চয়নের প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থ মূলধনের এই সঞ্চয়ন প্রকাশ করে আরো অনুকূল অবস্থায় পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি পুনরাবৃত্তি, আগে যে মূলধন আবদ্ধ ছিল তার যথার্থ মুক্তি ; অন্য ভাবে বলা যায়, একই অর্থের পরিমাণ পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণের একটি সুযোগ। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে, তা প্রকাশ করে লেনদেনের প্রবাহে কেবল একটি ব্যাঘাত। যাই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তা রূপান্তরিত হয় ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনে, প্রতিনিধিত্ব করে একটি সঞ্চয়নের, সমান ভাবে প্রভাবিত করে টাকার বাজার এবং সুদের হারকে—যদিও তা প্রকাশ করে এক ক্ষেত্রে যথার্থ সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং অন্য ক্ষেত্রে তার পথে প্রতিবন্ধক। সর্বশেষে, অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়ন প্রভাবিত হয় এমন কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা যারা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং পুনরুৎপাদন থেকে সরে দিয়েছে। শিল্প-চক্রের গতিপথে যত বেশি মুনাফা হয়, তত এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে, ধারযোগ্য অর্থ-মূলধন এক দিকে প্রকাশ করে একটি যথার্থ সঞ্চয়নকে (তার আপেক্ষিক মাত্রা অনুযায়ী), এবং

অন্য দিকে প্রকাশ করে নিছক অর্থ-ধনিক শিল্প-ধনিকদের রূপান্তরের কেবল মাত্রাটিকে।

মুনাফার অন্য অংশটি, যেটি আগম হিসাবে পরিভুক্ত হবার জন্য উদ্দিষ্ট নয়, সেটি কেবল তখনি অর্থ-মূলধনে রূপান্তরিত হয়, যখন সেটি ব্যর্থ হয়, যেখানে তার উদ্ভব ঘটেছে, সেই উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যবসার সম্প্রসারণে, বিনিয়োগের জন্য অচিরে একটি জায়গা খুঁজে পেতে। এটা ঘটতে পারে দুটি কারণে। হয় উৎপাদনের এই ক্ষেত্রটি মূলধনে পরিপ্লাবিত হয়ে গিয়েছে, আর নয়তো, মূলধন হিসাবে কাজ করার আগে সঞ্চয়নকে উপনীত হতে হবে একটি বিশেষ আয়তনে, যেটি নির্ভর করে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে কি পরিমাণ নোতুন মূলধনের বিনিয়োগের প্রয়োজন, তার উপরে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য তা রূপান্তরিত হয় ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনে এবং কাজ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদনের সম্প্রসারণে। বাকি সমস্ত অবস্থা সমান আছে বলে ধরে নিলে, মূলধনে ফেরত রূপান্তরের জন্য উদ্দিষ্ট মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করবে কত মুনাফা করা হয়েছে তার পরিমাণের উপরে এবং এই ভাবে স্বয়ং পুনরুৎপাদনেরই বিস্তারের উপরে। কিন্তু যদি এই নোতুন সঞ্চয়ন তার নিয়োগ বাধার সম্মুখীন হয়— বিনিয়োগ ক্ষেত্রের অভাবের দরুন, অর্থাৎ উৎপাদন-শাখাগুলিতে উদ্বৃত্তের এবং ধার-মূলধনের অতি-সরবরাহের দরুন, তা হলে অর্থ-মূলধনের প্রাচুর্য এই কেবল প্রকাশ করে **ধনতান্ত্রিক** উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা। পরবর্তী ক্রেডিট-জালিয়াতি প্রমাণ করে যে এই উদ্বৃত্ত-মূলধনের নিয়োগের পথে থাকে না কোনো সত্যিকারের বাধা। যাই হোক, একটি বাধা বাস্তবিকই অন্তর্নিহিত থাকে তার সম্প্রসারণের নিয়মাবলীর মধ্যে, অর্থাৎ সেই সীমাগুলির মধ্যে যার মধ্যে মূলধন রূপান্তরিত হতে পারে মূলধনে। অর্থ-মূলধনের প্রাচুর্য নিজেই আবশ্যিক ভাবে নির্দেশ করে না অতি-উৎপাদন, এমন কি মূলধনের জন্য বিনিয়োগ ক্ষেত্রের অভাবও।

ধার-মূলধনের সঞ্চয়ন মানে কেবল এই ঘটনা যে অর্থ সরাসরি নিক্ষিপ্ত হয় ধারযোগ্য অর্থ হিসাবে। মূলধনে সত্যিকারের রূপান্তর থেকে এই প্রক্রিয়াটি খুবই ভিন্নতর ; এটা কেবল অর্থের এমন একটি রূপে সঞ্চয়ন, যে রূপটিতে তা রূপান্তরিত হতে পারে মূলধনে। কিন্তু যেমন আমরা দেখছি, এই সঞ্চয়ন প্রতিফলিত করতে পারে, এমন সব ব্যাপার, যা সত্যিকারের সঞ্চয়ন থেকে অনেক ভিন্ন। যত কাল সত্যিকারের সঞ্চয়ন ক্রমাগত প্রসার লাভ করতে থাকে, ততকাল অর্থ-মূলধনের এই সম্প্রসারিত সঞ্চয়ন হতে পারে আংশিক ভাবে তার ফল, আংশিক ভাবে সেই অবস্থাগুলির ফল যেগুলি তার সহগামী হলেও তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং সবশেষে, আংশিক ভাবে সেই সত্যিকারের সঞ্চয়নের পথে বাধা-বিঘ্নের ফল। যদি এই কারণ ছাড়া যে, ধারের সঞ্চয়ন পরিস্ফীত হয় এমন সব ঘটনার দ্বারা যেগুলি সত্যিকারের সঞ্চয়ন থেকে নিরপেক্ষ কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার সহগামী, অন্য কোনো কারণেও চক্রের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে অবশ্যই ঘটবে অর্থ-মূলধনের একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রাচুর্য এবং এই

প্রাচুর্যের আরো বিকাশ ঘটবে ক্রেডিট সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে। এবং তার সঙ্গে অবশ্যই যুগপৎ বিকাশ ঘটবে সেই তাড়নার, যা তাড়িত করবে উৎপাদন-প্রক্রিয়াটিকে তার ধনতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতাগুলি ছাড়িয়ে যেতে: অতি-বাণিজ্য, অতি-উৎপাদন এবং মাত্রাধিক ক্রেডিট। একই সময়ে, এটা অবশ্যই সর্বদা ঘটবে এমন সব রূপে যা অনুপ্রেরিত করবে একটি প্রতিক্রিয়া।

যেখানে অর্থ-মূলধনের সঞ্চয়ন ভূমি-খাজনা, মজুরি ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সে ব্যাপারটা এখানে আলোচনা করার দরকার নেই। কেবল একটা দিকের উপরেই জোর দিতে হবে, এবং সে দিকটা এই যে, সত্যিকারের সঞ্চয় ও ভোগ-বিরতির কাজটা (মজুদকারীদের দ্বারা), যে পর্যন্ত তা যোগায় সঞ্চয়নের বিবিধ উপাদান, সেটা শ্রম-বিভাগের ফলে পড়ে তাদেরই বরাদ্দে, যারা এই উপাদানগুলি পায় ন্যূনতম পরিমাণে, এবং যারা প্রায়শই হারায় এমন কি তাদের সঞ্চয়টুকুও, যেমন যখন ব্যাংক 'ফেল' পড়ে ; এই শ্রম-বিভাগ আসে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে। এক দিকে, শিল্প-ধনিক নিজে "সঞ্চয়" করেনা, কিন্তু সে আধিপত্য ভোগ করে অন্যের মূলধনের উপরে—তার মূলধনের আয়তনের অনুপাতে ; অন্য দিকে, অর্থ-ধনিক অন্য লোকের সঞ্চয়কে পরিণত করে তার নিজের মূলধনে, এবং পুনরুৎপাদনশীল ধনিকেরা পরস্পরকে যে-ক্রেডিট দেয় এবং পাবলিক তাদের যা দেয়, সেই ক্রেডিটকে সে পরিণত করে নিজেকে সমৃদ্ধ করার ব্যক্তিগত উৎস। অতএব, মূলধন হচ্ছে এক-জনের নিজের শ্রম ও সঞ্চয়ের ফল—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই যে সর্বশেষ বিভ্রম, সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। মুনাফাই যে কেবল অন্য লোকের শ্রম-ফলের আত্মীকরণ, তাই নয়, মূলধন, যা দিয়ে অন্য লোকের এই শ্রমকে সক্রিয় ও শোষণ করা হয়, তাও অন্য লোকের সম্পত্তি, যা অর্থ-ধনিক শিল্প-ধনিকের হাতে ন্যস্ত করে, এবং তার জন্য সে-ও আবার শিল্প-ধনিকদের শোষণ করে।

ক্রেডিট-মূলধন সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য এখনো বাকি আছে।

কত ঘন ঘন এক টুকরো অর্থ ধার-মূলধন হিসাবে দেখা দিতে পারে, তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে, যা আমরা আগেই দেখেছি, এই অবস্থাগুলির উপরে :

১) কত ঘন ঘন তা বিক্রয়ে বা পরিপ্রদানে উপলব্ধ করে পণ্য-মূল্য, এই ভাবে হস্তান্তর করে মূলধন, এবং অধিকন্তু, কত ঘন ঘন তা উপলব্ধ করে আগম। অতএব কত ঘন ঘন তা যায় অন্যের হাতে—হয় মূলধনের, নয়তো আগমের—উপলব্ধ মূল্য হিসাবে, তা স্পষ্টতই নির্ভর করে সত্যিকারের লেনদেনের মাত্রা ও আয়তনের উপরে ;

২) এটা নির্ভর করে পরিপ্রদানের সাশ্রয় এবং ক্রেডিট-ব্যবস্থার বিকাশ ও সংগঠনের উপরে ;

৩) সবশেষে, বিবিধ ক্রেডিটেও কাজের কেন্দ্রীকরণ ও গতিবেগ, যাতে করে

যখন এক জায়গায় একটি আমানত তৈরি হয়, তখনি তার যাত্রা শুরু হয় আরেক জায়গায় একটি ধার হিসাবে।

এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে, যে-রূপে ধার-মূলধন অবস্থান করে, সেটি একান্ত ভাবে আসল অর্থের, সোনা বা রূপোর, রূপ—যে পণ্যটির বস্তু কাজ করে মূল্যের পরিমাপ হিসাবে, এই অর্থ-মূলধনের একটা বড় অংশ হচ্ছে সর্বদা আবশ্যিক ভাবেই নিছক কাল্পনিক, অর্থাৎ মূল্যের উপরে স্বত্বমাত্র—ঠিক যেমন কাগুজে টাকা। যখন অর্থ কাজ করে মূলধনের আবর্তে, তখন তা বাস্তবিক পক্ষেই, সেই সময়টির জন্য হয়ে ওঠে অর্থ-মূলধন; কিন্তু তা নিজেকে রূপান্তরিত করে না ধারযোগ্য মূলধনে; তা বরং বিনিমিত হয় উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানের সঙ্গে কিংবা ব্যয়িত হয় আগমের রূপায়ণে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে, এবং সেই কারণে পারে না নিজেকে রূপান্তরিত করতে মালিকের জন্য ধার-মূলধনে। কিন্তু যখন তা রূপান্তরিত হয় ধার-মূলধনে, এবং একই অর্থ বারংবার প্রতিনিধিত্ব করে ধার-মূলধনের, তখন এটা স্পষ্ট হয় যে তা থাকে কেবল একটি জায়গায় ধাতব মুদ্রা হিসাবে, বাকি সব জায়গায় থাকে মূলধনের উপরে দাবি হিসাবে। যা ধরে নেওয়া হয়েছে, তা বজায় থাকলে, এইসব দাবির বা স্বত্বাধিকারের সঞ্চয়নের উদ্ভব ঘটে সত্যিকারের সঞ্চয়ন থেকে, অর্থাৎ পণ্য-মূলধন ইত্যাদির অর্থে রূপান্তরণ থেকে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এই সব দাবি ও স্বত্বাধিকারের সঞ্চয়ন নিজে কিন্তু সত্যিকারের সঞ্চয়ন থেকে—যা থেকে তার উদ্ভব, তা থেকে ভিন্ন এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ন (নোতুন উৎপাদন-প্রক্রিয়া) যা অনুপ্রেরিত হয় এই অর্থের ধারের মাধ্যমে, তা থেকেও ভিন্ন।

স্পষ্টতই **ধার-মূলধন** সর্বদাই থাকে অর্থের রূপে[১], পরে অর্থের উপরে দাবি রূপে কেননা যে-অর্থে তা শুরুতে থাকে, তা এখন ধার গ্রহীতার হাতে সত্যিকারের অর্থ-

১. ব্যাংক আইন, ১৮৫৭। ব্যাংকার টোয়েলস-এর সাক্ষ্য: "৪৫১৬। ব্যাংকার হিসাবে আপনি কি মূলধন নিয়ে কারবার করেন, নাকি অর্থ নিয়ে?—আমরা অর্থ নিয়ে কারবার করি।"—"৪৫১৭। আপনার ব্যাংকে কি ভাবে আমানত রাখা হয়? —অর্থের আকারে।"—"৪৫১৮। কি ভাবে তা দেওয়া হয়?—অর্থের আকারে।"— "৪৫১৯। তা হলে তাকে কি অর্থ ছাড়া আর কিছু বলা যায়?—না।"

ওভার স্টোন (দ্রষ্টব্য: ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়) ক্রমাগত "মূলধন" এবং "অর্থের" মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন। "অর্থের মূল্য" বলতে তার কাছে বোঝায় সুদ কিন্তু যদবধি তা নির্ধারিত হয় অর্থের পরিমাণের দ্বারা, "অর্থের মূল্য" বলতে ধরা হয় সুদ, যদবধি তা নির্ধারিত হয় উৎপাদনশীল মূলধনের জন্য চাহিদা এবং তার দ্বারা লব্ধ মুনাফার দ্বারা। তিনি বলেন: "৪১৪০। 'মূলধন' কথাটির ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক।"—৪১৪৮। এই দেশ থেকে ধাতুপিণ্ডের রপ্তানি হচ্ছে এই দেশে অর্থের পরিমাণে হ্রাস, এবং এই দেশে অর্থের পরিমাণে হ্রাস অবশ্যই চাপ সৃষ্টি করবে সাধারণ ভাবে বাজারের উপরে"

রূপে। ধার-দাতার হাতে তা রূপান্তরিত হয়েছে অর্থের উপরে একটি দাবিতে, একটি স্বত্বাধিকারে। সুতরাং সত্যিকারের অর্থের একই পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব করুক কিংবা উপলব্ধ আগমেরই প্রতিনিধিত্ব করুক—পরিণত হয় অর্থ-মূলধনে কেবল ধার দেওয়ার ক্রিয়াটির মাধ্যমে, তার আমানতে রূপ-পরিগ্রহের মাধ্যমে—যদি আমরা বিবেচনা করি একটি বিকশিত ক্রেডিট ব্যবস্থায় সাধারণ রূপ হিসাবে। আমানত হচ্ছে আমানতকারীর কাছে অর্থ-মূলধন। কিন্তু ব্যাংকারের হাতে এটা হতে পারে কেবল সম্ভাব্য অর্থ-মূলধন, যেটা তার মালিকের সিন্দুকের বদলে অলস পড়ে আছে তার সিন্দুকে।[১]

বৈষয়িক ধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থ-ধনিকদের শ্রেণীটিরও বৃদ্ধি ঘটে, এক দিকে অবসরভোগী ধনিক ও কুপন-জীবী ধনিকদের সংখ্যা ও ধন বৃদ্ধি পায়; এবং অন্য দিকে, ক্রেডিট-ব্যবস্থার বিকাশলাভের ফলে বৃদ্ধি পায় ব্যাংকার, মহাজন, অর্থ-লগ্নিকার ('ফিনান্সিয়ার') ইত্যাদির সংখ্যা। প্রাপ্তব্য অর্থ-মূলধনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সুদদায়ী কাগজ, সরকারি সিকিওরিটি, স্টক ইত্যাদির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়—যা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। যাই হোক, একই সময়ে প্রাপ্তব্য অর্থ-মূলধনের

[কিন্তু, এতদনুযায়ী, মূলধনের বাজারে নয়।]—"৪১১২। দেশ থেকে অর্থ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে অর্থের পরিমাণ কমে যায়। অর্থের পরিমাণ এইভাবে কমে যাবার ফলে তার মূল্য বৃদ্ধি পায়" [মূলতঃ তাঁর তত্ত্ব অনুসারে এর মানে দাঁড়ায় সঞ্চলনের সংকোচনের মাধ্যমে অর্থের নিজের মূল্য বৃদ্ধি—পণ্য-মূল্যের সঙ্গে তুলনায়; ভাষান্তরে অর্থের মূল্য-বৃদ্ধি এবং পণ্যের মূল্যহ্রাস একই ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু ইতিমধ্যে এমন কি তিনিও নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণ দাম নির্ধারণ **করে না,** সেই হেতু এখন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে অর্থের হ্রাসপ্রাপ্তিই সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে তার মূল্য অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি করে। "এবং যা থেকে যায় তার বর্ধিত মূল্যই অর্থের প্রস্থান রোধ করে, এবং এটা বর্ধিতই থাকে যে পর্যন্ত না ঐ অর্থের প্রত্যাগমন ঘটে এবং এই ভাবে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।"—ওভার স্টোন-এর স্ববিরোধ প্রসঙ্গে পরে আরো।

১. *ঠিক এখানেই বিভ্রান্তির শুরু* : এই দুটি জিনিসকে ধরা হয় "অর্থ" বলে : যথা, ব্যাংকারের কাছ থেকে পেমেন্ট পাবার দাবি হিসাবে আমানতকে, এবং ব্যাংকারের হাতে আমানত-কৃত অর্থকে। ১৮৫৭ সালে ব্যাংক কমিটির সামনে ব্যাংকার টোয়েলস এই দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করেন : "যদি আমি £১০,০০০ দিয়ে ব্যবসা শুরু করি, তা হলে £৫,০০০ দিয়ে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করি এবং তা গুদামে রাখি। বাকি £৫,০০০ আমি জমা রাখি ব্যাংকারের কাছে, আমার দরকারমত তুলে নিতে এবং ব্যবহার

চাহিদাও বৃদ্ধি পায় ; 'জবার'-রা, যারা এই কাগজ নিয়ে ফটকা খেলে, তারা টাকার বাজারে নেয় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। যদি এই কাগজের সমস্ত ক্রয় ও বিক্রয় হত কেবল সত্যিকারের মূলধন-বিনিয়োগেব একটি প্রকাশ মাত্র, তা হলে এ কথা বলা সঠিক হত যে, ধার-মূলধনের ধারের জন্য চাহিদার উপরে তারা কোনো প্রভাব খাটাতে পারত না, কেননা যখন **ক** তার কাগজ বিক্রি করে, সে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ-ই পায়, যে পরিমাণ অর্থ **খ** তাতে খাটিয়েছে। কিন্তু এমন কি যদি কাগজটা নিজেও থেকে থাকে, যদিও যে মূলধনটাকে তা গোড়ায় প্রতিনিধিত্ব করত সেটা থাকে না (অন্ততঃ পক্ষে অর্থ-মূলধন হিসাবে নয়), তা সব সময়েই এই ধরনের

করতে। আমি এখনো এই £১০,০০০ কে আমাব কাছে মূলধন বলেই মনে করি, যদিও £৫০০০ রয়েছে আমানত বা অর্থেব আকারে" (৪৫২৮)।—এর ফলে এই অদ্ভুত বিতর্কের স্থচনা হয়।—"৪৫৩১। আপনি আপনার নোটের £৫০০০ অন্যের হাতে দিয়ে দিয়েছেন ?—হ্যাঁ।"—৪৫৩২। তা হলে তার হাতে আছে £৫০০০ পরিমাণ আমানত ?—হ্যাঁ।"—"৪৫৩৩। তা হলে আপনার হাতে আছে £৫০০০ পরিমাণ আমানত ?—ঠিক তাই।"—৪৫৩৪। "তাব হাতে আছে £৫০০০ পরিমাণ অর্থ এবং আপনার হাতে আছে £৫০০০ পরিমাণ অর্থ ?—হ্যাঁ।"—৪৫৩৫। "কিন্তু এতো শেষ পর্যন্ত অর্থ ছাড়া কিছু নয় ?—না।" এই বিভ্রান্তির জন্য অংশতঃ দায়ী এই ঘটনা যে, ক, যে £৫০০০ আমানত রেখেছে, সে এই অর্থ তুলে নিতে পারে এবং ব্যবহার করতে পাবে, যেন তা এখনো তারই আছে। তত দূর অবধি তা কাজ করে সম্ভাব্য অর্থ হিসাবে। কিন্তু যখনি সে তাব আমানত থেকে একটা পরিমাণ তুলে নেয়, তখনি **সেই পরিমাণে** সে তার আমানতকে লুপ্ত করে দেয়। যদি সে সত্যিকারের অর্থ তুলে নেয়, এবং তার নিজের অর্থ ইতিমধ্যে কাউকে ধার দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তার নিজের অর্থ দিয়ে তাকে পরিশোধ করা হয় না, করা হয় অন্য কোনো আমানতকারীর অর্থ দিয়ে। যদি সে **খ**-কে একটা ঋণ দিয়ে থাকে তার ব্যাংকারের উপবে একটা চেক কেটে, এবং **খ** সেই চেকটা জমা দেয় তার ব্যাংকারের কাছে, এবং **ক**-এর ব্যাংকারের হাতেও আসে **খ**-এর ব্যাংকারের একটা চেক, তা হলে দুজন ব্যাংকার কেবল পরস্পরের মধ্যে চেক দুটি বিনিময় করে নেয় ; **ক**-এর দ্বারা জমা দেওয়া অর্থ অর্থের কাজ করেছে দুবার ; প্রথমতঃ, সেই ব্যক্তির হাতে সে পেয়েছে **ক**-এর দ্বারা জমা দেওয়া অর্থ, এবং দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং **ক**-এরই হাতে। দ্বিতীয় কাজটিতে এটা কেবল, অর্থের ব্যবহার ছাড়াই, দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি (**ক**-এর দাবি তার ব্যাংকারের উপরে এবং **খ**-এর দাবি তার ব্যাংকারের উপরে। এখানে আমানতটা দুবার কাজ করে অর্থ হিসাবে, আসল অর্থ হিসাবে এবং অর্থের দাবি হিসাবে। অর্থের উপরে নিছক দাবিও নিতে পারে অর্থের স্থান দাবিদাওয়া মিটমাটের ব্যাপারে।

অর্থ-মূলধনের জন্য **সমপরিমাণে** একটি নোতুন চাহিদা সৃষ্টি করে। কিন্তু যাই হোক, তা হচ্ছে তখন অর্থ-মূলধন, যা আগে ছিল **খ**-এর হাতে, কিন্তু অধুনা **ক**-এর হাতে।

ব্যাংক আইন, ১৮৫৭। নং ৪৮৮৬। "আপনি কি মনে করেন যে, ডিসকাউন্ট হারের নির্ধারণকারী কারণসমূহের বর্ণনা হিসাবে 'এ কথা বলা *সঠিক* যে, সেটা স্থিরীকৃত হয় বাজারে মূলধনের পরিমাণের দ্বারা, যে-বর্ণনাটা সওদাগরি বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা আবাব অন্যান্য শ্রেণীর সিকিওরিটি থেকে পৃথক?"—[চ্যাপম্যানঃ] "না, আমি মনে করি সুদের প্রশ্নটা চল্‌তি ('কারেন্ট') চরিত্রের সমস্ত রূপান্তরযোগ্য সিকিওরিটির দ্বারা প্রভাবিত; কেবল বিল ডিসকাউন্টেব ক্ষেত্রেই তাকে সীমাবদ্ধ কবা ভুল হবে, কারণ একথা বলা অদ্ভুত হবে যে, যখন 'কন্সল'-এর (আমানতের) উপরে, কিংবা এমনকি 'এক্সচেকার বিল'-এর উপরেও, অর্থের জন্য এত বিপুল চাহিদা থাকে, যেমনটি এখন আছে, বাণিজ্যিক হারেব চেয়েও উচ্চতর হারে, তখন আমাদের বাণিজ্যিক জগৎ তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।"—"৪৮৯০। যখন সুষ্ঠু ও চলতি সিকিওরিটিগুলি যেগুলিকে ব্যাংকাররা পর্যন্ত এবংবিধ বলে স্বীকার করে, সেগুলি বাজারে আছে, এবং মানুষ সেগুলি বাবদ ধার নিতে চায়, তখন বাণিজ্যিক বিলের উপরে নিশ্চয়ই তার প্রভাব পড়ে; দৃষ্টান্ত হিসাবে, আমি কদাচিৎ আশা করতে পারি যে কেউ আমাকে বাণিজ্যিক বিলের উপরে ৫% হারে টাকা দেবে, যদি সে সেই সময়ে 'কন্সল'-এর উপরে, কিংবা আর কিছুর উপরে ৬% হারে, টাকা ধাব দিতে পারে; তা আমাদের একই ভাবে প্রভাবিত করে; কেউ কদাচিৎ আশা করতে পারে যে, যখন আমি আমার টাকা ধার দিতে পারি ৬% হারে, তখন আমি বিল ডিসকাউন্ট কবব ৫½% হারে।"—"৪৮৯২। আমরা বলি না যে, বিনিয়োগকারীরা যারা তাদের £২০,০০ বা £৫,০০০ বা £১০,০০০ ক্রয় করে, তারা অর্থ-বাজারকে খুব একটা প্রভাবিত করে। আপনি যদি আমাকে 'কন্সল'-এর (আমানতের) উপরে সুদের হার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তা হলে আমি সেই সব লোকদের নির্দেশ করব, যারা লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে কারবার করে, যারা হচ্ছে যাদের বলা হয় 'জবার', যারা বড় বড় ধার নেয়, কিংবা বাজারে খরিদ করে এবং তাদের স্টক ধরে রাখে যে পর্যন্ত না পাবলিক তাদের হাত থেকে তা তুলে নেয় একটি মুনাফা দিয়ে; সুতরাং এই লোকগুলি চায় অর্থ।"

ক্রেডিট ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে, বিরাট বিরাট কেন্দ্রীভূত টাকার বাজার সৃষ্টি হয়, যেমন লণ্ডন, যেগুলি আবার একই সময়ে এই কাগজ নিয়ে ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। ব্যাংকাররা বিপুল বিপুল পরিমাণ পাবলিকের অর্থ-মূলধন তুলে দেয় এই দুর্গন্ধযুক্ত ব্যাপারি গোষ্ঠীর হাতে, এবং এই ভাবে ঘটে এই জুয়াড়িদের বংশবৃদ্ধি। "সাধারণ ভাবে বললে, স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থ অন্যত্র থেকে সস্তা," এ কথা বলেন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নরের চেয়ারের অধিকারী জেমস মরিস—১৮৪৮ সালে লর্ডদের

গোপন কমিটির সমক্ষে (C-D-1884, মুদ্রণ ১৮৫৭, নং ২১৯)।

সুদ-দায়ী মূলধনের পর্যালোচনায় আমরা আগেই দেখেছি যে, বাকি সব অবস্থা সমান থাকলে, দীর্ঘকালের প্রেক্ষিতে গড় সুদ নির্ধারিত হয় মুনাফার গড় হার দিয়ে, যা মুনাফা বিয়োগ সুদ ছাড়া কিছুই না।*

এটা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং অন্যত্র আরো বিশ্লেষণ করা হবে, যে বাণিজ্যিক সুদের হারে, অর্থাৎ বাণিজ্যিক জগতের অভ্যন্তরে ডিসকাউন্ট ও লোনের বেলায় মহাজনদের দ্বারা গণনা-কৃত সুদের হারে, হ্রাসবৃদ্ধির জন্য শিল্প-চক্রের গতিপথে এমন একটি পর্যায় আসে, যেখানে সুদের হার তার ন্যূনতমের বেশি হয় এবং তার গড়ে পৌছায় (যাকে তা পরে ছাড়িয়ে যায়) এবং এই গতিক্রিয়া হচ্ছে মুনাফায় বৃদ্ধি ঘটায় একটি ফল।

ইত্যবসরে, এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

প্রথমঃ যখন সুদের হার দীর্ঘকালের জন্য উঁচুতে থাকে (আমরা এখানে বলছি একটি বিশেষ দেশের যেমন ইংল্যাণ্ডের সুদের হারের কথা, যেখানে সুদের গড় হার নির্দিষ্ট থাকে একটা দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে, এবং নিজেকে প্রকাশও করে দীর্ঘ-মেয়াদি ধারের বাবদে দেওয়া সুদের মধ্যে—যাকে বলা যেত 'প্রাইভেট' সুদ), এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, এই সময়কালে মুনাফার হার থাকে উঁচু, কিন্তু এটা প্রমাণ করে না যে, উদ্যোগ জনিত মুনাফার হারও অবশ্য অবশ্যই উঁচু। এই পরবর্তী পার্থক্যটি ধনিকদের বেলায় কম বেশি অন্তর্হিত হয়ে যায়, যারা কাজ করে নিজেদের মূলধন দিয়ে; তারা উপলব্ধ করে মুনাফার একটি উঁচু হার, কারণ তারা সুদ দেয় নিজেদেরকেই। দীর্ঘ মেয়াদের একটি উঁচু হারের সুদের সম্ভাবনা থাকে যখন মুনাফার হার থাকে উঁচু এখানে অবশ্য সত্যিকারের চাপের সময়ের কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু এটা সম্ভব যে এই উঁচু হারের মুনাফাটা দিতে পারে কেবল একটি নিচু হারের মুনাফা, উঁচু হারের সুদটা বাদ দিয়ে দেবার পরে। উদ্যোগ-জনিত মুনাফার হার হ্রাস পেতে পারে, যখন মুনাফার উঁচু হার থাকে অব্যাহত। এটা সম্ভব কেননা একবার শুরু করলে, উদ্যোগগুলিকে চালিয়ে যেতেই হবে। এই পর্যায়ে, কাজ কারবার বেশির ভাগই চালানো হয় বিশুদ্ধ ক্রেডিট মূলধনের (অন্য লোকের মূলধনের) সাহায্যে; এবং মুনাফার উঁচু হার হতে পারে অংশতঃ ফটকা-মূলক বা প্রত্যাশামূলক। উঁচু হারে সুদ দেওয়া যায় উঁচু হারে মুনাফা কিন্তু নিচু হারে উদ্যোগজনিত মুনাফা দিয়ে। এটা দেওয়া যেতে পারে (এবং তাই করা হয় ফটকা-বাজির সময়ে) মুনাফা থেকে নয়, খোদ ধার-করা মূলধন থেকে, এবং তা চলতে পারে কিছু কাল।

---

* ইং সং : পৃঃ ৩৬৫-৬৬—বাংলা ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৯-৭১—সম্পাদক

দ্বিতীয়ঃ এই যে বক্তব্য যে, অর্থ-মূলধনের চাহিদা, এবং অতএব সুদের হার, বৃদ্ধি পায়, যেহেতু মুনাফার হার উঁচু, এটা এই বক্তব্যের সঙ্গে অভিন্ন নয় যে, শিল্প-মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অতএব সুদের হার উঁচু।

সংকটের সময়ে, ধার-মূলধনের জন্য চাহিদা, এবং এই কারণে সুদের হার পৌঁছে যায় তার উচ্চতম মাত্রায়; মুনাফার হার, এবং তার সঙ্গে শিল্প-মূলধনের জন্য চাহিদা কার্যতঃ অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের সময়ে, প্রত্যেকেই ধার করে কেবল দেবার উদ্দেশ্যে, যাতে করে পূর্ব-চুক্তি অনুযায়ী বাধ্যবাধকতাগুলি মিটিয়ে দেওয়া যায়। অন্য দিকে, সংকটের পরে পুনর্নবীকৃত তৎপরতার সময়ে, ধার-মূলধনের চাহিদা হয় কেনাকাটার উদ্দেশ্যে এবং অর্থ-মূলধনকে উৎপাদনশীল বা বাণিজ্যিক মূলধনে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে। এবং তখন তার চাহিদা আসে হয় শিল্প ধনিকের কাছ থেকে, নয় সওদাগরের কাছ থেকে। শিল্প-ধনিক তাকে বিনিয়োগ করে উৎপাদনের উপায়ে এবং শ্রম-শক্তিতে।

শ্রম-শক্তির জন্য বর্ধিষ্ণু চাহিদা নিজে কখনো হতে পারে না বর্ধিষ্ণু সুদের হারের কারণ, যেহেতু সুদের হার নির্ধারিত হয় মুনাফার হারের দ্বারা। উচ্চতর মজুরি কখনো উচ্চতর মুনাফার কারণ নয়, যদিও তা হতে পারে শিল্প-চক্রের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে উচ্চতর মুনাফার একটি ফলশ্রুতি।

শ্রম-শক্তির জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ শ্রমের শোষণ অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ভাবে অনুকূল অবস্থায়, কিন্তু শ্রম-শক্তির জন্য বর্ধিষ্ণু চাহিদা, অতএব অস্থির মূলধনের জন্য বর্ধিষ্ণু চাহিদা, নিজে মুনাফা বৃদ্ধি করে না; উলটো, তা **হারাহারি** ভাবে হ্রাস করে। কিন্তু যাই হোক, অস্থির মূলধনের চাহিদা একই সময়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং সেই সঙ্গে অর্থ-মূলধনের চাহিদাও—যা বৃদ্ধি করতে পারে সুদের হার। শ্রম-শক্তির বাজারদর তখন তার গড়ের চেয়ে উপরে ওঠে, গড় সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হয়, এবং সুদের হারও একই সময়ে বৃদ্ধি পায়, কারণ এবংবিধ অবস্থায় অর্থ-মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শ্রম-শক্তির জন্য বর্ধমান চাহিদা এই পণ্যের দামে বৃদ্ধি ঘটায়, যেমন অন্য যে কোনো পণ্যের বর্তমান চাহিদা তার দামে বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে; কিন্তু মুনাফাকে নয়, যা নির্ভর করে বিশেষ করে এই পণ্যটির আপেক্ষিত সস্তা যোগানের উপরে কিন্তু যে অবস্থাগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির অধীনে, তা একই সময়ে সুদের হারে বৃদ্ধি ঘটায়, কেননা তা অর্থ-মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি করে। যদি ঐ অর্থটা ধার দেওয়ার বদলে, অর্থ ধনিক নিজেকে রূপান্তরিত করত শিল্প-ধনিকে, তা হলে তাকে যে শ্রম-শক্তির জন্য বেশি ব্যয় করতে হ'ত—এই ঘটনা তার মুনাফা বৃদ্ধি করত না, বরং তা তদনুপাতে হ্রাস করত। ব্যবসার অবস্থা এমন হতে পারে যে মুনাফা বেড়েও যেতে পারে, কিন্তু সেটা কখনো এই কারণে হবে না যে সে শ্রমের জন্য বেশি ব্যয় করেছে। দ্বিতীয়োক্ত ঘটনাটা, যেহেতু সেটা বৃদ্ধি করে অর্থ-মূলধনের চাহিদা, সেহেতু সেটা সুদের হার

বৃদ্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট। যদি অন্যথা প্রতিকূল ব্যবসা-পরিস্থিতি চলাকালে মজুরি বাড়ে, তা হলে এই মজুরি-বৃদ্ধি মুনাফা-হার হ্রাস করবে, কিন্তু সুদের হারে ততটা বৃদ্ধি ঘটাবে যতটা তা অর্থ মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি করে।

শ্রমকে সরিয়ে রাখলে, ওভারস্টোন যে জিনিসটাকে বলেন "মূলধনের জন্য চাহিদা," তা গঠিত হয় কেবল পণ্যের জন্য চাহিদা দিয়ে। পণ্যের জন্য চাহিদা তার দাম বাড়িয়ে দেয়, হয় তা গড়ের চেয়ে উপরে ওঠে বলে, আর নয়ত পণ্যের যোগান গড়ের চেয়ে নীচে নেমে যায় বলে। যদি আগে যে পণ্যের জন্য শিল্প ধনিক বা বণিক দিত £১০০, তার জন্য এখন তাকে দিতে হয় £১৫০, তাহলে এখন তাকে ধার করতে হবে £১৫০—আগে যেখানে করতে হত £১০০, আর সুদের হার যদি হয় ৫%, তা হলে এখন তাকে সুদ দিতে হবে £৭—আগে যেখানে দিতে হত £৫। তার দেয় সুদের পরিমাণ বেড়ে যাবে কেননা এখন তাকে ধার করতে হবে বেশি মূলধন।

মিঃ ওভারস্টোনের গোটা প্রচেষ্টাটার উদ্দেশ্য হল ধার-মূলধনের সুদ এবং শিল্প-মূলধনের সুদকে অভিন্ন বলে দেখানো, যখন তাঁর ব্যাংক আইনটি প্রণীত হয়েছে অর্থ মূলধনের স্বার্থে ঠিক এই দুটি সুদের মধ্যে পার্থক্যটিকেই কাজে লাগাবার জন্য।

এটা সম্ভব যে, পণ্যের যোগান যদি গড়ের চেয়ে নিচুতে নেমে যায়, তা হলে তার চাহিদা আগেকার চেয়ে বেশি অর্থ-মূলধন পরিভুক্ত করতে পারে না। একই পরিমাণ অর্থ। কিংবা হয়ত তার চেয়েও কম, দিতে হবে পণ্যের মোট মূল্য বাবদে, কিন্তু একই পরিমাণ অর্থ দিয়েও পাওয়া যায় আগের চেয়ে কম পরিমাণ ব্যবহার মূল্য। এক্ষেত্রে, ধারযোগ্য মূলধনের চাহিদা থেকে যাবে অপরিবর্তিত, অতএব সুদের হারও থাকবে অবর্ধিত, যদিও পণ্যের যোগানের সঙ্গে তুলনায়, তার চাহিদা বেড়ে গিয়ে থাকবে এবং ফল হিসাবে, পণ্যের দামও বেড়ে গিয়ে থাকবে। ধার-মূলধনের মোট চাহিদা না বাড়লে, সুদের হার পরিবর্তিত হয় না এবং, উপরে যেসব অবস্থা ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতে সেটা পড়ে না।

একটা জিনিসের যোগান গড়ের চেয়ে নিচুতে নেমে যেতে পারে, যেমন যায় যখন শস্য, তুলো ইত্যাদির হানি হয়; এবং ধার-মূলধনের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে, কেননা এই সব পণ্যে ফটকাবাজি নির্ভর করে দাম আরো বেড়ে যাবার উপরে, আর দাম বাড়িয়ে দেবার সবচেয়ে সহজ উপায়টি হচ্ছে বাজার থেকে যোগানের একটা অংশ সাময়িক ভাবে সরিয়ে রাখা। কিন্তু ক্রীত পণ্যকে বিক্রয় না করে, তার দাম দেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয় বাণিজ্যিক "বিল-অব-এক্সচেঞ্জ-এর ক্রিয়াকলাপের" সাহায্যে। এ ক্ষেত্রে, ধার মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, এবং বাজারে পৌঁছানো থেকে পণ্যের যোগানকে কৃত্রিম ভাবে নিবারণ করার কারণে সুদের হার বৃদ্ধি পেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সুদের উচ্চতর হার প্রতিফলিত করে পণ্য-মূলধনের সরবরাহে একটি কৃত্রিম সংকোচন।

অন্য দিকে, একটা জিনিসের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে কারণ তার সরবরাহ বেড়ে গিয়েছে এবং তা বিক্রি হচ্ছে তার গড় দামের চেয়ে কমে।

এ ক্ষেত্রে, ধার মূলধনের চাহিদা একই থাকতে পারে, কিংবা এমনকি পড়েও যেতে পারে, কেননা একই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে বেশি পরিমাণ পণ্য। ফটকামূলক মাল মজুদের ঘটনা আরো ঘটতে পাবে, হয় উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল মুহূর্তের সুযোগ নেবার জন্য, আর নয়ত, ভবিষ্যতে দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশায়। এ ক্ষেত্রে, ধার-মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং সুদের হারে একটা বৃদ্ধি তখন হবে উৎপাদনশীল মূলধনের উপাদানগুলির উদ্বৃত্ত মজুদ তৈরিতে মূলধন বিনিয়োগের একটি প্রতিফলন। আমরা এখানে আলোচনা করছি কেবল ধার-মূলধনেব চাহিদা ও যোগানের দ্বাবা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি কেমন করে শিল্প-চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীল অবস্থা ধার-মূলধনের সরববাহকে প্রভাবিত করে। এই সাদামাটা বক্তব্যটা যে সুদের বাজার হাব নির্ধাবিত হয় (ধাব) মূলধনেব যোগান এবং চাহিদার দ্বারা, এই বক্তব্যটাকে ওভারস্টোন সুচতুব ভাবে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছেন তাঁর নিজের প্রতিপাদের সঙ্গে, যথা, ধার-মূলধন হচ্ছে সাধাবণ ভাবে মূলধনের সঙ্গে অভিন্ন; এবং এই ভাবে তিনি চেষ্টা করেছেন কুসীদজীবীকে একমাত্র ধনিকে রূপান্তরিত করতে এবং তার মূলধনকে একমাত্র মূলধনে।

মন্দার সময়ে, ধার-মূলধনেব জন্য চাহিদা হচ্ছে পরিপ্রদানের ('পেমেণ্ট'-এর) উপায়ের জন্য চাহিদা; তা ছাড়া কিছু নয়; তা কোনো ক্রমেই ক্রমের উপায় হিসাবে অর্থেব জন্য চাহিদা নয। একই সময়ে, সুদের হার খুব বেড়ে যেতে পারে—আসল মূলধন অর্থাৎ উৎপাদক ও পণ্য মূলধন সুলভ কি দুর্লভ, তা নির্বিশেষে। পরিপ্রদানের উপায়ের জন্য চাহিদা হচ্ছে কেবল **অর্থে** রূপান্তর যোগ্যতার চাহিদা, যখন বণিক ও উৎপাদনকারীদের থাকে দেবার মত ভাল সিকিওরিটি; এটা হচ্ছে **অর্থ-মূলধনের** জন্য চাহিদা, যখন নেই কোনো জমানৎ ('কোল্যাটারাল'), যার দরুন পরিপ্রদানের উপায়ের একটি অগ্রিম দান তাদের কেবল **অর্থের রূপটাই** দেয় না, তাদের যে **প্রতিমূল্যটা** দরকার, যা দিয়ে তারা পেমেণ্ট দেয়, সেটাও দেয় —তার রূপ যাই হোক না কেন। এই পয়েণ্টে সংকট সংক্রান্ত প্রচলিত উক্ত বিষয়ক বিতর্কের দুটি পক্ষই একই সঙ্গে ভুল এবং নির্ভুল। যাঁরা বলেন যে পরিপ্রদানের উপায়েই কেবল অভাব ঘটে, তাঁদের মনে আছে শুধু **বৈধ** সিকিওরিটির মালিকদের কথা, কিংবা তারা এমন বোকা যে বিশ্বাস করে যে, ব্যাংকের কর্তব্য ও ক্ষমতা হচ্ছে দেউলিয়া জালিয়াতকে সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ধনিকে রূপান্তরিত করা—কাগজের টুকরোর সাহায্য। যাঁরা বলেন যে কেবল মূলধনেরই অভাব ঘটে, তাঁরা হয় শব্দ নিয়ে মারপ্যাঁচ করেন, কেননা ঠিক এই রকম সময়েই অতি-আমদানি ও অতি-উৎপাদনের ফলে দেখা দেয় **অরূপান্তরযোগ্য** মূলধনের একটা সমষ্টি, না হয় তাঁরা

কেবল উল্লেখ করেছেন সেই ক্রেডিট-বাহাদুরদের কথা, যারা বাস্তবিকই এখন এমন অবস্থায় পড়েছে যে তারা আর তাদেব কাজ কারবারের জন্য অন্য লোকের মূলধন সংগ্রহ করতে পারে না, এবং এখন দাবি করে যে ব্যাংক কেবল তাব হারানো মূলধনের জন্য প্রতিপূরণ দানেই সাহায্য করবে না, তারা যাতে তাদেব জালিয়াতি চালিয়ে যেতে পাবে, তার জন্যও সাহায্য করবে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনেব এটা একটা বুনিয়াদি নীতি যে, অর্থ, মূল্যেব একটি স্বতন্ত্র রূপ হিসাবে, অবস্থান করে পণ্যের বিপরীতে, অথবা বিনিময় মূল্য অবশ্যই ধারণ করে অর্থের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র রূপ ; এবং এটা কেবল তখনি সম্ভব যখন একটি নির্দিষ্ট পণ্য হয়ে ওঠে সেই সামগ্রী যাব মূল্য পরিণত হয় বাকি সব পণ্যের পরিমাপকে, যাতে করে এটা হয়ে ওঠে সাধারণ পণ্য, নিজের উৎকর্ষ বলেই একটি স্ব-বিশেষ পণ্য —বাকি সমস্ত পণ্য থেকে আলাদা। এটা অবশ্যই নিজেকে প্রকাশ করবে দুভাবে, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দিক থেকে বিকশিত দেশগুলিতে, যেখানে অর্থ বহুল মাত্রায় প্রতিস্থাপিত হয়, এক দিকে, ক্রেডিট-ভিত্তিক কাজ-কারবার দ্বারা, এবং অন্যদিকে, ক্রেডিট অর্থের দ্বারা। চাপের সময়ে, যখন ক্রেডিটের সংকোচন ঘটে, কিংবা সম্পূর্ণ অন্তর্ধান ঘটে, তখন অর্থই হঠাৎ হয়ে পড়ে পরিপ্রদানের একমাত্র উপায় এবং বাকি সমস্ত পণ্যেব পরম বিপরীতে সত্যিকারের মূল্য সত্তা। এই কারণেই ঘটে পণ্যের সর্বজনীন অবচয়, পণ্যকে অর্থে—অর্থাৎ তার নিজেরই বিশুদ্ধ কল্পরূপে— রূপান্তরিত করার দুঃসাধ্যতা, এমন কি অসাধ্যতা। দ্বিতীয়তঃ, অবশ্য ক্রেডিট-অর্থ নিজেও অর্থ কেবল সেখানে, যেখানে তা অনপেক্ষ ভাবে গ্রহণ করে আসল অর্থের স্থান তাব নামীয় মূল্যের পরিমাণে। সোনার বহিঃপ্রবাহেব সঙ্গে তাব রূপান্তর-যোগ্যতা অর্থাৎ আসল সোনার সঙ্গে তার অভিন্নতা হয়ে পড়ে সমস্যাসংকুল। আর এই জন্যই এই রূপান্তর যোগ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখাব উদ্দেশ্যে জবরদস্তিমূলক সব ব্যবস্থা, যেমন সুদের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি। অর্থ সংক্রান্ত মিথ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রণীত ভুল আইনের জোরে একে চালিয়ে নেওয়া যায় প্রায় চরমে এবং জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় জাতির উপরে অর্থের ব্যাপারী, ওভারস্টোন এবং তাঁর গোষ্ঠীর স্বার্থে। ভিত্তিটা অবশ্য থাকে খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই ভিত্তিটার সঙ্গে। ক্রেডিট-অর্থের অবচয় (অর্থ হিসাবে তার নিছক কাল্পনিক চরিত্র নাশের কথার উল্লেখ নাই বা করা হল) বিশৃংখল করে দেবে সমস্ত উপস্থিত সম্পর্ককে। সুতরাং, অর্থের মধ্যে মূল্যের এই কাল্পনিক ও অনাপেক্ষিক অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় পণ্যের মূল্যকে। অর্থ-মূল্য হিসাবে তা ততক্ষণই নিরাপদ, যতক্ষণ অর্থ থাকে নিরাপদ। সুতরাং অর্থের আকারে কয়েক কোটির জন্য বলি দেওয়া হয় পণ্যের আকারে অনেক কোটি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এটা অবশ্যম্ভাবী এবং এটা তার অন্যতম সৌন্দর্যও। আগেকার উৎপাদন পদ্ধতিগুলিতে, এমন ঘটেনা, কেননা, যে সংকীর্ণ ভিত্তির উপরে তাদের অবস্থান, তাতে ক্রেডিট বা ক্রেডিট-অর্থের খুব একটা বিকাশ ঘটতে পারেনা।

যতকাল শ্রমের **সামাজিক চরিত্র** প্রতিভাত হয় পণ্যের **অর্থ-অস্তিত্ব** হিসাবে, এবং এই ভাবে উৎপাদন বহির্ভূত একটি জিনিস হিসাবে, অর্থ সংকট—সত্যিকারের সংকট থেকে নিরপেক্ষ ভাবে বা তারই তীব্রতা প্রাপ্ত প্রকাশ হিসাবে—অবশ্যম্ভাবী। অন্য দিকে, এটা পরিষ্কার যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের ক্রেডিট নাড়া না খাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা এই ধরণের অবস্থায় তার প্রশমন ঘটাবে ক্রেডিট অর্থের বৃদ্ধি সাধন করে কিংবা তাকে তীব্রতর করে তুলবে তার সংকোচ সাধন করে। আধুনিক শিল্পের সমগ্র ইতিহাস থেকে প্রকাশ পায় যে, যদি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কেবল সংগঠিত হত, তা হলে কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিষ্পত্তি বিধানের জন্যই ধাতুর প্রয়োজন হত, যখন তার ভারসাম্যে সাময়িক ভাবে ব্যাঘাত ঘটত। অভ্যন্তরীণ বাজারে যে এখনো ধাতুর প্রয়োজন নেই, তা প্রমাণিত হয় তথাকথিত জাতীয় ব্যাংকগুলির দ্বারা ক্যাশ পেমেণ্টের সাময়িক বিরতির দ্বারা, যারা যখনি চরম অবস্থা দেখা দেয়, তখনি এই কৌশল অবলম্বন করে—একমাত্র স্বস্তিজনক পথ হিসাবে।

দুজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, একথা বলা হবে হাস্যকর যে, তাদের পারস্পরিক লেনদেনে উভয়েরই ঘটেছে প্রতিকূল 'পেমেণ্ট' পরিস্থিতি। যদি তারা পারস্পরিক ভাবে একে অপরের কাছে পাওনাদার এবং দেনাদার হয়ে থাকে, এটা পরিষ্কার যে যখন তাদের পরস্পরের প্রতি সমান হয় না, তখন একজন অবশ্যই হবে পাওনাদার এবং অন্যজন, দেনাদার। কিন্তু জাতির বেলায় ব্যাপারটা কোনো মতেই তেমন নয়। এবং ব্যাপারটা যে তেমন নয়, সেটা স্বীকার করেন সমস্ত অর্থনীতিবিদই, যখন তাঁরা বলেন যে একটি জাতির ক্ষেত্রে 'ব্যালান্স অব পেমেণ্ট' অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে, যদিও তার 'ব্যালান্স অব ট্রেড' শেষ পর্যন্ত মেটাতেই হবে। 'ব্যালান্স অব ট্রেড' থেকে 'ব্যালান্স অব পেমেণ্টস' ভিন্ন হয় এই কারণে যে 'ব্যালান্স অব ট্রেড'-কে অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হয় একটি নির্দিষ্ট তারিখে। সংকট যা করে, তা হচ্ছে 'ব্যালান্স অব পেমেণ্টস' এবং 'ব্যালান্স অব ট্রেড'-এর মধ্যেকার পার্থক্যকে অল্পতর ব্যবধানে সংকোচ সাধন ; যে জাতি সংকটে ভুগছে, এবং সে জন্য পাওনা পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছে, সেখানে যে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উদ্ভব ঘটে, সেই অবস্থাগুলি ইতিমধ্যেই সংঘটিতও করে নিষ্পাদনের ক্ষেত্রে এই সংকোচ-সাধন। প্রথমতঃ, জাহাজ বোঝাই মূল্যবান ধাতু পাঠিয়ে; তার পরে 'কনসাইন'-করা মাল কম দামে বেচে দিয়ে; বিক্রি করার কিংবা তার বাবদে স্বদেশে অগ্রিম পাবার মাল রপ্তানি করে; সুদের হার বাড়িয়ে, ক্রেডিট ফেরৎ নিয়ে, সিকিওরিটির অবচয় ঘটিয়ে, বিদেশী সিকিওরিটি বিক্রি করে দিয়ে, এই সব অবচিত সিকিওরিটিতে লগ্নির জন্য বিদেশী মূলধনকে আকর্ষণ ক'রে, এবং সর্বশেষে দেউলিয়া ঘোষণা ক'রে, যার ফলে নিষ্পন্ন হয়ে যায় তাবৎ দাবি। একই সময়ে, ধাতু এখনো প্রায়শই পাঠানো হয় সেই দেশটিতে, যেখানে সংকট ফেটে পড়েছে, কেননা তার উপরে কাটা 'ড্রাফট' নিরাপদ নয় এবং ধাতুপিণ্ডের মাধ্যমে পেমেণ্ট হচ্ছে সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য। তা ছাড়া, এশিয়া প্রসঙ্গে

সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিই সচরাচর—প্রত্যক্ষতঃ যুগপৎ দেনাদার। যখনি এই বিবিধ ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট অন্য দেশটির উপরে তাদের পূর্ণ প্রভাব খাটায়, সে দেশটিও অনুরূপ ভাবে সোনা ও রূপা রপ্তানি করতে থাকে, এক কথায়, তার দেনা পরিশোধ বাকি পড়ে যায় এবং ঐ একই সব ব্যাপার ঘটে।

বাণিজ্যিক ক্রেডিটে, সুদ—ক্রেডিট দাম এবং ক্যাশ দামের মধ্যে পার্থক্য হিসাবে—পণ্যের দামে প্রবেশ করে কেবল তখন যখন বিল-অব-এক্সচেঞ্জ-এর মেয়াদ সাধারণের তুলনায় দীর্ঘতর হয়। অন্যথা, তা প্রবেশ করে না। এবং এর ব্যাখ্যা মেলে এই ঘটনায় যে, প্রত্যেকেই এক হাতে ক্রেডিট নেয় এবং অন্য হাতে তা দেয়। [এটা আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না—এঙ্গেলস]। কিন্তু যখন এই আকারে ডিসকাউন্ট এখানে প্রবেশ করে, তখন তা এই বাণিজ্যিক ক্রেডিট দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয় টাকার বাজার দিয়ে।

যদি অর্থ মূলধনের যোগান ও চাহিদা, যা নির্ধারণ করে সুদের হার, হত মূলধনের সত্যিকারের যোগানও চাহিদার সঙ্গে অভিন্ন, যে কথা ওভারস্টোন বলেন, তা হলে সুদ যুগপৎ হত নিচু এবং উঁচু—বিভিন্ন পণ্য কিংবা একই পণ্যের বিভিন্ন পর্যায় (কাঁচা মাল, আধা তৈরি মাল, পুরো তৈরি মাল) সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা, তদনুযায়ী। ১৮৪৪ সালে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর সুদের হার ওঠা-নামা করেছিল ৪% (জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর) এবং ২½% এবং ৩% (নভেম্বর থেকে বছরের শেষ অবধি) এর মধ্যে। ১৮৪৫ সালে এই হার ছিল ২½, ২¾ এবং ৩% জানুয়ারি থেকে অক্টোবর অবধি, আর ৩ থেকে ৫% অবধি বছরের বাকি সময়ে। ভাল অর্লিন্স তুলোর গড় দাম ছিল, ১৮৪৪-এ, ৬¼ পে এবং, ১৮৪৫-এ ৪⅞ পে। ১৮৪৪-এর ৩রা মার্চ লিভারপুলে তুলোর যোগান ছিল ৭,৭৩,৮০০ গাঁট। তুলোর কম দামের বিচারে, ১৮৪৫-এ সুদের হার হওয়া উচিত ছিল কম, এবং বছরের বেশির ভাগটায় তাই ছিল। কিন্তু সুতোর বিচারে, সুদের হার হওয়া উচিত ছিল বেশি, কেননা দাম ছিল আপেক্ষিক ভাবে বেশি এবং মুনাফা ছিল অনাপেক্ষিক ভাবে বেশি। পাউণ্ড পিছু ৪ পে দামের তুলো থেকে, ১৮৪৫ সালে সুতো তৈরি করা যেত ৪ পে খরচে (ভাল 'সেকুণ্ডা মিউল টুইস্ট') কিংবা কাটুনীর পক্ষে মোট ৮ পে খরচে, যা সে ১৮৪৫-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বিক্রি করতে পারত পাউণ্ড-পিছু ১০½ বা ১১½ পে দামে (নীচে ওয়ালির সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)।

গোটা ব্যাপারটাকে পর্যবসিত করা যায় এই বক্তব্যে :

ধার-মূলধনের যোগান এবং চাহিদা সাধারণ ভাবে মূলধনের যোগান এবং চাহিদার সঙ্গে অভিন্ন হবে (যদিও এই সর্বশেষ উক্তিটি আজগুবি ; শিল্প-ধনিক বা বাণিজ্য ধনিকের পক্ষে পণ্য হচ্ছে তার মূলধনের একটা রূপ, যদিও সে সেই রূপে কখনো তার মূলধন চায় না, চায় বিশেষ পণ্যটির রূপে ; সে তা ক্রয় করে এবং তার

জন্য দাম দেয় একটি পণ্য হিসাবে, যেমন শস্য বা তুলো হিসাবে—তার মূলধনের আবর্ত-পথে তা কি ভূমিকা নেবে, সে সম্পর্কে পরোয়া না করে), যদি কোনো ধার দাতা না থাকত, এবং যদি তাদের বদলে ধারদাতা ধনিকেরাই হত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির মালিক, যেগুলিকে তারা, বাড়ি ঘরের মত ভাড়া দিয়ে দিত, শিল্প-ধনিকদের কাছে, যারা নিজেরাই এই জিনিসগুলির কিছু-কিছুর মালিক। এবং-বিধ অবস্থায়, ধার-মূলধনের যোগান হবে শিল্প-ধনিকের কাছে উৎপাদনের উপাদানের এবং বণিকের কাছে পণ্যের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ধার দাতা এবং ধার-গ্রহীতার মধ্যে মুনাফার ভাগাভাগি তখন, শুরুতে, সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে যে মূলধন ধার দেওয়া হয় তার সঙ্গে, যে মূলধন বিনিয়োগকারীর সম্পত্তি, তার সম্পর্কের উপরে।

মিঃ উইগুয়েলিন-এর মতে (ব্যাংক আইন, ১৮৫৭) সুদের হার নির্ধারিত হয় "অনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণের দ্বারা" (২৫২); "একটা বিপুল পরিমাণ মূলধন যে বিনিয়োগ-প্রার্থী" এটা "তারই নির্দেশক" (২৭১); পারে এই অনিয়োজিত মূলধন হয় "ভাসমান মূলধন" (৪৮৫) এবং এর দ্বারা তিনি বোঝান "ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট এবং দেশে অন্যান্য ধরণের সঙ্কলন, যেমন কান্ট্রি ব্যাংকগুলির সঙ্কলন, এবং দেশে যে-পরিমাণ মুদ্রা আছে, তা· ·আমি ভাসমান মূলধনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি ব্যাংকারদের রিজার্ভ" (৫৯২, ৫০৩), এবং পরে স্বর্ণ-পিণ্ডও (৫০৩)। এই ভাবে এই একই উইগুয়েলিন বলেন, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড বিস্তার করে বিরাট প্রভাব সুদের হারের উপরে সেই সব সময়ে, যখন "আমরা" (ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড) "ধারণ করি অনিয়োজিত মূলধনের বৃহত্তর অংশটি" (১১৯৮); অন্য দিকে, মিঃ ওভারস্টোন-এর উল্লিখিত সাক্ষ্য অনুসারে, "ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড মূলধনের কোনো জায়গাই নয়।" মিঃ উইগুয়েলিন আরো বলেন, "আমি মনে করি, দেশে যে অনিয়োজিত মূলধন আছে, তার দ্বারাই শাসিত হয় ডিসকাউন্টের হার। অনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণটির প্রতিনিধিত্ব করে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের রিজার্ভ যা কার্যতঃ একটি ধাতুপিণ্ডের আধার। সুতরাং যখন ঐ ধাতুপিণ্ড থেকে তুলে নেওয়া হয়, তখন দেশের অনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণে হ্রাস ঘটে এবং তার ফলে, যা থাকে, তার মূল্যে বৃদ্ধি ঘটে (১২৫৮)।" জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন (২১০২): "তার ব্যাংকিং বিভাগের পরিশোধ ক্ষমতার জন্য ব্যাংককে নির্ভর করতে হয়, সে সেই বিভাগে রিজার্ভের কি ভাবে ক্ষতি পূরণ করতে পারে, তার উপরে; সুতরাং যখনি সে দেখতে পায় যে (সোনার) নিষ্ক্রমণ চলছে, তখনি সে তার রিজার্ভের নিরাপত্তা সম্পর্কে সতর্ক হতে বাধ্য হয়, এবং বাধ্য হয় ডিসকাউন্টের সংকোচন ঘটাতে কিংবা সিকিওরিটি বিক্রি করতে।"—যেখানে কেবল ব্যাংকিং বিভাগের কথাই বিবেচ্য, সেখানে রিজার্ভ কেবল আমানতের জন্যই রিজার্ভ। ওভারস্টোনদের মতে, ব্যাংকিং বিভাগের কাজ করার কথা কেবল ব্যাংকার হিসাবে—নোটের "স্বয়ংক্রিয়" ইস্যু

ছাড়া। কিন্তু সত্যিকারের চাপের সময়ে ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড), ব্যাংকিং বিভাগের রিজার্ভ থেকে—যে রিজার্ভ গঠিত হয় কেবল নোট দিয়ে, তা থেকে স্বতন্ত্র ভাবে, তীক্ষ্ণ নজর রাখে ধাতুপিণ্ডের রিজার্ভের উপরে, এবং যদি 'ফেল' পড়তে না চায় তা হলে এই নজর রাখতেই হবে। কেননা, যে মাত্রায় ধাতুপিণ্ডের রিজার্ভ ক্ষয় পায়, সেই মাত্রায় ব্যাংক নোটের রিজার্ভও ক্ষয় পায়, এবং মিঃ ওভারস্টোনের চেয়ে এ ব্যাপারে আর কেউ বেশি অবহিত হতে পারেন না, যিনি ঠিক এই ১৮৪৪ সালের ব্যাংক আইনের দৌলতেই এত বিজ্ঞতা সহকারে এই ব্যবস্থা করেছেন।

ত্রয়োত্রিংশতম অধ্যায়

ক্রেডিট ব্যবস্থায় সঞ্চলনের মাধ্যম

"কারেন্সির গতিবেগের মহান নিয়ামক হচ্ছে ক্রেডিট। এ থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বাজারের উপরে একটা পূর্ণ সঞ্চলনের সহগামী হয়।" The Currency Theory Revewed, p.65)। এটা বুঝতে হবে দ্বৈত অর্থে। এক দিকে, সঞ্চলনের মাধ্যমের সাশ্রয় ঘটায় এমন সমস্ত পদ্ধতিরই ভিত্তি হচ্ছে ক্রেডিট। অন্য দিকে, অবশ্য, দৃষ্টান্ত হিসাবে নিন, একটি ৫০০ পাউণ্ডের নোট। **ক** এই নোটটাকে দেয় **খ** কে একটা নির্দিষ্ট তারিখে একটি বিল-অব-এক্সচেঞ্জ পরিশোধের জন্য; **খ** ঐ একই দিনে সেটা জমা রাখে তার ব্যাংকারের কাছে; ঐ একই দিনে তার ব্যাংকার তা দিয়ে **গ**-এর একটি বিল-অব-এক্সচেঞ্জ ডিসকাউন্ট করে দেয়; **গ** সেটা জমা দেয় তার ব্যাংকে, ঐ ব্যাংক আবার সেটাকে দেয় বিল-ব্রোকারকে অগ্রিম হিসাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রয় ও ব্যয়ের জন্য এই নোটটি এখানে যে গতিবেগে সঞ্চলন করল, তা সংঘটিত হল সেই গতিবেগের দ্বারা, যে-গতিবেগে তা বারংবার ফিরে গেল কারো কারো কাছে একটি আমানতের আকারে এবং চলে গেল অন্য কারো কাছে একটি ধারের আকারে। সঞ্চলনে বিশুদ্ধ মিতব্যয়টি সবচেয়ে বিকশিত রূপে দেখা যায় ক্লিয়ারিং হাউজে—সাদাসিধে বিল-অব-এক্সচেঞ্জগুলির ক্ষেত্রে, যেগুলি 'ডিউ' হয়ে গিয়েছে—এবং 'ব্যালান্স' মিটিয়ে দেবার কাজে পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে অর্থের অধিপ্রধান ভূমিকায়। কিন্তু এই বিলগুলির খোদ অস্তিত্বই আবার নির্ভর করে ক্রেডিটের উপরে, যা শিল্পপতি এবং সওদাগরেরা পরস্পরকে দিয়ে থাকে। যদি এই ক্রেডিট হ্রাস পায়, তবে এই বিলগুলিও হ্রাস পায়, বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি বিলগুলি, এবং তার ফলে হ্রাস পায় হিসাব মেলাবার ('ব্যালান্স' করার) এই পদ্ধতিটির কার্যকরিতা। এবং এই যে মিতব্যয়, যা লেনদেন থেকে অর্থের উচ্ছেদ ঘটায় এবং সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে পরিব্যয়ের উপায় হিসাবে অর্থের ভূমিকার উপরে, যার আবার ভিত্তি হচ্ছে ক্রেডিট, তা হতে পারে কেবল দুধরনের (এই পেমেন্টগুলি কেন্দ্রীকরণে কমবেশি বিকশিত টেকনিকটি ছাড়া): বিল-অব-এক্সচেঞ্জ বা চেকের মাধ্যমে প্রকাশিত পারস্পরিক দাবিগুলি 'ব্যালান্স' করে দেয় হয় একই ব্যাংকার, যে কেবল এক জনের অ্যাকাউন্ট থেকে দাবিটা আরেক জনের অ্যাকাউন্টে

স্থানান্তরিত করে, কিংবা বিভিন্ন ব্যাংকার তাদের মধ্যে।[১] 'ওভারেণ্ড, গুর্নে অ্যাণ্ড কোম্পানি'-র মত একটি বিল-ব্রোকার প্রতিষ্ঠানের হাতে ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বিল-অব-এক্সচেঞ্জ-এর কেন্দ্রীভবন ছিল স্থানীয় ভাবে এই ধরনের 'ব্যালান্স' করার ব্যবস্থার প্রসার সাধনের প্রধান উপায়। সঞ্চলন-মাধ্যমের কার্যকরতা এই মিতব্যয়ের ফলে বর্ধিত হয়, যেহেতু হিসাব মেটাতে আবশ্যক হয় এর একটি ক্ষুদ্রতর পরিমাণ। অন্য দিকে, সঞ্চলন মাধ্যম হিসাবে বহমান অর্থের গতিবেগ (যার দ্বারা তার মিতব্যয় সাধিত হয়) নির্ভর করে সম্পূর্ণ ভাবে ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রবাহের উপরে, এবং পরি-প্রদানের শৃংখলের উপরে—যখন সেগুলি পরপর ঘটে অর্থের অঙ্কে। কিন্তু ক্রেডিট সংঘটিত করে এবং তদ্দ্বারা বর্ধিত করে সঞ্চলনের গতিবেগ। এক টুকরো অর্থ, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ঘটাতে পারে কেবল পাঁচটি লেনদেন, এবং দীর্ঘতর কাল ধরে থাকতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে কেবল সঞ্চলনের মাধ্যম হিসাবে ক্রেডিটের মধ্যস্থতা ছাড়া—যখন **ক**, তার মূল মালিক ক্রয় করে **খ**-এর কাছ থেকে **খ** করে **গ**-এর কাছ থেকে, **গ** করে **খ**-এর কাছ থেকে এবং **খ** করে **ঙ**-র কাছ থেকে এবং **ঙ** করে **চ**-এর কাছ থেকে, যখন তার এক হাত থেকে আরেক এক হাতে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কেবল সত্যিকারের ক্রয় এবং বিক্রয়। কিন্তু **ক**-এর কাছ থেকে দাম হিসাবে পাওয়া অর্থের টুকরাটা যখন **খ** জমা দেয় তার ব্যাংকারের কাছে এবং ব্যাংক সেটা ব্যবহার করে **গ**-এর বিল ডিসকাউন্ট করে দিতে, **গ** আবার ক্রয় করে **খ**-এর কাছ থেকে, **খ** তা জমা দেয় ব্যাংকারের কাছে এবং ব্যাংকার তা ধার দেয় ঙ-কে, যে ক্রয় করে **চ**-এর কাছ থেকে, তখন এমনকি সঞ্চলন-মাধ্যম হিসাবে (ক্রয়ের মাধ্যম হিসাবে) তার গতিবেগ সংঘটিত হয় কয়েকটি ক্রেডিট লেনদেনের দ্বারা : **খ**-এর ব্যাংকের কাছে জমা রাখা, ব্যাংকের **গ**-এর জন্য ডিসকাউন্ট করা, **গ**-এর ব্যাংকের কাছে জমা রাখা এবং ব্যাংকের ঙ-র জন্য ডিসকাউন্ট করা ; অর্থাৎ চারটি ক্রেডিট লেনদেনের মারফৎ। এই ক্রেডিট লেনদেনগুলি ব্যাতিরেকে এই একই টুকরো অর্থ উক্ত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করত না পরপর পাঁচটি ক্রয়। এই যে ঘটনা তা হাত বদল করেছিল সত্যিকারের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যস্থতা ছাড়া, আমানত রাখা এবং

১. গড়দিনের সংখ্যা যে সময়ে একটা ব্যাংক-নোট সঞ্চলন ছিল :

বছর	£৫ নোট	£১০ নোট	£২০—১০০	£২০০—৫০০	£১,০০০
১৭৯২	?	২৩৬	২০৯	৩১	২২
১৮১৮	১৪৮	১৩৭	১২১	১৮	১৩
১৮৪৬	৭৯	৭১	৩৪	১২	৮
১৮৫৬	৭০	৫৮	২৭	৯	৭

ব্যাংক অ্যাক্ট সংক্রান্ত রিপোর্টে (১৮৫৭) ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর মার্শাল, ক্যাশিয়ার-এর দ্বারা সংকলিত, অ্যাপেনডিক্স—২, পৃঃ ৩০০-০১।

ডিসকাউট করার মারফৎ এই ঘটনাটাই সত্যিকারের লেনদেনের ক্রমিক ধারায় তার হাত-বদল ত্বরান্বিত করেছে।

আমরা আগে দেখেছি যে এক ও অভিন্ন ব্যাংক মোট আমানত তৈরি করতে পারে কয়েকটি ব্যাংকে। অনুরূপ ভাবে তা তৈরি করতে পারে কয়েকটি আমানত একই ব্যাংকে **ক** যে নোট আমানত দিয়েছে ব্যাংকার তা দিয়ে ডিসকাউন্ট করে দেয় **খ**-এর বিল অব এক্সচেঞ্জ, **খ** তা দেয় **গ** কে, **গ** সেই নোট আমানত দেয় সেই একই ব্যাংকে যে সেটা ইস্যু করেছিল।

সরল অর্থ সঞ্চলনের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি (Buch I, Kap III 2 *) যে, সত্যিকারের সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণটি,—যদি ধরে নেওয়া যায় যে সঞ্চলনের গতিবেগ এবং পরিব্যয়ের মাত্রা নির্দিষ্ট আছে—নির্ধারিত হয় পণ্য দ্রব্যাদির দাম এবং লেনদেনের পরিমাণের দ্বারা। এই একই নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে নোটের সঞ্চলন।

নিচেকার সারণীটিতে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের নোটগুলির বাৎসরিক গড় সংখ্যা, যে পরিমাণে তা ছিল পাবলিকের হাতে, লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যথা, ৫ থেকে ১০ পাউণ্ডের নোট, ২০ থেকে ১০০ পাউণ্ডের নোট, এবং ২০০ থেকে ১,০০০ পাউণ্ডের বৃহৎ মূল্যের নোট , এবং সেই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই গুলির প্রত্যেকটি গ্রুপ মোট সঞ্চলনের শতাংশ গঠন করে, তা। পরিমাণগুলি হাজারের অঙ্কে, অর্থাৎ পরের তিনটি সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়েছে।**

বর্ষ	£৫ — ১০ নোট	%	£২০-১০০ নোট	%	£২০০০—£১০০০ নোট	%	মোট
১৮৪৪	৯,২৬৩	৪৫·৭	৫,৭৩৫	২৮·৩	৫ ২৫৩	২৬·০	২০,২৪১
১৮৪৫	৯,৬৯৮	৪৬·৯	৬,০৮২	২৯·৩	৪,৯৪২	২৩·৮	২০,৭২২
১৮৪৬	৯,৯১৮	৪৮·৯	৫,৭৭৮	২৮·৫	৪ ৫৯০	২২·৬	২০,২৮৬
১৮৪৭	৯,৫৯১	৫০·১	৫,৪৯৮	২৮·৭	৪,০৬৬	২১·২	১৯,১৫৫
১৮৪৮	৮,৭৩২	৪৮·৩	৫,০৪৬	২৭·৯	৪,৩০৭	২৩·৮	১৮,০৮৫
১৮৪৯	৮,৬৯২	৪৭·২	৫,২৩৪	২৮·৫	৪,৪৭৭	২৪·৩	১৮,৪০৩
১৮৫০	৯,১৬৪	৪৭·২	৫,৫৮৭	২৮ ৮	৪,৬৪৬	২৪·০	১৯,৩৯৮

* ইং সং Ch. iii 2

** সারণীটিতে উপস্থিত করা হয়েছে মার্কস নির্দেশিত উৎসটির একটি ফটোকপি। সবকটি সংখ্যাই সঠিক নয়। সম্পাদক।

বর্ষ	£৫ – ১০ নোট	%	£২০-১০০ নোট	%	£২০০০— £১০০০ নোট	%	মোট
১৮৫১	৯,৩৬২	৪৮·১	৫ ৫৫৪	২৮·৫	৪,৫৫৭	২৩·৪	১৯,৪০৩
১৮৫২	৯ ৮৩৯	৪৫·০	৬ ১৬১	২৮·২	৫,৮৫৬	২৬·৮	২১,৮৫৬
১৮৫৩	১০,৬৯৯	৪৭·৩	৬,৩৯৩	২৮·২	৫,৫৪১	২৪·৫	২২,৬৫৩
১৮৫৪	১০ ৫৬৫	৫১·০	৫,৯১০	২৮·৫	৪,২৩৪	২০·৫	২০,৭০৯
১৮৫৫	১০,৬২৮	৫৩·৬	৫,৭০৬	২৮ ৯	৩ ৪৬৯	১৭·৫	১৯ ৭৯৩
১৮৫৬	১০,৬৮০	৫৪·৪	৫ ৬৪৬	২৮·৭	৩,৩২৩	১৬·৯	১৯ ৬৪৮
১৮৫৭	১০,৬৫৯	৫৪·৭	৫ ৫৬৭	২৮·৬	৩ ২৪১	১৬·৭	১৯ ৪৬৭

(ব্যাংক অ্যাক্ট, ১৮৫৮, পৃ: XXVI) সুতরাং সঞ্চলনশীল ব্যাংক নোটের মোট সংখ্যা স্পষ্টতই হ্রাস পেয়েছিল ১৮৪৪ সাল থেকে ১৮৫৭ সালে, যদিও রপ্তানি ও আমদানির হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, বাণিজ্যিক ব্যবসা দুগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণীটি থেকে দেখা যায় ১৮৪৪ থেকে ১৮৫৭ সালে £৫ এবং £ ১০-এর ক্ষুদ্রতর নোট বেড়ে গিয়েছিল £৯,২৬৩,০০০ থেকে £ ১০, ৬৫৯,০০০ এবং এটা ঘটেছিল সে সময়ে সোনার সঞ্চলনে একটি বিশেষ রকমের বৃহৎ বৃদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ। অন্য দিকে, ১৮৫২ থেকে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর মূল্যের (£২০০ থেকে £ ১০০০) নোটের হ্রাস ঘটেছিল £ ৫,৮৫৬,০০০ থেকে £৩,২৪১,০০০-এ, তার মানে £ ২৫ লক্ষেরও বেশি হ্রাস। এর ব্যাখ্যা এই রকম :

১৮৫৪ সালের ৮ই জুন তারিখে, লণ্ডনের প্রাইভেট ব্যাংকাররা জয়েণ্ট স্টক ব্যাংক-গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিল ক্লিয়ারিং হাউজের বন্দোবস্তের মধ্যে, তার কিছুকাল পরেই চূড়ান্ত ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করা হল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে। প্রাত্যহিক ক্লিয়ারেন্সগুলি এখন সম্পন্ন করা হয়, বিভিন্ন ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানে যে অ্যাকাউণ্ট রাখে, সেই অ্যাকাউণ্ট স্থানান্তর করার মাধ্যমে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে, আগে ব্যাংকাররা তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য যে বড় বড় নোট ব্যবহার করত, সেগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল।" (ব্যাংক অ্যাক্ট, ১৮৫৮, পৃ: V)।

পাইকারি বাণিজ্য অর্থের ব্যবহার কী ন্যূনতম মাত্রা অবধি নেমে গিয়েছে, তা বোঝা যায় প্রথম গ্রন্থ (Kap. III Note 103)* পুনর্মুদ্রিত সারণীটি থেকে, যেটি ব্যাংক কমিটির সমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন 'মরিসন ডিলন অ্যাণ্ড কো' লণ্ডনের সেই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম, যেখান থেকে একজন ছোট ব্যাপারি কিনতে পারে তার সর্ববিধ পণ্যসম্ভার।

১৮৫৭ সালে ব্যাংক কমিটির সামনে তাঁর সাক্ষ্য নং ১৭৪১ ডবল্যু নিউমার্ক বলেন যে, অন্যান্য ঘটনাও সঞ্চলন-মাধ্যমের সাশ্রয় সাধনে সাহায্য করেছিল : পেনি পোস্টেজ,

* ইংরেজী সংস্করণ Ch. III পৃ ১৪০ টীকা ১

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, এক কথায় যোগাযোগের উন্নততর উপায় সমূহ; অতএব প্রায় একই পরিমাণ ব্যাংক নোটের সঞ্চলনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড এখন পারে পাঁচ-ছয় গুণ বেশি ব্যবসা পরিচালনা করতে। এটা মূলতঃ আরও ঘটেছে £১০-এর বেশি মূল্যের নোট বাজার থেকে তুলে নেবার কারণে। স্কটল্যাণ্ড এবং আয়র্ল্যাণ্ডে, যেখানে এক পাউণ্ডের নোটেরও প্রচলন রয়েছে এবং নোটের সঞ্চলন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩১% (১৭৪৭), সেখানকার এই ঘটনাটির একটি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা নিউমার্ক এখানে পেয়ে গিয়েছেন। যুক্তরাজ্যে, এক পাউণ্ডের নোট সমেত ব্যাক নোটের মোট সঞ্চলন, বলা হয়, £৩৯০ লক্ষ (১৭৭৯)। সোনার সঞ্চলন £৭০০ লক্ষ (১৭৭০)। স্কটল্যাণ্ডে ১৮৩৪ সালে নোট সঞ্চলন ছিল £৩,১,২,০,০০০; ১৮৪৪ এ £৩০,২০,০০০; এবং ১৮৫৪-তে £৪০,৫০,০০০ (১৭৫২)।

একমাত্র এই সংখ্যাগুলি থেকেই এটা পরিষ্কার যে, নোট ইস্যু করে যে ব্যাংকগুলি, তারা ইচ্ছা করলেই সঞ্চলনশীল নোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না, যত কাল পর্যন্ত এই নোটগুলি সর্বিময়ে অর্থের সঙ্গে বিনিময়ে থাকে। [অ-রূপান্তরযোগ্য কাগুজে অর্থের কথা এখানে আদৌ বিবেচনা করা হয়নি; অ-রূপান্তর যোগ্য ব্যাংক নোট কেবল তখনি একটি সর্বজনীন সঞ্চলন মাধ্যম হতে পারে, যেখানে তা পৃষ্ঠপোষিত হয় রাষ্ট্রীয় ক্রেডিটের দ্বারা, যেমন এখন রাশিয়ায়। সেগুলি তখন পড়ে রাষ্ট্র কর্তৃক ইস্যু-কৃত অ-রূপান্তরযোগ্য কাগুজে অর্থের নিয়মাবলীর অধীনে, যা নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে প্রথম গ্রন্থে (Kap. II 2, c)* "মুদ্রা এবং মূল্যের প্রতীক"।—এঙ্গেলস।]

সঞ্চলনশীল নোটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিবর্তনের ('টার্নওভার-'এর) প্রয়োজন-সমূহের দ্বারা, এবং অতিরিক্ত প্রত্যেকটি নোট অচিরে ফিরে যায় ইস্যু-কর্তার কাছে। যেহেতু ইংল্যাণ্ডে কেবল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোটই সঞ্চলন করে পরিপ্রদানের বৈধ মাধ্যম হিসাবে, আমরা এখানে উপেক্ষা করতে পারি কান্ট্রি ব্যাংকগুলির তুচ্ছসংখ্যক, এবং কেবল স্থানীয় ভাবে চালু, নোটসমূহকে।

১৮৫৮ সালে ব্যাংক কমিটির সামনে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নর মিঃ নিভ তাঁর সাক্ষ্যে বললেন: "নং ৯৪৭ (প্রশ্ন:) আপনি যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, পাবলিকের হাতে নোটের পরিমাণ, আপনি বলছেন, একই থাকে; সেটা কি মোটামুটি ভাবে £২,০০,০০,০০০?—সাধারণ সময়ে পাবলিকের বিভিন্ন প্রয়োজন লাগে মনে হয়, £২,০০,০০,০০০। বছরে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ সময় থাকে যখন এই পরিমাণ আরো £১০,০০,০০০ থেকে £১৫,০০,০০০ বৃদ্ধি পায়। আমি বলেছি যে, পাবলিক যদি আরো চাইত, তারা সর্বদাই তা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড থেকে পেতে পারত।—"৯৪৮। আপনি বলেছেন, আতংকের সময়ে পাবলিক আপনাদের নোটের পরিমাণ হ্রাস করতে দেবে না; আমি আপনাকে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে বলছি।—আতংকের মুহূর্তগুলিতে, আমার মনে হয়, নোটগুলি প্রসঙ্গে পাবলিকের পূর্ণ ক্ষমতা থাকে নিজেদের সাহায্য

ইংরেজী সংস্করণ: Ch. III, 2C

করার ; এবং, অবশ্যই, যত দিন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর একটা দায় আছে, তারা সেই দায়টা ব্যবহার করতে পারে তার কাছ থেকে নোট নেবার জন্য।"—"১৪৯। তা হলে মনে হয়, সব সময়েই প্রয়োজন হয় £২০০,০০,০০০ পরিমাণ 'লিগ্যাল টেণ্ডার' ?—পাবলিকের হাতে £২,০০,০০,০০০ পরিমাণে নোট ; এর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। হতে পারে £ ১,৮৫,০০,০০০, £ ১,৯০,০০,০০০, £ ২,০০,০০,০০০ ইত্যাদি ইত্যাদি ; কিন্তু গড় পরিমাণ ধরলে, আপনি বলতে পারেন £ ১,৯০,০০,০০০ থেকে £ ২ ০০,০০,০০০।"

বাণিজ্যিক দুর্দশা প্রসঙ্গে লর্ড কমিটির সামনে টমাস টুকের সাক্ষ্য (C D. 1848-1857)। নং ৩০৯৪ : "ব্যাংকের কোনো ক্ষমতা নেই নিজের খুশিমত পাবলিকের হাতে সঞ্চলনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার , কিন্তু তার ক্ষমতা আছে পাবলিকের হাতে নোটের পরিমাণ কমিয়ে দেবার — অবশ্য খুব দারুণ একটা কাণ্ড ছাড়া নয়।"

নটিংহামে ৩০ বছর ধরে ব্যাংকার জে সি. রাইট প্রথমে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন কেন একটি কান্ট্রি ব্যাংকের পক্ষে পাবলিকের প্রয়োজন ও চাহিদার চেয়ে বেশি পরিমাণ নোট রাখা সম্ভব নয় এবং তার পরে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট সম্পর্কে বলেন, কিন্তু সঞ্চলনের কোনো আতিশয্য ঘটলে, তা যাবে আমানতের মধ্যে এবং ধারণ করবে একটি ভিন্নতর নাম।"

একই কথা খাটে স্কটল্যাণ্ডের বেলায়, যেখানে কাগজ ছাড়া আর কিছুই প্রায় সঞ্চলন করে না। কারণ সেখানে, এবং আয়র্ল্যাণ্ডেও, এক পাউণ্ডের নোট এখনো চালু আছে এবং "স্কচরা সোনা ঘৃণা করে।" একটি স্কটিশ ব্যাংকের ডিরেক্টর, কেনেডি, ঘোষণা করেন যে, ব্যাংকগুলি এমনকি তাদের নোট সঞ্চলন কমাতেও পারে না এবং "মনে করেন যে, যত দিন অভ্যন্তরীণ লেনদেন সম্পাদনের প্রয়োজনে নোট বা সোনার দরকার হবে, ততদিন ব্যাংকাররা, তাদের আমানতকারীদের চাহিদার মাধ্যমেই হোক কিংবা অন্য কোনো-না-কোনো আকারেই হোক, সেই পরিমাণ কারেন্সি অবশ্যই সরবরাহ করবে, যে পরিমাণ আবশ্যক হবে ঐ লেনদেনগুলির জন্য। স্কটিশ ব্যাংকগুলি তাদের কাজ-কারবার সংকুচিত করতে পারে, কিন্তু পারে না তাদের কারেন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে।" (ঐ, নং ৩৪৪৬, ৩৪৪৮)। অনুরূপ ভাবে 'ইউনিয়ন ব্যাংক অব স্কটল্যাণ্ড'-এর ডিরেক্টর, অ্যাণ্ডারসন বলেন (ঐ, নং ৩৫৭৮) : "আপনাদের নিজেদের মধ্যে" (স্কটিশ ব্যাংকগুলির মধ্যে) "চালু বিনিময়-ব্যবস্থাটা কোনো একটি ব্যাংককে ওভার-ইস্যু করা থেকে নিবৃত্ত করে কি ?—হ্যাঁ, করে, তবে বিনিময়-ব্যবস্থার চেয়েও বেশি শক্তিশালী একটি নিবর্তক আছে" (যার বস্তুত পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু করার নেই. কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেকটি ব্যাংকের নোটই যাতে গোটা স্কটল্যাণ্ডে সঞ্চলন করতে পারে, তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি কর], স্কটল্যাণ্ডে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখার রেওয়াজ সার্বজনিক ; যারই আদৌ কিছু অর্থ আছে এমন প্রত্যেকেরই একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং যে অর্থটার তার আশু প্রয়োজন নেই, সেটাই সে ঐ অ্যাকাণ্ডটে জমা রাখে, যাতে করে দিনের কাজ-কারবারের শেষে, ব্যাংকের বাইরে প্রায় কোনো অর্থই থাকে না, লোকজনের পকেটে যা থাকে তা বাদে।"

একই কথা খাটে আয়র্ল্যাণ্ডের বেলায় ; ঐ একই কমিটির সামনে ব্যাংক অব আয়র্ল্যাণ্ড-এর গভর্নর, ম্যাক ডোনেল, এর প্রভিন্সিয়াল ব্যাংক অব আয়র্ল্যাণ্ড-এর ডিরেক্টর, মারে, যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা থেকেই এটা বোঝা যায়।

নোটের সঞ্চলন যেমন ব্যাংকের কুঠুরিজাত সোনার রিজার্ভ যা নিশ্চয়ীকৃত করে এই নোটের রূপান্তরযোগ্যতা, তা থেকে নিরপেক্ষ, তেমনি আবার ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকেও নিরপেক্ষ। ১৮৪৬-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর সঞ্চলন ছিল £২,০৯,০০,০০০ এবং ঐ ব্যাংকে ধাতুপিণ্ড ছিল £১,৬২,৭৩,০০০ ; এবং ১৮৪৭-এর ৫ই এপ্রিল সঞ্চলন ভুক্ত নোট ছিল £২,০৮,১৫,০০০ আর ধাতুপিণ্ড ছিল £১,০২,৪৬,০০০। …এটা পরিষ্কার যে ৬০ লক্ষ পরিমাণ সোনা রপ্তানি হয়েছিল।—দেশে কারেন্সির কোনো সংকোচন ছাড়াই।" (J. G Kinnear, *The Crisis and the Currency*, London, 1847, p.5)। অবশ্য এটা প্রযোজ্য কেবল ইংল্যাণ্ডের বর্তমান অবস্থায়, এবং এখানেও কেবল ততটা অবধি, যতটা অবধি আইন প্রণয়নের দ্বারা নোট ইস্যু এবং ধাতু-রিজার্ভের মধ্যে ভিন্নতর সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়নি।

অতএব, ব্যবসার প্রয়োজনই কেবল প্রভাব খাটায় সঞ্চলনশীল অর্থের—নোট এবং সোনার—পরিমাণের উপরে। এখানে প্রথমে যা উল্লেখ্য, তা হল মরশুমি ওঠানামাগুলি, যেগুলি, ব্যবসার সাধারণ অবস্থা নির্বিশেষে, নিজেদের প্রতি বৎসর পুনরাবর্তিত করে, যার দরুন গত ২০ বৎসর ধরে "এক মাসে সঞ্চলন উঁচু, আরেক মাসে তা হয় নিচু, আবার কোনো এক মাসে তা থাকে মাঝামাঝি জায়গায়।" (Newmarch, B. A. 1857, No. 1650.)

এই ভাবে প্রত্যেক বছর আগষ্ট মাসে ফসলের ব্যয় মেটাবার জন্য কয়েক কোটি, সাধারণতঃ সোনার আকারে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড থেকে চলে যায় অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনে ; যেহেতু মজুরিই হচ্ছে এখানে ব্যয়ের প্রধান খাত, সেই হেতু এই কাজে ইংল্যাণ্ডে নোটের ভূমিকা কম। বছরের শেষাশেষি এই অর্থ আবার ফেরৎ বয়ে যায় ঐ ব্যাংকে। স্কটল্যাণ্ডে 'সভরেন'-এর বদলে এক পাউণ্ডের নোট ছাড়া প্রায় কিছু নেই ; এখানে তাই অনুরূপ পরিস্থিতিতে নোটের সঞ্চলন সম্প্রসারিত হয়, অর্থাৎ বছরে দুবার—মে এবং নভেম্বর—৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষে ; পক্ষকাল পরে শুরু হয় প্রতিপ্রবাহ, এবং প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায় এক মাসের মধ্যে। (Anderson, C. D. 1848/57, Nos. 3595—3600)

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট সঞ্চলনে আরো লক্ষ্য করা যায় প্রতি তিন মাস অন্তর একটা হ্রাস-বৃদ্ধি, যেটা ঘটে ত্রৈমাসিক "লভ্যাংশ" অর্থাৎ জাতীয় ঋণের উপরে সুদের বাবদে, যার দরুন ব্যাংক নোট আগে সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তার পরে আবার পাবলিকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় ; কিন্তু অচিরেই সেগুলি আবার ফেরৎ বয়ে যায়। উইগুয়েলিন [B. A. 1875, No 5169] বলেন যে নোট সঞ্চলনে এই হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ। 'ওভারেণ্ড, গুর্নে অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে কুখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মিঃ চ্যাপম্যান-এর হিসাব অনুসারে অবশ্য অর্থের বাজারে এইভাবে সৃষ্ট ব্যাঘাতের

পরিমাণ ঢের বেশি। "যখন আপনি লভ্যাংশের পূর্বানুমান অনুযায়ী সঞ্চলন থেকে £ ৬০,০০,০০০ বা £ ৭০,০০,০০০ পরিমাণ আগাম বাদ দেন, তখন অন্তবর্তী কালের জন্য কাউকে না কাউকে অবশ্যই তা সরবরাহ করার মাধ্যম হতে হবে।" (B. A. 1857, No. 5196.)

অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও স্থায়িত্বশীল হল শিল্প-চক্রের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী সঞ্চলন মাধ্যমের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি। এই প্রসঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানের আরেকজন কর্তা-ব্যক্তি মাননীয় কোয়েকার স্যামুয়েল গুর্নের বক্তব্য শোনা যাক (C. D. 1848/47 No. 2645) : "অক্টোবরের শেষে (১৮৪৭) পাবলিকের হাতে ব্যাংক নোটের পরিমাণ ছিল £ ২,০৮,০০,০০। সেই সময়ে টাকার বাজারে ব্যাংক নোটের দখল পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। ১৮৪৪-এর আইন কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধের ফলে ব্যাংক নোট পাবার অক্ষমতা থেকে উদ্ভূত আতংকই এর কারণ। বর্তমানে (মার্চ, ১৮৪৮) পাবলিকের হাতে ব্যাংক নোটের পরিমাণ হল…£ ১,৭৭,০০,০০০, কিন্তু এখন কোনো রকমের বাণিজ্যিক আতংক না থাকায় এটা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। লণ্ডনে এমন কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠান বা মহাজন নেই, যার হাতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নোট নেই।" —"২৬৫০। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর জিম্মায়…ব্যাংক নোটের পরিমাণ…সক্রিয় সঞ্চলনের একটি সম্পূর্ণ অনুপযোগী নির্দেশক, যা বিবেচনায় নেয় না…বাণিজ্যিক জগতের পরিস্থিতি এবং ক্রেডিটের পরিস্থিতি।"—'২৬৫১। "পাবলিকের হাতে সঞ্চলনের বর্তমান পরিমাণের অবস্থায় আমাদের যে-উদ্বত্তের অনুভূতি হয়। তার অনেকটাই উদ্ভূত হয় আমাদের বর্তমানের দারুণ নিশ্চলাবস্থা থেকে চড়া দাম এবং কাজ-কারবারের উত্তেজনার অবস্থায় এই £ ১,৭৭,০০,০০০ আমাদের দেবে একটি সংকোচনের অনুভূতি।"

[যত দিন ব্যবসার অবস্থা এমন থাকে যে, ধার নিয়মিত পরিশোধ হয় এবং এইভাবে ক্রেডিট অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন সঞ্চলনের সম্প্রসারণ ও সংকোচন নির্ভর করে কেবল শিল্প-পতি ও বণিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী। যেহেতু সোনার কথা অন্তত: ইংল্যাণ্ডে, পাইকারি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওঠে না এবং সোনার সঞ্চলনকে মরশুমি ওঠানামা ছাড়া, দীর্ঘকালের জন্য স্থির বলে ধরে নেওয়া যায়, সেই হেতু ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট সঞ্চলনই এই পরিবর্তনগুলির একটি যথেষ্ট রকম সঠিক পরিমাপ হিসাবে কাজ করে। সংকটের পরবর্তী নিশ্চলাবস্থার সময়ে, সঞ্চলন সবচেয়ে কম, নোতুন চাহিদার সঙ্গে, সঞ্চলনের জন্য বিপুল চাহিদা গড়ে ওঠে; সমৃদ্ধি যত বাড়ে এই চাহিদাও তত বাড়ে; অতিরিক্ত উত্তেজনা ও অতিরিক্ত ফটকাবাজির সময়ে সঞ্চলন মাধ্যমের পরিমাণ তার শিখর বিন্দুতে পৌছায়—সংকটটা আচমকা ভেঙে পড়ে এবং গতকাল পর্যন্ত যে ব্যাংক নোটের ছিল ছড়াছড়ি, তা রাতারাতি বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে উধাও হয়ে যায় বিল ডিসকাউন্টকারীরা, সিকিওরিটির বিনিময়ে অর্থ দাদনকারীরা এবং পণ্যের খরিদ্দাররা। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ডাক পড়ে সাহায্যের জন্য—কিন্তু তার শক্তিও অচিরে ফুরিয়ে যায়, কেননা ১৮৪৪-এর ব্যাংক অ্যাক্ট তাকে বাধ্য করে তার

নোট সঞ্চলন সংকচিত করতে ঠিক সেই মুহূর্তেই, যখন গোটা জগৎ জুড়ে পড়ে যায় নোটের জন্য হাহাকার ; যখন পণ্যের মালিকেরা বিক্রি করতে পারে না কিন্তু চাপে পড়ে দেনা পরিশোধের এবং প্রস্তুত থাকে যে কোনো ত্যাগের জন্য – যদি কেবল তারা পায় ব্যাংক নোট। আরেকজন ব্যাংকার যাঁর কথা আগে উল্লেখ করেছি, রাইট বলেন (ঐ, নং ২৯৩০) আতঙ্কের সময়ে দেশে আবশ্যক হয় সাধারণ সময়ের চেয়ে দুগুণ বেশি সঞ্চলন কেননা ব্যাংকার এবং অন্যান্যরা তা মজুদ করে ফেলে।"

একবার যদি সংকট ফেটে পড়ে, তখন থেকে সেটা হয়ে পড়ে কেবল পেমেন্ট-এর উপায়ের সমস্যা। কিন্তু যেহেতু এই উপায়গুলি পাবার জন্য প্রত্যেকেই অন্য কারো উপরে নির্ভর করে, এবং যেহেতু কেউই জানে না যে যখন তার 'পেমেন্ট' পাওনা হবে তখন পরবর্তী ব্যক্তি তা দিতে পারবে কিনা, সেই হেতু বাজারে প্রাপ্য 'পেমেন্ট'-এর উপায়গুলির জন্য, অর্থাৎ ব্যাংক নোটের জন্য, শুরু হয়ে যায় একটা রীতিমত হুড়োহুড়ি। প্রত্যেকেই যে যতটা হাতিয়ে নিয়ে পারে, তা মজুদ করে ফেলে, এবং এই ভাবে, ঠিক যে দিন নোটের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, সেদিনই তা উধাও হয়ে যায় সঞ্চলন থেকে। স্যামুয়েল গুর্নে হিসাব করেছেন (C. D. 1848-57 No. 1116) যে ১৮৪৮-এর অক্টোবরে, এমন একটা আতংকের কালে, তালা বন্ধ নোটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড—এঙ্গেলস]

এই প্রসঙ্গে গুর্নের যে সহযোগীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই চ্যাপম্যান ১৮৫৭ সালের ব্যাংক কমিটির সামনে জেরীর মুখে যা বলেছিলেন, তা বিশেষ ভাবে কৌতূহলকর। এখানে আমি তার প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলি একে একে উল্লেখ করছি, যদিও কয়েকটি পয়েন্টকে কেবল ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে, যেগুলি আমরা আপাতত আলোচনা করব না, পরে করব।

মিঃ চ্যাপম্যানের যা বলার আছে, তা এই :

"৪৯৬৩। আমার এ কথা বলতেও কোনো দ্বিধা নেই যে, আমি এটাকে একটা সঠিক পরিস্থিতি বলে মনে করি না যে, অর্থের বাজার থাকবে কোনো একক ধনিকের ক্ষমতার অধীনে (যেমন আছে লণ্ডনে), যাতে তিনি পারেন প্রচণ্ড অভাব ও চাপ সৃষ্টি করতে, যখন আমাদের সামনে রয়েছে সঞ্চলনের এক অতি নিম্ন অবস্থা। সেটা সম্ভব …যেখানে আছেন একাধিক ধনিক, যাঁরা সঞ্চলনী মাধ্যম থেকে তুলে নিতে পারেন £১০,০০,০০০ বা £২০,০০,০০০ পরিমাণ নোট, যদি তার দ্বারা তাঁরা কোনো উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।" —৪৯৬৫* একজন বৃহৎ ফটকা-কারবারি বিক্রি করে দিতে পারেন £১০,০০,০০০ বা £২০,০০,০০০ পরিমাণ 'কন্সল' এবং এই ভাবে এই পরিমাণ অর্থ বাজার থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারেন। প্রায় অনুরূপ একটা ঘটনা খুব সম্প্রতি ঘটেছে "এর ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড চাপ।"

৪৯৬৭। নোটগুলি তা হলে বাস্তবিকই অনুৎপাদনশীল। "কিন্তু তাতে কিছু এসে

* ১৮৯৪-এর জার্মান সংস্করণে এটা আছে : ৪৯৯৫।—সম্পাদক

যায় না, যদি তা সাধন করে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য—'ফাণ্ডগুলির দফা রফা করা, অভাব সৃষ্টি করা ; এবং তা করার মত সার্বাত্মক শক্তি তাঁর আছে।" একটা দৃষ্টান্ত : এক দিন সকালে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ অর্থের বিরাট চাহিদা দেখা দিল ; কেউ জানেনা কি তার কারণ ; এক ব্যক্তি চ্যাপম্যানের কাছে ৭% সুদে £৫০,০০০ ধার চাইল। চ্যাপম্যান অবাক হলেন, কারণ তাঁর সুদের হার অনেক কম ; তিনি রাজি হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ ব্যক্তি ফিরে এল, আরো £৫০,০০০ ধার করল ৭½%-এ, তার পরে আবার £১,০০,০০০ —৮½%-এ। তখন এমনকি চ্যাপম্যানও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তার পরে বোঝা গেল যে বাজার থেকে একটা বৃহৎ পরিমাণ অর্থ হঠাৎ তুলে নেওয়া হয়েছে। চ্যাপম্যান বললেন, "হ্যাঁ, আমি ৮% সুদে একটা বড় পরিমাণ অর্থ ধার দিয়েছিলাম ; আমি এর বাইরে যেতে ভয় পেয়েছিলাম ; আমি জানতাম না কি আসছে।"

এটা কখনো ভুলে যাওয়া চলবে না যে, যদিও ধরা হয় £১৯০ থেকে £২০০০ লক্ষ পরিমাণ নোট প্রায় নিরন্তর পাবলিকের হাতে থাকে তা হলেও এই নোটের যে অংশ সত্যিই সঞ্চলন করে, এবং অন্যদিকে, যে-অংশ ব্যাংকগুলি রিজার্ভ হিসাবে অলস করে রাখে—এই দুটি অংশ ক্রমাগত ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পরস্পরের প্রতিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। যদি এই রিজার্ভ বড় হয়, এবং তাই সত্যিকারের সঞ্চলন হয় ছোট, তা হলে, টাকার বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে, তার মানে দাঁড়াবে এই যে, সঞ্চলন আছে পূর্ণ, অর্থ আছে সুপ্রচুর ; যদি রিজার্ভ হয় ক্ষুদ্র, এবং তাই সত্যিকারের সঞ্চলন আছে পুর্ণ, তা হলে, টাকার বাজারের ভাষায়, সঞ্চলন আছে ন্যূন, অর্থ দুষ্প্রাপ্য –ভাষান্তরে, যে অংশ প্রকাশ করে অলস ধার মূলধন, সেটি ক্ষুদ্র। শিল্প-চক্রের পর্যায় থেকে নিরপেক্ষ, সঞ্চলনের প্রকৃত প্রসারণ বা সংকোচন—অবশ্য, পাবলিকের প্রয়োজনীয় পরিমাণটি একই থাকলে—ঘটে কেবল 'টেকনিক্যাল' কারণে, যেমন, সেই সেই তারিখে, যে যে দিন ট্যাক্স কিংবা জাতীয় ঋণের উপরে সুদ 'ডিউ' হয়। যখন ট্যাক্স দেওয়া হয়, তখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নোট এবং সোনা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে বয়ে আসে আর তার ফলে প্রয়োজনের পরোয়া না করে সঞ্চলনে সংকোচন ঘটে। উলটোটা ঘটে যখন জাতীয় ঋণের উপরে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) থেকে ধার নেওয়া হয় সঞ্চলনী মাধ্যম সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। পরের ক্ষেত্রে, সাময়িক ভাবে তাদের রিজার্ভ বৃদ্ধি ঘটায়, প্রাইভেট ব্যাংকগুলির সুদের হার হ্রাস পায়। সঞ্চলনী মাধ্যমের অনাপেক্ষিক পরিমাণের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই ; অবশ্য, এটা সেই ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যেটি এই সঞ্চলনী মাধ্যমকে গতিশীল করে এবং যার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটির মানে হচ্ছে ধার-মূলধনের পরকীকরণ এবং যার জন্য এটি তার ফলে মুনাফা পকেটস্থ করে।

এক ক্ষেত্রে ঘটে সঞ্চলনী মাধ্যমের সাময়িক অপসারণ, যা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড ত্রৈমাসিক ট্যাক্স এবং জাতীয় ঋণের উপরে লভ্যাংশ 'ডিউ' হবার কিছু কাল আগেই, কম সুদে অল্প-মেয়াদি ধারের সাহায্য পুষিয়ে দেয় ; নির্দিষ্ট সংখ্যার বাইরে এই যে নোট ইস্যু, প্রথমে পূরণ করে দেয় ট্যাক্স-প্রদানের ফলে সৃষ্ট শূন্যতাটি, অন্যদিকে, পরবর্তী কালে

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে সেগুলির প্রতি-প্রদানের ফলে অচিরেই সেই বাড়তি নোট, লভ্যাংশ বণ্টনের মাধ্যমে যা এসেছিল পাবলিকের হাতে, ফিরে যায় ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে।

অন্য ক্ষেত্রটিতে, ন্যূন বা পূর্ণ সঞ্চলন হচ্ছে সর্বদাই একই পরিমাণ সঞ্চলন সঞ্চলনী মাধ্যমের সক্রিয় সঞ্চলন এবং আমানতে, অর্থাৎ ধারের হাতিয়ারে ('ইনস্ট্রুমেণ্ট অব ক্রেডিট-এ) কেবল বিভিন্ন ভাবে বণ্টনের ব্যাপার।

অন্য দিকে, যদি দৃষ্টান্ত হিসাবে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে সোনার প্রবাহের ভিত্তিতে নোট ইস্যু বৃদ্ধি করা হয়, তা হলে এই নোটগুলি সাহায্য করে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর বাইরে বিল ডিসকাউণ্ট করার এবং ধার পরিশোধের মারফৎ সেগুলির আবার ঐ ব্যাংকে ফিরে আসার কাজকে, যাতে করে সঞ্চলনী নোটের অনাপেক্ষিক পরিমাণটি কেবল সাময়িক ভাবেই বৃদ্ধি পায়।

যদি ব্যবসার সম্প্রসারণের কারণে সঞ্চলন পূর্ণ হয় (যা ঘটতে পারে এমন কি দাম খুব কম থাকলেও), তা হলে বর্ধিষ্ণু মুনাফা ও বর্ধিত বিনিয়োগের দরুন ধার-মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি হবার ফলে সুদের হার আপেক্ষিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি ব্যবসার সংকোচনের কারণে বা কিংবা ক্রেডিটের অতি-প্রাচুর্যের কারণে, সঞ্চলন ন্যূন হয়, তা হলে সুদের হার কম হতে পারে যদিও দাম চড়া। (দ্রষ্টব্য হুব্বার্ড*)।

কেবল চাপের সময়েই সঞ্চলনের অনাপেক্ষিক পরিমাণ সুদের হারের উপরে বিস্তার করে একটি নির্ধারক প্রভাব। পূর্ণ সঞ্চলন পারে, হয়, ক্রেডিটের অভাবের দরুন একটি মজুদকারী মাধ্যমের চাহিদাকে প্রতিফলিত করতে (অর্থ সঞ্চলনের হ্রাসপ্রাপ্ত গতিবেগ এবং একই অর্থের এককগুলির ধার-মূলধনে অবিরাম রূপান্তরণকে গণ্য না করে) যেমন ঘটেছিল ১৮৪৭ সালে, যখন ব্যাংক আইন রদের ঘটনাটি ঘটায়নি সঞ্চলনের কোনো সম্প্রসারণ, বরং যথেষ্ট কাজ করেছিল মজুদ-করা নোটগুলিকে টেনে বার করতে এবং সেগুলিকে সঞ্চলনের প্রবাহে বইয়ে দিতে নয়তো, এমনও হতে পারে যে আরও বেশি সঞ্চলনী মাধ্যমের সত্যি সত্যিই প্রয়োজন হয় এমন অবস্থায়, যখন, ১৮৫৭ সালের মত, ব্যাংক আইন রদ করে দেবার পরে কিছু কালের জন্য সঞ্চলন বাস্তবিকই সম্প্রাসারিত হয়েছিল।

অন্যথা, সঞ্চলনের অনাপেক্ষিক পরিমাণটির আদৌ কোনো প্রভাব নেই সুদের হারের উপরে, কেননা—কারেন্সির মিতব্যয় ও গতিবেগ স্থির আছে ধরে নিলে—সুদের হার প্রথমে নির্ধারিত হয় পণ্য দাম এবং লেনদেনের পরিমাণের দ্বারা (যার দরুন এই দুটির মধ্যে একটি সাধারণ ভাবে অন্যটির প্রভাবকে নিরপেক্ষ করে দেয়), এবং সর্বশেষে, নির্ধারিত হয় ক্রেডিটের অবস্থার দ্বারা, অন্য দিকে, তা কোনোক্রমে দ্বিতীয়টির উপরে পাল্টা প্রভাব বিস্তার করেনা, এবং দ্বিতীয়তঃ, কেননা পণ্যের দাম এবং সুদ আবশ্যিক ভাবে পরস্পরের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অবস্থান করে না।

ব্যাংক সংকোচন আইনের জীবদ্দশায় (১৭৮৭—১৮১৯) উদ্বৃত্ত কারেন্সি বিদ্যমান

---

* ইং সং : পৃঃ ৫৪৯

ছিল এবং সুদের হার সর্বদাই ছিল, 'ক্যাশ পেমেন্ট' যখন আবার শুরু হয়েছিল, তখনকার চেয়ে বেশি। পরে, নোট-ইস্যু সংকোচন এবং বিল-কোটেশনের উর্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুতবেগে কমে যায়। ১৮২২, ১৮২৩ এবং ১৮৩২ সালে, সাধারণ সঞ্চলন ছিল ন্যূন, এবং সুদের হারও ছিল তাই। ১৮২৪, ১৮২৫ সালে, সঞ্চলন ছিল পূর্ণ এবং সুদের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৩০-এর গ্রীষ্মকালে সঞ্চলন ছিল পূর্ণ এবং সুদের হার ন্যূন। সোনা আবিষ্কারের সময় থেকে, গোটা ইউরোপ জুড়ে অর্থ সঞ্চলনের প্রসার ঘটে এবং সুদের হারে বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং, সুদের হার নির্ভর করে না সঞ্চলনশীল অর্থের পরিমাণের উপরে।

সঞ্চলনী মাধ্যমের ইস্যু এবং মূলধনের ধারের মধ্যে পার্থক্যটা সবচেয়ে ভাল ভাবে দেখানো যায় সত্যিকারের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায়। আমরা দেখেছি (দ্বিতীয় গ্রন্থ, তৃতীয় বিভাগ) কি ভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন অঙ্গগঠক অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিনিমিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অস্থির মূলধন গঠিত হয় বস্তুতঃ শ্রমিকদের জীবন-ধারণের উপায় উপকরণ দিয়ে, যা তাদের নিজেদের উৎপন্নেরই একটা অংশ। কিন্তু এটা তাদের দেওয়া হয় টুক্রো টুক্রো ভাবে অর্থের অঙ্কে। ধনিককে এটা অগ্রিম দিতে হয়, এবং এটা বিপুল ভাবে নির্ভরশীল ক্রেডিট-ব্যবস্থার সংগঠনের উপরে যে, পরের সপ্তাহে সে নোতুন অস্থির মূলধন দিতে পারে কিনা, আগের সপ্তাহে সে যা দিয়েছিল, সেই পুরনো অর্থ দিয়ে। এই একই কথা খাটে মোট সামাজিক মূলধনের বিবিধ অঙ্গগঠক অংশগুলির মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে যেমন পরিভোগের উপায় এবং পরিভোগের উপায়ের উৎপাদনের উপায়ের মধ্যে। সেগুলির সঞ্চলনের জন্য অর্থ, যা আমরা দেখেছি, অবশ্যই অগ্রিম-দত্ত হবে বিনীময়কারী পক্ষ দুটির উভয়ের বা একের দ্বারা। তারপরে তা থাকে সঞ্চলনে এবং বিনিময় সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরে ফিরে আসে তার কাছে, যে অগ্রিমটা দিয়েছিল, কেননা সে সেটা অগ্রিম দিয়েছিল তার সত্যিকারের বিনিয়োজিত শিল্প মূলধনের অতিরিক্ত (দ্বিতীয় গ্রন্থ, বিংশ অধ্যায় *)। বিকশিত ক্রেডিট ব্যবস্থায়, ব্যাংকারদের হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে, তারাই, অন্ততঃ নামে মাত্র হলেও, অগ্রিম দিয়ে থাকে। যা তা সঞ্চলিত করে, তা মূলধনের অগ্রিম নয়, সঞ্চলনের অগ্রিম।

চ্যাপম্যান: "৫০৬২। এমন এমন সময় হতে পারে, যখন পাবলিকের হাতে নোট, যদিও সেগুলির পরিমাণ হতে পারে বেশি তবু পাওয়া যায় না।" আতংকের সময়েও অর্থ থাকে; কিন্তু প্রত্যেকেই সতর্ক থাকে যাতে তাকে ধারযোগ্য মূলধনে, অর্থাৎ ধারযোগ্য অর্থে রূপান্তরিত করতে না হয়; সত্যিকারের খরচ-খরচার চাহিদা মেটাতে প্রত্যেকে তা ধরে রাখে।

"৫০৯৯। গ্রামীণ জেলাগুলিতে কান্ট্রি ব্যাংকাররা কি তাদের অনিয়োজিত অর্থকে পাঠিয়ে দেয় আপনাদের কাছে কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে?—হ্যাঁ।"—"৫১০০। অন্য দিকে, ল্যাংকাশায়ার এবং ইয়র্কশায়ার জেলাদুটি কি তাদের ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য

* ইং সং Vol. II, PP. 411-21

আপনাদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট চায় ?—হ্যাঁ।"—৫১০১। তা হলে সেই ভাবে দেশের এক অংশের উদ্বৃত্ত অর্থ আর এক অংশের চাহিদা মেটাবার জন্য কাজে লাগানো হয় ?—ঠিক তাই।"

চ্যাপম্যান বলেন যে, অল্পকালের মেয়াদে কন্সল ও ট্রেজারি বিলে তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ-মূলধন বিনিয়োগ করার যে প্রথা ব্যাংকগুলির মধ্যে চালু ছিল, তা সম্প্রতি প্রভূত ভাবে হ্রাস পেয়েছে—যখন থেকে এই অর্থ চাওয়া মাত্র ধার দেওয়ার, অর্থাৎ 'পেয়েব্‌লঅন-ডিম্যাণ্ড', প্রথার প্রচলন ঘটেছে। এই কাগজের উদ্দেশ্যকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই অকেজো বলে মনে করেন। সুতরাং তিনি তাঁর অর্থ বিনিয়োগ করেন নির্ভরযোগ্য বিল-অব-এক্সচেঞ্জের উপরে, যার কতকগুলি রোজই 'ডিউ' হয়, যাতে করে তিনি সব সময়েই জানেন দৈনিক তিনি কত পরিমাণ অর্থ হাতের কাছে পেতে পারেন। (৫১০১—৫১০৫)।

এমনকি রপ্তানির অগ্রগতিও নিজেকে প্রকাশ করে কমবেশি প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রে, কিন্তু বিশেষ করে ক্রেডিট-দানকারী দেশটির ক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ অর্থ-বাজারের উপরে বর্ধমান চাহিদা হিসাবে, যা অবশ্য অনুভব করা যায় না চাপের সময় ছাড়া। যখন রপ্তানি বৃদ্ধিপায়, এখন ব্রিটিশ ম্যানুফ্যাকচারকারীরা সচরাচর ব্রিটিশ পণ্যের 'কনসাইমেণ্ট'-এর ভিত্তিতে রপ্তানি-বণিকদের উপরে দীর্ঘ মেয়াদি বিল কাটে (৫১২৬)।—"৫১২৭। এমন ঘটনা কি ঘনঘন ঘটেনা যে ঐ বিলগুলি মাঝে মাঝে পুনর্বার কাটা হয় ?—[চ্যাপম্যান:] সে জিনিসটা তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখে; এই ধরনের কোনো বিল আমরা স্বীকার করি না।...আমি বিশ্বাস করি, তা করা হয়, কিন্তু সে ধরনের জিনিস নিয়ে আমি কথা বলতে পারি না।" [নিরীহ চ্যাপম্যান] "৫১২৯। যদি দেশের রপ্তানি বিপুল ভাবে বেড়ে যায়, যেমন গত বছর গিয়েছিল, ২ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ, তা হলে কি তার ফলে ঐ রপ্তানির প্রতিনিধিত্বকারী বিলগুলি ডিসকাউন্ট করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই মূলধনের চাহিদা বিপুল ভাবে বেড়ে যাবে না ?—কোনো সন্দেহ নেই।"—"৫১৩০। যেহেতু এই দেশ, নিয়মিত ভাবে, রপ্তানির জন্য বিদেশে ক্রেডিট দেয়, সেই হেতু মূলধনের একটি তদনুরূপ বৃদ্ধি কি সেই সময়ের জন্য আত্তীকৃত হয়ে যাবে না ?—এই দেশ বিপুল ক্রেডিট দেয়; কিন্তু সে আবার কাঁচামালের জন্য ক্রেডিট নিয়েও থাকে। আমেরিকা সব সময়ে আমাদের উপর বিল কাটে ৬০ দিনে, এবং অন্যান্য দেশ ৯০ দিনে।...অন্য দিকে আমরা ক্রেডিট দিই; যদি আমরা জার্মানিতে মাল পাঠাই, আমরা দিই দুমাস বা তিন মাস।

উইলসন চ্যাপম্যানকে প্রশ্ন করেন (৫১৩১) ইংল্যাণ্ডের উপর বিল অব এক্সচেঞ্জ আমদানি-কৃত কাঁচামাল ও ঔপনিবেশিক দ্রব্যাদির (জাহাজ)-বোঝাইয়ের সঙ্গে যুগপৎ কাটা হয় কিনা এবং এই বিলগুলি জাহাজ বোঝাইয়ের বিলের সঙ্গে যুগপৎ পৌছায় কিনা। চ্যাপম্যান মনে করেন এই রকমই হয়, কিন্তু এই জাতীয় "বাণিজ্যিক" লেনদেন সম্পর্কে কোনো কিছু জানেন বলে দাবি করেন না এবং সুপারিশ করেন এ ক্ষেত্রে

যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের প্রশ্ন করা হোক।—চ্যাপম্যান মন্তব্য করেন, আমেরিকায় রপ্তানি করতে "জিনিসগুলিকে পথে প্রতীকায়িত করা হয়" ৫১৩৩; এই বাগাড়ম্বরের দ্বারা না কি বোঝানো হয়েছে যে, ইংরেজ রপ্তানি-বণিক তার জিনিস বাবদ বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটে চার মাসের মেয়াদে লণ্ডনস্থ বৃহৎ মার্কিন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠাগুলির একটির উপরে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকা থেকে 'কোল্যাটারাল' প্রাপ্ত হয়।

"৫১৩৬। সাধারণ রীতি অনুসারে, অধিকতর দূরবর্তী লেনদেনগুলি কি সেই বণিকের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, যে তার জিনিস বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তার মূলধনের জন্য অপেক্ষা করে?—এমন নিজস্ব বিপুল বিত্তের অধিকারী একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে। যাদের ক্ষমতা আছে তাদের নিজেদের মূলধন বিনিয়োগ করার এবং জিনিস বাবদ কোনো অগ্রিম না নেওয়ার; কিন্তু সবচেয়ে বেশি অংশটাই কোনো কোনো সু-পরিচিত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পরিগ্রহণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় অগ্রিমে।"—"৫১৩৭। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত লণ্ডনে, লিভারপুলে বা অন্যত্র।" "৫১৩৮। সুতরাং এতে কোনো পার্থক্য হয় না যে, ম্যানুফ্যাকচারকারী তার অর্থ ব্যয় করল কিনা কিংবা সে লণ্ডনে বা লিভারপুলে একজন বণিক পেল, যে ঐ অর্থ অগ্রিম দিল কিনা, এ দেশে এটা তবু একটা অগ্রিমই?—ঠিক তাই। খুব কম ক্ষেত্রেই ম্যানুফ্যাকচারকারীর এতে কিছু করার থাকে" [কিন্তু ১৮৪৭ সালে প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে]। "দৃষ্টান্ত হিসাবে, ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাসকারী ম্যানুফ্যাকচার-কৃত জিনিসের এক কারবারি তার জিনিস কিনবে এবং তা জাহাজে পাঠাবে লণ্ডনস্থিত এক সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ, যখন লণ্ডনের প্রতিষ্ঠানটা এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় যে, সেগুলি সব 'প্যাক' করা আছে চুক্তি অনুসারে, সে তখন ভারত বা চীন বা অন্যত্র-গামী এই "মাল বাবদে লণ্ডনের এই প্রতিষ্ঠানের উপরে ছয় মাসের মেয়াদে বিল কাটে, তখন ব্যাংকিং জগতের প্রবেশ ঘটে এবং তার হয়ে ঐ বিলটি ডিসকাউণ্ট করে দেয়; যাতে করে, যে সময়ে তাকে ঐ জিনিসগুলির জন্য অর্থ দিতে হবে, তার মধ্যে গোটা অর্থটাই তার হাতে এসে গিয়েছে ঐ বিলটি ডিসকাউণ্ট করার মাধ্যমে।"—"৫১৩৯। যদিও তার অর্থ আছে, তবু ব্যাংকার তার নিজের অর্থ থেকে ব্যয় করছে?—ব্যাংকার **বিলটি পেয়েছে, ব্যাংকার বিলটি কিনেছে;** সে তার ব্যাংকিং মূলধনকে ঐ ভাবে ব্যবহার করে, অর্থাৎ বাণিজ্যিক বিল ডিসকাউণ্ট করার কাজে।" [দেখা যাচ্ছে এমনকি চ্যাপম্যান পর্যন্ত বিল ডিসকাউণ্টকে অর্থের অগ্রিম বলে গণ্য করেন না, গণ্য করেন পণ্যের ক্রয় বলে।—এঙ্গেলস]—"৫১৪০। তবু সেটা লণ্ডনে টাকার বাজারের উপরে রচনা করে চাহিদার একটা অংশ?—নিঃসন্দেহে; এটাই হচ্ছে টাকার বাজারের এবং ব্যাংক অব ইংলণ্ড-এর প্রধান কর্মবস্তু। এই বিলগুলি পেয়ে আমরা যেমন খুশি হই, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডও তেমন খুশি হয়, কারণ তাঁরা জানেন সেগুলি উত্তম সম্পত্তি।"—"৫১৪১। এই ভাবে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারের উপরে চাহিদাও বৃদ্ধি পায়?—দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে, আমরাও" (চ্যাপম্যানেরাও) "তার অংশ গ্রহণ করি।"—"৫১৪২। তা হলে যখন মূলধনের এই বিবিধ বিনিয়োগ-ক্ষেত্রগুলি

হঠাৎ বেড়ে যায়, অবশ্যই স্বাভাবিক ফল এটাই ঘটে যে সুদের হার আরও চড়ে যায়?—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

৫১৪৩-এ চ্যাপম্যান "ঠিক বুঝতে পারেন না যে, আমাদের বৃহৎ পরিমাণ রপ্তানির অবস্থায় আমাদের ধাতুপিণ্ডের পক্ষে এত যৌক্তিকতা আছে।"

৫১৪৪-এ মাননীয় উইলসন প্রশ্ন করেন: এমন কি হতে পারে না যে, আমাদের আমদানি বাবদে যে-ক্রেডিট নিই, আমাদের রপ্তানি বাবদে আমরা তার চেয়ে বেশি ক্রেডিট দিই?—এ ব্যাপারে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। যদি এক ব্যক্তি তার ভারতে প্রেরিত ম্যাঞ্চেস্টার পণ্যের বাবদে গ্রহণ করে, তা হলে আপনি দশ মাসের কম মেয়াদে গ্রহণ করতে পারেন না। আমেরিকার তুলা বাবদে আমাদের তাকে দাম দিতে হয়েছে (সেটা সম্পূর্ণ সত্য) ভারতে আমাদের দেবার কিছুকাল আগেই; কিন্তু তবু এটা বরং তার প্রক্রিয়ায় মার্জিত।',—"৫১৪৫। গত বছর আমাদের তৈরি মালের রপ্তানি খাতে আমরা যেমন ২কোটি পাউণ্ড পরিমাণ একটি বৃদ্ধি পেয়েছিলাম এ বছরেও যদি তেমন পাই, তা হলে আমরা তার আগে নিশ্চয়ই কাঁচামালের আমদানি খাতে আমরা একটি বৃহৎ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিলাম" (এবং এই ভাবে অতিরিক্ত রপ্তানিকে ইতিমধ্যেই অভিন্ন করে ফেলা হয় অতিরিক্ত আমদানির সঙ্গে, এবং অতি-উৎপাদনকে অতি-বাণিজ্যের সঙ্গে) "যাতে করে ঐ বর্ধিত পরিমাণ জিনিসের প্রতিপূরণ করা যায়?—কোনো সন্দেহ নেই।" —"৫১৪৬। আমাদের দিতে হবে একটা বড় রকমের 'ব্যালান্স', যার মানে, ব্যালান্সটা সে সময়ে নিঃসন্দেহে যাবে আমাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আমেরিকার সঙ্গে··· বিনিময় হয় আমাদের অনুকূলে, এবং বিগত কিছুকাল ধরে আমরা আমেরিকা থেকে পেয়ে আসছি ধাতুপিণ্ডের বড় বড় চালান।"

৫১৪৮। নামজাদা সুদখোর চ্যাপম্যানকে উইলসন জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি তাঁর চড়া সুদের হারকে বিরাট সমৃদ্ধির একটি চিহ্ন এবং একটি চড়া হারের মুনাফা বলে গণ্য করেন না? এই ভাড়টির সরলতায় স্পষ্টতই আশ্চর্যই হয়ে, চ্যাপম্যান অবশ্যই এটা স্বীকার করে নেন, কিন্তু যথেষ্ট সততার সঙ্গে যোগ করে দেন: "কেউ কেউ আছেন, যাঁরা নিজেদের সাহায্য করতে পারেন না তাঁদের বিবিধ চুক্তি আছে, এবং সেগুলি পূরণ করতেই হবে · লাভজনক হোক আর না হোক; কিন্তু" (সুদের চড়া হার) "অব্যাহত থাকলে তা বোঝাবে সমৃদ্ধি।"—দু জনেই ভুলে গিয়েছেন যে সুদের চড়া হার আরো বোঝাতে পারে, যেমন বুঝিয়েছিল ১৮৫৭ সালে যে দেশ বিপন্ন হচ্ছে চলমান ক্রেডিট সওয়ারদের দ্বারা, যারা চড়া হারে সুদ দিতে পারে কেননা তারা তা দেয় অন্য লোকের পকেট থেকে (যার দ্বারা তারা অবশ্য নির্ধারণ করে দিতে সাহায্য করে সকলের জন্য, সুদের হার) এবং ইত্যবসরে তারা পূর্বানুমিত মুনাফার উপরে জীবন যাপন করে রাজকীয় আড়ম্বরে। যুগপৎ, ঠিক এটাই প্রসঙ্গতঃ সৃষ্টি করতে পারে ম্যানুফ্যাকচারকারী ও অন্যান্যদের জন্য একটি খুবই মুনাফাজনক ব্যবসা। ধার ব্যবস্থার দরুন, প্রতিদান হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ ছলনা পূর্ণ। এ থেকে নিচেকার ব্যাপারটিরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যার

কোনো ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে, কেননা যখন স্নদের হার উঁচু, তখন এই ব্যাংক ডিসকাউন্ট করে নিচু হারে।

"৫১৫৬।" চ্যাপম্যান বলেন, "আমি বলব যে বর্তমান মুহূর্তে, যখন এত দীর্ঘকাল ধরে আমাদের রয়েছে উঁচু হারের একটি সুদ, তখন আমাদের ডিসকাউন্ট হয়েছে, তার সর্বাধিক।" চ্যাপম্যান এই মন্তব্যটি করেছিলেন ১৮৫৭-র ২১শে জুলাই, বিপর্যয়ের মাস দুয়েক আগে।—"৫১৫৭। ১৮৫২ সালে" [যখন সুদের হার ছিল নিচু] "ডিসকাউন্ট এত বেশি ছিল না।" কারা তখন ব্যবসার অবস্থা ছিল বাস্তবিকই অনেক ভাল।

"৫১৫৯। যদি বাজারে থাকে অর্থের একটা বড় প্লাবন···এবং ব্যাংক-রেট থাকে ন্যূন, তা হলে আমরা পাব অল্পতর সংখ্যক বিল।···১৮৫২ সালে অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। দেশের তখনকার রপ্তানিও আমদানি আজকের তুলনায় কিছুই ছিল না।" —"৫১৬১। ডিসকাউন্টের এই উঁচু হারের অবস্থায়। আমাদের ডিসকাউন্টগুলি ১৮৫৪ সালে যেমন ছিল, তেমন বৃহৎ।" [যখন সুদের হার ছিল ৫ এবং ৫½ % এর মধ্যে।]

চ্যাপম্যানের সাক্ষ্যের এক খুবই মজাদার অংশে প্রকাশ পায় কেমন করে এই লোকগুলি বাস্তবিকই পাবলিকের অর্থকে নিজেদের অর্থ বলে গণ্য করেন এবং নিজেদের জন্য ধরে নেন তাদের দ্বারা ডিসকাউন্ট করা বিল অব এক্সচেঞ্জগুলির নিরন্তর রূপান্তরযোগ্যতা। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি প্রকাশ করে পরম সরলতা। এটা হয়ে পড়ে আইন প্রণয়নের বাধ্য-বাধকতা বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক গৃহীত বিলগুলিকে সব সময়ে রূপান্তরযোগ্য রাখা, বিল-ব্রোকারদের জন্য ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড যাতে সব অবস্থাতেই রি-ডিসকাউন্ট করে, তা নিশ্চিত করা। কিন্তু তবু ১৮৫৭ সালে এই ধরনের তিনটি বিল দেউলিয়া হয়ে যায়, যেগুলির দায় ছিল প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং এই ঋণগুলির তুলনায় তাদের নিজেদের অতি তুচ্ছ পরিমাণ মূলধন।—"৫১৭৭। আপনি কি মনে করেন যে সেগুলি" (অর্থাৎ বারিংস্ বা লয়েডস এর দ্বারা গৃহীত বিলগুলি) হওয়া উচিত ছিল বাধ্যতামূলক ভাবে ডিসকাউন্টযোগ্য—ঠিক যে ভাবে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট সোনার সঙ্গে বাধ্যতা-মূলক ভাবে বিনিময়যোগ্য, সেই ভাবে?—আমি মনে করি এটা হবে খুবই শোচনীয় জিনিস যদি এগুলি রূপান্তরযোগ্য না হয়; একটা চরম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যে একজন লোক, যাঁর হাতে আছে 'স্মিথ, পেন অ্যাণ্ড কোং কিংবা 'যোন্স, লয়েড অ্যাণ্ড কোং'-এর গ্রহণ-পত্র ('অ্যাক্সেপ্টান্স'), তিনি তাঁর পেমেন্ট বন্ধ করে দেবেন, কেননা তিনি সেগুলি ডিসকাউন্ট করিয়ে নিতে পারেন নি।"—"৫১৭৮। মেসার্স বারিং এর চুক্তিটি কি একটি বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেবার চুক্তি নয়, যখন বিলটি পরিশোধের সময় হবে?—সেটা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু মেসার্স বারিং যখন তাঁরা সেই চুক্তিটি করেন, এবং অন্য প্রত্যেকজন বণিক যিনি চুক্তি করেন, কখনো স্বপ্নেও ভাবেন না যে তাঁরা তা দেবেন 'সভরেন'-এর মাধ্যমে; তাঁরা আশা করেন তারা তা দেবেন ক্লিয়ারিং হাউজে।"—"৫১৮০। আপনি কি মনে করেন এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত যার সাহায্যে পাবলিক, বিল 'ডিউ' হবার আগেই, অর্থ দাবি করার অধিকার পাবে, অন্য কারো উপরে সেটা ডিস-

কাউন্ট করার ভার দিয়ে ?—না, গ্রহণকারীর কাছ থেকে নয় ; তবে যদি আপনি বলতে চান যে আমাদের বাণিজ্যিক বিলগুলি ডিসকাউন্ট করিয়ে নেবার সম্ভাবনা থাকবে না, তা হলে গোটা ব্যবস্থাটাই আমাদের পাল্‌টে ফেলতে হবে।"—"৫১৮২। তা হলে আপনি মনে করেন যে তা" (বাণিজ্যিক বিল) "অর্থে রূপান্তরযোগ্য হওয়া উচিত, ঠিক যেমন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট রূপান্তরযোগ্য হওয়া উচিত সোনায় ?—অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে তাই মনে করি –কতকগুলি অবস্থায়।" —৫১৮৪। তা হলে আপনি মনে করেন কারেন্সির সংস্থানগুলি এমন ভাবে গঠিত হওয়া উচিত যে একটি সংশয়াতীত চরিত্রের বিল অব একচেঞ্জ সর্বদাই নোটের মত অর্থের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য হয় ?—হ্যাঁ, তাই।"—"৫১৮৫। আপনি বলতে চান না যে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড কিংবা কোনো ব্যক্তি বিশেষকে আইনতঃ বাধ্য করা উচিত সেটা বিনিময় করে দিতে ?—আমি বলতে চাই যে, কারেন্সির জন্য একটি বিল রচনা করতে, আমাদের এমন সংস্থান করা উচিত যাতে করে দেশের বিল অব এক্সচেঞ্জগুলির অ-রূপান্তরযোগ্যতার সম্ভাবনা নিবারিত হয় ; ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য ও বৈধ।"—এই হল ব্যাংক নোটের রূপান্তর-যোগ্যতার সঙ্গে তুলনীয় বাণিজ্যিক বিলের রূপান্তরযোগ্যতা।

"৫১৯০। কেবল দেশের অর্থের ব্যাপারিরাই বস্তুতঃ পক্ষে পাবলিকের প্রতিনিধিত্ব করে।" ঠিক যেমন চ্যাপম্যান পরে করেছিলেন ডেভিডসন মামলায় সাময়িক আদালতের সমক্ষে। দেখুন 'গ্রেট সিটি ফ্রডস' (*Great City Frauds*) *

"৫১৯৬। ত্রৈমাসিক সময়কালে" (যখন লভ্যাংশ দেওয়া হয়) "এটা ···চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় যে আমরা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে যাব। যখন আপনি লভ্যাংশের পূর্বানুমানে আগামের £৬০,০০,০০০ বা £ ৭০,০০,০০০ সঞ্চলন থেকে বিয়োগ করেন, তখন অন্তর্বর্তী কালে সেটার যোগান দেবার জন্য অবশ্যই কাউকে মাধ্যম হতে হবে।" [এখানে তা হলে প্রশ্নটা অর্থের যোগান দেবার, মূলধনের বা ধার মূল ধনের যোগান দেবার নয়]।

"৫১৬১। আমাদের বাণিজ্যিক মণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত প্রত্যেকেই জানেন যে যখন আমরা এমন একটা অবস্থায় পড়ি যে আমরা এক্সচেকার বিল বিক্রি করাও অসম্ভব বলে দেখি, যখন ইণ্ডিয়া বণ্ডগুলি পুরোপুরি অকেজো, যখন আপনি ডিসকাউন্ট করতে পারেন না প্রথম বাণিজ্যিক বিলগুলি, তখন তাঁদের মনে অবশ্যই দেখা দেবে প্রবল উদ্বেগ, যাদের ব্যবসা তাঁদের দায়ী করে চাওয়া মাত্র দেশের সঞ্চলনী মাধ্যমের সাহায্যে প্রাপ্য পরিশোধ করতে, যা সমস্ত ব্যাংকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তখন, তার ফল দাঁড়ায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার রিজার্ভ দ্বিগুণ করতে বাধ্য করা! কেবল দেখুন তার প্রতিক্রিয়া সারা দেশ জুড়ে কি হয়, প্রত্যেক কান্ট্রি ব্যাংক, সংখ্যায় হবে প্রায় ৫০০, তার লণ্ডন প্রতিনিধিকে তাগাদা দেবে £ ৫০০০ পরিমাণ ব্যাংক নোট পাঠাবার জন্য। এমন একটি সীমিত অঙ্ককে গড়

* S. Laing. *New Series of the Great City Frauds of Cole, Davidson, and Cordon*, London.—Ed.

হিসাবে ধরলেও, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি পান £ ২৫,০০,০০০; যাকে তুলে নিতে হবে সঙ্কলন থেকে। সেটা কি ভাবে যোগান দেওয়া হবে?”

অন্য দিকে, প্রাইভেট ধনিকেরা, যাদের অর্থ আছে তারা কোনো সুদেই তা হাত ছাড়া করবে না কেননা চ্যাপম্যানের মতই তারা বলবে, “৫১৯৫। আমাদের যখন দরকার হবে তখন অর্থ পাব কিনা এই সন্দেহ নিয়ে থাকার চেয়ে বরং আদৌ কোনো সুদ পাবনা তাও ভাল।”

“৫১৭৩। আমাদের ব্যবস্থাটা এই: আমাদের আছে £ ৩০০,০০০,০০০ পরিমাণ দায়, যে কোনো মুহূর্তে ডাক পড়তে পারে দেশের মুদ্রায় তা মিটিয়ে দেবার, এবং দেশের মুদ্রা, যদি তার সবটাই প্রতিস্থাপিত হয়, তবে তার পরিমাণ দাঁড়ায় £ ২,৩০,০০,০০০, কিংবা অন্য কিছু; এটা কি এমন একটা অবস্থা নয়, যা যে কোনো মুহূর্তে আমাদের উথাল পাথাল করে দিতে পারে?” এই কারণেই সংকটের কালে ক্রেডিট ব্যবস্থা থেকে সহসা আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন।

সংকটের সময়ে অভ্যন্তরীন সংকট ছাড়া শোনা যায় অর্থের পরিমাণের কথা যতটা তা ধাতু পিণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সর্বজনীন অর্থের কথা। আর ঠিক এই জিনিসটাকেই চ্যাপম্যান বাদ দিয়েছেন; তিনি বলেছেন কেবল ২ কোটি ৩০ লক্ষ পরিমাণ ব্যাংক নোটের কথা।

একই চ্যাপম্যান: ‘৫২১৮। অর্থের বাজারে বিশৃংখলার প্রাথমিক কারণ” (১৮৪৭ এর এপ্রিলে, এবং পরে অক্টোবরে)” নিঃসন্দেহে ছিল অর্থের পরিমাণে যা আবশ্যক ছিল আমাদের বিনিময় নিয়মিত করার জন্য, উক্ত বছরটির অস্বাভাবিক আমদানি সমূহের ফলশ্রুতির কারণে।”

প্রথমত:, বিশ্ব বাজার অর্থের এই রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে তার ন্যূনতম পরিমাণে। দ্বিতীয়তঃ, তা একই সঙ্গে কাজ করেছিল ক্রেডিট অর্থ, ব্যাংক নোট ইত্যাদির রূপান্তর যোগ্যতার ‘সিকিওরিটি’ হিসাবে। এই ভাবে তা যুক্ত করে ছিল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজকে, যাদের উভয়ই, অবশ্য, উদ্গত হয় অর্থের প্রকৃতি থেকে, কেননা আসল অর্থ সর্বদাই হচ্ছে বিশ্ব বাজার অর্থ, এবং ক্রেডিট অর্থ সর্বদাই ভর করে বিশ্ব বাজার অর্থের উপরে।

১৮৪৭ সালে, ১৮৪৪ সালের ব্যাংক আইনের রদ ছাড়া, “ক্লিয়ারিং হাউজগুলি নিষ্পত্তি হত না।” (৫২২১)

যাই হোক, চ্যাপম্যান আসন্ন সংকটের একটু আভাস পেয়েছিলেন। “৫২৩৬। টাকার বাজারে এমন কতকগুলি অবস্থা আছে (এবং বর্তমান সময়টা তা থেকে খুব দূরে নয়), যখন টাকা হয় চরম দুষ্প্রাপ্য এবং অবশ্যই শরণ নিতে হয় ব্যাংকের।”

৫২৩৯। ১৮৪৭ এর অক্টোবরের, শুক্রবার শনিবার এবং সোমবার, ১৯,২০ এবং ২২ তারিখে ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) থেকে আমরা যে পরিমাণগুলি নিয়েছিলাম, সে প্রসঙ্গে আমরা কেবল ধন্য হয়ে ছিলাম পরের বুধবার বিলগুলি ফেরৎ পেয়ে; আতংক পার হয়ে

যাবার পরে টাকাটা আমাদের কাছে সরাসরি ফিরে এসেছিল. মঙ্গলবার, ২৩ শে অক্টোবর ব্যাংক আইন রদ হল এবং সংকট এই ভাবে কেটে গেল।

চ্যাপম্যানের ধারণা যে লণ্ডনের উপরে যুগপৎ চালু বিলগুলির পরিমাণে ১০ কোটি পাউণ্ড বা ১২ কোটি পাউণ্ড। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি উপরে করা স্থানীয় বিলগুলির এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

"৫২৮৭। যেখানে ১৮৯৬-এর অক্টোবরে পাবলিকের হাতে নোটের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল £ ২,১১,৫৫,০০০, তখন অর্থ পেতে দেখা দিয়েছিল অস্বাভাবিক সমস্যা; যদিও পাবলিকের হাতে ছিল এত বেশি, আমরা তা স্পর্শ করতে পারিনি।" এটা ঘটেছিল। ভয়ের কারণ যা দেখা দিয়েছিল ইস্টার্ন ব্যাংক কিছু কাল ধরে (মার্চ, ১৮৫৬) যে চরম চাপে পড়েছিল, তার জন্য।

৫২৯০-৯২। যখনি আতংক কেটে গেল, তখনি "সমস্ত ব্যাংকার, যারা তাদের মুনাফা সংগ্রহ করত সুদ থেকে, তারা আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থ নিয়োগ করতে লাগল।

৫৩০২। যখন ব্যাংক রিজার্ভ হ্রাস পায় তখন যে উদ্বেগ দেখা যায় তাকে চ্যাপম্যান আমানত সম্পর্কে আশংকা বলে ব্যাখ্যা করেন না; বরং যারা সকলে আচমকা বাধ্য হতে পারে বড় বড় অঙ্কের অর্থ দিতে, তারা এ ব্যাপারে ভাল ভাবেই অবহিত যে,যখন বাজারে কঠোর অবস্থা দেখা দেবে, তখন তাদের স্মরণ চাইতে হবে ব্যাংকের কাছে; "এবং যদি ব্যাংকগুলির রিজার্ভ থাকে খুবই কম, তাহলে তারা আমাদের স্বাগত জানাবে না; বরং উলটো।"

প্রসঙ্গতঃ এটা লক্ষ্য করা কৌতূহলকর কেমন করে একটি প্রকৃত আয়তন হিসাবে রিজার্ভ হ্রাস পেতে থাকে। তাদের চলতি ব্যবসায়িক প্রয়োজন মেটাতে ব্যাংকগুলি ধারণ করে একটি ন্যূনতম পরিমাণ, তাদের নিজেদের হাতে আর, নয়তো, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের। বিল ব্রোকাররা "দেশের আলগা ব্যাংক-মানি" ধারণ করে কোনো রিজার্ভ ছাড়াই। এবং আমানত বাবদ তার দায় মেটাবার মত ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর আর কিছু থাকেনা—ব্যাংকার এবং অন্যান্যদের রিজার্ভ আর সেই সঙ্গে কিছু পাবলিক ডিপোজিট ছাড়া, যা সে খুবই নিচু মাত্রা অবধি নেমে যেতে দেয়, যেমন ২০ লক্ষ পাউণ্ড অবধি। কাগজে এই ২০ লক্ষ পাউণ্ড বাদে এই গোটা জালিয়াতিটার আর আদৌ কোনো রিজার্ভ নেই টানাটানির সময়ে ধাতুপিণ্ডের রিজার্ভ ছাড়া (এবং তা এই রিজার্ভটাকে কমিয়ে দেয় কেননা নিষ্ক্রমণকারী ধাতুপিণ্ডকে প্রতিস্থাপন করতে যে নোট আসে, তাকে বাতিল করতে হবে), এবং এই ভাবে সোনার প্রত্যেকটি নিষ্ক্রমণ সংকটের বৃদ্ধি সাধন করে।

"৫৩০৬। যদি লেনদেনের নিষ্পত্তি করার জন্য ক্লিয়ারিং হাউজে কোনো কারেন্সি না থাকে, তা হলে একমাত্র পরবর্তী বিকল্প যেটি আমার চোখে পড়ে, সেটি হল এক সঙ্গে মিলিত হওয়া, ফার্স্ট ক্লাস বিলে আমাদের পেমেন্টগুলি করা; ফার্স্ট ক্লাস বিল মানে

ট্রেজারি এবং মেসার্স স্মিথ, পেন ইত্যাদির উপরে বিল।" "৫০৩৭। তা হলে, সরকার যদি আপনাদের একটি সঞ্চলনী মাধ্যম না যোগাতে পারে, আপনারা নিজেদের জন্য একটি সঞ্চলনী মাধ্যম সৃষ্টি করবেন?—আমরা আর কি করতে পারি, পাবলিক আসে এবং আমাদের হাত থেকে সঞ্চলনী মাধ্যম নেয়, এ থাকে না।" "৫৩০৮। তা হলে ম্যাঞ্চেস্টারে ওঁরা যা সপ্তাহের প্রতিদিন করে থাকেন তাই আপনারা লণ্ডনে করবেন? হ্যাঁ।"

ওভারস্টোনের মূলধন সংক্রান্ত ধারনা সম্পর্কে কেলির (অ্যাটউড স্কুলের অনুগামী বার্মিংহামের মানুষ একটি প্রশ্নের উত্তরে চ্যাপম্যান যা বলেন, তা বিশেষ ভাবে চাতুর্যপূর্ণ। "৫৩১৫। এই কমিটির সামনে বলা হয়েছে যে, ১৮৪৭ সালের মত চাপে পড়লে, মানুষ অর্থের জন্য উৎকণ্ঠিত হয় না, উৎকণ্ঠিত হয় মূলধনের জন্য, এ ব্যাপারে আপনার মত কি? আমি এটা বুঝতে পারি না; আমরা কারবার করি কেবল অর্থ নিয়ে; আমি বুঝতে পারিনা আপনি এ দিয়ে কি বোঝাতে যান।"—"৫৩১৬। আপনি যদি তা (বাণিজ্যিক মূলধন) দিয়ে বোঝাতে চান অর্থের সেই পরিমাণটা যেটা একজন মানুষের নিজের থাকে তার ব্যবসায়ে, যদি সেটাকে আপনি বলতে চান মূলধন, তা হলে সেটা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, গঠন করে সেই অর্থের একটা খুবই ক্ষুদ্র অংশ, যে অর্থ সে প্রয়োগ করে তার ব্যবসায়ে পাবলিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিটের মাধ্যমে"—চ্যাপম্যানদের মধ্যস্থতার সুবাদে।

"৫৩৩৯। সম্পত্তির অভাবেই কি আমরা 'স্পিসি' পেমেন্টে পরিহার করতে বাধ্য হই—মোটেই তা নয়।...এটা ঠিক নয় যে আমরা সম্পত্তি চাই, কিন্তু এটা ঠিক যে আমরা একটা অত্যন্ত কৃত্রিম ব্যবস্থার অধীনে চলাফেরা করছি; এবং আমাদের যদি থাকে আমাদের কারেন্সির উপরে একটি বিপুল সর্বাতিশয়ী চাহিদা, তা হলে এমন ঘটনাবলীর উদ্ভব হতে পারে যা আমাদের ঐ কারেন্সি প্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। দেশের সমগ্র বাণিজ্যিক শিল্পই কি অসাড় হয়ে পড়বে? নিয়োগের সব পথই কি আমরা রুদ্ধ করে দেব?—"৫৩৩৮। যদি এই প্রশ্নটাই ওঠে যে, আমরা স্পিসি পেমেন্ট বাঁচিয়ে রাখব নাকি আমরা দেশের শিল্প বাঁচিয়ে রাখব, তা হলে আমার এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে কোনটা ছেড়ে দেব।"

"চাপ বৃদ্ধি করা এবং তার ফলের সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক নোট মজুদ করা সম্বন্ধে" (৫৩৫৮) তিনি বলেন যে এটা সহজেই ঘটতে পারে। তিনটি বৃহৎ ব্যাংকই যথেষ্ট। "৫৩৮৩। এই মহানগরীর বড় বড় লেনদেন সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি হিসাবে, এটা কি আপনার গোচরে আসেনি যে ধনিকেরা এই সংকটগুলির সুযোগ নেয় এই সব সংকটের যারা বলি হয় সেই সব লোকদের সর্বনাশ থেকে বিপুল মুনাফা কামিয়ে নেবার জন্য?—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।" এবং এই ব্যাপারে আমরা চ্যাপম্যানকে ভাল ভাবেই বিশ্বাস করতে পারি, যদিও বাণিজ্যিক ভাষায় বলতে গেলে, "সংকটের যারা বলি হয় তাদের সর্বনাশ থেকে বিপুল মুনাফা কামিয়ে" নেবার চেষ্টায় তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের ঘাড় ভেঙেছেন। কারণ যখন তাঁর সহযোগী গুর্ণে বলেন, 'ব্যবসায়ে

প্রত্যেকটি পরিবর্তন তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক, যিনি ভালভাবে অবহিত। চ্যাপম্যান বলেন, "সমাজের এক অংশ অন্য অংশ সম্পর্কে কিছুই জানেনা, ; দৃষ্টান্ত হিসাবে একজন হল ম্যানুফ্যাকচারকারী, যে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে রপ্তানি করে কিংবা তার কাঁচামাল আমদানি করে; সে কিছুই জানেনা যে ধাতুপিণ্ড নিয়ে কারবার করে, তার সম্বন্ধে।" (৫০৪৬) এবং এমনই ঘটল যে এক শুভদিনে গুর্নে এবং চ্যাপম্যান উভয়েই নিজেরাই "ছিলেন না ভাল ভাবে অবহিত" এবং হয়ে গেলেন দুর্নামগ্রস্ত দেউলিয়া।

আমরা এর আগে দেখেছি যে, নোট ইস্যু সর্ব ক্ষেত্রে মূলধনের অগ্রিম দান সূচনা করে না। ১৮৪৮ সালে বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত লর্ড কমিটির সমক্ষে টুকে কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত সাক্ষ্যটি কেবল এটাই সূচনা করে যে ব্যাংকের দ্বারা নোতুন নোট ইস্যুর মাধ্যমে সম্পাদিত হলেও তা নির্বিশেষে সূচনা করেনা যে সঞ্চলনশীল নোটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে :

"৩০৯৯। আপনি কি মনে করেন যে, দৃষ্টান্ত হিসেবে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড তার অগ্রিম বিপুল ভাবে বৃদ্ধি করতে পারে এবং তবু তার দরুন কোনো নোতুন নোট ইস্যু না হতে পারে —এটা প্রমাণ করার মত প্রচুর তথ্য আছে; সবচেয়ে জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি হল ১৮৩৫-এর ঘটনা, যখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার আমানত এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং থেকে প্রাপ্ত ধারসমূহকে ব্যবহার করেছিল পাবলিককে প্রদত্ত অগ্রিমের বিস্তার সাধনে। সে সময়ে পাবলিকের হাতে নোটের পরিমাণ বস্তুতঃ বরং হ্রাস করা হয়েছিল। এবং কতকটা এই একই রকমের অমিল লক্ষ্য করা যায় ১৮৪৬ সালে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে রেলওয়ে ডিপোজিট পেমেন্ট-এর সময়ে; সিকিওরিটিগুলি (ডিসকাউন্টে এবং ডিপোজিটে) বৃদ্ধি করা হয়ে ছিল প্রায় তিন কোটিতে, অথচ পাবলিকের হাতে নোটের পরিমাণে পড়েনি কোনো লক্ষণীয় প্রভাব।"

ব্যাংক নোট ছাড়া, পাইকারি ব্যবসায় থাকে আরেকটি সঞ্চলন মাধ্যম, যথা বিল অব এক্সচেঞ্জ। মিঃ চ্যাপম্যান আমাদের দেখিয়েছিলেন ব্যবসার প্রবাহের জন্য এটা কত জরুরি যে ভাল বিল অব এক্সচেঞ্জ সর্বত্র এবং সর্ব অবস্থায় গৃহীত হোক পেমেন্ট বাবদে। *"Gilt nicht mehr der Tausves Jontof, was soll gelten, Zeter Zeter!"** এই দুটি মাধ্যম পরস্পরের সঙ্গে কি ভাবে সম্পর্কিত?

এ ব্যাপারে গিলবার্ট লেখেন : "নোট সঞ্চলনের পরিমাণের হ্রাস সাধনের ফলে বিল সঞ্চলনের পরিমাণ অভিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই বিলগুলি দুই শ্রেণীর বাণিজ্যিক বিল এবং ব্যাংকার্স বিল……যখন অর্থ দুর্লভ হয়, ধারদাতারা বলেন, 'আমাদের উপরে বিল কাটুন, আমরা গ্রহণ করব।' এবং যখন একজন কাণ্ট্রি ব্যাংকার তার মক্কেলের জন্য

*"If the Tausves Jontof's nothing
What is left? O vile detractor!"
Heine, Disputation—Ed.*

একটি বিল ডিসকাউন্ট করেন, তাকে নগদ টাকা দেবার বদলে, তিনি তাঁকে দেবেন তাঁর নিজের ড্রাফট্ তাঁর লণ্ডন এজেন্টের উপরে একুশ দিনের মেয়াদে। এই বিলগুলি কারেন্সির কাজ করে।" (J. W. Gibart, *An Inquiry into the Causes of the Pressure etc.* P 31)

এটা কিছুটা পরিবর্তিত আকারে সমর্থন করেন নিউমার্ক B.A. 1857 No 1426 :

"বিল সঞ্চলনের পরিমাণে পরিবর্তনে এবং ব্যাংকে নোট সঞ্চলনের পরিমাণে পরিবর্তনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই···একমাত্র সুন্দর সমান ফল হচ্ছে এই যে···যখনি টাকার বাজারে কোনো চাপ পড়ে, যা বোঝা যায় ডিসকাউন্ট হারের বৃদ্ধি থেকে, তখনি বিল সঞ্চলনের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়, এবং উলটোটাও সত্য।"

যাই হোক, এমন এমন সময়ে যেসব বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটা হয়, সেগুলি কোনো মতেই গিলবার্ট কথিত কেবল অল্প মেয়াদি ব্যাংক বিল নয়। উলটো, সেগুলি বেশির ভাগই 'বিল অব অ্যাকোমোডেশন', যেগুলি মোটেই কোনো সত্যিকারের লেনদেনের কিংবা একমাত্র বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটার উদ্দেশ্যেই করা নিছক লেনদেনের প্রতিনিধিত্ব করে না ; আমরা উভয় রকমেরই পর্যাপ্ত উদাহরণ দিয়েছি। অতএব, ব্যাংক নোটের সিকিওরিটির সঙ্গে এই বিলগুলির সিকিওরিটি তুলনা করতে গিয়ে 'ইকনমিস্ট' (উইলসন) বলেন : "দাবিমাত্র পরিশোধ্য নোটসমূহকে কখনো অতিরিক্ত পরিমাণে বাইরে রাখা যায় না, কেননা এই অতিরিক্ত পরিমাণটি সর্বদাই ব্যাংকে ফিরে আসে পরিশোধের জন্য ; অন্যদিকে, 'ম্যাচিওর' হবার আগে যাচাই করার কোনো উপায় না থাকায়, দুমাসের মেয়াদি বিল ইস্যু হতে পারে বিপুল অতিরিক্ত সংখ্যায় ; যখন সেগুলি আবার প্রতিস্থাপিত হতে পারে ঐ রকমের নোতুন বিলের দ্বারা। কোনো জনসমষ্টির পক্ষে দূর-পরিশোধ্য বিলের সঞ্চলনের নিরাপত্তা স্বীকার করে নেওয়া এবং দাবিমাত্র পরিশোধ্য কাগজের সঞ্চলনে আপত্তি জ্ঞাপন করা আমাদের বিচারে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। (*Economist*, May 22, 1847, P 575)

সুতরাং ব্যাংকনোটের পরিমাণের মত, সঞ্চলনশীল বিলের পরিমাণও নির্ধারিত হয় কেবল বাণিজ্যের চাহিদার দ্বারা ; মামুলি সময়ে, ৩ কোটি ৯০ লক্ষ পরিমাণ ব্যাংক নোট সহ, পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাজ্যে চালু ছিল প্রায় ৩০ কোটি পরিমাণ বিল অব এক্সচেঞ্জ যার মধ্যে ১০ থেকে ১২ কোটি একা লণ্ডনেরই উপর। সঞ্চলনশীল বিল অব এক্সচেঞ্জ সমূহের আয়তন নোট সঞ্চলনের উপরে কোনো প্রভাব খাটায় না এবং তা প্রভাবিত হয় নোট সঞ্চলনের দ্বারা কেবল অর্থের দুর্লভতার সময়ে, যখন বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু গুণমান হ্রাস পায়। সর্বশেষে, সংকটের সময়ে, বিল সঞ্চলন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে ; কেউই পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগাতে পারেনা, কেননা প্রত্যেকেই কেবল ক্যাশ পেমেন্ট গ্রহণ করবে ; কেবল ব্যাংক নোটই, অন্তত: ইংল্যাণ্ডে, বজায় রাখে তার সঞ্চলনের সক্ষমতা, কারণ জাতি তার সমগ্র ধন নিয়ে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

আমরা দেখেছি যে, এমনকি মিঃ চ্যাপম্যানও, যিনি ১৮৫৭ সালে নিজেই ছিলেন টাকার বাজারে এক রাঘব বোয়াল, তিনিও তীব্র ভাবে অভিযোগ করেন যে লণ্ডনে এমন কয়েকজন বৃহৎ অর্থ ধনিক ছিলেন, যাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল যে-কোনো মুহূর্তে গোটা টাকার বাজারটা তছনচ করে দেবার এবং এই ভাবে ক্ষুদে টাকার ব্যাপারিদের রক্ত মোক্ষণ করে সাদা করে দেবার। তিনি বলেন, এমন কয়েক জন টাকার কুমির ছিলেন, যাঁরা ১০ বা ২০ লক্ষ মূল্যের 'কন্সল' বিক্রি করে দিয়ে এবং এই ভাবে বাজার থেকে সম পরিমাণ নোট (এবং একই সঙ্গে ধার-মূলধন) তুলে নিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন দারুণ চাপ। তিনটি বৃহৎ ব্যাংকের যৌথ পদক্ষেপই, একটি অনুরূপ কৌশলের মাধ্যমে, এই চাপকে পর্যবসিত করতে পারে একটি আতংকে।

অবশ্য, লণ্ডনে বৃহত্তম মূলধন শক্তি হল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড, তবে একটি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ায়, তাকে নিবৃত্ত থাকতে হয় তার আধিপত্যের পাশব প্রদর্শনী থেকে। যাই হোক, কি করে নিজের বাসা বাঁধতে হয় তার নানা কলা কৌশলও সে জানে, বিশেষ করে ১৮৪৪-এর ব্যাংক আইন জারি হওয়া থেকে।

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর মূলধনের পরিমাণ £১,৪৫,৫৩ ০০০ ; তা ছাড়াও তার হাতে আছে £৩০ লক্ষ পরিমাণ 'ব্যালান্স' অর্থাৎ অ-বন্টিত মুনাফা এবং সেই সঙ্গে ট্যাক্স বাবদে সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সমস্ত অর্থ, যা ঐ ব্যাংকে জমা থাকবে,যত দিন না তার প্রয়োজন হয়। আমরা যদি এর সঙ্গে যোগ করি অন্যান্য রকমের মোট আমানত, সাধারণ সময়ে প্রায় £৩ কোটি, এবং রিজার্ভ ছাড়া ইস্যু করা নোটের বহর, তা হলে আমরা দেখব যে নিউমার্ক যখন এই বিবৃতিটি দেন, তখন তিনি তাঁর হিসাবের ব্যাপারে বরং সংরক্ষণশীলই ছিলেন (B.A. 1857, No 1889) "আমি নিজে সন্তুষ্ট হয়ে ছিলাম যে, (লণ্ডন) টাকার বাজারে নিয়ত নিয়োজিত ফাণ্ডের পরিমাণকে বর্ণনা করা যায় £১,২০,০০,০০০ র মত বলে ; এবং ঐ £ ১,২০,০০,০০০ যার মধ্যে একটা বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ, ১৫ বা ২০ শতাংশের মত, আছে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর হাতে।"

যে পরিমাণে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এমন নোট ইস্যু করে, যার বাবদে তার কুঠুরিতে ধাতুপিণ্ডের রিজার্ভ নেই, সেই পরিমাণে সে সৃষ্টি করে মূল্যের বিবিধ প্রতীক, যেগুলি তার জন্য কেবল সঞ্চলন-মাধ্যমই সরবরাহ করে না, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত এমনকি কাল্পনিক মূলধনও সরবরাহ করে, রিজার্ভ-বিহীন এই নোটসমূহের নামীয় পরিমাণ অনুযায়ী। এবং এই অতিরিক্ত মূলধন দেয় অতিরিক্ত মুনাফা। ব্যাংক আইন ১৮৫৭ প্রসঙ্গে উইলসন নিউমার্ককে প্রশ্ন করেন : "১৫৬৩। এক জন ব্যাংকারের সঞ্চলন, যতদূর তা চালু রাখা যায় গড় পরিমাণটিতে, ততদূর কি তা ঐ ব্যাংকারের কার্যকরী মূলধনের সঙ্গে একটি সংযোজন নয়? নিশ্চয়ই।"—"১৫৬৪। তা হলে, সেই সঞ্চলন থেকে সে যে মুনাফাই পাক না কেন, সেটা ক্রেডিট থেকেই প্রাপ্ত : সে সত্যি সত্যিই যে মূলধনের অধিকারী, তা থেকে নয়?"—নিশ্চয়ই।"

যে সব প্রাইভেট ব্যাংক নোট ইস্যু করে, তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। ১৮৬৬ নং

থেকে ১৮৬৮ নং পর্যন্ত তাঁর উত্তরে নিউমার্ক ব্যাংকগুলি কর্তৃক ইস্যু করা সমস্ত নোটের দুই তৃতীয়াংশকে (বাকি এক তৃতীয়াংশ বাবদে তাদের রাখতে হয় ধাতুপিণ্ডের রিজার্ভ) গণ্য করেন "সেই পরিমাণ মূলধনের সৃষ্টি'' হিসাবে, কেননা এই পরিমাণ মুদ্রা বেঁচে যায়। এর ফলে ব্যাংকারের মুনাফা অন্যান্য ধনিকের মুনাফার চেয়ে বৃহত্তর না হতে পারে। ঘটনা এই যে সে মুনাফা নেয় মুদ্রার এই জাতীয় ('ন্যাশনাল') সঞ্চয় থেকে। জাতীয় সঞ্চয় পরিণত হয় ব্যক্তিগত ('প্রাইভেট') মুনাফায় - এই যে ঘটনা, তা বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিদকে এতটুকুও ধাক্কা দেয় না, কেননা মুনাফা সাধারণ ভাবেই হচ্ছে জাতীয় শ্রমের আত্মী-করণ। এর চেয়ে বেশি অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে যে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড(১৭৯৭—১৮১৭)—যার নোটগুলি ক্রেডিট ভোগ করে কেবল রাষ্ট্রের দৌলতে—সে পেমেণ্ট নেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে তথা পাবলিকের কাছ থেকে, গভর্নমেণ্ট লোনের উপরে সুদের আকারে, রাষ্ট্র তাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে সেই একই নোটকে কাগজ থেকে অর্থে রূপান্তরিত করতে এবং তারপরে তা আবার ফের রাষ্ট্রকেই ধার দিতে, সেই ক্ষমতার বলেই ?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ব্যাংকগুলির মূলধন সৃজনের অন্যান্য উপায়ও আছে। আবার নিউমার্কেরই মতে, কান্ট্রি ব্যাংকগুলি, যা আগে বলা হয়েছে, তাদের বাড়তি ফাণ্ড (অর্থাৎ ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোট) লণ্ডন বিল ব্রোকারদের কাছে পাঠাতে অভ্যস্ত ডিসকাউণ্ট-কৃত বিল অব এক্সচেঞ্জ-এর প্রতিদানে। এই বিলগুলি দিয়ে ব্যাংক তার মক্কেলদের সেবা করে, কেননা সে একটা নিয়ম মেনে চলে যে তার স্থানীয় মক্কেলদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিল অব এক্সচেঞ্জগুলি সে রি-ইস্যু করেনা, যাতে করে তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনগুলি তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে জানাজানি না হয়। লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত এই বিল-গুলি কেবল মক্কেলদের কাছে ইস্যু হবার কাজই করে না—যাদের সরাসরি লণ্ডনে পেমেণ্ট পাঠাতে হয়, যখন তারা 'লণ্ডনের উপরে ব্যাংকের নিজের ড্র্যাফট নেওয়া পছন্দ করে না, সেগুলি স্থানীয় ভাবে লেনদেন মেটাতেও সাহায্য করে, কেননা ব্যাংকারের 'এনডোর্সমেণ্ট' তাদের জন্য স্থানীয় ক্রেডিট নিশ্চিত করে। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসাবে, ল্যাংকাশায়ারে সমস্ত স্থানীয় ব্যাংকের নিজেদের নোটকে এবং ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোটের একটা বৃহৎ অংশকেই এই ধরনের বিল সঞ্চলন থেকে ঠেলে বার করে দিয়েছে। (*Ibid*,1568-1574)

অতএব আমরা দেখতে পেলাম কি ভাবে ব্যাংকগুলি ক্রেডিট ও মূলধন সৃষ্টি করে (১) তাদের নিজেদের নোট ইস্যু করে, (২) লণ্ডনের উপরে ড্র্যাফট লিখে দিয়ে যার মেয়াদ থাকে ২১ দিন কিন্তু ইস্যু করার সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে দিতে হয় নগদ টাকায় এবং (৩) ডিসকাউণ্ট করা বিল অব এক্সচেঞ্জগুলিকে পরিশোধ করে দিয়ে যেগুলি প্রথমতঃ ও মূলতঃ ক্রেডিটের দ্বারা সমন্বিত হয় ব্যাংকের 'এনডোর্সমণ্টে'-এর মাধ্যমে—অন্ততঃ যখন তা স্থানীয় জেলার ব্যাপার।

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর ক্ষমতা প্রকাশ পায় তার সুদের বাজার হার নিয়ন্ত্রণে। স্বাভাবিক তৎপরতার সময়ে, এমন ঘটতে পারে যে এই ব্যাংক তার ডিসকাউণ্ট রেট বাড়িয়ে নিবারণ করতে পারে না তার ধাতুপিণ্ড রিজার্ভ থেকে সোনার একটি বিনম্র

নিক্রমণ,[১] কারণ পরিপ্রদানের উপায়ের জন্ত চাহিদা মিটিয়ে থাকে প্রাইভেট ব্যাংক, স্টক ব্যাংক ও বিল-ব্রোকাররা, গত ত্রিশ বছরে যারা মূলধন শক্তিতে প্রভূত সমৃদ্ধ হয়েছে। এই ধরনের অবস্থায় ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডকে অবশ্যই অন্যান্য উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু ১৮৪৮-৫৭ সালের বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত কমিটির সামনে ব্যাংকার গ্লাইন (গ্লাইন, মিলস, কুরি অ্যাণ্ড কোম্পানির) যে সাক্ষ্য দেন, সংকটজনক সময়ের ক্ষেত্রে তা এখনো প্রযোজ্য :— ১০৯ দেশে প্রচণ্ড চাপের অবস্থায় ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড স্থদের হার নিয়ন্ত্রণ করে।" —"১৮১০ —অসাধারণ চাপের সময়ে…তখনি প্রাইভেট ব্যাংকার বা ব্রোকারদের ডিসকাউণ্ট তুলনামূলকভাবে সীমিত হয়ে পড়ে, তখনি তারা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের মুখাপেক্ষী হয় এবং তখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডেরই ক্ষমতাথাকে বাজার হার নিয়ন্ত্রণ করার।

যাই হোক, যেহেতু ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড হচ্ছে সরকারের রক্ষণাধীন এবং তদনুযায়ী বিশেষ অধিকার-ভোগী একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠান, সেই হেতু প্রাইভেট ব্যবসার মত বেপরোয়া ভাবে সে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। এই কারণেই ব্যাংক কমিটির কাছে (B. A. 1857) হুব্বার্ড মন্তব্য করেন : "১৮৪৪। [প্রশ্ন] এটাই কি ঘটনা নয় যে, যখন ডিসকাউণ্টের হার সর্বোচ্চ, তখন ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-ই হচ্ছে যাবার মত সবচেয়ে সস্তা জায়গা, এবং যখন তা সর্বনিম্ন, বিল ব্রোকাররই হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা পার্টি ? —[হুব্বার্ড] সেটা তো সর্বদাই হবে, কেননা ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড তার প্রতিযোগীদের মত এত নীচে নামতে পারে না, এবং যখন স্থদের হার সবচেয়ে বেশিও, তখনো তা কখনো তেমন বেশি নয়।"

কিন্তু সে যাই হোক, ব্যবসার জীবনে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন, চাপের সময়ে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড, যাকে বলা হয়, স্ক্রু-তে মোচড় দেয়, অর্থাৎ স্থদের হার— তখনি যা ছিল গড়ের উপরে—তাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। "যখনি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড স্ক্রু-তে মোচড় দেয়, তখনি সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী রপ্তানির জন্য সমস্ত ক্রয় বন্ধ হয়ে যায়… রপ্তানিকারীরা প্রতীক্ষা করে যে পর্যন্ত না দাম মন্দার নিম্নতম-বিন্দুতে নেমে যায়, এবং তখন—তার আগে নয়—তারা শুরু করে তাদের ক্রয়। কিন্তু এই-বিন্দুতে

১. ১৮৯৪ সালের ১৭ই জানুয়ারি লণ্ডনের ইউনিয়ন ব্যাংকের স্টক হোল্ডারদের সাধারণ সভায় প্রেসিডেণ্ট রিচি বিবৃত করেন যে ১৮৯৩ সালে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড ডিসকাউণ্ট বৃদ্ধি করে জুলাইয়েই ২½% থেকে আগস্টে ৩ এবং ৪%-এর, আর যেহেতু এতৎ সত্বেও তা হারালো সোনার আকারে পুরো £ ৪৫% লক্ষ, তা ব্যাংকের হার বাড়িয়ে করল ৫%, যার পরে সোনা তাতে ফিরে এলো এবং সেপ্টেম্বরে ব্যাংক-রেট কমানো হল ৪%-এ এবং অক্টোবরে ৩%-এ কিন্তু এই ব্যাংক রেট বাজারে স্বীকৃতি পেল না। "যখন ব্যাংক-রেট ছিল ৫%, ডিসকাউণ্ট রেট ছিল ৩½% এবং মানি-রেট ২½%; যখন ব্যাংক রেট নেমে হল ৪%, ডিসকাউণ্ট রেট হল ২⅜% এবং মানি রেট ১¾%; যখন ব্যাংক রেট ছিল ৩%, ডিসকাউণ্ট কমে হল ১½% এবং মানি-রেট তার চেয়ে নিচু কোনো রেটে।" (*Daily News*, January 18, 1894)—*F. E*

একবার পৌঁছে গেলেই, বিনিময়গুলি সংশোধিত হয়ে যায় মন্দার নিম্নতম বিন্দুটিতে পৌঁছানোর আগে সোনা রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। রপ্তানির অন্য জিনিস ক্রয়ের ফলে ইতিপূর্বে বাইরে প্রেরিত সোনার কিছু অংশ ফিরে আসতে পারে, কিন্তু এটা এত দেরিতে ঘটে যে (সোনার) নিষ্ক্রমণটাকে নিবারণ করতে পারে না।" (J. W. Gilbart, *An Inquiry into the Causes of the Pressure on the Money,-Market.* London 1840 P 35)—"বৈদেশিক বিনিময়ের দ্বারা কারেন্সি নিয়ন্ত্রণের আরেকটি ফল হল এই যে, চাপের মরশুমে তার পরিণতি ঘটে সুদের প্রকাণ্ড হারে।" (Loc. cit P: 40) —"বিনিময় সংশোধনের ব্যয় গিয়ে পড়ে দেশের উৎপাদনশীল শিল্পের উপরে; অন্য দিকে, এই প্রক্রিয়ার ফলে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর মুনাফা সত্যিসত্যিই বৃদ্ধি পায়—অল্পতর পরিমাণ বিত্ত দিয়ে তার ব্যবসা পরিচালনার ফলশ্রুতি হিসাবে।" (*Loc. cit.* P. 52)

কিন্তু, স্যামুয়েল গুর্নে বলেন, "সুদের হারে বড় রকমের ওঠানামা ব্যাংকার ও টাকার ব্যাপারিদের পক্ষে সুবিধাজনক—ব্যবসায়ে সব ওঠানামাই ওয়াকিবহাল লোকের পক্ষে সুবিধাজনক।" এবং এমনকি যদিও গুর্নেরা ব্যবসার সংকটাপন্ন অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে গোটা মাখনটা তুলে নেয়, যখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড একই রকম স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে না, তৎসত্ত্বেও সে-ও বেশ ভাল মুনাফাই কামিয়ে নেয়—ব্যবসার সাধারণ অবস্থা নিশ্চিত ভাবে জানবার মত বিরল সুযোগ থাকার দরুন তার ডিরেক্টরদের কব্জায় যে ব্যক্তিগত মুনাফা গিয়ে পড়ে, তার কথা না হয় উল্লেখ না-ই করা হল। ১৮৫৭ সালে লর্ড কমিটির কাছে পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, যখন ক্যাশ পেমেন্ট আবার শুরু করা হল, তখন ১৭৯৭ থেকে ১৮১৭ সাল অবধি গোটা পর্বটার জন্য ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের যে মুনাফা অর্জিত হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল এই:

বোনাস এবং বর্ধিত লভ্যাংশ	৭৪,৫১,১৩৬
মালিকদের মধ্যে বিভক্ত নোতুন স্টক	৭২,৭৬৫০০
মূলধনের বর্ধিত মূল্য	১,৪৫.৫৩,০০০
মোট	২,৯২,৮০,৬৩৬

এটা হচ্ছে £ ১,১৬,৪২,৴০০ পরিমাণ একটি মূলধনের উপরে ১৯ বছরের একটি সময় কালের জন্য। (D. Hardcastle, *Banks & Bankers,* 2nd. ed, London 1843 P. 120)। আমরা যদি ব্যাংক অব আয়ার্ল্যাণ্ড-এর মোট লাভ হিসাব করি; যে ব্যাংকটিও ১৬৯৭ সালে ক্যাশ পেমেন্ট মুলতুবি করে দিয়েছিল, তা হলে আমরা পাই এই ফল:

১৮২১ সালের রিটার্ন অনুযায়ী লভ্যাংশ	৪৭,৩৬,০৮৫
ঘোষিত বোনাস	১২,২৫,০০০
বর্ধিত অ্যাসেট	১২,১৪,৮০০
মূলধনের বর্ধিত মূল্য	৪১,৮৫,০০০
মোট	১,১৩,৬০,৮৮৫

এটা হল £ ৩০ লক্ষ পরিমাণ একটি মূলধনের উপরে। (*Ibid*, PP. 363-64*)

কেন্দ্রীভবনের কথা বলছে ! ক্রেডিট ব্যবস্থা, যার মধ্যমণি হচ্ছে তথাকথিত জাতীয় ব্যাংকগুলি এবং তাকে ঘিরে থাকে যেসব বড় বড় মহাজন ও সুদখোররা সেটাই প্রতিনিধিত্ব করে বিশাল কেন্দ্রীভবনের এবং দান করে এই পরগাছা শ্রেণীকে অপরিমেয় ক্ষমতা, কেবল কিছুকাল অন্তর অন্তর শিল্প-ধনিকদের লুণ্ঠন করতেই নয়, সেই সঙ্গে অতিশয় বিপজ্জনকভাবে সত্যিকারের উৎপাদনে ও হস্তক্ষেপ করতেও—এবং এই বাহিনীটি উৎপাদন সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং এ ব্যাপারে তার কিছু করারও নেই। ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালের আইন দুটি এই দস্যুদের বর্ধিষ্ণু ক্ষমতার প্রমাণ, যারা পরিপুষ্ট হয় ফিনান্সিয়ার এবং স্টক-ব্রোকারদের দ্বারা।

যদি এখনো কারো সন্দেহ থাকে যে এই মাননীয় দস্যুগণ শুধুমাত্র উৎপাদন ও শোষিত নিজেদেরই স্বার্থে দেশের ও বিশ্বের উৎপাদনকে শোষণ করে, তিনি নিশ্চয়ই আরো ভাল ভাবে জানতে পারবেন ব্যাংকারদের উন্নত নৈতিক মূল্য সম্পর্কে এই প্রশস্তিটি থেকে : "ব্যাংকিং, প্রতিষ্ঠানগুলি হল ......নৈতিক ও ধর্মীয় সংস্থা। কতবার তার ব্যাংকারের সতর্ক ও তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টির ভয় তরুণ ব্যবসাদারকে বিরত করেছে উচ্ছৃংখল ও অমিতব্যয়ী বন্ধুদের দলে যোগ দেওয়া থেকে ?...তার ব্যাংকারের চোখে নিজেকে ভাল রাখবার জন্য তার কী উৎকণ্ঠা ?......তার বন্ধুদের বিদ্রূপ ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক কথার তুলনায় তার ব্যাংকারের ভ্রূকুটিই কি তাকে বেশি প্রভাবিত করেনি ? প্রতারণা বা সামান্যতম ভুল বিবৃতি দানের অপরাধে অভিযুক্ত হবার ভয়ে সে কি সর্বদাই কাঁপেনি, পাছে তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, এবং তার ফলে তার 'অ্যাকোমোডেশন' সংকুচিত বা বন্ধ হয়ে যায় ? এবং সেই বন্ধুজনোচিত উপদেশ কি তার কাছে পুরোহিতের উপদেশের চেয়েও বেশি মূল্যবান হয়নি ?" (জি এম বেল, স্কটিশ ব্যাংক ডিরেক্টার, *The Philosophy of Joint Stock Banking*, লণ্ডন, ১৮৪০, পৃঃ ৪৬, ৪৭)।

*১৮৯৪ সালের জার্মান সংস্করণে এটা ১৬৩।—সম্পাদক

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

কারেন্সি নীতি এবং ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক আইন, ১৮৪৪

[আগেকার একটি রচনায়,[১৩] পণ্য দামের সঙ্গে সম্পর্কে অর্থের মূল্য প্রসঙ্গে রিকার্ডোর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে ; সুতরাং আমরা এখানে যেটুকু অপরিহার্য, ততটুকুর মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখতে পারি। রিকার্ডোর মতে, ধাতব মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হয় তার মধ্যে বিধৃত শ্রম-সময়ের দ্বারা, কিন্তু যতক্ষণ অবধি বিনিময়ে পণ্যের পরিমাণ ও দামের সঙ্গে অর্থের পরিমাণ থাকে সঠিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। যদি অর্থের পরিমাণ এই অনুপাতের চেয়ে বেশি হয়, তা হলে তার মূল্য হ্রাস পায় এবং পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় ; যদি তা সঠিক অনুপাতটি থেকে কম হয়, তা হলে তার মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের দাম হ্রাস পায়—ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বাকি সব অবস্থা সমান আছে। প্রথম ক্ষেত্রে, যে দেশে এই বাড়তি সোনা থাকে, সে সেই সোনা রপ্তানি করবে, যার মূল্যে অবচয় ঘটেছে, এবং পণ্য আমদানি করবে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সোনা বয়ে যাবে সেই সব দেশে, যেখানে তাঁর মূল্য নিরূপিত হয়েছে তার মূল্যের চেয়ে বেশিতে ; অন্য দিকে যে সব পণ্য উন-মূল্যে নিরূপিত হয়েছে, সেগুলি এসব দেশ থেকে বয়ে যাবে অন্যান্য বাজারে। যেখানে তাদের স্বাভাবিক দাম বিদ্যমান। যেহেতু এই রকম অবস্থায় "সোনা নিজেই হতে পারে, মুদ্রা বা ধাতুপিণ্ড হিসাবে, তার নিজের মূল্যের চেয়ে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর আয়তনের ধাতব মূল্যের প্রতীক, সেই হেতু এটা স্বতঃ স্পষ্ট যে, সঙ্কলনরত রূপান্তরযোগ্য ব্যাংক নোটের ভাগ্যও হবে অনুরূপ। যদিও ব্যাংক নোটগুলি রূপান্তরযোগ্য এবং সেই জন্য তার আসল মূল্য তার নামীয় মূল্যের অনুরূপ, সেই হেতু ধাতব মুদ্রা এবং রূপান্তরযোগ্য নোটের মোট কারেন্সির মূল্যের তার মোট পরিমাণ অনুযায়ী উপচয় বা অবচয় ঘটতে পারে—ইতিপূর্বে যে কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার দরুন, সঞ্চলনশীল পণ্য এবং সোনার ধাতব মূল্যের বিনিময় মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত মানের বেশি বা কম হবার ফলে।......এই যে অবচয়, সোনার সঙ্গে তুলনায় কাগজের নয়, পরন্তু সোনা এবং কাগজকে একত্রে নিয়ে, কিংবা একটি দেশের মোট কারেন্সির, এটাই হল রিকার্ডোর অন্যতম প্রধান আবিষ্কার, যেটাকে লর্ড ওভারস্টোন অ্যাণ্ড কোম্পানি কাজে লাগান এবং স্যার রবার্ট পিল এর ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ এর ব্যাংক আইনের একটি মৌল নীতিতে পরিণত করেন।" (*Loc cit* P 155)

রিকার্ডোর এই তত্ত্বটি যে ভুল, তা উল্লিখিত রচনায় দেখানো হয়েছে, ; এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই আমাদের আগ্রহ কেবল কিভাবে রিকার্ডোর বক্তব্যগুলিকে ব্যাংক-তাত্ত্বিকদের সেই গোষ্ঠীটি ব্যাখ্যা করেছিলেন, যাদের নির্দেশে উপরি উক্ত ব্যাংক আইনগুলি প্রণীত হয়েছিল, সেই ব্যাপারে।

'উনিশ শতকের বাণিজ্যিক সংকটগুলি, বিশেষ করে ১৮২৫ ও ১৮৩৬ এর মহা সংকট দুটি, রিকার্ডোর অর্থ সংক্রান্ত তত্ত্বটিতে নোতুন বিকাশ ঘটায় নি। কিন্তু তার প্রয়োগের নোতুন নোতুন ক্ষেত্র যুগিয়েছিল। এগুলি আর বিচ্ছিন্ন অর্থ নৈতিক ঘটনা মাত্র ছিলনা,

১৩. কার্লমার্কস, ***Zur kritik der politischen Oekonomie*** বার্লিন ১৮৫৯, **S 150 ff**

হিউমের মতে, ষোলো ও সতেরো শতকে মহার্ঘ্য ধাতু সমূহের অবচয়, কিংবা রিকার্ডোর মতে, আঠারো ও উনিশ শতকে কাগুজে অর্থের অবচয় ; বরং এগুলি ছিল বিশ্ব বাজারে প্রচণ্ড ঝড়, যে ঝড়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমস্ত উপাদান সমূহের সংঘাত নিজেকে মুক্ত করে দেয় এবং যার উৎপত্তি ও প্রতিকার খোঁজা হয় এই ক্ষেত্রের, অর্থ সঞ্চলনের ক্ষেত্রের, সবচেয়ে ভাসাভাসা ও অমূর্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে। যে তত্ত্বগত ধারণাটি থেকে অর্থ নৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বক্তারা অগ্রসর হন, তা বাস্তবে পর্যবসিত হয় এই অন্ধ বিশ্বাসে যে, রিকার্ডো আবিষ্কার করেছিলেন বিশুদ্ধ ধাতব কারেন্সি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী। তাঁদের পক্ষে একমাত্র যা করার ছিল, তা হল ক্রেডিট ও ব্যাংক নোট সঞ্চলনকে এই নিয়মাবলীর অধীনস্থ করা।

"বাণিজ্যিক সংকটে সবচেয়ে সাধারণ ও সুস্পষ্ট ঘটনাটি হল একটি দীর্ঘস্থায়ী সার্বিক বৃদ্ধির পরে দামের আকস্মিক সাধারণ হ্রাস। পণ্য-দামে এই সাধারণ হ্রাসকে প্রকাশ করা যায় সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কে অর্থের আপেক্ষিক মূল্যে একটি বৃদ্ধি হিসাবে, এবং একটি সাধারণ বৃদ্ধিকে অর্থের আপেক্ষিক মূল্যে একটি হ্রাস হিসাবে। দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনাটিকে কেবল বর্ণনা করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয় না।......ভিন্ন কথায় প্রকাশ করলেই সমস্যাটা বদলে যায় না, যেমন যায় না জার্মান থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করলে। রিকার্ডোর অর্থ তত্ত্বটি ছিল খুবই সময়ানুকূল কেননা তা একটা শব্দগত পুনরুক্তিকে দেয় কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি বিবৃতির চেহারা। কোথা থেকে আসে পণ্য দামে এই সময় ক্রমিক পতন ? অর্থের আপেক্ষিক মূল্যে সময়ক্রমিক উত্থান থেকে। কোথা থেকে আসে দামে এই সময় ক্রমিক বৃদ্ধি ? অর্থের আপেক্ষিক মূল্যে সময়ক্রমিক হ্রাস থেকে। সমান সত্যতা সহকারে একথাও বলা যেত যে দামের সময় ক্রমিক বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ তার সময়ক্রমিক বৃদ্ধি ও হ্রাস।......এক বার যদি, পুনরুক্তিকে স্বীকার করা হয় কার্য-কারণ সম্পর্ক হিসেবে, বাকিটা সহজেই এসে যায়। পণ্য-দামে বৃদ্ধি ঘটে অর্থ-মূল্যে হ্রাসের কারণে এবং অর্থ মূল্যে হ্রাস ঘটে, যা আমরা রিকার্ডো থেকে জেনেছি কারেন্সির অতি-সরবরাহের কারণে, অর্থাৎ কারেন্সির নিজের নিহিত মূল্য এবং পণ্যের নিহিত মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত মানের চেয়ে উপরে কারেন্সির আয়তন বৃদ্ধির কারণে। অনুরূপ ভাবে, পণ্য-দামে সাধারণ হ্রাসকে ব্যাখ্যা করা হয় কারেন্সির উন-সরবরাহের ফলে অর্থের নিহিত মূল্যের চেয়ে উপরে তার বৃদ্ধির সাহায্যে। অতএব, দাম এবং মূল্য সময়ক্রমিক ভাবে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়, কেননা সময়ক্রমিক ভাবে সঞ্চলনে অতি বেশি বা অতি কম অর্থ থাকে। যদি একটি দাম-বৃদ্ধি সংকুচিত অর্থ-সঞ্চলনের সহগামী হয়, এবং একটি দাম হ্রাস সহগামী হয় সম্প্রসারিত অর্থ সঞ্চলনের, তা হলে এতৎ সত্ত্বেও একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, সঞ্চলনে অর্থের পরিমাণ যদিও অনাপেক্ষিক ভাবে নয়, তবু আপেক্ষিক ভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে বাজারে পণ্যের আয়তনে সংকোচন বা সম্প্রসারণের ফলে - যদি তা পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করা নাও যায়। আমরা দেখছি যে, রিকার্ডোর মত অনুসারে, এই সাধারণ দাম পরিবর্তনগুলি অবশ্যই ঘটবে এমনকি যদি একটি বিশুদ্ধ ধাতব কারেন্সিও থাকে, কিন্তু সেগুলি পরপর একে

অপরকে নিরপেক্ষ করে দেয় ; যেমন, কারেন্সির উন-সরবরাহ দামে, হ্রাস, এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি, ঘটায়, কিন্তু এই রপ্তানি আবার ঘটায় বিদেশ থেকে সোনা আমদানি, যার ফলে ঘটে দাম বৃদ্ধি ; কারেন্সির অতি-সরবরাহের ফলে আবার ঘটে বিপরীত গতিক্রিয়া, যখন পণ্য আমদানি হয় এবং সোনা রপ্তানি হয়। কিন্তু যেহেতু এই সাধারণ মূল্য পরিবর্তনগুলি সত্ত্বেও, যা রিকার্ডোর ধাতব কারেন্সির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাদের দুর্দান্ত ও প্রচণ্ড রূপ, তাদের সংকট রূপ, প্রকাশ পায় বিকশিত ক্রেডিট ব্যবস্থার আমলে, সেই হেতু এটা স্ফটিক স্বচ্ছ যে ব্যাংক নোটের ইস্যু ঠিক যথার্থ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না ধাতব কারেন্সির নিয়মাবলীর দ্বারা। ধাতব কারেন্সি তার প্রতিকার পায় মহার্ঘ্য ধাতুর আমদানি ও রপ্তানিতে, যা সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চলনে প্রবেশ করে মুদ্রা হিসাবে, এবং এই ভাবে তার অন্তঃ প্রবাহ বা বহিঃ প্রবাহের দ্বারা ঘটায় পণ্য-দামে হ্রাস বা বৃদ্ধি। দামের উপরে এই একই প্রভাব এখন কৃত্রিম ভাবে প্রযুক্ত হয় ব্যাংকগুলির দ্বারা- ধাতব কারেন্সি নিয়মাবলীর অনুকরনের মাধ্যমে। যদি বিদেশ থেকে সোনা আসতে থাকে, তা হলে প্রমাণিত হয় যে কারেন্সিতে উন-সরবরাহ রয়েছে, প্রমাণিত হয় যে, অর্থের মূল্য অত্যন্ত বেশি এবং পণ্যের দাম অত্যন্ত কম, এবং কাজে কাজেই, এটাও প্রমাণিত হয় যে এখন আরো ব্যাংক-নোট সঞ্চলনে ছাড়তে হবে নোতুন আমদানিকৃত সোনার অনুপাতে। অন্য দিকে, নোট সঞ্চলন থেকে তুলে নিতে হবে দেশ থেকে রপ্তানি-কৃত সোনার অনুপাতে। অন্য ভাবে বলা যায়, ব্যাংক নোটের ইস্যু অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে মহার্ঘ্য ধাতুর আমদানি ও রপ্তানি দিয়ে বা বিনিময়-হার দিয়ে। রিকার্ডোর ভ্রান্ত ধারণা যে, সোনা কেবল মুদ্রা, এবং সেই জন্য সমস্ত আমদানি-কৃত সোনাই কারেন্সিকে স্ফীত করে, যার ফলে দাম বৃদ্ধি পায়, অন্য দিকে, সমস্ত রপ্তানি-কৃত সোনাই কারেন্সিকে সংকুচিত করে, যার ফলে দাম হ্রাস পায় - এই তত্ত্বগত ধারণাটিকে এখানে পর্যবসিত করা হয় **উপস্থিত সোনার পরিমাণের সঙ্গে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সম-পরিমাণ মুদ্রা সঞ্চলনে নিক্ষেপ করার বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।** লর্ড ওভারস্টোন ('যোনস লয়েড'-এর ব্যাংকার), কর্নেল টরেন্স, নর্ম্যান, ক্লে, অরবুথনট এবং আরো একগাদা লেখক, ইংল্যাণ্ডে যাঁদের বলা হয় 'কারেন্সি নীতির প্রবক্তা', তাঁরা কেবল এই মতবাদটা প্রচারই করেন নি, সেই সঙ্গে ১৮৪৪ এবং ১৮৪৫ সালে, স্যার রবার্ট পিল-এর ব্যাংক আইনের সাহায্যে, সফলও হয়েছেন ইংল্যাণ্ড ও স্কট-ল্যাণ্ডের ব্যাংক আইনের ভিত্তি হিসাবে তাকে গ্রহণ করাতে। জাতীয় আয়তনে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে, এর কলংকজনক ব্যর্থতা তত্ত্বগত ও কার্যগত উভয় ক্ষেত্রেই আলোচনা করা যায় কেবল ক্রেডিট সংক্রান্ত তত্ত্বের সহযোগে।" (*Loc cit*, pp. 165-68)।

এই গোষ্ঠীর সমালোচনী উপস্থিত করেন টমাস টুকে, জেমস উইলসন (১৮৪৪ থেকে ১৮৪৭-এর ইকনমিস্ট পত্রিকায়) এবং জন ফুলার্টন। কিন্তু বেশ কয়েকটি উপলক্ষে আমরা দেখেছি (এই বইয়ের অষ্টবিংশ অধ্যায়), তাঁরাও কত অসম্পূর্ণ ভাবে সোনার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং অর্থ এবং মূলধনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁরা কত অস্পষ্ট ছিলেন। পীল-এর ব্যাংক অ্যাক্ট প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সালে নিম্নতন পরিষদের কমিটির কার্যাবলী

সংক্রান্ত কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উল্লেখ করছি (B. C. 1857)। - এঙ্গেলস]

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর প্রাক্তন গভর্নর জে জি হুব্বার্ড সাক্ষ্য দেন : "২৪০০।—ধাতু-পিণ্ড রপ্তানির প্রভাব··· · পণ্যের দামের উপরে কোনো মতেই পড়ে না। এর প্রভাব পড়ে, এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে, সুদদায়ী সিকিওরিটির উপরে, কেননা সুদের হারে পরিবর্তনের সঙ্গে পণ্যের দাম, যা বিধৃত করে সেই সুদকে তাও অবশ্যই দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়।"—তিনি দুটি সারণী উপস্থিত করেন, একটি ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৩ এবং অন্যটি ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৩ অবধি সময়কাল আবৃত করে,* যা থেকে দেখা যায় যে, পনেরোটি প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনগুলি ছিল সোনা ও সুদের হার থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অন্যদিকে, তা থেকে দেখা যায় সোনার রপ্তানি এবং আমদানির মধ্যে একটি নিকট সম্পর্ক, যা বাস্তবিকই আমাদের অ-নিয়োজিত মূলধনের প্রতিনিধি" এবং সুদের হার।—"[২৪০২] ১৮৪৭ সালে মার্কিন সিকিওরিটির একটা খুব বড় পরিমাণ পুনঃপ্রেরিত হয়েছিল আমেরিকায়, এবং রুশ সিকিওরিটির একটা বড় পরিমাণ রাশিয়ায় এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সিকিওরিটি সেই সবদেশে যেখান থেকে আমরা এনেছিলাম আমাদের শস্যের সরবরাহ।"

যে পনেরোটি প্রধান দ্রব্যের উপরে হুব্বার্ড-এর সারণী দুটি ভিত্তিশীল, সেগুলির মধ্যে আছে তুলো, তুলোর সুতো, তুলোর তন্তু, পশম, পশমি কাপড়, শন, ছিট কাপড়, নীল, লৌহপিণ্ড, টিন, তামা, চর্বি, চিনি, কফি এবং রেশম।

১. ১৮৩৪—১৮৪৩

তারিখ	ব্যাংকের ধাতুপিণ্ড রিজার্ভ	ডিসকাউন্ট-এর বাজার হার	পনেরোটি প্রধান দ্রব্যের		
			দাম-বৃদ্ধি	দাম-হ্রাস	অপরিবর্তিত
১৮৩৪, মার্চ ১	£ ৯১,০৪,০০০	২¾%	—	—	—
১৮৩৫, " "	" ৬২,৭৪,০০০	৩¾%	৭	৭	১
১৮৩৬, " "	" ৭৯,১৮,০০০	৩½%	১১	৩	১
১৮৩৭, " "	" ৪০,৭৭,০০০	৫%	৫	৯	১
১৮৩৮, " "	" ১,০৪,৭১,০০০	২¾%	৪	১১	—
১৮৩৯, সেপ্টেম্বর ১	" ২৬,৮৪,০০০	৬%	৮	৫	২
১৮৪০, জুন ১	" ৪৫,৭১,০০০	৪¾%	৫	৯	১
১৮৪০, ডিসেম্বর ১	" ৩৬,৪২,০০০	৫¾%	৭	৬	২
১৮৪১, " "	" ৪৮,৭৩,০০০	৫%	৩	১২	—
১৮৪২, " "	" ১,০৬,০৩,০০০	২½%	২	১৩	—
১৮৪৩, জুন ১	" ১,১৫,৬৬,০০০	২½%	১	১৪	—

* ১৮৯৪ সালের জার্মান সংস্করণে, ১৮৫৬।—সম্পাদক

২. ১৮৪৪—১৮৫৩

তারিখ	ব্যাংকের ধাতুপিণ্ড রিজার্ভ	ডিসকাউণ্ট-এর বাজার হার	পনেরোটি প্রধান পণ্যের		
			দাম-বৃদ্ধি	দাম-হ্রাস	অপরিবর্তিত
১৮৪৪, মার্চ ১	£ ১ ৬১,৬২,000	২½%	—	—	—
১৮৪৫, ডিসেম্বর ১	" ১,৩২,৩৭,000	৪½%	১১	৪	—
১৮৪৬ সেপ্টেম্বর ১	" ১.৬৩,৬৬,000	৩%	৭	৮	—
১৮৪৭, " "	" ৯১ ৪০,000	৬%	৬	৬	৩
১৮৫০, মার্চ ১	" ১ ৭১ ২৬,000	২½%	৫	৯	১
১৮৫১, জুন ১	" ১,৩৭ ০৫,000	৩%	২	১১	২
১৮৫২, সেপ্টেম্বর ১	" ২.১৮,৫৩ 000	১¾%	৯	৫	১
১৮৫৩, ডিসেম্বর ১	" ১.৫০ ৯৩,000	৫%	১৪	—	১

এ সম্পর্কে হুব্বার্ডের মন্তব্য : "যেমন ১৮৩৪ থেকে ৪৩ পর্যন্ত দশ বছরে, তেমন ১৮৪৪ থেকে ৫৩ পর্যন্ত দশ বছরে, ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর ধাতুপিণ্ডের গতিক্রিয়াগুলির অপরিবর্তনীয় ভাবে সহগামী হয়েছিল ডিসকাউণ্ট বাবদে অগ্রিম-দত্ত অর্থের ধার-যোগ্য মূল্যে হ্রাস বা বৃদ্ধি ; এবং এ দেশে পণ্যের দামে পরিবর্তনগুলি প্রকাশ করে সঞ্চলনের পরিমাণ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, যেমন দেখা যায় ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এ ধাতুপিণ্ডের হ্রাস বৃদ্ধিতে" (Bank Acts Report, 1857, II P. 290, 291)

যেহেতু পণ্যের চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রিত করে তাদের বাজার দাম, সেই হেতু এটা এখানে পরিষ্কার হয়ে যায় সত্যিকারের "মূলধনের" জন্যে চাহিদার সঙ্গে ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনের জন্য চাহিদাকে (বরং তা থেকে সরবরাহের বিচ্যুতিকে, যা প্রকাশ পায় ডিসকাউণ্ট রেটে, তাকে একাকার করে দেখে ওভারস্টোন কী ভুলই না করেছেন। এই যে বক্তব্য যে, পণ্য দাম নিয়ন্ত্রিত হয় কারেন্সির পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তাকে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এই কথার পিছনে যে ডিসকাউণ্ট রেটে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকাশ করে সত্যিকারের বস্তুগত মূলধনের জন্য চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধিকে, যা অর্থ-মূলধনের জন্য চাহিদা থেকে আলাদা। আমরা দেখেছি, এই একই কমিটির সমক্ষে নর্ম্যান এবং ওভারস্টোন উভয়েই সত্যি সত্যিই একথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এবং বিশেষ ভাবে দ্বিতীয় জন বাধ্য হয়েছিলেন অত্যন্ত ছেঁদো কলা-কৌশলের আশ্রয় নিতে, যে পর্যন্ত না তিনি চূড়ান্ত ভাবে কোণঠাসা হন (ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়)। বাস্তবিক পক্ষে এটা একটা পুরনো বাগাড়ম্বর যে কোনো একটি দেশে সোনার উপস্থিত পরিমাণে অদল-বদল সঞ্চলন-মাধ্যমের পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিয়ে, সেই দেশের মধ্যে পণ্য-দামের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাবে। যদি সোনা রপ্তানি হয়, তা হলে, 'কারেন্সি তত্ত্ব' অনুযায়ী, সেই সোনা আমদানিকারী দেশটিতে পণ্য-দাম অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে ; এবং তার ফলে বৃদ্ধি পাবে সোনা-রপ্তানিকারী দেশটি থেকে রপ্তানির মূল্য সোনা-আমদানিকারী দেশটির বাজারে ; অন্য দিকে, সোনা-

আমদানিকারী দেশটির রপ্তানির মূল্য সোনা-রপ্তানিকারী দেশটির বাজারে হ্রাস পাবে, যখন তা বৃদ্ধি পাবে অভ্যন্তরীণ বাজারে, অর্থাৎ সোনা-প্রাপক দেশটিতে। কিন্তু, ঘটনা এই যে, সোনার পরিমাণ হ্রাস পেলে, কেবল সুদের হারেই বৃদ্ধি ঘটে; অন্যদিকে, সোনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে, কেবল সুদের হারেই হ্রাস ঘটে; এবং যদি এই ঘটনা না ঘটত যে সুদের হারে ওঠানামা প্রবেশ করে ব্যয়-দামের নির্ধারণে, কিংবা চাহিদা ও যোগানের নির্ধারণে, তা হলে পণ্যের দাম এই ওঠানামার ফলে আদৌ পরিবর্তিত হত না।

ঐ একই রিপোর্টে ভারতে ব্যবসারত এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, এন আলেক-জাণ্ডার পাঁচের দশকের মাঝামাঝি ভারতে এবং চীনে সোনার বিপুল নিষ্ক্রমণ প্রসঙ্গে এই মতামত প্রকাশ করেন। এটা ঘটেছিল অংশতঃ গৃহ-যুদ্ধের কারণে যা চীনে ইংরেজি বস্ত্রের বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিল, এবং অংশতঃ ইউরোপে রেশম-কীটের ব্যাধির কারণে, যা ইতালি ও ফ্রান্সে রেশম-কীটের প্রজনন দারুণ ভাবে কমিয়ে দিয়েছিল:

"৪৩৩৭। এই নিষ্ক্রমণ কি চীনের জন্যে বা ভারতের জন্য?—আপনি ভারতে রুপা পাঠান, এবং তার একটা মোটা অংশ দিয়ে আফিম কেনেন, যার সবটাই যায় চীনে রেশম খরিদের বাবদে ব্যয় নির্বাহের জন্য; এবং ভারতে বাজারের অবস্থায় (সেখানে রুপার সঞ্চয়ন সত্ত্বেও বণিকের পক্ষে কাপড়ের থান বা ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্যাদি পাঠানোর চেয়ে রুপা পাঠানো হবে বেশি মুনাফাজনক।" "৪৩৩৮। রুপা সংগ্রহের জন্য ফ্রান্স থেকে কি বিপুল নিষ্ক্রমণ ঘটেনি? - হ্যাঁ, খুবই বিপুল।" "৪৩৪৪। ফ্রান্স এবং ইতালি থেকে রেশম না এনে, আমরা সেখানে তা পাঠাচ্ছি বিরাট বিরাট পরিমাণে—বাংলা এবং চীন উভয় স্থান থেকেই।"

অন্য ভাবে বলা যায়, রুপা অর্থাৎ সেই মহাদেশের মুদ্রা ধাতু এশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল পণ্য দ্রব্যাদির পরিবর্তে—এই কারণে নয় যে পণ্যের দাম সে দেশে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যে দেশ তা উৎপাদন করত (ইংল্যাণ্ড), কিন্তু এই কারণে যে দাম অতি-আমদানির ফলে সে দেশে হ্রাস পেয়েছিল, যে-দেশ তা আমদানি করত; এবং এটা ঘটেছিল এই ঘটনা সত্ত্বেও যে ইংল্যাণ্ডে রুপা পেত ফ্রান্স থেকে এবং তার জন্যে শোধ দিতে হত অংশতঃ সোনায়। 'কারেন্সি তত্ত্ব' অনুযায়ী এবংবিধ আমদানির ফলে দাম পড়ে যাওয়া উচিত ছিল ইংল্যাণ্ডে এবং বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল ভারতে এবং চীনে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত। লর্ড কমিটির সামনে (C. D. 1848/57) লিভারপুলের প্রথম বণিকদের অন্যতম, ওয়াইলি, নিম্নরূপ সাক্ষ্য দেন:—"১১৯৪। ১৮৪৫-এর শেষে এমন কোনো বাণিজ্য ছিল না, যা ছিল (তুলোর সুতো তৈরির চেয়ে) অধিকতর লাভজনক এবং যাতে ছিল এত বেশি মুনাফা। তুলোর স্টক ছিল বড় এবং ভাল, উপযোগী তুলো কেনা যেত পাউণ্ড পিছু ৪পে দামে, এবং এই তুলো থেকেই সেকুণ্ডা মিউল টুইস্ট নং ৪০, প্রস্তুত হত কাটুনীর পক্ষে ঐ পরিমাণের অনধিক ব্যয়ে, ধরুন পাউণ্ড পিছু সর্বমোট ৮পে ব্যয়ে। এই সুতোর বেশির ভাগটা বিক্রি এবং চুক্তিভুক্ত হয় ১৮৪৫-এর সেপ্টেম্বরে অক্টোবরে পাউণ্ড পিছু ১০½ এবং ১১½ পেন্সে এবং অনেক ক্ষেত্রে কাটুনীরা

তুলোর প্রথম ব্যয়ের সম-পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে।"—"১৯৯৬। বাণিজ্য লাভজনক ভাবে চালু ছিল ১৮৮৬ সালের সূচনাকাল অবধি।"—"২০০০। ১৮৪৪ সালের ৩রা মার্চ তুলোর স্টক (৬,২৭,০৪২ গাঁট) ছিল আজকে এই দিনে (৩রা মার্চ, ১৮৪৮, যখন ছিল ৩,০১,০৭০) যা আছে তার দ্বিগুণেরও বেশি, এবং তবু দাম ছিল পাউণ্ড পিছু ১½ পে বেশি।" (ছিল ৫ পে, হল ৬¼ পে)—একই সময়ে সুতোর দাম, ভাল সেকুণ্ডা মিউল টুইস্ট-এর দাম, পাউণ্ড পিছু ১১½—১২ পে থেকে অক্টোবরে পড়ে গেল ৯½ পেন্সে এবং ১৮৪৭-এর ডিসেম্বরের শেষে ৭¾ পেন্সে; সুতো বিক্রি হল যে তুলো থেকে তা তৈরি তার খরিদ-দামে (*I bid* Nos. 2021 & 2022)। এ থেকে প্রকাশ পায় ওভারস্টোনের প্রাজ্ঞতার স্বার্থবুদ্ধি, যা বলে যে অর্থ হবে "মহার্ঘ্য" কেননা মূলধন হচ্ছে "দুষ্প্রাপ্য"। ১৮৪৪-এর মার্চ মাসে ব্যাংকের সুদের হার দাঁড়ালো ৩%; ১৮৪৭-এর অক্টোবরে এবং নভেম্বরে তা বেড়ে হল ৮ এবং ৯% এবং ১৮৪৮-এর ৩ রা মার্চ তখনো ৪%। যোগানের অবস্থা অনুযায়ী যা হওয়া উচিত ছিল, তুলোর দাম ছিল তার চেয়ে ঢের নিচুতে বাঁধা—বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সুদের প্রত্যাসন্ন উচ্চ হার-জনিত আতংকের কারণে। ফলে ১৮৪৮ সালে এক দিকে, আমদানিতে ঘটলো বিরাট হ্রাস এবং অন্য দিকে, আমেরিকায় হ্রাস পেল উৎপাদন; অতএব, ১৮৪৯ সালে তুলোর দামে নোতুন করে বৃদ্ধি। ওভারস্টোনের মতে, পণ্য ছিল এত মহার্ঘ্য কেননা দেশে অর্থ ছিল এত প্রচুর।

"২০০২। তুলো কারখানাগুলির অবস্থায় সাম্প্রতিক অবক্ষয় কাঁচামালের অভাবের উপরে আরোপ করা উচিত নয়, যেহেতু কাঁচামালের স্টক খুব কমে যাওয়া সত্ত্বেও, দাম মনে হয় আরো নেমে গিয়েছে।" ওভারস্টোন কেমন সুন্দর ভাবে অর্থের মূল্যের সঙ্গে অর্থাৎ সুদের হারের সঙ্গে দামকে অর্থাৎ পণ্যের মূল্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ২০২৬ নং প্রশ্নের উত্তরে ওয়াইলি কারেন্সি তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সাধারণ সিদ্ধান্তটি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন, যার ভিত্তিতে ১৮৪৭-এর মে মাসে কার্ডওয়েল এবং স্যার চার্লস উড "পূর্ণ ও সামগ্রিক রূপে ১৮৪৪-এর ব্যাংক আইনটি কার্যে পরিণত করার আবশ্যকতা ঘোষণা করেন।"—"আমার কাছে এই বিলগুলি এমন প্রকৃতির বলে মনে হয় যে তা দেবে অর্থকে একটি কৃত্রিম উচ্চ মূল্য এবং সমস্ত পণ্য ও উৎপন্নকে একটি কৃত্রিম সর্বনেশে নিম্ন মূল্য।"—সাধারণ ভাবে ব্যবসার উপরে এই ব্যাংক আইনের প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন: "যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারকারী শহরগুলি থেকে দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য বণিক ও ব্যাংকারদের উপরে আমেরিকাগামী চার মাসের মেয়াদি বিলগুলি—চার মাসের মেয়াদই হচ্ছে ড্রাফটের নিয়মিত রেওয়াজ—বিরাট ক্ষতিস্বীকার না করে ডিসকাউন্ট করা যায় না।' সেই হেতু অর্ডার কার্যকরী করা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল ২৫শে অক্টোবরের সরকারি পত্রটি অবধি (ব্যাংক আইন রদ), যখন ঐ চার মাসের মেয়াদি বিলগুলি ডিসকাউন্ট যোগ্য হল" (২০৯৭)। তা হলে আমরা দেখছি যে ব্যাংক আইন রদের ঘোষণাটি প্রদেশগুলিতেও সংবর্ধিত হয়েছিল স্বস্তির সঙ্গে।—'২১০২। গত অক্টোবরে (১৮৪৭) কদাচিৎ এখন একজন মার্কিন ক্রেতা দেখা যেত, যিনি এখানে জিনিস

কিনতেন বটে একই সঙ্গে যথাসম্ভব তাঁর অর্ডারগুলিকে কাটছাঁট করতেন ; এবং যখন অর্থের দুর্মূল্যতা সম্পর্কে আমাদের প্রেরিত সংবাদ আমেরিকায় পৌঁছলো, সমস্ত নোতুন অর্ডার বন্ধ হয়ে গেল - "২১৩৪। শস্য আর চিনি ছিল বিশেষ (পণ্য)। শস্যের বাজার ব্যাহত হল ফসলের প্রত্যাশার দ্বারা এবং চিনির বাজার বিপুল স্টক এবং আমদানির দ্বারা।"—"২১৬৩। আমেরিকার কাছে আমাদের ঋণ প্রসঙ্গে……অনেকটা চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'কনসাইন'-কৃত জিনিসের জবরদস্তিমূলক বিক্রয়ের দ্বারা, এবং আমার আশংকা হয় এখানে অনেকটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল ব্যর্থতার দরুন।"—২১৯৬ যদি আমি সঠিক স্মরণে আনি, **১৮৪৭ সালে অক্টোবরে ৭০ শতাংশ দেওয়া হয়েছিল আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জের উপরে।"**

তার দীর্ঘস্থায়ী ফলশ্রুতি সহ ১৮৩৭ সালের সংকট, এবং ১৮৪২ সালে তার অনুসরণ কারী নিয়মিত সংকটোত্তর, এবং শিল্পপতি ও বণিকদের স্বার্থ জনিত ? অন্ধতা যারা আদৌ দেখতে পেলনা কোনো অতি-উৎপাদন কেননা হাতুড়ে অর্থনীতিবিদদের মতে এমন একটা জিনিস ছিল আজগুবি ও অসম্ভব শেষ পর্যন্ত অর্জন করল চিন্তার সেই বিভ্রান্তি, যার প্রসাদে কারেন্সি মতবাদী গোষ্ঠী সক্ষম হল তার অন্ধ প্রত্যয়টিকে জাতীয় আয়তনে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করতে। ১৮৪৪ ও ১৮৪৫-এর ব্যাংক আইনগুলি পাশ হয়ে গেল।

১৮৪৪-এর ব্যাংক আইন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডকে বিভক্ত করে ইস্যু বিভাগে এবং ব্যাংকিং বিভাগে। ইস্যু বিভাগ পায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ পরিমাণ সিকিওরিটি—প্রধানতঃ সরকারি দায় —এবং গোটা মজুদ ধাতু, যার মধ্যে অনধিক এক-চতুর্থাংশ গঠিত হয় রূপো দিয়ে, এবং নোট ইস্যু করে মোট পরিমাণের পূর্ণ মাত্রায়। যে পরিমাণে এই নোটগুলি পাবলিকের হাতে নয়, সেই পরিমাণে সেগুলি থাকে ব্যাংকিং বিভাগে, এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রার ক্ষুদ্র পরিমাণটি (প্রায় ১০ লক্ষ) সহ একত্রে গঠন করে তার সদা-প্রস্তুত রিজার্ভ। ইস্যু বিভাগ পাবলিককে নোটের বদলে সোনা এবং সোনার বদলে নোট দেয়, পাবলিকের সঙ্গে বাকি কাজ কারবার করে ব্যাংকিং বিভাগ। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের প্রাইভেট ব্যাংকগুলি ১৮৪৪ সালে কর্তৃত্ব পেয়েছিল নোট ইস্যু করার ; তারা এই বিশেষ অধিকারটি ধরে রাখল, কিন্তু তাদের নোট ইস্যু ছিল সুনির্দিষ্ট ; যদি এই ব্যাংকগুলির কোনো একটি তার নিজের নোট ইস্যু থেকে বিরত থাকত, তা হলে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড তার রিজার্ভ বিহীন নোট, ঐ ব্যাংকের জন্য নির্দিষ্ট কোটার দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ, বৃদ্ধি করতে পারত ; এই ভাবে তার ইস্যুর পরিমাণ ১৮৯২ সালের মধ্যে £১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ (যথাযথ ভাবে বললে, £১,৬৪,৫০,০০০) অবধি বেড়ে গিয়েছিল।

এই ভাবে, ব্যাংক ট্রেজারি থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রতি পাঁচ পাউণ্ড সোনা পিছু ইস্যু বিভাগে ফিরে আসে একটি £৫ মূল্যের নোট এবং বিনষ্ট হয় ; ট্রেজারিতে প্রবেশকারী প্রত্যেক পাঁচ 'সভরেন'-এর বাবদে সঞ্চলনে আসে একটি নোতুন £৫ মূল্যের নোট। এই ভাবে ওভারস্টোনের আদর্শ কাগজ সঞ্চলন, যা কঠোর ভাবে অনুসরণ করে ধাতব সঞ্চলনের

নিয়মাবলী, তা কার্যে রূপায়িত হয়, এবং এই উপায়ে কারেন্সি তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, সর্ব কালের জন্য সংকটকে অসম্ভব করে তোলা হয়।

কিন্তু বাস্তবে, ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-কে দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র বিভাগে আলাদা করে দেবার ফলে তার পরিচালন কর্তৃপক্ষ বঞ্চিত হল সংকটের সময়ে তার সমগ্র সঙ্গতিকে স্বাধীন ভাবে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা থেকে ; সুতরাং এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারত, যখন ব্যাংকিং বিভাগ যেত দেউলিয়াপনার কিনারায় কিন্তু ইস্যু বিভাগের হাতে অটুট থাকত কয়েক কোটি মূল্যের সোনা এবং তদুপরি এর গোটা ১ কোটি ৪০ লক্ষ মূল্যের সিকিওরিটি। এবং এটা ঘটতে পারত আরো তত সহজে, কেননা প্রায় প্রত্যেক সংকটেই এমন একটা সময়কাল থাকে, যখন বিপুল পরিমাণ সোনা রপ্তানি হয়, যাকে অবশ্যই পুষিয়ে দিতে হবে ব্যাংকের ধাতু রিজার্ভের সাহায্যে। কিন্তু প্রত্যেক পাঁচ পাউণ্ড সোনা বাবদে, যা তখন বিদেশে চলে যায়, অভ্যন্তরীণ সঞ্চলন বঞ্চিত হয় একটি করে পাঁচ পাউণ্ডের নোট থেকে, যাতে করে সঞ্চলনের পরিমাণ ঠিক সেই সময়েই হ্রাস প্রাপ্ত হয়, যখন তার চাহিদা সবচেয়ে বেশি। ১৮৪৪ এর ব্যাংক আইন এই ভাবে গোটা বাণিজ্য জগৎকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রণোদিত করে একটি সংকট ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক নোটের একটি রিজার্ভ ফাণ্ড মজুদ করে ফেলতে। অর্থাৎ, সংকটকে ত্বরান্বিত ও তীব্রতর করে তুলতে। অর্থ সংস্থানের জন্য অর্থাৎ চূড়ান্ত মুহূর্তে প্রদানের উপায়ের জন্য চাহিদার এবংবিধ কৃত্রিম তীব্রতা বিধান এবং সেই সঙ্গে যুগপৎ সরবরাহের সংকোচ সাধনের মাধ্যমে এই ব্যাংক আইন সংকটের সময়ে সুদের হারকে ঠেলে তুলে দেয় অভূতপূর্ব উচ্চ মাত্রায়। অতএব, সংকটের উচ্ছেদ সাধন দূরে থাক, এই আইন, উলটো, তাকে তীব্রতর করে এমন এক মাত্রায় যেখানে হয় গোটা শিল্প জগৎটা আর নয়তো খোদ ব্যাংক আইনটাই টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ১৮৪৭ এর ২৫ শে অক্টোবর এবং ১৮৫৭-র নভেম্বর উভয় তারিখেই সংকট এমন এক মাত্রায় উপনীত হয়েছিল ; তখন সরকার ১৮৪৪এর আইনটি বড় করে দিয়ে, নোট ইস্যুর ব্যাপারে ব্যাংকের উপরে যে সীমা নির্দেশ ছিল, তা তুলে নিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই তা সংকট অতিক্রমের পক্ষে যথেষ্ট বলে প্রতিপন্ন হল। ১৮৪৭ সালে, এই নিশ্চয়তা যে ফার্স্ট-ক্লাস সিকিওরিটির বাবদে আবার নোট ইস্যু করা হবে, সেটাই মজুদ করা ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ নোটকে আলোয় আনার পক্ষে এবং সেগুলিকে আবার সঞ্চলনে চালু করার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল ; ১৮৫৭ সালে, বিধিবদ্ধ পরিমাণের তুলনায় নোট ইস্যু বেশি হয়েছিল প্রায় ১০ লক্ষ, কিন্তু এ অবস্থা হয়েছিল খুবই স্বল্পস্থায়ী।

আরো উল্লেখ করা দরকার যে, ১৮৪৪ সালের আইনটিতে এখনো প্রকাশ পায় উনিশ শতকের প্রথম বিশ বছরের স্মারক কিছু চিহ্ন, যে সময়কালে মুদ্রা-ধাতুতে পরিপ্রদান ('স্পিসি পেমেন্ট') রদ করা হয়েছিল এবং নোটের অবমূল্যায়ন ঘটেছিল। নোট তার ক্রেডিট হারাতে পারে এই আশংকা তখনো প্রত্যক্ষ ছিল। কিন্তু এই আশংকা একেবারে ভিত্তিহীন, কেননা এমনকি ১৮২৫ সালেও এক পাউণ্ড নোটের একটি পুরানো সরবরাহ, যাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল সঞ্চলনের বাইরে, তার আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে সংকট

ভেঙে গেল এবং প্রমাণিত হল যে এমনকি সবচেয়ে ব্যাপক ও গভীর অনাস্থার সময়েও নোটের ক্রেডিট ছিল অক্ষুণ্ণ। এবং এটা সহজেই বোঝা যায় ; কারণ সমগ্র জাতি তার ক্রেডিট দিয়ে মূল্যের এই প্রতীকগুলিকে পোষকতা করে।—এঙ্গেলস]

এবারে ব্যাংক আইনের ফল সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্যের প্রতি নজর দেওয়া যাক। জন স্টুয়ার্ট মিল বিশ্বাস করেন যে, ১৮৪৪* এর ব্যাংক আইনটি অতি ফটকাবাজিকে দমিয়ে রেখেছিল। সুখের বিষয়, এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মতপ্রকাশ করেছিলেন ১৮৫৭ সালের ১২ই জুন তারিখে। চার মাস পরে সংকট ফেটে পড়ে। তিনি আক্ষরিক ভাবেই "ব্যাংক ডিরেক্টরদের এবং সাধারণ ভাবে বাণিজ্যিক পাবলিককে" ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এই ঘটনার জন্য যে, "তাঁরা যেভাবে বুঝেছিলেন তার চেয়ে ঢের ভাল ভাবে বোঝেন একটি বাণিজ্য সংকটের প্রকৃতি, এবং অতি ফটাকাবাজিকে সমর্থন ক'রে কী চরম ক্ষতি তাঁরা করেন উভয়ের প্রতি—তাঁদের নিজেদের প্রতি এবং পাবলিকের প্রতি।" (B.C. 1857 No. 2031)

প্রাজ্ঞ মিঃ মিল মনে করেন যে, যদি এক পাউণ্ড মূল্যের নোট ইস্যু করা হয় "ম্যানুফ্যাকচারকারী ও অন্যান্য যারা মজুরি দেয়, তাদের ······তা হলে নোটগুলি যেতে পারে অন্যান্যদের হাতে, যারা সেগুলি ব্যয় করে পরিভোগের খাতে এবং সেক্ষেত্রে নোটগুলি অবশ্যই নিজেরা গঠন করে পণ্যের জন্য একটি চাহিদা এবং কিছু কালের জন্য সহায়তা করতে পারে দাম বৃদ্ধি করতে" [২০৩৬]। তা হলে মিঃ মিল কি ধরে নেন যে, ম্যানুফ্যাকচারকারীরা উচ্চতর মজুরি দেবে কারণ তারা সোনার বদলে কাগজে মজুরি দিচ্ছে ? কিংবা তিনি কি বিশ্বাস করেন যে যদি ম্যানুফ্যাকচারকারী তার ধার পায় £১০০ মূল্যের নোটে এবং সেগুলি বিনিময় করে সোনার সঙ্গে, তা হলে এই মজুরি সৃষ্টি করবে অল্পতর চাহিদা, যদি তা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় এক পাউণ্ড নোটে ? এবং তিনি কি জানেন না যে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, কতকগুলি খনি অঞ্চলে মজুরি দেওয়া হত স্থানীয় ব্যাংকের নোটের মাধ্যমে, যাতে করে কয়েকজন শ্রমিক একত্রে পেত একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট ? এর ফলে কি তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিংবা ব্যাংকাররা ম্যানুফ্যাকচারকারীদের অর্থ অগ্রিম দেবে আরো সহজে এবং আরো বেশি পরিমাণে বড় নোটের অঙ্কে যা দিত, তার চেয়ে ছোট নোটের অঙ্কে ?

[এক পাউণ্ডের নোট সম্পর্কে মিল এর এই যে অস্বাভাবিক ভীতি, তা ব্যাখ্যা করা যেত না যদি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর গোটা গ্রন্থখানি এমন ধরনের পল্লবগ্রাহিতা প্রকাশ না করত যা বিরোধিতার মুখেও দ্বিধান্বিত হয় না। এক দিকে, তিনি অনেক পয়েন্টেই ওভারস্টোনের বিরুদ্ধে, টুকের সঙ্গে ঐকমত হন ; অন্য দিকে, তিনি বিশ্বাস করেন যে পণ্য-দাম নির্ধারিত হয় উপস্থিত অর্থের পরিমাণের দ্বারা। অতএব তিনি কোনো ক্রমেই এ ব্যাপারে কৃতপ্রত্যয় নন যে, বাকি সব অবস্থা সমান থাকলে, প্রত্যেকটি নোট ইস্যু হওয়ার বাবদে একটি 'সভরেন' ব্যাংকের ভাণ্ডারে আসবে। তাঁর আশংকা

* ১৮৯৪ এর জার্মান সংস্করণে এটা ১৮৪৭ উল্লেখিত হয়েছে।

সঙ্কলন মাধ্যমের পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে এবং এই ভাবে তা অবমূল্যায়িত হতে পারে তার মানে, পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আশংকার পিছনে কেবল এটাই প্রচ্ছন্ন আছে—এর বেশি কিছু নয়।—এঙ্গেলস।]

১৮৪৮-৫৭ কালের বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত কমিটির সামনে টুকে ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) এর দুটি বিভাগে বিভাজন এবং নোট নগদে পরিণত করার নিরাপত্তা বিধানে মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন প্রসঙ্গে এই মতামত প্রকাশ করেন :

১৮৩৭ ও ১৮৩৯-এর তুলনায় ১৮৪৭-এ সুদের হারের বৃহত্তর হ্রাস-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ ব্যাংকটিকে দু বিভাগে বিভাজন (৩০১০)। ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয়েছিল—না ১৮২৫ সালে, না ১৮৩৭ এবং ১৮৩৯ সালে (৩০১৫)।—১৮২৫ সালে নোটের চাহিদার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কান্ট্রি ব্যাংকগুলির এক পাউণ্ডের নোট সমূহের সম্পূর্ণ আস্থালোপের দ্বারা সৃষ্টি শূন্যতাকে পূরণ করা, এই শূন্যতা পূরণ করা যেত কেবল সোনা দিয়ে যে পর্যন্ত না ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডও এক পাউণ্ডের নোট ইস্যু করত (৩০২২)।—১৮২৫ এর নভেম্বরে এবং ডিসেম্বরে রপ্তানির উদ্দেশ্যে সোনার সামান্যতম চাহিদাও ছিলনা।

"ঘরে এবং বাইরে আস্থালোপের ব্যাপারে, লভ্যাংশ ও আমানত দিতে ব্যর্থতার ফল হত ব্যাংক নোটে পেমেণ্ট রদ করে দেবার চেয়ে অনেক বেশি সুদূর প্রসারী (৩০২৮)।"

"৩০৩৫। আপনি কি বলবেন যে, যে কোনো ঘটনা, যার ফলে নোটের রূপান্তর-যোগ্যতা শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে, তাই বাণিজ্যিক চাপের মুহূর্তে সমস্যাকে গুরুতর করে তুলতে পারে?—না, মোটেই না।"

"১৮৪৭-এ…সঙ্কলন বিভাগ থেকে বর্ধিত নোট ইস্যু ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর ভাণ্ডারে পূরণের পক্ষে সহায়ক হ'তে পারত যেমন হয়েছিল ১৮২৫ সালে" (৩০৫৮)।

১৮৫৭-র ব্যাংক অ্যাক্ট কমিটির সমক্ষে নিউমার্ক সাক্ষ্য দেন: "১৩৫৭। (ব্যাংকটিকে) দুটি বিভাগে বিভাজনের··প্রথম ক্ষতিকারক ফল, এবং ধাতুপিণ্ড রিজার্ভটিকে দুভাগে কেটে দেবার আবশ্যিক পরিণাম হয়েছে এই যে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ব্যাংকিং ব্যবসা, অর্থাৎ তার কারবারের সেই গোটা অংশটা, যেটা তাকে আরো প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের বাণিজ্যের সংস্পর্শে নিয়ে আসে, সেটা পরিচালিত হয়েছে তার পূর্বতন রিজার্ভের কেবল অর্ধাংশের ভিত্তিতে। রিজার্ভের সেই বিভাজন থেকে তাই উদ্ভব ঘটেছে এই পরিস্থিতির যে, যখনি ব্যাংকিং বিভাগের রিজার্ভ, এমনকি অল্প মাত্রায়ও, হ্রাস পেয়েছে, তখনি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড বাধ্য হয়েছে, তার ডিসকাউন্ট হারের উপরে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সুতরাং সেই হ্রাসপ্রাপ্ত রিজার্ভ ডিসকাউন্ট-হারে উৎপাদন করেছে পরপর ঘনঘন আঘাত ও পরিবর্তন।"—"১৩৫৮। ১৮৪৪ সাল থেকে এই পরিবর্তনগুলির সংখ্যা" (১৮৫৭-র জুন অবধি) "দাঁড়ায় ৬০-এর মত, যখন ১৮৪৪-এর আগে একই সময়ের ব্যবধানে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই হয়নি এক ডজনের বেশি।"

বিশেষ কৌতূহলকর হচ্ছে ১৮৪৮-৫৭-র বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত লর্ড কমিটির সামনে

পামারের সাক্ষ্য—পামার যিনি ছিলেন ১৮১১ সাল থেকে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর একজন ডিরেক্টর এবং কিছু কালের জন্য তার গভর্নর :

"৮২৮। ৮২৫-এর ডিসেম্বরে ব্যাংকটিতে ছিল প্রায় £১১,০০,০০০ পরিমাণ ধাতুপিণ্ড। সে সময়ে এই ব্যাংক নিঃসন্দেহে পুরোপুরি ব্যর্থ হত, যদি এই আইনটি (অর্থাৎ ১৮৪৪-এর আইনটি) চালু থাকত। ডিসেম্বরে, আমার ধারণা, ইস্যুর পরিমাণ ছিল সপ্তাহে ৫০ বা ৬০ লক্ষ নোট, যা তৎকালীন আতংকের নিরসন করেছিল।"

"৮২৫। প্রথমবার (১৮২৫-এর ১লা জুলাই থেকে) যখন তা ব্যর্থ হত, যদি তখন যেসব লেনদেনের দায়িত্ব নিয়েছিল সেগুলি পালনের জন্য ব্যাংক সচেষ্ট হত, সেটা ছিল ১৮৩১-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি; সে সময়ে ব্যাংকের অধিকারে ছিল £৩১,০০,০০০ থেকে £৩০,০০,০০০ পরিমাণ ধাতুপিণ্ড, এবং তার রিজার্ভে পড়েছিল কেবল £৬,৫০,০০০। আরেকবার ১৮৩১ সালে, যা চলেছিল ৯ই জুলাই থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।"—"৮২৬। তখন রিজার্ভের পরিমাণ কত ছিল?—৫ই সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ছিল বিয়োগ সর্বমোট £ ২,০০,০০০। ৫ই নভেম্বর তা বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় দশ লক্ষ বা পনেরো লক্ষ।"—"৮৩০। ১৮৩৪-এর আইনটি ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-কে বিরত রাখত ১৮৩১ সালে মার্কিন বাণিজ্যকে সাহায্যদান থেকে। "৮৩১। প্রধান প্রধান মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তিনটি 'ফেল' পড়ে।...আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই ছিল ক্রেডিট হারানো অবস্থায়, এবং তখন যদি ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড) এগিয়ে না যেত, তা হলে, আমার বিশ্বাস, একটি বা দুটির বেশি প্রতিষ্ঠান আত্মরক্ষা করতে পারত না।"—"৮৩৬। ১৮৩১-এর চাপকে ১৮৪৭-এর চাপের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আগেকার বছরটিতে চাপ প্রধানত: সীমাবদ্ধ ছিল মার্কিন কারবারের মধ্যে।" ৮৩৮। (১৮৩৭-এর গোড়ার দিকে ব্যাংকের পরিচালন-কর্তৃপক্ষ চাপ অতিক্রম করার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।) কোনো কোনো ভদ্র-মহোদয় অভিমত প্রকাশ করেন...যে, সঠিক নীতি হবে সুদের হার বৃদ্ধি করা, যার দরুন পণ্যের দাম হ্রাস পাবে; সংক্ষেপে, অর্থকে দুর্লভ করা এবং পণ্যকে সুলভ করা, যার মাধ্যমে বৈদেশিক পেমেণ্ট সম্পন্ন করা হবে।"—"৯০৬। ব্যাংকের ক্ষমতার উপরে প্রাচীন ও স্বাভাবিক সীমারেখার পরিবর্তে অর্থাৎ তার সত্যিকারের মুদ্রাধাতুর পরিমাণের পরিবর্তে ১৮৪৪-এর আইনের অধীনে কৃত্রিম সীমারেখা আরোপের ফলে কৃত্রিম সমস্যা-সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়, অতএব প্রয়োজন দেখা দেয় পণ্যের দামের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা গ্রহণের, যা ঐ আইনটির বিধি-বিধান না থাকলে আবশ্যক হত না।-"৯৬৮। ১৮৪৪-এর আইনটিকে কার্যকরী করে আপনি, সাধারণ অবস্থায় ধাতুপিণ্ডের পরিমাণ ৯৫ লক্ষের নীচে খুব একটা কমাতে পারেন না। তখন তা দাম ও ক্রেডিটের উপরে সৃষ্টি করবে এমন এক চাপ যা বিভিন্ন বিদেশের সঙ্গে বিনিময়ে ঘটাবে এমন এক অগ্রগতি, যার ফলে বৃদ্ধি পাবে ধাতুপিণ্ডের আমদানি এবং ততটা মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে ইস্যু বিভাগের পরিমাণ।"—"৯৯৬। আপনি (ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড) এখন যে সীমাবদ্ধ তার অধীন, তার দরুন আপনি বৈদেশিক বিনিময় সম্পর্কে

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে-পরিমাণ রুপা আবশ্যক হবে, তা আপনার কর্তৃত্বে রাখতে পারেন না।"—"৯৯১। ব্যাংকটির রুপার পরিমাণ এক পঞ্চমাংশে সামিত করে দিয়ে নিয়ম-প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি?—আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।"

উদ্দেশ্য ছিল অর্থকে মহার্ঘ্য করে তোলা, কারেন্সি তত্ত্বটি ছাড়া, দুটি ব্যাংক বিভাগের বিভাজন এবং একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে নোট ইস্যু করার বাবদে সোনা জমা রাখার যে বিধান স্কটিশ ও আইরিশ ব্যাংক জগতে আছে—এই দুয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক। এর ফলে ঘটল জাতীয় ধাতু রিজার্ভের বিকেন্দ্রীভবন, যার দরুন হ্রাস পেল প্রতিকূল বিনিময়-হার সংশোধনে তার সক্ষমতা। নিম্নলিখিত সমস্ত সংস্থানগুলিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদের হার বৃদ্ধি করা সোনা জমা না রেখে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড ১ কোটি ৪০ লক্ষের চেয়ে বেশি নোট ইস্যু করবে না; ব্যাংকিং বিভাগ কাজ করবে একটি সাধারণ ব্যাংকের মত—যখন অর্থ প্রচুর তখন সুদের হার কমিয়ে দেবে এবং যখন অর্থ দুর্লভ, তখন তা চড়িয়ে দেবে; ইউরোপীয় ভূখণ্ড এবং এশিয়ার সঙ্গে বিনিময়-হার সংশোধনের যেটা প্রধান উপায়, সেই রুপার রিজার্ভ সীমাবদ্ধ করবে; স্কটিশ ও আইরিশ ব্যাংক সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলবে, যা কখনো রপ্তানির জন্যে সোনা আবশ্যক করে না কিন্তু এখন তা রাখবে তাদের নোট সমূহের সত্যি সত্যি বিভ্রমমূলক রূপান্তরযোগ্যতা নিশ্চিত করার অছিলায়। ঘটনা এই যে ১৮৪৪-এর আইনটির ফলে ১৮৫৭ সালে স্কটিশ ব্যাংক-গুলিতে প্রথম বারের মত সোনার জন্য হুড়োহুড়ি ('রান') পড়ে গেল। নোতুন এই ব্যাংক আইনটি বিদেশে সোনা বেরিয়ে যাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য সাধনে সোনা বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যেও কোনো পার্থক্য করেনি, যদিও, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাদের ফলাফল সম্পূর্ণ আলাদা। এই জন্যেই সুদের বাজার-হারে ক্রমাগত ওঠানামা। রুপা প্রসঙ্গে পামার দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে, ৯৯২ এবং ৯৯৪, বলেন, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড নোটের বদলে রুপা কিনতে পারে কেবল তখনি যখন বিনিময়-হার ইংল্যাণ্ডের অনুকূল অর্থাৎ যখন রুপা উদ্বৃত্ত; কেননা, "১০০৩। রুপার আকারে বেশ কিছু পরিমাণ ধাতুপিণ্ড ধরে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক পাওনা পরিশোধে সাহায্য করা—যখন বিনিময় থাকে দেশের বিরুদ্ধে।"—"১০০৪। রুপা হচ্ছে ··· একটি পণ্য, যা পৃথিবীর বাকি প্রত্যেক অংশে অর্থ; সুতরাং এই কাজে (বৈদেশিক পাওনা পরিশোধে) সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পণ্য। "সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা সোনা নিয়েছে।"

তাঁর মতে, তার কঠোরতার কালেও ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর তার পুরনো ৫% হারের চেয়ে সুদের হার বাড়াতে হয়নি, যতকাল পর্যন্ত প্রতিকূল বিনিময়-হার বিদেশে সোনার নিষ্ক্রমণ ঘটায় না। যদি ১৮৪৪-এর ব্যাংক আইনের কারণে না হত, তা হলে ঐ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হত, বিনা কষ্টে তার কাছে উপস্থাপিত সমস্ত ফার্স্ট-ক্লাস বিল ডিসকাউন্ট করে দেওয়া। (১০১৮-২০) কিন্তু ১৮৪৪-এর আইনের অধীনে এবং ১৮৪৭-এর অক্টোবরে ব্যাংকটি যে অবস্থায় নিজেকে পেয়েছিল, তাতে "এমন কোনো সুদের হার ছিল না, যা ঐ ব্যাংক ক্রেডিট-প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে দাবি করতে পারত, এবং যা তারা, তাদের

পেমেন্ট অব্যাহত রাখার জন্য, দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত। (১০২২)। আর ঠিক এই উচ্চ সুদের হারই ছিল ঐ আইনের উদ্দেশ্য।

"১০২৯। (মহার্ঘ্য ধাতুর জন্তে) বৈদেশিক চাহিদার উপরে সুদের হারের ক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ ক্রেডিট-হানির সময়কালে ব্যাংকের উপরে চাহিদা প্রতিহত করার উদ্দেশ্তে সুদের হার বৃদ্ধি—এই দুয়ের মধ্যে আমি বিরাট পার্থক্য করতে চাই।"—"১০২৩। ১৮৪৪-এর আইনের আগে…যখন বিনিময় ছিল দেশের অনুকূলে, এবং দেশ জুড়ে ছিল যথার্থ ত্রাস ও আতংক তখন ইস্যুর উপরে কোনো সীমারেখা ছিল না, একমাত্র যার মাধ্যমে দুর্দশা লাঘব করা যেত।"

এ কথা বলছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি গত বছর রয়েছেন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর প্রশাসনে। এবারে একজন প্রাইভেট ব্যাংকারের কথা শোনা যাক—টোয়েলস-এর. ১৮০১ সাল থেকে যিনি 'স্পুনার' অ্যাটউড অ্যাণ্ড কোম্পানি'-র একজন সহযোগী (অ্যাসোসিয়েট)। ১৮৫৭-র ব্যাংক কমিটির সামনে তিনিই একমাত্র সাক্ষী যিনি দেশের সত্যিকারের অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং যিনি দেখতে পেয়েছেন যে সংকট ঘনিয়ে আসছে। অন্যান্য দিকে অবশ্য, তিনি বার্মিংহামের পয়সা-সর্বস্ব একজন লোক—তাঁর সহযোগী অ্যাটউড ভ্রাতাদের মতই, যাঁরা এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা? (দ্রষ্টব্য: *Zur Kritic der Pol. Oek. 1844-59*)। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন: "৪৪৮৮/ ১৮৪৪-এর ব্যাংক আইনটি কেমন কাজ করেছে বলে আপনি মনে করেন?—আমাকে যদি ব্যাংকার হিসাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, আমি বলব, সেটি কাজ করেছে অত্যন্ত ভাল ভাবে, কেননা সেটি ব্যাংকার এবং সবধরনের অর্থ-ধনিকদের দিয়েছে সমৃদ্ধ ফসল। কিন্তু সৎ পরিশ্রমী ব্যবসায়ীর পক্ষে সেটি কাজ করেছে খুবই খারাপ ভাবে, যে চায় ডিসকাউন্ট-হারে স্থিতিশীলতা যাতে করে সে সক্ষম হতে পারে প্রত্যয় সহকারে তার কাজ-কারবার চালাতে।…সেটি টাকা ধার দেওয়াকে পরিণত করেছে একটি মুনাফাজনক বৃত্তিতে।"—"৪৪০৯। এটা (ব্যাংক আইন, ১৮৪৪) লণ্ডনের জয়েন্ট স্টক ব্যাংকগুলিকে সক্ষম করে তাদের স্বত্বাধিকারীদের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ প্রতিদান দিতে; ১৮৪৪-এর আইনটিকে তাদের সমর্থন করা উচিত খুবই প্রবল ভাবে।"—"৪৪৯০। ছোট ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ধনিকেরা, যাদের বেশি মূলধন নেই…বাস্তবিকই তাদের খুব লাগে।…জানার মত আমার একমাত্র যে উপায়, তা হল এই যে, আমি পর্যবেক্ষণ করি তাদের অপরিশোধিত 'অ্যাকসেপ্ট্যান্স'-সমূহের এমন এক বিস্ময়কর পরিমাণ। সেগুলি সব সময়েই ছোট, সম্ভবতঃ £ ০ থেকে পাউণ্ড ১০০-র মধ্যে তাদের মধ্যে অনেকগুলিই অপরিশোধিত এবং অপরিশোধিত অবস্থাতেই ফিরে যায় দেশের সকল অংশে, যা সব সময়েই নির্দেশ করে… ক্ষুদ্র দোকানদারদের…দুর্দশা।"—৪৪৯৪। তিনি ঘোষণা করেন যে ব্যবসা এখন মুনাফাজনক নয়। তাঁর নিচেকার মন্তব্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাতে প্রকাশ পায় যে, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সংকটের প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব, যখন বাকিদের মধ্যে কারো মনে এর আভাসও দেখা দেয়নি।

"৪৪১৪। মিন্সিং লেনে জিনিসের দাম বজায় আছে, কিন্তু আমরা কিছুই বিক্রি করি না, কোনো শর্তেই আমরা বিক্রি করতে পারি না ; আমরা রাখি নামমাত্র দাম।' —৪৪১৫। তিনি এই ঘটনাটি বিবৃত করেন : একজন ফরাসী মিন্সিং লেনে একজন দালালকে পাঠায় £ ৩,০০০ পরিমাণ পণ্য একটা নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করার জন্যে। দালাল প্রয়োজনমত দাম সংগ্রহ করতে পারে না, এবং ফরাসী লোকটিও এই দামের কমে বিক্রি করতে পারে না। পণ্য অবিক্রীত পড়ে থাকে, কিন্তু ফরাসী লোকটির টাকা চাই। সুতরাং দালাল তাকে £ ১,০০০ অগ্রিম দেয় এবং ফরাসী লোকটি তার কাছ থেকে তার পণ্যের বাবদে সিকিওরিটি হিসাবে তিন মাসের মেয়াদে £ ১০০০-এর একটি বিল অব এক্সচেঞ্জ কাটিয়ে নেয়। তিন মাসের শেষে বিলটি 'ডিউ' হয়, কিন্তু পণ্যগুলি তখনো থেকে যায় অবিক্রীত। দালালটিকে তখন অবশ্যই বিল পরিশোধ করতে হবে ; এবং যদিও তার হাতে আছে £ ৩,০০০-এর সিকিওরিটি, কিন্তু সে সেটাকে রূপান্তরিত করতে পারে না নগদ টাকায় অতএব মুখোমুখি হয় সমস্যার। এই ভাবে এক ব্যক্তি তার সঙ্গে আরেক ব্যক্তিকে টেনে নামায়।—"৪৪১৬। বৃহৎ রপ্তানি প্রসঙ্গে…যেখানে দেশে বাণিজ্যে থাকে মন্দার অবস্থা, সেখানে তা অবধারিত ভাবেই ঘটায় বৃহৎ রপ্তানি।"—"৪৪১৭। আপমনি কি মনে করেন দেশের অভ্যন্তরীণ পরিভোগ হ্রাস পেয়েছে ?—**বাস্তবিক পক্ষে খুবই বেশি**…বিপুল ভাবে…দোকানদাররাই সবচেয়ে ভাল বলতে পারেন।"—"৪৪১৮। তবু আমদানিও খুব বেশি ; তা থেকে কি বোঝা যায় না যে পরিভোগও বেশি ?—হ্যাঁ, তা বোঝায়, **যদি আপনি বিক্রি করতে পারেন** ; কিন্তু অনেকগুলি গুদামই এইসব জিনিসে ভর্তি ; যে দৃষ্টান্তটি আমি বর্ণনা করছি, তাতেই, £ ৩০০০ মূল্যের আমদানিপণ্য বিক্রি করা যায়নি।

"৪৫১৪। যখন অর্থ দুর্লভ, আপনি কি বলবেন যে, তখন মূলধন হবে সুলভ ?—হ্যাঁ তা হলে এই লোকটি কোনো ক্রমেই ওভারস্টোনের সঙ্গে একমত নন, যিনি বলেন অর্থ দুর্লভ মানেই হচ্ছে সুদের হার বেশি।

নিম্নোক্ত উধৃতি থেকে বোঝা যায় কি ভাবে ব্যবসা পরিচালিত হয় : "৪৬১৬। অন্যেরা রপ্তানি ও আমদানিতে দেদার কারবার চালিয়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের মূলধন যতটা পোষণ করতে পারে তা ছাড়িয়ে ঢের বেশি দূরে ; এসব নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সব লোক সফল হতে পারেন ; কিছু সৌভাগ্যজনক উদ্যোগের বিপুল ঐশ্বর্য করায়ত্ত করতে পারেন, এবং নিজেদের সঠিক অবস্থানে স্থাপন করতে পারেন। ঠিক এ প্রণালীতেই এখন বেশির ভাগ ব্যবসা পরিচালিত হয়। মানুষ এক জাহাজ মালে ২০, ৩০ এবং ৪০ শতাংশ ক্ষতি স্বীকারে রাজি থাকে ; পরবর্তী বারে তার প্রতিপূরণ হয়ে যেতে পারে। যদি তারা পরপর ফেল করে, তা হলেই ভেঙে পড়ে; আর ঠিক এই ব্যাপারটাই এখন আমরা প্রায়ই দেখি, সওদাগরি প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়েছে এক কপর্দক সম্পত্তিও না রেখে।

"৪৭৯১। (গত দশ বছর ধরে) সুদের নিচু হার কাজ করছে ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে

এটা সত্য, কিন্তু আমি যদি আপনাদের খাতাপত্র না দেখাতে পারি, তা হলে আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন হবে এখন তার নিজের মুনাফা আগের চেয়ে কতখানি বেশি। যখন সুদ নিচু, অত্যধিক ইস্যুর কারণে, তখন আমাদের থাকে বড় বড় আমানত; যখন সুদ উঁচু, আমরা সুবিধা পাই সেই ভাবে।"—"৪৭১৪। যখন অর্থের রেট মাঝামাঝি, তখন তার জন্য আমাদের চাহিদা থাকে বেশি; আমরা বেশি ধার দিয়ে থাকি; এটা কাজ করে সেই ভাবে (আমাদের অর্থাৎ ব্যাংকারদের জন্যে)। যখন তা বেড়ে যায়, আমরা তার ন্যায্য অনুপাতের বেশি পাই; আমাদের যতটা পাওয়া উচিত তার চেয়ে পাই।"

আমরা দেখেছি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর নোটগুলির ক্রেডিট সমস্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিবেচিত হয় প্রশ্নাতীত বলে। তবু, এই নোটগুলির রূপান্তরযোগ্যতার জন্য ব্যাংক আইন নব্বুই লক্ষ থেকে এক কোটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বেঁধে রাখে সোনার সঙ্গে। এই রিজার্ভটির পবিত্রতা ও অলংঘনীয়তা পুরনো আমলের মজুতদারদের মধ্যে যতদূর স্বীকৃতি পেত তার চেয়েও তাকে ঢের বেশি দূর নিয়ে যাওয়া হল। মিঃ ব্রাউন (লিভারপুল) তাঁর সাক্ষ্যে বলেন (C. D 1847/57): "২৩১১। এই অর্থ (ইস্যু বিভাগে ধাতু-রিজার্ভ) সে সময়ে তার যে ব্যবহারই থাকে না কেন তাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যেত, যেহেতু পার্লামেন্টের আইন লংঘন না করে তার এতটুকুকেও নিয়োগ করার মত কোনো ক্ষমতা ছিল না।

নির্মাণ কার্যের ঠিকাদার ই ক্যাপ্স্,—যাঁর কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁর সাক্ষ্য ব্যবহার করা হয় লণ্ডনে আধুনিক নির্মাণ-প্রণালীর দৃষ্টান্ত হিসাবে (Book II Chap. XII* তিনি ১৮৪৪-এর ব্যাংক আইন সম্পর্কে তাঁর মতামত সংক্ষিপ্তাকারে এই ভাবে উপস্থিত করেন (B A. 1857): "৫৫০৮। তা হলে মোটের উপর…আপনি মনে করেন যে, (ব্যাংক আইনের) বর্তমান ব্যবস্থাটি কিছুকাল অন্তর অন্তর সুদখোরদের পকেটে শিল্পজনিত মুনাফা তুলে দেবার বেশ কিছুটা সুকৌশল পরিকল্পনা?—আমি তাই মনে করি। আমি জানি, নির্মাণ শিল্পে সেটি সেই ভাবেই কাজ করেছে।"

যে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৪৫-এর ব্যাংক আইনের দরুণ স্কটিশ ব্যাংকগুলি বাধ্য হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের মত একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। প্রত্যেক ব্যাংকের জন্য নোট ইস্যুর যে সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, তার বেশি নোট ইস্যু করলে তারা বাধ্য হল সোনা রিজার্ভে রাখতে। এর ফল কি হয়েছিল, তা সি ডি ১৮৪৮—৫৭-র সমক্ষে প্রদত্ত এই সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায়।

স্কটিশ ব্যাংকের ডিরেক্টর কেনেডি: "৩৩৭৫। ১৮৪৫-এর আইনটি পাশ হবার আগে স্কটল্যাণ্ডে কি এমন কিছু ছিল যাকে আপনি বলতে পারেন সোনার সঞ্চলন?—মোটেই না। "৩৩৭৬। তারপর থেকে কি কোনো অতিরিক্ত সঞ্চলন হয়েছে?—মোটেই না; মানুষ সোনা অপছন্দ করে।"—৩৪৫০। £ ৯,০০,০০ পরিমাণ সোনা, ১৮৪৪ থেকে

* ইং সংস্করণ ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩৩-৩৪

স্কটিশ ব্যাংকগুলি যা রাখতে বাধ্য হচ্ছে, তাঁর মতে, তা কেবল ক্ষতিকারকই হতে পারে এবং "স্কটল্যাণ্ডের এতটা পরিমাণ মূলধনকে অলাভজনক ভাবে আত্মস্থ করে রাখে।"

অধিকন্তু, স্কটল্যাণ্ডের ইউনিয়ন ব্যাংক-এর ডিরেক্টর অ্যাণ্ডার্সন : ৩৫৮৮। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের উপরে স্কটল্যাণ্ডের ব্যাংকগুলির সোনার জন্য যে চাপ তা কি কেবল বৈদেশিক বিনিময়ের জন্য ?—হ্যাঁ তাই ; এবং এডিনবরাতে সোনা ধরে রেখে সেই চাপ লাঘব করা যায় না।"—"৩৫৯০। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে" কিংবা ইংল্যাণ্ডের প্রাইভেট ব্যাংকগুলিতে একই পরিমাণ সিকিওরিটি থাকায় আমাদের ছিল সেই একই ক্ষমতা যা আমাদের ছিল ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটাবার আগে।"

সর্বশেষে, আমরা উইলসনের একটি নিবন্ধ থেকে উধৃত করছি (*Economist*) : "স্কচ ব্যাংকগুলি তাদের লণ্ডন এজেণ্টদের কাছে রেখে দেয় তাদের অনিয়োজিত ক্যাশের পরিমাণ ; এই এজেণ্টরা আবার তা রাখে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এ। এর ফলে স্কটিশ ব্যাংক-গুলি ভোগ করে, এই পরিমাণ সমূহের সীমার মধ্যে, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর ধাতু রিজার্ভের উপর নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ এবং এখানে তা সব সময়েই সেখানে যেখানে তার প্রয়োজন, যখন বৈদেশিক পাওনা পরিশোধ করতে হবে।" ১৮৪৫-এর আইনের ফলে এই ব্যবস্থাটা ব্যাহত হল : স্কটল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ১৮৪৫-এর আইনের পরিণাম হল এই যে, "সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ডে কেবল একটি আকস্মিক চাহিদা যোগাবার জন্য ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর মুদ্রায় ঘটে গিয়েছে এক নিষ্ক্রমণ–যে চাহিদা কখনো নাও হতে পারে। তখন থেকে স্কটল্যাণ্ডে একটি বৃহৎ পরিমাণ অর্থ সমানভাবে তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে, এবং আরেকটি বৃহৎ পরিমাণ লণ্ডন এবং স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে নিরন্তর চলাচল করছে। যদি এমন একটা সময় আসে যখন একটি স্কচ ব্যাংক প্রত্যাশা করে তার নোটের জন্য একটি বর্ধিত চাহিদা, তখন লণ্ডন থেকে নিয়ে আসা হয় এক বাক্স সোনা ; যখন এই সময়টা পার হয়ে যায়, সেই একই বাক্স, যা সাধারণতঃ খোলাই হয় না, ফেরৎ চলে যায় লণ্ডনে।" (*Economist* October 23, 1847, PP. 1214-15)

[এবং এ সবের উত্তরে ব্যাংক আইনের জনক, ব্যাংকার স্যামুয়েল যোন্স লয়েড, ওরফে লর্ড ওভারস্টোন, কি বলেন ?

১৮৫৮ সালে ইতিপূর্বেই তিনি বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত লর্ড কমিটির কাছে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে, "চাপ এবং পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবজনিত সুদের উঁচু হার হ্রাস করা যায় না অতিরিক্ত সংখ্যক নোট ইস্যুর মাধ্যমে (১৫১৪)—এই ঘটনা সত্ত্বেও যে, ১৮৪৭-এর ২৫শে অক্টোবরের সরকারি পত্রে নোট-ইস্যু বৃদ্ধি করার যে-কর্তৃত্ব দেওয়া হয় কেবল সেটাই সংকটের তীব্রতা হরণ করার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল।

তিনি এই মত আঁকড়ে থাকেন যে, "সুদের উঁচু হার এবং শিল্পোৎপাদকদেরও স্বার্থের অবনতি হচ্ছে শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য বস্তুগত মূলধনের হ্রাসপ্রাপ্তির ফল" (১৬০৪)। এবং তবু ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের অবনত অবস্থা কয়েক মাস ধরে রূপ পেয়েছে কেবল বস্তুগত পণ্য মূলধনে গুদাম ঘরগুলি ভরে গিয়ে ছাপিয়ে

যাওয়ায় এবং বাস্তবিক পক্ষে তা অবিক্রয়যোগ্য হয়ে পড়ায় ; যার দরুন ঠিক এই কারণেই, বস্তুগত উৎপাদনশীল মূলধন সমগ্র ভাবে বা আংশিক ভাবে পড়ে ছিল অলস মূলধন যাতে করে আরো অবিক্রয়যোগ্য পণ্য-মূলধন উৎপাদিত না হয়।

এবং ১৮৫৭ সালের ব্যাংক কমিটির সামনে তিনি বলেন : "১৮৪৪ সালের আইনের নীতিগুলির প্রতি কঠোর ও তৎপর নিষ্ঠার ফলে, সব কিছুই কেটে গিয়েছে শৃংখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে আর্থিক ব্যবস্থা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন, দেশের সমৃদ্ধি তর্কাতীত, ১৮৪৪ সালের আইনটির বিচক্ষণতার প্রতি জনগণের আস্থা প্রত্যহ বর্ধমান, যদি কমিটি এর ভিত্তিস্থানীয় নীতিগুলির কিংবা তার সুফল সমূহের যৌক্তিকতার আরো কার্যগত দৃষ্টান্ত চান, তা হলে তার সত্যিকারের এবং উপযুক্ত উত্তর হবে, চার দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেশের বাণিজ্যের উপস্থিত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন···মানুষ কত পরিতৃপ্ত তা দেখুন, দেখুন কী ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত, এবং এই ভাবে দেখার পরে, কমিটি ন্যায্য ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, যে-আইনটির অধীনে এই ফলগুলির বিকাশ ঘটেছে, সেটি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন কিনা।" B. C. 1857, No 4189)

১৪ই জুলাই কমিটির সমক্ষে ওভারস্টোনের এই স্তুতিগানের বিপরীত কথা ও সুর শোনা গিয়েছিল ঐ বছরেরই ১২ই নভেম্বর ব্যাংক (অব ইল্যাণ্ড '-এর পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা একটি পত্রে, যাতে সরকার ১৮৪৪-এর এই যাদুকারী আইনটিকে রদ করে দেয়—যাতে করে তখনো যতটুকু বাঁচাবার মত ছিল, ততটুকুকে অন্তত; বাঁচানো যায়। —এঙ্গেলস]

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

মহার্ঘ্য ধাতু এবং বিনিময় হার

১· সোনার রিজার্ভের গতি-প্রকৃতি

কঠোরতার সময়ে নোটের সঞ্চয়ন প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, সমাজের সবচেয়ে আদিম অবস্থায় সমস্যাসংকুল সময়ে মহার্ঘ্য ধাতুর যে সঞ্চয়ন ঘটত, এটা তারই পুনরাবৃত্তি। ১৮৪৪ সালের আইনটি তার কার্যক্ষেত্রে এই কারণে কৌতূহলকর যে, দেশে যত মহার্ঘ্য ধাতু আছে তার সমস্তটাকেই তা রূপান্তরিত করতে চায় একটি সঞ্চলনশীল মাধ্যমে ; তা চায় সোনার বহিঃপ্রবাহকে সঞ্চলন-মাধ্যমের সংকোচনের, সঙ্গে এবং সোনার প্রতি-প্রবাহকে সঞ্চলন-মাধ্যমের সম্প্রসারণের সঙ্গে সমীকৃত করতে। ফলে পরীক্ষাটা প্রমাণ করল যে ঘটনাটা তার বিপরীত। একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, যেটি আমরা অচিরেই উল্লেখ করব, ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর সঞ্চলনশীল নোটের পরিমাণ, ১৮৪৪ সাল থেকে, কখনো সেই সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌঁছায় নি, যা ইস্যু করার কর্তৃত্ব সে পেয়েছিল। অন্য দিকে, ১৮৫৭ সালের সংকট প্রমাণ করে দিল যে, কতকগুলি অবস্থায় এই সর্বোচ্চ পরিমাণও পর্যাপ্ত নয়। ১৮৫৭-র ১৩ই থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে, ঐ সর্বোচ্চ পরিমাণের উপরে £ ৪,৮৮,৮৩০ সঞ্চলনে ছিল (B. A. 1858, P. XI)। বিধিবদ্ধ সর্বোচ্চ পরিমাণ তখন ছিল £ ১,৪৪,৭৫,০০০ যোগ ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর কুঠুরিবন্দী ধাতু রিজার্ভের পরিমাণ।

মহার্ঘ্য ধাতুর বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন :

প্রথমতঃ পার্থক্য করতে হবে, এক দিকে, যে-অঞ্চল উৎপাদন করে না কোনো সোনা এবং রুপা, সেই অঞ্চলের অভ্যন্তরে ধাতুর অগ্র-পশ্চাৎ চলাচল এবং অন্য দিকে নিজ নিজ উৎপাদন-উৎস থেকে অন্যান্য বিভিন্ন দেশে সোনা ও রুপার প্রবাহ এবং তাদের ভিতরে এই অতিরিক্ত ধাতুর বণ্টন—এই দুয়ের মধ্যে।

রাশিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার সোনার খনিগুলির প্রভাব অনুভূত হবার আগে উনিশ শতকের শুরু থেকে সরবরাহ যা ছিল, তা কেবল ক্ষয়ে-যাওয়া মুদ্রাগুলি প্রতিস্থাপন, বিলাস-দ্রব্যাদিতে সাধারণ ব্যবহার এবং এশিয়ায় রুপা রপ্তানির পক্ষে যথেষ্ট হত।

যাইহোক, প্রথমতঃ আমেরিকা এবং ইউরোপের এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের দরুন, তখন থেকে এশিয়ায় রুপার রপ্তানি অসাধারণ ভাবে বেড়ে যায়। ইউরোপ থেকে রপ্তানি-কৃত রুপা বহুলাংশে প্রতিস্থাপিত হত অতিরিক্ত সোনা সরবরাহের দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ এই নোতুন আমদানিকৃত সোনার একটি অংশ আত্মীকৃত হত অভ্যন্তরীণ অর্থ সরবরাহের

দ্বারা। হিসাব করে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সাল অবধি প্রায় ৩ কোটি পরিমাণ সোনা সংযোজিত হয় ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনে।[১] অধিকন্তু, ইউরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধাতুর রিজার্ভের গড় মান ১৮৪৪ সাল বৃদ্ধি পায়। অভ্যন্তরীণ অর্থ সঞ্চলনের সম্প্রসারণের ফলে সেই একই সময়ে ব্যাংক-রিজার্ভ আতংকের পরবর্তী নিশ্চলতার অবস্থায় আরো দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, কারণ বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা অভ্যন্তরীণ সঞ্চলন থেকে নিষ্ক্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সর্বশেষে, বিলাস-সামগ্রীর জন্য মহার্ঘ্য ধাতুর পরিভোগ নোতুন নোতুন সোনার খনি আবিষ্কারের পরে বর্ধিত ঐশ্বর্যের দৌলতে বেড়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ যেসব দেশ বা রুপা উৎপাদন করে না, তাদের মধ্যে মহার্ঘ্য ধাতু ইতস্ততঃ প্রবাহিত হয়—একই দেশ ক্রমাগত আমদানি করে, এবং রপ্তানিও করে। এই চলাচলের এক দিকে বা অন্য দিকে গতির প্রাধান্যই কেবল শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করে একটা নিষ্ক্রমণ না একটা সংযোজন ঘটেছে, কেননা নিছক যাওয়া-আসা ও প্রায়শঃ সমান্তরাল গতি ক্রিয়াগুলি পরস্পরকে বহুলাংশে নিরপেক্ষ করে দেয়। ফলাফলের ক্ষেত্রে কেবল এই কারণটি না থাকলে, দুটি গতিক্রিয়ারই নিরবচ্ছিন্নতা এবং, প্রধানতঃ, সমান্তরাল ধারাটি উপেক্ষা করা হয়। মহার্ঘ্য ধাতুর বৃহত্তর আমদানি বা বৃহত্তর রপ্তানি সর্বদাই ব্যাখ্যা করা হয় সম্পূর্ণভাবেই পণ্যের আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যেকার সম্পর্কটির ফল ও প্রকাশ হিসাবে অন্য দিকে সেটা আবার পণ্য-বাণিজ্য, থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বয়ং মহার্ঘ্য ধাতুর রপ্তানি এবং আমদানির মধ্যেকার সম্পর্কটিরও নির্দেশক।

তৃতীয়তঃ, রপ্তানির উপরে আমদানির প্রাধান্য এবং তার উলটোটা মোটের উপর

১. টাকার বাজারের উপরে এর যা প্রভাব পড়েছিল, তা বোঝা যায় নিউমার্কের এই সাক্ষ্য থেকে: "১৫০৯। ১৮৫৩ সালের শেষে জনগণের মনে একটা বড় রকমের আশংকা ছিল, এবং সেই বছরের সেপ্টেম্বরে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড তিন বার তার ডিসকাউন্ট-হার বৃদ্ধি করে।…অক্টোবরের গোড়ার দিকে জনগণের মনে বড় রকমের আশংকা এবং একটা আতংক ছিল। নভেম্বর শেষ হবার আগে সেই আশংকা ও আতংক অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল, এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রায় ৬০,০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ ধন আসার সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে যায়।…একই জিনিস ঘটেছিল ১৮৫৪-র শরৎকালে—অক্টোবর ও নভেম্বরে প্রায় ৬০,০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ ধন আসার ফলে। একই ঘটনা আবার ঘটে ১৮৫৫-র শরৎকালে যেটা আমরা জানি ছিল একটা উত্তেজনা ও আতংকের কাল—সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বরে প্রায় ৮০,০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ ধন আগমনের ফলে; এবং তার পরে গত বছরের ১৮৫৬-র শেষে আমরা প্রত্যক্ষ করি একই ঘটনা। বস্তুতঃ পক্ষে, আমি কমিটির যে-কোনো সদস্যের নজরে এই বিষয়টা আনতে চাই যে, যে-কোনো আর্থিক চাপের সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক সমাধান হিসাবে যে-ব্যাপারটায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সেটা একটি সোনা-ভর্তি জাহাজের আগমন কিনা।" (B. A. 1857)

পরিমাণ করা হয় সেণ্ট্রাল ব্যাংকের ধাতু-রিজার্ভের বৃদ্ধি বা হ্রাসের দ্বারা। এই মাপ-কাঠিটি বেশি নিখুঁত হবে না কম নিখুঁত হবে, স্বভাবতই তা নির্ভর করে প্রাথমিক ভাবে সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবসার কেন্দ্রীভবনের মাত্রার উপরে। কেননা এর উপরে নির্ভর করে সাধারণ ভাবে মহার্ঘ্য ধাতু যা সঞ্চিত থাকে তথাকথিত জাতীয় ব্যাংকগুলিতে, তা যে মাত্রায় প্রতিনিধিত্ব করে জাতীয় ধাতব রিজার্ভের। কিন্তু ঘটনাটা তা-ই ধরে নিলেও মাপকাঠিটা সঠিক নয় কারণ একটি অতিরিক্ত আমদানি, কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় আত্মীকৃত হয়ে যেতে পারে অভ্যন্তরীণ সঞ্চলন এবং বিলাস-সামগ্রী উৎপাদন সোনা ও রূপার বর্ধিষ্ণু ব্যবহারের দ্বারা; তা ছাড়া, যেহেতু অতিরিক্ত আমদানি ছাড়া অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনের জন্যে স্বর্ণ মুদ্রা তুলে নেওয়া হতে পারে, এবং এইভাবে এমনকি রপ্তানির যুগপৎ বৃদ্ধি ছাড়াও ধাতব রিজার্ভ হ্রাস পেতে পারে।

চতুর্থতঃ সোনার রপ্তানি বহিঃপ্রবাহের চেহারা ধারণ করে যখন হ্রাসপ্রাপ্তির গতিধারা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে, যাতে করে ঐ হ্রাসপ্রাপ্তি প্রতিনিধিত্ব করে একটি গতি-প্রবণতার এবং ব্যাংকের ধাতব রিজার্ভকে নামিয়ে দেয় তার গড় মানেরও বেশ নিচুতে—প্রায় তার গড় ন্যূনতম মানে। এই ন্যূনতম মানটি কমবেশি খেয়াল খুশিমত ধার্য করা হয়, যেহেতু নোট ক্যাশ করা বাবদে রিজার্ভ সংরক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইনের দ্বারা তা প্রত্যেকটি একক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই ধরনের বহিঃপ্রবাহ ইংল্যাণ্ডে যেখানে পৌছতে পারে, তার পরিমাণগত মাত্রা সম্পর্কে নিউমার্ক ১৮৫৭-র ব্যাংক আইন সংক্রান্ত কমিটির সামনে তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, সাক্ষ্য নং ১৪৯৪: "অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, বৈদেশিক বাণিজ্যে দোলাচলতার দরুন ধনের বহিঃপ্রবাহ ৩০,০০,০০০ পাউণ্ড বা ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড ছাড়িয়ে যাবে।"—১৮৪৭ এ ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের নিম্নতম সোনা-রিজার্ভ যা ঘটেছিল ২৩শে অক্টোবর, তা দেখিয়েছিল ৫১,৯৮,১৫৬ পাউণ্ড পরিমাণ একটি হ্রাস—১৮৪৬-এর ২৬ শে ডিসেম্বরের সঙ্গে তুলনায়, এবং ৬৪,৫৩,৭৪৮ পাউণ্ড পরিমাণ একটি হ্রাস—১৮৪৬-এর সর্বোচ্চ মানের সঙ্গে তুলনায় (২৯শে আগস্ট)।

পঞ্চমতঃ তথাকথিত জাতীয় ব্যাংকগুলির ধাতুর রিজার্ভ নির্ধারণের ব্যাপারটা এমন একটা ব্যাপার যা অবশ্য নিজে নিজেই এই ধাতব মজুদের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করেনা, কেননা তা গড়ে উঠতে পারে কেবল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অসাড়তার ফলেই —হচ্ছে ত্রিবিধ: (১) আন্তর্জাতিক পাওনা পরিশোধের জন্য রিজার্ভ ফাণ্ড, অন্য কথায়, বিশ্ব-অর্থের সংরক্ষিত ভাণ্ডার; (২) অভ্যন্তরীণ ধাতব সঞ্চলন পরম্পরাক্রমে সম্প্রসারণ ও সংকোচনের জন্য রিজার্ভ ফাণ্ড; (৩) আমানত পরিশোধ এবং নোটের রূপান্তর-যোগ্যতার জন্য রিজার্ভ ফাণ্ড (এই শেষোক্ত কাজটি ব্যাংকের কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত, স্বয়ং অর্থের কার্যাবলীর সঙ্গে নয়। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাংক আরো প্রভাবিত হতে পারে সেই সব অবস্থার দ্বারা, যেগুলি এই তিনটি কাজের যে কোনো একটিকেও প্রভাবিত করে একটি আন্তর্জাতিক ভাণ্ডার হিসাবে এটা প্রভাবিত হতে পারে 'ব্যালান্স' অব পেমেণ্টস-এর দ্বারা—

এই শেষোক্তটি কি কি উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং 'ব্যালান্স অব ট্রেড'-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, তাতে কিছুই এসে যায় না। অভ্যন্তরীণ ধাতব সঞ্চলনের জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে এটা প্রভাবিত হতে পারে প্রথমোক্তটির সম্প্রসারণ বা সংকোচনের দ্বারা। তৃতীয় কাজটি,—নিরাপত্তা ভাণ্ডার হিসাবে—স্বীকার্য যে, নির্ধারণ করে না ধাতব রিজার্ভের স্বাধীন গতিবিধি, কিন্তু তার আছে দ্বিবিধ ফল। যদি নোট ইস্যু করা হয় যা অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনে প্রতিস্থাপিত করে ধাতব অর্থকে (যেসব দেশ রূপা হচ্ছে মূল্যের পরিমাপ সেখানে রৌপ্য-মুদ্রা সহ), তা হলে (২) এর অধীনে উল্লিখিত রিজার্ভ ফাণ্ডের কাজটি লোপ পেয়ে যায়। এবং মহার্ঘ্য ধাতুটির একটি অংশ, যেটি এই কাজটি সম্পাদন করত, সেটি দীর্ঘ কালের জন্য বিদেশে পথ করে নেবে। এ ক্ষেত্রে ধাতব মুদ্রা অভ্যন্তরীণ সঞ্চলন থেকে তুলে নেওয়া হয় না, এবং তাই সঞ্চলনশীল মুদ্রায়িত ধাতুর একটি অংশকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার মাধ্যমে ধাতব রিজার্ভের সময়িক বৃদ্ধিলাভের যুগপৎ ইতি ঘটে। অধিকন্তু, যদি আমানত পরিশোধের জন্য এবং নোট রূপান্তরিত করার জন্য একটি ন্যূনতম ধাতব রিজার্ভ রাখতেই হয়, তা হলে এটা এর নিজের ধারায় সোনার বহিঃপ্রবাহ বা অন্তঃপ্রবাহকে প্রভাবিত করে; এটা রিজার্ভের সেই অংশটিকে প্রভাবিত করে, যে অংশটিকে ব্যাংক সর্ব অবস্থায় রক্ষা করতে বাধ্য, কিংবা যে অংশটি অকেজো বলে ব্যাংক কখনো কখনো তা থেকে রেহাই পেতে চায়। যদি সঞ্চলন হত বিশুদ্ধ ভাবে ধাতব এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা হত সংকেন্দ্রীভূত, তা হলে ব্যাংককে অনুরূপ ভাবে তার ধাতব রিজার্ভটিকে বিবেচনা করতে হত তার আমানত পরিশোধের জন্য আমানত হিসাবে, এবং তখন রিজার্ভ থেকে নিষ্ক্রমণ সৃষ্টি করতে পারত আতংক যেমন—করেছিল হামবুর্গে ১৮৫৭ সালে।

ষষ্ঠতঃ সম্ভবতঃ ১৮৫৭ সাল বাদে, আসল সংকট সব সময়েই ফেটে পড়েছিল কেবল বিনিময় হারে, একটি পরিবর্তনের পরে, অর্থাৎ যে মুহূর্তে মহার্ঘ্য ধাতুর আমদানি আবার রপ্তানির উপরে প্রাধান্য অর্জন করেছিল।

১৮২৫ সালে আসল বিপর্যয় ঘটেছিল সোনার নিষ্ক্রমণ বন্ধ হয়ে যাবার পরে। ১৮৩৯ সালে সোনার নিষ্ক্রমণ ঘটেছিল, কিন্তু তা কোনো বিপর্যয় ডেকে আনেনি। ১৮৪৭-এ সোনার নিষ্ক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল এপ্রিলে এবং বিপর্যয় ঘটলো অক্টোবরে। ১৮৫৭ সালে বিদেশে সোনার নিষ্ক্রমণ বন্ধ হল নভেম্বরের গোড়ার দিকে, এবং বিপর্যয় ঘটলো না ঐ মাসেরই শেষের দিকের আগে।

এটা বিশেষ ভাবে স্পষ্ট ১৮৪৭-এর সংকটে, যখন সোনার নিষ্ক্রমণ বন্ধ হল এপ্রিলে— সামান্য প্রাথমিক সংকটের পরে, এবং আসল ব্যবসা সংকট এলো না অক্টোবরের আগে।

১৮৪৮-এ লর্ড সভার বাণিজ্যিক দুর্দশা সংক্রান্ত গোপন কমিটির সামনে পেশ করা হয়েছিল নিম্নলিখিত সাক্ষ্যটি। ১৮৫৭ সালের আগে এটি ছাপা হয়নি (C. D. 1848 —57 হিসাবেও উদ্ধৃত।)

টুকের সাক্ষ্য ঃ ১৮৪৭-এর এপ্রিলে চাপ দেখা দিল, যা সঠিক ভাবে বললে, ছিল আতংকের সমান, কিন্তু স্থায়ী ছিল আপেক্ষিক ভাবে অল্পকালের জন্য এবং তার সঙ্গে

ঘটেনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বাণিজ্যিক ব্যর্থতা। অক্টোবরে এপ্রিলের যে কোনো সময়ের চেয়ে চাপ হল ঢের বেশি তীব্র, ঘটলো অশ্রুতপূর্ব সংখ্যক বাণিজ্যিক বিপর্যয় (২৯৯৬) —এপ্রিলে বিনিময়-হারগুলি, বিশেষ করে আমেরিকার সঙ্গে, আমাদের বাধ্য করল অসাধারণ রকমের বড় বড় আমদানির বাবদে প্রভূত পরিমাণ সোনা রপ্তানি করতে; কেবল চরম চেষ্টার সাহায্যেই ব্যাংক সক্ষম হল নিষ্ক্রমণ রোধ করতে এবং হারগুলি বৃদ্ধি করতে (২৯৯৭)।—অক্টোবরে বিনিময়ের হারগুলি ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে এল।—বিনিময়-হারগুলিতে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে (৩০০০)।—জুলাই এবং আগস্টে সেগুলি ওঠা-নামা করতে, লাগলো ; আগস্টের শুরু থেকে সেগুলি সর্বদাই ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে ছিল (৩০০১)।—আগস্টে সোনার নিষ্ক্রমণ শুরু হল অভ্যন্তরীণ সঞ্চলনের জন্য একটি চাহিদা থেকে (৩০০৩)।

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর গভর্নর, জে মরিস : যদিও ১৮৪৭-এর আগস্ট মাস থেকে বিনিময়-হার ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে ছিল, এবং তার ফলে সোনার আমদানি ঘটেছিল, তবু ব্যাংকের ধাতুপিণ্ডের রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছিল। "অভ্যন্তরীণ চাহিদার ফলে £ ২২,০০,০০০ দেশে বেরিয়ে গিয়েছিল" (১৩৭)।—এটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এক দিকে রেলওয়ে নির্মাণে বর্ধিত-সংখ্যক শ্রমিক-নিয়োগে এবং অন্য দিকে, "দুর্দশার সময়ে নিজেদের কাছে সোনা রাখার জন্য ব্যাংকারদের ইচ্ছা পোষণের ঘটনায়" (১৪৭)।

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর প্রাক্তন গভর্নর এবং ১৮১১ সাল থেকে ডিরেক্টর, পামার : "৬৮৪। ১৮৪৭-এর এপ্রিল থেকে ১৮৪৪-এর আইনের সংকোচনমূলক ধারাটি প্রত্যাহার করার দিনটি অবধি—এই গোটা সময়কাল জুড়ে বৈদেশিক বিনিময়গুলি ছিল এই দেশের অনুকূলে।"

ধাতুপিণ্ডের নিষ্ক্রমণ, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৪৭ সালের এপ্রিলে একটি স্বতন্ত্র অর্থ-আতংক, তা এখানে, যেমন সবখানে, ছিল সংকটের পূর্বগামী, এবং তা ফেটে পড়ার আগেই অবস্থা একটা মোড় নিয়েছিল। ১৮৩৯ সালে শস্য ইত্যাদির জন্য ধাতুপিণ্ডের একটি বড় রকমের নিষ্ক্রমণ ঘটেছিল, অন্য দিকে ব্যবসা ছিল দারুণ ভাবে অবদমিত, কিন্তু কোনো সংকট বা অর্থ-আতংক ছিল না।

সপ্তমতঃ যে মুহূর্তে সাধারণ সংকটগুলি নিজেদেরকে নিঃশেষ করে ফেলেছে, সোনা সেই মুহূর্তে সোনা এবং রুপা—উৎপাদনকারী দেশসমূহ থেকে নোতুন মহার্ঘ্য ধাতুর অন্তঃপ্রবাহ এক পাশে সরিয়ে রেখে—নিজেদের আরো একবার বণ্টন করে দেয় সেই সেই অনুপাতে, যে যে অনুপাতে সে দুটি, বিভিন্ন দেশের নিজ নিজ মজুদ হিসাবে, ছিল একটি ভারসাম্যের অবস্থায়। অন্যান্য অবস্থা সমান থাকলে, প্রত্যেক দেশে মজুদের আপেক্ষিক আয়তন নির্ধারিত হবে বিশ্ববাজারে সে দেশের ভূমিকার দ্বারা। যে দেশে তার স্বাভাবিক অংশের চেয়ে বেশি ছিল, সে দেশ থেকে সোনা ও রুপা বয়ে যায় সেই দেশে ছিল যেখানে তার স্বাভাবিকের চেয়ে কম পরিমাণ। বহির্গামী ও অন্তর্গামী ধাতুর এই চলাচল কেবল ফিরিয়ে আনে বিভিন্ন জাতীয় (রাষ্ট্রীয়) রিজার্ভের মূল বণ্টনাবস্থা। এই পুনর্বণ্টন অবশ্য

সংঘটিত হয় বিবিধ ঘটনার ফলাফলের দ্বারা, যা আমরা আলোচনা করব বিনিময়-হারের আলোচনার সঙ্গে। যে মুহূর্তে স্বাভাবিক বণ্টনাবস্থা আবার একবার ফিরে আসে, সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয় সংবৃদ্ধির একটি পর্যায় এবং তার পরে আবার শুরু হয় বহিঃপ্রভাব। [এই সর্বশেষ বিবৃতিটি অবশ্য কেবল ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেই খাটে—বিশ্ব অর্থ-বাজারের কেন্দ্র হিসাবে।—এঙ্গেলস]

অষ্টমতঃ ধাতুর বহিঃপ্রবাহ সাধারণতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থায় একটি পরিবর্তনের লক্ষণ, এবং এই পরিবর্তন আবার সূচিত করে পুনরায় একটি ঘনায়মান সংকটের পূর্বাভাস।[১]

নবমতঃ 'ব্যালান্স অব পেমেণ্টস' ইউরোপ এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়াকে সহায়তা করতে পারে।[২]

মহার্ঘ্য ধাতুর আমদানি প্রধানতঃ দুটি সময়ে ঘটে। একদিকে, এটা ঘটে নিচু সুদের হারের প্রথম পর্যায়ে, যা সংকটের পিছু পিছু আসে এবং প্রতিফলিত করে উৎপাদনের সংকোচন; এবং পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে, যখন সুদের হার বাড়ে এবং তার গড় মানে পৌছায়। এই পর্যায়েই প্রতিদান পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি, বাণিজ্যিক ক্রেডিট থাকে প্রচুর, এবং সেই কারণে ধার-মূলধনের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পায় না উৎপাদন সম্প্রসারণের অনুপাতে। উভয় পর্যায়েই ধার-মূলধনের আপেক্ষিক প্রাচুর্য থাকায়, সোনা ও রূপার আকারে, অর্থাৎ এমন একটি আকারে, যে আকারে তা প্রাথমিক ভাবে কাজ করতে পারে কেবল ধার-মূলধন হিসাবে, সেই আকারে বিদ্যমান মূলধনের বাড়তি সংযোজনটি অবশ্যই গুরুতর ভাবে প্রভাবিত করবে সুদের হারকে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ ভাবে ব্যবসার আবহাওয়াকে।

অন্যদিকে, মহার্ঘ্য ধাতুর নিষ্ক্রমণ, তথা অব্যাহত ও বিপুল-পরিমাণ রপ্তানি, ঘটতে

---

১. নিউমার্কের মতে, বিদেশে সোনার প্রস্থান ঘটতে পারে তিনটি কারণে: (১) নিছক বাণিজ্যিক অবস্থাবলী থেকে, অর্থাৎ যদি আমদানি রপ্তানিকে ছাড়িয়ে যায়, যেমন ঘটেছিল ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত এবং আবার ১৮৪৭-এ—প্রধানতঃ বিপুল পরিমাণে শস্য আমদানি, (২) বিদেশে ইংরেজি মূলধন বিনিয়োগের উপায় সংগ্রহের জন্য, যেমন ১৮৫৬ সালে ভারতে রেলপথের জন্য এবং বিদেশে নির্দিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য, যেমন ১৮৫৩-৫৪ সালে প্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে।

২. নিউমার্ক: "যখন আপনি ভারত ও চীনকে একত্র করেন, যখন আপনি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেকার লেনদেনগুলি এবং ত্রিকোণ বাণিজ্য হবার কারণে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ চীন ও আমেরিকার মধ্যেকার লেনদেনগুলি এবং আমাদের মাধ্যমে সম্পাদিত পারস্পরিক শোধবোধগুলি হিসাবে ধরেন…তা হলে এটা সত্য যে ব্যালান্স অব ট্রেড কেবল এই দেশেরই বিরুদ্ধে ছিল না, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও বিরুদ্ধে ছিল।"—(B. A. 1857)

থাকে যখনি প্রতিদান আর বয়ে আসে না, বাজারগুলি থাকে বাড়তি "স্টকে ভর্তি এবং একটা সমৃদ্ধির বিভ্রম বাঁচিয়ে রাখা হয় কেবল ক্রেডিটের সাহায্যে; অন্যভাবে বলা যায়, যখনি মূলধনের জন্য থাকে একটি বিপুল ভাবে বর্ধিত চাহিদা, এবং সেই হেতু, সুদের হার পৌঁছে গিয়েছে অন্ততঃ তার গড় মানে। এই যে অবস্থা, যা প্রতিফলিত হয় ঠিক এই মহার্ঘ্য ধাতুর নিষ্ক্রমণেই, সেই অবস্থায় মূলধনের—এমন এক আকারে, যে-আকারে তা থাকে সরাসরি ধারযোগ্য অর্থ-মূলধন হিসাবে, সেই আকারে তার অব্যাহত অপসারণের পরিণাম হয় অনেকটা তীব্রতর। সুদের হারের উপরে অবশ্যই তার থাকবে একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু ক্রেডিট-লেনদেন সংকুচিত করার পরিবর্তে, সুদের হার-বৃদ্ধি সেগুলিকে আরো প্রসারিত করে এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্গতির উপরে মাত্রাধিক চাপ সৃষ্টি করে। সুতরাং এই পর্যায়টিই হয় বিপর্যয়ের পূর্বগামী।

নিউমার্ককে প্রশ্ন করা হয়, ব্যাংক আইন, ১৮৫৭ : "কিন্তু তা হলে কি ডিসকাউন্ট হারের সঙ্গে সঞ্চলনরত বিলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়?—মনে হয়, পায়।"—"১৫২২। শান্ত সাধারণ সময়ে 'লেজার' হচ্ছে বিনিময়ের আসল সংসাধক ('ইনস্ট্রুমেন্ট'); কিন্তু যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয়, যখন, উদাহরণ স্বরূপ, আমি যে অবস্থার কথা বলেছি তেমন অবস্থায়, ডিসকাউন্টের ব্যাংক রেটে বৃদ্ধি ঘটে……তখন লেনদেনগুলি স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের পর্যবসিত করে বিল-অব-এক্সচেঞ্জ কাটায়; ঐ বিলগুলি কেবল সম্পাদিত লেনদেনের আইনি প্রমাণ হিসাবেই বেশি সুবিধাজনক নয়, সেই সঙ্গে অন্যত্র ক্রয় সম্পাদনের ক্ষেত্রেও সুবিধাজনক এবং যার মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা হয়, সেই ক্রেডিটের উপায় হিসাবে তো সবিশেষ সুবিধাজনক।"—অধিকন্তু, যখন কিছুটা আশংকা জনক অবস্থা ব্যাংককে প্রণোদিত করে তার ডিসকাউন্টের হার বৃদ্ধি করতে—যার ফলে একই সময়ে এই সম্ভাব্যতা থাকে যে ব্যাংক তার ডিসকাউন্টযোগ্য বিলগুলির মেয়াদ কমিয়ে দেবে—তখন এই সাধারণ আশংকা বিস্তার লাভ করে যে, তা ক্রমেই চরমে উঠবে। প্রত্যেকে, এবং সর্বোপরি ক্রেডিট জালিয়াত, তাই চেষ্টা করবে ভবিষ্যৎকে ডিসকাউন্ট করতে এবং উপস্থিত মুহূর্তে যত সংখ্যক সম্ভব তত সংখ্যক ক্রেডিটের উপায় তার হাতে রাখতে। এই কারণগুলি তা হলে দাঁড়ায় এই রকম : ঘটনা এটা নয় যে কেবল আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত মহার্ঘ্য ধাতুর পরিমাণটি নিজ রূপেই তার প্রভাব অনুভূত করায়, কিন্তু সেটি তার প্রভাব খাটায় প্রথমতঃ অর্থ-রূপে মূলধন হিসাবে মহার্ঘ্য ধাতুর সবিশেষ চরিত্রটির গুণে, এবং দ্বিতীয়তঃ একটি পালক হিসাবে কাজ ক'রে, যেটি তুলাদণ্ডে ওজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট ভাবে একটা দিকে তাকে ঝুঁকিয়ে দিতে পারে; এটি কাজ করে কারণ এর উদ্ভব ঘটে এমন অবস্থায় যখন যে-কোনো দিকে যে-কোনো সংযোজন তারই অনুকূলে সিদ্ধান্ত ঘটায়। এই কারণগুলি ছাড়া, এটা একেবারেই ব্যাখ্যা করা যেতনা কেন সোনার একটি নিষ্ক্রমণ, ধরা যাক পরিমাণে £ ৫০,০০,০০০ থেকে £ ৮০,০০,০০০—এবং এটাই আমাদের অভিজ্ঞতায় আজ পর্যন্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ—একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করবে। মূলধনের এই ক্ষুদ্র হ্রাস বা বৃদ্ধি, যা এমনকি

ইংল্যাণ্ডে যে £ ৭ কোটি সোনার আকারে গড়ে চালু থাকে, তার সঙ্গে তুলনাতেও তুচ্ছ, তা ইংরেজদের উৎপাদনের আয়তনের মত একটি আয়তনের সঙ্গে তুলনায় বাস্তবিকই একটি উপেক্ষণীয় রকমের ক্ষুদ্র আয়তন।[১] কিন্তু ঠিক এই ক্রেডিট ও ব্যাংকিং ; ব্যবস্থার বিকাশই যা, একদিকে, সমস্ত অর্থ মূলধনকে উৎপাদনের সেবায় কিংবা ভাষান্তরে, সমস্ত অর্থ আয়ের মূলধনে রূপান্তর সাধনে কাজে লাগাবার প্রবণতা সৃষ্টি করে ; এবং যা, অন্য দিকে, চক্রের একটি বিশেষ পর্যায়ে ধাতব রিজার্ভকে ন্যূনতম পরিমাণে পর্যবসিত করে, যার ফলে যে কাজের জন্য তা উদ্দিষ্ট হয়েছিল, সে কাজ আর তা করতে পারে না — বিকশিত ক্রেডিট ও ব্যাংকিং ; ব্যবস্থাই সৃষ্টি করে সমগ্র সজীব সংগঠনটিতে এই অতি সংবেদনশীলতা। উৎপাদনের অল্পতর বিকশিত স্তরগুলিতে গড় মানের নীচে বা উপরে মজুদের হ্রাস বা বৃদ্ধি আপেক্ষিক ভাবে একটি তুচ্ছ ব্যাপার। অনুরূপ ভাবে, অন্য দিকে, এমনকি একটি অতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সোনার একটি বহিঃপ্রবাহ হয় আপেক্ষিক ভাবে অকার্যকর, যদি সেটা শিল্প-চক্রের সংকট কালে না ঘটে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যায় আমরা সে সব ক্ষেত্র বিবেচনা করিনি, যেখানে সোনার নিষ্ক্রমণ ঘটেছে শস্যহানি ইত্যাদি কারনে। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে, উৎপাদনের ভারসাম্যে বৃহৎ ও আকস্মিক ব্যাঘাত, যা এই নিষ্ক্রমণে প্রকাশ পায়, তার ফলাফল সম্পর্কে আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যখন উৎপাদন চালু থাকে পূর্ণ তেজে, তখন যদি এই ব্যাঘাত ঘটে, তা হলে এই ফলাফল হয় আরো বৃহৎ।

আমরা আমাদের আলোচনা থেকে ব্যাংক নোটের রূপান্তরযোগ্যতার জমানত হিসাবে এবং গোটা ক্রেডিট ব্যবস্থার চক্র-কেন্দ্র হিসাবে ধাতু রিজার্ভের ভূমিকাও বাদ দিয়েছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ক্রেডিট ব্যবস্থার চক্র বিন্দু। এবং ধাতু রিজার্ভ হচ্ছে আবার ব্যাংকের চক্র বিন্দু।[২] প্রথম গ্রন্থে (Kap III)* পরি-প্রদানের উপায়সমূহ আলোচনা প্রসঙ্গে

---

১. দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখুন উইণ্ডয়েলিন এর (ব্যাংক আইন 1857) হাস্যকর উত্তরটি যেখানে তিনি বলেন সোনার আকারে ৫০ লক্ষের নিষ্ক্রমণ হচ্ছে সেই পরিমাণ মূলধনের হ্রাসপ্রাপ্তি এবং এই ভাবে চেষ্টা করেন কয়েকটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে যা ঘটে না যখন হয় দামের সীমাহীন ভাবে বৃহত্তর উপচয় বা অবচয়, আসল শিল্প মূলধনের সম্প্রসারণ বা সংকোচন। অন্য দিকে, এই ব্যাপারগুলিকে সরাসরি আসল মূলধনের পরিমাণটির সম্প্রসারণ বা সংকোচন হিসাবে ব্যাখ্যা করাও সমান হাস্যকর (ঐ মূলধনের পরিমাণটি তার বস্তুগত উপাদানসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে।

২. নিউমার্ক (ব্যাংক আইন 1857) ১৩৬৪। ব্যাংক অব "ইংল্যাণ্ডে রিজার্ভ ধাতুপিণ্ড হচ্ছে, বস্তুতঃ পক্ষে, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বা মজুদ ধন যার উপরে দেশের সমগ্র বাণিজ্য আবর্তিত হয় ; বাকি সমস্ত ব্যাংকগুলি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডকে দেখে কেন্দ্রীয় মজুদ বা সঞ্চয় হিসাবে, যেখান, থেকে তাদের পেতে হয় তাদের মুদ্রার রিজার্ভ ; এবং এই মজুদ বা সঞ্চয়ের উপরেই বৈদেশিক বিনিময়ে কাজ সর্বদা ক্রিয়া করে।

* ইং সং Vol. I Chap III, pp—137-38।

যা আমি আগেই দেখিয়েছি, ক্রেডিট ব্যবস্থা থেকে অর্থ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আবশ্যক।

সংকট মুহূর্তে ধাতব ভিত্তিটাকে রক্ষা করার জন্য যে প্রকৃত ধনের বৃহত্তম বলিদান করতে হয়, তা টুকে এবং ওভারস্টোন উভয়েই স্বীকার করেছেন। একটি আবর্তিত হয় একটি যোগ বা বিয়োগকে ঘিরে, এবং যা অবশ্যই ঘটবে, তারই কম-বেশি যুক্তিসম্মত আলোচনাকে ঘিরে।[১] মোট উৎপাদনের সঙ্গে তুলনায় তুচ্ছ, একটি ধাতু-পরিমাণকে স্বীকার করা হয় ব্যবস্থাটার চক্রবিন্দু বলে। তাই এই চমৎকার তত্ত্বগত দ্বৈতবাদ—এই যে বৈশিষ্ট্যটি তা সংকটের সময়ে ধারণ করে, সেটির আতংকজনক অভিব্যক্তি ছাড়াও। যতক্ষণ প্রজ্ঞাদীপ্ত অর্থনীতি "মূলধনের" আলোচনা করে *ex professo*, ততক্ষণ তা সোনা ও রুপাকে মূলধনের অপকৃষ্ট ও অকেজো রূপ হিসাবে বিবেচনা করে তাদের দিকে কটাক্ষপাত করে চরম অবজ্ঞাভরে। কিন্তু যে মুহূর্তে তা ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে, সেই মুহূর্তেই সব কিছু উলটে যায়, এবং সোনা ও রুপা হয়ে ওঠে উৎকৃষ্ট মূলধন, যার সংরক্ষণের জন্যে মূলধনের বাকি প্রত্যেকটি রূপ এবং শ্রমকে বলি দিতে হবে। কিন্তু কি দিয়ে সোনা ও রুপাকে ধনের অন্যান্য রূপ থেকে পার্থক্য করতে হবে? তাদের মূল্যের আয়তন দিয়ে নয়, কেননা তা নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণটি দিয়ে; পার্থক্য করতে হবে এই ঘটনা দিয়ে যে তারা প্রতিনিধিত্ব করে ঐশ্বর্যের সামাজিক চরিত্রের স্বতন্ত্র বিগ্রহের, অভিব্যক্তির। [সমাজের ধন থাকে কেবল একক ব্যক্তিদের ধন হিসাবে, যারা তার ব্যক্তিগত মালিক। তা তার সামাজিক চরিত্রকে রক্ষা করে কেবল এই ব্যাপারে যে, ঐ ব্যক্তিরা তাদের অভাব পূরণের জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করে পরিমাণগত ভাবে বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্য। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অধীনে তারা এটা করতে পারে কেবল অর্থের মাধ্যমে। এই ভাবে একজন ব্যক্তির ধন উপলব্ধ হয় সামাজিক ঐশ্বর্য হিসাবে কেবল অর্থের মাধ্যমেই। এই অর্থের মধ্যেই এই জিনিসটির মধ্যেই, এই সামাজিক প্রকৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে।—এঙ্গেলস।] সুতরাং ধনের এই সামাজিক অস্তিত্ব ধারণ করে একটি লোকাতীত রূপ—সামাজিক সম্পদের বাস্তব উপাদান-গুলির পাশাপাশি এবং বাইরে একটি জিনিসের, বস্তুর, পণ্যের রূপ। যতক্ষণ উৎপাদন থাকে বহতা অবস্থায়, এটা ভুলে যাওয়া হয়। ক্রেডিট যা ধনের একটি অনুরূপ সামাজিক রূপ, তা অর্থকে ঠেলে বার করে দেয় এবং তার জায়গা দখল করে নেয়। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রে আস্থাই উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থ রূপকে সুযোগ দেয় এমন কিছুর রূপ ধারণ করতে যা কেবল ছায়াকল্প ও ভাবাত্মক, এমন কিছু যা নিছক কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু যে

১. "কার্যতঃ তখন মিঃ টুকে এবং মিঃ লয়েড উভয়েই সোনার জন্য একটি অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করবেন…সুদের হার বৃদ্ধি এবং মূলধনের অগ্রিম-দান হ্রাস করে… ক্রেডিটের আগেভাগে সংকোচন সাধনের মাধ্যমে। কিন্তু মিঃ লয়েড-এর নীতি সমূহের পরিণতি ঘটে কতকগুলি (আইনগত) বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণে, যেগুলি…ঘটায় সবচেয়ে গুরুতর অসুবিধা।" (*Economist* [December], 1847 P. 1418)

মুহূর্তে ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যায়—এবং এই পদার্থটি সর্বদাই আবশ্যিক ভাবেই আধুনিক শিল্প-চক্র দেখা যায়—সেই মুহূর্তেই সমস্ত প্রকৃত ধনকে সত্যি-সত্যিই এবং আচমকা অর্থে, সোনা এবং রূপায় রূপান্তরিত করতে হয়—একটা উন্মত্ত চাহিদা, যা অবধারিত ভাবেই উদ্ভূত হয় স্বয়ং এই ব্যবস্থাটির মধ্য থেকেই। এবং সমস্ত সোনা ও রূপা যা এই বিশাল চাহিদা পূরণ করবে বলে ধরা হয়, তার পরিমাণ দাঁড়াবে ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর কুঠরি-বন্দী মাত্র কয়েক মিলিয়ন।[১]

তা হলে, সোনা নিষ্ক্রমণের ফলাফলের মধ্যে, এই যে ঘটনা যে, সামাজিক উৎপাদন হিসাবে উৎপাদন বাস্তবিকই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়, সেটা জাজ্জ্বল্যমান ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে তার বাইরেকার একটি জিনিস হিসাবে ধনের সামাজিক রূপের অস্তিত্বের ফলে। বস্তুতঃ পক্ষে উৎপাদনের আগেকার ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই লক্ষণটি অভিন্ন—যতদূর পর্যন্ত সেগুলিরও ভিত্তি ছিল পণ্য নিয়ে বাণিজ্য এবং ব্যক্তিগত বিনিময়। কিন্তু একমাত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেই এটা প্রকাশ পায় অসম্ভব দ্বন্দ্ব ও আপাত-বিরোধের সবচেয়ে জাজ্জ্বল্যমান ও অদ্ভুত রূপে, কারণ, প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ ব্যবহার মূল্যের জন্য উৎপাদনকারীদের নিজেদের পরিভোগের জন্য উৎপাদন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে সম্পূর্ণ ভাবে উৎখাত হয়ে যায়, যার দরুন ধন থাকে কেবল উৎপাদন এবং সঞ্চলনের পারস্পরিক গ্রন্থনের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে; এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রেডিট ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ক্রমাগত চেষ্টা করে ধাতব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে, যা একই সঙ্গে ধনের এবং তার গতি-পথের একটি বস্তুগত ও কল্পনাগত প্রতিবন্ধক কিন্তু তা বারংবার তার পিঠ ভাঙ্গে এই প্রতিবন্ধকের উপরে।

সংকটের কালে দাবি করা হয় যে, সমস্ত বিল-অব-এক্সচেঞ্জ, সিকিওরিটি ও পণ্য-সামগ্রীকে যুগপৎ রূপান্তরিত করা হোক ব্যাংক-অর্থে এবং এই সমস্ত ব্যাংক-অর্থকে আবার সোনায়।'

২. বিনিময়ের-হার

[বিনিময়-হারকে বলা হয় অর্থ-ধাতু সমূহের আন্তর্জাতিক চলাচলের আবহ-নির্দেশক। যদি ইংল্যাণ্ডকে জার্মানির যে পাওনা পরিশোধ করতে হবে, তার চেয়ে জার্মানিকে

১. "আপনি সম্পূর্ণ একমত যে, সুদের হার বৃদ্ধি করা ছাড়া, আর কোনো পথ নেই, যা দিয়ে ধাতুপিণ্ডের জন্য চাহিদা বদল করা যায়।" —চ্যাপম্যান, 'ওভারেণ্ড গুর্নে অ্যাণ্ড কোম্পানি' নামে বিরাট বিল-ব্রোকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগী সদস্য: "আমি বলব …যখন আমাদের ধাতুপিণ্ড একটি বিন্দুতে নেমে যায়, তখন আমাদের বরং ঘোষণা করে দেওয়া ভাল যে আমরা ডুবে যাচ্ছি, এবং যাঁরাই বিদেশে অর্থ পাঠাতে চান, তাঁরা প্রত্যেকেই তা করবেন নিজের ঝুঁকিতে।" (ব্যাংক আইন 1857 Evidence No. 5057)

ইংল্যাণ্ডের যে পাওনা পরিশোধ করতে হবে, তা বেশি হয়, তা হলে স্টার্লিং-এর অঙ্কে মার্কের দাম ইংল্যাণ্ডে বৃদ্ধি পাবে, এবং মার্ক-এর অঙ্কে স্টার্লিং-এর দাম হামবুর্গে হ্রাস পাবে। যদি জার্মানির কাছে ইংল্যাণ্ডের পাওনা-পরিশোধের বাধ্যবাধকতার এই প্রাধান্য আবার সমীকৃত না হয়ে যায়, ধরা যাক, ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মানির ক্রয়ের প্রাধান্যের দ্বারা, তা হলে জার্মানির উপরে বিল-অব-এক্সচেঞ্জগুলির স্টার্লিং দাম মার্কের অঙ্কে দাম অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে সেই বিন্দু পর্যন্ত, যেখানে পাওনা-পরিশোধের ক্ষেত্রে, ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মানিতে বিল-অব-এক্সচেঞ্জ পাঠানোর পরিবর্তে, ধাতু (স্বর্ণ-মুদ্রা বা ধাতুপিণ্ড) পাঠানো হবে লাভ-জনক। এটাই হল ঘটনার স্বাভাবিক ধারা।

যদি মহার্ঘ্য ধাতুর এই রপ্তানি ধারণ করে বৃহত্তর পরিধি এবং স্থায়ী হয় দীর্ঘতর কাল, তা হলে ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক-রিজার্ভ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং ইংল্যাণ্ডের টাকার বাজারকে, বিশেষ করে ব্যাংক-অব-ইংল্যাণ্ডকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয় সংরক্ষণমূলক বিবিধ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাগুলি যা আমরা আগেই দেখেছি, প্রধানতঃ সুদের হার বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত। যখন সোনার নিষ্ক্রমণ অনতিক্ষুদ্র, তখন টাকার বাজার, সচরাচর, কঠোর হয়, তার মানে অর্থের রূপে ধার-মূলধনের চাহিদা লক্ষণীয় ভাবে যোগানকে ছাড়িয়ে যায় এবং তা থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনুসরণ করে সুদের উচ্চতর হার ; ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর দ্বারা ধার্য ডিসকাউণ্ট রেটও হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং বাজারের উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে ধাতুপিণ্ডের নিষ্ক্রমণ ব্যবসায়িক লেনদেনের মামুলি সমাবেশ ছাড়া অন্যান্য কারণে ঘটে (দৃষ্টান্ত হিসাবে বিদেশী রাষ্ট্রকে ধার, বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদি) এবং লণ্ডন টাকার বাজার নিজে সুদের হারে বৃদ্ধি সাধন সমর্থন করে না ; তখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড অবশ্যই প্রথমে যাকে বলা হয় "টাকা দুর্লভ করা", খোলা বাজারে ধার দেবার মাধ্যমে তাই করবে এবং এই ভাবে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি করবে এমন একটি পরিস্থিতি, যা সমর্থন করে, কিংবা আবশ্যক করে তোলে সুদের হারে একটি বৃদ্ধি সাধন ; বছরের পরে বছর এবংবিধ কৌশল অবলম্বন আরও আরও কঠিন হয়ে ওঠে।—এঙ্গেলস]

সুদের হারে এই বৃদ্ধি-সাধন কিভাবে বিনিময়-হারগুলিকে প্রভাবিত করে তা প্রকাশ পেয়েছে ১৮৫৭ সালে ব্যাঙ্ক আইন সম্বন্ধে নিম্নতন পরিষদের কমিটির সামনে প্রদত্ত এই সাক্ষ্যে (B. A. বা B. C. 1857 হিসাবে উদ্ধৃত)।

জন স্টুয়ার্ট মিল "২১৭৬। বাণিজ্যিক অসুবিধার অবস্থায়…যখন সিকিওরিটির দামে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে…বিদেশীরা এ দেশে পাঠায় রেলওয়ে শেয়ার ক্রয় করতে, কিংবা বিদেশী রেলওয়ে শেয়ারের ইংরেজ মালিকেরা বিদেশে বিক্রি করে দেয় তাদের বিদেশী রেলওয়ে শেয়ারগুলি…তখন ধাতুপিণ্ডে স্থান-পরিবর্তন প্রভূত পরিমাণে নিবারিত হয়।"—"২১৮২। ব্যাংকার এবং সিকিওরিটি-কারবারিদের একটি বৃহৎ ও বিত্তবান শ্রেণী, যাদের মাধ্যমে সুদের হারের সমীকরণ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক চাপের সচরাচর সমীকরণ ঘটে…তারা সব সময়েই সেই সব সিকিওরিটি ক্রয়ের জন্য তৎপর

থাকে যেগুলির দাম বাড়ার সম্ভাবনা। ...তাদের পক্ষে সিকিওরিটি ক্রয়ের উপযুক্ত স্থান হল সেই দেশটি যেটি ধাতুপিণ্ড বাইরে পাঠাচ্ছে।"—"২১৮৪। এই ধরনের মূলধন বিনিয়োগ ১৮৫৭ সালে প্রচুর মাত্রায় ঘটেছিল, এত প্রচুর মাত্রায় যে তার ফলে বহিঃপ্রবাহ প্রভূত ভাবে হ্রাস পেয়েছিল।"

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন গভর্নর এবং ১৮৩৩ সাল থেকে অন্যতম ডিরেক্টর, জে জি হুব্বার্ড : "২৫৪৫। বিরাট পরিমাণ ইউরোপীয় সিকিওরিটি আছে...বিভিন্ন টাকার বাজারে যেগুলির আছে ইউরোপীয় কারেন্সি, এবং ঐ বণ্ডগুলি, যে মুহূর্তে তাদের মূল্য এক বাজার ১ শতাংশ বা ২ শতাংশ কমে যায়, সেই মুহূর্তে ক্রয় করা হয় সেই সব বাজারে স্থানান্তরের জন্য, যেখানে তাদের মূল্য আছে তখনো অক্ষত।" — ২৫৬৫। বাইরের দেশগুলি কি এ দেশের বনিকদের কাছে বেশ কিছুটা ঋণগ্রস্ত নয়?—খুবই প্রভূত ভাবে। —২৫৬৬। সুতরাং ঐ ঋণগুলির নগদ টাকায় রূপান্তরণ ('এনক্যাশমেন্ট') হতে পারে এদেশে মূলধনের বেশ বৃহৎ পরিমাণ সঞ্চয়লনের পর্যাপ্ত কারণ?—১৮৪৭ সালে, আমাদের অবস্থানের শেষরক্ষা সম্ভব হয়েছিল এদেশের কাছে আমেরিকার পাওনা লক্ষ লক্ষ এবং রাশিয়ার পাওনা লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খারিজ করে দেবার মাধ্যমে।" [একই সময়ে ইংল্যাণ্ড এই একই দেশগুলির কাছে শস্যের বাবদে ধারত "লক্ষ, বহু লক্ষ" পাউণ্ড এবং সেক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়নি ইংরেজ দেনাদারদের দেউলিয়াপনার পথে এই লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের বৃহত্তর অংশের মধ্য দিয়ে "একটি লাইন টেনে নিতে।" দ্রষ্টব্য : ব্যাংক অ্যাক্ট সংক্রান্ত রিপোর্ট, ১৮৫৭, ত্রিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত, পৃঃ ৩১*—এঙ্গেলস।]—"২৫৭২। ১৮৪৭ সালে, এই দেশ এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মধ্যে বিনিময়-হার ছিল খুব চড়া। যখন ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডকে £১,৪০,০০,০০০-র সীমা-নির্বিশেষে (সোনা রিজার্ভের উপরে এবং বাইরে) নোট ইস্যু করার কর্তৃত্ব দিয়ে সরকারি পত্র প্রকাশিত হল, তখন শর্ত ছিল এই যে সুদের হার হবে ৮%। সে সময়ে, তৎকালীন ডিসকাউন্ট হারের প্রেক্ষিতে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে লণ্ডনে সোনা পাঠানো এবং সেখানে সোনা ক্রয়ের দরুন কাটা তিন মাসের বিল-অব-একচেঞ্জ 'ম্যাচিওর' হওয়া অবধি তাকে ৮% সুদে ধার দেওয়া ছিল মুনাফাজনক কারবার।—"২৫৭৩। ধাতুপিণ্ড সংক্রান্ত সমস্ত কাজ-কারবারেই অনেকগুলি পয়েন্ট বিবেচনা করতে হবে; আছে বিনিময় হার এবং সুদের হার, (তার দরুন কাটা) বিল 'ম্যাচিওর' হবার সময়ে বিনিয়োগের জন্য যা উপস্থিত।

এশিয়ার সঙ্গে বিনিময়ের-হার

নিচের পয়েন্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, এক দিকে, এগুলি প্রকাশ করে কিভাবে ইংল্যাণ্ড, যখন এশিয়ার সঙ্গে তার বিনিময় হার থাকে প্রতিকূল, তখন, নিজের ক্ষতি পূরণ করে নেয়, অন্যান্য দেশের স্বার্থের বিনিময়ে, যাদের এশিয়া থেকে আমদানিসমূহ

* বর্তমান ইং সংস্করণ : পৃঃ ৪৯৩

পরিশোধ করা হয় ইংরেজ মধ্যস্থদের মাধ্যমে। অন্য দিকে, সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ কেননা মিঃ উইলসন আরো একবার এখানে মূর্খের মত চেষ্টা করেন বিনিময়-হারের উপরে মহার্ঘ্য ধাতু রপ্তানির ফলকে একাকার করে দেখাতে এই হারগুলির উপরে সাধারণ ভাবে মূলধন রপ্তানির ফলের সঙ্গে ; যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই রপ্তানি কেবল মূলধন বিনিয়োগের জন্য— পরিশোধ বা ক্রয়ের উপায় নয়। প্রথমতঃ, এটা না বললেও চলে যে, সেখানে বিনিয়োগের জন্য এত কোটি কোটি পাউণ্ড ভারতে পাঠানো হয় মহার্ঘ্য ধাতুর আকারে বা লোহার রেলের আকারে, এ দুটি হচ্ছে কেবল অন্যদেশে একই পরিমাণ মূলধন স্থানান্তরিত করার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; যথা, একটি স্থানান্তর যা মামুলি সওদাগরি কারবারের হিসাব প্রবেশ পত্র করে না, এবং যার জন্যে রপ্তানিকারী দেশটি এই রেলওয়েগুলির আয় থেকে ভবিষ্যৎ বার্ষিক আয় ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করেনা। যদি এই রপ্তানি করা হয় মহার্ঘ্য ধাতুর আকারে, তা হলে তা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাব খাটাবে টাকার বাজারের উপরে এবং সেই সঙ্গে এই মহার্ঘ্য ধাতুর আকারে তা হলে তা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাব খাটাবে টাকার বাজারের উপরে এবং সেই সঙ্গে এই মহার্ঘ্য ধাতু রপ্তানিকারী দেশটির সুদের হারের উপরে ; যদি আবশ্যিক ভাবে সর্ব অবস্থায় নাও হয়, তা হলে অন্ততঃ পূর্বর্ণিত অবস্থায়, কেননা এটা হচ্ছে মহার্ঘ্য ধাতু এবং তাই প্রত্যক্ষভাবে ধারযোগ্য অর্থ মূলধন এবং গোটা অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি। অনুরূপ ভাবে, এই রপ্তানি প্রত্যক্ষ ভাবে বিনিময় হারকেও প্রভাবিত করে। মহার্ঘ্য ধাতু রপ্তানি করা হয় কেবল এই কারণে এবং এই মাত্রায় যে, বিল-অব-এক্সচেঞ্জ, ধরা যাক ভারতের উপরে, যেগুলিকে হাজির করা হয় লণ্ডন টাকার বাজারে, সেগুলি এই বাড়তি পরিপ্রেরণের ('রেমিট্যান্স-এর) পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। অন্য কথায়, ভারতীয় বিল-অব-এক্সচেঞ্জের জন্য এমন চাহিদা আছে, যা তার যোগানের চেয়ে বেশি, এবং তাই কিছু কালের জন্য হারগুলি ঘুরে যায় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, এই কারণে নয় যে সে ভারতের কাছে ঋণগ্রস্ত, কিন্তু এই কারণে যে তাকে ভারতে পাঠাতে হবে হবে বাড়তি পরিমাণ ধাতু। পরিশেষে, ভারতে এমন এক পরিমাণ মহার্ঘ্য ধাতু প্রেরণের আবশ্যিক ফল হবে ইংল্যাণ্ডের পণ্য-সামাগ্রীর জন্য ভারতে চাহিদা বৃদ্ধি, কেননা তা পরোক্ষ ভাবে ইউরোপীয় দ্রব্যাদির জন্য ভারতের পরিভোগ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। কিন্তু যদি মূলধনটা পাঠানো হয় রেল ইত্যাদির আকারে তা হলে তার কোনো প্রভাব বিনিময়-হারের উপরে পড়বে না, কেননা তার জন্যে ভারতকে কোনো ফেরৎ 'পেমেণ্ট' করতে হবে না। ঠিক এই কারণেই টাকার বাজারের উপরে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। উইলসন চান এমনি একটি প্রভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে—একথা ঘোষণা করে যে, এমন একটা বাড়তি ব্যয় সৃষ্টি করবে অর্থ-সংস্থানের জন্য একটি অতিরিক্ত চাহিদা এবং এই ভাবে প্রভাবিত করবে সুদের হারকে। এটা হলেও হতে পারে ; কিন্তু একথা বলা যে, সর্ব অবস্থাতেই এটা আবশ্যিক ভাবে ঘটবে, সম্পূর্ণ ফল। কোথায় রেলগুলি পাঠানো হল, সেগুলি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে না ভারতের মাটিতে পাতা হল, তা নির্বিশেষে, সেগুলি বিশেষ এক ক্ষেত্রেই ইংরেজি উৎপাদনের বিস্তার ছাড়া আর কিছুরই

প্রতিনিধিত্ব করে না। একথা দাবি করা অদ্ভুত যে, এমনকি ব্যাপক সীমার মধ্যেও, উৎপাদনের প্রসার ঘটতে পারে না সুদের হারকে উচুঁতে ঠেলে না দিয়ে। অর্থের সংস্থান, যার মানে, যে ব্যবসা ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত করে তার পরিমাণ, বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু এই ক্রেডিট-কারবারগুলি বৃদ্ধি পেতে পারে সুদের হারকে অপরিবর্তিত রেখেও। চল্লিশের দশকে ইংল্যাণ্ডে রেলওয়ে বাতিকের কালে এটাই ঘটেছিল। সুদের হার বাড়েনি। এবং এটা স্পষ্ট যে, যেখানে সত্যিকারের মূলধনের ব্যাপার, এখানে পণ্যের, সেখানে টাকার বাজারের উপরে তার ফল হবে ঠিক একই—তা এই পণ্যগুলি উদ্দিষ্ট হোক বাইরের দেশের জন্যই কিংবা ঘরের পরিভোগের জন্যই। এটা পার্থক্য ঘটাতে পারে কেবল তখনি, যখন বিদেশে ইংল্যাণ্ডের বিনিয়োগের ফলে তার বাণিজ্যিক রপ্তানির উপরে পড়ে একটা সংকোচনকারী প্রভাব—অর্থাৎ সেইসব রপ্তানির উপরে যার জন্য অবশ্যই পেমেণ্ট করতে হবে, এবং তার ফলে ঘটবে একটি প্রতিপ্রবাহ, কিংবা সেই মাত্রা অবধি যেখানে এই মূলধনর বিনিয়োগগুলি ইতিমধ্যেই পরিণত হয়ে যায় সাধারণ ক্রেডিটের অতি-সম্প্রসারণ এবং প্রতারণামূলক ক্রিয়াকাণ্ডের সূচনা-নির্দেশকারী লক্ষণে।

নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে উইলসন তাঁর প্রশ্নগুলি রাখেন এবং নিউমার্ক সেগুলির উত্তর দেন।

"১৭৮৬। আগে একদিন আপনি বলেছিলেন, প্রাচ্যের জন্য রুপোর চাহিদা প্রসঙ্গে, যে প্রাচ্যে ক্রমাগত বৃহৎ পরিমাণে ধাতুপিণ্ড রপ্তানি সত্ত্বেও আপনার বিশ্বাস, ভারতের সঙ্গে বিনিময় এই দেশের অনুকূলে।—হ্যাঁ, আমি বলেছি···আমি দেখি যে ১৮৫১ সালে যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে রপ্তানির প্রকৃত মূল্য ছিল £ ৭৪,২০,০০০; এর সঙ্গে যোগ করতে হবে 'ইণ্ডিয়া হাউজ'-এর ড্রাফ্‌টগুলির পরিমাণ, অর্থাৎ তার নিজের ব্যয়ের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে যে অর্থ আনে। সে বছর এই সব ড্রাফটের পরিমাণ ছিল £ ৩,২০,০০০; সুতরাং যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় £ ১,০৬,২০,০০০। ১৮৫৫ সালে···যুক্তরাজ্য থেকে ভারতে পণ্য রপ্তানির প্রকৃত মূল্য বেড়ে হয় £ ১,০৩,৫০,০০০ এবং ইণ্ডিয়া হাউজ এর ড্রাফট ছিল £ ৩৭,০০,০০০; সুতরাং এ দেশ থেকে মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় £ ১৪০,৫০,০০০। এখন ১৮৫১ সাল প্রসঙ্গে, আমার ধারণা, ভারত থেকে এদেশে আমদানি-কৃত দ্রব্যাদির প্রকৃত মূল্য কত ছিল তা বলার কোনো উপায় নেই, কিন্তু ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সালে আমরা প্রকৃত মূল্যের একটি বিবৃতি পাই; ১৮৫৫ সালে ভারত থেকে এদেশে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মোট প্রকৃত মূল্য ছিল £ ১,২৬'৭০,০০০ এবং আমার দ্বারা উল্লিখিত £ ১,৪০,৫০,০০০-র সঙ্গে তুলনায় এই অংকটি যুক্তরাজ্যের অনুকূলে, দুটি দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, £ ১৩৮০০০০-র একটি 'ব্যালান্স' রাখে।" (B. A. 1857)

তারপরে উইলসন মন্তব্য করেন, বিনিময়ের হার পরোক্ষ বাণিজ্যের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর আমেরিকায় রপ্তানি পরিশোধিত হয় লণ্ডনের উপরে ড্র্যাফটের দ্বারা, এবং সেই কারণে প্রভাবিত করে বিনিময়ের হার, ঠিক

যেন পণ্যদ্রব্যগুলি ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে সরাসরি গিয়েছে। অধিকন্তু, যখন ভারত এবং চীনকে এক সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তখন 'ব্যালান্স' ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, কেননা আফিমের বাবদে ভারতকে চীনের নিরন্তর দিতে হয় বিপুল পেমেণ্ট, যাতে করে সেই অংকগুলি ভারতে যায় এই ঘোরানো পথে (১৭৮৭-১৭৮৮)।

১৭১১। উইলসন এখন প্রশ্ন করেন মূলধন "লোহার রেল ও ইঞ্জিনের আকারেই যাক কিংবা মুদ্রার আকারেই যাক" বিনিময়ের উপরে তার প্রভাব কি একই হবে না। নিউমার্ক সঠিক ভাবেই উত্তর দেন: রেলওয়ে নির্মাণের জন্য গত ক' বছরে ভারতে যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পাঠানো হয়েছে, তা ব্যয়িত হয়েছে একটি অ্যান্যুইটি ক্রয় করার জন্য, যেটি নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর ইংল্যাণ্ডকে ভারতের পরিশোধ করতে হবে। "কিন্তু যত দূর অবধি ধাতুপিণ্ডের বাজারের উপরে আশু ক্রিয়ার ব্যাপার, এই ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড-এর বিনিয়োগ ক্রিয়া করবে কেবল যত দূর অবধি ধাতুপিণ্ডের প্রয়োজন হবে কেবল সত্যি- কারের অর্থ বিলি-বণ্টনের উদ্দেশ্যে বাইরে পাঠানোর জন্য।"

১৭১৭। [উইগুয়েলিন জিজ্ঞাসা করেন] "যদি এই লোহার রেলের বাবদে কোনো প্রতিদান না করা হয়, তা হলে কি করে বলা যায় যে, বিনিময় প্রভাবিত হবে? আমি মনে করিনা যে, ব্যয়ের যে অংশটি পণ্যের আকারে বাইরে পাঠানো হয়, সেটি বিনিময় নির্ধারণকে প্রভাবিত করে।......দুটি দেশের মধ্যে বিনিময় নির্ধারণ প্রভাবিত হয়, বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ ভাবে এক দেশে উপস্থাপিত বাধ্যবাধকতা অথবা বিলের পরিমাণের সঙ্গে তুলনায় অন্য দেশটিতে তার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বাধ্যবাধকতা বা বিলের পরিমাণের দ্বারা; সেটাই হচ্ছে বিনিময়ের অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা। এখন ঐ £ ১,২০,০০,০০০ প্রেরণ সম্পর্কে, প্রথমত: অর্থটা দেওয়া হয় এই দেশে।......এখন যদি কারবারের প্রকৃতিটা হয় এই রকম যে, ঐ £ ১,২০,০০,০০০-র গোটাটাই ধনের আকারে রাখতে হয় কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে......তা হলে একটি আকস্মিক চাহিদা খুবই প্রচণ্ড ভাবে কাজ করবে রুপার দামের উপরে, এবং বিনিময়ের উপরে, ঠিক যেন ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগামী কাল নোটিস দিতে হবে যে, তাদের ড্র্যাফ্‌টগুলিকে বৃদ্ধি করতে হবে £ ৩০,০০,০০০ থেকে £ ১,২০,০০,০০০-এ। কিন্তু ঐ £ ১,২০,০০,০০০-র অর্ধেকটা ব্যয় করা হয়......এই দেশে পণ্য ক্রয়ের জন্য......লোহার রেল ও কাঠ (টিম্বার) এবং অন্যান্য মাল-মশলা......এটা ভারতে পাঠানোর জন্য এ দেশের মূলধনের এ দেশেই ব্যয় একটি বিশেষ পণ্য ক্রয়ের জন্য, এবং এর একটা শেষ আছে।" "১৭১৮। (উইগুয়েলিন:) কিন্তু রেলওয়ের জন্য লোহা ও কাঠের ঐ জিনিসপত্রের উৎপাদন সৃষ্টি করে বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীর এক বৃহৎ পরিভোগ, যা প্রভাবিত করবে বিনিময়কে?— নিশ্চয়ই।"

উইলসন এখন মনে করেন যে, লোহা বহুল পরিমাণে শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই শ্রমের জন্য প্রদত্ত মজুরি বহুল ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির (১৭১৯) এবং তার পরে আরো প্রশ্ন করেন:

"কিন্তু খুব সাধারণ ভাবে বললে, যদি আপনি বাইরে পাঠাতেন সেই জিনিসগুলি, যেগুলি উৎপাদিত হয়েছিল আমদানি কৃত দ্রব্য-সামগ্রীর পরিভোগের দ্বার., সেগুলি বাবদ জিনিস বা অন্য কিছুর আকারে কোনো প্রতিপ্রাপ্তি (রেমিট্যান্স) ব্যাতিরেকেই, তা হলে তার ফলে বিনিময় ঘুরে যেত আমাদের বিরুদ্ধে?—ঠিক এই নীতিটাই ঘটেছিল এই দেশে বিরাট রেলওয়ে ব্যয়ের সময়ে (১৮৪৫)। তিন, চার বা পাঁচ বছর ধরে, আপনি রেলওয়ে খাতে ব্যয় করলেন £ ৩,০০,০০,০০০ যার প্রায় গোটাটাই গেল মজুরি দিতে। সমগ্র কারখানা অঞ্চলগুলিতে আপনি যত লোক নিয়োগ করেছেন, তার চেয়ে বৃহত্তর এক জনসংখ্যাকে আপনি পুষেছেন তিন বছর ধরে—রেলপথ এবং ইঞ্জিন এবং শকট এবং স্টেশন নির্মাণে। লোকগুলি ঐ মজুরি ব্যয় করল চা চিনি, মদ এবং অন্যান্য বিদেশী জিনিস কেনায়; ঐ জিনিসগুলি আমাদানি করা হল; কিন্তু এটা ঘটনা, যে-সময় জুড়ে এই বিরাট ব্যয় চলেছিল, তখন এই দেশ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময়ে বিশেষ কোনো বিশৃংখলা ঘটেনি। ধাতুপিণ্ডের কোনো বহিঃপ্রবাহ তো ঘটেই নি উল্টো ঘটেছিল অন্তঃপ্রবাহ।

১৮০২। উইলসন জোর দিয়ে বলেন যে, ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের মধ্যে সমীকৃত 'ব্যালান্স' এবং সমান হার (Par rates) থাকলে, লোহা ও ইঞ্জিনে বাড়তি রপ্তানি "ভারতের সঙ্গে বিনিময়কে ক্ষুণ্ণ করত।" নিউমার্ক ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখেন না—যত কাল পর্যন্ত রেলগুলি পাঠানো হয় মূলধন-বিনিয়োগ হিসাবে এবং ভারতকে তার বাবদে কোনো আকারেই কিছু খরচ দিতে হয় না; তিনি আরো বলেন: "আমি এই নীতিটির সঙ্গে একমত যে কোনো একটি দেশও বাকি যে-সব দেশের সঙ্গে তার কারবার তাদের সঙ্গে নিজের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী ভাবে রাখতে পারে না বিনিময়ের একটি প্রতিকূল অবস্থা; এক দেশের সঙ্গে প্রতিকূল বাণিজ্য আবশ্যিক ভাবেই উৎপাদন করে আরেক দেশের সঙ্গে অনুকূল বাণিজ্য।" উইলসন তার জবাব দেন এই ছেঁদো কথায়: "১৮০৩। কিন্তু মূলধনের স্থানান্তর কি একই হবে না, তা তাকে এই আকারেই পাঠানো হোক বা অন্য আকারেই পাঠানো হোক?—তার আনুষঙ্গিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে।"—"১৮০৪। সুতরাং ভারতে রেলওয়ে নির্মাণের ফল এখানে মূলধনের বাজারে মূলধনের মূল্য বৃদ্ধিতে হবে একই, যেন গোটাটাই পাঠানো হয়েছিল ধাতুপিণ্ডে—তা আপনি ধাতুপিণ্ডই পাঠান আর দ্রব্য সামগ্রীই পাঠান?"

যদি লোহার দাম বেড়ে না গিয়ে থাকে, তা হলে যে-কোনো ক্ষেত্রেই একটা প্রমাণ যে, রেলের মধ্যে বিধৃত "মূলধনের" মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। যা নিয়ে আমরা এখানে ব্যস্ত তা হল অর্থ-মূলধনের মূল্য অর্থাৎ সুদের হার। উইলসন চান অর্থ-মূলধনকে সাধারণ ভাবে মূলধনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখতে। সরল ঘটনাটি মূলতঃ এই যে, ভারতীয় রেলওয়ের জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ স্টার্লিং দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। এটা এমন একটা ব্যাপার, বিনিময়ের হারের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নেই, এবং £ ১ কোটি ২০ লক্ষের অভিধাও টাকার বাজারে একই। যদি টাকার বাজার ভাল অবস্থায় থাকে, তা হলে

তার উপরে আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না, ঠিক যেমন ১৮৪৪ এবং ১৮৪৫ সালে ইংরেজদের রেলওয়ে-পরিপ্রদান ('সাবস্ক্রিপশন') টাকার বাজারে কোনো অদল-বদল ঘটায়নি। যদি টাকার বাজার আগে থেকেই থাকে কিছুটা চাপের মধ্যে, তা হলে এর দ্বারা সুদের হার পরিবর্তিত হলেও হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই ঊর্ধ্ব দিকে এবং এটাই উইলসনের মত অনুসারে বিনিময়-হারগুলিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অনুকূল ভাবে প্রভাবিত করবে; তার মানে এটা কাজ করবে মহার্ঘ্য ধাতু রপ্তানি করার প্রবণতার বিরুদ্ধে—যদি ভারতে না হয়, তা হলে অন্য কোনো দেশে। মিঃ উইলসন একটা বিষয় থেকে আরেকটা বিষয়ে লাফিয়ে যান। ১৮০২ নং প্রশ্নে বলা হয়, যা প্রভাবিত হয়, তা হল বিনিময়-হার এবং ১৮০৪ নম্বরে বলা হয়, তা হল "মূলধনের মূল্য"—যে দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সুদের হার প্রভাবিত করতে পারে বিনিময়ের হারগুলিকে এবং বিনিময়ের হারগুলি পারে সুদের হারকে প্রভাবিত করতে, কিন্তু এই দ্বিতীয়োক্তটি স্থির থাকতে পারে যখন বিনিময়ের হারগুলি ওঠানামা করছে, এবং বিনিময়ের হারগুলি স্থির থাকতে পারে যখন সুদের হারটি করছে ওঠানামা। উইলসনের মাথায় এটা ঢোকে না যে, যে রূপে সোনা বিদেশে পাঠানো হয়, নিছক সেই রূপটিই ফলতঃ এত পার্থক্য ঘটায়। তার মানে, মূলধনের রূপে, বিশেষ করে তার অর্থ-রূপটিতে, পার্থক্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা প্রজ্ঞাদীপ্ত অর্থনীতির খুবই বিপরীত দিকে যায়। উইলসনের জবাবে নিউমার্ক এ ব্যাপারে এত এক-পেশে যে তিনি এটা নির্দেশ করেন না যে তিনি বিনিময়-হার থেকে একেবারে আচমকা এবং যুক্তিহীন ভাবে লাফ দিয়েছেন সুদের হারে। নিউমার্ক ১৯০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দেন অনিশ্চয়তা সহকারে এবং দ্ব্যর্থবোধক ভাবে: "সন্দেহ নেই যে, যদি ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এর চাহিদা তুলতে হয়, তা হলে সুদের সাধারণ হার প্রসঙ্গে এটা গুরুত্বহীন যে, এই ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং ধাতুপিণ্ডের আকারে পাঠাতে হবে, নাকি দ্রব্য সামগ্রীর আকারে। যাই হোক, আমি মনে করি, যখন তিনি বোঝাতে চান ঠিক বিপরীতটা তখন এই "যাই হোক" কথাটা সুন্দর একটা অতিক্রমণ) "এটা খুব গুরুত্বহীন নয়" (এটা গুরুত্বহীন কিন্তু তবু গুরুত্বহীন নয়) "কেননা এক ক্ষেত্রে £ ৬০ লক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ আসবে; অন্য ক্ষেত্রটিতে তা অত তাড়াতাড়ি ফেরৎ আসবে না। সুতরাং তা তৈরি করবে কিছু (কী নির্দিষ্টতা) পার্থক্য, তা ঐ £ ৬০ লক্ষ এখানেই ব্যয়িত হোক কিংবা গোটাটাই দেশের বাইরে পাঠানো হোক।" তিনি কি বোঝান যখন বলেন £ ৬০ লক্ষ ফেরৎ আসবে সঙ্গে সঙ্গেই? যখন £ ৬০ লক্ষ ব্যয়িত হয় ইংল্যাণ্ডে তখন তা থাকে রেল, ইঞ্জিন ইত্যাদির আকারে যেগুলি পাঠানো হয় ভারতে, যেখান থেকে সেগুলি আর ফেরৎ আসে না; সেগুলির মূল্য ফিরে আসে খুব মন্থর গতিতে প্রতিপূরক ভাণ্ডারের ('amortisation'-এর) মাধ্যমে; অন্য দিকে, মহার্ঘ্য ধাতুর আকারে £৬০ লক্ষ সম্ভবত ফিরে আসতে পারে খুবই দ্রুত গতিতে দ্রব্যসামগ্রী হিসাবে। যখন £ ৬০ লক্ষ ব্যয়িত হয়েছে মজুরি বাবদে, তা পরিভুক্ত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু খরচের জন্য ব্যবহৃত অর্থ দেশের মধ্যেই যথারীতি সঞ্চলন করে, কিংবা রিজার্ভ গঠন করে একই কথা।

খাটে রেল-উৎপাদনকারীদের মুনাফার ক্ষেত্রে এবং যাট লক্ষের সেই অংশটির ক্ষেত্রে যেটি প্রতিস্থাপন করে তাদের স্থির মূলধনকে। এই ভাবে ফেরৎ-আসা সম্পর্কে এই দ্বার্থবোধক বিবৃতিটিকে নিউমার্ক ব্যবহার করেন কেবল সোজাসুজি এ কথা বলা এড়িয়ে যেতে যে: অর্থটা দেশেই থেকে গিয়েছে, এবং যেখানে তা কাজ করে ধারযোগ্য অর্থ-মূলধন হিসাবে সেখানে টাকার বাজারের পক্ষে পার্থক্যটা (এই সম্ভাবনা ছাড়া যে সঙ্কলন টেনে নিতে পারত আরো বেশি মুদ্রা) কেবল এই যে, খ-এর নামে চার্জ না করে করা হয় ক-এর নামে। এই ধরনের একটা বিনিয়োগ, যেখানে মূলধন অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত হয় মহার্ঘ্য ধাতুর আকারে নয়, পণ্যসামগ্রীর আকোরে, বিনিময়-হারকে প্রভাবিত করতে পারে (কিন্তু সে দেশের বিনিময়-হারকে নয়, যে দেশে ঐ রপ্তানিকৃত মূলধনটি বিনিয়োজিত হয়) কেবল ততদূর পর্যন্ত যতদূর এই রপ্তানিকৃত পণ্যগুলির উৎপাদনে আবশ্যক হয় অন্যান্য বিদেশী পণ্যের অতিরিক্ত আমদানি। তখন এই উৎপাদন অতিরিক্ত আমদানির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারে না। যাই হোক, একই জিনিস ঘটে যখন ক্রেডিটের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রপ্তানির ক্ষেত্রে—তা মূলধন বিনিয়োগের জন্যই উদ্দিষ্ট হোক কিংবা মামুলি বাণিজ্যিক ব্যাপারের জন্যই উদ্দিষ্ট হোক তাতে কিছু এসে যায় না। অধিকন্তু এই অতিরিক্ত আমদানি প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘটাতে পারে ইংরেজি দ্রব্যাদির জন্য অতিরিক্ত চাহিদা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপনিবেশগুলি থেকে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

ইতিপূর্বে (১৮৭৬) নিউমার্ক বলেছিলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ড্রাফ্‌ট্‌-গুলির দরুন, ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশি হয়। এই পয়েন্টে স্যর চার্লস উড তাঁকে জেরা করেন। ভারত থেকে আমদানির তুলনায় ইংল্যাণ্ডের রপ্তানির এই প্রাধান্য বাস্তবিক পক্ষে ঘটে ভারত থেকে এমন সব আমদানির দরুন, যার বাবদে ইংল্যাণ্ড দেয় না কোনো প্রতিমূল্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির (অধুনা ইস্ট ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট-এর) ড্রাফ্‌ট্‌গুলি নিজেদের পর্যবসিত করে ভারতের উপরে চাপিয়ে দেওয়া এক সেলামি আদায়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ১৮৫৫ সালে, ভারত থেকে ইংল্যাণ্ড আমদানির পরিমাণ ছিল £১,২৬,৭০,০০০, ভারতে ইংল্যাণ্ডের রপ্তানির পরিমাণ ছিল £১,০৩,৫০,০০০ তার মানে ভারতের অনুকূলে ব্যালান্স ছিল £২,২৫,০০০।* "যদি সেটাই হত ব্যাপারটার গোটা অবস্থা, তা হলে কোনো না কোনো আকারে ভারতে পাঠাতে হত £২,২৫,০০০। কিন্তু তার পূর্বেই আসে 'ইণ্ডিয়া হাউজ' থেকে দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলি। 'ইণ্ডিয়া হাউজ' এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেয় যে, ভারতে বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির উপরে তারা তারা £৩২,৫০,০০০ পরিমাণ ড্রাফ্‌ট্‌ দিতে প্রস্তুত। (এই পরিমাণটা আরোপ ও আদায় করা হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডন-খরচার বাবদে এবং স্টক-হোল্ডারদের জন্য দেয় লভ্যাংশের বাবদে। এবং এর ফলে কেবল বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত £২২,৫০,০০০ শোধ হয়ে গেল না, তার উপরে আবার উদ্বৃত্তও হল £১০,০০,০০০" (১৯১৭) [B. A. 1857]।

---

* অর্থাৎ প্রায় ২ $\frac{1}{4}$ মিলিন; সঠিক ভাবে, ২,৩২০,০০০

"১১২২ ; (উড) তা হলে ঐ 'ইণ্ডিয়া হাউজ'-এর ড্রাফ্‌ট্‌গুলির ফলে ভারতে রপ্তানি বেড়ে যায়নি, বরং হারাহারি ভাবে কমে গিয়েছিল ?" (এটা হওয়া উচিত ছিল : ভারত থেকে আমদানিকে সেই দেশে সেই একই পরিমাণে রপ্তানির দ্বারা পরিশোধ করার আবশ্যকতা কমে গিয়েছিল।) মিঃ নিউমার্ক এই বলে এটা ব্যাখ্যা করেন যে, এই £৩৭,০০,০০০-এর বদলে ব্রিটিশেরা ভারতে আমদানি করে "সুষ্ঠু শাসন" (১১২৫)। ভারত দপ্তরের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে উড পুরোপুরি জানেন কোন ধরনের "সুষ্ঠু শাসন", ব্রিটিশরা ভারতে আমদানি করে, এবং সঠিক ভাবেই পরিহাসভরে উত্তর দেন :

"১১২৬। তা হলে যে রপ্তানি, আপনার কথা অনুসারে, সংঘটিত হয় 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' ড্রাফ্‌ট্‌গুলির দ্বারা, সেটা দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি নয়, সুষ্ঠু শাসনের।"—যেহেতু ইংল্যাণ্ড "এই ভাবে "সুষ্ঠু শাসন" হিসাবে এবং বিদেশে বিনিয়োগ হিসাবে প্রচুর রপ্তানি করে থাকে —এবং এইভাবে পেয়ে থাকে এমন সব আমদানি যেগুলি মামুলি ব্যবসার ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অংশতঃ রপ্তানিকৃত সুষ্ঠু শাসনের জন্যে সেলামি, এবং অংশতঃ উপনিবেশ-সমূহে ও অন্যত্র বিনিয়োজিত মূলধন থেকে প্রাপ্তির আকারে, অর্থাৎ এমন সেলামির আকারে যার জন্যে তাকে দিতে হয় না কোনো প্রতিমূল্য—সেই হেতু এটা পরিষ্কার যে, বিনিময়ের হারগুলি প্রভাবিত হয় না যখন ইংল্যাণ্ড, প্রতিদানে কোনো কিছু রপ্তানি না করে, এই সেলামিটা কেবল পরিভোগেই করে। অতএব, এটাও পরিষ্কার যে, বিনিময় হারগুলি প্রভাবিত হয় না, যখন সে এই সেলামি পুনর্বিনিয়োগ করে, ইংল্যাণ্ডে নয়, বিদেশে—উৎপাদনশীল ভাবে বা অনুৎপাদনশীল ভাবে ; যেমন যখন সে তার বাবদে সমর-সম্ভার প্রেরণ করে ক্রিমিয়ায়। অধিকন্তু যে-মাত্রায় বিদেশ থেকে আমদানি প্রবেশ করে ইংল্যাণ্ডের আয়ের মধ্যে—অবশ্য তার জন্য মূল্য দিতে হবে সেলামির আকারে, যার জন্য দিতে লাগবে না কোনো প্রতিমূল্য, কিংবা এই মাগনা নেওয়া সেলামি বাবদে বিনিময়ের মাধ্যমে কিংবা বাণিজ্যের মামুলি ধারায়—সেই মাত্রা অবধি ইংল্যাণ্ড তা পরিভোগও করতে পারে, পুনর্বিনিয়োগও করতে পারে। কোনো ক্ষেত্রেই বিনিময়-হারগুলি ব্যাহত হয় না, এবং এটাই উপেক্ষা করেছেন ঋষি উইলসন। একটি স্বদেশী বা বিদেশী দ্রব্য আয়ের অংশ হয় কিনা—যার ফলে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজন হয় বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের একটি বিনিময়—এই আয়ের পরিভোগ, উৎপাদনশীলই হোক কি অনুৎপাদনশীলই হোক, বিনিময়-হারে কোনো পরিবর্তনই ঘটায় না, যদিও তা পরিবর্তন ঘটাতে পারে উৎপাদনের আয়তনে। যা বলা হল, তা মনে রেখে নিচের লাইনগুলি পড়তে হবে :

১১৩৪। উড নিউমার্ককে প্রশ্ন করেন ক্রিমিয়াকে যুদ্ধের রসদ যোগানোর ফলে তুরস্কের বিনিময়-হার কিভাবে ক্ষুণ্ণ হবে। নিউমার্ক উত্তর দেন : "আমি মনে করি না যে, কেবল সমরসম্ভার প্রেরণের ফলেই আবশ্যিক ভাবে বিনিময়-হার ক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু নিশ্চয়ই ধনসম্পদ প্রেরণ করলে বিনিময় ক্ষুণ্ণ হবে।" এক্ষেত্রে তিনি অর্থের আকারে মূলধনকে পার্থক্য করেন অন্যান্য আকারের মূলধন থেকে। কিন্তু তখন উইলসন প্রশ্ন করেন :

"১১৩৫। যদি আপনি কোনো জিনিস বেশি মাত্রায় রপ্তানি করেন, যার কোনো আমদানি হয় না।" (মিঃ উইলসন ভুলে যান যে ইংল্যাণ্ডে এমন প্রভূত আমদানি হয়, যার বাবদে কখনো অনুরূপ কোনো রপ্তানি হয় না, কেবল "সুষ্ঠ শাসন"-এর আকারে কিংবা ইতিপূর্বে রপ্তানি-কৃত বিনিয়োগ-মূলধনের আকারে ছাড়া ; যাই হোক, এমন সব আমদানি যেগুলি সাধারণ বাণিজ্যিক চলাচলের মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু এই আমদানিগুলি আবার বিনিমিত হয়, দৃষ্টান্ত হিসাবে, মার্কিন দ্রব্যাদির সঙ্গে, এবং এই যে অবস্থা যে মার্কিন দ্রব্যগুলি রপ্তানি হয় অনুরূপ আমদানি ছাড়াই তা এই ঘটনাটাকে বদলে দেয় না যে এই আমদানিগুলির মূল্যকে পরিভুক্ত করা যায় বিদেশে একটি সমমূল্য প্রবাহ ছাড়া ; সেগুলি পাওয়া গিয়েছে পারস্পরিক রপ্তানি ছাড়া এবং সেই কারণে পরিভুক্তও করা যায় 'ব্যালান্স অব ট্রেড'-এ অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই], আপনার আমদানির দ্বারা আপনি যে বৈদেশিক ঋণ সৃষ্টি করেছেন, তা আপনি শোধ করেন না।" [কিন্তু আপনি যদি ইতিপূর্বে এই আমদানিগুলির বাবদে মূল্য দিয়ে থাকেন, যেমন বিদেশে প্রদত্ত ক্রেডিটের দ্বারা, তা হলে তার ফলে তো কোনো ঋণ তৈরি হয় না, এবং আন্তর্জাতিক 'ব্যালান্স'-এর ব্যাপারে প্রশ্নটির কিছু করারও নেই ; এটা নিজেকে পর্যবসিত করে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদশীল ব্যয়—এই ভাবে পরিভুক্ত দ্রব্যগুলি স্বদেশী না বিদেশী, তাতে কিছু যায় আসে না], এবং তাই আপনি ঐ কারবারের দ্বারা, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ না করে, বিনিময়সমূহকে অবশ্যই প্রভাবিত করেন যেহেতু আপনার রপ্তানির নেই কোনো অনুরূপ আমদানি ? —সেটা সাধারণ ভাবে সব দেশের ক্ষেত্রেই সত্য।

উইলসনের এই বক্তৃতার মানে দাঁড়ায় এই কথা বলা যে, আনুষঙ্গিক আমদানি ছাড়া প্রত্যেকটি রপ্তানিই যুগপৎ আনুষঙ্গিক রপ্তানি ছাড়া একটি আমদানি, কারণ বিদেশী, অর্থাৎ আমদানি-কৃত, পণ্যগুলি প্রবেশ করে রপ্তানি-কৃত সামগ্রীটির উৎপাদনে। গৃহীত ধারণাটি এই যে, এই ধরনের প্রত্যেকটি রপ্তানির ভিত্তি হচ্ছে, কিংবা তা সৃষ্টি করছে, একটি মূল্যবঞ্চিত আমদানি, এবং এই ভাবে ধরে নেয় বিদেশে আগে থেকেই একটি ঋণের অস্তিত্ব। এটা ভুল, এমনকি যদি নিম্নোক্ত দুটি ঘটনাকে উপেক্ষাও করা হয় : (১) ইংল্যাণ্ড কিছু আমদানি পায় মাগনা, যার জন্য সে দেয়না কোনো প্রতিমূল্য, যেমন তার ভারতীয় আমদানির একটা অংশ। সে এগুলিকে বিনিময় করতে পারে মার্কিন আমদানির সঙ্গে এবং এই শেষোক্তটিকে রপ্তানি করতে পারে ফেরৎ কিছু আমদানি না করে ; যাই হোক, মূল্যের বিচারে, সে কেবল কিছু রপ্তানি করেছে যার জন্য তাকে কিছু খরচ করতে হয়নি। (২) ইংল্যাণ্ড মূল্য দিয়ে থাকতে পারে তার আমদানির জন্যে, ধরা যাক মার্কিন আমদানি জন্য, যা তৈরি করে অতিরিক্ত মূলধন ; যদি সে তা পরিভোগ করে অনুৎপাদন-শীল ভাবে যেমন সামরিক মাল-মশলা হিসাবে, তা আমেরিকার কাছে কোনো ঋণ তৈরি করে না এবং আমেরিকার সঙ্গে বিনিময়-হারকে ক্ষুণ্ণ করে না। নিউমার্ক ১১৩৪-এ এবং ১১৩৫-এ নিজেকে খণ্ডন করেন, এবং ১১৩৮-এ উভ এর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন : "যদি প্রতিদান-ছাড়া রপ্তানিকৃত জিনিসপত্রের (যেমন যুদ্ধোপকরণের)

উৎপাদনে নিয়োজিত দ্রব্যাসামগ্রীর কোনো অংশই না এসে থাকে, সেই দেশটি থেকে, যেখানে সেই জিনিস-পত্র পাঠানো হয়, তা হলে সে দেশের সঙ্গে বিনিময় ক্ষুণ্ণ হয় কিভাবে? ধরা গেল, তুরস্কের সঙ্গে বাণিজ্য আছে ভারসাম্যের এক সাধারণ অবস্থায়, তা হলে ক্রিমিয়াতে যুদ্ধের রসদ পাঠালে এই দেশ এবং তুরস্কের মধ্যে বিনিময় কি ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়?—এখানে নিউমার্ক তাঁর স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেন; তিনি ভুলে যান যে, এই একই সরল প্রশ্নের তিনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন ১৯০৪ নম্বরে এবং বলেন, "আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেন বাস্তব সমস্যাটি ফুরিয়ে ফেলেছি এবং এখন উপনীত হয়েছি অধিবিদ্যক আলোচনার এক অতি সমুন্নত স্তরে।

[উইলসনের আছে তাঁর দাবির আরো একটি ভাষ্য; সেটি এই যে বিনিময়-হার ক্ষুণ্ণ হয় এক দেশ থেকে আরেক দেশে মূলধনের প্রত্যেকটি স্থানান্তরের দ্বারা, তা মহার্ঘ্য ধাতুর আকারেই হোক কিংবা পণ্যদ্রব্যের আকারেই হোক। উইলসন অবশ্য জানেন যে, বিনিময়-হার ক্ষুণ্ণ হয় সুদের হারের দ্বারা, বিশেষ করে সেই দেশ দুটিতে প্রচলিত সুদের হার দুটির মধ্যে সম্পর্কের দ্বারা যাদের পারস্পরিক বিনিময় হার আমাদের আলোচনাধীন। যদি এখন তিনি প্রতিপন্ন করতে পারেন যে, সাধারণ ভাবে মূলধনের উদ্বৃত্ত সমূহেরই অর্থাৎ প্রথমতঃ মহার্ঘ্য ধাতুসহ সর্ব প্রকার পণ্যসামগ্রীরই, সুদের হার প্রভাবিত করার ব্যাপারে হাত আছে, তা হলে তিনি তাঁর লক্ষ্যের দিকে এক পা এগিয়ে যেতে পারেন; এই মূলধনের যে-কোনো গণনীয় অংশের অন্য কোনো দেশে স্থানান্তর তখন অবশ্যই দু দেশেই সুদের হারে পরিবর্তন ঘটাবে—পরিবর্তন ঘটবে বিপরীত দিকে। তার দ্বারা, গৌণ ভাবে, দুটি দেশের বিনিময়-হারেও পরিবর্তন ঘটে।—এঙ্গেলস।]

তিনি তখন 'ইকনমিস্ট'-এ বলেন, ২২শে মে, ১৮৪৭, পৃ: ৫৭৪, যে পত্রিকাটি সে সময়ে তিনি সম্পাদনা করতেন:

"যাই হোক, সন্দেহ নেই যে, ধাতুপিণ্ড সমেত সর্ব-প্রকার পণ্যের বিরাট বিরাট স্টক থেকে যার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, মূলধনের এমন প্রাচুর্যের ফলে কেবল সাধারণ ভাবে পণ্যের দামই হ্রাস পাবে না, সেই সঙ্গে মূলধনের ব্যবহারের জন্য সুদের হারও হ্রাস পাবে।[1]) আমাদের হাতে যদি পণ্যের এমন একটি স্টক থাকে, যা আগামী দু বছরের জন্য দেশকে সেবা করার পক্ষে যথেষ্ট তা হলে ঐ পণ্যসম্ভারের উপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা যেত অনেক নিম্নতর হারে—যদি স্টকে এমন থাকত যা কেবল দু মাসের জন্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনোক্রমে যথেষ্ট হত, তার তুলনায়।[2]) অর্থের সমস্ত ধারই, যে-আকারেই তা করা হোক না কেন তা কেবল একজনের হাত থেকে আরেক জনের হাতে পণ্যসামগ্রীর উপরে নিয়ন্ত্রণের স্থানান্তর মাত্র। সুতরাং যখনি পণ্যদ্রব্যাদি প্রচুর তখন সুদের হার অবশ্যই নিচু হবে, এবং যখন সেগুলি দুর্লভ, তখন তা উঁচু হবে।[3] পণ্য যখন প্রচুর হয়, তখনি ক্রেতাদের সংখ্যার অনুপাতে বিক্রেতাদের সংখ্যা বেড়ে যায়, এবং যে-অনুপাতে পণ্যের পরিমাণ আশু পরিভোগের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি

হয়, সেই অনুপাতে একটি বৃহত্তর পরিমাণ অবশ্যই রেখে দেওয়া হয় ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য। এই অবস্থায় যে সব শর্তে একজন মালিক ভবিষ্যতে দাম পাবার জন্য কিংবা ধারে বিক্রি করতে রাজি হয়, সেগুলি নিম্নতর হয়—যদি সে নিশ্চিত থাকত যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার গোটা স্টকটার প্রয়োজন হবে, তার তুলনায়[4])।

বিবৃতি[1]) প্রসঙ্গে, এটা মনে রাখতে হবে যে, মহার্ঘ্য ধাতুর একটি বৃহৎ অন্তঃপ্রবাহ যুগপৎ ঘটতে পারে উৎপাদনের সংকোচনের সঙ্গে, সংকটের অনুবর্তী সময়ে সর্বদাই যা ঘটে। তার পরবর্তী পর্যায়ে, মহার্ঘ্য ধাতু আসতে পারে সেই সব দেশ থেকে যারা প্রধানতঃ মহার্ঘ্য ধাতু উৎপাদন করে; অন্যান্য দেশ থেকে জিনিসের আমদানি তখন সাধারণ ভাবে সমান হয়ে যায় সেই সময়ে অন্যান্য দেশে রপ্তানির সঙ্গে। এই দুটি পর্যায়ে, সুদের হার থাকে কম এবং তা বাড়ে ধীর গতিতে; এর কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। "সর্ব প্রকার পণ্যের বিরাট বিরাট স্টকের" প্রভাবের আশ্রয় না নিয়েও সুদের এই নিচু হার সর্বদাই ব্যাখ্যা করা যায়। এবং এই প্রভাব কেমন করে পড়বে? দৃষ্টান্ত হিসাবে, তুলোর নিচু দামের সুবাদে কাটুনি ইত্যাদির জন্য উঁচু মুনাফা সম্ভব হয়। এখন, সুদের হার কেন নিচু? নিশ্চয়ই এই কারণে নয় যে মুনাফা, যা কামানো যায় ধার-করা মূলধনের উপরেও, তা উঁচু। কিন্তু কেবল ও সম্পূর্ণ এই কারণে যে, উপস্থিত অবস্থায়, ধার-মূলধনের জন্য চাহিদা এই মুনাফার অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না; অন্য কথায়, ধার-মূলধনের গতিক্রিয়া শিল্প-মূলধনের থেকে ভিন্ন; 'ইকনমিস্ট' যা প্রমাণ করতে চায় তা ঠিক উল্টোটা, অর্থাৎ ধার-মূলধনের গতিক্রিয়া এবং শিল্প মূলধনের গতিক্রিয়া অভিন্ন।

বিবৃতি[2],) প্রসঙ্গে যদি, আমরা দু'বছরের জন্য আগাম স্টকের অসম্ভব ধারণাটাকে এমন এক বিন্দুতে নামিয়ে আনি, যেখানে তার কিছু একটা মানে হয়, যেমন তা বোঝায় যে বাজারের মাত্রাতিরিক্ত স্টক আছে। এই অবস্থায় দাম পড়ে যাবে। এক গাঁট তুলোর জন্য আগের চেয়ে কম দাম দেওয়া হবে। তা কোনো ক্রমেই এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে না যে, এই তুলোর জন্য অর্থ আরো সহজে ধার করা যায়। সেটা নির্ভর করে টাকার বাজারের অবস্থার উপরে। যদি অর্থ আরো সহজে ধার করা যায়, তা হলে এটা কেবল এই কারণে যে, বাণিজ্যিক ক্রেডিটের এমন একটা অবস্থা যা ব্যাংক ক্রেডিটের সচরাচর ব্যবহারের চেয়ে তার কম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। বাজারে জমে-যাওয়া পণ্যের সম্ভার হয় জীবনধারণের উপায়-উপকরণ আর নয়ত উৎপাদনের উপায়-উপকরণ। দুয়েরই কম দাম বাড়িয়ে দেয় শিল্প-ধনিকের মুনাফা। কেন তা দাবিয়ে দেবে সুদের হার, যদি না তা ঘটে, শিল্প-মূলধনের প্রাচুর্য এবং অর্থ সংস্থানের চাহিদার মধ্যে অভিন্নতার দরুন নয়, বরং দুয়ের মধ্যে বিরোধিতার দরুন? অবস্থাবলী এই রকম যে, বণিক এবং শিল্প-ধনিক এখন আরো সহজে পরস্পরকে ধার দিতে পারে; বাণিজ্যিক ক্রেডিটের এই সুপ্রাপ্যতার কারণে, শিল্পপতি এবং বণিক উভয়েরই অল্পতর ব্যাংক ক্রেডিটের প্রয়োজন হয়;

এই কারণেই সুদের হার কম। মহার্ঘ্য ধাতুর অন্তঃপ্রবাহের সঙ্গে সুদের নিচু হারের

কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও দুটিই পরস্পরের সমান্তরালে চলতে পারে, এবং যে-কারণগুলি আমদানিকৃত দ্রব্যাদির দামে হ্রাস ঘটায়, সেই একই কারণগুলি আমদানিকৃত মহার্ঘ্য ধাতুর উদ্বৃত্ত ঘটাতে পারে। যদি আমদানি বাজার পণ্য-বাহুল্যে সত্যি সত্যিই আক্রান্ত হয়, তা হলে প্রমাণ হয় যে আমদানি-জিনিসের জন্য চাহিদা কমে গিয়েছে, এবং কম দামে, এটা ব্যাখ্যা করা যায় না, যদি না সেটা আরোপ করা যায় অভ্যন্তরীণ শিল্প-উৎপাদনের সংকোচনের উপরে; কিন্তু এটাও আবার ব্যাখ্যা করা যায় না, যতদিন কম দামে অত্যধিক আমদানি চালু থাকে। এক গাদা অসম্ভব ব্যাপার—কেবল এটাই প্রমাণ করার জন্য যে, দামের অবনতি=সুদের হারের অবনতি। দুটোই যুগপৎ পাশাপাশি থাকতে পারে। তারা যদি তা করে তা হলে সেটা হবে শিল্প-মূলধনের গতিক্রিয়া এবং ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনের গতিক্রিয়ার অভিমুখিতার বৈপরীত্যের প্রতিফলন। সেটা হবে না তাদের অভিন্নতার প্রতিফলন।

বিবৃতি৩,) প্রসঙ্গে, এই আলোচনার পরেও এটা বোঝা কঠিন কেন অর্থ-সুদ হবে কম যখন পণ্যের সরবরাহ প্রচুর। যদি পণ্য হয় সস্তা, তা হলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিনতে আগে আমার যেখানে লাগত £ ২,০০০, এখন সেখানে লাগে £ ১,০০০। কিন্তু হয়ত তৎসত্ত্বেও আমি বিনিয়োগ করি £ ২,০০০, এবং ক্রয় করি আগের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ। এইভাবে আমি সম্প্রসারিত করি আমরা ব্যবসা একই মূলধন অগ্রিম দিয়ে, যা আমার ধার করতে হতে পারে। আমি £ ২,০০০ মূল্যের পণ্য ক্রয় করি, আগে যা করতাম তা-ই। সুতরাং টাকার বাজারের উপরে আমার চাহিদা একই থাকে, যদিও পণ্য-দাম কমে যাবার দরুন পণ্য-বাজারের উপরে আমার চাহিদা বেড়ে যায়; কিন্তু যদি পণ্যের জন্য এই চাহিদা কমে যায়, অর্থাৎ পণ্য-দাম কমে যাওয়ার সঙ্গে উৎপাদন না বাড়ে, এমন একটা ঘটনা যেটা 'ইকনমিস্ট'-এর সমস্ত নিয়মকে খণ্ডন করে, তা হলে ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনের চাহিদা কমে যায়, যদিও মুনাফা বেড়ে যায়। কিন্তু এই বর্ধমান মুনাফা ধার-মূলধনের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করবে। প্রসঙ্গতঃ, পণ্য-দামের মান নিচু হতে পারে তিনটি কারণে। প্রথমতঃ চাহিদার অভাব। দ্বিতীয়তঃ, এটা ঘটতে পারে যদি যোগান ছাড়িয়ে যায় চাহিদাকে। এটা হতে পারে বাজারে পণ্য জমে যাওয়ার কারণে, যা সৃষ্টি করতে পারে একটি সংকট এবং সেই সংকট চলাকালেই সহগামী হতে পারে সুদের উচ্চ হারের সঙ্গে; কিংবা এটা হতে পারে পণ্যের মূল্যে একটি হ্রাস ঘটার কারণে, যার দরুন একই চাহিদা পূরণ হতে পারে নিম্নতর দামে। এই শেষ ক্ষেত্রে সুদের হারে অবনতি ঘটবে কেন? মুনাফা বৃদ্ধি পায় বলে? এটা যদি এই কারণে হয় যে একই উৎপাদনশীল বা পণ্য-মূলধন পেতে লাগে অল্পতর অর্থ-মূলধন, তা হলে কেবল এটাই প্রমাণ হবে যে, মুনাফা এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক। যাই হোক, 'ইকনমিস্ট'-এর সাধারণ বিবৃতিটি মিথ্যা। পণ্যের জন্য কম আর্থিক দাম এবং সুদের কম হার অবশ্যম্ভাবী ভাবেই সহগামী হয় না। অন্যথা সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলিতে সুদের হার সবচেয়ে নিচু, যেখানে জিনিসের আর্থিক দাম সবচেয়ে কম এবং সবচেয়ে ধনী দেশগুলিতে হবে সবচেয়ে উঁচু, যেখানে কৃষিজাত

দ্রব্যের আর্থিক দাম সবচেয়ে বেশি। 'ইকনমিস্ট' স্বীকার করে: যদি অর্থের মূল্য কমে যায়, তা সুদের হারের উপরে কোনো প্রভাব খাটায় না। £১০০ আগের মতই আনে £১০৫। যদি £১০০০ মূল্য আগের চেয়ে কম হয়, তা হলে £৫ সুদেরও তাই। এই সম্পর্কটা ক্ষুণ্ণ হয় না মূল অঙ্কটির অবচয় বা উপচয়ের দ্বারা। মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সমান। যদি এই মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটা হয় একটি বৃহত্তর পরিমাণ অর্থের সমান। যখন তা হ্রাস পায়, বিপরীতটা ঘটে। যদি মূল্য হয় সমান সমান ২০০০, তা হলে ৫%=১০০ ; যদি তা হয় সমান সমান ১,০০০ তা হলে ৫%=৫০। কিন্তু তা কোনো ক্রমেই সুদের হারে পরিবর্তন ঘটায় না। এর মধ্যে যেটুকু যুক্তিসিদ্ধ অংশ সেটুকু এই যে, একই পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন হয় কেবল £ ১০০০ তার চেয়ে যখন প্রয়োজন হয় £২,০০০ তখন চাই বৃহত্তর অর্থ-সংস্থান। কিন্তু এতে কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুনাফা এবং সুদ এখানে পরস্পরের সঙ্গে বিপরীত ভাবে সম্পর্কিত। কেননা স্থির ও অস্থির মূলধনের উপাদানগুলির দাম যত কম হয়, মুনাফা তত বেশি এবং সুদের হার তত কম হয়। কিন্তু বিপরীতটাও ঘটতে পারে এবং প্রায়ই ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, তুলো সস্তা হতে পারে কারণ সুতো ও কাপড়ের চাহিদা নেই, এবং তুলো হতে পারে আপেক্ষিক ভাবে ব্যয়-সাধ্য কারণ তুলো-শিল্পে একটি বৃহৎ মুনাফা তার জন্য সৃষ্টি করে একটি বৃহৎ চাহিদা। অন্য দিকে, শিল্পপতিদের মুনাফা বেশি হতে পারে, ঠিক এই কারণে যে তুলোর দাম কম। হুবার্ড-এর সারণী প্রমাণ করে যে, সুদের হার এবং পণ্যের দাম সম্পাদন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গতিক্রিয়া ; অন্য দিকে সুদের হারের গতিক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে অনুগত থাকে ধাতু-রিজার্ভ এবং বিনিময় হারের গতিক্রিয়ার প্রতি।

'ইকনমিস্ট' বলে: "অতএব যখনি পণ্য হয় প্রচুর, তখনি অর্থের সুদ হবে অবশ্যই কম।" সংকটের সময়ে ঠিক উল্টোটাই ঘটে। পণ্য হয় অতিপ্রচুর, অর্থে-অরূপান্তরযোগ্য, অতএব সুদের হারও হয় উঁচু ; চক্রের আরেকটি পর্যায়ে পণ্যের চাহিদা হয় বিপুল এবং স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিপ্রাপ্তি ঘটে তাড়াতাড়ি কিন্তু একই সময়ে, দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং প্রতিপ্রাপ্তি তাড়াতাড়ি ঘটছে বলে সুদের হার হয় নিচু। "যখন সেগুলি (পণ্যগুলি) হয় দুর্লভ, তখন সুদের হার অবশ্যই হবে উঁচু।" "সংকটের পরবর্তী শিথিল পর্যায়ে আবার উল্টোটাই সত্য হয়। চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কে ছাড়া, অনাপেক্ষিক ভাবে বললে, পণ্য হয় দুর্লভ এবং সুদের হার কম।

বিবৃতি[৪]) প্রসঙ্গে এটা ভাল ভাবেই স্পষ্ট যে একজন পণ্যের মালিক, যদি সে আদৌ তার পণ্য বিক্রি করতে পারে তা হলে বাজারে পণ্য-বাহুল্যের অবস্থায়, সেগুলিকে কম দামে বিক্রি করে দেবে—উপস্থিত সরবরাহ তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে সে যে দামে করত, তার চেয়ে কম দামে।

যদি বাজারে ঘটে আমদানিকৃত পণ্যের বাহুল্য, তা হলে ধার-মূলধনের মালিকদের পক্ষ থেকে বর্ধিত চাহিদার ফলে সুদের হার বেড়ে যেতে পারে—বাজারে তাদের পণ্য

জলের দামে বেচে দেওয়ার পরিস্থিতি পরিহার করার উদ্দেশ্যে। সুদের হার কমে যেতে পারে কারণ বাণিজ্যিক ক্রেডিটের সুলভতা ব্যাংক ক্রেডিটের চাহিদাকে আপেক্ষিক ভাবে নিচুতে রাখতে পারে।

১৮৪৭ সালে বিনিময়-হারের উপরে সুদের হার বৃদ্ধির এবং টাকার বাজারে চাপ সৃষ্টিকারী অন্যান্য ঘটনার দ্রুত প্রভাবের কথা **'ইকনমিস্ট'** উল্লেখ করেছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে সোনার নিক্রমণ অব্যাহত ছিল এপ্রিল মাসের শেষ অবধি—বিনিময়-হারে পরিবর্তন সত্ত্বেও; মে মাসের গোড়ার দিকের আগে এখানে মোড় ঘোরেনি।

১৮৪৭-এর ১লা জানুয়ারি ব্যাংক (অব ইংল্যাণ্ড)-এর ধাতু-রিজার্ভ ছিল £১৫৬৬৬৯১ সুদের হার ৩½%, প্যারিসের উপরে তিন মাসের বিনিময়-হার ২৫·৭৪ ; হ্যামবুর্গের উপরে ১৩·১০, আমস্টারডমের উপরে ১২·৩¼। ৫ই মার্চ, ধাতু-রিজার্ভ কমে গিয়ে দাঁড়ায় £১,১৫৯৫,৫৩৫ ; ডিসকাউন্ট রেট বেড়ে গিয়ে হয় ৪% ; প্যারিসের উপরে বিনিময়-হার কমে গিয়ে হয় ২৫·৬৭¼ ; হ্যামবুর্গের উপরে ১৩·৯¼, আমস্টারডমের উপরে ১২·২½। সোনার নিক্রমণ অব্যাহত থাকে। নিচের সারণীটি দেখুন :

১৮৪৭	ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর ধাতুপিণ্ড রিজার্ভ	টাকার বাজার	সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক হার		
			প্যারিস	হ্যামবুর্গ	আমস্টার্ডম
মার্চ ২০	£ ১,১২,৩,৬৩০১	ব্যাংক ডিসকাউন্ট ৪%	২৫·৬৭½	১৩·৯¾	১২·২½
এপ্রিল ৩	” ১,০২,৪৬,৪১০	” ” ৫%	২৫·৮০	১৩·১০	১২·৩½
এপ্রিল ১০	” ৯৮,৬৭ ০৫৩	অর্থ খুব দুর্লভ	২৫ ৯০	১৩ ১০½	১২·৪½
এপ্রিল ১৭	” ৯৩,২৯,৮৪১	ব্যাংক ডিসকাউন্ট ৫.৫%	২৬·২০½	১৩·১০¾	১২·৫½
এপ্রিল ২৪	” ৯২,১৩,৮৯০	চাপ	২৬·০৫	১৩·১২	১২·৬
মে ১	” ৯৩,৩৭ ৭১৬	বর্ধমান চাপ	২৬·১৫	১৩ ১২¾	১২·৬½
মে ৮	” ৯৫,৮৮,৭৫৯	সর্বোচ্চ চাপ	২৬·২৭½	১৩·৫½	১২·৭¾

১৮৪৭-এ ইংল্যাণ্ড থেকে মহার্ঘ্য ধাতুর রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল £৮৬,০২,৫৯৭।

এর মধ্যে :—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে	£৩২,২৬,৪৪১
ফ্রান্সে	£২৪,৭৯,৮৯২
হ্যান্সে টাউনসমূহে*	£৯,৫৮, ৮১
হল্যাণ্ডে	£২,৪৭,৭৪৩

---

* জার্মানির বিভিন্ন স্বাধীন নগরী, যারা বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করত।—বাংলা

মার্চের শেষে হারগুলির পরিবর্তন সত্ত্বেও, আরো পুরো এক মাস নিষ্ক্রমণ চলতে থাকে, সম্ভবতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

"অতএব আমরা দেখতে পাই" ['ইকনমিস্ট,' ২রা আগস্ট, ১৮৪৭, পৃঃ ৯৫৪] বলছে "একটি প্রতিকূল বিনিময়কে সংশোধন করা এবং ধাতুপিণ্ডের স্রোতকে আবার এ দেশের দিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সুদের হারের বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত চাপের ফল কী দ্রুত হয়েছিল। এই ফল উৎপাদিত হয়েছিল 'ব্যালান্স অব ট্রেড' থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে। সুদের উচ্চতর হার ঘটিয়েছিল সিকিওরিটির—নিম্নতর দাম বিদেশী এবং ইংরেজি —উভয় সিকিওরিটিরই, এবং বৈদেশিক খাতে বিপুল পরিমাণ ক্রয়ের প্রেরণা যুগিয়েছিল, যার ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল এদেশ থেকে বিলের পরিমাণ যখন অন্য দিকে, সুদের উঁচু হার এবং অর্থ সংগ্রহের সমস্যা ছিল এই রকম যে ঐ বিলগুলির চাহিদা পড়ে গেল, অথচ সেগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেল।...একই কারণে আমদানির অর্ডারগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল, এবং বিদেশে ইংরেজদের অর্থ-বিনিয়োগগুলি তুলে নিয়ে এখানে বিনিয়োগের জন্যে ফিরিয়ে আনা হল। এই ভাবে, নমুনা হিসাবে *Rio de Janeiro Price Current* ১০ই মে সংখ্যায় আমরা পড়ি, '[ইংল্যাণ্ডের উপরে] বিনিময় আরো হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের 'অ্যাকাউন্ট'-এ, (ব্রাজিলের) সরকারি স্টকের বিক্রয়লব্ধ বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিপ্রেরণের ('রেমিট্যান্স'-এর) জন্যে টাকার বাজারের উপরে চাপের ফলে। এই দেশের মূলধন, যা বিনিয়োজিত হয়েছে বিদেশে পাবলিক ও অন্যান্য সিকিওরিটিতে, যখন এখানে সুদের হার ছিল কম, তা আবার ফিরিয়ে আনা হল, যখন সুদের হার বৃদ্ধি পেল।

ইংল্যাণ্ডের ব্যালান্স অব ট্রেড

"সুষ্ঠু শাসন," ব্রিটিশ মূলধনের উপর সুদ ও লভ্যাংশ, ইত্যাদি বাবদ একা ভারতকেই সেলামি দিতে হয় ৫০ লক্ষ; এর মধ্যে ধরা হয়নি বাৎসরিক যে-পরিমাণ অর্থ রাজ-কর্মচারীরা তাদের বেতন থেকে সঞ্চয় হিসাবে এবং বণিকেরা ইংল্যাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য তাদের মুনাফার অংশ হিসাবে পাঠিয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্রিটিশ উপনিবেশকেই একই কারণে ক্রমাগত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাতে হয়। অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ক্যানাডার অধিকাংশ ব্যাংকই স্থাপিত হয়েছে ইংরেজ মূলধন দিয়ে এবং লভ্যাংশ দিতে হয় ইংল্যাণ্ডে একই ভাবে ইংল্যাণ্ড ভোগ করে অনেক বিদেশী সিকিওরিটির মালিকানা—ইউরোপীয়, উত্তর আমেরিকান এবং দক্ষিণ আমেরিকান—যার উপরে সে সুদ পায়। এর উপরে আবার তার স্বার্থ আছে বিদেশী রেলপথ, খাল, খনি ইত্যাদিতে, যার সঙ্গে আছে অনুরূপ লভ্যাংশ। এই সব কিছু বাবদে প্রাপ্য পাঠাতে হয় প্রায় একান্ত ভাবেই

দ্রব্যসামগ্রীর আকারে—ইংরেজ রপ্তানি সম্ভার ছাড়াও। অন্য দিকে, বিদেশে ইংরেজ সিকিওরিটির মালিকদের কাছে এবং বিদেশে ইংরেজদের ভোগ-ব্যবহারের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে যা পাঠানো হয়, তা তুলনায় তুচ্ছ।

ব্যালান্স অব ট্রেড এবং বিনিময়ের হারের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা হল "যে-কোনো বিশেষ মুহূর্তে সময়ের প্রশ্ন।" "বাস্তবে বলতে গেলে ··ইংল্যাণ্ড তার রপ্তানির উপরে দেয় দীর্ঘ ক্রেডিট, অন্যদিকে রপ্তানির জন্য দাম দিতে হয় নগদ টাকায়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে রেওয়াজের এই পার্থক্য বিনিময়ের উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এমন একটা সময়ে যখন আমাদের রপ্তানি বেশ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন ১৮৫০ সালে, তখন ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের ক্রমাগত বৃদ্ধি অবশ্যই চলতে থাকে···এই ভাবে ১৮৫০-এর 'রেমিট্যান্স'-গুলি করা যায় ১৮৪৯-এর রপ্তানি কৃত দ্রব্যাদির বাবদে। কিন্তু যদি ১৮৫০ এর রপ্তানি ৬০ লক্ষেরও বেশিতে ছাড়িয়ে যায় ১৮৪৯-এর রপ্তানিকে তা হলে বাস্তব ফল অবশ্যই হয় এই যে, সে বছরে যে-পরিমাণ অর্থ বিদেশ থেকে ফেরৎ আসে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বিদেশ পাঠানো হয়। এবং এই ভাবে বিনিময়ের হার ও সুদের হারের উপরে বিস্তৃত হয় একটি প্রভাব। উলটো, যখন একটি বাণিজ্যিক সংকটের পরে আমাদের ব্যবসা থাকে দমিত এবং আমাদের রপ্তানি হয় অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত, তখন বিগত বছরগুলির বৃহত্তর রপ্তানিসমূহের বাবদে প্রেরিত 'রেমিট্যান্স'গুলি বিরাট ভাবে ছাড়িয়ে যায় আমাদের আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মূল্যকে; বিনিময়সমূহ তদনুযায়ী আসে আমাদের অনুকূলে, দেশে মূলধনের সঞ্চয়ন ঘটে, এবং সুদের হার হ্রাস পায়।" (*Economist*, January. II 1851, p. 30)।

বৈদেশিক বিনিময়ের হারগুলি পরিবর্তিত হতে পারে:

১) তাৎক্ষণিক ব্যালান্স অব পেমেন্টস-এর ফলে, কারণ যাই হোক না কেন—একটি বিশুদ্ধ বাণিজ্যিক কারণ কিংবা বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ কিংবা সরকারে যুদ্ধ-ব্যয়, ইত্যাদি, যখন তজ্জনিত নগদ পেমেন্টগুলি করা হয় বিভিন্ন বিদেশকে।

২) বিশেষ একটি দেশে অর্থ অবচয়ের ফলে—তা কাগজেরই হোক বা ধাতুরই হোক। এটা সম্পূর্ণ ভাবেই আর্থিক। যদি £১ প্রতিনিধিত্ব করে আগেকার অর্থের অর্ধেকটা, তা হলে এটা স্বাভাবিক ভাবে গোনা হবে ২৫ ফ্রাঁ'র বদলে ১২.৫ ফ্রাঁ হিসাবে।

৩) যখন এটা দুটি দেশের মধ্যে বিনিময়-হারের ব্যাপার, যাদের মধ্যে "অর্থ" হিসাবে একটি ব্যবহার করে রুপা এবং অন্যটি সোনা, তখন বিনিময়ের হার নির্ভর করে এই দুটি ধাতুর মূল্যের আপেক্ষিক ওঠানামার উপরে কেননা সেগুলি আবশ্যিক ভাবেই পরিবর্তিত করে তাদের মধ্যেকার 'প্যারিটি'। ১৮৫০ সালের বিনিময়-হারগুলি দিয়ে এটা বোঝানো যায়; সেগুলি ছিল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রতিকূল, যদিও সে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল বিপুল ভাবে। তবু সোনার কোনো নিষ্ক্রমণ ঘটেনি। এটা ঘটেছিল সোনার সঙ্গে তুলনায় রুপার মূল্যে একটা সাময়িক বৃদ্ধির ফলে। (দেখুন *Economist*, November 30, 1855, pp 1319-1320.)

£১-এর বিনিময়-হারের 'প্যারিটি' হচ্ছে : প্যারিস, ২৫ ফ্রাঁ ২০ সেন্ট ; হ্যামবুর্গ, ১৩ মার্ক ব্যাংকো ১০ ৫ শিলিং ; আমস্টারডম, ১১ ফ্লোরিন ৯৭ সেন্ট। যে-মাত্রায় প্যারিস বিনিময় হার ২৫.২০ ফ্রাঁ ছাড়িয়ে যায়, সেটা ফ্রান্সের ইংরেজ দেনাদারের পক্ষে, কিংবা ফরাসী খরিদ্দারের পক্ষে আরো অনুকূল হয়। উভয় ক্ষেত্রেই তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার লাগে অল্পতর সংখ্যক পাউণ্ড স্টার্লিং।—আরো দূরবর্তী দেশগুলিতে, যেখানে মহার্ঘ্য ধাতু সহজে মেলে না যখন বিল-অব-এক্সচেঞ্জ ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর পক্ষে দুর্লভ বা অপ্রতুল, সেখানে স্বাভাবিক ফল হল তেমন সব দ্রব্যের দাম চড়িয়ে দেওয়া যেগুলি সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয় যেহেতু সেগুলির জন্য দেখা দেয় বৃহত্তর চাহিদা—বিল অব-এক্সচেঞ্জের বদলে সেগুলিকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার উদ্দেশ্য ; এটা ভারতে প্রায়ই ঘটে।

একটা প্রতিকূল বিনিময়-হার, এমনকি সোনার বহিঃপ্রভাবও ঘটতে পারে, যখন ইংল্যাণ্ডে রয়েছে অর্থের প্রাচুর্য, সুদের হার কম এবং সিকিওরিটির দাম বেশি।

১৮৭৮ সালে ইংল্যাণ্ড ভারত থেকে পেয়েছিল বহুল পরিমাণে রুপা, কারণ ভাল বিল ছিল খুবই স্বল্প এবং মাঝামাঝি মানের বিলগুলি, ১৮৪৭-এর সংকট এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়ে সাধারণ ভাবে ক্রেডিটের অভাবের কারণে, ছিল না সহজগ্রাহ্য। এই সব সোনা আসতে না আসতেই পথ পেয়ে গেল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে, যেখানে বিপ্লবের ফলে গঠিত হল অনেক মজুদ। ১৮৫০ সালে এই রুপার বেশির ভাগটাই আবার ফিরে গেল ভারতে, কেননা বিনিময়-হারের কল্যাণে সেটা হয়ে উঠলো মুনাফাজনক।

অর্থ ব্যবস্থাটা মূলতঃ একটা ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান, ক্রেডিট ব্যবস্থাটা মূলতঃ একটা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ব্যবস্থা। "স্কচরা সোনা ঘৃণা করে।" কাগজের আকারে পণ্যের আর্থিক অস্তিত্ব কেবল একটি সামাজিক অস্তিত্ব। **বিশ্বাসেই** মেলায় মুক্তি। পণ্যের অন্তর্নিহিত আত্মা হিসাবে অর্থ, মূল্যে বিশ্বাস, উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তার পূর্ব-নির্দিষ্ট বিধানে বিশ্বাস, স্বয়ংসম্প্রসারণশীল মূলধনের নিছক ব্যক্তিরূপ হিসাবে উৎপাদনের একক প্রতিভূগুলির উপরে বিশ্বাস। কিন্তু ক্রেডিট ব্যবসা নিজেকে তার বেশি বিমুক্ত করে না প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বাদ থেকে, অর্থ-ব্যবস্থা নিজেকে যতটা বিমুক্ত করে ক্যাথলিকবাদ থেকে।

ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়

প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহ

সুদ দায়ী মূলধন কিংবা যাকে আমরা তার প্রাচীন রূপে বলতে পারি, কুসীদজীবীর মূলধন' তার যমজ ভাই বণিকের মূলধন সহ, মূলধনের আদিম রূপগুলির অন্তর্গত, যেগুলি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অনেক কাল আগেকার এবং সমাজের সবচেয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে দেখা যায়।

কুসীদজীবীর মূলধনের অস্তিত্বের শর্ত কেবল এই যে, উৎপন্নের অন্তত: একটি অংশ রূপান্তরিত হয়েছে পণ্যে এবং পণ্য-বাণিজ্যের সঙ্গে অর্থ বিকাশ লাভ করেছে তার বিবিধ কার্যে।

কুসীদজীবীর মূলধনের বিকাশ বণিকের মূলধনের এবং বিশেষ করে অর্থ সংশ্লিষ্ট মূলধনের বিকাশের সঙ্গে বাঁধা। প্রাচীন রোমে, প্রজাতন্ত্রের শেষ বছরগুলি থেকে শুরু করে, যখন ম্যানুফ্যাকচার-ব্যবস্থার অবস্থান ছিল প্রাচীন জগতে তার গড় বিকাশ-মানের ঢের নীচে, বণিকের মূলধন, অর্থ-সংশ্লিষ্ট মূলধন, এবং কুসীদজীবীর মূলধনের বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন রূপের অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ বিন্দুতে।

আমরা দেখেছি* যে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক ভাবেই মজুদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু যে পর্যন্ত না পেশাদার মজুদদার একজন কুসীদজীবীতে পরিণত হয় সে পর্যন্ত সে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না।

বণিক অর্থ ধার করে তা দিয়ে একটি মুনাফা কামাবার জন্য, তাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য অর্থাৎ তাকে বিনিয়োগ করার জন্যে। সুতরাং সমাজের আগেকার, রূপগুলিতে অর্থ-ধার দাতার যে সম্পর্ক আধুনিক ধনিকের সঙ্গেও তার সেই একই সম্পর্ক। এই বিশেষ সম্পর্কটির অভিজ্ঞতা ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও হয়েছিল। "আলকানা সালামানকা, ইঙ্গোলস্ট্যাডৎ, ব্রইসগার্ড-এ ফ্রেইবুর্গ, ম্যাএন্স, ট্রিভস—একটার পরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক ধারের জন্য সুদের বৈধতা স্বীকার করে নিল। এই অনুমোদন-গুলির পাঁচটি জমা রাখা হয় লিয়ন্স নগরীর 'কনসুলেট'-এর মহাফেজখানায় এবং ব্রুইসেট-পন্থাস-এর দ্বারা প্রকাশিত হয় *Traite de l'usure et des interets*-এর পরিশিষ্ট হিসাবে (**M. Augier** *Le Credit Public, etc* Paris 1842, P. 206,) যে যে রূপে ক্রীতদাস-অর্থনীতি (*পিতৃতান্ত্রিক ধরনের নয়, পরবর্তী কালের গ্রীক ও রোমক যুগের ধরনের*) কাজ করে ধন আহরণের উপায় হিসাবে, যেখানে অর্থ তাই ক্রীতদাস, জমি

* ইং সং Vol. I PP.130-34—Ed.

ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে, অপরের শ্রম আত্মীকরণের একটি উপায়, সেই সব কটি রূপেই অর্থকে সম্প্রসারিত করা যায় মূলধন হিসাবে, অর্থাৎ তা প্রসব করতে পারে সুদ, কেননা তাকে বিনিয়োগ করা যায় সেই ভাবেই।

যাই হোক ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পূর্ববর্তী কালগুলিতে যে যে বিশিষ্ট রূপে কুসীদ-জীবীর মূলধন থাকে, সেগুলি মোটামুটি দুটি ধরনের। আমি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই বিশিষ্ট রূপের কথা বলছি। সেই একই দুটি রূপ নিজেদের পুনরাবৃত্তি করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে কিন্তু কেবল গৌণ রূপ হিসাবে। সেগুলি তখন আর সেই সেই রূপে থাকে না যে রূপগুলি সুদ দায়ী মূলধনের চরিত্র নির্ধারণ করে। সেই রূপ দুটি হয় এই **প্রথমতঃ**, উচ্চতর শ্রেণীগুলির অমিতব্যয়ী সদস্যদের, বিশেষ করে জমিদারদের, অর্থ ধার দিয়ে কুসীদবৃত্তি; **দ্বিতীয়তঃ**, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের অর্থ ধার দিয়ে কুসীদবৃত্তি, যারা নিজেরাই তাদের উৎপাদনের অবস্থাবলীর মালিক,—যাদের মধ্যে পড়ে কুটির-শিল্পী, তবে প্রধানতঃ কৃষক, কেননা বিশেষ করে প্রাক ধনতান্ত্রিক অবস্থায় ক্ষুদ্র স্বাধীন ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীদের অবকাশ থাকায় কৃষক শ্রেণীই আবশ্যিক ভাবে গঠন করে তাদের সুবিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ।

কুসীদবৃত্তির ফলে ধনী জমিদারদের সর্বনাশ এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের সর্বস্বান্ততা—এই উভয়েরই পরিণতি ঘটে অর্থ-মূলধনের বিরাট বিরাট পরিমাণের গঠন ও কেন্দ্রীভবনে। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি পুরনো উৎপাদন-পদ্ধতির বিলুপ্তি সাধন করে যেমন ঘটেছিল আধুনিক ইউরোপে, এবং এটি তার জায়গায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা সাধন করে কিনা তা সমগ্রভাবে নির্ভর করে ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায় এবং আনুষঙ্গিক অবস্থাবলীর উপরে।

সুদ-দায়ী মূলধনের যেটি বৈশিষ্ট্যসূচক রূপ সেই কুসীদজীবীর মূলধন সহগামী হয় স্বনিযুক্ত কৃষক এবং ছোট মালিক-কারিগরের ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের সঙ্গে। যখন শ্রমের অবস্থাবলী এবং মূলধনের আকারে তার উৎপন্ন সামগ্রী শ্রমিকের মোকাবেলা করে, যেমন হয়ে থাকে বিকশিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনে, তখন উৎপাদনকারী হিসাবে অর্থ ধার করার মত কোনো সুযোগ তার থাকে না। যখন সে কোনো অর্থ ধার করে, তখন সে তা করে, যেমন, বন্ধকী দোকানে তার নিজস্ব জরুরি প্রয়োজনগুলি সংগ্রহ করতে। কিন্তু যেখানেই শ্রমিক তার শ্রমের অবস্থাবলীর এবং তার উৎপন্ন সামগ্রীর মালিক, কাজেই হোক বা নামেই হোক, সেখানেই সে অর্থ-ধার দাতার মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কে একজন উৎপাদনকারী, যা তার মোকাবেলা করে কুসীদজীবীর মূলধন হিসাবে। নিউম্যান ব্যাপারটাকে প্রকাশ করেন নীরসভাবে, যখন তিনি বলেন, ব্যাংকার পায় শ্রদ্ধা, কিন্তু কুসীদজীবী পায় ঘৃণা ও অবজ্ঞা, কারণ ব্যাংকার ধার দেয় ধনীদের আর কুসীদজীবী ধার দেয় গরিবদের। (F. W. Newman *Lectures on Political Economy* London 1851 P. 44) এ ঘটনাটা তাঁর নজরে পড়েনি যে ব্যাপারটার অন্তরে আছে সামাজিক উৎপাদনের দুটি পদ্ধতির মধ্যেকার এবং তদনুযায়ী দুটি সামাজিক অবস্থার

পার্থক্যের দ্বারা। অধিকিন্তু পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করা চলে না ধনী এবং গরিবদের মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা। অধিকন্তু, যে-কুসীদবৃত্তি ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীকে চুষে ছিবড়ে করে দেয় এবং যে-কুসীদবৃত্তি একটি বৃহৎ জমিদারির ধনী মালিককে চুষে ছিবড়ে করে দেয়—এই দুই কুসীদবৃত্তিই চলে হাত ধরাধরি করে। যখনি রোমের প্যাট্রিসিয়ানরা রোমের প্লিবিয়ান ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে, তখনি এই ধরনের শোষণের অবসান ঘটছে এবং একটি বিশুদ্ধ ক্রীতদাস অর্থনীতি ক্ষুদ্র-কৃষক অর্থনীতির স্থান নিয়েছে।

সুদের রূপে, প্রাণধারণের ন্যূনতম উপায়ের (যে পরিমাণটা পরবর্তীকালে শ্রমিকের মজুরি হয়) উপরে গোটা উদ্বৃত্তটাই যেটা পরে হয় মুনাফা ও ভূমিখাজনা কুসীদবৃত্তি গ্রাস করতে পারে, এবং অতএব **এই** সুদের মানকে—যা রাষ্ট্রের দাবিকৃত অংশ ছাড়া **সবই** উদ্বৃত্তমূল্যটাই আত্মস্থ করে নেয়, তাকে—আধুনিক সুদের হারের মানের সঙ্গে তুলনা করা হবে এক আজগুবি ব্যাপারে, যেখানে সুদের হার অন্তত: স্বাভাবিক অবস্থায় গঠন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশমাত্র। এমন একটা তুলনায় উপেক্ষা করা হয় যে, মজুরি-শ্রমিক উৎপাদন করে এবং তার নিয়োগকর্তা ধনিককে দেয় মুনাফা, সুদ এবং ভূমি-খাজনা অর্থাৎ সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্য। ক্যারি এই আজগুবি তুলনাটা করেছেন এটা দেখাবার জন্য যে, মূলধনের বিকাশ এবং সুদের হারে হ্রাস যা তার সঙ্গে যায় তা শ্রমিকের পক্ষে কত সুবিধাজনক। অধিকন্তু, যেখানে কুসীদজীবী তার শিকার থেকে উদ্বৃত্ত-শ্রম নিঙড়ে নিয়েই তৃপ্ত হয় না, ক্রমে ক্রমে দখল করে নেয় তার শ্রমের অবস্থাগুলিও, জমি, বাড়ি ইত্যাদি, এবং এই ভাবে ব্যস্ত থাকে তাকে ক্রমাগত উচ্ছিন্ন করতে, তখন এটা আবার ভুলে যাওয়া হয় যে, নিজের শ্রমের অবস্থাবলী থেকে শ্রমিকের এই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি যা সাধন করতে চায়, তার একটি ফল নয়, বরং তার সূচনা স্থলের জন্য প্রতিষ্ঠিত অবস্থা। মজুরি-ক্রীতদাস, ঠিক আসল ক্রীতদাসের মত, তার অবস্থানের কারণে—অন্তত: পরিভোক্তা হিসাবে তার অবস্থানের কারণে, হতে পারে না ধারদাতার ক্রীতদাস। কুসীদজীবীর মূলধনের সেই রূপটি যার দরুন তা বাস্তবিকই আত্মসাৎ করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত-শ্রমের সমস্তটাই—উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন না ঘটিয়ে; যার দরুন উৎপাদনকারীদের দ্বারা শ্রমের অবস্থাবলীর মালিকানা বা অধিকার—এবং তদনুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন—হয় তার অপরিহার্য পূর্বশর্ত; যার দরুন, অন্য কথায় মূলধন শ্রমকে প্রত্যক্ষ ভাবে তার নিজের অধীনস্থ করে না, এবং অতএব শিল্প-মূলধন হিসাবে তার মোকাবেলা করেনা—এই কুসীদজীবীর মূলধন উৎপাদনরিক্ত করে, উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে বিকশিত না করে সেগুলিকে বিবশ করে, এবং সেই সঙ্গে সেই শোচনীয় অবস্থাগুলিকে অব্যাহত রাখে, যেগুলিতে স্বয়ং শ্রমের বিনিময়েও শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার বিকাশ ঘটেনা, যেমন ঘটে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে।

কুসীদবৃত্তি এই ভাবে, এক দিকে, প্রাচীন ও সামন্ততান্ত্রিক ধন এবং প্রাচীন ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির উপরে বিস্তার করে একটি শক্তিক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব। অন্য দিকে, তা বিকল ও বিধ্বস্ত করে ক্ষুদ্র-কৃষক ও ক্ষুদ্র-'বার্গার' উৎপাদনে, এক কথায় এমন

সমস্ত পদ্ধতি, যাতে উৎপাদনকারী তখনো আছে তার উৎপাদন-উপায়ের মালিক। বিকশিত উৎপাদন-পদ্ধতিতে, শ্রমিক উৎপাদন-উপায়ের মালিক নয়, যেমন যে ক্ষেত সে চাষ করে, যে কাঁচামাল সে প্রসেস করে ইত্যাদি। কিন্তু এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় থেকে উৎপাদনকারীর বিচ্ছেদ প্রতিফলিত করে স্বয়ং উৎপাদন পদ্ধতিতেই সত্যিকারের একটি বিপ্লব। বিক্ষিপ্ত শ্রমিকদের একত্রিত করা হয় বড় বড় কারখানায়—ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু পরস্পর যুক্ত কাজকর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যে; হাতিয়ার ('টুল') হয়ে ওঠে যন্ত্র ('মেশিন')। স্বয়ং উৎপাদন-পদ্ধতিটাই এই রকম যে তাতে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির সঙ্গে যেমন উৎপাদনের বিবিধ উপকরণ ('ইনস্ট্রুমেন্ট') এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকে, তেমন ভাবে আর সেগুলিকে রাখা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, কুসীদবৃত্তি আর উৎপাদনকারীকে তার উৎপাদন-উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা, কেননা আগেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে।

যেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহ বিক্ষিপ্ত, সেখানে কুসীদবৃত্তি অর্থ-সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করে। তা উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে না, পরন্তু পরগাছার মত তাতে দৃঢ় ভাবে লেগে এবং তার অবস্থা উজাড় করে দেয়। তা তার রক্ত শুষে নেয়, তাকে নিস্তেজ করে দেয় এবং বাধ্য করে পুনরুৎপাদন চালিয়ে যেতে আরো বেশি বেশি শোচনীয় অবস্থায়। এই কারণেই কুসীদজীবীদের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা, যা সবচেয়ে সোচ্চার ছিল প্রাচীন জগতে, যেখানে উৎপাদন উপায়ের উপরে উৎপাদনকারীর নিজের মালিকানা একই সঙ্গে ছিল নাগরিকের রাজনৈতিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার ভিত্তি।

যে মাত্রায় ক্রীতদাসত্বের প্রচলন থাকে কিংবা যত দূর অবধি উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিভুক্ত হয় সামন্ত প্রভু এবং তার পোষ্যবর্গের দ্বারা, যখন হয় দাস-মালিক, নয়ত সামন্ত প্রভু পড়ে যায় কুসীদজীবীর খপ্পরে, উৎপাদন-পদ্ধতি তখনো থেকে যায় একই; তা কেবল আরো কঠোর হয় শ্রমিকের উপরে। ঋণগ্রস্ত দাস মালিক বা সামন্ত প্রভু হয়ে ওঠে আরো অত্যাচারী কেননা সে নিজেও তখন আরো অত্যাচারিত। কিংবা সে শেষ পর্যন্ত কুসীদজীবীকে পথ ছেড়ে দেয়, যে নিজেই প্রাচীন রোমের নাইটদের মত, হয়ে ওঠে জমিদার বা দাস-মালিক। যে পুরনো শোষকের শোষণ ছিল কমবেশি পিতৃতান্ত্রিক কেননা তা অনেক পরিমাণে ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার উপায় স্বরূপ, তার স্থান দখল করল এক কঠিন, টাকা-পাগল ভুঁইফোড়। কিন্তু তার ফলে খোদ উৎপাদন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

সমস্ত প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে কুসীদবৃত্তির থাকে একটি বৈপ্লবিক ফল কেবল তত, দূর পর্যন্ত, যত দূর অবধি তা ধ্বংস করে, ভেঙে দেয় সম্পত্তির সেই সব রূপ, যার নিরেট ভিত্তি এবং একই রূপে ক্রমাগত পুনরুৎপাদনের উপরে রাজনৈতিক সংগঠনের অবস্থান। এশীয় রূপগুলিতে, কুসীদবৃত্তি চালু থাকতে পারে দীর্ঘকাল ধরে—অর্থনৈতিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন না করে। কেবল যেখানে এবং যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্যান্য পূর্বশর্তগুলি উপস্থিত, সেখানে এবং তখনই

কুসীদবৃত্তি, একদিকে সামন্ত প্রভু ও ক্ষুদ্র আয়তন উৎপাদনকারীকে ধ্বংস করে দিয়ে এবং, অন্যদিকে, শ্রমের অবস্থাবলীকে মূলধনে কেন্দ্রীভূত করে দিয়ে, হয়ে ওঠে নোতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের একটি সাহায্যকারী উপায়।

মধ্যযুগে, কোনো দেশেই ছিল না সুদের একটি সাধারণ হার। সূচনা থেকেই গীর্জা নিষেধ করে দিয়েছিল সুদে টাকা ধার দেওয়া। আইন এবং আদালত ধারের পক্ষে সামান্যই আশ্রয় দিত। একক ক্ষেত্রগুলিতে সুদ ছিল ঢের বেশি উঁচু। অর্থের সীমিত সঞ্চলন, বেশির ভাগ পেমেণ্টই নগদে করার তাগিদ, মানুষকে বাধ্য করত অর্থ ধার করতে, এবং আরো বেশি এই কারণে যে বিনিময় ব্যবসা তখনো ছিল অবিকশিত। সুদের বিবিধ হারে এবং কুসীদবৃত্তির বিবিধ ধারণায় ছিল বিরাট পার্থক্য শার্লম্যাগন-এর আমলে ১০০% দাবি করলে বলা হত কুসীদ। লেক কনস্ট্যান্স-এর পারে লিণ্ডাউ-এ '১৩৪৮ সালে, কয়েকজন স্থানীয় বার্গার (burgher) নিয়েছিল ২১৬$\frac{2}{3}$%। জুরিখ-এ সিটিকাউন্সিল' বিধান দেয় বৈধ সুদের হার হবে ৪৩$\frac{1}{3}$%। ইতালিতে কখনো কখনো দিতে হত ৪০%। যদিও স্বাভাবিক হার ১২ থেকে ১৪ শতাব্দীর মধ্যে ২০%-এর বেশি ছিল না। ভেরোনা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বৈধ হার হল ১২$\frac{1}{2}$%। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রিডরিশ ধার্য করেছিলেন ১০%-এ কিন্তু কেবল ইহুদীদের জন্য। তিনি খ্রীস্টানদের হয়ে বলার দাবি করেন নি। জার্মানির রাইন প্রদেশগুলিতে সেই ১৩ শতাব্দীতেই নিয়ম ছিল ১০%। (Hullmann *Geschichte des Stadtewesens*, II, S 55-57)

কুসীদজীবীর মূলধন প্রয়োগ করে মূলধনের বিশেষ শোষণ-প্রণালী, তবে মূলধনের উৎপাদন-পদ্ধতিটি ছাড়া। এই অবস্থাটা বুর্জোয়া অর্থনীতির অভ্যন্তরেও নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে, শিল্পের পশ্চাৎপদ শাখাগুলিতে, কিংবা সেই সব শাখায় যেগুলি আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে অতিক্রমণের প্রতিরোধ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা যদি ইংল্যাণ্ডের সুদের হারকে ভারতের সুদের হারের সঙ্গে তুলনা করতে চাই, আমাদের ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর সুদের হারটি নিলে চলবে না, নিতে হবে, যেমন, অভ্যন্তরীণ শিল্পে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের কাছে ধারদাতারা যে-হার চার্জ করে, সেই হারটি।

ধন পরিভোগের বিপরীত এই কুসীদবৃত্তি ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা নিজেই একটা মূলধন-প্রজননকারী প্রক্রিয়া। কুসীদজীবীর মূলধন এবং বণিকের ধনসম্পদ, ভূমি-সম্পত্তি থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, অর্থ-ধনের গঠনে সহায়তা করে। উৎপন্ন যতই কম পণ্যের চরিত্র ধারণ করে, এবং বিনিময়-মূল্য যতই কম নিবিড় ভাবে ও ব্যাপকভাবে উৎপাদনের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ততই বেশি করে অর্থের আবির্ভাব ঘটে সত্যিকারের ধন হিসাবে সাধারণ ভাবে ধন হিসাবে—ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে তার সীমিত প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে প্রতিতুলনায়। এটাই হল মজুদের ভিত্তি। বিশ্ব অর্থ হিসাবে, এবং মজুদ হিসাবে অর্থ ছাড়াও, এটা বিশেষ করে পরিপ্রদানের ('পেমেণ্ট'-এর) উপায় রূপেই যার মাধ্যমে তা আবির্ভূত হয় পণ্যাদির অনাপেক্ষিক রূপ হিসাবে। এবং বিশেষ করে পরিপ্রদানের উপায় হিসাবে তার ভূমিকাই জন্ম দেয় সুদের এবং সেই সঙ্গে অর্থ-মূলধনের

'অপচয়-ব্যস্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত ধন যা চায় তা হল খোদ অর্থ, সব কিছু ক্রয়ের উপায় হিসাবে (এবং দেনা শোধের উপায় হিসাবেও) অর্থ। ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী অর্থ চায়, সর্বোপরি, 'পেমেণ্ট' করার জন্য। জমিদার এবং রাষ্ট্রকে দেয় সেবা এবং জিনিসের আকারে ট্যাক্সের অর্থ-খাজনা এবং অর্থ-ট্যাক্সে রূপান্তরীকরণ এখানে একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। যে-কোনো ক্ষেত্রে খোদ অর্থকেই চাই। অন্যদিকে কুসীদবৃত্তির মধ্যেই মজুদদারি প্রথমে বাস্তব হয়ে ওঠে এবং মজুদকারী তার স্বপ্ন সার্থক করে। মজুদের মালিকের কাছ থেকে যা চাওয়া হয়, তা মূলধন নয়, খোদ অর্থ ; কিন্তু সুদের মাধ্যমে সেই এই মজুদকে রূপান্তরিত করে মূলধনে, অর্থাৎ আংশিক ভাবে বা সামগ্রিক ভাবে উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মসাৎকরণের উপায় হিসাবে, এবং অনুরূপ ভাবে খোদ উৎপাদনের উপায়সমূহেরই অংশ বিশেষের উপরে অধিকার স্থাপনের উপায় হিসাবে—যদিও সেগুলি নামে অপরের সম্পত্তি থাকতে পারে। কুসীদবৃত্তি বাস করে, বলা যায়, উৎপাদনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ঠিক যেমন এপিকিউরাস-এর দেবতারা বাস করতেন দুই লোকের মধ্যকার ব্যোমদেশে। অর্থ সংগ্রহ করা যত কঠিন হয় ততই কম হয় পণ্য-রূপটির উৎপন্ন দ্রব্যাদির সাধারণ রূপটিতে রূপায়ণ। সুতরাং যাদের অর্থের প্রয়োজন আছে, তাদের (সুদ) প্রদান করার বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছাড়া, কুসীদজীবীর আর কোনো বাধাই জানে না। ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র-'বার্গার' উৎপাদনে, অর্থ কাজ করে ক্রয়ের উপায় হিসাবে প্রধানতঃ যখনি শ্রমিকের উৎপাদনের উপায়গুলি (যে এখনো এই পদ্ধতিসমূহের অধীনে সেগুলির বেশির ভাগের মালিক) কোনো দুর্ঘটনা কিংবা অস্বাভাবিক বিপর্যয়ের ফলে তার কাছে লোকসান হয়ে যায়, কিংবা অন্ততঃ পুনরুৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আর প্রতিস্থাপিত না হয়। জীবন-ধারণের উপায় এবং কাঁচামাল হচ্ছে উৎপাদনের এই প্রয়োজন সমূহের একটি আবশ্যিক অংশ। যদি এগুলি আরো ব্যয়-সাধ্য হয়ে পড়ে, তা হলে উৎপন্ন সামগ্রীর প্রতিদান থেকে এগুলি প্রতিস্থাপন করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে, ঠিক যেন মামুলি শস্যহানি কৃষককে বিরত করতে পারে তার বীজ প্রতিস্থাপন করা থেকে। যে যুদ্ধগুলির মাধ্যমে রোমের প্যাট্রিসিয়ানরা প্লিবিয়ানদের সৈন্য হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করে তাদের ধ্বংস করেছিল, এবং শ্রমের অবস্থাগুলি পুনরুৎপাদন করা থেকে তাদের নিরস্ত করেছিল এবং এইভাবে তাদের দুঃস্থে পরিণত করেছিল এবং দুঃস্থে পরিণত করণ তথা পুনরুৎপাদনের পূর্বশর্তগুলির ক্ষতি বা নাশ সাধনই হচ্ছে এখানে অধি-প্রধান রূপ)—এই একই যুদ্ধগুলি আবার ভর্তি করে দিয়েছিল প্যাট্রিসিয়ানদের ভাণ্ডার ও সঞ্চয়-ঘরগুলি —লুণ্ঠিত তামা দিয়ে, যা ছিল তখনকার টাকা। প্লিবিয়ানদের তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যাদি, শস্য, অশ্ব, গবাদি পশু ইত্যাদি সরাসরি না দিয়ে, তারা তাদের ধার দিয়ে ছিল এই তামা, যা তাদের নিজেদের কোনো ব্যবহারে লাগত না, এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের উপরে বিরাট পরিমাণে অত্যধিক চড়া হারে সুদ চাপিয়ে দিয়ে, প্লিবিয়ানদের পর্যবসিত করল তাদের দেনাদার গোলামে। শার্লম্যাগন-এর রাজত্বকালে, ফ্র্যাংকিশ কৃষকরা একই ভাবে ধ্বংস হয়েছিল যুদ্ধের দ্বারা, যার ফলে দেনাদার না হয়ে ভূমিদাস হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প তাদের ছিল না।

রোম সাম্রাজ্যে, যা সুপরিজ্ঞাত, চরম বুভুক্ষার ফলে প্রায়ই শিশু-বিক্রয় হত, এমন কি স্বাধীন লোকেরাও ধনীদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়ে তাদের গোলামে পরিণত হত। এই পর্যন্ত যা যা বলা হল, সেগুলি হল সাধারণ পালা-বদল সম্পর্কে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের বেলায় উৎপাদন-উপায়সমূহের সংরক্ষণ বা লোকসান নির্ভর করে হাজারো অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার উপরে এবং এই অনিশ্চিত ঘটনা বা লোকসান-গুলির প্রত্যেকটিই সূচিত করে আরও দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং সৃষ্টি করে একটি ফাটল যার মধ্যে চোরের মত ঢুকে পড়তে পারে একটি পরগাছা কুসীদজীবী। কেবল তার গোরুর মৃত্যুই ক্ষুদ্র কৃষককে অক্ষম করে ফেলতে পারে তার আগেকার আয়তনে পুনরুৎপাদনের নবীকরণ করতে। সে তখন গিয়ে পড়ে কুসীদজীবীর খপ্পরে এবং একবার যদি তার খপ্পরে গিয়ে পড়ে, সে আর কখনো নিজেকে তা থেকে ছাড়াতে পারে না।

কুসীদজীবীর সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ও স্ববিশেষ রাজ্য, অবশ্য, পরিপ্রদানের উপায় হিসাবে অর্থের ভূমিকা। অর্থের প্রত্যেকটি পরিপ্রদান, ভূমি-খাজনা, সেলামি, কর ইত্যাদি, যা একটি বিশেষ তারিখে দেয়, তার সঙ্গে বহন করে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য তাকে সংগ্রহ করার আবশ্যকতা। সুতরাং সেই প্রাচীন রোমের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত, পাইকারি কুসীদবৃত্তির নির্ভর হল কর সংগ্রাহকেরা, *fermiers generaux receveurs generaux*। তারপরে বাণিজ্যের বিকাশ ও পণ্য-উৎপাদনের পরিব্যাপ্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে, সময়ের দিক থেকে, ক্রয় এবং পরিপ্রদানের মধ্যে বিচ্ছেদ। টাকাটা দিতে হবে একটি নির্দিষ্ট তারিখে। কি ভাবে এর ফলে দেখা দিতে পারে এমন পরিস্থিতি, যাতে অর্থ-বণিক এবং কুসীদজীবী, এমনকি আজকালও, মিলে যায় একের মধ্যে, সেটা প্রকাশ পায় আধুনিক অর্থ-সংকটগুলির মাধ্যমে। এই একই কুসীদবৃত্তি কিন্তু পরিণত হয় পরিপ্রদানের উপায় হিসাবে অর্থের আবশ্যকতাকে আরো বিকশিত করার অন্যতম প্রধান উপায়ে—উৎপাদনকারীকে আরো বেশি করে দেনার কবলে ঠেলে দিয়ে এবং তার পরিপ্রদানের মামুলি উপায়গুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে, কেননা একমাত্র সুদের বোঝাই তার স্বাভাবিক পুনরুৎপাদনকে অসম্ভব করে তোলে ঠিক এই সময়ে, পরিপ্রদানের উপায় হিসাবে কুসীদবৃত্তি অর্থ থেকে উদ্গত হয় এবং অর্থে এই ভূমিকাটিকে তার নিজেরই এখতিয়ার হিসাবে প্রসারিত করে।

ক্রেডিট ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে কুসীদবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। কিন্তু একে ভুল ভাবে বোঝা কিংবা কোনো ক্রমেই ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, যেমন করেছিলেন প্রাচীন লেখকেরা, গীর্জার যাজকেরা, লুথার কিংবা প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রীরা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অবস্থা ও প্রয়োজনের কাছে সুদ দায়ী মূলধনের বশ্যতা স্বীকারের চেয়ে বেশি কিছু বা কম কিছু সূচিত করে না।

মোটের উপর, আধুনিক ক্রেডিট-ব্যবস্থায় সুদ-দায়ী মূলধনকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে। কুসীদবৃত্তি নিজ-রূপে কেবল চালুই থাকে না, এমনকি, বিকশিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি-সমন্বিত দেশগুলির মধ্যে, তা মুক্তি লাভও

করে আগেকার আমলের আইনকানুন যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল, সেগুলির শৃংখল থেকে। সুদ-দায়ী মূলধন বজায় রাখে কুসীদজীবীর মূলধনের রূপটিকে সেই সব ব্যক্তি বা শ্রেণীর বেলায় কিংবা সেই সব অবস্থায়, যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থে ধার নেওয়া চলে না, চলতে পারে না; যেখানে ধার নেওয়া চলে ব্যক্তির নিজস্ব অভাবের ফলে, যেমন বন্ধকের দোকানে; যেখানে অর্থ ধার করে বিত্তবান অমিত-ব্যয়ীরা তা উড়িয়ে দেবার জন্য; কিংবা যেখানে উৎপাদনকারী, হচ্ছে একজন অধন-তান্ত্রিক উৎপাদনকারী যেমন একজন ক্ষুদ্র কৃষক বা কারুশিল্পী, যে এখনো, প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী হিসাবে তার উৎপাদন-উপায়ের মালিক; সর্বশেষে, যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকারী নিজেই কাজ করে এতই ক্ষুদ্র আয়তনে যে সে ঐসব স্ব-নিযুক্ত উৎপাদন-কারীদেরই মত থেকে যায়।

সুদ-দায়ী মূলধন যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির একটি জরুরি উপাদান, তখন তাকে কুসীদজীবীর মূলধন থেকে যা আলাদা করে, তা কোনো ক্রমেই স্বয়ং এই মূলধনের প্রকৃতি বা চরিত্রটা নয়। তা হল কেবল পরিবর্তিত অবস্থাবলী, যার মধ্যে সে কাজ করে, এবং অতএব, সেই সঙ্গে ধার গ্রহীতার সম্পূর্ণ ভাবে রূপান্তরিত চরিত্রটিও, যে ধার-দাতার মুখোমুখি হয়। এমনকি যখন একজন বিত্তহীন ব্যক্তি তার শিল্পপতি বা বণিকের ভূমিকায় ক্রেডিট পায়, সেটা ঘটে এই প্রত্যাশায় যে সে কাজ করবে ধনিকের মত এবং আত্মসাৎ করবে মজুরি-বঞ্চিত শ্রম ঐ ধার-করা মূলধনের দ্বারা। সে ক্রেডিট পায় একজন সম্ভাব্য ধনিক হিসাবে। একজন ব্যক্তি, যার বিত্ত নেই, কিন্তু আছে উৎসাহ, সংকল্প, সামর্থ্য ও ব্যবসায়িক অন্তর্দৃষ্টি—এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে কার বাণিজ্যিক মূল্য কতটা, তা বেশ সঠিক ভাবেই হিসাব করা হয়—এমন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে একজন ধনিক, এই যে ঘটনা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা তার বিপুল গুণগান করে। যদিও এই ঘটনা ক্রমাগত অবাঞ্ছিত সংখ্যায় রণক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় আগে থেকেই থাকা ব্যক্তি-ধনিকের সঙ্গে—টেনে আনে ভাগ্যলিপ্সু সৈনিকদের, তবু তা স্বয়ং মূলধনের প্রাধান্যকেই আরো প্রবল করে তার ভিত্তিকে আরো ব্যাপক করে এবং সমাজের নিচুস্তর থেকে নিজের জন্য নোতুন নোতুন সৈন্য সংগ্রহে সক্ষম করে। অনুরূপ ভাবে, এই যে, ঘটনা যে, মধ্য যুগে ক্যাথলিক চার্চ তার ক্রমোন্নত-স্তরতন্ত্র ('হায়ারার্কি') গড়ে তুলত দেশের সর্বোত্তম ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে—তাঁদের ভূ-সম্পত্তি জন্ম ও বিত্ত নির্বিশেষে, তাও ছিল যাজকতান্ত্রিক শাসনকে সংহত করার এবং জন-সাধারণকে দমন করার অন্যতম প্রধান উপায়। শাসিত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ মাথাগুলিকে শাসক শ্রেণী যত আত্মকৃত করে নিতে পারে ততই স্থিতিশীল ও বিপজ্জনক হয় তার শাসন।

আধুনিক ক্রেডিট-ব্যবস্থার পুরোগামীরা তাদের যাত্রা শুরু করেন সাধারণ ভাবে সুদ-দায়ী মূলধনের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়ে নয়, বরং তার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে।

আমরা এখানে কুসীদবৃত্তির বিরুদ্ধে সেই সব প্রতিক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করছি না, যে গুলির চেষ্টা ছিল তার হাত থেকে গরিবদের রক্ষা করা, যেমন *Monts-de-Piete* (১৩৫০

ফ্রান্সে কোঁৎ-এ সাললিন্স-এ, পরে ইতালিতে পেরুগিয়া এবং সাভোনায় ১৪০০ এবং ১৪৭১)। এগুলি উল্লেখযোগ্য প্রধানত: এই কারণে যে, এগুলিতে প্রকাশ পায় ইতিহাসের পরিহাস, যা সদিচ্ছাকে পরিণত করে তার বিপরীতে রূপায়ণের প্রক্রিয়ায়। একটি রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী দেয় ১০০% বন্ধকী দোকানগুলিকে, যেগুলি হচ্ছে *Monts-de-Piete* এর আধুনিক উত্তরসূচী।[১] আমরা ডঃ হিউ চেম্বারলেন বা জন ব্রিস্কোর মত ব্যক্তিদের ক্রেডিট কল্পকথারও উল্লেখ এখানে করছি না যাঁরা সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে চেষ্টা করেছিলেন ইংরেজ অভিজাত-তন্ত্রকে কুসীদবৃত্তির কবল থেকে মুক্ত করতে—ভূ-সম্পত্তির উপরে ভিত্তিশীল কাগজে অর্থ ব্যবহার-কারী কৃষক ব্যাংকের মাধ্যমে।[২]

দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ভেনিসে এবং জেনোয়ায় স্থাপিত ক্রেডিট-সংঘগুলির উদ্ভব হয়েছিল নৌ-বাণিজ্য ও তার সঙ্গে জড়িত পাইকারি ব্যবসার প্রয়োজন থেকে — মান্ধাতার আমলের কুসীদবৃত্তি এবং অর্থের কারবারের উপরে একচেটিয়া কর্তৃত্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে। ঐ নগর প্রজাতন্ত্রসমূহে স্থাপিত সত্যিকারের ব্যাংকগুলি যুগপৎ ধারণ করল পাবলিক ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের আকার, যেখান থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য ট্যাক্স বাবদে রাষ্ট্র অর্থ ধার নিত, তখন একথা ভুললে চলবে না যে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠাতা বণিকরা নিজেরাই ছিলেন ঐসব রাষ্ট্রের বিশিষ্ট নাগরিক এবং সরকারের

১. "মাসের মধ্যে ঘনঘন হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে এবং একটি জিনিস ছাড়াতে গিয়ে আরেকটা জিনিস বাঁধা দেবার মাধ্যমে যেখানে পাওয়া যায় একটা সামান্য অংক অর্থের বাবদে 'প্রিমিয়া'ম (অধিহার) হয়ে ওঠে এত অত্যধিক। মহানগরীতে আছে ২৪০ জন 'লাইসেন্স'-প্রাপ্ত বন্ধক-কারবারি এবং মফস্বলে ১,৪৫০ জন। লগ্নিকৃত মূলধন ১০ লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ডেরও বেশি বলে ধরা হয়; এবং এই মূলধন বছরে তিন বার ঘুরে আসে, এবং প্রত্যেক বার গড়ে দেয় ৩৩½ শতাংশ হারে; যে হিসাব অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের সমাজের নিচেকার স্তরগুলি একটি সাময়িক ধার বাবদে দেয় প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং — বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার দরুণ যা হারায় তা বাদ দিয়ে।" J. D. Tucket *A History of the Past and Present State of the Labouring Population*, LonPon. 1846 I P. 114)

২. এমনকি তাঁদের বইগুলির শিরোনামেও তাঁরা বলেন যে তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হল "ভূস্বামীদের সাধারণ মঙ্গল-সাধন, জমির দামে বিরাট বৃদ্ধি সাধন।" "অভিজাত মণ্ডলী, সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় ইত্যাদিকে ট্যাক্স থেকে" নিষ্কৃতিদান এবং তাদের "বাৎসরিক সম্পত্তির বিস্তার সাধন ইত্যাদি।" কেবল কুসীদজীবীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে—জাতির সবচেয়ে ঘোর শত্রু, যারা ফরাসী আক্রমণ যতটা ক্ষতি করতে পারত, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে অভিজাতবর্গের এবং খামার-মালিক সম্প্রদায়ের।

মত তাদের নিজেদেরও সমান স্বার্থ ছিল কুসীদজীবীদের কবল থেকে মুক্তিলাভে[1] এই জন্যই যখন 'ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন টোরিরা প্রতিবাদ করেছিলেন : "ব্যাংকগুলি হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সমৃদ্ধিশালী ব্যাংক ছিল ভেনিসে, জেনোয়ায়, আমস্টার্ডমে এবং হামবুর্গে। কিন্তু কে কবে শুনেছেন 'ব্যাংক অব ফ্রান্স' কিংবা 'ব্যাংক অব স্পেন'-এর কথা ?

আধুনিক ক্রেডিট-ব্যবস্থার বিকাশে ১৬১৯ সালের 'ব্যাংক অব হামবুর্গ'-এর চেয়ে ১৬০৯ সালের 'ব্যাংক অব আমস্টার্ডম' বেশি যুগান্তকারী ছিল না। এটা ছিল নিছক আমানতের একটি ব্যাংক। ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত চেকগুলি বাস্তবিক পক্ষে ছিল আমানত হিসাবে রক্ষিত মুদ্রায়িত ও অমুদ্রায়িত মহার্ঘ্য ধাতুর রসিদ মাত্র, এবং সঞ্চলিত হত কেবল গ্রহণকারীদের সম্মতি-স্বাক্ষর (এনডোর্সমেন্ট)-সহ। কিন্তু হল্যাণ্ডে বাণিজ্যিক ক্রেডিট এবং অর্থের কারবারের বিকাশ ঘটে বাণিজ্য এবং ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে হাতে হাতে, এবং সুদ-দায়ী মূলধন স্বয়ং বিকাশের ধারাতেই অধীনস্থ হল শিল্প ও বাণিজ্যিক মূলধনের। এটা তখনি দেখা যেত সুদের নিচু হারে। হল্যাণ্ডকে অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বিবেচনা করা হত অর্থনৈতিক বিকাশের আদর্শ হিসাবে, যেমন এখন ইংল্যাণ্ডকে করা হয়। দারিদ্র্যের উপরে ভিত্তিশীল পুরনো ধাঁচের কুসীদবৃত্তির একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ল নিজের ভারেই।

গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে, হল্যাণ্ডকে দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখিয়ে, দাবি উঠলো সুদের হারের বাধ্যতামূলক হ্রাস সাধনের (এবং তদনুযায়ী আইন প্রণয়নের) জন্য, যাতে করে সুদ-দায়ী মূলধনকে বাণিজ্যিক ও শিল্প মূলধনের অধীনস্থ করা যায় ; তার উলটোটা না হয়। এই আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র স্যার যোসিয়া চাইল্ড, ইংল্যাণ্ডের সাধারণ প্রাইভেট ব্যাংকিং ব্যবসার জনক। তিনি কুসীদজীবীদের একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে

১. 'ধনাঢ্য স্বর্ণকার (ব্যাংকারের পূর্বসূরী), দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসকে বাধ্য করেন অর্থ-সংস্থানের বাবদে শতকরা বিশ এবং তিরিশ হারে দিতে। এত মুনাফাজনক একটি ব্যবসা স্বর্ণকারকে উদ্বুদ্ধ করল "আরো বেশি বেশি করে রাজার মহাজন হতে, সমগ্র রাজস্বকে অগ্রিম আয়ত্তে আনতে, মঞ্জুর হবার সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেন্টের সমস্ত গ্র্যান্টকে বন্ধক হিসাবে গ্রহণ করতে ; এবং ,তা ছাড়াও, বন্ধকী বিল, 'অর্ডার' এবং 'ট্যালি' ক্রয় ও হস্তগত করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে, যার ফলে কার্যতঃ গোটা রাজস্বটাই যেত তাদের হাতের মধ্য দিয়ে।" (John Francis, *History of the Bank of England*, London, 1848, I, P.31) "একটি ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাব এর আগে কয়েকবার করা হয়েছে। শেষে, এটা হয়ে উঠলো একটা আবশ্যিক প্রয়োজন" (l. c. p. 38) "কুসীদজীবীদের চোষনের ফলে শুকিয়ে-যাওয়া সরকারের নিজের পক্ষেই ব্যাংক হয়ে উঠলো অবশ্য-প্রয়োজনীয়, যাতে করে পার্লামেন্টের গ্র্যান্ট-এর জমানতের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত হারে অর্থ সংগ্রহ করা যায়" (l. c. pp. 59, 60)।

সোচ্চার হলেন অনেকটা পাইকারি পোশাক ম্যানফ্যাকচারকারীদেরই ভঙ্গিতে, যারা সংগ্রাম পরিচালনা করেন "প্রাইভেট দর্জিদের" একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে। এই একই যোসিয়া চাইল্ড-ই আবার-স্টক-জবিং'-এরও জনক। এই ভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই স্বৈরাচারী প্রধানটি অবাধ বাণিজ্যের নামে আসলে রক্ষা করেন তার একচেটিয়া অধিকারকে। টমাস ম্যানলির (*Interest of Money Mistaken*)* বিরুদ্ধে তিনি বলেন, "কুসীদজীবীদের ভীরু ও কম্পমান বাহিনীটির প্রবক্তা হিসাবে তিনি তাঁর প্রধান কামান সারিকে এমন একজায়গায় স্থাপন করেন, যাকে আমি ঘোষণা করেছি সবচেয়ে দুর্বল বলে…তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন যে সুদের নিচু হারই হচ্ছে ধনের কারণ এবং শপথ নিয়ে বলেন এটা তার ফলমাত্র।" (*Traites sur le Commerce etc.* 1669, trad. Amsterdam et Berlin. 1754) "দেশকে সমৃদ্ধ করে বাণিজ্য, এবং বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করে সুদের হ্রাস-সাধন, তা হলে সুদের হ্রাস-সাধন কিংবা কুসীদবৃত্তির সংকোচন নিঃসন্দেহে একটি জাতির ধনসম্পদের একটি ফলপ্রসূ প্রাথমিক কারণ। এ কথা বলা আদৌ আজগুবি নয় যে একই জিনিস একই সঙ্গে কতকগুলি অবস্থায় হতে পারে একটি কারণ এবং অন্য কতকগুলি অবস্থায়, একটি ফল" (*l. c.* P. 155)। "ডিম হচ্ছে মুরগির কারণ এবং মুরগি হচ্ছে ডিমের কারণ। সুদের হ্রাস-সাধন ঘটাতে পারে ধনের বৃদ্ধি-সাধন, এবং ধনের বৃদ্ধি-সাধন ঘটাতে পারে সুদের আরো বৃহত্তর হ্রাস-সাধন" (*l. c.* P. 156)। "আমি শ্রমের সমর্থক এবং আমার যিনি বিরোধী তিনি সমর্থন করেন আলস্য ও শৈথিল্য (P. 179)।

কুসীদবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ, শিল্প-মূলধনের কাছে সুদ-দায়ী মূলধনের এই বশ্যতার দাবি, কেবল সেই সংগঠিত সৃষ্টি সমূহের আগমনী বার্তা যারা আধুনিক ব্যাংক-ব্যবস্থায় রচনা করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের এই পূর্বশর্তগুলি যেগুলি এক দিকে, সমস্ত অলস অর্থ-রিজার্ভকে কেন্দ্রীভূত করে এবং সেগুলিকে অর্থের বাজারে নিক্ষেপ ক'রে কুসীদজীবীর মূলধনকে লুণ্ঠন করে তার একচেটিয়া অধিকার থেকে, এবং অন্য দিকে, ক্রেডিট-অর্থ সৃষ্টি ক'রে সীমিত করে দেয় স্বয়ং মহার্ঘ্য ধাতুরই একচেটিয়া অধিকার।

কুসীদবৃত্তির প্রতি একই বিরোধিতা কুসীদবৃত্তির কবল থেকে বাণিজ্য, শিল্প, এবং রাষ্ট্রের মুক্তি সাধনের দাবি, যেগুলি এখানে নজরে পড়ে চাইল্ড-এর ক্ষেত্রে, সেগুলিকে দেখা যাবে সতেরো শতকের শেষ তৃতীয় ভাগে এবং আঠারো শতকের প্রথম ভাগে ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক-ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত লেখায়। ক্রেডিটের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব, মহার্ঘ্য ধাতুর একাধিপত্যের অবসান, কাগজের দ্বারা তার প্রতিস্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কেও আমরা দেখতে পাই বিপুল বিভ্রম। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এবং ব্যাংক অব স্কটল্যাণ্ড-এর প্রতিষ্ঠাতা স্কটসম্যান প্যাটারসন তো সব হিসাবেই 'Law the First'.

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড এর বিরুদ্ধে "সমস্ত স্বর্ণকার এবং বন্ধকের কারবারি তুলেছিলেন

* টমাস ম্যানলি বইটির লেখক ছিলেন না। এটা বেনামে প্রকাশিত হয়েছিল লণ্ডনে, ১৬৬৮ সালে।

এক ক্রুদ্ধ হুংকার।" (Macaulay, *History of England*, IV, P. 499)। "প্রথম দশ বছর ব্যাংকটিকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল অনেক কষ্ট সহকারে ; বিরাট বিরাট বৈদেশিক বিবাদ-বিসংবাদ ; তার নোটগুলিকে গ্রহণ করা হত কেবল সেগুলির নাম-মূল্যের ঢের নিচুতে…স্বর্ণকারেরা (যাদের হাতে মহার্ঘ্য ধাতু নিয়ে ব্যবসা কাজ করত এক আদিম ব্যাংক-ব্যবসার ভিত্তি হিসাবে) এই ব্যাংক সম্পর্কে ছিল ঈর্ষাপরায়ণ কেন না তাদের ব্যবসা কমে গিয়েছিল, ডিসকাউন্ট নেমে গিয়েছিল, সরকারের সঙ্গে তাদের কারবার চলে গিয়েছিল বিরোধীদের হাতে।" (J. Francis, l. c. P. 73)।

এমনকি ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর প্রতিষ্ঠার আগেই ১৬৮৩ সালে একটি জাতীয় ক্রেডিট ব্যাংক (National Bank of Credit) স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য হিসাবে, অন্যান্যের মধ্যে ছিল যে, "ব্যবসায়ীদের হাতে যখন থাকে প্রভূত পরিমাণ দ্রব্যাদি তখন সেগুলিকে লোকসানে বেচে না দিয়ে; তারা এই ব্যাংকের সাহায্যে পারে—তাদের নিজেদের অক্রিয় সংভার (ডেড স্টক) এর উপরে একটি ক্রেডিট সংগ্রহ করে—তাদের কর্মী নিযুক্ত করতে এবং তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করতে, যে পর্যন্ত না তার পায় একটা ভাল বাজারে। (J. Francis, l c. PP. 39-40)। অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পরে এই 'ব্যাংক অব ক্রেডিট' স্থাপিত হল বিশপ গেট স্ট্রিটে 'ডেভন শায়ার হাউজ'-এ। এই ব্যাংক বণিক ও শিল্পপতিদের ধার দিত তাদের জমা-দেওয়া জিনিসের জমানতের ভিত্তিতে তার মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ অবধি বিল অব এক্সচেঞ্জের আকারে।' এই বিলগুলি যাতে সঞ্চলনক্ষম হয়, সেই জন্য ব্যবসার প্রত্যেক শাখায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে একটি সমিতি হিসাবে সংগঠিত করা হত, যেখান থেকে এই ধরনের বিলের প্রত্যেক অধিকারী একই রকম সহজ ভাবে মাল সংগ্রহে সক্ষম হবে যেমন তারা হত নগদ টাকা দিলে। এই ব্যাংকের ব্যবসা খুব বিকাশ লাভ করল না। এর কর্ম প্রণালী ছিল অতিরিক্ত জটিল, এবং, পণ্যমূল্যে অবচয়ের সময়ে, ঝুঁকি বড় বিরাট।

যদি আমরা সেই নথিপত্রগুলির সত্যিকারের তথ্যবস্তুর উপরে নির্ভর করি, যেগুলি ইংল্যাণ্ডে আধুনিক ক্রেডিট ব্যবস্থার সঙ্গে যায় এবং তত্ত্বগত ভাবে তার গঠন ও বিকাশে সাহায্য করে। তা হলে আমরা সেগুলির মধ্যে আর কিছুই পাবনা কেবল—অন্যতম শর্ত হিসাবে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির কাছে সুদ-দায়ী মূলধন এবং সাধারণ ভাবে উৎপাদনের ধার-যোগ্য উপায় সমূহের বশ্যতা আদায়ের ছবি ছাড়া। অন্য দিকে, আমরা যদি আঁকড়ে থাকি কেবল কথাগুলিকে আমরা প্রায়শই বিস্মিত হব ব্যাংকিং ও ক্রেডিট সম্পর্কে সেণ্ট সাইমন-এর অনুগামীদের, বিভ্রমগুলির সঙ্গে সেগুলির—এমনকি প্রকাশভঙ্গিরও—সাদৃশ্য দেখে।

ঠিক যেমন ফিজিওক্র্যাটদের লেখায় '*Cultivateur*' (কালটিভেটিয়ের) কথাটি জমির সত্যিকারের চাষীকে বোঝায় না, বোঝায় বৃহৎ কৃষককে, ঠিক তেমনি সেণ্ট সাইমনের, এবং তাঁর ধারা বয়ে তাঁর অনুগামীদের, '*Travailleur*' কথাটি বোঝায় না শ্রমিককে বোঝায় শিল্প ও বাণিজ্যিক বণিককে। "*Un trauailleur a besoin d'aides, de seconds, d' ou vriers ; il les cherche intelligents, habiles, devoues, il les*

met a l'oeuvre, et leurs travaux sont productifs" ([Enfantin] * seint-simonienne. Economie politique et politique, paris, 1831, p. 104)

বস্তুত : মনে রাখতে হবে যে কেবল তাঁর শেষ বইয়ে, *Le Nouweau Christian isme*-এ, সেণ্ট সাইমন সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে বলেন, এবং ঘোষণা করেন যে তাদের মুক্তি সাধনই হচ্ছে তাঁর চেষ্টার লক্ষ্য। তাঁর আগেকার সমস্ত লেখাই, বস্তুতঃ পক্ষে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিতুলনায় আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের কিংবা নেপোলিয়নের যুগের অন্দর-রক্ষী রাজপুরুষ ('মার্শাল') ও আদালতের 'আইন ম্যানুফ্যাকচারকারীদের প্রতিতুলনায় শিল্পপতি ও ব্যাংক ব্যবসায়ীদের প্রশস্তি মাত্র। ওয়েন-এর সমসাময়িক লেখাগুলির সঙ্গে কী পার্থক্য !¹ সেণ্ট সাইমনের অনুগামীদের কাছে, শিল্প-ধনিক অনুপরূপ ভাবে থেকে যায় *Travailleur par excellence*, উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি থেকে যেটা স্পষ্ট। তাঁদের লেখাগুলি বিচারসহ পাঠ করলে, একজন বিস্মিত হবেন না যে, তাঁদের ক্রেডিট এবং ব্যাংকের কল্প কথাগুলি রূপ ধারণ করেছিল সেণ্ট সাইমনের প্রাক্তন অনুগামী এমিল পেরোরে-র প্রতিষ্ঠিত *credit mobilier*-এর মধ্যে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, একমাত্র ফ্রান্সের মত দেশেই তা হতে পারে আধিপত্যশীল, যেখানে ক্রেডিট ব্যবস্থা বা বৃহদায়তন উৎপাদন—কোনোটাই আধুনিক মানে বিকাশ লাভ

* "একজন *Travailleur*-এর (শ্রমকারীর) চাই কর্মী, সহায়ক, শ্রমিক ; তিনি সন্ধানে থাকেন তাদের জন্য, যারা বুদ্ধিমান, সক্ষম ও নিষ্ঠাবান ; তিনি তাদের কাজে লাগান, এবং তাদের শ্রম উৎপাদনশীল।" (*Religion saint-simonienne, Economie politique*, et Politique, Paris, 1831, p. 104)

১. যদি মার্কস তাঁর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আবার বসতে পারতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই এই অনুচ্ছেদটির বেশ কিছু অদল-বদল করতেন। এটার অনুপ্রেরণা এসেছিল ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে সেণ্ট সাইমনের প্রাক্তন অনুগামীদের ভূমিকা থেকে, যেখানে মার্কস যখন উপরের অনুচ্ছেদটি লিখছিলেন, তখন এই গোষ্ঠীর বিশ্ব-ত্রাণকারী ক্রেডিট-কল্পনাগুলি রূপায়িত হচ্ছিল অভূতপূর্ব আয়তনে এক প্রতারণার মাধ্যমে। পরবর্তী কালে মার্কস কেবল সপ্রশংস ভাবে সেণ্ট সাইমনের মনীষা ও বিশ্বব্যাপ্ত মনের কথা বলেন। যখন তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলিতে সেণ্ট সাইমন বুর্জোয়া শ্রেণী এবং প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর মধ্যেকার বৈপরীত্যকে—যা ফ্রান্সে তখন কেবল আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে—তাকে উপেক্ষা করেছিলেন, যখন তিনি *Travailleur*-দের মধ্যে ধরেছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর সেই অংশকে যে অংশটি উৎপাদনে সক্রিয় ছিল ; এটা ফুরিয়ার-এর মূলধন এবং শ্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টার ধারণাটি অনুরূপ এবং ব্যাখ্যা করা যায় ফ্রান্সের তৎকালীন অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাহায্যে। ওয়েন যে এই ব্যাপারে অধিকতর দূরদর্শী ছিলেন, এই ঘটনার কারণ ভিন্নতর পরিবেশে তাঁর অবস্থান, কেননা তিনি ছিলেন শিল্প বিপ্লব এবং ক্রম বর্ধমান তীক্ষ্নতাপ্রাপ্ত শ্রেণী-বৈরিতার যুগে। —এঙ্গেলস।

করেনি। ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় এটা সম্ভব ছিলনা। *Credit mobilier*-এর ভ্রূণ ইতি-পূর্বেই বিধৃত ছিল *Doctrine be Saint-Simon. Exposition. Premiere annee,* 1828-29, *3me* edition. Paris, 1831-এর নিম্নোধৃত অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে। এটা বোধগম্য যে ব্যাংকাররা ধনিক এবং ব্যক্তিগত কুসীদজীবীদের চেয়ে ঢের বেশি সস্তায় টাকা ধার দিতে পারে। সুতরাং এই ব্যাংকাররা "ভূসম্পত্তির মালিক এবং ধনিকদের চেয়ে—যারা তাদের ধার-গ্রহীতাদের বাছ বিচারে বেশি সহজে ভুল করতে পারে—তাদের চেয়ে, ঢের বেশি সস্তায়, অর্থাৎ নিম্নতর সুদে, শিল্পপতিদের সরঞ্জাম সরবরাহ করতে সক্ষম।" (পৃঃ ২০২)। কিন্তু লেখকেরা নিজেরাই একটি পাদটীকা জুড়ে দেন: "অলস ধনী এবং *travailleur*-দের মধ্যে ব্যাংকারদের মধ্যস্থতার ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তা প্রায়ই সমান, এমনকি নাকচ, হয়ে যায় আমাদের এই বিশৃংখল সমাজ অহংবোধে যেসব সুযোগ যোগায় তার ফলে—যে-অহংবোধ আত্মপ্রকাশ করতে পারে জালিয়াতি ও চালিয়াতির হরেক রকম রূপে। ব্যাংকাররা প্রায়ই তাদের পথ করে নেয় *travailleur*. এবং অলস ধনীদের মধ্যে—সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে উভয়কেই শোষণ করার উদ্দেশ্যে।" *Travailleur*-এর মানে এখানে *capitaliste industriel*। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে যেসব উপায় থাকে, সেগুলিকে কেবল অলস লোকদেরই উপায় বলে গণ্য করলে ভুল হবে। প্রথমতঃ এটা মূলধনের সেই অংশ, যে অংশটা শিল্পপতি ও বণিকেরা সাময়িক ভাবে ধরে রাখে অলস অর্থের রূপে—যাকে বিনিয়োগ করতে হবে অর্থ-রিজার্ভ কিংবা মূলধন হিসাবে। অতএব, এটা অলস মূলধন বটে, কিন্তু অলসদের মূলধন নয়। দ্বিতীয়তঃ, এটা সাধারণ ভাবে সমস্ত আয় ও সঞ্চয়ের সেই অংশ, যে-অংশটি অস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে সঞ্চয়ীকৃত হয়। দুটিই ব্যাংক ব্যবস্থার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

কিন্তু এটা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, প্রথমতঃ, মহার্ঘ্য ধাতুর আকারে অর্থই থাকে সেই ভিত্তি, যা থেকে ক্রেডিট ব্যবস্থা, তার প্রকৃতিগত কারণেই কখনো পারে না নিজেকে বিশ্লিষ্ট করতে। দ্বিতীয়তঃ ক্রেডিট-ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনের সামাজিক উপায় সমূহের উপরে ব্যক্তি-বিশেষদের একচেটিয়া অধিকার (মূলধন এবং ভূমিগত সম্পত্তির আকারে)। এবং তা নিজেই হয়ে উঠেছে, একদিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির একটি অন্তর্নিহিত রূপ এবং অন্য দিকে, তার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ রূপে তার বিকাশের একটি চালিকা শক্তি।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা, তার আনুষ্ঠানিক সংগঠন ও কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে, হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা উদ্ভাবিত সবচেয়ে কৃত্রিম ও সবচেয়ে বিকশিত ব্যবস্থা, যে ঘটনা ১৬৯৭ সালেই *'Some Thoughts of the Interest of England'*-এ প্রকাশ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বাণিজ্য ও শিল্পের উপরে ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড-এর মত একটি প্রতিষ্ঠানের এত বিপুল ক্ষমতার কারণ, যদি তাদের বাস্তব গতিবিধি থাকে সম্পূর্ণ তার এখ্‌তিয়ারের বাইরে এবং তা তাদের প্রতি থাকে নিষ্ক্রিয়। ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবিকই ধারণ করে সার্বজনিকহিসাব-সংরক্ষণ ও সামাজিক আয়তনে উৎপাদনের উপায়-

সমূহের বণ্টনের রূপ, কিন্তু একমাত্র রূপটিই। আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তিগত ধনিকের গড় মুনাফা প্রত্যেকটি মূলধনের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। পরন্তু নির্ধারিত হয় মোট মূলধনের দ্বারা আত্মীকৃত মোট উদ্বৃত্ত-শ্রমের পরিমাণের দ্বারা, যা থেকে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত মূলধন পায় তার লভ্যাংশ—মোট মূলধনের একাংশ আনুপাতিক হিসাবে। মূলধনের এই সামাজিক চরিত্র প্রথম পরিপুষ্ট হয় এবং সমগ্রভাবে উপলব্ধ হয় ক্রেডিট ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে। সমাজের সমস্ত প্রাপ্তব্য ও এমনকি সম্ভাব্য মূলধনকে, যা এখনো নিয়োজিত হয়নি তাকে, তুলে দেয় শিল্প ও বাণিজ্যিক ধনিকদের হাতে, যাতে করে এই মূলধনের ধার দাতারা বা ব্যবহারকামীরা কেউই এর আসল মালিক বা উৎপাদক নয়। এই ভাবে তা মূলধনের ব্যক্তিগত চরিত্রের অবসান ঘটায় এবং নিজের মধ্যে, কেবল নিজের মধ্যেই, ধারণ করে স্বয়ং মূলধনেরই অবসান। ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, একটি বিশেষ ব্যবসা হিসাবে, একটি সামাজিক ক্রিয়া হিসাবে, মূলধনের বিলি-বণ্টনকে নিয়ে নেওয়া হয় ব্যক্তিগত ধনিক এবং কুসীদজীবীদের হাতের বাইরে। কিন্তু একই সময়ে। ব্যাংকিং ও ক্রেডিট পরিণত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকে তার নিজের সীমার বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়ে এবং সংকট ও প্রতারণার সবচেয়ে কার্যকর বাহনগুলির মধ্যে একটিতে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অর্থের পরিবর্তে সঞ্চলনশীল ক্রেডিটের বিবিধ রূপকে স্থাপন ক'রে আরো দেখায় যে, অর্থ বাস্তবে শ্রম ও তার উৎপন্ন দ্রব্যাদির সামাজিক চরিত্রের একটি প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, যা অবশ্য ব্যক্তিগত উৎপাদনের ভিত্তির বিপরীত হিসাবে, অবশ্যই সর্বদা শেষ বিশ্লেষণে দেখা দেবে অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি একটি জিনিস, একটি বিশেষ পণ্য হিসাবে।

সর্বশেষে, কোনো সন্দেহ নেই যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে সম্মিলিত শ্রমের উৎপাদন-পদ্ধতিতে অতিক্রমনের সময়ে ক্রেডিট ব্যবস্থা কাজ করবে একটি প্রবল প্রেক্ষক হিসাবে; কিন্তু স্বয়ং উৎপাদন-পদ্ধতিটিরই অন্যান্য বৃহৎ দেহবৃত্তগত বিপ্লবের সঙ্গে সংযোগে কেবল একটিমাত্র উপাদান হিসাবে। অন্যদিকে ক্রেডিটের ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার অলৌকিক ক্ষমতা সংক্রান্ত বিভ্রমগুলি, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে, উদ্ভূত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার একটি রূপ হিসাবে ক্রেডিট-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয়ের সম্পূর্ণ অভাব থেকে। যে মুহূর্তে উৎপাদনের উপায়সমূহ মূলধনে রূপান্তরিত হওয়া থেকে বিরত হয় (যার মধ্যে পড়ে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানও), সেই মুহূর্ত থেকে নিজরূপে ক্রেডিটের আর কোনো মানে থাকে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এমনকি সেণ্ট সাইমনের অনুগামীরাও এটা বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য দিকে, যত কাল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি চালু থাকে ততকাল সুদ-দায়ী মূলধনও, তার বিবিধ রূপের একটি রূপ হিসাবে, চালু থাকে এবং বস্তুত গঠন করে তার ক্রেডিট-ব্যবস্থার ভিত্তি। কেবল সেই আলোড়ন-সৃষ্টিকারী লেখক প্রুধোঁ, যিনি চেয়েছিলেন পণ্য-উৎপাদন অব্যাহত রাখতে এবং অর্থের অবসান ঘটাতে[১]

১. কার্লমার্কস, *Misere de la Philosphie*. Bruxelles et Paris, 1847.
কার্লমার্কস, *Zu*[r] *kritikder politischen Oekonomie*. S. 64.

তিনিই সক্ষম ছিলেন দানবীয় '*credit gratuit*'-এর, পেটি-বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মনোগত সদিচ্ছার বাহ্যিক রূপায়ণের, স্বপ্ন দেখতে।

Religion saint-simonsenne, Economic politquet politqiue-এ ৪৫ পৃষ্ঠায় আমরা পড়ি : "যে সমাজে কিছু লোকের আছে শ্রমের উপকরণসমূহের মালিকানা কিন্তু সেগুলিকে নিয়োগ করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা নেই ; এবং যেখানে অন্য পরিশ্রমী লোকজনের নেই কোনো শ্রমের উপকরণ, সেখানে ক্রেডিট কাজ করে এই উপকরণগুলিকে যথাসম্ভব সহজতম ভঙ্গিতে তাদের হাতে স্থানান্তরিত করতে, যারা জানে কিভাবে তাদের ব্যবহার করতে হয়। লক্ষ্য করুন যে, এই সংজ্ঞাটি ক্রেডিটকে গণ্য করে সেই প্রক্রিয়াটির ফল বলে, যাতে করে **সম্পত্তি** গঠিত হয়।" অতএব, সম্পত্তির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেডিটের অন্তর্ধান ঘটে। ৯৮ পৃষ্ঠায় আমরা আরো পড়ি যে, বর্তমান ব্যাংকগুলি তাদের এখ্‌তিয়ারের বাইরে অনুষ্ঠিত লেনদেনগুলির দ্বারা আরব্ধ গতিক্রিয়া অনুসরণ করাকে তাদের কাজ বলে বিবেচনা বিবেচনা করে, কিন্তু এই গতিক্রিয়ায় প্রেরণা-সঞ্চার করাকে তাদের নিজেদের কাজ বলে করে না ; অন্য ভাবে বলা যায়, "যাদের তারা টাকা ধার দেয়, সেই *travailleur*-দের প্রতি ব্যাংকগুলি সম্পাদন করে ধনিকের ভূমিকা। এই যে ধারণা যে, ব্যাংকগুলির নিজেদেরই উচিত পরিচালন-ভার অধিগ্রহণ করা এবং "তাদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং পরিপোষিত সংস্থাগুলির সংখ্যা ও উপযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের বিশিষ্ট করে তোলা।"—এই ধারণাটির মধ্যেই বিধৃত আছে *credit mobilier*-এর ভ্রূণসত্তা। একই ভাবে চার্লস পিকিউয়ার দাবি করেন যে, ব্যাংকগুলির (যেগুলিকে সেণ্ট সাইমনের অনুগামীরা বলেন *Systeme generl des banques*) "উচিত উৎপাদনকে শাসন করা।" পেকিউয়ার মূলত : সেণ্ট সাইমনের অনুগামী তবে অনেক বেশি পরিবর্তনবাদী। তিনি চান, "ক্রেডিট-ব্যবস্থা…জাতীয় উৎপাদনের সমগ্র গতিকে নিয়ন্ত্রণ করুক।"—একটা জাতীয় ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে চেষ্টা করুন, যেটা প্রয়োজনীয় অর্থ অগ্রিম দেবে প্রতিভা ও যোগ্যতা সম্পন্ন অভাবগ্রস্ত লোকদের, কিন্তু উৎপাদনে ও পরিভোগে ঘনিষ্ঠ সংহতির মাধ্যমে এই ধার-গ্রহীতাদের জোর করে বাঁধবে না, বরং উল্‌টো, তাদের সক্ষম করবে তাদের নিজেদের বিনিময় ও উৎপাদনকে নিমন্ত্রণ করতে। এই ভাবে আপনি কেবল সেটাই সম্পন্ন করবেন যেটা প্রাইভেট ব্যাংকগুলি এখনি করে থাকে, অর্থাৎ নৈরাজ্য, উৎপাদন এবং পরিভোগের মধ্যে অসামঞ্জস্য, একজনের আকস্মিক সর্বনাশ এবং আরেক জনের আকস্মিক সমৃদ্ধি, যাতে করে আপনার প্রতিষ্ঠানটি কখনো এক জনের জন্য কিছু পরিমাণ সুবিধা এবং তদনুপাতে আরেক জনের জন্য সমপরিমাণ দুর্ভাগ্য উৎপাদন করা ছাড়া বেশি দূর যেতে পারবে না। …এবং আপনি কেবল আপনার সাহায্যপ্রাপ্ত মজুরি-শ্রমিকদের যোগাতে পারবেন সেই পরিমাণ সঙ্গতি যা দিয়ে তারা পারবে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে, যেমন তাদের ধনিক প্রভুরা এখন করে।" (Ch. Pecquer, *Theorie Nouvele d' Economie Social et Politique*, Paris 1842, P 434.)

আমরা দেখেছি, বনিকদের মূলধন এবং সুদ-দায়ী মূলধন হচ্ছে মূলধনের প্রাচীনতম রূপ। কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে, সুদ-দায়ী মূলধনই জনগণের ধারণায় ধারণ করে মূলধনের

সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। বণিকের মূলধন দেখা দেয় মধ্যস্থের কাজ—তাকে প্রতারণা, পরিশ্রম বা অন্য যা কিছু বলেই গণ্য করা হোক না কেন, কিছু এসে যায় না। কিন্তু সুদদায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে মূলধনের আত্ম-পুনরুৎপাদনকারী চরিত্র, স্বয়ং-সম্প্রসারণশীল মূল্য, উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন, প্রতিভাত হয় কেবল একটি গূঢ় রহস্যময় গুণ হিসাবে। এটা এই ঘটনার ব্যাখ্যা করে যে, এমনকি কিছু রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক পর্যন্ত, বিশেষ করে সেই সব দেশে যেখানে শিল্পমূলধন এখনো পূর্ণ বিকশিত নয়, যেমন ফ্রান্স, আঁকড়ে থাকে সুদ-দায়ী মূলধনকে মূলধনের মৌল রূপ হিসাবে, এবং ভূমি-খাজনাকে গণ্য করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তারই একটা পরিবর্তিত রূপ বলে, কেননা ধারের রূপটি এখানেও আধিপত্য করে। এই ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ সংগঠনটিকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হয়, এবং এই ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় যে, মূলধনের মত জমিকেও ধার দেওয়া হয় কেবল ধনিকদের কাছেই। অবশ্য, মেশিন ও কারখানার অফিসের মত জিনিসের আকারে উৎপাদনের উপায়-সমূহকেও ধার দেওয়া যায় টাকার বদলে। কিন্তু তখন তারা প্রতিনিধিত্ব করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের, এবং এই যে ঘটনা যে, সুদ ছাড়াও একটি অংশ দেওয়া হয় ক্ষয়ক্ষতি বাবদে, তার কারণ হল তাদের ব্যবহার মূল্য, অর্থাৎ মূলধনের এই উপাদানগুলির নির্দিষ্ট রূপ। এখানে চূড়ান্ত বিষয়টি আবার হচ্ছে যে, সেগুলি প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের ধার দেওয়া হচ্ছে যার মানে হচ্ছে যে সেখানে তখনো ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেনি,—অন্ততঃ যেখানে এটা ঘটে। নাকি সেগুলি ধার দেওয়া হচ্ছে শিল্প-ধনিকদের —ঠিক যেটাই এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির উপরে ভিত্তিশীল বলে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বাড়ি ইত্যাদি ধার দেওয়ার ব্যাপারটিকে এই আলোচনার মধ্যে টেনে আনা এখনো অবান্তর ও অনর্থক। শ্রমিক শ্রেণীও যে এইভাবে প্রতারিত হয়, এবং প্রতারিত হয় বিপুল মাত্রায়, সেটা স্বতঃস্পষ্ট; কিন্তু এটাও করে খুচরো ব্যাপারী, যে শ্রমিকের কাছে বিক্রি করে তার জীবনধারনের উপায়-উপকরণ। এটা হচ্ছে গৌণ শোষণ যেটা চলে খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শোষণের পাশাপাশি। এক্ষেত্রে বিক্রি করা ধার দেওয়ার মধ্যে পার্থক্যটা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন এবং নিছক আনুষ্ঠানিক, এবং যা আগেই বলা হয়েছে,* সেটা কারো কাছে জরুরি বলে মনে হতে পারে না, যদি না তিনি সমস্যাটির প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত না হন।

বাণিজ্যের মত, কুসীদবৃত্তিও কাজে লাগায় একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতিকে। এটা তাকে সৃষ্টি করেনা, কিন্তু ব্যাহৃত তার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুসীদবৃত্তি চায় তাকে সরাসরি রক্ষা করতে, যাতে করে নিত্য নোতুন করে তাকে কাজে লাগানো যায়, এটা সংরক্ষণশীল এবং এই উৎপাদন-পদ্ধতিকে করে তোলে আরো শোচনীয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যত কম উৎপাদনের উপাদান পণ্য হিসাবে প্রবেশ করে এবং তা থেকে পণ্য, হিসাবে উদ্ভূত

* বর্তমান ইং সংস্করণ : পৃঃ ৩১৫-৫০

হয়, তত বেশি সেগুলির অর্থ থেকে উৎপত্তি প্রতিভাত হয় একটি আলাদা ক্রিয়া হিসাবে। সামাজিক পুনরুৎপাদনে সঞ্চলনের ভূমিকা যত তুচ্ছ হয়, কুসীদবৃত্তির তত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

অর্থ-ধন যে বিকাশ লাভ করে ধনের একটি বিশেষ রূপ হিসাবে, কুসীদজীবীর মূলধন হিসাবে তার মানে দাঁড়ায় যে তা সমস্ত দাবিসমূহকে ধারণ করে অর্থ দাবি হিসেবে। তা তত বেশি করে একটি বিশেষ দেশে বিকাশ লাভ করে, যত বেশি উৎপাদনের প্রধান রূপটি স্বাভাবিক সেবাসমূহ, অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্যসমূহে নিবদ্ধ থাকে।

শিল্প-মূলধনের পূর্ব-শর্তগুলির বিকাশ সাধনে কুসীদবৃত্তি একটি শক্তিশালী প্রেষক, যেহেতু তা পূরণ করে এই দ্বৈত ভূমিকা, প্রথমতঃ, বণিকের ধনের পাশাপাশি তা গড়ে তোলে একটি স্বতন্ত্র অর্থধন, এবং দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের অবস্থাবলীকে আত্মসাৎ করে, অর্থাৎ শ্রমের পুরনো অবস্থাগুলিকে ধ্বংস করে।

মধ্যযুগে সুদ

"মধ্যযুগে জনসংখ্যা ছিল বিশুদ্ধ ভাবে কৃষিজীবী। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মত একটি সরকারের অধীনে বাণিজ্য হতে পারে সামান্যই, এবং তাই মুনাফাও হতে পারে সামান্যই। সুতরাং মধ্যযুগে কুসীদবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনগুলি ছিল যুক্তিসিদ্ধ। তা ছাড়া, একটি কৃষিভিত্তিক দেশে একজন ব্যক্তি কদাচিৎ অর্থ ধার করতে চায় যদি সে দারিদ্র্যে বা দুর্দশায় না পড়ে।…অষ্টম হেনরির রাজত্ব-কালে সুদ সীমিত ছিল ১০ শতাংশে। প্রথম জেম্‌স্ তাকে হ্রাস করলেন ৮ শতাংশে।…দ্বিতীয় চার্লস হ্রাস করলেন ৬ শতাংশে; রানি অ্যান-এর রাজত্বকালে, তাকে হ্রাস করা হল ৫ শতাংশে।…তখনকার কালে ধারদাতাদের …আইনগত একচেটিয়া কারবার না থাকলেও, কার্যতঃ ছিল সত্যিকারের একচেটিয়া কারবার, এবং সেই কারণে, প্রয়োজন দেখা দিল অন্যান্য কারবারিদের মত তাদের উপরেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার। আমাদের কালে মুনাফার হারই সুদের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে কালে সুদের হারই নিয়ন্ত্রণ করত মুনাফার হারকে। যদি ধারদাতা বণিকের কাছে দাবি করত সুদের উঁচু হার, তা হলে বণিকও নিশ্চয়ই তার জিনিসের উপরে দাবি করেছিল মুনাফার উঁচু হার। অতএব, ধারদাতাদের পকেটে তুলে দেবার জন্য ক্রেতাদের পকেট থেকে তুলে নেওয়া হত বৃহৎ পরিমাণ অর্থ।" (Gilbart, *History and Principles of Banking*. PP. 163, 164, 165)

"আমাকে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক লিপজিগ মেলায় এখন বাৎসরিক নেওয়া হয় ১০ গাল্ডেন, * তার মানে প্রতি শতে ৩০; কেউ কেউ জুড়ে দেন ন্যুরেনবুর্গ মেলার কথা, যেখানে নেওয়া হয় প্রতি শতে ৪০; এটা সত্য কিনা, আমি জানি না। কী লজ্জা! কী দানবীয় পরিণতি হবে এর?…লিপজিগে এখন যারই আছে ১০০ ফ্লোরিন, সে-ই

* লেখকের মনে রয়েছে লিপজিগ মেলায় তিন দফায় পরিশোধ্য সুদ সহ ১০০ গাল্ডেন একটি লোনের কথা; এই মেলা অনুষ্ঠিত হত বছরে তিন বার, নব বর্ষ, ইস্টার এবং সেণ্ট মাইকেল দিবসে।—সম্পাদক।

বছরে নেয় ৪০, যার মানে বছরে একজন কৃষক বা বার্গারকে খেয়ে ফেলার সমান। যদি কারো থাকে ১,০০০ ফ্লোরিন, সে নেয় বছরে ৪০০, যার মানে বছরে একজন 'নাইট' বা ধনী 'নোব্‌ল্‌'-কে খেয়ে ফেলা। যদি কারো থাকে, ১০,০০০ ফ্লোরিন, সে নেয় বছরে ৪,০০০, যার মানে বছরে একজন করে ধনাঢ্য 'কাউন্ট'-কে খেয়ে ফেলা। যদি কারো থাকে ১,০০,০০০ সে বছরে নেয় ৪০,০০০০ যার মানে প্রতিবছর একজন করে বিত্তশালী 'প্রিন্স'-কে খেয়ে ফেলা। যদি কারো থাকে ১০,০০,০০০ ফ্লোরিন, সে নেয় বছরে ৪,০০,০০০, তার মানে প্রতিবছর খেয়ে ফেলে একজন করে পরাক্রান্ত রাজাকে। এবং সে কোনো ঝুঁকি নেয়না নিজের উপরে বা তার সামগ্রীর উপরে, সে আগুন পোহায় তার ফায়ার-প্লেস'-এর পাশে এবং গরম করে আপেল ; এই ভাবে একজন হীন দস্যু বসে থাকে তার বাড়িতে এবং দশ বছরে খেয়ে ফেলে একটা গোটা জগৎ।" (উধৃতিঃ *Bucher vom Kaufh and el, und Wucher vom Jahre* 1524, Luther's *Werke* Wittenberg, 1589, Teil 6. S. 312)।

"পনেরো বছর আগে আমি কুসীদবৃত্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলাম, যখন তা ছড়িয়ে পড়েছিল এমন আতংকজনক ভাবে যে কোনো উন্নতি সামান্যই আশা করা যেত। তখন থেকে তা এমন উদ্ধত হয়ে উঠেছে যে, তা এমন ভাব দেখায় যেন তাকে আর পাপ অধর্ম বা লজ্জা হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, পরন্তু প্রশংসা অর্জন করে বিশুদ্ধ পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় বলে, যেন তা জনগণের জন্য সাধন করছে এক বিরাট অনুগ্রহ ও খ্রীষ্টীয় সেবাকার্য। যা এখন আমাদের পরিত্রাণ করবে, তা কি এই যে, লজ্জা পরিণত হয়েছে সম্মানে, এবং পাপ পরিণত হয়েছে পুণ্যে ? (মার্টিন লুথার, An die *Pfarherrn wider den Wucher zu predigen,* Wittenberg, 1540)।

"ইহুদীরা, লম্বার্ডীরা, কুসীদজীবীরা এবং জুলুমবাজ আদায়কারীরা ছিল আমাদের প্রথম ব্যাংকার, আমাদের আদিম টাকার ব্যাপারী, যাদের চরিত্র ছিল প্রায় কলংকজনক। · তাদের সঙ্গে যোগ দিল লণ্ডনের স্বর্ণকারেরা। গোষ্ঠী হিসাবে···আমাদের আদিম ব্যাংকাররা ছিল খুবই দুর্জন ; তারা ছিল থাবাওয়ালা কুসীদজীবী ··লোহার হৃদয়-ওয়ালা কেড়ে-নেওয়ার দল।" (ডি হার্ডক্যাসল, *Banks and Bankers,* দ্বিসং, লণ্ডন, ১৮৪৩, পৃঃ ১৯,২০)।

"ভেনিস যে দৃষ্টান্ত দেখালো (ব্যাংক স্থাপনের), অচিরেই তার অনুকরণ শুরু হয়ে গেল , সাগর-কূলের সমস্ত শহর, এবং সাধারণ ভাবে, এমন সব শহর, যারা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বাণিজ্যের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তারাই স্থাপন করল নিজ নিজ প্রথম ব্যাংক। তাদের জাহাজগুলির ফেরৎ যাত্রা, যা প্রায়ই হত দীর্ঘকালস্থায়ী, তার ফলে দেখা দিল ক্রেডিটের ভিত্তিতে ধারের প্রথা। এটা আরো বৃদ্ধি পেল ; হল আমেরিকা আবিষ্কার এবং সেই মহাদেশের সঙ্গে আরব্ধ বাণিজ্যের মাধ্যমে।" (এটাই হল প্রধান পয়েন্ট)। জাহাজ ভাড়া করার জন্য আবশ্যক হত বিরাট পরিমাণ অর্থ—যে প্রথাটি

অনেক আগেই প্রচলিত ছিল প্রাচীন এথেন্স এবং রোমে। (M. Augier L. c. pp. 202, 203)

জমিদারদের, এবং এই ভাবে সাধারণ ভাবে প্রমোদ-বিলাসী বিত্তবানদের, ধার দেওয়া কি মাত্রায় সপ্তদশ শতকের তৃতীয় পাদে এমনকি ইংল্যাণ্ডেও প্রচলিত ছিল, আধুনিক ক্রেডিটের বিকাশ ঘটার আগে, তা দেখা যেতে পারে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, স্যর ডাডলি নর্থ-এর রচনাবলীতে। তিনি কেবল প্রথম ইংরেজ বনিকদের মধ্যে একজন ছিলেন না, সে যুগের সর্বপেক্ষা বিশিষ্ট তত্ত্বগত অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও ছিলেন অন্যতম : "এই দেশে যে অর্থ সুদে খাটানো হয়, তার প্রায় এক দশমাংশও ব্যবসায়ীদের ব্যবসা চালাবার জন্য প্রাপ্তব্য নয় ; কিন্তু সবচেয়ে বেশির ভাগটাই ধার দেওয়া হয় বিলাস দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য এবং সেই সব ব্যক্তিদের ব্যয় পোষণেয় জন্য যারা যদিও জমিদার তবু তাদের জমি যা এনে দেয় তার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি তা খরচ করে ফেলে ; এবং বিক্রি করে দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, বরং ভূ-সম্পত্তি 'মর্গেজ' দেয়।" (*Diseourses upon Trade,* London, 1691, pp. 6—7)

অষ্টাদশ শতাব্দিতে পোল্যাণ্ড : "ওয়ারশ বিল-অব-এক্সচেঞ্জ দিয়ে চালাত এক রমরমা ব্যবসা, যার প্রধান ভিত্তি এবং লক্ষ্য অবশ্য ছিল তার ব্যাংকারদের কুসীদবৃত্তি। অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে—যে অর্থ তারা অমিতব্যয়ী ব্যক্তিদের ধার দিত ৮ শতাংশ বা তার ও বেশি সুদে—তারা বিদেশে খোঁজ করত এবং পেয়ে যেত 'ওপেন এক্সচেঞ্জ ক্রেডিট অর্থাৎ এমন ক্রেডিট যার ভিত্তি হিসাবে ছিলনা কোনো পণ্য বাণিজ্য কিন্তু যত দিন এই কলা কৌশল থেকে প্রতিদান আসতে বাধা পড়তনা, তত দিন বিদেশী প্রাপকের তা গ্রহণ করতে থাকত না যাই হোক এজন্য তাদের দিতে হল ব্যাপার এবং ওয়ারশ'র অন্যান্য উচ্চসম্মানিত ব্যাংকারদের মত ব্যক্তিদের দেউলিয়াপনার মাধ্যমে।" (J. G. Busch, *Theoretisch-Praktische Darstellung der Handlung, etc.* 3d. ed. Hamburg, 1808, Vol. II. PP. 232, 233.)

সুদ নিষিদ্ধকরণ থেকে চার্চ-এর সুবিধাসমূহ

"সুদ নেওয়াকে চার্চ নিষিদ্ধ করা দিয়েছে। কিন্তু দুর্দশায় পড়ে ত্রাণ পাবার জন্য সম্পত্তি বেচে দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য মহাজনের হাতে সম্পত্তি হস্তান্তরও নিষিদ্ধ হয়নি—যত কাল না দেনাদার তার ধার শোধ করে, সেই কালের জন্য ; ইতিমধ্যে মহাজন তার অর্থ-ভোগ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার হিসাবে ভোগ করে ঐ সম্পত্তির ভোগ স্বত্ব।...এই রেওয়াজ থেকে, বিশেষ করে ধর্মযুদ্ধ-গুলির (*crusades*) সময়ে চার্চ এবং তার সংশ্লিষ্ট কমিউনগুলি এবং *pia corpora* আওত্ত করেছিল প্রচুর মুনাফা। জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ এই ভাবে আনা হয়েছিল তথাকথিত "মৃত হস্তের" মুষ্টিতে, আরো বেশি এই জন্য যে এই ধরনের কুসীদবৃত্তি থেকে ইহুদীরা ছিল বঞ্চিত, কেননা হস্তান্তরিত সম্পত্তির এই ধরনের ভোগ-স্বত্ব ভোগের ব্যাপারটাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।...সুদের উপরে এই নিষেধাজ্ঞা না জারি করলে গীর্জা এবং মঠগুলির পক্ষে এত বিত্তশালী হওয়া সম্ভব হত না।

ষষ্ঠ বিভাগ

উদ্বৃত্ত-মুনাফার ভূমি-খাজনায় রূপান্তর

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

তার বিবিধ ঐতিহাসিক রূপে ভূমিগত সম্পত্তির বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের পরিধির বাইরে। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব, কেবল ততটাই, যতটা মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ জমিদারের ভাগে পড়ে। আমরা তা হলে, ধরে নিই যে, ঠিক ম্যানুফ্যাকচারের মতই কৃষিও হবেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির আধিপত্যের অধীন; অন্যভাবে বললে, কৃষি পরিচালিত হচ্ছে ধনিকদের দ্বারা, অন্যান্য ধনিকদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য মুখ্যতঃ সেই ধরনটিতে, যাতে করে তাদের মূলধন, এবং মূলধনের দ্বারা গতিযুক্ত মজুরি-শ্রম, নিয়োজিত হয়। আমাদের আলোচ্য কেবল এই যে, কৃষক তার গম ইত্যাদি উৎপাদন করে অনেকটা একই ধরনে, যে-ভাবে ম্যানুফ্যাকচারকারী উৎপাদন করে সুতো বা মেশিনপত্র। এই যে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি কৃষিকে ব্যাপ্ত করে ফেলেছে, তা নির্দেশ করে যে, তা শাসন চালায় উৎপাদন ও বুর্জোয়া সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের উপরে; যার মানে মূলধনসমূহের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা, একটি উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে মূলধনকে আরেকটি উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থানান্তরের সম্ভাব্যতা, গড় মুনাফার একটি অভিন্ন মান ইত্যাদির মত তার পূর্বশর্তগুলি হয়েছে পূর্ণ-পরিণত। ভূমি-সম্পত্তির যে-রূপটিকে আমরা এখানে বিবেচনা করব, সেটি ঐতিহাসিক ভাবে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ—হয়, সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থা আর নয়ত, জীবিকার উপায় হিসাবে ক্ষুদ্র-চাষী কৃষি ব্যবস্থা, যাতে জমি ও মাটির উপরে অধিকার হচ্ছে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর উৎপাদনের পূর্বশর্তগুলির মধ্যে একটি, এবং যাতে জমির, উপরে মালিকানা দেখা দেয় তার উৎপাদন-পদ্ধতির সমৃদ্ধির পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক শর্ত হিসাবে—এমন একটি ব্যবস্থার রূপান্তরিত রূপ, যে-রূপান্তরটি ঘটে মূলধন এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির প্রভাবের ফলে, ঠিক যেমন সাধারণ ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি হল শ্রমিকদের থেকে শ্রমের অবস্থাবলীর উচ্ছেদ-সাধন, ঠিক তেমনি কৃষিতে তার পূর্বশর্ত হল জমি থেকে গ্রামীন শ্রমিকদের উচ্ছেদ-সাধন এবং কোনো ধনিকের কাছে তাদের বশ্যতা স্থাপন, যে কৃষিকর্ম পরিচালনা করে তার মুনাফার স্বার্থে। অতএব, আমাদের বিশ্লেষণের ব্যাপারে, এই যে আপত্তি যে, অন্যান্য রূপের ভূমিগত সম্পত্তি বা কৃষিকর্মের অস্তিত্ব ছিল কিংবা এখনো আছে, এটা সম্পূর্ণ অবান্তর। এমন একটি আপত্তি প্রযোজ্য কেবল সেই সব অর্থনীতি-

বিদের বেলায়, যাঁরা কৃষিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তদনুযায়ী ভূমিগত সম্পত্তির রূপটিকে গণ্য করেন না ঐতিহাসিক বর্গ হিসাবে, এবং গণ্য করেন শাশ্বত বর্গ হিসাবে।

আমাদের উদ্দেশ্যের স্বার্থে, ভূমিগত সম্পত্তির আধুনিক রূপটির অনুশীলন করা উচিত, কেননা আমাদের কাজ হচ্ছে উৎপাদন ও অঙ্কলনের সেই বিশেষ রূপগুলি বিচার করা, যেগুলির উদ্ভব ঘটে কৃষিতে মূলধনের বিনিয়োগ থেকে। এ ছাড়া, আমাদের মূলধনের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং আমরা আমাদের একান্ত ভাবে নিবদ্ধ করি খোদ কৃষিতে, অর্থাৎ যে প্রধান কৃষি-শস্যটি জনসংখ্যার খাদ্য-সংস্থান করে তার উৎপাদনে, মূলধন বিনিয়োগের বিষয়টিতে। এই উদ্দেশ্যে, আমরা ব্যবহার করতে পারি গমকে, কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিক ভাবে বিকশিত দেশগুলিতে এটাই হচ্চে জীবন-ধারণের প্রধান উপায়। (কিংবা, কৃষির বদলে, আমরা ব্যবহার করতে পারি খনির কাজকে, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মগুলি অভিন্ন।)

অ্যাডাম স্মিথের অন্যতম বৃহৎ অবদান হচ্ছে এটা দেখানো যে, শন ও রঞ্জক, সামগ্রীর মত কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনে এবং স্বতন্ত্র "গবাদি পশু প্রজননে বিনিয়োজিত মূলধনের জন্যে ভূমি-খাজনা নির্ধারিত হয় জীবন-ধারণের প্রধান দ্রব্যটি উৎপাদনে বিনিয়োজিত মূলধন থেকে লব্ধ ভূমি-খাজনার দ্বারা।* বস্তুতঃ পক্ষে তারপর থেকে এ ব্যাপারে আর কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। কোনো সংকোচন তা সংযোজন এখনকার আলোচনার অন্তর্গত নয়, তা হবে ভূমিগত সম্পত্তির এমটি স্বতন্ত্র আলোচনার অন্তর্গত। অতএব, আমরা এখানে *ex professo* ভূমিগত সম্পত্তির কথা বলব না—যেখানে তা গম উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জমি সংক্রান্ত নয়—তবে কখনো তার উল্লেখ করব ব্যাপারটা বোঝাবার প্রয়োজনে।

সর্বাঙ্গীনতার স্বার্থে এটা বলা প্রয়োজন, যে, ভূমি কথাটির মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি জল ইত্যাদিও, যখন তা থাকে কারো ভূমির অংশ হিসাবে।

ভূমিগত একচেটিয়া মালিকানার ভিত্তি হল বাকি সকলকে বাদ দিয়ে, নিজেদের ব্যক্তিগত এষনার একান্ত ক্ষেত্র হিসাবে ভূমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ অংশের উপরে কয়েক জনের একচেটিয়া অধিকার।[১] এই কথা মনে রেখে, সমস্যাটা হচ্ছে মূল্য নির্ণয় করা, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে এই একচেটিয়া অধিকারকে উপলব্ধ করা। এই কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা ভূমণ্ডলের কয়েকটি বিশেষ অংশকে ব্যবহার বা অপব্যবহার করার

---

* স্মিথ : *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Aberdeen London, 1848, PP. 105-16

১. ব্যক্তিগত ভূমি-সম্পত্তি সম্পর্কে হেগেলের ব্যাখ্যার চেয়ে আর কিছুই বেশি হাস্যকর হতে পারে না। এই ব্যাখ্যা অনুসারে, মানুষ একক ব্যক্তি হিসাবে তার এষণাকেই অবশ্যই ঋদ্ধ করবে ব্যস্ততার সাহায্যে বাহ্য প্রকৃতির আত্মা হিসাবে, এবং তাকে করবে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই যদি হয় "একক ব্যক্তির" ভবিতব্য, তা হলে এটা অনুসরণ করে, যে একজন বাস্তব ব্যক্তি হবার জন্য প্রত্যেক মানুষকে হতে হবে একজন

আইনি ক্ষমতার সাহায্যে কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। এই ক্ষমতার ব্যবহার পুরোপুরি ভাবে নির্ভর করে অর্থ নৈতিক অবস্থাবলীর উপরে যা তাদের এষণা-নিরপেক্ষ। আইনি মতটা নিজে শুধু এটাই বোঝায় জমির মালিক জমি নিয়ে তাই করতে পারে, যা পারে প্রত্যেক পণ্য-মালিক তার পণ্য নিয়ে। এবং এই মত, অবাধ ব্যক্তিগত মালিকানার এই আইনি মত, প্রাচীন জগতে উদ্ভূত হয় কেবল সমাজের দৈহিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সঙ্গে এবং আধুনিক জগতে কেবল ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটার সঙ্গে। এটা

জমিদার। জমির অবাধ ব্যক্তিগত মালিকানা, একটি অতিসাম্প্রতিক সৃষ্টি, হেগেলের মতে, একটি সামাজিক সম্পর্ক নয়, পরন্তু একজন ব্যক্তি হিসাবে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, সব কিছুকে আত্মসাৎ করায় মানুষের চূড়ান্ত অধিকার (Hegel, *Philosophie des Rechts*, Berlin, 1840, S. 79)। অন্ততঃ এতটা পরিষ্কার : ব্যক্তি কেবলতার "এষণা" দিয়ে আরেক ব্যক্তির এষণার বিরুদ্ধে নিজেকে পোষণ করতে পারে না, যে একই ভাবে চায় একজন বাস্তব ব্যক্তি হতে ঐ একই জমির টুকরোর জোরে। নিশ্চয়ই কেবল সদেষণা ছাড়া আর আর কিছু আবশ্যক হয়। অধিকন্তু, এটা নির্ণয় করা চূড়ান্ত ভাবে অসম্ভব কোথায় ব্যক্তি তার এষণাকে উপলব্ধ করার সীমা টানবে—এর জন্য কি লাগবে গোটা একটা দেশ, নাকি কয়েকটা দেশের একটা গোটা গোষ্ঠী, যা আত্মসাৎ করে "জিনিসটির উপরে আমার আধিপত্যের অভিব্যক্তি ঘটবে।" এখানে হেগেল এক পুরো-পুরি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। "আত্মসাৎ করাটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত বিশেষ ধরনের . আমি আমার দেহ দিয়ে যতটা স্পর্শ করতে পারি, তার চেয়ে বেশি কিছুর দখল এই না : কিন্তু অন্য দিকে এটা পরিষ্কার যে বাহ্য জিনিসগুলি বেশি বিস্তৃত, আমি যতটা ধরতে পারি, তার চেয়ে। এই ভাবে, এই ধরনের একটি জিনিসের দখল নিয়ে, অন্য কিছু জিনিস তার সঙ্গে যুক্ত হয় যায়। আমি আত্মসাৎকরণের কাজটি সম্পাদন করি আমার হাতের সাহায্যে, কিন্তু তার পরিধি বাড়ানো যায়" (পৃঃ ৯০)। কিন্তু এই অন্য জিনিসটি আবার আরো একটি জিনিসের সঙ্গে যুক্ত, এবং অতএব যে-সীমানার মধ্যে আমার এষণা, আত্মা হিসাবে, মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হবে, তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। 'যখন আমি কিছু দখল করি. তখনি আমার মন চলে যায় এই ধারণায় যে, কেবল আমার প্রত্যক্ষ দখলে সেটা আছে, সেই সম্পত্তিটাই নয়, সেই সঙ্গে যা কিছু সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাও আমার। এখানে ধনাত্মক অধিকারই হবে সিদ্ধান্তের নিয়ন্তা, কেননা "ধারণাটি" থেকে আর কোনো সিদ্ধান্ত টানা যায় না (পৃঃ ৯১)। এটা "ধারণাটির" একটি অসাধারণ রকমের সরল, স্বীকৃতি এবং প্রমাণ করে যে, যেটি গোড়াতেই বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্গত ভূমিগত সম্পত্তির এক অতি নির্দিষ্ট আইনগত মতকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করার মত বিরাট ভুল করে—স্বীকৃতি এই ঘটনার যে সেটি এই ভূমিগত সম্পত্তির কিছুই বোঝেনা। একই সঙ্গে এর মধ্যে এই স্বীকৃতিও অন্তর্ভুক্ত যে "ধনাত্মক "অধিকার" করতে পারে এবং অবশ্যই করে, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বিকাশের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে, তার নির্ণয় সমূহের পরিবর্তন সাধন।

ইউরোপীয়দের দ্বারা এশিয়ায় আমদানি করা হয়েছে কেবল ইতস্ততঃ। আদিম সঞ্চয়ন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ (Buch I Kap xxiv*) আমরা দেখেছিলাম যে, এই উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বশর্ত হচ্ছে, এক দিকে, নিজেদের অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের বিচ্ছেদ জমির নিছক উপকরণ হিসাবে ('ভ্যাসাল,' ভূমিদাস, ক্রীতদাস, ইত্যাদির রূপে), এবং অন্য দিকে, জমি থেকে জনসংখ্যার বিপুল সমষ্টি উচ্ছেদ। এই অবধি, ভূমিগত সম্পত্তির একচেটিয়া মালিকানা একটি ঐতিহাসিক প্রতিজ্ঞা, এবং তা চলতে থাকে উৎপাদনের ভিত্তি হিসাবে, ঠিক যেমন পূর্ববর্তী সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতিতে, যেগুলির ভিত্তি ছিল কোনো না কোনো রূপে জনগণের শোষণ। কিন্তু ভূমিগত সম্পত্তির যে-রূপটির সঙ্গে নবজাত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি মুখোমুখি হয়, সে রূপটি তার সঙ্গে খাপ খায় না। তা প্রথমে তার নিজের জন্য সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় রূপটি—কৃষিকে মূলধনের অধীনস্থ করার মাধ্যমে। এইভাবে তা সামন্ততান্ত্রিক ভূমিগত সম্পত্তিকে, গোষ্ঠী-সম্পত্তিকে—মার্ক কমিউনের অন্তর্গত ক্ষুদ্র, কৃষকের সম্পত্তিকে—তাদের আইনগত যত পার্থক্যই থাক না কেন, পরিণত করে এই উৎপাদন-পদ্ধতির প্রয়োজনমাফিক অর্থ নৈতিক রূপে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ফল এই যে, এক দিকে, তা সমাজের সবচেয়ে কম বিকশিত অংশের দ্বারা প্রযুক্ত নিছক একটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক এবং যান্ত্রিক স্বয়ং-সচল প্রক্রিয়া থেকে কৃষিকর্মকে রূপান্তরিত করেছে কৃষিবিদ্যার সচেতন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে—ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবস্থাধীনে তা যতটা সম্ভব,[১]। তা, এক দিকে, ভূমিগত

* ইংরেজী সংস্করণ, অষ্টম অধ্যায়।

১. জনস্টন-এর মত অত্যন্ত রক্ষণশীল কৃষিরসায়নবিদরা স্বীকার করেন যে একটি সত্যিকারের যুক্তিসিদ্ধ কৃষি প্রণালী সর্বত্রই মুখোমুখি হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে উদগত দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক সমূহের। সেই সব লেখকও করেন যাঁরা বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকারের *ex professo* প্রবক্তা, যেমন চার্লস কোঁৎ তাঁর দুই খণ্ড যুক্ত গ্রন্থে, যার বিশেষ উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থন করা। তিনি বলেন, "একটি জাতি তার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সমৃদ্ধি ও শক্তির মাত্রায় উপনীত হতে পারে না, যদি না যে মাটি তার পুষ্টি বিধান করে তার প্রত্যেকটি অংশকে সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হয় যা সর্বোত্তম সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তার ধন সম্পদের বিকাশে প্রবল প্রেরণা সঞ্চারের জন্য, একমাত্র এবং একটি প্রজ্ঞাদীপ্ত এষণা, যদি সম্ভব হয়, নিজের উপরে তুলে নেবে তার এলাকার প্রত্যেকটি খণ্ডকে যথোপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করার দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটিকে বাধ্য করবে বাকি সকলকটির সমৃদ্ধিতে সাহায্য করতে। কিন্তু এমন একটি এষণার অস্তিত্ব··অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে জমিকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্লটে ভাগ করে দেবার সঙ্গে···এবং প্রত্যেক মালিককে তার সম্পত্তি ইচ্ছামত ব্যবহারের যে কর্তৃত্ব মঞ্জুর করা হয়েছে, সেই কর্তৃত্বের সঙ্গে।" (*"Traite de la propriete", Tome1*, প্যারিস, ১৮৩৪, পৃঃ ২২৮) জনস্টন, কোঁৎ এবং অন্যান্যেরা যখন সম্পত্তি এবং কৃষির যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা বলেন, তখন তাঁদের মনে থাকে কেবল সমগ্র ভাবে একটি দেশের জমি

সম্পত্তিকে বিচ্ছিন্ন করে আধিপত্য ও দাসত্বের সম্পর্ক থেকে, এবং অন্য দিকে, উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে জমিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ভূমিগত সম্পত্তি এবং জমির মালিক থেকে —যার কাছে জমি প্রতিনিধিত্ব করে একটি ধার্য পরিমাণ অর্থের, যা সে তার একচেটিয়া কর্তৃত্বের জোরে সংগ্রহ করে শিল্প-ধনিকের কাছ থেকে ধনতান্ত্রিক কৃষকের কাছ থেকে ; তা জমির মালিকানা এবং জমির মধ্যেকার সংযোগকে এমন সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে দেয় সে জমির মালিক তার সারা জীবন কাটাতে পারে কনস্ট্যান্টিনোপোলে, যখন তার ভূ-সম্পত্তি পড়ে থাকে স্কটল্যাণ্ডে। ভূমিগত সম্পত্তি এই ভাবে প্রাপ্ত হয় তার বিশুদ্ধ অর্থ নৈতিক রূপ তার আগেকার যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অলংকরণ ও অনুষঙ্গ, এক কথায় সেই সব চিরাচরিত সাজসজ্জা পরিহার করে, যেগুলি নিন্দিত হয় যেমন আমরা পরে দেখতে পাব, স্বয়ং শিল্প-ধনিক এবং তাদের তাত্ত্বিক মুখপাত্রদের দ্বারা অনাবশ্যক ও অসম্ভব বাহুল্য বলে—ভূমিগত সম্পত্তির সঙ্গে তাদের সংগ্রামের উত্তেজনায়। কৃষিকর্মের যুক্তি সিদ্ধ পুনর্গঠন, অন্য দিকে যা তাকে এই প্রথম সক্ষম করল সামাজিক আয়তনে কাজ করতে, এবং অন্য দিকে জমিতে *ad absurdum* সম্পত্তির হ্রাস-সাধন এই দুটি হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বড় সাফল্য। তার অন্য সমস্ত ঐতিহাসিক অগ্রগতির মত, তা এটাও অর্জন করেছিল প্রথমে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের সর্বস্বান্ত করে দিয়ে।

খোদ সমস্যাটায় যাবার আগে, ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য, আরো কয়েকটি প্রাথমিক মন্তব্য প্রয়োজন।

অতএব, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বশর্তগুলি হচ্ছে এই : জমির সত্যিকারের চাষীরা হল একজন ধনিকের দ্বারা ধনতান্ত্রিক কৃষকের দ্বারা নিযুক্ত মজুরি-শ্রমিক, যে ধনিক কৃষিকর্মে লিপ্ত হয়েছে কেবল তার মূলধনের জন্য শোষণের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে, উৎপাদনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার মূলধনের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে। এই ধনতান্ত্রিক কৃষক জমির মালিককে, যার জমি সে শোষণ করছে সেই মালিককে, দেয় চুক্তি নির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট সময়, ধরা যাক এক বছর অন্তর অন্তর, একটা টাকার অঙ্ক (ঠিক যেমন অর্থ-মূলধনের ধার-গ্রহীতা দেয় একটা নির্দিষ্ট সুদ) —উৎপাদনের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তার মূলধন বিনিয়োগের অধিকার বাবদে। টাকার এই অঙ্কটাকেই বলা হয় ভূমি খাজনা, তা সেটা যার জন্যই দেওয়া হোক—কৃষি-জমি, বাড়ির প্লট, খনি, মেছো ঘেরি, বা বন ইত্যাদি। যে-সময়কালের জন্য জমির মালিক তার জমি ধনতান্ত্রিক

চাষ করার আবশ্যকতার কথা। কিন্তু বাজার দামের ওঠানামার উপরে বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্যের চাষের নির্ভরশীলতা এবং দামের এই নিরন্তর ওঠানামার সঙ্গে এই চাষে রদবদল—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির গোটা মর্মবস্তু, যা পরিচালিত হয় আশু লাভের উদ্দেশ্যে—হচ্ছে কৃষিকর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ যাকে যোগাতে হবে বংশ পরম্পরা ধরে জীবন ধারণের সমস্ত চিরকালের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহ। এর একটা জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বনগুলি, যেগুলি খুবই কদাচিৎ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় সমগ্র সমাজের কম-বেশি স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, অর্থাৎ যখন সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, পরন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীন।

কৃষককে ইজারা দেয়, সেই গোটা কাল ধরেই এই খাজনা দিতে হয়। সুতরাং ভূমি-খাজনা এখানে হচ্ছে সেই রূপটি যে-রূপটিতে জমিতে সম্পত্তি অর্থনৈতিক ভাবে উপলব্ধ হয়, অর্থাৎ মূল্য উৎপাদন করে। এখানে তা হলে আমরা পাই তিনটি শ্রেণীর সব কটিকেই—মজুরি শ্রমিক, শিল্প-ধনিক এবং জমি-মালিক, যারা একত্রে, এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে,গঠন করে আধুনিক সমাজের কাঠামো।

মূলধন জমিতে স্থিত হতে পারে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, হয়, সাময়িক ভাবে, যেমন রাসায়নিক প্রকৃতির উৎকর্ষ-সাধন, সার-প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে, নয়ত, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ভাবে, যেমন নিকাশি খাল, সেচ-কর্ম সমানীকরণ (লেভেলিং) খামার-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি। অন্যত্র জমিতে এইভাবে প্রযুক্ত মূলধনকে আমি বলেছি *La terre capital*[১]। এই মূলধন পড়ে স্থিতিশীল মূলধনের অভিধার অধীনে। জমিতে বিধৃত মূলধনের উপরে এই সুদ এবং উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবে তাতে সম্পাদিত এই উৎকর্ষ সমূহ হতে পারে ধনতান্ত্রিক কৃষকের দ্বারা জমির মালিককে প্রদত্ত খাজনার একটি অংশ [২] কিন্তু তা প্রকৃত ভূমি-খাজনা হতে পারে না, যা দেওয়া হয় নিছক জমিকে ব্যবহার করার জন্য—তা প্রাকৃতিক বা কর্ষিত যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন।

ভূমিগত সম্পত্তির একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনায় জমির মালিকের আয়ের এই অংশ নিয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত, কিন্তু সেটা আমাদের পরিধির মধ্যে পড়ে না। তবে কিছু কথা বলা এখানে যথেষ্ট হবে। মামুলি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সহগামী অধিকতর অল্পস্থায়ী বিনিয়োগগুলির সবটাই বিনা ব্যতিক্রমে করে থাকে ধনতান্ত্রিক কৃষক। এই সব বিনিয়োগ সাধারণ ভাবে কর্ষণকার্যের মত, জমির উন্নতি সাধন করে।[৩] তার উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং জমিকে রূপান্তরিত করে নিছক সামগ্রী থেকে ভূমি-মূলধনে,

---

১ *Misere de la Philosophie* P. 165 সেখানে আমি *terre-matiere* এবং *terre-capital* এর মধ্যে একটি পার্থক্য করেছি।" ইতিপূর্বেই উৎপাদনের উপায়ে রূপান্তরিত হয়েছে এমন জমিতে কেবল আরো বিনিয়োগ-ব্যয়ের প্রয়োগ জমিকে মূলধন হিসাবে বৃদ্ধি করে, বস্তু হিসাবে জমির সঙ্গে অর্থাৎ জমির পরিমাণের সঙ্গে কিছু যোগ না করে।…মূলধন হিসাবে জমি অন্যান্য মূলধন যতটা চিরন্তন, তার চেয়ে বেশি চিরন্তন নয়।…মূলধন হিসাবে জমি হচ্ছে স্থিতিশীল মূলধন, কিন্তু সঞ্চলনশীল মূলধনও যতটা ক্ষয়ে যায় স্থিতিশীল মূলধনও ততটা ক্ষয়ে যায়।"

২. আমি বলি "পারে" কারণ কতকগুলি অবস্থায় এই সুদ নিয়ন্ত্রিত হয় ভূমি-খাজনার আইনের দ্বারা এবং তাই অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে, যেমন ঘটে বিপুল প্রাকৃতিক উর্বরতা সহ কুমারী ভূমিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে।

৩. দ্রষ্টব্য : জেমস অ্যাণ্ডরসন [*A calm Investigation of the circumstances that have led to the present Scarcity of Grain in Britain, London,* 1801 PP. 35-36, 38-Ed.] এবং ক্যারি *The Past, the Present and the Future,* Philadalphia, 1848, PP 129-31—Ed.

যখন কৃষিকর্ম পরিচালিত হয় কম-বেশি যুক্তিসিদ্ধ ভাবে, অর্থাৎ যখন তা পর্যবসিত হয় না মৃত্তিকার পাশবিক লুণ্ঠনে, যেমন চালু ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন দাস-মালিকদের মধ্যে; কিন্তু ভদ্রলোক জমি-মালিকেরা এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে। একই প্রাকৃতিক গুণের অধিকারী একটি অকর্ষিত ক্ষেত্রের তুলনায় একটি কর্ষিত ক্ষেত্রের মূল্য বেশি। অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী মূলধন-বিনিয়োগগুলি, যেগুলি জমিতে প্রবর্তিত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় দীর্ঘতর কাল ধরে ব্যবহারের ফলে, সেগুলিও প্রধানতঃ এবং কখনো কখনো একান্তভাবে, সম্পাদিত হয় ধনতান্ত্রিক কৃষকের দ্বারা। কিন্তু যে মুহূর্তে চুক্তি-ধার্য সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে যায়—এবং ঠিক এই কারণেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে জমির মালিকেরা চুক্তির মেয়াদকে যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে চায়—সেই মুহূর্তে জমিতে প্রবর্তিত উন্নয়নগুলি বস্তুর অর্থাৎ জমির অবিচ্ছেদ্য গুণ হিসাবে জমির মালিকের সম্পত্তি হয়ে যায়। জমির মালিক নোতুন যে-চুক্তি সম্পাদন করে, সে জমিতে প্রবর্তিত মূলধন বাবদে সুদ যোগ করে দেয় খোদ ভূমি-খাজনার সঙ্গে। এবং সে এটা করে, তা সে, এখন যে ধনতান্ত্রিক কৃষক জমিতে এই উন্নয়নগুলি প্রবর্তন করেছিল, তাকেই ইজারা দিক কিংবা অন্য কাউকে ইজারা দিক। তার খাজনা এই ভাবে বেড়ে যায়; এবং যদি সে তার জমি বিক্রি করে দিতে চায় (আমরা এখনি দেখব কিভাবে তার দাম নির্ধারিত হয়)—তা হলে তার মূল্য হয় উচ্চতর। সে নিছক জমিটাই বিক্রি করে না, বিক্রি করে উৎকর্ষ-সাধিত, মূলধন-সংযোজিত জমিটা, যার জন্যে সে কিছুই খরচ করেনি। খোদ ভূমি-খাজনার ওঠা-নামা ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় জমির মালিকদের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির তাদের খাজনার ক্রমাগত বৃদ্ধি-প্রাপ্তির, অর্থনৈতিক বিকাশের অগ্রগতির সঙ্গে তাদের ভূ-সম্পত্তির নিরন্তর বর্ধিষ্ণু অর্থ মূল্যের একটি গোপন রহস্যের সন্ধান। এইভাবে তাদের সাহায্য ছাড়াই সম্পাদিত একটি সামাজিক অগ্রগতির ফল তারা হস্তগত করে—*fruges consumere dote.** কিন্তু একই সঙ্গে কৃষিকর্মের যুক্তিসিদ্ধ বিকাশের পথে বৃহত্তম প্রতিবন্ধকগুলির মধ্যে এটা একটি, কেননা যেসব উন্নয়ন ও বিনিয়োগের পূর্ণ প্রতিদান কৃষক তার ইজারার মেয়াদের মধ্যে প্রত্যাশা করে না, সেগুলি সে পরিহার করে। এই পরিস্থিতিকে একটি প্রতিবন্ধক হিসাবে বারংবার নিন্দিত হতে দেখেছি কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক খাজনা তত্ত্বের প্রকৃত আবিষ্কারক জেমস অ্যাণ্ডার্সন-এর দ্বারাই নয়। যিনি ছিলেন একজন হাতে-কলমে ধনতান্ত্রিক কৃষক এবং তাঁর যুগের তুলনায় অগ্রগামী একজন কৃষিবিদ্যাবিদ সেই সঙ্গে আমাদের এই যুগেও ইংল্যাণ্ডে ভূমিগত-সম্পত্তির উপস্থিত গঠনের বিরোধীদের দ্বারা।

এ প্রসঙ্গে এ. এ. ওয়ান্টন তাঁর *History of the Landed Tenures of Great*

*Horace, *Epistles*, Book I *Epistles* 2 27—Ed.

**জে অ্যাণ্ডার্সনের খাজনা-তত্ত্ব প্রসঙ্গে দেখুন কার্ল মার্কস-এর *Theorien uber den Mehrwert* (*K. Marx / F. Engles Werke* Band 26, 2. S. 103-05, 110-14, 134-39)—Ed.

Britain and Ireland (লণ্ডন, ১৮৬৫)-বলেন (পৃ: ১৬, ৯৭) ** : "সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য কৃষি সংগঠনের চেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হবে কৃষির উন্নয়নে প্রকৃত অগ্রগতি সাধনে কোনো ব্যাপক বা যথার্থ গুরুত্বসম্পন্ন সাফল্য অর্জন করতে, যত কাল এই ধরনের উন্নয়নের অর্থ দাঁড়ায় ইজারাদার কৃষক বা শ্রমিকের অবস্থার উন্নতির চেয়ে ঢের বেশি মাত্রায় জমিদারের ভূসম্পত্তি খাজনার পরিমাণে মূল্য-বৃদ্ধি। কৃষকেরা সাধারণ ভাবে, জমিদার বা তার প্রতিনিধি, এমনকি কৃষি সংঘের সভাপতির মত এ ব্যাপারে ভাল ভাবে অবহিত যে, সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা, প্রচুর পরিমাণে সার এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এই সঙ্গে জমিকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার ও ফলপ্রসূ করার জন্য শ্রমের বর্ধিত নিয়োগ উৎকর্ষ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক ফল উৎপাদন করবে, এবং কৃষকেরা এ ব্যাপারেও অবহিত যে, যত বেশি করেই তারা জমির উন্নতি এবং তার মূল্য বৃদ্ধি করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত আসল লাভটা পাবে জমিদারেরাই—উচ্চতর খাজনা এবং জমির বর্ধিত মূল্যের আকারে। ···এটা লক্ষ্য করার মত যথেষ্ট সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাদের আছে যে ঐ সব বক্তৃতাবাগীশরা (কৃষি-উৎসবে বক্তৃতা-দানকারী জমিদার এবং তাদের প্রতিনিধিরা) কী অসাধারণ অনবধানতা সহকারে তাদের বলতে গিয়ে বাদ দিয়ে যান যে, যত উন্নতিই তারা করুক না কেন তার সিংহ ভাগই শেষ পর্যন্ত যাবে জমিদারদের পকেটে। ···আগেকার ইজারাদার খামারের যত বেশি উন্নতিই করে গিয়ে থাক না কেন, তার উত্তরসূরী দেখতে পাবে যে জমিদার সেই উন্নতি ফলে তার জমির বর্ধিত মূল্যের অনুপাতে খাজনা বৃদ্ধি করবে।"

নিয়মিত কৃষিকার্যে প্রক্রিয়াটি কখনো তেমন পরিষ্কার ভাবে দেখা দেয় না যেমন দেখা দেয় যখন জমিটা ব্যবহৃত হয় বাড়ি নির্মাণের কাজে। বাড়ি নির্মাণের জন্য ইংল্যাণ্ডে যত জমি ব্যবহৃত হয় তার বিপুল বৃহত্তর অংশই লাখেরাজ সম্পত্তি হিসাবে জমিদারের দ্বারা বিক্রি করা হয় না। ইজারা দেওয়া হয় ৯৯ বছরের জন্য, যদি সম্ভব হয়, আরও অল্পতর কালের জন্য। এই সময়টা পার হয়ে গেলে নির্মিত বাড়ি-ঘর সমেত গোটা জমিটা গিয়ে পড়ে আবার সেই জমিদারের হাতে। "তারা (ইজারাদাররা কালের শেষে, ভাল ইজারাযোগ্য' অবস্থায় ঐ জমি ফেরৎ তুলে দিতে বাধ্য মহান জমিদার মহাশয়ের হস্তে ইজারাকাল উত্তীর্ণ হওয়া অবধি চড়া হারে খাজনা দেবার পরে। ঐ ইজারা শেষ হতে না হতেই দালাল বা জরিপকারী আপনার বাড়িতে আসবে এবং পরীক্ষা করে দেখবে যে আপনি ভাল ভাবে সব সারাই সাজাই করেছেন কিনা, এবং তারপরে তার দখল নেবে। এবং তার প্রভুর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নেবে। ···ঘটনা এই যে, যদি আর খুব বেশি কালের জন্য এই ব্যবস্থাটাকে পূর্ণ তেজে চলতে দেওয়া হয়, তা হলে রাজার রাজ্যের সমগ্র আবাসিক সম্পত্তি, এবং সেই সঙ্গে জমিও, চলে যাবে জমিদারদের হাতে। 'টেম্পল বার'-এর উত্তরে এবং দক্ষিণে লণ্ডনের 'ওয়েস্ট-এণ্ড-এর, বলা যেতে পারে গোটাটারই মালিকানা আছে মাত্র আধ ডজনের মত বৃহৎ জমিদারের হাতে, সবটাই ইজারা দেওয়া অত্যধিক খাজনায়, এবং যেখানে ইজারা এখনো শেষ হয়ে যায়নি, সেখানে তা দ্রুত শেষ হবার মুখে। এই রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি শহর সম্পর্কেই এই একই কথা বলা যায়।

বঞ্চনার এই জবর দখল ও একচেটিয়া মালিকানার এখানেই শেষ নয়। আমাদের সমুদ্র-বন্দরের শহরগুলি প্রায় গোটা ডক এলাকাটা একই জবর-দখলের প্রক্রিয়ায় চলে গিয়েছে জমির অতিকায় দানবদের গ্রাসে" (*l. c.* পৃঃ ১২-১৩)। এই অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, যখন ইংল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ১৮৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী গোটা জনসংখ্যা ২,০০,৬৬,২২৪, তখন জমিদারদের সংখ্যা ৩৬,০৩২; যদি বৃহৎ জমিদারদের স্থাপন করা হয় এক দিকে এবং ক্ষুদ্র জমিদারদের অন্য দিকে, তা হলে বাড়ির সংখ্যা এবং জনসংখ্যার সঙ্গে অনুপাতটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

বাড়ির মালিকানার এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ এতে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায় সত্যিকারের ভূমি-খাজনা এবং জমিতে অন্তর্ভুক্ত স্থিতিশীল মূলধনের উপরে সুদের—যা হতে পারে ভূমি-খাজনার সঙ্গে একটি সংযোজন, তার—মধ্যেকার পার্থক্যটি। কৃষিতে ইজারাদারের দ্বারা জমিতে সংযোজিত মূলধনের উপরে সুদের মত, বাড়ি ঘরের উপরের সুদ যায় শিল্প-ধনিক, বাড়ির ফটকা কারবারি, বা ইজারাদারের হাতে—যত দিন ইজারার মেয়াদ থাকে, এবং ভূমি-খাজনার ব্যাপারে নিজের কিছু করার থাকেনা, যা জমি ব্যবহারের বাবদে জমিদারকে বাৎসরিক অবশ্যই দিতে হবে ধার্য তারিখগুলিতে। দ্বিতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, জমিতে অন্যান্যের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত মূলধন ঐ জমি সমেত শেষ পর্যন্ত যায় জমিদারের হাতে, এবং তার বাবদে প্রাপ্য সুদ স্ফীত করে তার খাজনাকে।

কিছু লেখক, হয়, জমিদারি ব্যবস্থার মুখপাত্র হিসাবে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে, নয়ত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীকে একটি দ্বন্দ্বপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে একটি "সৌষাম্যপূর্ণ" ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টায়, ক্যারির মত তৎপর হয়েছেন ভূমি-খাজনাকে, ভূমিগত সম্পত্তির স্ব-বিশেষ অর্থনৈতিকে অভিব্যক্তিটিকে সুদের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করতে। এর ফলে উৎখাত হবে জমিদার এবং ধনিকদের মধ্যেকার বিরোধ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল বিপরীত পদ্ধতি। তখনকার দিনে, ভূমিগত সম্পত্তি সাধারণের ধারণায় গণ্য হত ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদি ও শ্রদ্ধেয় রূপ হিসাবে, যখন মূলধনের উপরে সুদকে বর্ণনা করা হত কুসীদবৃত্তি বলে। সুতরাং ডাডলি নর্থ, লক এবং অন্যান্যেরা মূলধনের উপরে সুদকে উপস্থাপিত করতেন ভূমি-খাজনার সঙ্গে অনুরূপ বলে, ঠিক যেমন তুর্গো সুদের স্বপক্ষে যুক্তি দিতেন ভূমি-খাজনার অস্তিত্বের সাহায্যে।—এই ঘটনা ছাড়াও যে, জমিতে অন্তর্ভুক্ত মূলধনের উপরের সুদের সংযোজন ছাড়াও ভূমি-খাজনা তার বিশুদ্ধ রূপে থাকতে পারে এবং থাকে, এই আরো সাম্প্রতিক লেখকেরা ভুলে যান যে, এই ভাবে জমিদার কেবল, যার জন্য তার কিছুই খরচ হয়নি, সেই অন্য লোকের মূলধনের উপরেই সুদ পায় না, সেই সঙ্গে বিনা ক্ষতিপূরণে অন্যের এই মূলধনকেও পকেটস্থ করে। একটি বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতির অনুষঙ্গী সম্পত্তির বাকি সব রূপের মত, ভূমিগত সম্পত্তিরও পক্ষে যুক্তি এই যে, স্বয়ং উৎপাদন-পদ্ধতিটিই হচ্ছে একটি অচিরস্থায়ী ঐতিহাসিক ভাবে আবশ্যিক ব্যাপার এবং এর মধ্যে পড়ে তা থেকে উদ্গত উৎপাদন এবং বিনিময়ের সম্পর্কসমূহ। এটা সত্য,

যা আমরা পরে দেখব যে ভূমিগত সম্পত্তি অন্যান্য ধরনের সম্পত্তি থেকে এই দিক থেকে পৃথক যে, এমন কি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেও, বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে তা প্রতিভাত হয় অবান্তর ও ক্ষতিকর বলে।

অন্য এক রূপে ভূমি-খাজনাকে গুলিয়ে ফেলা যায় সুদের সঙ্গে এবং এই ভাবে উপেক্ষা করা যায় তার স্ব-বিশেষ চরিত্রটিকে। ভূমি খাজনা ধারণ করে টাকার একটা অঙ্কের রূপ, যে-টাকাটা জমিদার বাৎসরিক প্রাপ্ত হয় আমাদের এই গ্রহের কোনো একটা অংশ ইজারা দেবার বাবদে। আমরা দেখেছি যে, টাকার প্রত্যেকটি অঙ্ককে মূলধনীকৃত করা যায়, অর্থাৎ বিবেচনা করা যায় একটি কাল্পনিক মূলধনের উপরে সুদ হিসাবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে যদি সুদের গড় হার হয় ৫ শতাংশ, তা হলে £ ২০০ পরিমাণ একটি ভূমি-খাজনাকে গণ্য করা যায় £ ৪,০০০ পরিমাণ একটি মূলধনের সুদ হিসাবে। এই ভাবে মূলধনীকৃত ভূমি-খাজনা গঠন করে ঐ জমিটির ক্রয় দাম বা মূল্য, এমন একটা বর্গ যা শ্রমের দামের মত আপাত দৃষ্টিতেই অযৌক্তিক, কেননা পৃথিবীটা শ্রমের উৎপন্ন নয় এবং তাই তার নেই কোনো মূল্য। কিন্তু অন্য দিকে, উৎপাদনে একটি যথার্থ সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন থাকে অযৌক্তিক রূপটির পশ্চাতে। যদি ধনিক এমন একটি জমি কেনে যা বছরে £ ২০০ খাজনা দেয় এবং তার বাবদে দাম দেয় £ ৪,০০০ তা হলে তার £ ৪,০০০ পরিমাণ মূলধনের উপরে সে বছরে গড় সুদ পায় ৫ শতাংশ, ঠিক যেন সে এই মূলধন বিনিয়োগ করেছে সুদ-দায়ী কাগজে কিংবা সরাসরি ধার দিয়েছে ৫% সুদে। এটা হল ৫% হারে £ ৪,০০০ পরিমাণ একটি মূলধনের সম্প্রসারণ। এটা ধরে নিয়ে, সে তার জমির ক্রয় দাম পুনরুদ্ধার করে তা থেকে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে, বিশ বছর ধরে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে জমির ক্রয় দাম গণনা করা হয় এত বছরের ক্রয় হিসাবে, যা হচ্ছে ভূমি-খাজনা প্রকাশ করারই আর একটা রূপ। এটা আসলে জমির ক্রয় দাম, নয়, বরং তার দ্বারা প্রদত্ত ভূমি-খাজনার ক্রয়-দাম, যা গণনা করা হয়েছে সাধারণ সুদের হার অনুযায়ী। কিন্তু খাজনার এই মূলধনীকরণে ধরে নেওয়া হয় খাজনার অস্তিত্ব যখন খাজনা পাওয়া যায় না বিপরীত ভাবে এবং ব্যাখ্যা করা যায় না তার নিজের মূলধনীকরণ থেকে। তার বিক্রয় থেকে নিরপেক্ষ তার অস্তিত্ব, বরং অনুসন্ধানের সূচনা বিন্দু।

তা হলে এটা অনুসরণ করে যে, জমির দাম বিপরীত ভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে. যখন সুদের হার বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, যদি আমরা ধরি যে, ভূমি-খাজনা হচ্ছে একটি স্থির রাশি। যদি মামুলি সুদের হার ৫% থেকে কমে ৪% হয়, তা হলে £ ২০০ পরিমাণ বাৎসরিক ভূমি-খাজানা প্রকাশ করবে £ ৪,০০০-এর জায়গায় £ ৫,০০০ পরিমাণ একটি মূলধন থেকে বাৎসরিক প্রতিপ্রাপ্তি। একই ভূমিখণ্ডের দাম এই ভাবে বেড়ে যাবে £ ৪,০০০ থেকে £ ৫,০০০ এ, কিংবা ২০ বছরের ক্রয় থেকে ২৫ বছরের ক্রয়ে। বিপরীত ক্ষেত্রে ঘটবে এর একেবারে বিপরীতটা। এটা জমির দামের এমন একটা পরিবর্তন, যা খোদ ভূমি-খাজনার পরিবর্তন থেকে নিরপেক্ষ এবং নিয়ন্ত্রিত হয় কেবল সুদের হারের দ্বারা। কিন্তু যেমন আমরা দেখেছি যে, সামাজিক প্রগতির গতিপথে মুনাফা-হারের প্রবণতা হয় হ্রাস-প্রাপ্তির দিকে, এবং সেই কারণে সুদের হারেরও হয় একই দিকে

প্রবণতা—যে-মাত্রায় তা নিয়ন্ত্রিত হয় মুনাফা হারের দ্বারা ; এবং, অধিকন্তু মুনাফা হারের পতনের প্রবণতা ছাড়াও ধারযোগ্য মূলধনের প্রাচুর্যের কারণে ; সুদের হারে প্রকাশ পায় একটা পতনের প্রবণতা এ থেকে অনুসরণ করে যে, জমির দামের আছে একটা বৃদ্ধি পাবার প্রবণতা, এমনকি ভূমি খাজনার ওঠানামা এবং জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম, যার একটা অংশ হচ্ছে খাজনা, তার ওঠানামা থেকে নিরপেক্ষভাবে।

খোদ ভূমি-খাজনাকে সুদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা, যে-রূপ তা ধারণ করে জমির ক্রেতার ক্ষেত্রে—এই গুলিয়ে ফেলার কারণ হচ্ছে ভূমি-খাজনার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, এবং এর ফলে অবধারিত ভাবেই উপনীত হতে হয় অত্যন্ত আজগুবি সব সিদ্ধান্তে। যেহেতু সমস্ত প্রাচীন দেশেই ভূমিগত সম্পত্তিকে গণ্য করা হয় সম্পত্তির একটি বিশেষভাবে ভদ্র রূপ হিসাবে এবং এর ক্রয়কে গণ্য করা হয় বিশেষ রকমের নিরাপদ বিনিয়োগ হিসাবে, সেই হেতু যে-সুদের হারে ভূমি-খাজনাকে ক্রয় করা হয়। তা সাধারণতঃ মূলধনের অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের সুদের হারের চেয়ে কম, যার দরুন ভূ-সম্পত্তির ক্রেতা তাকে ক্রয় দামের বাবদে পায়, যেমন, ৪%, যেখানে অন্যান্য বিনি-য়োগে একই মূলধনের বাবদে পাবে ৫%, অন্যভাবে বলা যায়, অন্যান্য বিনিয়োগ থেকে একই পরিমাণ বার্ষিক আয় বাবদে যে মূলধন সে দিত, তার চেয়ে বেশি মূলধন সে দেয় ভূমি-খাজনা বাবদে। এ থেকে মিঃ তিয়ের্স তাঁর সাধারণ ভাবে অতি নিম্ন মানের গ্রন্থ *La propriete*-এ (১৮৪৯ সালে ফ্রান্সের-ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি'-তে প্রুধোঁর বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট তাঁর ভাষণের পুনর্মুদ্রণ *) এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভূমি-খাজনা কম, যেখানে তা কেবল প্রমাণ করে যে তার ক্রয় দাম বেশি।

এই যে ঘটনা যে, মূলধনীকৃত ভূমি-খাজনা প্রতিভাত হয় জমির দাম বা মূল্য হিসাবে, যাতে করে জমি তাই ক্রয়-বিক্রয় হয় অন্য যে কোনো পণ্যের মত, তাকে কিছু কিছু ধ্বজাধারী কাজে লাগায় ভূমিগত সম্পত্তির স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে, যেহেতু ক্রেতা তার জন্য প্রতিমূল্য দেয় যেমন দেয় অন্যন্যে পণ্যের জন্য ঠিক তেমনই , এবং ভূমিগত সম্পত্তির বেশির ভাগটাই এই ভাবে গিয়েছে এক হাত থেকে অন্য হাতে। এই একই যুক্তি তা হলে কাজ করবে ক্রীতদাসত্বের সমর্থনে। কেননা ক্রীতদাসের শ্রম থেকে প্রতিদান যে ক্রীতদাসকে দাস-মালিক কিনেছে, কেবল প্রতিনিধিত্ব করে এই ক্রয় কার্যে বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে সুদ-মাত্রের। ভূমি-খাজনার ক্রয়-বিক্রয় থেকে তার অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তি বার করার মানে হল সাধারণ ভাবে তার অস্তিত্বের সাহায্যে তার অস্তিত্ব সমর্থন করা।

ভূমি-খাজনার বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের জন্য—অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে ভূমি-সম্পত্তির স্বতন্ত্র ও স্ববিশেষ অর্থনৈতিক রূপটির—বিশ্লেষণের জন্য—তাকে তার বিশুদ্ধ রূপে, বিকৃতি ও অস্পষ্টতা সৃষ্টিকারী বাহুল্য বর্জিত রূপে, অনুশীলন করা

* প্রুধোঁর বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল "*Compte rendu des seances de* (*l'Assemblee Nationale*"-এ Tome II Paris 1849 Pp. 661-61

যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিগত সম্পত্তির কার্যগত ফলাফল অনুধাবনের জন্য—এমনকি সেই সব ঘটনাপুঞ্জের তত্ত্বগত অনুধাবনের জন্য, যেগুলি ভূমি-খাজনার ধারণা ও প্রকৃতিকে খণ্ডন করে কিন্তু তবু প্রতিভাত হয় ভূমি-খাজনার অস্তিত্বের বিবিধ ভঙ্গি হিসাবে—তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি-উদ্রেককারী উৎসগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

কার্যক্ষেত্রে, স্বাভাবিক ভাবেই, জমি চাষের অধিকারের যা কিছু ইজারাদার জমিদারকে দেয় ইজারা-টাকা হিসাবে তাই প্রতিভাত হয় ভূমি-খাজনা বলে। এই সেলামির গঠন যাই হোক না কেন এবং তার উৎসও যাই হোক না কেন, সত্যিকারের ভূমি-খাজনার সঙ্গে তার এ বিষয়ে মিল আছে যে, আমাদের এই গ্রহের একটি অংশের উপরে তথাকথিত ভূমিগত মালিকের একচেটিয়া অধিকার তাকে সক্ষম করে এমন একটা সেলামি আদায় করতে এবং এমন একটা আদায় চাপিয়ে দিতে। সত্যিকারের ভূমি-খাজনার সঙ্গে তার এ বিষয়ে মিল আছে যে, তা জমির দাম নির্ধারণ করে, যা, যেমন আমরা আগে বলেছি, জমির ইজারা থেকে মূলধনীকৃত আয় ছাড়া কিছু নয়।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, জমিতে অন্তর্ভুক্ত মূলধন বাবদে সুদ গঠন করেতে পারে ভূমি-খাজনার এমন একটি উপাদান, এমন একটি উপাদান যেটি অর্থনৈতিক বিকাশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটি দেশের মোট খাজনার উপর অবশ্যই হবে একটি ক্রমাগত বর্ধমান বাড়তি 'চার্জ'। কিন্তু এই সুদ ছাড়াও এটা সম্ভব যে ইজারার টাকা অংশতঃ, এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমগ্রতঃ, অর্থাৎ সত্যিকারের খাজনার সম্পূর্ণ অভাবের ক্ষেত্রে—যখন জমিটা তাই সত্যি সত্যিই অপদার্থ লুকিয়ে রাখতে পারে গড় মুনাফা থেকে বা স্বাভাবিক মজুরি থেকে বা উভয় থেকে একটি বিয়োজিত অংশ। এই অংশটি তা মুনাফারই হোক বা মজুরিরই হোক, এখানে প্রতিভাত হয় ভূমি-খাজনা হিসাবে, কেননা শিল্প-ধনিক বা মজুরি-শ্রমিকের ভাগে না পড়ে, যেটা হত স্বাভাবিক, এটা দেওয়া হয় জমিদারকে ইজারা টাকার আকারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বললে, এই অংশ দুটির কোনোটাই খাজনা নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা গঠন করে জমিদারের আয়, তার একচেটিয়া অধিকারের অর্থনৈতিক বাস্তবায়ন, অনেকটা সত্যিকারের ভূমি-খাজনার মত, এবং জমির দাম-নির্ধারণে বিস্তার করে একই রকম প্রভাব।

আমরা এখানে সেসব অবস্থার কথা বলছি না, যেসব অবস্থায় ভূমি-খাজনা, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে ভূমিগত সম্পত্তি প্রকাশ করার ভঙ্গি, আনুষ্ঠানিক ভাবে বিরাজ করে স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অস্তিত্ব ছাড়াই অর্থাৎ ইজারাদার নিজেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনকারীতে পরিণত হওয়া ছাড়াই, কিংবা তার পরিচালন-ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত না হতেই। এখনই এক অবস্থা রয়েছে, যেমন, আয়ার্ল্যাণ্ডে। ইজারাদার সেখানে সাধারণতঃ একজন ছোট কৃষক। জমিদারকে সে যা দেয় খাজনা হিসাবে তা প্রায়শই আত্মকৃত করে কেবল তার মুনাফারই অর্থাৎ তার নিজের উদ্বৃত্ত শ্রমেরই একটি অংশ নয় (তার নিজের শ্রমোপকরণের মালিক হিসাবে যাতে তার নিজেরই অধিকার) উপরন্তু তার স্বাভাবিক মজুরিরও একটি অংশ, যা সে অন্যথা পেত একই পরিমাণ শ্রমের বাবদে। তা ছাড়া, যে-জমিদার জমির উন্নতির জন্য কিছুই করে না, সে তার ক্ষুদ্র

মূলধন থেকেও তাকে উচ্ছিন্ন করে, যার অধিকাংশটাই ইজারাদার তাঁর নিজের শ্রমের মাধ্যমে জমিতে সংযোজিত করে। ঠিক এই কাজটাই করে কুসীদজীবী একই রকমের অবস্থায়; পার্থক্য কেবল এই যে, কুসীদজীবী অন্ততঃ তার নিজের মূলধনের ঝুঁকি নেবে। এই ক্রমাগত লুণ্ঠনই হল আইরিশ প্রজাস্বত্ব বিলটিকে ঘিরে যে বিতর্ক, তার মর্মবস্তু। এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিদার যখন প্রজাকে জমি ছেড়ে যেতে হুকুম করে, তখন সে জমিতে যেসব উন্নয়ন করেছে, তার জন্য কিংবা জমিতে সে যে মূলধন সংযোজন করেছে তার জন্য জমিদার যাতে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় তার ব্যবস্থা করা। পামারস্টোন এই দাবিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন এই বেপরোয়া জবাব দিয়ে : "কমন্স সভা হচ্ছে জমিদারদের সভা।"

আমরা সেই ব্যতিক্রমমূলক অবস্থার কথাও বলছি না, যে অবস্থায় জমিদার পারে অত্যধিক খাজনা চাপিয়ে দিতে—এমনকি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি-সমন্বিত দেশ-গুলিতেও—যার সঙ্গে জমির ফলনের কোনো সম্পর্ক থাকে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ইংল্যাণ্ডের কারখানা অঞ্চলগুলিতে টুকরো টুকরো জমি লিজ দেবার প্রকৃতিটা এই রকমের, ছোট ছোট বাগান হিসাবে কিংবা অবসর সময়ে সখের কৃষি কাজের জন্য। **(Reports of Inspectors of Factories.)**

আমরা উল্লেখ করছি বিকশিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সমন্বিত দেশগুলিতে ভূমি-খাজনার কথা। উদাহরণ হিসাবে, ইংরেজ ইজারাদারদের মধ্যে আছে বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ধনিক যারা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ঐতিহ্য প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য অবস্থার দ্বারা বাধ্য কৃষিকর্মে ইজারাদার হিসাবে তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে। তারা বাধ্য হয় গড় মুনাফার চেয়েও কম পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে, এবং তার একটা অংশকে খাজনা হিসাবে জমিদারদের হাতে তুলে দিতে। কেবল এই একমাত্র শর্তেই তারা অনুমতি পায় জমিতে তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে। যেহেতু জমিদারেরা সর্বত্র, আইন প্রণয়নের উপরে বিস্তার করে প্রভুত্ব, এবং ইংল্যাণ্ডে. চূড়ান্ত প্রভাব সেই হেতু তারা পরে তাদের এই অবস্থানকে ব্যবহার করতেই গোটা ইজারাদার শ্রেণীকে শিকারে পরিণত করতে। যেমন, ১৮১৫ সালের শস্য কর—রুটির উপরে কর, যা স্বীকারই করা হয়েছে যে, দেশের উপরে চাপানো হয়েছে অলস জমিদারদের জন্যে জ্যাকোবিন যুদ্ধের সময়কার অস্বাভাবিক ভাবে বর্ধিত খাজনা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে—তার বাস্তবিক পক্ষে ফল হয়েছিল, কয়েকবার অসাধারণ রকমের ভাল ফসল বাদ দিলে, কৃষি-দ্রব্যাদির দামকে এমন এক মানের উপরে ধরে রাখা, যেখানে তা পড়ে যেত যদি শস্যের আমদানি বেঁধে না দেওয়া হত। কিন্তু তার এমন ফল হয়নি যে, আইন প্রণয়নকারী জমিদারদের দ্বারা বিঘোষিত মানে তা দামকে ধরে রাখতে পারে যাতে করে তা কাজ করতে পারে বিদেশী শস্যের আমদানির ক্ষেত্রে আইনগত মাত্রা হিসাবে। কিন্তু ইজারাগত অধিকার সম্পর্কে চুক্তিগুলি হয়েছিল এই স্বাভাবিক দাম সমূহের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশে। যে মুহূর্তে বিভ্রমটা দূরীভূত হল, সেই মুহূর্তে পাশ করা হল স্বাভাবিক দামসমূহ বিবৃত করে একটি নোতুন আইন, যে দামগুলি ছিল পুরনো দামগুলির মতই গৃধ্নু জমিদারের স্বকপোল কল্পনার বন্ধ্যা

অভিব্যক্তি। এইভাবে ইজারাদারেরা প্রবঞ্চিত হয়েছিল ১৮১৫ থেকে তিরিশের দশক অবধি। এই কারণেই গোটা কালটা জুড়ে অব্যাহত ছিল কৃষি-দুর্গতির একটানা সমস্যা। এই কারণেই গোটা কালটা জুড়ে চলেছিল ইজারাদারদের একটা প্রজন্মের উচ্ছেদ ও সর্বনাশ এবং ধনিকদের নোতুন এক শ্রেণীর দ্বারা তাদের প্রতিস্থাপন ?[১]

একটি ঢের বেশি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অবশ্য, সত্যিকারের কৃষি শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস—তার স্বাভাবিক গড় মানেরও নীচে, যাতে করে এর একটা অংশ বাদ যায় ইজারা টাকার অংশ বিশেষে পরিণত হবার জন্য এবং, এই ভাবে, ভূমি-খাজনার বেশে তা বয়ে যায় শ্রমিকের পকেটে নয়, ধনিকের পকেটে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কয়েকটি অনুকূল অবস্থানে অবস্থিত কাউন্টি ছাড়া ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে এটাই সাধারণ ঘটনা। ইংল্যাণ্ডে শস্য আইন পাশ হবার আগে যেসব সংসদীয় কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের দ্বারা মজুরির মান সম্পর্কে অনুসন্ধান—উনিশ শতকে মজুরির ইতিহাস সংক্রান্ত এতাবৎ কালের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও প্রায় অব্যবহৃত অবদান—এবং একই সঙ্গে ইংরেজ অভিজাতও বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা নিজেদের স্থাপিত দণ্ডকাঠামো ('পিলোরি')—চূড়ান্ত ভাবে এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেয় যে জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধের সময়ে খাজনার উঁচু হার এবং তদনুযায়ী জমির দাম-বৃদ্ধি অংশতঃ ঘটেছিল আর কোনো কারণে নয়, ঘটেছিল মজুরি থেকে বিয়োজন এবং ন্যূনতম দৈহিক প্রয়োজনেরও নীচে মজুরির অবনমনের কারণে অন্য ভাবে বলা যায়, জমিদারদের হাতে মজুরির একটা অংশ তুলে দেবার কারণে। নানাবিধ ঘটনা, যেমন অর্থের অবচয় কৃষি-অঞ্চলগুলিতে 'গরিব আইন'-এর কলাকৌশল এই প্রক্রিয়াকে এমন এক সময়ে সম্ভব করল যখন ইজারাদারদের আয় বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জমিদাররা জমিয়ে তুলেছিল রূপকথার ঐশ্বর্য। বস্তুতঃ পক্ষে, শস্য-কর প্রবর্তনের পক্ষে ইজারাদার এবং জমিদার উভয়েরই একটি প্রধান যুক্তি ছিল এই. যে, কৃষি- মজুরদের মজুরি আর কমানো দৈহিকভাবেই অসম্ভব। এই পরিস্থিতির এখনো কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি, এবং ইউরোপের বাকি সব দেশের মত ইংল্যাণ্ডেও, স্বাভাবিক মজুরির একটি অংশ আত্মকৃত হয় ভূমি-খাজনার দ্বারা, যেমন আগে হত। যখন কাউন্ট শ্যাফটনবেরি, তখন লর্ড অ্যাশলি, একজন লোকহিতৈষী অভিজাত ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডের কারখানা-কর্মীদের অবস্থায় এত অসাধারণ ভাবে অভিভূত হন এবং দশ ঘণ্টা দিনের আন্দোলন চলা কালে পার্লামেণ্টে এমন কাজ করেন তাদের মুখ-পাত্র হিসাবে যে শিল্পপতিরা প্রতিহিংসা বশতঃ তাঁর গ্রামগুলিতে কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা

১. অ্যান্টি-কর্ন ল প্রাইজ এসেজ' দ্রষ্টব্য। যাই হোক, শস্য-আইনগুলি দামকে সব সময়েই তুলে রাখত একটি কৃত্রিম উচ্চতর মানে। অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থায় স্থিত ইজারাদারদের পক্ষে এটা ছিল অনুকূল। বেশির ভাগ ইজারাদার কারণ থাক বা না থাক, ভরসা রাখত ব্যতিক্রমমূলক গড় দামের উপরে এদের নিষ্ক্রিয়তা থেকে তারা কামাত মুনাফা—যে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে সংরক্ষণমূলক করগুলি তাদের রেখে দিত।

সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে দেন (দ্রষ্টব্য : (Buch I, Kap. XXIII, 5 e*) ("The British Agricultural Proletariat") যা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে যে, এই লোকহিতৈষী ব্যক্তিটির ভূমি-খাজনার একটা অংশ হচ্ছে কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি থেকে তাঁর ইজারাদারদের দ্বারা তাঁর জন্য কেড়ে আনা লুঠের ধন। এই প্রকাশনাটি এদিক থেকেও কৌতূহলোদ্দীপক যে এর উদ্‌ঘাটনগুলি বীরোচিত ভাবে স্থান করে নিতে পারে ১৮১৪-১৫ সালের কদর্যতম উদ্‌ঘাটনগুলির পাশে। যে মুহূর্তে ঘটনাবলীর চাপে কৃষি-শ্রমিকদের মজুরিতে সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি করতে হয় সেই মুহূর্তে ধনতন্ত্রী ইজারাদার-কৃষকদের থেকে শোর ওঠে যে, শিল্পের অন্যান্য শাখার মত, কৃষিতে স্বাভাবিক মানে মজুরি বৃদ্ধি করা হবে অসম্ভব এবং তাদের পক্ষে সর্বনাশা, যদি না সেই সঙ্গে ভূমি-খাজনা হ্রাস করা হয়। এখানেই স্বীকৃতি মেলে যে ভূমি-খাজনার শিরোনামের অধীন অন্তর্ভুক্ত থাকে শ্রমিকের মজুরি থেকে একটা বিয়োজিত অংশ, যা তুলে দেওয়া হয় জমিদারের হাতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ অবধি ইংল্যাণ্ডে কৃষি-মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছিল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমাবেশে : আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে গণ নিষ্ক্রমণ, যার ফলে সেখান থেকে যে কৃষি-শ্রমিকেরা আসত তাদের সরবরাহের উৎস কাটা পড়ে ; গেল ; কৃষি-জনসংখ্যার একটা অস্বাভাবিক রকমের বৃহৎ অংশের কারখানাগুলিতে কর্ম-নিয়োজন ; সৈন্যের জন্য যুদ্ধকালীন চাহিদা ; অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে (ক্যালিফোর্নিয়া) বিরল রকমের বৃহৎ অভিবাসন, এবং অন্যান্য ঘটনা যেগুলি এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নেই একই সঙ্গে এই সময়ে ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত অজন্মার বছরগুলি ছাড়া, শস্যের গড় দাম কমে গেল ১৬% এরও বেশি। ইজারাদার কৃষকেরা শোর গোল তুলল খাজনা হ্রাসের দাবিতে। আলাদা আলাদা কিছু ক্ষেত্রে সফল হলেও, মোটের উপরে তারা ব্যর্থ হল তাদের দাবি পূরণ করতে। তারা আশ্রয় নিল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, ষ্টিম ইঞ্জিন এবং নোতুন মেশিনপত্রের ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে, যা কিছু পরিমাণে ঘোড়ার জায়গা নিল এবং তাদের ঠেলে দিল অর্থনীতির বাইরে উপরন্তু কৃষিক্ষেত্রের দিন-মজুরদের কাজের বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে কৃত্রিম ভাবে ঘটিয়ে দিল একটি অতি জনসংখ্যা এবং এইভাবে ঘটালো নোতুন করে মজুরি হ্রাস। এবং এটা ঘটল সেই সময় মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনায় কৃষি জনসংখ্যার আপেক্ষিক হ্রাস সত্ত্বেও এবং কয়েকটি বিশুদ্ধ কৃষি-অঞ্চলে কৃষি জনসংখ্যার অনাপেক্ষিক হ্রাস সত্ত্বেও।[১] যেমন কেম্ব্রিজের তৎকালীন অর্থনীতির অধ্যাপক ফসেট (যিনি মারা যান ১৮৮৪ সালে পোস্টমাস্টার জেনারেল হিসাবে) বলেন : ১৮৬৫ সালের ১২ই অক্টোবর সমাজ বিজ্ঞান সম্মেলনে : "শ্রমিকেরা দেশত্যাগ করতে শুরু করেছিল এবং কৃষকেরাও নালিশ জানাতে

* ইং স : Ch. XXV, 5,e

১. জন সি মর্টন *The Forces Used in Agriculture,* ১৮৬০ সালে লণ্ডন সোসাইটি অব আর্টস-এ প্রদত্ত ভাষণ, যার ভিত্তি ছিল প্রায় ১২টি স্কটিশ এবং ৩৫টি ইংলিশ কাউন্টির ইজারদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রামাণ্য দলিলপত্র।

শুরু করেছিল যে তারা এত উঁচু খাজনা দিতে সক্ষম হবে না, যেমন তারা এত কাল দিতে অভ্যস্ত হয়েছিল, যেহেতু দেশত্যাগের ফলে শ্রম মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছে।" তা হলে এখানেও উঁচু ভূমি-খাজনাকে নিচু মজুরির সঙ্গে সরাসরি এক করা হয়েছে। এবং যতদূর পর্যন্ত জমির দামের মান নির্ধারিত হয় এই ঘটনার—বর্ধমান খাজনার—দ্বারা, ততদূর পর্যন্ত জমির উচ্চদাম এবং শ্রমের নিম্ন দাম হয় অভিন্ন।

একই কথা সত্য ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও। "খাজনা বৃদ্ধি পায় কারণ এক দিকে রুটি, মদ, মাংস, সবজি ও ফলের দাম বৃদ্ধি পায় এবং অন্য দিকে শ্রমের দাম থাকে অপরিবর্তিত। যদি প্রবীণ ব্যক্তিরা তাঁদের পিতাদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করেন, আমাদের ১০০ বছর আগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে, তাঁরা দেখতে পাবেন যে, গ্রামীণ ফ্রান্সে এক দিনের শ্রমের দাম ছিল তাই, যা আজকে আছে। তখন থেকে মাংসের দাম বেড়েছে তিন গুণ।... এই বিপ্লবের বলি হল কে? সে কি ধনী লোকটি, যে একটি ভূমি-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী, নাকি গরিব লোকটি যে সেখানে কাজ করে?...খাজনার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি সার্বজনিক সর্বনাশের সাক্ষ্য।" (*Du Mecanisme de la Societe en France et en Angeleterre by* M. Rubichon 2nd. ed Paris 1837, P. 101)

মর্টন,* ভূসম্পত্তির দালাল এবং কৃষি-মেকানিক, যাঁর কথা আগেও উদ্ধৃত করা হয়েছে, বলেন যে, অনেক এলাকায় দেখা গিয়েছে যে বড় বড় ভূ-সম্পত্তির খাজনা ছোট ছোট ভূ-সম্পত্তির চেয়ে কম কেননা "দ্বিতীয়টির জন্য প্রতিযোগিতা সচরাচর প্রথমটির চেয়ে বেশি, এবং যেহেতু খুব কম সংখ্যক ছোট কৃষকই পারে কৃষি ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায়ে নজর দিতে, সেই হেতু একটি উপযুক্ত বৃত্তির জন্য তাদের উৎকণ্ঠা তাদের অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা করে তাদের বিচার-বুদ্ধি যতটা অনুমোদন করে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ খাজনা দিতে।" (John L. Morton *The Resources of Estates* London, 1858, P. 116.)

যাই হোক, মনে করা হয় যে এই পার্থক্যটা ইংল্যাণ্ডে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে; এটার প্রধান কারণ হিসাবে তিনি নির্দেশ করেন ঠিক এই ছোট ইজারাদার শ্রেণীরই দেশ ত্যাগকে। মর্টন এমন একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝান, যেটিতে স্পষ্টতঃ স্বয়ং ইজারাদারের মজুরিটাই এবং আরো নির্দিষ্ট ভাবে তার শ্রমিকদের মজুরিটাই, খর্বিত হয় ভূমি-খাজনার কারণে। এটা ঘটে সেই সব ইজারা-নেওয়া জমির বেলায় যেগুলির এলাকা ৭০ থেকে ৮০ একর, যেখানে দুঘোড়ার লাঙল চালু রাখা যায় না। "যদি ইজারাদার তার নিজের হাত দিয়ে শ্রমিকের মত মেহনত নিয়ে কাজ করে না, সেখানে তার জোত তাকে পরিপোষণ করবে না। যদি সে তার কাজ সম্পাদনের ভার ছেড়ে দেয় তার শ্রমিকদের হাতে, যখন সে কেবল তাদের উপরে নজর রাখে, তা হলে সম্ভাবনা এই যে অদূর ভবিষ্যতে সে দেখবে যে সে আর তার খাজনা দিতে পারছে না।" (*l. c.* P. 118)। সুতরাং মর্টন সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি একটি এলাকার ইজারাদারেরা

* মার্কস উদ্ধৃত করেছেন জন লকার্ট মর্টনকে।

খুবই গরিব না হয় তা হলে ইজারাভুক্ত জোতের আয়তনে ১০ একরের কম হওয়া উচিত নয়, যাতে করে ইজারাদারেরা রাখতে পারে দুটি বা তিনটি ঘোড়া।

মঁশিয়ে লিয়ঁস দ্য লাভারঁ। *Membre de l 'Instituit et de la Societe Contrlae d Agriculture*-এর অসাধারণ প্রাজ্ঞতা। তাঁর Economic Ruarle de l Angletere-এ ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডন ১৮৫৫ থেকে উধৃত, তিনি ফ্রান্সে নিযুক্ত গবাদি পশু থেকে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে যেখানে গবাদি পশুর স্থান নিয়েছে ঘোড়া, সেখানে যা পাওয়া যায় না তার এই তুলনা করেছেন:

	ফ্রান্স		ইংল্যাণ্ড
ফ্রান্স:	দুধ··· £ ৪০ লক্ষ	ইংল্যাণ্ড	দুধ··· £ ১ কোটি ৬০ লক্ষ
	মাংস···£ ১ কোটি ৬০ লক্ষ		মাংস···£ ২ কোটি
	শ্রম··· £ ৮০ লক্ষ		শ্রম···—
	£ ২ কোটি ৮০ লক্ষ		£ ৩ কোটি ৬০ লক্ষ

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে এখানে বৃহত্তর মোট পাওয়া যায় কারণ তাঁর নিজেরই সাক্ষ্য অনুযায়ী ফ্রান্সের চেয়ে ইংল্যাণ্ডে দুধের দাম দুগুণ যেখানে দুদেশেই তিনি মাংসের দাম ধরেছেন একই (পৃ:৩৫). সুতরাং ইংল্যাণ্ডে দুধের উৎপাদন কমে দাঁড়ায় £ ৮০ লক্ষ এবং মোটটা কমে দাঁড়ায় £ ২ কোটি ৮০ লক্ষ, যা ফ্রান্সের সঙ্গে অভিন্ন। এটা বাস্তবিকই খুব বাড়াবাড়ি যখন মিঃ লাভারঁ্যা পরিমাণ গুলিকে এবং দামের পার্থক্য গুলিকে যুগপৎ তার গণনায় স্থান করে দেন, যাতে করে যখন ইংল্যাণ্ড কতকগুলি জিনিস উৎপাদন করে ফ্রান্সের চেয়ে বেশি খরচে, সেটা প্রতিভাত হয় ইংল্যাণ্ডের কৃষিকার্যের পক্ষে একটা সুবিধা হিসাবে, যখন বড় জোর তা নির্দেশ করে ইজারাদার ও জমিদারদের পক্ষে বেশি মুনাফা।

মিঃ লাভারঁ্যা যে কেবল ইংল্যাণ্ডের কৃষির অর্থনৈতিক সাফল্যগুলির সঙ্গে কেবল পরিচিতই ছিলেন. তা নয়, তিনি যে সেখানকার ইজারাদার ও জমিদারদের কুসংস্কারগুলি অংশীদারও ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৪৮ পৃষ্ঠায়: "সাধারণ ভাবে সব দানাশস্যেরই বড় ত্রুটি এই যে···যে মাটি তাদের ধারণ করে তাকেই তারা রিক্ত করে দেয়।" তিনি যে কেবল এটাই বিশ্বাস করেন না যে, অন্যান্য উদ্ভিদও একই কাজ করে, উলটো তিনি এটাও বিশ্বাস করেন পশু খাদ্য ও মূল জাতীয় শস্য উৎপাদন মাটিকে ঋদ্ধ করে: "পশুখাদ্য-উদ্ভিদগুলি তাদের বিকাশ ও বৃদ্ধির উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করে আবহাওয়া থেকে অন্য দিকে তারা মাটি থেকে যা নেয়, তার চেয়ে ঢের বেশি মাটিকে দেয়; এইভাবে তারা সরাসরি এবং জৈব সারে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে উভয়তই, সাধারণ ভাবে দানা শস্য ও সর্বরিক্তকারী শস্যসমূহ মাটির যে ক্ষতি করে, তা প্রতিপূরণ করে দেয়; সুতরাং একটি নীতি হওয়া উচিত এই যে, এই শস্যগুলির সঙ্গে পশুখাদ্য উদ্ভিদের অন্ততঃ একটা পরম্পরা রক্ষা করতে হবে; এটাই হল নর্ফোক-এর পালা-ক্রমিক চাষ (পৃ: ৫০, ৫১)।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে মিঃ লাভারঁ্যা, যিনি ইংল্যাণ্ডের এই রূপকথাগুলিকে বিশ্বাস করেন, তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, শস্য কর তুলে নেবার পর থেকে ইংরেজ

কৃষি-শ্রমিকেরা হারিয়েছে তাদের আগেকার অস্বাভাবিকতা। (আগে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা দেখুন। Buch I Kap. XXIII, PP 70—729*)। কিন্তু সেই সঙ্গে বার্মিংহামে মিঃ জন ব্রাইট-এর বক্তৃতাও শোনা যাক, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫।

পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারের পার্লামেন্টে কোনো প্রতিনিধি নেই, একথা উল্লেখ করার পরে, তিনি বলেন, "যুক্তরাজ্যে তাদের মধ্যে আছে ১০ লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি, যাদের শ্রেণীভুক্ত করা হয় নিঃস্বদের শোচনীয় তালিকায়। আরো ১০ লক্ষ আছে যাদের স্থান নিঃস্বদের ঠিক উপরে। তাদের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ তার চেয়ে বেশি অনুকূল নয়। এখন তাকান এই জনসমষ্টির নিরক্ষর ও নিম্নতর স্তরগুলির দিকে। তাকান তাদের দুর্গত অবস্থার দিকে, দারিদ্র্যের দিকে, দুঃখ দুর্দশার দিকে, সমস্ত মঙ্গল সম্পর্কে তাদের নীরন্ধ্র নৈরাশ্যের দিকে। কেন, যুক্তরাষ্ট্রে—এমনকি ক্রীতদাসত্বের রাজত্বে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে পর্যন্ত—প্রত্যেক নিগ্রোর এমন একটা ধারণা ছিল যে এক দিন তার জন্যও ছিল এক আনন্দের দিন। কিন্তু এই লোকগুলির কাছে—এই দেশের নিম্নতম স্তরগুলির শ্রেণীর কাছে—আমার কেবল এ কথাই বলার আছে যে, না আছে ভাল কিছুর জন্য বিশ্বাস না আছে তার জন্য কোনো আকাঙ্খা। আপনি কি জন ক্রস নামে ডর্সেটশায়ার-এর একজন শ্রমিক সম্পর্কে সম্প্রতি খবরের কাগজগুলিতে যে অনুচ্ছেদটি বেরিয়েছিল, সেটি পড়েছেন? সে কাজ করত সপ্তাহে ছ' দিন তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে—যার জন্য সে সপ্তাহে ৮ শিলিং মজুরিতে কাজ করেছে চব্বিশ বছর ধরে—তার কাছ থেকে তার ছিল এক খানা চমৎকার চরিত্রের প্রশংসাপত্র। তার খুপরিতে ছিল তার সাতটি সন্তানের একটি পরিবার—এক রুগ্ন স্ত্রী এবং একটি শিশু, যাদের তাকে ভরণ পোষণ করতে হত এই মজুরির সাহায্যে। সে নিয়েছিল—আমার ধারণা, আইনের চোখে, সে চুরি করেছিল—একটি কাঠের খিল যার মূল্য ছিল ছ' পেন্স। এই অপরাধের জন্য তার বিচার হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটদের সমক্ষে এবং সাজা হয়েছিল ১৪ বা ২০ দিনের কারাবাস।... আমি আপনাদের বলতে পারি সারা দেশে বিশেষ করে দক্ষিণে জন ক্রসের মত ঘটনা পাওয়া যাবে হাজারে হাজারে এবং তাদের অবস্থা এই রকম যে এ পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যগ্র অনুসন্ধানকারীও এই রহস্যের সমাধান করতে পারেন নি যে কেমন করে এখনো তারা প্রাণে বেঁচে আছে। এখন আপনার দৃষ্টিপাত করুন দেশের প্রতি এবং তাকান এই পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারের দিকে এবং এবং তাদের এই স্তরগুলির নৈরাশ্য পূর্ণ অবস্থার দিকে। এটা কি সত্য নয় যে ভোটাধিকার-বঞ্চিত এই জাতি কেবল শ্রম আর শ্রম করতেই জানে, জানেনা কোনো বিশ্রাম? এদের তুলনা করুন শাসক শ্রেণীর সঙ্গে—কিন্তু আমি যদি করি, তা হলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে কমিউনিজমের।...এই বিরাট শ্রমশীল ভোটাধিকারবঞ্চিত জাতিকে তুলনা করুন সেই অংশটির সঙ্গে যাকে বলা হয় শাসক শ্রেণী। তাকান তার বিত্তের দিকে; তার আড়ম্বরের দিকে—তাকান তার বিলাসের দিকে। দেখুন তার ক্লান্তি—কেননা তাদের মধ্যে ক্লান্তিও আছে, তবে সেটা সম্ভোগের

ইং সংস্করণ: Ch. XXV PP. 673—96

ক্লান্তি—এবং দেখুন কেমন তারা ছুটে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে নিত্য নোতুন প্রমোদের সন্ধানে।" (*Morning Star*, December 14, 1865.)

নীচে যা বলা হয়েছে, তাতে প্রকাশ পাবে কিভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে এবং অতএব উদ্বৃত্ত-শ্রমকে সাধারণতঃ গুলিয়ে ফেলা হয় ভূমি-খাজনার সঙ্গে – উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের সেই অংশটির সঙ্গে, যেটি গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে, অন্ততঃ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে, সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত। সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত-শ্রমের স্বাভাবিক ভিত্তি, অর্থাৎ যা ছাড়া এবংবিধ শ্রম সম্পাদিত হতে পারে না তেমন একটি স্বাভাবিক পূর্বশর্ত, হচ্ছে এই যে, প্রকৃতি অবশ্যই সরবরাহ করবে—জমির জৈব বা উদ্ভিজ্জ উৎপন্নের আকারে মৎসক্ষেত্র ইত্যাদিতে—জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক উপায় সমূহ শ্রমের সেই পরিমাণ ব্যয়ের অবস্থায়, যা গোটা কাজের দিনটিকে নিঃশেষিত করে না। কৃষি-শ্রমের (যা এখানে অন্তর্ভুক্ত করে, সংগ্রহ করা : শিকার করা, মাছ ধরা এবং গবাদি পশু পালন করা) এই স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতাই হচ্ছে সমস্ত উদ্বৃত্ত-ভিত্তি, কেননা সমস্ত শ্রমই প্রাথমিক ভাবে এবং প্রারম্ভিক ভাবে পরিচালিত হয় খাদ্য আহরণ ও উৎপাদনের লক্ষ্যে। (পশুরা সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় উত্তাপের জন্য চামড়াও যোগায় ; গুহা-ঘর ইত্যাদিও)।

উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন এবং ভূমি-খাজনার মধ্যে একই বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায় মিঃ ডোভ-এর লেখায়,* অবশ্য ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত। শুরুতে কৃষি এবং শিল্প শ্রমকে আলাদা করা হত না ; শিল্প শ্রম ছিল কৃষি-শ্রমেরই উপাঙ্গ। জমি-চাষকারী জনজাতির উদ্বৃত্ত-শ্রম এবং উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন, গৃহ-সমবায় (কমিউন') বা পরিবার অন্তর্ভুক্ত করত কৃষি এবং শিল্প-শ্রম উভয়কেই। দুটিই যেত হাত ধরাধরি করে। শিকার, মাছ-ধরা এবং চাষ করা সম্ভব ছিল না উপযুক্ত হাতিয়ার ছাড়া। কাপড়-বোনা, সুতো-কাটা ইত্যাদি করা হত কৃষিকাজেরই উপাঙ্গ হিসাবে।

আমরা আগে দেখিয়েছি, ঠিক যেমন একজন ব্যক্তিগত শ্রমিকের শ্রম ভাগ করা যায় আবশ্যিক এবং উদ্বৃত্ত শ্রম হিসাবে, ঠিক তেমনি শ্রমিক শ্রেণীর মোট সমষ্টিগত শ্রমকেও এমন ভাগ করা যায় যে, যে-অংশ শ্রমিক শ্রেণীর জন্য উৎপাদন করে মোট জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ (এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ সহ), সেই অংশ সমগ্র সমাজের জন্যই উৎপাদন করে আবশ্যিক শ্রম। শ্রমিক শ্রেণীর বাকি অংশের দ্বারা সম্পাদিত শ্রমকে তখন গণ্য করা যায় উদ্বৃত্ত-শ্রম হিসাবে। কিন্তু আবশ্যিক শ্রম কৃষি-শ্রম নিয়েই গঠিত হয় না, সেই শ্রম নিয়েও গঠিত হয় যা উৎপাদন করে বাকি সমস্ত দ্রব্য যেগুলি আবশ্যিক ভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয় শ্রমিকের গড় পরিভোগের মধ্যে। অধিকন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কিছু শ্রমিক করে কেবল আবশ্যিক শ্রম এবং বাকিরা করে কেবল উদ্বৃত্ত-শ্রম, এবং উলটোটাও খাটে। এটা কেবল তাদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ।

---

* P. Dove, *The Elements of Politicsl Science* Edinburgh, 1854, pp. 264, 273.

সাধারণ ভাবে কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম-বিভাগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক দিকে শ্রমের বিশুদ্ধ শিল্পগত চরিত্র অন্য দিকে সহগামী হয় শ্রমের বিশুদ্ধ কৃষিগত চরিত্রের সঙ্গে। এই বিশুদ্ধ কৃষি-শ্রম কোনোক্রমেই প্রকৃতিগত নয়, বরং একটি সামাজিক বিকাশের উৎপন্ন ফল—এবং তাও খুবই আধুনিক, যা এখনো সর্বত্র অর্জিত হয়নি, এবং এটা সহগামী হয় উৎপাদনের বিকাশের একটি অতি-নির্দিষ্ট পর্যায়ের সঙ্গে। ঠিক যেমন কৃষি-শ্রমের একটি অংশ বাস্তবায়িত হয় সেই উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে যেগুলি কাজ করে কেবল বিলাস-সামগ্রী হিসাবে কিংবা শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কিন্তু কোনো ক্রমেই খাদ্য হিসাবে নয়, ব্যাপক জন সংখ্যার খাদ্য হিসাবে তো দূরের কথা, ঠিক তেমনি শিল্প-শ্রমের একটি অংশ বাস্তবায়িত হয় সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে, যেগুলি কাজ করে কৃষি এবং অকৃষি-উভয় ধরনের শ্রমিকদের পরিভোগের আবশ্যিক উপায়-উপকরণ হিসাবে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই শিল্প-শ্রমকে উদ্বৃত্ত-শ্রম হিসাবে গণ্য করা ভুল। এটা অশতঃ ঠিক ততটাই আবশ্যিক শ্রম, ঠিক যতটা কৃষি-শ্রমের আবশ্যিক অংশটি। এটা সেই সঙ্গে আরো একটি রূপ যাকে শিল্প-শ্রমের একটি অংশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেওয়া হয়েছে যা আগে স্বাভাবিক ভাবেই সংযুক্ত ছিল কৃষি-শ্রমের সঙ্গে—নির্দিষ্ট ভাবে কৃষি-শ্রমের একটি আবশ্যিক পারস্পরিক অনুপূরক, যা এখন তা থেকে বিচ্ছিন্ন। (বিশুদ্ধ বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, ৫০০ যান্ত্রিক তন্তুবায়, ধরা যাক, উৎপাদন করে ঢের বেশি উদ্বৃত্ত-বস্ত্র, অর্থাৎ তাদের নিজেদের পরিচ্ছদ হিসাবে যতটা প্রয়োজন, তার তুলনায়।)

সর্বশেষে, ভূমি-খাজনার অর্থাৎ উৎপাদন ও পরিভোগের উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহারের জন্য ইজারাদার জমিদারকে ভূমি-খাজনা নামে যে টাকা ইজারা বাবদে দেয়—তার বিবিধ রূপের অভিব্যক্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যে-সব জিনিসের নিজেদের কোনো মূল্য নেই, অর্থাৎ যেগুলি শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন নয়, যেমন ভূমি, কিংবা যেগুলি অন্ততঃ শ্রমের দ্বারা পুনরুৎপাদিত হতে পারে না, যেমন প্রত্ন-দ্রব্য এবং মহান শিল্পীদের শিল্পকৃতি, সেগুলির দাম নির্ধারিত হয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা-সমাবেশের ফলে। এগুলি বিক্রি করার জন্য আর কিছুই লাগে না কেবল এগুলির একচেটিয়া কৃত ও পরকীকৃত হবার যোগ্যতা ছাড়া।

ভূমি-খাজনা অধ্যয়ন করতে বসে তিনটি প্রধান ভুলকে পরিহার করতে হবে; এই তিনটি ভুলই তাকে দুর্বোধ্য করে রাখে।

১) সামাজিক প্রক্রিয়ার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী খাজনার বিবিধ রূপকে গুলিয়ে ফেলা।

খাজনার নির্দিষ্ট রূপটি যাই হোক না কেন, সব কটি রূপেরই একটি ব্যাপারে মিল: খাজনা আদায়ীকরণ হচ্ছে সেই অর্থনৈতিক রূপ, যে রূপটিতে ভূমিগত সম্পত্তি উপলব্ধ হয়; এবং ভূমি-খাজনা আবার ধরে নেয় করে ভূমিগত সম্পত্তির. অর্থাৎ আমাদের এই গ্রহের কয়েকটি অংশের উপরে কিছু ব্যক্তির মালিকানার আগে থেকে অস্তিত্ব। মালিক হতে পারে একজন ব্যক্তি যে প্রতিনিধিত্ব করে একটি জন-সমষ্টির, যেমন এশিয়া মিশর

ইত্যাদি জায়গায় ; অথবা এই ভূমিগত সম্পত্তি হতে পারে কেবল স্বয়ং প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদেরই উপরে কোনো ব্যক্তির মালিকানার সঙ্গে ওতঃপ্রোত, যেমন ক্রীতদাস ও ভূমি-দাস প্রথার আমলে ; অথবা তা হতে পারে প্রকৃতির উপরে অনুৎপাদনকারীদের বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত মালিকানা, জমির উপরে নিছক একটি স্বত্বাধিকার ; অথবা সর্বশেষে, তা হতে পারে জমির সঙ্গে এমন একটি সম্পর্কীয়তা, যা, যেমন উপনিবেশবাদীদের ক্ষেত্রে এবং জমির মালিকানা-ভোগী ছোট কৃষকদের ক্ষেত্রে, প্রতীয়মান হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভূমিখণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্যাদির আত্মীকরণ ও উৎপাদনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ ভাবে অন্তর্ভুক্ত বলে—বিক্ষিপ্ত শ্রমের মধ্যে সামাজিক ভাবে বিকশিত শ্রমের মধ্যে নয়।

বিভিন্ন রূপের খাজনার **অভিন্ন উপাদানটি,** যথা ভূমিগত সম্পত্তির অর্থ নৈতিক উপলব্ধি করণের উপাদানটি যে আইনগত ছলনার কৃপায় কয়েকজন ব্যক্তি পায় আমাদের গ্রহের কয়েকটি অংশের উপরে একান্ত অধিকার, সেটি পার্থক্যগুলির পক্ষে সম্ভব করে তোলে চোখ এড়িয়ে যেতে।

২) সমস্ত ভূমি-খাজনাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য—উদ্বৃত্ত শ্রমের উৎপন্ন। জিনিসের আকারে খাজনার অবিকশিত রূপে এটা তখনো থাকে প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন। এই কারণেই এই ভ্রান্ত ধারণা যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অনুষঙ্গী যে খাজনা—যা সব সময়েই মুনাফা ছাড়াও—অর্থাৎ পণ্যের এমন একটি মূল্য অংশ, যেটি নিজের একটি উদ্বৃত্ত-মূল্য (উদ্বৃত্ত উৎপন্ন) দিয়ে গঠিত—সেটি ছাড়াও, একটি উদ্বৃত্ত ; উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই বিশেষ ও নির্দিষ্ট উপাদানটিকে ব্যাখ্যা করা যায় কেবল সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফার অস্তিত্বের সাধারণ অবস্থাগুলিকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমেই। এই অবস্থাগুলি নিম্নরূপ : প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারা, তাদের নিজেদের শ্রম-শক্তি পুনরুৎপাদন করার জন্য, তাদের নিজেদেরই পুনরুৎপাদন করার জন্য যে-সময় অবধি কার করা আবশ্যক, তা ছাড়িয়েও অবশ্যই কাজ করবে। তারা অবশ্যই সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত-শ্রম সম্পাদন করবে। এটা হচ্ছে বিষয়ীগত অবস্থা। বিষয়গত অবস্থা এই যে, তারা অবশ্যই **সক্ষম** থাকবে উদ্বৃত্ত শ্রম সম্পাদন করতে। স্বাভাবিক অবস্থাবলী হতে হবে এমন যে, তাদের উপস্থিত শ্রম সময়ের **একটি অংশ** যথেষ্ট হয় উৎপাদনকারী হিসাবে তাদের পুনরুৎপাদন এবং আত্মসংরক্ষণের জন্য ; এমন যে, তাদের আবশ্যিক জীবন-ধারণের উপায় উপকরণগুলির উৎপাদনেই তাদের গোটা শ্রম শক্তি পরিভুক্ত হয়ে যাবে না। প্রকৃতির উর্বরতা এখানে আরোপ করে একটি সময়-সীমা, একটি সূচনা-বিন্দু, একটি ভিত্তি। অন্য দিকে, তাদের শ্রমের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ গঠন করে বাকী সীমাটি। আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, যেহেতু জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের উৎপাদনই হচ্ছে তাদের অস্তিত্বের এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত উৎপাদনের প্রথম শর্ত সেই হেতু এই উৎপাদন ব্যবহৃত শ্রম, অর্থাৎ ব্যাপকতম অর্থে কৃষি-শ্রম, অবশ্যই হতে হবে যথেষ্ট ফলপ্রসূ, যাতে করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের জন্য জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ উৎপাদনেই উপস্থিত গোটা শ্রম-সময়টা পরিভুক্ত হয়ে না যায়, তার মানে, যাতে করে কৃষিগত উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন অবশ্যই সম্ভব হবে। আরো বিশদ করে বললে, সমাজের একটি অংশের

মোট কৃষিগত শ্রম, আবশ্যিক এবং উদ্বৃত্ত উভয়ই, অবশ্যই যথেষ্ট হতে হবে গোটা সমাজের অর্থাৎ অ কৃষিগত জনসংখ্যার জন্যও, আবশ্যিক ভরণপোষণ উৎপাদনের পক্ষে। সুতরাং এর মানে দাঁড়ায় এই যে, কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে প্রধান শ্রম-বিভাজনটি অবশ্যই সম্ভব হতে হবে ; এবং অনুরূপ ভাবে জীবন-ধারণের উপায়-উৎপাদনকারী চাষী এবং কাঁচামাল-উৎপাদনকারী চাষীর মধ্যে শ্রম-বিভাজন। যদিও জীবন-ধারণের উপায়সমূহের প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের শ্রম ভাগ হয়ে যায়, তাদের নিজেদের দিক থেকে, আবশ্যিক এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমে, সমাজের দিক থেকে, তা প্রতিনিধিত্ব করে কেবল জীবন-ধারণের উপায়-উৎপাদনকারী আবশ্যিক শ্রমের। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সমগ্রভাবে সমাজের অভ্যন্তরে সমস্ত শ্রম-বিভাগের ক্ষেত্রেই—একক কর্মশালাগুলির অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগ থেকে যা ভিন্নতর—এই একই কথা সত্য। একক কর্মশালাগুলির অভ্যন্তরস্থ এই শ্রম আবশ্যক হয় বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য—এই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য সমাজের যে বিশেষ বিশেষ চাহিদা থাকে, তা পূরণের জন্য। যদি এই বিভাজন হয় আনুপাতিক, তা হলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উৎপন্নগুলি বিক্রি হয় তাদের নিজ নিজ মূল্যে (পরবর্তী পর্যায়ে সেগুলি বিক্রি হয় নিজ নিজ উৎপাদনের দামে), কিংবা সেই সেই দামে যেগুলি সাধারণ নিয়মাবলীর দ্বারা নির্ধারিত এই মূল্য বা উৎপাদন-দামগুলির কিছু কিছু অদল-বদল। এটা বাস্তবিক পক্ষে মূল্যের নিয়মটিরই ফল, ভিন্ন ভিন্ন একক পণ্য বা জিনিসের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু শ্রম-বিভাজনের ফলে স্বতন্ত্রীকৃত উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ সামাজিক ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটি মোট উৎপন্নের ক্ষেত্রে ; যাতে করে কেবল এটাই নয় যে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য আবশ্যিক শ্রম-সময়ের বেশি পরিভুক্ত হয় না, সেই সঙ্গে এটাও যে, মোট সামাজিক শ্রম-সময়ের কেবল আবশ্যিক আনুপাতিক পরিমাণটি পরিভুক্ত হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। কেননা এই অবস্থাটা থেকেই যায় যে পণ্য প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের কিন্তু যদি একক পণ্যগুলির ব্যবহার-মূল্য নির্ভর করে সেগুলি একটি বিশেষ চাহিদা পূরণ করে কিনা তার উপরে, তা হলে সামাজিক উৎপন্নের মোট সমষ্টির ব্যবহার-মূল্য নির্ভর করে তা যথোচিত ভাবে প্রত্যেক ধরনের উৎপন্নের জন্য পরিমাণগত ভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক চাহিদা পূরণ করে কিনা এবং অতএব, পরিমাণগত ভাবে সীমা-নির্দিষ্ট এই সামাজিক চাহিদাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রম বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে আনুপাতিক ভাবে বণ্টিত হয়েছে কিনা, তার উপরে। (উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মূলধনের বণ্টন প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হবে) সামাজিক চাহিদা, অর্থাৎ সামাজিক আয়তনে ব্যবহার-মূল্য, এখানে প্রতিভাত হয় মোট যে-সামাজিক শ্রম-সময় উৎপাদনের বিবিধ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়, তার পরিমাণ-নির্ধারক উপাদান বলে। কিন্তু এটা সেই একই নিয়ম যেটি ইতিপূর্বে প্রযুক্ত হয়েছে একক পণ্যগুলির ক্ষেত্রে, যথা, একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য হচ্ছে তার বিনিময়-মূল্যের, অতএব মূল্যের, ভিত্তি। এই পয়েন্টটির কিছু প্রভাব আছে আবশ্যিক এবং উদ্বৃত্ত শ্রমের সম্পর্কের উপরে কেবল তত দূর পর্যন্ত যে, এই অনুপাতটি লঙ্ঘন করলে পণ্যের মূল্য, এবং অতএব, তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যও,

উপলব্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন ধরা যাক আনুপাতিক ভাবে অত্যধিক তুলাজাত জিনিস উৎপাদিত হয়েছে, যদিও প্রচলিত অবস্থা অনুযায়ী আবশ্যক শ্রম-সময়ই এই মোট বস্ত্র-উৎপাদনের মধ্যে বিধৃত হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে এই বিশেষ শাখাটিতে ব্যয়িত হয়েছে অত্যধিক সামাজিক শ্রম; অন্যভাবে বলা যায়, এই উৎপন্নের একটি অংশ অব্যবহার্য। সুতরাং এটা বিক্রি করা হয় সম্পূর্ণ এমন ভাবে যেন তা উৎপাদিত হয়েছিল প্রয়োজনীয় অনুপাতে। বিবিধ বিশেষ বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রের জন্য প্রাপ্তব্য সামাজিক শ্রমের বরাদ্দে এই পরিমাণগত সীমা সাধারণ ভাবে মূল্যের নিয়মটির একটি আরো বিকশিত প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়, যদিও আবশ্যক শ্রম-সময় এখানে ধারণ করে ভিন্নতর তাৎপর্য। সামাজিক চাহিদা মেটাবার জন্য লাগে ঠিক এতটা পরিমাণ। এখানে যে-সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়, তা হচ্ছে ব্যবহার-মূল্যের কারণে। উৎপাদনের প্রচলিত অবস্থায় এই বিশেষ ধরনের উৎপন্নের জন্য সমাজ পারে কেবল তার মোট শ্রমের এতটা পরিমাণ ব্যবহার করতে। কিন্তু সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত শ্রম এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিষয়ীগত এবং বিষয়গত অবস্থাগুলির কিছুই করবার নেই মুনাফা বা খাজনার বিশেষ রূপটির ব্যাপারে। এই অবস্থাগুলি খাটে স্বয়ং উদ্বৃত্ত-মূল্যের ক্ষেত্রে—যে-বিশেষ রূপটিই তা ধারণ করুক না কেন। সুতরাং সেগুলি ভূমি-খাজনা ব্যাখ্যা করে না।

৩। ভূমিগত সম্পত্তির ঠিক এই অর্থনৈতিক ভাবে উপলব্ধিকরণেই, ভূমি-খাজনার উদ্ভবনেই, নিম্নোক্ত চারিত্র বৈশিষ্ট্য সামনে আসে, যেটি এই যে, এর পরিমাণটি কোনো ক্রমেই নির্ধারিত হয় না তার প্রাপকের এমন কাজকর্মের দ্বারা যাতে প্রাপক গ্রহণ করে না কোনো ভূমিকা। সুতরাং এটা সহজেই ঘটতে পারে যে, কোনো কিছুকে গণ্য করা হয় খাজনার (এবং সাধারণ ভাবে কৃষিজাত দ্রব্যাদির) বৈশিষ্ট্য হিসাবে, যা হচ্ছে বাস্তবিক পক্ষে উৎপাদনের সমস্ত শাখার এবং তাদের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যাদির—যেখানে ভিত্তি হচ্ছে পণ্য উৎপাদন—এবং বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, যা হচ্ছে সামগ্রিক ভাবেই পণ্য-উৎপাদন—তাদের সকলেরই একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

ভূমি-খাজনার পরিমাণ (এবং তার সঙ্গে ভূমির মূল্য) বৃদ্ধি পায় সামাজিক বিকাশের সঙ্গে মোট সামাজিক শ্রমের ফল হিসাবে। একদিকে, এর ফলে ঘটে বাজারের এবং ভূমিজাত দ্রব্যাদির চাহিদার প্রসার এবং অন্য দিকে এর ফলে ঘটে খোদ জমির জন্যই চাহিদা বৃদ্ধি—যে-জমি হচ্ছে ব্যবসায়িক কাজকর্মের সকল শাখায়, এমনকি যেগুলি কৃষিগত নয় সেগুলিতেও, প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের ভিত্তিস্বরূপ। আরো সঠিক ভাবে বললে—কেউ যদি ভাবেন কেবল সত্যিকারের কৃষিগত খাজনার কথা, তা হলে - খাজনা, অতএব জমির মূল্য, বিকাশ লাভ করে ভূমিজাত দ্রব্যাদির বাজারের সঙ্গে, এবং এইভাবে অ-কৃষিগত জনসংখ্যার সঙ্গে জীবন-ধারণের উপকরণ ও কাঁচামালের জন্য তার অভাববোধ ও চাহিদার সঙ্গে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের স্বভাবই এই যে, তা অ-কৃষি জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমাগত কৃষি-জনসংখ্যার হ্রাস সাধন করে, কেননা শিল্পে (সঠিক অর্থে) অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় স্থির মূলধনের বৃদ্ধি যায় অস্থির মূলধনের অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে যদিও আপেক্ষিক হ্রাসের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে; অন্যদিকে, কৃষিতে এক খণ্ড জমিকে

কাজে লাগাবার জন্য আবশ্যক অস্থির মূলধন হ্রাস পায় অনাপেক্ষিক ভাবে; অতএব এটা কেবল ততটা অবধি বৃদ্ধি পেতে পারে, যতটা অবধি নোতুন জমি কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু এরও প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হল অ-কৃষি জনসংখ্যায় আরো বৃহত্তর বৃদ্ধি।

বস্তুতঃ আমরা এখানে কৃষি ও তার উৎপন্নাদির একটি চারিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছি না। উলটো, একই জিনিস খাটে উৎপাদনের বাকি সমস্ত শাখা এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে যেখানে ভিত্তি হচ্ছে পণ্য-উৎপাদন এবং তার চূড়ান্ত রূপ তথা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন।

এই উৎপন্ন দ্রব্যগুলি হচ্ছে এমন সব পণ্য, বা ব্যবহার-মূল্য, যাদের আছে বিনিময়-মূল্য যা উপলব্ধ করতে হবে, অর্থে রূপান্তরিত করতে হবে, কেবল ততটা পর্যন্ত যে অন্যান্য পণ্যসামগ্রী রচনা করে তাদের প্রতিমূল্য, অর্থাৎ অন্যান্য উৎপন্ন তাদের মুখোমুখি হয় পণ্য হিসাবে, মূল্য হিসাবে; অতএব ততটা পর্যন্ত যে তারা উৎপাদিত হয় না উৎপাদনকারীদের নিজেদের জন্য জীবন-ধারণের উপায় হিসাবে, কিন্তু পণ্য হিসাবে, এমন উৎপন্ন হিসাবে যেগুলি ব্যবহার-মূল্যে পরিণত হয় কেবল তাদের বিনিময়-মূল্যে (অর্থে) রূপান্তরণের মাধ্যমে, তাদের পরকীকরণের মাধ্যমে। এই পণ্যগুলির বাজার বিকাশ লাভ করে শ্রমের সামাজিক বিভাজনের মাধ্যমে; উৎপাদনশীল শ্রমসমূহের বিভাজন পারস্পরিক ভাবে রূপান্তরিত করে তাদের নিজ নিজ উৎপন্নগুলিকে পণ্যদ্রব্যাদিতে, পরস্পরের প্রতিমূল্যে; এই ভাবে সেগুলি পারস্পরিক কাজ করে বাজার হিসাবে। এটা কোনো ক্রমেই কৃষি উৎপন্নের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়।

খাজনা অর্থ-খাজনা হিসাবে বিকাশ লাভ করতে পারে কেবল পণ্য উৎপাদনের ভিত্তিতে, এবং তা ঠিক ততটাই বিকাশ লাভ করে যতটা কৃষি-উৎপাদন হয়ে ওঠে পণ্য-উৎপাদন অর্থাৎ সেই একই মাত্রা অবধি, যেমাত্রা অবধি অ-কৃষি উৎপাদন বিকাশ লাভ করে কৃষি-উৎপাদন থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, কেননা সেই মাত্রা অবধিই কৃষি-উৎপন্ন পরিণত হয় পণ্যে, বিনিময়-মূল্যে, তথা মূল্যে। যতটা পর্যন্ত পণ্য-উৎপাদন এবং অতএব মূল্য-উৎপাদন বিকাশ লাভ করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে, ততটা পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত উৎপন্নও। কিন্তু যে অনুপাতে দ্বিতীয়োক্তটি বিকাশ লাভ করে, সেই একই অনুপাতে ভূমিগত সম্পত্তি অর্জন করে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ দখল করে নেবার যোগ্যতা—তার ভূমিগত একচেটিয়া অধিকারের মাধ্যমে, এবং এই ভাবে তার খাজনার মূল্য খোদ জমির দাম বাড়িয়ে দেবারও যোগ্যতা। এই উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের বিকাশ সাধনে ধনিক এখনো সম্পাদন করে একটি সক্রিয় ভূমিকা। কিন্তু জমিদার কেবল আত্মসাৎ করে এই উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি ক্রমবৃদ্ধিশীল অংশ—অথচ এই বৃদ্ধিতে যোগায় না কোনোরকম অবদান। এটাই হচ্ছে তার অবস্থানের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য—এই ঘটনাটা নয় যে, জমির উৎপন্নের মূল্য এবং এই ভাবে খোদ জমির মূল্যও এমন একটি মাত্রা অবধি বৃদ্ধি পায় যে তাদের বাজার প্রসার লাভ করে; চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় পণ্যের জগৎ, যা মুখোমুখি হয় জমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির সঙ্গে—অন্য ভাবে বলা যায় অ-কৃষি পণ্য-উৎপাদনকারীদের এবং অকৃষি-পণ্য-

উৎপাদনের সমগ্র সমষ্টির সঙ্গে। কিন্তু যেহেতু এটা ঘটে তার দিক থেকে কোনো কাজ ছাড়াই, সেই হেতু এটা তার কাছে প্রতিভাত হয় একটা অসাধারণ ব্যাপার বলে যে মূল্যের পরিমাণ, উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের খাজনায় রূপান্তর-পরিগ্রহ নির্ভর করবে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরে, সাধারণ ভাবে পণ্য-উৎপাদনের উপরে। এই কারণে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ড্যাভ চেষ্টা করেন এ থেকেই খাজনার উদ্ভব প্রদর্শন করতে। তিনি বলেন, খাজনা কৃষি-উৎপন্নের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার মূল্যের উপর ;* যাই হোক, এটা নির্ভর করে অকৃষি-জনসংখ্যার উৎপাদনশীলতার উপরে। কিন্তু এটা অন্য প্রত্যেকটি উৎপন্নের ক্ষেত্রেও সত্য যে তা কেবল পণ্য হিসাবে বিকাশ লাভ করতে পারে অংশত: অন্যান্য পণ্যের পরিমাণ হিসাবে এবং অংশত সেগুলির রকমারি হিসাবে, যেগুলি রচনা করে তার বৃদ্ধির বাবদে প্রতিমূল্যসমূহ। মূল্যের সাধারণ বিবৃতি প্রসঙ্গে এটা ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে।** এক দিকে, একটি উৎপন্নের বিনিময়-যোগ্যতা সাধারণ ভাবে নির্ভর করে তার উপস্থিতি এবং এছাড়াও আরো বহুবিধ পণ্যের উপস্থিতির উপরে। অন্যদিকে, এর উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে যে-পরিমাণে এই উৎপন্নটি উৎপাদিত হতে পারে পণ্য হিসাবে, সেই পরিমাণটি।

শিল্পগত উৎপাদনকারীই হোক বা কৃষিগত উৎপাদনকারীই হোক, বিচ্ছিন্ন একক ভাবে বিবেচনা করলে কেউই মূল্য বা পণ্য উৎপাদন করে না। তার উৎপন্ন পরিণত হয় মূল্যে এবং পণ্যে কেবল নির্দিষ্ট সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের পটভূমিকায়। প্রথমতঃ যতটা পর্যন্ত তা প্রতিভাত হয় সামাজিক শ্রমের অভিব্যক্তি হিসাবে, অতএব যতটা পর্যন্ত একক উৎপাদনকারীর শ্রম-সময় প্রতিভাত হয় সাধারণ ভাবে সামাজিক শ্রম-সময়ের অংশ হিসাবে ; এবং দ্বিতীয়তঃ, তার শ্রমের এই সামাজিক চরিত্র প্রতিভাত হয় তার উৎপন্নের উপরে মুদ্রিত বলে—তার আর্থিক চরিত্রের মাধ্যমে এবং তার দামের দ্বারা নির্ধারিত তার বিনিময়যোগ্যতার মাধ্যমে।

সুতরাং যদি, এক দিকে উদ্বৃত্ত-মূল্য, কিংবা আরো সংকীর্ণ ভাবে, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় খাজনার পরিবর্তে তা হলে, অন্য দিকে, এই ভুল করা হয় যে, কৃষি-উৎপন্নের উপরে একান্তভাবে আরোপ করা হয় এমন একটি চারিত্র-বৈশিষ্ট্য, যা, পণ্য এবং মূল্য হিসাবে, সমস্ত উৎপন্নেরই চারিত্র-বৈশিষ্ট্য। যাঁরা সাধারণ মূল্য-নির্ধারণ থেকে চলে যান একটি বিশেষ পণ্য-মূল্যের উপলব্ধি-করণে, তাঁরা এই ব্যাপারটিকে আরো স্থূল চেহারা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক পণ্য তার মূল্য উপলব্ধ করতে পারে কেবল সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়, এবং সেটা তার মূল্য উপলব্ধ করল কিনা আর করে থাকলে, কোন্ পর্যন্ত করল, তা নির্ভর করে উপস্থিত বাজারের অবস্থার উপরে।

* P. Dove, *The Elements of Political Science,* Edinburgh, 1854, P. 279

** ইং সং : Vol. I. P. 88

তা হলে এটা ভূমি-খাজনার অনন্য বৈশিষ্ট্য নয় যে, কৃষি-উৎপন্নগুলি বিকাশ লাভ করে মূল্যে এবং মূল্য হিসাবে, অর্থাৎ সেগুলি অন্যান্য পণ্যের মুখোমুখি হয় পণ্য হিসাবে এবং অ-কৃষি উৎপন্নসমূহ সেগুলির মুখোমুখি হয় পণ্য হিসাবে, অথবা বিকাশ লাভ করে সামাজিক শ্রমের নির্দিষ্ট প্রকাশ হিসাবে। ভূমি-খাজনার অনন্য বৈশিষ্ট্য বরং এই যে, যে-অবস্থাগুলিতে কৃষি-উৎপন্ন-সমূহ বিকশিত হয় মূল্য (পণ্য) হিসাবে, সেই অবস্থাগুলি সহ, এবং যে অবস্থাগুলিতে তাদের মূল্যসমূহ উপলব্ধ হয়, সেই অবস্থাগুলি সহ, আরও বৃদ্ধি পায় ভূমিগত সম্পত্তির সেই মূল্যসমূহের একটি বর্ধিষ্ণু অংশ আত্মসাৎ করার ক্ষমতা, যা উৎপাদিত হয়েছে তার সহায়তা ছাড়া, এবং এইভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি বর্ধিষ্ণু অংশ রূপান্তরিত হয় ভূমি-খাজনায়।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

পার্থক্য-জনিত খাজনা : সাধারণ মন্তব্য

ভূমি-খাজনার বিশ্লেষণে আমরা এটা ধরে নিয়ে অগ্রসর হব যে, যে-সব উৎপন্ন এবংবিধ খাজনা দেয়, যে-সব উৎপন্নে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ, অতএব মোট দামেরও একটি অংশ, নিজেকে পর্যবসিত করে ভূমি-খাজনায়, অর্থাৎ কৃষিজাত এবং খনিজাত দ্রব্যাদি, বাকি সমস্ত পণ্যের মতই বিক্রয় হয় তাদের উৎপাদন-দামে। (আমাদের যা উদ্দেশ্য, তার জন্য কৃষিজাত এবং খনিজাত দ্রব্যাদির মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখা যথেষ্ট।) অন্য ভাবে বললে, তাদের বিক্রয়-দাম গঠিত হয় তাদের ব্যয়ের উপাদানসমূহ (পরিভুক্ত স্থির এবং অস্থির মূলধনের মূল্য) যোগ মুনাফার সাধারণ হারের দ্বারা নির্ধারিত এবং মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনের - পরিভুক্ত হোক আর না হোক—ভিত্তিতে গণনাকৃত একটি মুনাফা দিয়ে। তা হলে আমরা ধরে নিই যে এই দ্রব্যগুলির গড় বিক্রয়-দামসমূহ তাদের উৎপাদন-দামসমূহের সমান। এখন প্রশ্ন ওঠে এমন অবস্থায় ভূমি-খাজনার পক্ষে বিকাশ লাভ করা কি ভাবে সম্ভব, অর্থাৎ মুনাফার একটি অংশের পক্ষে ভূমি-খাজনায় রূপান্তরিত হওয়া কি ভাবে সম্ভব, যাতে করে পণ্য-দামের একটি অংশ পড়ে জমিদারের ভাগে।

এই ধরনের ভূমি-খাজনার সাধারণ চরিত্রটি তুলে ধরতে, আমরা ধরে নেব যে, একটি দেশের অধিকাংশ কারখানা তাদের শক্তি প্রাপ্ত হয় বাষ্প-ইঞ্জিন থেকে, আর কিছু অংশ তা প্রাপ্ত হয় প্রাকৃতিক জল-প্রপাত থেকে। আরো ধরা যাক যে, আগেকার ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে পরিভুক্ত হয়েছে ১০০ পরিমাণ মূলধন তার জন্য উৎপাদনের দাম দাঁড়ায় ১০০। ১৫% মুনাফা গণনা করা হয় শুধু ১০০ পরিমাণ পরিভুক্ত মূলধনের উপরে নয় পরন্তু এই পণ্য-মূল্যের উৎপাদনে নিয়োজিত গোটা মূলধনের উপরে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে উৎপাদনের এই দাম নির্ধারিত হয় প্রত্যেকটি একক শিল্প-উৎপাদনকারীর একক ব্যয়-দামের দ্বারা নয়, পরন্তু সমগ্র উৎপাদন ক্ষেত্রের গড় অবস্থায় পণ্যের গড় ব্যয়-দামের দ্বারা। বাস্তবিক পক্ষে, এটা হচ্ছে উৎপাদনের বাজার-দাম, ওঠা-নামা থেকে আলাদা ভাবে গড় বাজার-দাম। এটা সাধারণ ভাবে বাজার-দামের রূপে, এবং অধিকন্তু নিয়ন্ত্রণকারী বাজার দামের কিংবা উৎপাদনের বাজার-দামের রূপে, যে পণ্যের মূল্যের প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে—এর নির্ধারণ বিবিধ পণ্যের একটি বিশেষ পরিমাণের কিংবা কোনো একক পণ্যের বিশেষ পরিমাণের, উৎপাদনের জন্য কোনো একক উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে আবশ্যক শ্রম-সময়ের দ্বারা হয় না, নির্ধারণ হয় সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম-সময়ের দ্বারা, তার মানে, সামাজিক উৎপাদনের বর্তমান গড় অবস্থাবলীর অধীনে বাজার-স্থিত সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় রকমারি পণ্যের মোট পরিমাণটির উৎপাদনের জন্য আবশ্যক শ্রম-সময়ের দ্বারা।

যেহেতু এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যাতথ্যের গুরুত্ব নেই, সেহেতু আমরা আরো ধরে নেব যে, জল-শক্তিতে চালিত কারখানাগুলিতে ব্যয়-দাম ১০০-র জায়গায় কেবল ৯০। যেহেতু এই পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দাম হচ্ছে = ১১৫, ১৫% মুনাফা সমেত

সেই হেতু যে-ম্যানুফ্যাকচারকারীরা জল-শক্তির সাহায্যে তাদের মেশিন-পত্র চালায়, তারাও তাদের পণ্য বিক্রয় করবে ১১৫-তে অর্থাৎ বাজার-দাম নিয়ন্ত্রণকারী গড় দামে। তা হলে তাদের মুনাফা হবে ১৫-র বদলে ২৫ ; নিয়ন্ত্রণকারী উৎপাদন-দাম তাদের দেবে ১০% উদ্বৃত্ত মুনাফা—এই কারণে নয় যে, তারা তাদের পণ্য বিক্রয় করবে উৎপাদন-দামের বেশিতে, পরন্তু এই কারণে যে তারা বিক্রয় করবে উৎপাদন-দামেই, কেননা তাদের পণ্য উৎপাদিত হয়, কিংবা তাদের মূলধন কাজ করে অতি-বিরল রকমের অনুকূল অবস্থায়, অর্থাৎ এমন অবস্থায় যা উক্ত ক্ষেত্রে বিদ্যমান গড়ের চেয়েও অনুকূল।

দুটি জিনিস একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

প্রথমতঃ যারা উদ্দীপন-শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে একটি প্রাকৃতিক জল-প্রপাতকে, সেই উৎপাদনকারীদের উদ্বৃত্ত মুনাফা শুরু করতে হবে সমস্ত উদ্বৃত্ত মুনাফার সঙ্গে একই শ্রেণীতে (এবং উৎপাদনের দাম আলোচনা-কালে এই বর্গটিকে আমরা ইতিপূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি), যা সঞ্চলন-প্রক্রিয়ায় লেন-দেনের কোনো অপ্রত্যাশিত ফল নয়, বাজার দামে কোনো অপ্রত্যাশিত ওঠা-নামার ফল নয়। তা হলে, এই উদ্বৃত্ত-মুনাফা অনুরূপ ভাবে এই আনুকূল্য-প্রাপ্ত উৎপাদনকারীদের একক উৎপাদন-দাম এবং এই গোটা উৎপাদন ক্ষেত্রে বাজার-নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ সামাজিক দামের মধ্যেকার পার্থক্যটির সমান। এই পার্থক্যটি তা হলে হচ্ছে পণ্যদ্রব্যাদির একক উৎপাদন-দামের তুলনায় তাদের সাধারণ উৎপাদন-দামের বাড়তিটির সমান। এই বাড়তিটির দুটি নিয়ন্ত্রণকারী সীমা হচ্ছে এক দিকে ব্যয়-দাম, এবং এইভাবে একক উৎপাদন-দাম, আর অন্য দিকে, সাধারণ উৎপাদন-দাম। জল-শক্তির সাহায্যে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য অল্পতর কেননা একটি অল্পতর শ্রম-পরিমাণ আবশ্যক হয় তাদের উৎপাদনের জন্য, তার মানে অল্পতর শ্রম—বস্তু-রূপায়িত আকারে—প্রবেশ করে স্থির মূলধনের মধ্যে দ্বিতীয়োক্তটির অংশ হিসাবে। এখানে নিযুক্ত শ্রম অধিকতর উৎপাদনশীল এর একক উৎপাদিকা শক্তি একই ধরনের অধিকাংশ কারখানায় নিযুক্ত শ্রমের চেয়ে বৃহত্তর। এর বৃহত্তর উৎপাদিকা শক্তি প্রকাশ পায় এই ঘটনাটিতে যে একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের জন্য তার আবশ্যক হয় অন্যদের তুলনায় অল্পতর পরিমাণ স্থির মূলধন, অল্পতর পরিমাণ বস্তু-রূপায়িত শ্রম। জীবন্ত শ্রমও তার আবশ্যক হয় অল্পতর, কেননা জল-চক্রটিকে উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হয় না। নিযুক্ত শ্রমের এই বৃহত্তর একক উৎপাদনশীলতার ফলে হ্রাস পায় মূল্য, পরন্তু ব্যয়-দামও, এবং তার দরুন পণ্যটির উৎপাদন-দামও। একক শিল্প-ধনিকের ক্ষেত্রে এটা নিজেকে প্রকাশ করে তার পণ্য দ্রব্যাদির অন্য একটি নিম্নতর ব্যয়-দামে। তাকে ব্যয় করতে হয় অল্পতর বস্তু রূপায়িত শ্রমের জন্য, এবং সেই সঙ্গে, নিযুক্ত অল্পতর জীবন্ত শ্রমের জন্যও অল্পতর মজুরি। যেহেতু পণ্যগুলির ব্যয়-দাম হয় নিম্নতর, সেই হেতু তার একক উৎপাদন-দামও হয় নিম্নতর। তার ব্যয়-দাম ১০০-র পরিবর্তে ৯০। সুতরাং তার একক উৎপাদন হবে ১১৫-র পরিবর্তে কেবল ১০৩½ (১০০ : ১১৫ = ৯০ : ১০৩½)। তার একক উৎপাদন-দাম এবং সাধারণ উৎপাদন-দামের মধ্যেকার পার্থক্যটি সীমিত হয় তার একক ব্যয়-দাম এবং সাধারণ ব্যয়-দামের মধ্যেকার পার্থক্যের দ্বারা। এটা হচ্ছে তার উদ্বৃত্ত-মুনাফার সীমা-গঠনকারী

আয়তন দুটির মধ্যে একটি। অন্য আয়তনটি উৎপাদনের সাধারণ দাম, যার মধ্যে, প্রবেশ করে, নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলির একটি উপাদান হিসাবে, মুনাফার সাধারণ হারটি। যদি কয়লা আরো সস্তা হত, তা হলে তার একক ব্যয়-দাম এবং সাধারণ ব্যয়-দামের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস পেত, এবং সেই সঙ্গে হ্রাস পেত তার উদ্বৃত্ত-মুনাফা। যদি সে বাধ্য হত তার পণ্যগুলিকে তাদের একক মূল্যে, কিংবা তাদের একক মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত উৎপাদন-দামে বিক্রয় করতে, তা হলে পার্থক্যটা অন্তর্হিত হয়ে যেত। এটা মূলধনের উৎপাদনশীলতা বলে প্রতিভাত হয়, একদিকে, এই ঘটনার কারণে যে, পণ্যগুলি বিক্রি হয় তাদের সাধারণ বাজার-দামে—প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একক দামগুলির সমীভবনের ফলে সংঘটিত দামে, এবং অন্য দিকে এই ঘটনার কারণে যে, তার দ্বারা গতি-সঞ্চারিত শ্রমের বৃহত্তর একক উৎপাদন-শীলতা শ্রমিকের সুবিধায় আসে না, আসে নিয়োগকর্তার সুবিধায়, যেমন ঘটে শ্রমের তাবৎ উৎপাদনশীলতার বেলায়।

যেহেতু উৎপাদনের সাধারণ দামের মান হল এই উদ্বৃত্ত-মুনাফার একটি সীমা—মুনাফার সাধারণ হার একটি সীমা হওয়ার দরুন, সেই হেতু এই উদ্বৃত্ত মুনাফার উদ্ভব ঘটতে পারে কেবল সাধারণ এবং একক উৎপাদন-দামের পার্থক্য থেকে, অতএব সাধারণ এবং একক মুনাফা-হারের পার্থক্য থেকে। এই পার্থক্যের চেয়েও বাড়তির পূর্বশর্ত হল বাজারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-দামে বিক্রি নয়, তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি।

দ্বিতীয়ত: এই পর্যন্ত বাষ্প-শক্তির পরিবর্তে প্রাকৃতিক জল-শক্তি ব্যবহারকারী উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত-মুনাফা কোনো ক্রমে অন্য কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা থেকে পৃথক হয় না। সমস্ত স্বাভাবিক উদ্বৃত্ত-মুনাফা, অর্থাৎ ঘটনাচক্রে ঘটা বিক্রয় বা বাজার-দামে ওঠা-নামার কারণে উদ্ভূত নয় এমন উদ্বৃত্ত-মুনাফা, নির্ধারিত হয় একটি বিশেষ মূলধনের পণ্যসামগ্রীর উৎপাদনের একক দাম এবং এই উৎপাদন-ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজার-দামগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যে উৎপাদনের সাধারণ দাম, অন্যভাবে বললে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মোট মূলধনের পণ্যসামগ্রীর বাজার-দামগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যে উৎপাদনের সাধারণ দাম—এই দুই দামের মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা।

কিন্তু এখন আমরা আসি পার্থক্যটিতে।

কোন্ ঘটনার কাছে শিল্প-ধনিক এই উপস্থিত ক্ষেত্রে তার উদ্বৃত্ত-মুনাফার জন্য, মুনাফার সাধারণ হারটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-দাম থেকে লব্ধ তার নিজের উদ্বৃত্তের জন্য ঋণী?

সে এর জন্য ঋণী, প্রথমত: একটি প্রাকৃতিক শক্তির কাছে—জলপ্রপাতের উদ্দীপন-শক্তির কাছে—যাকে প্রকৃতির মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় এবং যা কয়লার মত—যা জলকে বাষ্পে পরিবর্তিত করে—নিজে শ্রমের একটি উৎপন্ন নয়। সুতরাং কয়লার একটা মূল্য আছে, প্রতিমূল্য দিয়ে যা পরিশোধ করতে হবে, অর্থাৎ কয়লার জন্য আছে একটা ব্যয়। জলপ্রপাত হচ্ছে উৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক উপাদান, যার উৎপাদনে শ্রম প্রবেশ করে না।

কিন্তু এটাই সব নয়। যে, ম্যানুফ্যাকচারকারী বাষ্প দিয়ে কাজ করে, তাকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকেও নিযুক্ত করতে হয় যার জন্য, তার কিছু ব্যয় হয় না কিন্তু যা শ্রমকে করে

আরো উৎপাদনশীল এবং বৃদ্ধি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং অতএব, মুনাফা—যে পরিমাণে সেগুলি শ্রমিকদের জন্য আবশ্যক জীবন-ধারণের উপকরণসমূহের উৎপাদনকে সস্তা করে। এইভাবে এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে মূলধন ঠিক একই ভাবে একচেটিয়া করে নেয়, যে-ভাবে তা একচেটিয়া করে নেয় সহযোগ, শ্রম-বিভাগ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সামাজিক প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে। ম্যানুফ্যাকচারকারী কয়লার জন্য খরচ করে, কিন্তু নিজের দৈহিক রূপ পরিবর্তনের, বাষ্পে রূপায়ণের যে ক্ষমতা জলের আছে, সেই ক্ষমতার জন্য, কিংবা বাষ্পের স্থিতিস্থাপকতার জন্য, কিছু খরচ করে না। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপরে, অর্থাৎ তাদের দ্বারা উৎপাদিত শ্রম-শক্তিতে বৃদ্ধির উপরে, এই একচেটিয়া অধিকার-প্রতিষ্ঠা বাষ্প-ইঞ্জিন নিয়ে কর্মরত সমস্ত মূলধনের ক্ষেত্রেই অভিন্ন। এটা শ্রমের উৎপন্নের সেই অংশটির বৃদ্ধি ঘটাতে পারে যা প্রকাশ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য—যে-অংশটি রূপান্তরিত হয় মজুরিতে, সেই অংশটির প্রতিতুলনায়। যে পরিমাণে তা এটা করে, তা মুনাফার সাধারণ হারে বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু কোনো উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে না কেন না সেটা গঠিত হয় গড় মুনাফার উপরে একক মুনাফার বাড়তি অংশটি দিয়ে। এই যে ঘটনা যে, একটি প্রাকৃতিক শক্তির, একটি জল-প্রপাতের, প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মুনাফা সৃষ্টি করে, তার কারণ তাই সম্পূর্ণ ভাবে এই ব্যাপারটি হতে পারে না যে শ্রমের বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতা এখানে একটি প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োগের ফল হিসাব ঘটে। অন্যান্য, পরিবর্তন-সংঘটনকারী ব্যাপারও আবশ্যক।

উলটো দিকে, শিল্পে প্রাকৃতিক শক্তির নিছক প্রয়োগের ফলেই মুনাফার সাধারণ মান প্রভাবিত হতে পারে, কেননা তার ফলে প্রভাবিত হয় জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায়সমূহ উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ। কিন্তু তা নিজে নিজেই মুনাফার সাধারণ হার থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটায় না, এবং ঠিক এই পয়েন্টটিতেই আমাদের আগ্রহ। অধিকন্তু, যে উদ্বৃত্ত-মুনাফা কোনো একক মূলধন অন্যথা একটি বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রে উপলব্ধ করে—কেননা উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাফার হারগুলির বিচ্যুতিসমূহ ক্রমাগত পরস্পরের দ্বারা সমীকৃত হয়ে পরিণত হয় একটি গড় হারে—তা ঘটে, আকস্মিক বিচ্যুতিসমূহ ছাড়া।' ব্যয়-দামে তথা উৎপাদন-ব্যয়ে হ্রাসপ্রাপ্তির কারণে। এই হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে, হয়, এই ঘটনার দরুন যে, মূলধন ব্যবহৃত হয় গড়ের চেয়ে বেশি পরিমাণে, যাতে করে উৎপাদনের *faux frais* হ্রাস পায়, যখন শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী সাধারণ কারণসমূহ (সহযোগ, শ্রম-বিভাগ ইত্যাদি) কার্যকর হতে পারে একটি উচ্চতর মাত্রায়, আরো তীব্রতা সহকারে কেননা তার ক্রিয়াক্ষেত্র হয়েছে আরো প্রসারিত, আর নয়ত, এটা উদ্ভূত হতে পারে এই ঘটনা থেকে যে, কর্মরত মূলধন ছাড়াও ব্যবহৃত হচ্ছে শ্রমের উন্নততর প্রণালী, নোতুন নোতুন উদ্ভাবন, উন্নতর মেশিনপত্র, রাসায়নিক উৎপাদনের গোপনতথ্য ইত্যাদি, এক কথায়, নোতুন ও উন্নততর গড়ের চেয়ে ভাল উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের পদ্ধতি। ব্যয়-দামে হ্রাস এবং তা থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত-মুনাফা এখানে হচ্ছে যে-ভাবে ক্রিয়াশীল মূলধনকে বিনিয়োগ করা হয়, তার ফল। তারা, হয়, এই ঘটনার ফল যে অস্বাভাবিক রকমের বিরাট পরিমাণে মূলধন কেন্দ্রীভূত হয়েছে একজন ব্যক্তির

হাতে (যে অবস্থাটা নাকচ হয়ে যায়, যখনি সমান সমান আয়তনের মূলধন গড়ে ব্যবহৃত হয়), কিংবা এই ঘটনার ফল যে, একটি বিশেষ আয়তনের মূলধন কাজ করে একটি বিশেষ ভাবে উৎপাদনশীল পদ্ধতিতে (যে অবস্থাটা উধাও হয়ে যায় যখনি ব্যতিক্রমমূলক উৎপাদন পদ্ধতিটি হয়ে যায় সাধারণ কিংবা তাকে ডিঙিয়ে যায় আরো বিকশিত একটি পদ্ধতি)।

তা হলে উদ্বৃত্ত-মুনাফার কারণটি উদ্ভূত হয় স্বয়ং মূলধন থেকেই (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তার দ্বারা গতিসঞ্চারিত শ্রমও —তা সেটাও নিয়োজিত মূলধনের বৃহত্তর আয়তনের দরুনই হোক বা তার অধিকতর দক্ষ প্রয়োগের দরুনই হোক ; এবং বাস্তবিক পক্ষে, এমন কোনো বিশেষ কারণ নেই কেন একই উৎপাদন-ক্ষেত্রে সমস্ত মূলধন একই ভাবে নিয়োজিত হবে না। উলটো মূলধনগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা এই পার্থক্যগুলিকে আরো আরো খারিজ করে দেবার দিকে ঝোঁকে। সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের দ্বারা মূল্যনির্ধারণ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে পণ্যদ্রব্যাদিকে সস্তা করা এবং একই অনুকূল অবস্থাবলীর অধীনে পণ্য উৎপাদন বাধ্য করার মাধ্যমে। কিন্তু যে শিল্প-ধনিক জল-প্রপাতের ব্যবহার করে, তার উদ্বৃত্ত-মুনাফার ব্যাপারটি ভিন্ন তর। তার দ্বারা ব্যবহৃত শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা স্বয়ং মূলধন এবং শ্রম থেকেও আসে না, কিংবা কোনো প্রাকৃতিক শক্তির নিছক প্রয়োগ থেকেও আসে না, যা মূলধন এবং শ্রম থেকে ভিন্ন কিন্তু মূলধনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্ভব ঘটে শ্রমের বৃহত্তর প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা থেকে, যা প্রকৃতির একটি শক্তির প্রয়োগের সঙ্গে বাঁধা, কিন্তু প্রকৃতির এমন একটি শক্তি নয় যা একই উৎপাদন-ক্ষেত্রে সমস্ত মূলধনের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেমন বাষ্পের স্থিতি-স্থাপকতা অন্য ভাবে বলা যায়, এর প্রয়োগকে অবধারিত বলে ধরে নেওয়া যায় না, যখনি এই উৎপাদন-ক্ষেত্রে মূলধন সাধারণ ভাবে নিয়োজিত হয়। উলটো, এটা হচ্ছে প্রকৃতির এমন একটি শক্তি যাকে একচেটিয়া করে নেওয়া যায়, যেটি, জল-প্রপাতের মত, কেবল তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে, যাদের অধিকার আছে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশ এবং তার আনুষঙ্গিক বস্তু-সামগ্রী। যে-কোনো মূলধন যেমন জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করতে পারে সেই একইভাবে শ্রমের বৃহত্তর উৎপাদিকা শক্তির এই প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠাটিকে সৃষ্টি করে নেওয়া কোনো ক্রমে মূলধনের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে না। এটা পাওয়া যায় স্থানীয় ভাবে কেবল প্রকৃতির মধ্যে ; যেখানে এর অস্তিত্ব নেই, সেখানে একটি নির্দিষ্ট মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে একে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এটা মেশিন বা কয়লা যা মানুষ উৎপাদন করতে পারে তেমন দ্রব্যাদির সঙ্গে বাঁধা নয়, ভূমির কোনো কোনো অংশে বিদ্যমান বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে বাঁধা যে ম্যানুফ্যাকচারকারীরা জল প্রপাতের মালিক, তারা যারা তা নয় তাদের এই প্রাকৃতিক শক্তিটিকে ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত করে, কেননা ভূমি, বিশেষ করে জল-প্রপাত-সমন্বিত ভূমি, বিরল। এর দরুন কিন্তু শিল্প-কার্যে প্রাপ্তব্য জল-শক্তির পরিমাণ-বৃদ্ধি নিবারিত হয় না, যদিও কোনো দেশে প্রাকৃতিক জল-প্রপাতের সংখ্যা সীমিত। জল-প্রপাতের উদ্দীপন-শক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাবার জন্য মানুষ তাকে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি জল-প্রপাত থাকে, তা হলে জল-চক্রের উৎকর্ষ সাধন করে

যথাসম্ভব বেশি জল-শক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যায়; যেখানে জল সরবরাহের জন্য মামুলি জল-চক্র যথেষ্ট নয় সেখানে 'টার্বাইন' ব্যবহার করা যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রাকৃতিক শক্তিটির মালিকানা হচ্ছে তার মালিকের হাতে একটা একচেটিয়া অধিকার; এটা হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধনের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির এমন একটি শর্ত, যেটি স্বয়ং মূলধনের উৎপাদন-প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না;[১] এই যে প্রাকৃতিক শক্তি, যাকে এই ভাবে একচেটিয়া করে নেওয়া যায়, তা সব সময়েই ভূমির সঙ্গে বাঁধা। এমন একক প্রাকৃতিক শক্তি আলোচ্য উৎপাদন-পদ্ধতিটির সাধারণ অবস্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়; সেই সব অবস্থাবলীরও অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলি সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এখন ধরা যাক যে, যে-জমিতে সেগুলি রয়েছে, সেই জমি সমেত জলপ্রপাতগুলি এমন ব্যক্তিদের অধিকারের আছে যাদের গণ্য করা হয় পৃথিবীর এই অংশগুলির মালিক বলে, অর্থাৎ যারা জমিদার। এই মালিকেরা ঐ জল-প্রপাতগুলিতে মূলধনের বিনিয়োগ এবং মূলধনের দ্বারা সেগুলির প্রযোজনার প্রতিবন্ধকতা করে। তারা এর ব্যবহারে অনুমতিও দিতে পারে, আবার নিষেধাজ্ঞাও জারি করতে পারে। কিন্তু মূলধন নিজের মধ্য থেকে একটি জল-প্রপাত সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং, এই জল-প্রপাতটির নিয়োগ থেকে যে উদ্বৃত্ত-মুনাফা পাওয়া যায়, তা এই মূলধনটির কারণে নয়, পরন্তু এমন একটি প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার থেকে, যাকে মূলধনের দ্বারা একচেটিয়া করে নেওয়া যায়, এবং করা হয়েছে। এই অবস্থায়, উদ্বৃত্ত-মুনাফা রূপান্তরিত হয় ভূমি-খাজনায়, অর্থাৎ তা যায় জল-প্রপাতের মালিকের দখলে। যদি ম্যানুফ্যাকচারকারী জল-প্রপাতের মালিককে বছরে দেয় £ ১০, তা হলে তার মুনাফা হয় £ ১৫, অর্থাৎ £ ১০০এর উপরে ১৫%, যা তখন হয় তার উৎপাদন খরচের অঙ্গ; সুতরাং যে সব ধনিকেরা তার উৎপাদন-ক্ষেত্রে বাষ্প নিয়ে কাজ করে, সে তখন তাদের মত একই রকম ভাল অবস্থায় কিংবা সম্ভবত: তাদের চেয়েও ভাল অবস্থায় অবস্থিত হয়। যদি ধনিক নিজেই হত জল-প্রপাতের মালিক, তা হলেও পরিস্থিতির এতটুকুও ইতর-বিশেষ হত না। তেমন অবস্থায় সে আগের মতই পকেটস্থ করত £ ১০ উদ্বৃত্ত মুনাফা এবং জল-প্রপাতের মালিক হিসাবে—ধনিক হিসাবে নয়, এবং যেহেতু এই মুনাফা উদ্গত হয় না তার মূলধন থেকে, উদ্গত হয় তার মূলধন থেকে আলাদা একটি সীমিত প্রাকৃতিক শক্তি থেকে, যার উপরে একচেটিয়া মালিকানা কায়েম করা যায়, ঠিক সেই হেতুই তা রূপান্তরিত হয় ভূমি-খাজনায়।

প্রথমত: এটা পরিষ্কার যে এটা সর্বদাই একটি পার্থক্য-জনিত খাজনা, কেননা এটা কখনো প্রবেশ করে না পণ্যাদির সাধারণ উৎপাদন দামে একটি নির্ধারক উপাদান হিসাবে, বরং এটা তার উপরেই ভিত্তিশীল। এটা বিনা-ব্যতিক্রমে উদ্ভূত হয় একটি পার্থক্য থেকে—একদিকে, একচেটিয়াকৃত প্রাকৃতিক শক্তির উপরে কর্তৃত্বভোগী একটি

১. অতিরিক্ত মুনাফা সম্পর্কে, দ্রষ্টব্য *Inquiry* [*into those Principles, Respecting the Nature of Demand and the Necessity of Consumption lately advocated by Dr Malthus*, London, 1821] (against Malthus).

বিশেষ মূলধনের একক উৎপাদন দাম, এবং অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রটিতে বিনিয়োজিত মোট মূলধনের সাধারণ উৎপাদন দাম, এই দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্যটি থেকে।

দ্বিতীয়তঃ এই ভূমি-খাজনার উদ্ভব ঘটে না নিয়োজিত মূলধনের, বা তার দ্বারা আত্মীকৃত শ্রমের, উৎপাদনশীলতার অনাপেক্ষিক বৃদ্ধি থেকে, কেননা তা কেবল পণ্যের মূল্যের হ্রাসই ঘটাতে পারে ; এর উদ্ভব ঘটে একটি বিশেষ উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োজিত নির্দিষ্ট আলাদা আলাদা মূলধনের বৃহত্তর আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা থেকে—যে-মূলধন-বিনিয়োগগুলি উৎপাদনশীলতার সহায়ক এই বিরল ও প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি থেকে বঞ্চিত, সেগুলির সঙ্গে তুলনায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যদি বাষ্পের ব্যবহার থেকে পাওয়া যেত জল-শক্তি ব্যবহারের চেয়ে বিপুলতর সুবিধা, তা হলে, কয়লার মূল্য থাকা এবং জল-শক্তির মূল্য না থাকা সত্ত্বেও, এবং যদি এই সুবিধাগুলি উক্ত ব্যয় প্রতিপূরণ করেও বেশি হত, তা হলে জলশক্তি ব্যবহৃত হত না এবং পারত না কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা উৎপাদন করতে, অতএব কোনো খাজনা উৎপাদন করতে।

তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক শক্তি উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস নয়, তার প্রাকৃতিক ভিত্তি মাত্র, কারণ এই প্রাকৃতিক ভিত্তিটিই সুযোগ করে দেয় শ্রমের উৎপাদনশীলতায় এই বিরল বৃদ্ধি-প্রাপ্তির। একই ভাবে, ব্যবহার-মূল্য হচ্ছে সাধারণ ভাবে বিনিময়-মূল্যের বাহক, কিন্তু তার উৎস নয়। যদি একই ব্যবহার-মূল্য পাওয়া যেত শ্রম ছাড়া, তা হলে তার কোনো বিনিময়-মূল্য থাকত না, কিন্তু তা আগের মতই বজায় রাখত ব্যবহার-মূল্য হিসাবে তার একই প্রকৃতিগত প্রয়োজনীয়তা। অন্য দিকে, কোনো কিছুরই থাকতে পারে না বিনিময়-মূল্য যদি না তার থাকে ব্যবহার-মূল্য, অর্থাৎ যদি না তা হয় শ্রমের প্রকৃতিগত বাহক। যদি ঘটনা এটা না হত যে, বিবিধ মূল্যসমূহ গড়ে পরিণত হয় উৎপাদনের দামসমূহে এবং বিবিধ দামসমূহ বাজার-নিয়ন্ত্রণকারী একটি সাধারণ দামে, তা হলে জল-প্রপাতের ব্যবহারের মাধ্যমে কেবল শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি শুধু এই জল-প্রপাতের সাহায্যে উৎপাদিত পণ্যসমূহের দামে হ্রাস ঘটাত —এই পণ্যগুলিতে বিধৃত মুনাফার ভাগে বৃদ্ধি না ঘটিয়ে। অনুরূপ ভাবে, অন্য দিকে, শ্রমের এই বর্ধিত উৎপাদনশীলতা নিজেই উদ্বৃত্ত-মূল্যে রূপান্তরিত হত না, যদি ঘটনা এটা না হত যে মূলধন তার ব্যবহৃত শ্রমের প্রাকৃতিক ও সামাজিক উৎপাদনশীলতাকে আত্মসাৎ করে তার নিজস্ব বলে।

চতুর্থতঃ জল-প্রপাতের এই ব্যক্তিগত মালিকানার নিজের কিছু করার নেই উদ্বৃত্ত-মূল্য (মুনাফা) অংশের, এবং অতএব, সাধারণ ভাবে পণ্যটির দামের, সৃষ্টির ব্যাপারে। এই উদ্বৃত্ত মুনাফা থেকে যেত যদি ভূমিগত সম্পত্তি না-ও থাকত ; যেমন, যে জমিতে জল-প্রপাতটি অবস্থিত, সেটিকে যদি জমি-মালিক ব্যবহার করত বেওয়ারিশ জমি হিসাবে। অতএব ভূমিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করে না মূল্যের সেই অংশটি যে-অংশটি রূপান্তরিত হয় উদ্বৃত্ত-মুনাফায়, কিন্তু জমি-মালিককে, প্রপাত-মালিককে, সক্ষম করে ম্যানুফ্যাক-চারাকারীর পকেট থেকে এই উদ্বৃত্ত-মুনাফাকে তার নিজের পকেটে ফুসলিয়ে আনতে। এটা এবংবিধ উদ্বৃত্ত-মুনাফা সৃষ্টির কারণ নয়, কিন্তু ভূমি-খাজনায় তার রূপান্তরণের কারণ,

এবং সেই কারণে জমি জল-প্রপাতের মালিকের দ্বারা মুনাফার বা পণ্য-দামের এই অংশ আত্মীয়করণের কারণ।

পঞ্চমতঃ এটা স্পষ্ট যে, প্রপাতটির দাম, অর্থাৎ জমির মালিক যদি এটাকে বিক্রি করত কোনো তৃতীয় পক্ষকে, কিংবা এমনকি ম্যানুফ্যাকচারকারীকেও তা হলেও এটা সঙ্গে সঙ্গে পণ্যসমূহের উৎপাদন দামে প্রবেশ করে না, যদিও তা অবশ্যই প্রবেশ করে ম্যানুফ্যাকচারকারীর একক ব্যয়-দামে; কারণ খাজনা এখানে উদ্ভূত হয় বাষ্পচালিত মেশিনপত্রের দ্বারা উৎপাদিত অনুরূপ পণ্যসমূহের উৎপাদন-দাম থেকে, এবং এই দাম নিয়ন্ত্রিত হয় জল-প্রপাত থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। অধিকন্তু মোটের উপর জল-প্রপাতের এই দাম একটা অযৌক্তিক প্রকাশ যদিও এর পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে একটি বাস্তব অর্থনৈতিক সম্পর্কীয়তা। সাধারণ ভাবে জমির মত, এবং যে-কোনো প্রাকৃতিক শক্তির মত, জল-প্রপাতেরও কোনো মূল্য নেই কেননা তা কোনো বস্তু-রূপায়িত শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করেনা, যা স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থের অঙ্কে মূল্যের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। যেখানে কোনো মূল্য নেই, সেখানে স্বভাবতই অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করারও কিছু নেই। এই দাম মূলধনীকৃত খাজনার বেশি কিছু নয়। ভূমির মালিকানা ভূমির মালিককে সক্ষম করে একক মুনাফার এবং গড় মুনাফার মধ্যেকার পার্থক্যটাকে আত্মসাৎ করতে। এই ভাবে অর্জিত মুনাফা, যা পুনর্নবীকৃত হয় প্রতিবৎসর মূলধনীকৃত হতে পারে, এবং তখন তা প্রতীয়মান হয়, স্বয়ং জল-প্রপাতটির দাম হিসাবে। যদি জলপ্রপাত-ব্যবহারকারী ম্যানুফ্যাকচার-কারীর দ্বারা উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মুনাফাটির পরিমাণ হয় £১০ এবং গড় সুদ হয় ৫% তাহলে এই ১০ পাউণ্ড প্রতিনিধিত্ব করে ২০০ পাউণ্ডের উপরে বাৎসরিক সুদ এবং বাৎসরিক £ ১০-এর মূলধনীকরণ, যে-পরিমাণটি জলপ্রপাতের মালিক এই মালিকানার দরুন সক্ষম হয় ম্যানুফ্যাকচার-কারীর কাছ থেকে আত্মসাৎ করতে, তখন প্রতিভাত হয় স্বয়ং জল-প্রপাতটিরই মূলধনমূল্য হিসাবে। জলপ্রপাতটির যে কোনো মূল্য নেই, এর দাম যে কেবল ধনতান্ত্রিক ভাবে গণনাকৃত আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিফলন, তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে যায় এই ঘটনা থেকে যে, £ ২০০ প্রতিনিধিত্ব করে নিছক সেই ফলটির, যেটি পাওয়া যায় £১০ উদ্বৃত্ত-মূল্যকে ২০ বৎসর দিয়ে গুণ করে; যখন এক দিকে, বাকি সব অবস্থাগুলি সমান থাকলে, ঐ একই জলপ্রপাত তার মালিককে সক্ষম করবে প্রতিবৎর এই £১০ করে আত্মীকৃত করতে—৩০ বৎসর ১০০ বৎসর বা x বৎসর ধরে; এবং অন্য দিকে, যদি জলশক্তির সঙ্গে প্রযোজ্য হয়, এমন কোনো নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতি বাষ্প চালিত মেশিনারির দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের ব্যয়-দামকে £১০০ থেকে £ ৯০-এ হ্রাস করে, তা হলে উদ্বৃত্ত-মুনাফা, এবং অতএব খাজনা, এবং এই ভাবে জলপ্রপাতটির দাম অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

এখন, যখন আমরা বর্ণনা করেছি পার্থক্যজনিত খাজনার সাধারণ ধারণাটি, তখন আমরা যাব নিয়মিত কৃষিতে তার আলোচনায়। কৃষিতে যা প্রযোজ্য হবে, খনিতেও তা প্রযোজ্য হবে।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

পার্থক্যজনিত খাজনার প্রথম রূপ
(পার্থক্যজনিত খাজনা-১)

রিকার্ডো তাঁর নিচেকার মন্তব্যগুলিতে সম্পূর্ণ সঠিক :

"খাজনা হচ্ছে সর্বদাই দুটি সমান পরিমাণ মূলধন এবং শ্রম নিয়োগের দ্বারা লব্ধ উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্যটি" (*Principles* P. 59)। [তিনি বোঝাতে চান পার্থক্যজনিত খাজনা, কেননা তিনি ধরে নেন যে, পার্থক্যজনিত খাজনা ছাড়া আর কোনো খাজনা নেই।] তাঁর যোগ করা উচিত ছিল, "দুটি সমান এলাকা-বিশিষ্ট জমির উপরে"—যেহেতু এটা ভূমি-খাজানার ব্যাপার, সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত-মুনাফার ব্যাপার নয়। অধিকন্তু এই উদ্বৃত্ত-মুনাফাটি যে কেবল দুটি সমান পরিমাণ নিয়োজিত মূলধনের অসমান ফল থেকে উদ্ভূত হতেই হবে, সেটা কোনো ক্রমেই অনাপেক্ষিক ভাবে আবশ্যক নয়। বিবিধ বিনিয়োগও-নিয়োগ করতে পারে অসমান পরিমাণ মূলধন। বস্তুত: পক্ষে, এটাই ঘটনা। কিন্তু সমান সমান অনুপাত, যেমন প্রত্যেকটি £ ১০০, উৎপাদন করে অসমান ফল, অর্থাৎ তাদের মুনাফার হার বিভিন্ন। মূলধন বিনিয়োগের যে-কোনো ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মুনাফার অস্তিত্বের সাধারণ পূর্বশর্ত। দ্বিতীয় পূর্বশর্তটি হচ্ছে এই উদ্বৃত্ত-মুনাফাটির ভূমি-খাজনার (মুনাফা থেকে যা আলাদা, সাধারণ ভাবে খাজনার) রূপে রূপান্তরণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পরীক্ষা করে দেখতে হবে : কখন, কি ভাবে, কোন কোন অবস্থায় এই রূপান্তরণ ঘটে।

রিকার্ডো তাঁর নিচেকার মন্তব্যটিতেও সঠিক, যদি এটি সীমিত হয় পার্থক্যজনিত খাজনার মধ্যে :

"একই জমিতে বা নোতুন জমিতে লব্ধ উৎপন্ন যে বৈষম্য ঘটে তাকে যা কিছু হ্রাস করে, তাই খাজনায় হ্রাস ঘটায় এবং তাকে যা কিছু বৃদ্ধি করে, তাই উৎপাদন করে, একটি বিপরীত ফল এবং খাজনায় বৃদ্ধি ঘটায়" (পৃ: ৭৪)।

যাই হোক, এই কারণগুলির মধ্যে কেবল সাধারণ কারণগুলিই (তথা উর্বরতা ও অবস্থান) পড়ে না, সেই সঙ্গে আরো পড়ে ১) ট্যাক্সের বণ্টন, তা অভিন্ন ভাবে কাজ করে কি করে না তার উপরে নির্ভর করে ; দ্বিতীয়টি সব সময়েই দেখা যায় যখন, যেমন ইংল্যাণ্ডে, সেটা নয় কেন্দ্রীভূত এবং যখন ট্যাক্সটা ধার্য করা হয় খাজনার উপরে নয়, জমির উপরে ; ২) দেশের বিভিন্ন অংশ কৃষির বিকাশে পার্থক্য থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-সমূহ যেহেতু উৎপাদনের এই শাখাটি, এর চিরাচরিত চরিত্র অনুযায়ী ম্যানুফ্যাকচারের চেয়ে সমতা প্রাপ্ত হয় অধিকতর কষ্টসাধ্য ভাবে, এবং ৩) ধনিক ইজারাদারদের মধ্যে মূলধনের বণ্টনে বৈষম্য। যেহেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি, স্বাধীন ভাবে-উৎপাদনকারী কৃষকদের মজুরি-শ্রমিকে রূপান্তরণের দ্বারা কৃষিকর্মের উপরে আক্রমণই হচ্ছে বস্তুত: পক্ষে এই উৎপাদনপদ্ধতিটি সর্বশেষ জয়লাভ, উৎপাদনের অন্য যে-কোনো শাখার চেয়ে এখানে এই বৈষম্যগুলি বৃহত্তর।

এই প্রাথমিক মন্তব্যগুলি করার পরে, আমি প্রথমে সংক্ষেপে উপস্থিত করব, রিকার্ডো প্রমুখের বিশ্লেষণের প্রতি-তুলনায়, আমার যে-বিশ্লেষণ তার চারিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি।

আমরা প্রথমে আলোচনা করব সমান সমান আয়তনের জমির ভিন্ন ভিন্ন প্লটে প্রযুক্ত সমান সমান পরিমাণ মূলধনের অসমান ফলসমূহ নিয়ে, কিংবা অসমান আয়তনের ক্ষেত্রে, সমান সমান এলাকার ভিত্তিতে গণনা-করা ফলসমূহ নিয়ে।

মূলধন থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ—এই অসমান ফলগুলির দুটি সাধারণ কারণ হচ্ছে: ১) উর্বরতা। (এই প্রথম পয়েন্টটি প্রসঙ্গে প্রয়োজন হবে প্রাকৃতিক উর্বরতা বলতে কি বোঝায় এবং কি কি উপাদান সংশ্লিষ্ট, সে সম্পর্কে আলোচনার) ২) জমির অবস্থিতি। উপনিবেশসমূহের ক্ষেত্রে এটা একটি চূড়ান্ত উপাদান এবং সাধারণ ভাবে নির্ধারণ করে দেয় কোন পরম্পর অনুযায়ী জমির প্লটগুলি চাষ করা যেতে পারে। অধিকন্তু, এটা স্পষ্ট যে, পার্থক্যজনিত খাজনার এই দুটি বিভিন্ন কারণ—উর্বরতা এবং অবস্থান—কাজ করতে পারে বিপরীত দিকে। একটি বিশেষ প্লটের অবস্থান হতে পারে খুবই অনুকূল কিন্তু তবু উর্বরতার দিক থেকে হতে পারে খুবই দরিদ্র; আবার উল্টোটাও হতে পারে। এই ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা ব্যাখ্যা করে কেমন করে এটা সম্ভব যে, একটি দেশের জমিকে চাষের মধ্যে আনার ব্যাপারটা সমান ভাবে অগ্রসর হতে পারে ভাল থেকে খারাপ জমিতে এবং খারাপ থেকে ভাল জমিতে। সর্বশেষে, এটা পরিষ্কার যে, সাধারণ ভাবে সামাজিক উৎপাদনের অগ্রগতির ফল হতে পারে, একদিকে, ভূমি-খাজনার একটি কারণ হিসাবে অবস্থানগত পার্থক্যগুলিকে সমান করে দেওয়া—স্থানীয় বাজার সৃষ্টি এবং যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে অবস্থিতির উৎকর্ষ বিধানের মাধ্যমে অন্য দিকে, এটা জমির ভিন্ন ভিন্ন প্লটের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে বাড়িয়ে দিতেও পারে—একদিকে, ম্যানুফ্যাকচারকে কৃষিকার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বড় বড় উৎপাদন-কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে, এবং অন্য দিকে, কৃষি-অঞ্চলগুলিকে আপেক্ষিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মাধ্যমে।

যাই হোক, এখনকার মত, অবস্থান সংক্রান্ত এই পয়েন্টটাকে আমরা আলোচনার বাইরে রাখব এবং নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব প্রাকৃতিক উর্বরতার বিষয়টিতে। জলবায়ুগত উপাদানসমূহ ইত্যাদি ছাড়াও, প্রাকৃতিক উর্বরতায় পার্থক্য নির্ভর করে জমির উপরি-ভাগের রাসায়নিক গঠনের উপরে অর্থাৎ তার উদ্ভিজ্জ-পুষ্টির অন্তর্বস্তুর উপরে। যাই হোক, দুটি প্লটের রাসায়নিক গঠন ও প্রাকৃতিক উর্বরতা এ দিক থেকে একই আছে ধরে নিলে, সত্যিকারের কার্যকরী উর্বরতা ভিন্ন হয় এই ঘটনা-সাপেক্ষ যে, উদ্ভিজ্জ-পুষ্টির এই উপাদানগুলি এমন এক রূপে আছে কিনা যে সেগুলি কম-বেশি সহজেই আত্তীকৃত করা যায় এবং শস্যের পুষ্টি-সাধনের জন্য সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগানো যায়। অতএব, এটা নির্ভর করবে কৃষিকার্য আংশিক ভাবে রাসায়নিক এবং আংশিকভাবে যান্ত্রিক উন্নয়নসমূহের উপরে যে কোন মাত্রা অবধি একই প্রাকৃতিক উর্বরতাকে অনুরূপ উর্বরতাসম্পন্ন জমির

প্লটগুলি জন্য অধিগম্য করা যায়। জমির একটি বাস্তব গুণ হলেও, উর্বরতা সর্বদাই সূচিত করে একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক - কৃষিকার্যে তৎকালে বিদ্যমান রাসায়নিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতির মানের সঙ্গে, এবং অতএব, এই মানে পরিবর্তনের সঙ্গে, সম্পর্ক। রাসায়নিক উপায়েই হোক (যেমন শক্ত মাটিতে তরল রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং ভারি মাটিতে চুন ব্যবহার), কিংবা যান্ত্রিক উপায়েই হোক যেমন ভারি এঁটেল মাটির জন্য বিশেষ ধরনের লাঙল ব্যবহার যে ধারাগুলি সম-উর্বরতাসম্পন্ন একটি জমিকে কার্যতঃ অপেক্ষাকৃত কম উর্বর করেছিল, সেগুলিকে অপসারিত করা যায় (জল-নিকাশি ব্যবস্থাও এই শিরোনামের মধ্যে পড়ে।) এমনকি চাষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জমির রকমগুলির পারম্পর্য পর্যন্ত বদলে দেওয়া যেতে পারে এবং এই ভাবে, যেমন দেওয়া হয়েছিল, নমুনা হিসাবে, ইংল্যাণ্ডের কৃষি-কর্মে বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে হালকা বেলে মাটি এবং ভারি এঁটেল মাটির বেলায়। এ থেকে আবার প্রকাশ পায় যে, ঐতিহাসিক ভাবে, চাষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জমিগুলির পরম্পরার ক্ষেত্রে কেউ যেতে পারে বেশি উর্বর থেকে কম উর্বর জমিতে কিংবা কম উর্বর থেকে বেশি উর্বর জমিতে। জমির গঠনে কৃত্রিম উৎকর্ষ সাধন করে কিংবা কেবল কৃষির পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন করেও একই ফল পাওয়া যেতে পারে। সর্বশেষে, একই ফল পাওয়া যেতে পারে মাটির নিম্নস্তরের বিভিন্নঅবস্থার কারণে জমির রকমগুলির স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে — যখনি নিম্নস্তরগুলি ওলট-পালটের ফলে পরিণত হয় উপরি-স্তরে এবং হতে থাকে কর্ষিত। এটা অংশতঃ নির্ভর করে নোতুন নোতুন কৃষি-পদ্ধতি নিয়োগের উপরে যেমন পশুখাদ্যের চাষ এবং অংশতঃ যান্ত্রিক উপায়ের নিয়োগের উপরে, যা জমির নিম্নস্তরকে পরিণত করে উপরি-স্তরে, তাকে মিশিয়ে দেয় উপরি-স্তরের মাটির সঙ্গে, কিংবা কোনো ওলট-পালট না ঘটিয়েই নিচের স্তরটিকে চাষ করে।

চাষ করে জমির বিভিন্ন প্লটের পার্থক্যজনিত খাজনার উপরে এই সমস্ত প্রভাব এমন হয় যে, অর্থনৈতিক উর্বরতার দৃষ্টিকোণ থেকে, যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতার মান, এক্ষেত্রে জমির প্রাকৃতিক উর্বরতাকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগাতে কৃষির ক্ষমতা—যে ক্ষমতাটি বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন হয়—সেটা মৃত্তিকার তথাকথিত প্রাকৃতিক উর্বরতার ক্ষেত্রে ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ, যতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার রাসায়নিক গঠন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক গুণাবলী।

আমরা তা হলে ধরে নিই কৃষিতে বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ের অস্তিত্ব। আমরা আরো ধরে নিই যে, মাটির রকমের স্তরবিন্যাস বিকাশের এই পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেটা অবশ্য সব সময়েই ঘটে না জমির বিভিন্ন প্লটে যুগপৎ মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। পার্থক্যজনিত খাজনা তখন গঠন করতে পারে হয়, একটি আরোহমূলক পরম্পরা, আর নয়ত, একটি অবরোহমূলক পরম্পরা, কেননা যদিও বস্তুতঃ কর্ষিত প্লটগুলির সামগ্রিকতার ক্ষেত্রে পরম্পরাটা নির্দিষ্ট তবু পরপর গতিক্রিয়ার একটি ক্রম নিশ্চয়ই ঘটে গিয়েছে যা এই গঠনে পরিণতি লাভ করেছে।

ধরা যাক চার রকমের মাটি আছে : ক, খ, গ এবং ঘ। আরো ধরা যাক, এক

কোয়ার্টার গমের দাম = ৩ পাউণ্ড বা ৬০ শিলিং। যেহেতু খাজনাটা পুরোপুরি পার্থক্য-জনিত খাজনা, সেই হেতু সবচেয়ে খারাপ জমির জন্য কোয়ার্টার বাবদ ৬০ শিলিং পরিমাণ এই দামটি হচ্ছে উৎপাদন-দামের সমান, অর্থাৎ মূলধন যোগ গড় মুনাফার সমান।

ধরা যাক, **ক** হচ্ছে এই সবচেয়ে খারাপ জমিটি, যেটি দেয় ১ কোয়ার্টার = ৬০ শিলিং —প্রত্যেক ব্যয়িত ৫০ শিলিং বাবদে; তা হলে মুনাফা দাঁড়ায় ১০ শিলিং = ২০%।

ধরা যাক, **খ** দেয় ২ কোয়ার্টার = ১২০ শিলিং একই ব্যয়ের বাবদে। এর মানে, মুনাফা হবে ৭০ শিলিং, কিংবা উদ্বৃত্ত-মুনাফা ৬০ শিলিং।

ধরা যাক, **গ** দেয় ৩ কোয়ার্টার = ১৮০ শিলিং একই ব্যয়ের বাবদে; মোট মুনাফা = ১৩০ শিলিং; উদ্বৃত্ত-মুনাফা = ১২০ শিলিং।

ধরা যাক, **ঘ** দেয় ৪ কোয়ার্টার = ২৪০ শিলিং = উদ্বৃত্ত-মুনাফা ১৮০ শিলিং

তা হলে আমরা পাব এই পরম্পরাটি :

সারণি—১

জমির রকম	উৎপন্ন		অগ্রিম দত্ত মূলধন	মুনাফা		খাজনা	
	কোয়া-র্টার	শিলিং		কোয়া-র্টার	শিলিং	কোয়া-র্টার	শিলিং
ক	১	৬০	৫০	১/৬	১০	—	—
খ	২	১২০	৫০	১ ১/৬	৭০	১	৬০
গ	৩	১৮০	৫০	২ ১/৬	১৩০	২	১২০
ঘ	৪	২৪০	৫০	৩ ১/৬	১৯০	৩	১৮০
মোট	১০ কো:	৬০০ শিলিং				৬ কো:	৩৬০ শিলিং

যথাক্রমিক হারগুলি হচ্ছে : **ঘ** = ১৯০ শি—১০ শি, কিংবা ঘ এবং ক-এর মধ্যেকার পার্থক্য ; **গ** = ১৩০ শি—১০ শি, কিংবা **গ** এবং ক-এর মধ্যেকার পার্থক্য ; **খ** = ৭০ শি—১০ শি, কিংবা **খ** এবং ক-এর মধ্যেকার পার্থক্য ; এবং **খ, গ** এবং ঘ-এর মোট খাজনা = ৬ কোয়ার্টার = ৩৬০ শিলিং সমান সমান ঘ এবং **ক, গ** এবং **ক, খ** এবং ক-এর মধ্যেকার পার্থক্যগুলির যোগফল।

এই যে পরম্পরা, যা প্রতিনিধিত্ব করে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট উৎপন্নের, তাকে যদি অমূর্ত ভাবে বিবেচনা করা যায় (কেন বাস্তবে সেটাই ঘটনা তার কারণগুলি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি), তা হলে তা নেমে আসতে পারে ঘ থেকে ক-এ, উর্বর থেকে কম উর্বর এবং আরো কম উর্বর জমিতে, অথবা উঠে যেতে পারে ক থেকে ঘ-এ, আপেক্ষিক ভাবে দরিদ্র থেকে উর্বর, আরো উর্বর জমিতে, অথবা সর্বশেষে ওঠা-নামা করতে পারে—এই উঠছে, এই নামছে—যেমন, ঘ থেকে গ-এ, **গ** থেকে ক-এ, এবং ক থেকে খ-এ।

অবরোহণমূলক পরম্পরার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ : এক কোয়ার্টার গমের দাম, ধরুন, ১৫ শিলিং থেকে ক্রমে ক্রমে বেড়ে হল ৬০ শিলিং। কিন্তু যখনি ঘ-এর দ্বারা উৎপাদিত ৪ কোয়ার্টার (এই ৪ কোয়ার্টারকে আমরা ধরতে পারি তত লক্ষ কোয়ার্টার বলেও), আর পর্যাপ্ত হল না, তখনি গমের দাম এমন এক বিন্দুতে বৃদ্ধি পেল যে, যখন যোগানের ঘাটতিটা উৎপাদিত হতে পারে গ-এর দ্বারা। তার মানে, গমের দাম নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে কোয়ার্টার-পিছু ২০ শিলিং-এ। যখন তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় কোয়ার্টার পিছু ৩০ শিলিং তখন খ-কে চাষের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এবং যখন তা পৌঁছে যায় ৬০ শিলিং-এ, তখন ক-কেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়; এবং বিনিয়োজিত মূলধনের তৃপ্ত থাকার দরকার পড়ে না ২০%-এর কম মুনাফার হার নিয়ে। এইভাবে, ঘ-এর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় একটি খাজনা প্রথমে কোয়ার্টার পিছু ৫ শিলিং = তার দ্বারা উৎপাদিত ৪ কোয়ার্টারের জন্য ২০ শিলিং তার পরে কোয়ার্টার পিছু ১৫ শিলিং = ৬০ শিলিং, তার পরে কোয়ার্টার পিছু ৪৫ শিলিং = ১৮০ শিলিং ৪ কোয়ার্টারের জন্য।

যদি ঘ-এর মুনাফার হার গোড়ায় থাকত অনুরূপ ভাবে ২০%, তা হলে ৪ কোয়ার্টার গমের জন্য তার মোট মুনাফা হত কেবল ১০ শিলিং, কিন্তু তা প্রতিনিধিত্ব করত অধিকতর পরিমাণ শস্যের যখন দাম ছিল ১৫ শিলিং—যখন দাম ৬০ শিলিং, তার চেয়ে। কিন্তু যেহেতু শস্যটা প্রবেশ করে শ্রম-শক্তির পুনরুৎপাদনে, এবং প্রত্যেক কোয়ার্টারের অংশ বিশেষকে প্রতিপূরণ করতে হবে মজুরির এবং আরেকটা স্থির মূলধনের কিছু অংশ সেই হেতু এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য ছিল উচ্চতর, এবং, বাকি সব কিছু সমান থাকলে মুনাফার হারও। (মুনাফার হারের ব্যাপারটা আরো বিশেষ ভাবে এবং আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে হবে।)

অন্য দিকে পরম্পরাটা যদি হত বিপরীতমুখী, অর্থাৎ যদি প্রক্রিয়াটার শুরু হত ক থেকে তা হলে গমের দাম প্রথমে উঠত কোয়ার্টার-পিছু ৬০ শিলিং যখন নোতুন জমিকে নিতে হত চাষের অধীনে। কিন্তু যেহেতু আবশ্যক সরবরাহ উৎপাদিত হত খ-এর দ্বারা ২ কোয়ার্টার পরিমাণ সরবরাহ, সেই হেতু দাম পড়ে যেত আবার ৬০ শিলিং-এ; কারণ খ গম উৎপাদন করত কোয়ার্টার পিছু ৩০ শিলিং খরচে এবং বিক্রি করত ৬০ শিলিং-এ কেননা সরবরাহটা ছিল কেবল ঠিক চাহিদা মেটাবার পক্ষেই যথেষ্ট। এই ভাবে একটা খাজনা গঠিত হয়েছিল প্রথমে খ-এর জন্য ৬০ শিলিং-এর এবং একই ভাবে গ এবং ঘ-এর জন্য; আগাগোড়া ধরে নেওয়া হয় যে, বাজার-দাম ছিল ৬০ শিলিং, যদিও গ এবং ঘ উৎপাদন করত গম যার সত্যিকারের মূল্য ছিল কোয়ার্টার-পিছু যথাক্রমে ২০ এবং ১৫ শিলিং কারণ মোট চাহিদা মেটাবার জন্য ক-এর দ্বারা উৎপাদিত এক কোয়ার্টার সরবরাহের প্রয়োজন আগের মতই ছিল। এ ক্ষেত্রে, সরবরাহের উপরে চাহিদার বৃদ্ধি, যা প্রথমে মেটাত ক, তার পরে ক এবং খ, তা সম্ভব করত না খ, গ এবং ঘ-এর পরপর চাষ; কিন্তু কেবল ঘটাত চাষের এলাকার পরিধির একটা সাধারণ সম্প্রসারণ, এবং অধিকতর উর্বর জমিগুলি কেবল পরবর্তী কালেই আসত চাষের আওতায়।

প্রথম পরম্পরাটিতে, দামে বৃদ্ধি ঘটলে খাজনায় বৃদ্ধি এবং মুনাফার হারে হ্রাস

ঘটবে। এমন একটি হ্রাস সামগ্রিক ভাবে বা আংশিক ভাবে প্রতিহত করা যায় পাল্টা ঘটনাবলীর দ্বারা। এই পয়েণ্টটি পরে আরো সবিস্তারে আলোচনা করতে হবে। ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, মুনাফার সাধারণ হারটি উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে অভিন্ন ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কৃষি-মুনাফা শিল্প-মুনাফাকে নির্ধারণ করে না, বরং উল্‌টোটাই ঘটে। কিন্তু এ সম্পর্কে পরে আরো বিশদ ভাবে। আলোচনা করতে হবে।

দ্বিতীয় পরম্পরাটিতে, বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে মুনাফার হার থাকবে একই। মুনাফার পরিমাণটি প্রতিরূপায়িত হবে অল্পতর পরিমাণ শস্যের দ্বারা ; কিন্তু অন্যান্য পণ্যের দামের তুলনায় শস্যের আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পাবে। যাই হোক, মুনাফায় এই বৃদ্ধি যেখানে তা ঘটে থাকে, বিচ্ছিন্নকৃত হয় মুনাফা থেকে খাজনার আকারে—ধনতান্ত্রিক ইজারাদার কৃষকের পকেটে যাবার এবং বর্ধিষ্ণু মুনাফা হিসাবে প্রতিভাত হবার পরিবর্তে। যাই হোক, যে-অবস্থা ধরে নেওয়া হয়েছে তাতে শস্যের দাম অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পার্থক্যজনিত খাজনার বিকাশ ও বৃদ্ধি একই থাকবে নির্দিষ্ট এবং সেই সঙ্গে বর্ধমান দামের ক্ষেত্রেও, এবং খারাপ থেকে ভাল জমিতে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি এবং সেই সঙ্গে ভাল থেকে খারাপ জমিতে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিগতির ক্ষেত্রেও।

এ পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি : ১) একটি পরম্পরায় দাম বৃদ্ধি পায়, অন্যটিতে স্থির থাকে এবং ২) নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে ভাল থেকে খারাপ জমিতে, কিংবা খারাপ জমি থেকে ভাল জমিতে অতিক্রমণ।

কিন্তু এখন ধরে নেওয়া যাক যে, শস্যের চাহিদা গোড়াকার ১০ কোয়ার্টার থেকে বৃদ্ধি পেল ১৭ কোয়ার্টারে ; অধিকন্তু, সবচেয়ে খারাপ জমি ক স্থানচ্যুত হল আরেকটি জমি ক-এর দ্বারা, যেটি উৎপাদন করে ৬০ শিলিং উৎপাদন-দামে ১$\frac{1}{3}$ কোয়ার্টার (৫০ শি ব্যয় দাম যোগ ১০ শি—২০% মুনাফার জন্য), যাতে করে তার কোয়ার্টার পিছু উৎপাদন-দাম হয়=৪৫ শি ; কিংবা সম্ভবতঃ, পুরনো জমি ক-এর হয়ত উন্নতি সাধিত হয়েছে ক্রমাগত যুক্তি সিদ্ধ কর্ষণের কল্যাণে, কিংবা কর্ষিত হয়েছে আরো উৎপাদনশীল ভাবে একই খরচে, যেমন পশুখাদ্য ফলন ইত্যাদি প্রবর্তনের ফলে, যার দরুন একই মূলধন বিনিয়োগ করেও তার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১$\frac{1}{3}$ কোয়ার্টার। আরো ধরা যাক জমির **খ, গ** এবং **ঘ** রকমগুলি দেয় আগের মত একই পরিমাণ ফলন, কিন্তু নোতুন নোতুন রকমের জমি প্রবর্তন করা হয়েছে, যেমন, **ক** যার উর্বরতা ক এবং **খ**-এর মাঝামাঝি, এবং **খ** এবং **খ**´ যার উর্বরতা **খ** এবং **গ**-এর মাঝামাঝি। এখন আমরা লক্ষ্য করব এই ব্যাপারগুলি :

প্রথম : এক কোয়ার্টার গমের উৎপাদন দাম, বা তার নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দাম পড়ে যায় ৬০ শিলিং থেকে ৪০ শিলিং-এ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ।

দ্বিতীয় : চাষ এগিয়ে যায় একই সঙ্গে বেশি উর্বর থেকে কম উর্বর জমিতে এবং কম উর্বর থেকে বেশি উর্বর জমিতে। জমি ক´ বেশি উর্বর ক-এর চেয়ে কিন্তু কম উর্বর এতাবৎ কর্ষিত **খ, গ** এবং **ঘ** জমির চেয়ে। **খ**´ এবং **খ**´´ বেশি উর্বর **ক, ক**´ এবং **খ**-এর

চেয়ে কিন্তু কম উর্বর **গ** এবং **ঘ**-এর চেয়ে। এই ভাবে পরম্পরাটা কাটাকুটি কায়দায়। চাষ এগিয়ে যায় না **ক** ইত্যাদির চেয়ে অনাপেক্ষিক ভাবে কম উর্বর জমিতে, কিন্তু যায় আপেক্ষিক ভাবে বেশি উর্বর জমিতে—এতাবৎ কালের সবচেয়ে কম উর্বর জমি **ক** বা **ক** এবং **খ**-এর সঙ্গে তুলনায়।

তৃতীয়ঃ **খ**-এর উপরে খাজনা কমে যায়; **গ** এবং **ঘ**-এর উপরে খাজনাও, কিন্তু শস্যের উপরে মোট খাজনা ৬ কোয়ার্টার থেকে বেড়ে হয় ৭ ১/২ কোয়ার্টার, কর্ষিত ও খাজনা দায়ী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১০ কোয়ার্টার

—২

জমির রকম	উৎপন্ন কোয়ার্টার	উৎপন্ন শিলিং	বিনিয়োজিত মূলধন	মুনাফা কোয়ার্টার	মুনাফা শিলিং	খাজনা কোয়ার্টার	খাজনা শিলিং	কোয়ার্টার পিছু উৎপাদন দাম
ক	১ ১/৩	৬০	৫০	২/৯	১০	—	—	৪৫ শি
ক'	১ ১/২	৭৫	৫০	৫/৯	২৫	১/৩	১৫	৩৬ শি
খ	২	৯০	৫০	৮/৯	৪০	২/৩	৩০	৩০ শি
খ'	২ ২/৩	১০৫	৫০	১ ২/৯	৫৫	১	৪৫	২৫ ৫/৭ শি*
	২ ১/৩	১২০	৫০	১ ৫/৯	৭০	১ ১/৩	৬০	২২ ১/২ শি
গ	৩	১৩৫	৫০	১ ৮/৯	৮৫	১ ২/৩	৭৫	২০ শি
ঘ	৪	১৮০	৫০	২ ৮/৯	১৩০	২ ২/৩	১২০	১৫ শি
মোট	৪					৭ ২/৩	৩৪৫	

থেকে ১৭ কোয়ার্টারে। যদিও **ক**-এর ক্ষেত্রে থাকে একই, বৃদ্ধি পায় শস্যের অঙ্কে প্রকাশ করলে, কিন্তু খোদ মুনাফার হারটাও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে, মজুরি, অর্থাৎ অস্থির মূলধনের অতএব মোট ব্যয়ের বিনিয়োগ হ্রাস পায়–জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ সস্তা হয়ে যাবার কারণে। অর্থের অঙ্কে প্রকাশিত এই মোট খাজনা ৩৬০ শিলিং থেকে কমে হয় ৩৪৫ শিলিং।

নোতুন পরম্পরাটা উপস্থিত করা যাক (দ্বিতীয় সারণী দ্রষ্টব্য)

সর্বশেষে, যদি কেবল **ক**, **খ** **গ** এবং **ঘ** রকমের জমিগুলিই আগের মত চাষ করা হত, কিন্তু সেগুলির উৎপাদনশীলতা এমন ভাবে বৃদ্ধি পেত যে **ক** উৎপাদন করত ১ কোয়ার্টারের বদলে ২ কোয়ার্টার **খ** ২ কোয়ার্টারের বদলে ৪ কোয়ার্টার **গ** ৩ কোয়ার্টারের বদলে ৭ কোয়ার্টার এবং **ঘ** ৪ কোয়ার্টারের বদলে ১০ কোয়ার্টার, যাতে করে একই কারণসমূহ বিভিন্ন রকমের জমিকে প্রভাবিত করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, মোট

* ১৮৪৪ সালের জার্মান সংস্করণে আছে ২৫ ২/৭ মুনাফা।

উৎপাদন বেড়ে যায় ১০ থেকে ২৩ কোয়ার্টারে—জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং দাম হ্রাসের মাধ্যমে, তা হলে আমরা পাই এই ফল :

সারণী—৩

জমির রকম	উৎপন্ন কোয়ার্টার	উৎপন্ন শিলিং	বিনিয়োজিত মূলধন	কোয়ার্টার পিছু দাম	মুনাফা কোয়ার্টার	মুনাফা শিলিং	খাজনা কোয়ার্টার	খাজনা শিলিং
ক	২	৬০	৫০	৩০	$\frac{১}{৩}$	১০	০	০
খ	৪	১২০	৫০	১৫	২$\frac{১}{৩}$	৭০	২	৬০
গ	৭	২১০	৫০	৮$\frac{৪}{৭}$	৫$\frac{১}{৩}$	১৬০	৫	১৫০
ঘ	১০	৩০০	৫০	৬	৮$\frac{১}{৩}$	২৫০	৮	২৪০
মোট	২৩						১৫	৪৫০

এই সারণীটিতে এবং অন্যান্য সারণীগুলিতে যে সংখ্যাগত অনুপাতসমূহ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে ইতস্তত: কিন্তু যে জিনিসগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

প্রথম এবং প্রধান যে জিনিসটি ধরে নেওয়া হয়েছে, সেটি এই যে, কৃষিতে একটি উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন ভিন্ন জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে এবং এক্ষেত্রে ক এবং খ-এর চেয়ে বেশি প্রভাবিত করে সবচেয়ে ভাল রকমের জমিগুলিকে, গ এবং ঘ-কে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে এটাই সাধারণ ভাবে ঘটে, যদিও বিপরীতটাও ঘটতে পারে। যদি উৎকর্ষ সাধনের ফলে দরিদ্রতর জমিগুলি উন্নতর জমিগুলির চেয়ে বেশি প্রভাবিত হত, তা হলে দ্বিতীয়োক্ত জমিগুলির উপরে খাজনা বেড়ে না গিয়ে কমে যেত কিন্তু আমাদের সারণীটিতে, আমরা ধরে নিয়েছি যে সমস্ত রকমের জমির উর্বরতায় অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ ঘটে উন্নতর রকমের জমিগুলিতে গ এবং ঘ-এ, বৃহত্তর আপেক্ষিক উর্বরতার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ; এর মানে একই মূলধন-বিনিয়োগে উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি, অর্থাৎ পার্থক্যজনিত খাজনা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় যে-জিনিসটি ধরে নেওয়া হয়েছে তা এই যে, মোট চাহিদা মোট উৎপন্নে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। প্রথমতঃ, এমন একটি বৃদ্ধি হঠাৎ ঘটে যাবে, এটা ভাববার কোনো কারণ নেই, বরং ঘটে ক্রমে ক্রমে যে-পর্যন্ত না ৩ নং পরম্পরাটি প্রতিষ্ঠিত না হয়। এটা সত্য নয় যে, জীবন-ধারনের দ্রব্যাদি সস্তা হলে সেগুলির পরিভোগ বৃদ্ধি পায় না। ইংল্যাণ্ডে শস্য আইনের অবসান ঠিক উলটোটাই প্রমাণ করে (নিউম্যান দ্রষ্টব্য *) বিপরীত মতটি উদ্গত হয় এই ঘটনাটি থেকে যে ফসলে বড় বড় ও হঠাৎ

* F. Newman, *Lectures on Political Economy*, London, 1851, P. 158.

হঠাৎ পার্থক্য, যেগুলি কেবল আবহাওয়ারই ফল, সেগুলি শস্যের দামে *এক সময়ে ঘটায় অস্বাভাবিক হ্রাস অন্য সময়ে ঘটায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। যখন এই ধরণের ক্ষেত্রে হঠাৎ ও অস্থায়ী দাম-হ্রাস যথেষ্ট সময় পায় না পরিভোগ-বৃদ্ধির উপরে তার পূর্ণ প্রভাব খাটাবার, তখন বিপরীতটা সত্য হয় যদি এই হ্রাস ঘটে স্বয়ং নিয়ন্ত্রণকারী উৎপাদন দামটা নিজেই কমে যাবার কারণে অর্থাৎ এই হ্রাস হয় দীর্ঘস্থায়ী-প্রকৃতির। তৃতীয়তঃ, শস্যের অংশ পরিভুক্ত হতে পারে ব্র্যাণ্ডি ও বিয়ারের আকারে, এবং এই দুটি জিনিসের বর্ধমান পরিভোগ কোনোক্রমেই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমিত নয়। চতুর্থতঃ, ব্যাপারটা অংশতঃ নির্ভর করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপরে এবং অংশতঃ এই ঘটনার উপরে যে দেশটা হতে পারে শস্য-রপ্তানিকারী, যেমন ইংল্যাণ্ড ছিল ১৮ শতকের মধ্য ভাগেরও পরে দীর্ঘকাল ধরে, যার দরুন চাহিদা সম্পূর্ণ ভাবে জাতীয় পরিভোগের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সর্বশেষে গমের উৎপাদনে বৃদ্ধি ও দাম হ্রাসের ফলে রাই বা ওটের বদলে গমই হয়ে উঠতে পারে জনগণের পরিভোগের প্রধান সামগ্রী, যাতে করে কেবল এই কারণেই এর চাহিদা বেড়ে যেতে পারে, ঠিক যেমন বিপরীতটা ঘটতে পারে যখন উৎপাদন হ্রাস পায় এবং দাম বৃদ্ধি পায়।—অতএব এই জিনিসগুলি ধরে নিলে, এবং পূর্ব-নির্বাচিত অনুপাতগুলি বজায় থাকলে, ৩ নং পরম্পরাটি থেকে এই ফল অনুসরণ করে যে, কোয়ার্টার পিছু দাম ৬০ শিলিং থেকে ৩০ শিলিং-এ, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ কমে যায়; ১ নং পরম্পরার সঙ্গে তুলনায়, উৎপাদন ১০ থেকে বেড়ে হয় ২৩ কোয়ার্টার, অর্থাৎ ১৩০ শতাংশ; খ জমির খাজনা স্থির থাকে কিন্তু গ জমির খাজনা বেড়ে যায় ২৫%,* ঘ-৩৩⅓%** এর, এবং মোট খাজনা বেড়ে যায় £ ১৮ থেকে £ ২২½-এ, ***অর্থাৎ ২৫%****

এই তিনটি সারণীর তুলনা—(যাতে ১ নং পরম্পরাকে নিতে হবে দুবার, ক থেকে ঘ পর্যন্ত আরোহী এবং ঘ থেকে ক পর্যন্ত অবরোহী রূপে), যাকে বিবেচনা করা যায়, হয়, সমাজের এক বিশেষ পর্যায়ে উপস্থিত ক্রমান্বয় হিসাবে, যেমন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাশাপাশি বিদ্যমান হিসাবে, আর নয়ত, একই দেশ বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে পরপর ঘটমান হিসাবে—এই তুলনা থেকে প্রকাশ পায়:

(১) তার গঠনের প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন পরম্পরাটি অবধারিত ভাবে প্রতিভাত হয় অবরোহণমূলক ক্রম-অনুযায়ী কেননা যখন খাজনা বিশ্লেষণ করা হয় তখন সূচনা-বিন্দু সব সময়েই হবে সবচেয়ে বেশি খাজনা-দায়ী জমি এবং কেবল সবচেয়ে শেষেই আমরা যাই সেই জমিতে, যা কোনো খাজনা দেয় না।

(২) সবচেয়ে খারাপ জমিতে অর্থাৎ খাজনা না দেওয়া জমিতে উৎপাদনের দামই

* ১৮৯৪ সালের জার্মান সংস্করণে আছে 'দুগুণ হয়'।

** ঐ, দুগুণের বেশি হয়।

*** ঐ, ২২

**** ঐ ২২½%

হচ্ছে সেই দাম, যা বাজার-দাম নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও ১নং সারণীতে এই বাজার-দাম, যদি পরম্পরাটা গঠিত হত আরোহণ-মূলক ক্রম-অনুযায়ী. তা হলে থাকত স্থির, কারণ ভাল এবং আরো ভাল জমিকে নিরন্তর নিয়ে আসা হত চাষের আওতায়। এমন ক্ষেত্রে, সবচেয়ে ভাল জমিতে উৎপাদিত শস্যের দাম তদবধিই নিয়ন্ত্রণকারী দাম, যদবধি তা নির্ভর করে এই ধরণের জমিতে উৎপন্ন পরিমাণের উপরে, যে মাত্রা পর্যন্ত ক রকমের জমি থাকে নিয়ন্ত্রণকারী। যদি খ, গ এবং ঘ উৎপাদন করে চাহিদার চেয়ে বেশি, তা হলে ক আর নিয়ন্ত্রণকারী থাকবে না। এই পয়েণ্টটা ধোঁয়াটে ভাবে স্টর্চ-এর মনে ছিল, যখন তিনি সবচেয়ে ভাল জমিকে গ্রহণ করেন নিয়ন্ত্রণকারী জমি হিসাবে।* এই ভাবেই আমেরিকার শস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে ইংল্যাণ্ডের শস্যের দাম।

(৩) পার্থক্যজনিত খাজনার উদ্ভব ঘটে জমির প্রাকৃতিক উর্বরতার পার্থক্য থেকে, যা কৃষি বিকাশের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকে (আপাততঃ অবস্থানে প্রশ্নটি বাদ দিয়ে রেখে), অন্য কথায়, সর্বোৎকৃষ্ট জমির সীমাবদ্ধ আয়তন থেকে, এবং এই ঘটনা থেকে যে সমান সমান পরিমাণ মূলধন অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে অসমান রকমের জমিগুলির উপরে, যার দরুন একই পরিমাণ মূলধন থেকে পাওয়া যায় অসমান উৎপন্ন।

(৪) পার্থক্যজনিত খাজনার এবং ক্রমান্বয়ী পার্থক্যজনিত খাজনার অস্তিত্ব সমান ভালভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে একটি অবরোহণ মূলক পরম্পরা অনুযায়ী, যা যায় ভাল থেকে খারাপ জমিতে, যেমন অবরোহণ-মূলক পরম্পরায় যায় বিপরীত দিকে— খারাপ থেকে ভাল জমিতে; কিংবা তা ঘটতে পারে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে—একবার এক দিকে, পরের বার অন্যদিকে, পরপর এইভাবে। (১ নং পরম্পরা গঠিত হতে পারে ঘ থেকে ক-এর দিকে গিয়ে, কিংবা ক থেকে ঘ-এর দিকে গিয়ে ২ নং পরম্পরা ধারণ করে উভয়বিধ গতিক্রিয়া।)

(৫) তার গঠনের পদ্ধতি অনুযায়ী পার্থক্যজনিত খাজনা বিকাশ লাভ করতে পারে জমির উৎপন্নের একটি স্থির, বর্ধমান বা হ্রাসমান দামের সঙ্গে। হ্রাসমান দামের বেলায়, মোট উৎপাদন এবং মোট খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে; এবং এতাবৎকাল যে-জমি ছিল খাজনা-বিহীন, তাতেও খাজনার উদ্ভব হতে পারে, যদিও সর্ব নিকৃষ্ট জমি ক হয়ে থাকতে পারে একটি উৎকৃষ্টতর জমির দ্বারা স্থানচ্যুত কিংবা নিজেই হতে পারে উন্নত এবং এমনকি যদিও খাজনা হ্রাস পেতে পারে অন্য জমিটির উপরে, যেটি উৎকৃষ্টতর। কিংবা এমনকি উৎকৃষ্টতম (সারণী-২); এই প্রক্রিয়াটি মোট খাজনার (অর্থের অঙ্কে) হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। সর্বশেষে, যে-সময়ে দাম হ্রাস পায় কৃষির সাধারণ উন্নয়ন ঘটার কারণে, যার দরুন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমির উৎপন্ন এবং তার দাম হ্রাস পায়, তখন উৎকৃষ্ট জমিগুলির মধ্যে কিছু কিছুর খাজনা একই থাকতে পারে, কিংবা হ্রাস পেতে

---

* **H. Storch**, *Cours d'economie Politique ou Exposition des Principes qui determinent la prosperite des nations*, **Tome II, St. Petersbourge, 1815, PP. 78-79**

পারে এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্টগুলির খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। যাই হোক, সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমির তুলনায়, প্রত্যেক জমির পার্থক্যজনিত খাজনা নির্ভর করে, দামের উপরে, ধরুন, এক কোয়ার্টার গমের—যদি উৎপন্নের পরিমাণে পার্থক্যটি নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু যখন দাম নির্দিষ্ট থাকে, তখন পার্থক্যজনিত খাজনা নির্ভর করে উৎপন্নের পরিমাণে পার্থক্যের আয়তনের উপরে এবং যদি সমস্ত জমির ক্রম বর্ধমান অনাপেক্ষিক উর্বরতার সঙ্গে নিকৃষ্টতর জমিগুলির তুলনায় উৎকৃষ্টতর জমিগুলির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় আপেক্ষিক ভাবে বেশি মাত্রায়, তা হলে এই পার্থক্যের আয়তন আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে (সারণী-১ দেখুন) যখন দাম ৬০ শিলিং, তখন ঘ-এর খাজনা নির্ধারিত হয় ক-এর সঙ্গে তুলনায় তার পার্থক্যজনিত উৎপন্নের দ্বারা; অন্য কথায়, উদ্বৃত্ত ৩ কোয়ার্টার দ্বারা। সুতরাং খাজনা হয় = ৩ × ৬০ = ১৮০ শিলিং। কিন্তু ৩নং সারণীতে যেখানে দাম = ৩০ শিলিং, সেখানে খাজনা নির্ধারিত হয় ক-এর সঙ্গে তুলনায় ঘ-এর উদ্বৃত্ত উৎপন্নের দ্বারা = ৮ কোয়ার্টার; সুতরাং আমরা পাই ৮ × ৩০ = ২৪০ শিলিং।

পার্থক্যজনিত খাজনার আবশ্যিক পূর্বশর্তই হচ্ছে আরো খারাপ এবং আরো খারাপ জমির দিকে একটি গতিক্রিয়া কিংবা জমির একটি চির-হ্রাসমান উর্বরতা*—এই যে প্রথম ধরে নেওয়া মিথ্যা ধারণা, যা এখনো দেখা যায় ওয়েস্ট, ম্যালথাস এবং রিকার্ডোর মধ্যে, এটা সেই ধারণা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। আমরা দেখেছি, পার্থক্যজনিত খাজনা গঠিত হতে পারে আরো ভাল, আরো ভাল জমির দিকে গতিক্রিয়ার দ্বারাও, এটা গঠিত হতে পারে যখন একটি উৎকৃষ্টতর জমি নেয় নিম্নতম স্থান যেখানে আগে অবস্থান ছিল সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিটির; এটা যুক্ত থাকতে পারে কৃষিতে ক্রমাগত উন্নয়নের সঙ্গে। একমাত্র পূর্বশর্ত হচ্ছে শুধু বিভিন্ন ধরনের জমির অসমানতা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তা ধরে নেয় যে, অনাপেক্ষিক উর্বরতায় বৃদ্ধি এই অসমানতার অবসান ঘটায় না, পরন্তু, হয় তাকে বৃদ্ধি করে, তাকে অপরিবর্তিত রাখে নয়ত, তাকে কেবল হ্রাস করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্যভাগ অবধি, ইংল্যাণ্ডে শস্যের দাম নিরন্তর হ্রাস পায় সোনা এবং রূপার হ্রাসমান দাম সত্ত্বেও, যখন একই সময়ে (গোটা কালটাকে সমগ্র ভাবে দেখলে) বৃদ্ধি ঘটে খাজনায়, খাজনার মোট পরিমাণে কর্ষিত জমির এলাকায়, কৃষি উৎপাদনে এবং জনসংখ্যায়। এটা, ১নং সারণীকে ২নং সারণীর সঙ্গে আরোহমূলক ক্রমে নিলে, তার সঙ্গে মিলে যায় কিন্তু এমন ভাবে যে সবচেয়ে খারাপ জমি ক-এর

* [West] *Essay on the Application of capital to Land*, London, 1815.

Malthus, *Principles of Political Economy* **London, 1836**

Malthus, *An Inquiry into the Nature and Progress of Rent and the Principles by which it is regulated*, **London, 1815**

Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation*, **Third edition London 1821, Chap II.**

হয় উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে কিংবা শস্য উৎপাদনকারী এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ; যাই হোক, এর মানে এই নয় যে, এটা আর কেনো কৃষিগত বা শিল্পগত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে (তারিখ আরো যথাযথ ভাবে দিতে হবে) ১৮১৫ সাল অবধি শস্যের দামে নিরন্তর বৃদ্ধি ঘটে, তার সঙ্গে অবিচল বৃদ্ধি ঘটে খাজনায়, খাজনার মোট পরিমাণে, কর্ষিত জমির এলাকায়, কৃষি উৎপাদনে এবং জনসংখ্যায়। এটা মিলে যায় ১নং সারণীর সঙ্গে—অবরোহমূলক ক্রম অনুযায়ী। (এখানে এই সময়কালে খারাপ জমির চাষ সম্পর্কে কিছু উৎস উল্লেখ করতে হবে।)

পেটি এবং ডেভন্যান্ট-এর সময়ে, কৃষকেরা এবং জমির মালিকেরা জমির উন্নয়ন এবং নোতুন জমিকে চাষের অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পর্কে নালিশ জানাত ; উন্নততর জমিগুলির খাজনা কমে যেত, খাজনা দায়ী জমির এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাজানার মোট পরিমাণ বেড়ে যেত।

(এই তিনটি পয়েণ্টকে পরে উদ্ধৃতির সাহায্যে বোঝাতে হবে ; একই ভাবে একটি বিশেষ দেশে জমির বিভিন্ন কর্ষিত অংশের উর্বরতায় পার্থক্য প্রসঙ্গে।)

সাধারণ ভাবে পার্থক্যজনিত খাজনা প্রসঙ্গে, লক্ষ্য করতে হবে যে, বাজার-দাম সব সময়েই উৎপন্নের মোট পরিমাণের মোট উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি। দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যাক, ১নং সারণীটিকে। মোট উৎপন্নের দশ কোয়ার্টার বিক্রি করা হয় ৬০০ শিলিং এ কেননা বাজার দাম নির্ধারিত হয় ক এর উৎপাদন-দামের দ্বারা, যার পরিমাণ দাঁড়ায় কোয়ার্টার-পিছু ৬০ শিলিং। কিন্তু সত্যিকারের উৎপাদন-দাম হচ্ছে :

ক	১ কো = ৬০শি	১ কো = ৬০শি
খ	২ কো = ৬০শি	১ কো = ৩০শি
গ	৩ কো = ৬০শি	১ কো = ২০শি
ঘ	৪ কো = ৬০শি	১ কো = ১৫শি
	১০ কো = ২৪০শি	গড় : ১কো = ২৪শি

এই ১০ কোয়ার্টারের সত্যিকারের উৎপাদন দাম ২৪০ শিলিং ; কিন্তু বিক্রি হয় ৬০০ শিলিং-এ অর্থাৎ উৎপাদন-দামের ২৫০%-এ। ১ কোয়ার্টারের সত্যিকারের গড় দাম ২৪শিলিং বাজার-দাম ৬০শি, অর্থাৎ তাও উৎপাদন-দামের ২৫০%।

এটা হল বাজার-মূল্যের দ্বারা নির্ধারণ, যেমন তা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ; পরোক্তটি সৃষ্টি করে একটি মিথ্যা সামাজিক মূল্য। এর উদ্ভব হয় বাজার-দামের নিয়মটি থেকে, জমির উৎপন্নসমূহ যার অধীন। উৎপন্ন দ্রব্যাদির, অতএব কৃষিজাত দ্রব্যাদি সহ, বাজার-মূল্য নির্ধারণ একটি সামাজিক ক্রিয়া, যদিও একটি সামাজিক ভাবে অ-সচেতন ও অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়া। এর ভিত্তি অবশ্য অবশ্যই উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য—জমি এবং তার উর্বরতার পার্থক্যগুলি নয়। যদি আমরা ধরি যে ধনতান্ত্রিক সমাজ নির্বাসিত হয়েছে এবং সমাজ

সংগঠিত হয়েছে একটি সচেতন ও পরিকল্পিত সংঘ হিসাবে, তা হলে ১০ কোয়ার্টার প্রতিনিধিত্ব করবে এই পরিমাণ স্বাধীন শ্রম সময়ের, যা হবে ২৪০ শিলিং-এর মধ্যে বিধৃত শ্রম-সময়ের সমান। সে ক্ষেত্রে সমাজ এই কৃষি উৎপন্নকে ক্রয় করবে না তার মধ্যে মূর্ত সত্যিকারের শ্রম-সময়ের আড়াই গুণ বেশি দিয়ে; এবং এই ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে জমিদার শ্রেণীর ভিত্তি। এর ফল হত সেই একই, যা হত বিদেশী আমদানির দরুন উৎপন্ন দ্রব্যটির একই পরিমাণ দাম-হ্রাসের কারণে। সুতরাং এটা যেমন সত্য যে, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতিকে বজায় রেখে, কিন্তু ধরে নিয়ে যে পার্থক্যজনিত খাজনা দেওয়া হয় রাষ্ট্রকে, কৃষিজাত দ্রব্যাদিব দাম, বাকি সব কিছু সমান থাকলে, থাকবে একই, তেমন এটা বলাও হবে সমভাবে ভুল যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম একই থাকবে যদি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রতিস্থাপিত হয় সংঘের দ্বারা। একই রকমের পণ্য সমূহের বাজার-দামের অভিন্নতাই হচ্ছে সেই ভঙ্গিটি। যার দ্বারা মূল্যের সামাজিক চরিত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তির উপরে ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের উপরে ভিত্তিশীল যে কোনো উৎপাদনের ভিত্তির উপরে। সমাজ যেটা বাড়তি দেয় কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য, যেটা হচ্ছে কৃষি উৎপাদনে তার শ্রম-সময়ের উপলব্ধি করণে একটি বিয়োজন সেটা এখন হয় সমাজের একটি অংশের পক্ষে, জমিদারদের পক্ষে, একটি সংযোজনে।

পরবর্তী অধ্যায়ের ২-এর অধীনে প্রদত্ত বিশ্লেষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্বিতীয় ঘটনা হল এই :

এটা কেবল একর-পিছু বা হেক্টর-পিছু খাজনার ব্যাপার নয়, কিংবা একর-পিছু উৎপাদনের একক এবং সাধারণ দামের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারও নয়, এটা প্রত্যেক রকমের জমির কত একর কৃষির অধীন আছে, তারও ব্যাপার। এখানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েণ্টটি সরাসরি সম্পর্কিত খাজনার আয়তনের সঙ্গে, অর্থাৎ গোটা কর্ষিত এলাকার মোট খাজনা; কিন্তু এটা একই সময়ে আমাদের কাজ করে **খাজনার হারে** বৃদ্ধিপ্রাপ্তির আলোচনায় একটি সোপান হিসাবে, যদিও দামে কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি কিংবা, দাম পড়ে গেলে, বিভিন্ন রকমের জমির আপেক্ষিক উর্বরতায় পার্থক্য বৃদ্ধি পায়নি।

উপরে আমরা পাই :

সারণী—১

জমির রকম	একর	উৎপাদন-দাম	উৎপন্ন	শস্যের অঙ্কে খাজনা	অর্থের অঙ্কে খাজনা
ক	১	£ ৩	১ কো	০	০
খ	১	,, ৩	২ কো	১ কো	£ ৩
গ	১	,, ৩	৩ কো	২ কো	,, ৬
ঘ	১	,, ৩	৪ কো	৩ কো	,, ৯
মোট	৪ একর		১০ কো	কো	£ ১৮

ধরা যাক, প্রত্যেক রকমেই কর্ষিত এলাকার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। তা হলে আমরা পাই :

সারণী ১-ক

জমির রকম	একর	উৎপাদন-দাম	উৎপন্ন	শস্যের অঙ্কে খাজনা	অর্থের অঙ্কে খাজনা
ক	২	£ ৬	২ কো	০	০
খ	২	,, ৬	৪ কো	২ কো	£ ৬
গ	২	,, ৬	৬ কো	৪ কো	,, ১২
ঘ	২	,, ৬	৬ কো	৮ কো	,, ১৮
মোট	৮ একর		২০ কো	১২ কো	£ ৩৬

আরো দুটি ক্ষেত্র ধরা যাক। ধরুন, প্রথম ক্ষেত্রটিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় দুটি সবচেয়ে দরিদ্র জমিতে এই ভঙ্গিতে :

সারণী-১খ

জমির রকম	একর	উৎপাদন-দাম		উৎপন্ন	শস্যের অঙ্কে খাজনা	অর্থের অঙ্কে খাজনা
		একর পিছু	মোট			
ক	৪	£ ৩	£ ১২	৪ কো	০	০
খ	৪	,, ৩	,, ১২	৮ কো	৪ কো	£ ১২
গ	২	,, ৩	,, ৬	৬ কো	৪ কো	,, ১২
ঘ	২	,, ৩	,, ৬	৮ কো	৬ কো	,, ১৮
মোট	১২ একর		£ ৩৬	২৬ কো	১৪ কো	£ ৪২

এবং সর্বশেষে, ধরা যাক চার রকমের জমির জন্য উৎপাদন কর্ষিত এলাকার অসমান বৃদ্ধি :

সারণী-১গ

জমির রকম	একর	উৎপাদন-দাম		উৎপন্ন	শস্যের অঙ্কে খাজনা	অর্থের অঙ্কে খাজনা
		একর-পিছু	মোট			
ক	১	£ ৩	£ ৩	১ কো	০	০
খ	২	,, ৩	,, ৬	৪ কো	২ কো	£ ৬
গ	৫	,, ৩	,, ১৫	১৫ কো	১০ কো	,, ৩০
ঘ	৪	,, ৩	,, ১২	১৬ কো	১২ কো	,, ৩৬
মোট	১২ একর		£ ৩৬	৩৬ কো	২৪ কো	£ ৭২

প্রথমতঃ একর পিছু খাজনা একই থাকে এই সব কটি ক্ষেত্রে—১, ১ক, ১খ এবং ১গ এ, কেননা বাস্তবিক পক্ষে, একই রকমের জমিতে একর-পিছু একই মূলধন-বিনিয়োগের ফল ছিল অপরিবর্তিত। আমরা কেবল ধরে নিয়েছি যা যে-কোনো দেশে যে কোনো মুহূর্তে সত্য যথা ; মোট কর্ষণভুক্ত এলাকার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের জমির আছে নির্দিষ্ট অনুপাত। এবং আমরা ধরে নিয়েছি যা সব সময় সত্য তুলনাকৃত যে কোনো দুটি দেশের বেলায়, কিংবা একই দেশের দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বেলায়, যথা, যে যে অনুপাতে মোট কর্ষিত এলাকা বিভিন্ন রকমের জমির মধ্যে বণ্টিত থাকে তা বিভিন্ন হয়।

১-এর সঙ্গে ১ ক-কে তুলনা করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, সমস্ত চার রকমের জমির চাষই যদি একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় তা হলে কর্ষিত এলাকা দ্বিগুণিত হলে মোট উৎপাদন দ্বিগুণ হয় এবং একই জিনিস খাটে শস্য ও অর্থের অঙ্কে খাজনার ক্ষেত্রে।

কিন্তু আমরা যদি ১-এর সঙ্গে ১গ কে তুলনা করি, আমরা দেখি যে, দুটি ক্ষেত্রেই কর্ষণাধীন এলাকা তিন গুণ হয়। দুটি ক্ষেত্রেই তা ৪ একর থেকে বেড়ে হয় ১২ একর কিন্তু ১-খ-এ **ক** এবং **খ** শ্রেণী দুটিই এই বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান যোগায়—ক কোনো খাজনাই দেয় না **খ** দেয় পার্থক্যজনিত খাজনার সবচেয়ে কম পরিমাণটি। এই ভাবে, ৮টি নোতুন কর্ষিত এলাকার মধ্যে, ক এবং **খ** প্রত্যেকে ৩টি করে, অর্থাৎ দুয়ে মিলে ৬ ; অন্যদিকে **গ** এবং **ঘ** প্রত্যেকে ১টি করে, অর্থাৎ দুয়ে মিলে ২ অন্যভাবে বললে, চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগ বৃদ্ধির জন্যই দায়ী ক এবং **খ** এবং কেবল এক ভাগের জন্য দায়ী **গ** এবং **ঘ**। এই অবস্থায় ১-এর সঙ্গে তুলনীয় **১খ**-এ কর্ষণাধীন এলাকার ত্রিগুণীকরণের ফলে উৎপন্ন ত্রিগুণীকৃত হয় না, কেননা উৎপন্ন ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ হয় না কেবল ২৬ হয়। অন্য দিকে, যেহেতু বৃদ্ধির একটা বড় অংশ ক-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যে দেয় না কোনো খাজনা, এবং যেহেতু উন্নততর জমিগুলির বৃহত্তর অংশটাই **খ**-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেই হেতু শস্যের অঙ্কে খাজনা বৃদ্ধি পায় ৬ থেকে কেবল ১৪ কোয়ার্টারে, এবং অর্থের অঙ্কে £ ১৮ থেকে £ ৪২-এ।

কিন্তু আমরা যদি ১গ-কে তুলনা করি ১-এর সঙ্গে, যেখানে খাজনা না-দেওয়া জমিও পায় কেবল সামান্যই, যেখানে বৃদ্ধির বৃহত্তর ভাগটার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট **গ** এবং **ঘ** আমরা দেখি যে, যখন কর্ষণাধীন এলাকা ত্রিগুণিত হয়, উৎপাদন ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৬ কোয়ার্টার অর্থাৎ তার মূল পরিমাণের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি ; এবং একই ভাবে অর্থ-খাজনাও £ ১৮ থেকে বেড়ে হয় £ ৭২।

এই সবকটি ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক যে, কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকে। কর্ষণের সম্প্রসারণের সঙ্গে সব কটি ক্ষেত্রেই মোট খাজনা বৃদ্ধি পায়, যদি না ঘটে একান্ত ভাবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিতে, যা দেয় না কোনো খাজনা। কিন্তু এই বৃদ্ধি বিভিন্ন হয়। যদি এই সম্প্রসারণ জমির উন্নততর রকমগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং মোট উৎপাদন, তার ফলে, বৃদ্ধি পায় কেবল এলাকা-সম্প্রসারণের অনুপাতেই নয়, বৃদ্ধি পায় বরং আরো দ্রুত গতিতে, তা হলে শস্য ও অর্থের অঙ্কে খাজনা বৃদ্ধি পায় একই মাত্রায়। যদি সবচেয়ে খারাপ জমিটা এবং যে জমির রকমগুলি কাছাকাছি প্রধানতঃ সেগুলিই হয়

সম্প্রসারণের অন্তর্ভুক্ত (যার মাধ্যমে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সবচেয়ে খারাপ জমিটা প্রতিনিধিত্ব করে একটি চিরস্থির মানের) তা হলে মোটখাজনাটা কর্ষণের সম্প্রসারণের সঙ্গে আনুপাতিক হয় না। অতএব, যদি দুটি দেশ থাকে, যাতে খাজনা না-দেওয়া জমি ক একই গুণমানের তা হলে খাজনা গোটা কর্ষণভুক্ত এলাকার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জমি ও নিচু মানের জমিগুলির দ্বারা প্রতিরূপায়িত একাংশটির সঙ্গে বিপরীত ভাবে আনুপাতিক হয়—ধরে নেওয়া হচ্ছে সমান সমান এলাকার উপরে সমান সমান মূলধন-বিনিয়োগ। অতএব কোনো একটি দেশের মোট জমি-এলাকায় কর্ষিত জমির সবচেয়ে খারাপ জমির পরিমাণ এবং অপেক্ষাকৃত ভাল জমির পরিমাণটির মধ্যে সম্পর্কটির মোট খাজনার উপরে যে প্রভাব, সবচেয়ে খারাপ জমি এবং ভাল ও সবচেয়ে ভাল জমির মধ্যে সম্পর্কটির একক-প্রতি খাজনার উপরে এবং—বাকি অবস্থাবলী একই থাকলে—মোট খাজনার উপরে যে প্রভাব তার চেয়ে বিপরীত। এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলার ফলে পার্থক্যজনিত খাজনার বিরুদ্ধে হরেক রকমের ভুল আপত্তি তোলা হয়েছে।

তা হলে, মোট খাজনা বৃদ্ধি পায় কেবল কৃষির সম্প্রসারণের ফলে, এবং সেই কারণে জমিতে মূলধন ও শ্রমের বৃহত্তর বিনিয়োগের ফলে।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি এই যদিও আমরা ধরে নিয়েছি যে বিভিন্ন ধরনের জমির খাজনা সমূহের অনুপাত একই থাকে এবং তাই প্রত্যেক একরে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রেক্ষিতে বিবেচনায় খাজনার হারও একই থাকে, তবু এব্যাপারটি লক্ষ্য করতে হবে ঃ যদি আমরা ১ক-কে তুলনা করি ১-এর সঙ্গে, যে-ক্ষেত্রটিতে কর্ষিত একরের সংখ্যা এবং তাতে বিনিয়োজিত মূলধন আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাই, যেমন সম্প্রসারিত এলাকার সঙ্গে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে আনুপাতিক ভাবে, অর্থাৎ উভয়ই দ্বিগুণিত হয়েছে, তেমনি খাজনাও বৃদ্ধি পেয়েছে একই ভাবে। £১৮ থেকে তা বেড়ে হয়েছে £৩৬, ঠিক যেমন একর-সংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮।

আমরা যদি ৪ একরের মোট এলাকাটা নিই আমরা দেখি, মোট খাজনার পরিমাণ হয়েছিল £১৮ এবং এই ভাবে গড় খাজনা, যে জমি কোনো খাজনা দেয় না সেটা সমেত, হয় £ ৪½। এমন একটা হিসাব করতে পারে, ধরুন, একজন জমিদার যে সমস্ত ৪ একরেরই মালিক ; এবং এই ভাবে গড় খাজনা পরিসংখ্যানগত ভাবে হিসাব করা হয় গোটা দেশের ক্ষেত্রে। ১০ পাউণ্ড বিনিয়োজিত মূলধন থেকে অর্জিত হয় ১৮ পাউণ্ড খাজনা। আমরা এই দুটি সংখ্যার অনুপাতকে খাজনার হার বলব ; বর্তমান ক্ষেত্রে তাহলে এটা হচ্ছে ১৮০%।

একই খাজনার হার পাওয়া যায় ১ ক-তে যেখানে চাষ করা হয় ৪-এর বদলে ৮ একর, কিন্তু সব রকম জমিই বৃদ্ধিতে অবদান যুগিয়েছে একই অনুপাতে। £ ৩৬ পরিমাণ মোট খাজনা ৮ একর জমি এবং £ ২০ বিনোয়োজিত মূলধন বাবদে দেয় একর-পিছু £ ৪½ গড় খাজনা এবং ; ১৮০% খাজনার হার।

কিন্তু আমরা যদি বিবেচনা করি ১ খ, যেখানে বৃদ্ধিটা ঘটেছে প্রধানত দুটি নিচুমানের জমির রকমের উপরে, আমরা ১২ একরের জন্য পাই £ ৪২ পরিমাণ খাজনা, কিংবা

একর প্রতি £ ৩½ পরিমাণ গড় খাজনা। মোট বিনিয়োজিত মূলধন হল £ ৩০ এবং তাই খাজনার হার=১৪০%। এই ভাবে একর-প্রতি গড় খাজনা হ্রাস পেয়েছে £ ১, এবং খাজনার হার ১৮০% থেকে ১১০%-এ। এখানে তা হলে আমরা পাই মোট খাজনায় £ ১৮ থেকে £ ৪২-এ একটি বৃদ্ধি, কিন্তু গড় খাজনায় একটি হ্রাস—একর-পিছু এবং মূলধনের ভিত্তিতে গণনা করা উভয় হিসাবেই; হ্রাসটি ঘটে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে তবে আনুপাতিক ভাবে নয়। এটা ঘটে এমনকি যদিও সব রকমের জমির খাজনা—একর-পিছু এবং মূলধন-বিনিয়োগ উভয় ভিত্তির হিসাবেই—একই থাকে। এটা ঘটে কারণ এই বৃদ্ধির তিন চতুর্থাংশের জন্য দায়ী জমি ক, যা কোনো খাজনা দেয় না, এবং জমি খ, যা দেয় কেবল ন্যূনতম খাজনা।

যদি ১ খ ক্ষেত্রটিতে মোট সম্প্রসারণ ঘটত সম্পূর্ণ ভাবে ক জমিতেই, তা হলে আমরা ক-এ পেতাম ৯ একর খ-এ ১ একর গ এ ১ একর এবং ঘ-এ ১ একর। মোট খাজনা হত আগের মতই £ ১৮; সুতরাং ১২ একরের জন্য গড় £ ১½ একর-প্রতি, এবং £ ৩০ বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে £ ১৮ খাজনা দিত ৬০% পরিমাণ একটি খাজনার হার। গড় খাজনা, একর প্রতি হিসাবে এবং বিনিয়োজিত মূলধনের ভিত্তিতে হিসাবেও, বিপুল ভাবে হ্রাস পেত, অন্য দিকে মোট খাজনা বৃদ্ধি পেত না।

সর্বশেষ,১ গ-কে তুলনা করা যাক ১ এবং ১-খ-এর সঙ্গে। ১-এর সঙ্গে তুলনায়, এলাকা হয়েছে তিন গুণ এবং বিনিয়োজিত মূলধনও। মোট খাজনা হচ্ছে ১২ একরের জন্য £ ৭২, অর্থাৎ একর-প্রতি £ ৬—১ নং ক্ষেত্রের একর প্রতি ৪½ এর পরিবর্তে। বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে খাজনার হার (£৭২ : £ ৩০) হচ্ছে ২৪০%—১৮০%-এর পরিবর্তে। মোট উৎপাদন ১০ কোয়ার্টার থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬ কোয়ার্টারে।

১ খ-এর সঙ্গে তুলনায়—যেখানে কর্ষিত একরের মোট সংখ্যা, বিনিয়োজিত মূলধন, এবং কর্ষিত জমির রকমগুলির মধ্যেকার পার্থক্যসমূহ অভিন্ন, কিন্তু বণ্টন বিভিন্ন—এর সঙ্গে তুলনায়, উৎপাদন ২৬ কোয়ার্টার পরিবর্তে ৩৬ কোয়ার্টার একর-প্রতি গড় খাজনা £ ৩½-এর পরিবর্তে £ ৬ এবং একই বিনিয়োজিত মোট মূলধনের প্রসঙ্গে খাজনার হার ১৪০% এর পরিবর্তে ২৪০%।

১ ক, ১ খ, এবং ১ গ সারণীগুলিতে উল্লিখিত অবস্থানসমূহকে আমরা বিভিন্ন দেশে যুগপৎ পাশাপাশি বিদ্যমান বলেই গণ্য করি কিংবা একই দেশে পরপর ঘটমান বলেই গণ্য করি, তাতে কিছু যায় আসে না; আমরা এই সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হই: যত কাল পর্যন্ত শস্যের দাম থাকে অপরিবর্তিত কারণ সবচেয়ে খারাপ, খাজনা বিহীন জমিতে ফলন থাকে একই; যত কাল পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের কর্ষিত জমিতে উর্বরতার পার্থক্য থাকে একই; যত কাল পর্যন্ত যথাক্রমিক উৎপাদন পরিমাণগুলিও থাকে একই, অতএব প্রত্যেক রকমের জমিতে কর্ষিত এলাকার সমান সমান একাংশে (একরে) সমান সমান মূলধন-বিনিয়োগ থাকে নির্দিষ্ট; সুতরাং যত কাল পর্যন্ত প্রত্যেক রকমের জমিতে একর-পিছু খাজনার অনুপাত থাকে স্থির, এবং একই রকমের জমির প্রত্যেক প্লটে বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে খাজনার হার থাকে স্থির, তত কাল পর্যন্ত: প্রথমতঃ কর্ষিত এলাকার

বিস্তারের সঙ্গে এবং তজ্জনিত মূলধন-বিনিয়োগের বৃদ্ধির সঙ্গে, খাজনাও নিরন্তর বৃদ্ধি পায়—একমাত্র যে-ক্ষেত্রে গোটা বৃদ্ধিটার জন্য দায়ী কেবল খাজনাবিহীন জমি, সেই ক্ষেত্রটি ছাড়া। **দ্বিতীয়তঃ,** একর-প্রতি গড় খাজনা (মোট খাজনা ভাগ (÷) বিনিয়োজিত মোট মূলধন) বেশ বেশি ভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে ; এবং বাস্তবিক পক্ষে, দুটোই পরিবর্তিত হয় একই দিকে কিন্তু পরস্পরের তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে। যে ক্ষেত্রটিতে সম্প্রসারণ ঘটে কেবল খাজনাবিহীন জমি ক-এ, সেই ক্ষেত্রটিকে যদি আমরা রাখি বিবেচনার বাইরে, তা হলে আমরা দেখি যে, একর প্রতি গড় খাজনা এবং কৃষিতে বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে খাজনা নির্ভর করে সেই অনুপাতগুলির উপরে, যেগুলি গঠিত হয় বিভিন্ন রকমের জমির দ্বারা মোট কর্ষিত এলাকায়, কিংবা অন্য ভাবে বলা যায়, বিভিন্ন উর্বরতাশক্তি সমর্পণ বিভিন্ন রকমের মধ্যে মোট বিনিয়োজিত মূলধনের বণ্টনের উপরে। বেশি জমিই চাষ করা হোক, এবং অতএব, মোট খাজনা বেশিই হোক বা কমই হোক (যে ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কেবল ক-তেই সীমাবদ্ধ, সেটি বাদে), একর পিছু গড় খাজনা কিংবা বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে খাজনার গড় হার একই থাকে—যত সময় পর্যন্ত মোট কর্ষিত এলাকায় বিভিন্ন রকমের জমির অনুপাতসমূহ অপরিবর্তিত থাকে। কর্ষণের বিস্তার এবং মূলধন বিনিয়োগের সম্প্রসারণের ফলে মোট খাজনায় বৃদ্ধি সত্ত্বেও, এমনকি বেশ বড় রকমের বৃদ্ধি সত্ত্বেও, একর পিছু গড় খাজনা এবং মূলধনের উপরে গড় খাজনা হ্রাস পায়—যখন খাজনাবিহীন জমি এবং অতি সামান্য পরিমাণ পার্থক্যজনিত খাজনা-দায়ী জমির বিস্তার বেশি খাজনা-দায়ী ভাল জমির বিস্তারের তুলনায় বেশি। উল্‌টো, একর-পিছু গড় খাজনা এবং মূলধনের উপরে খাজনার গড় হার বৃদ্ধি পায় যে-মাত্রায় ভাল জমি গঠন করে মোট এলাকার অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর একটি অংশ এবং সেই কারণে নিয়োগ করে বিনিয়োজিত মূলধনের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর একটি অংশ, সেই মাত্রায়।

অতএব, আমরা যদি একই সময়ে বিভিন্ন দেশের কিংবা বিভিন্ন সময়ে একই দেশের তুলনা করতে গিয়ে বিবেচনা করি মোট কর্ষিত জমির একর-পিছু বা হেক্টর-পিছু গড় খাজনা যেমন সাধারণতঃ করা হয় পরিসংখ্যানগত গ্রন্থগুলিতে, তা হলে আমরা দেখি যে, একর-পিছু গড় খাজনা, এবং ফলতঃ মোট খাজনা, কিছু মাত্রায় (যদিও কোনো ক্রমে অভিন্ন নয়, তবু বরং একটি দ্রুত গতিতে বর্ধমান মাত্রায়) সহগত হয় একটি দেশের জমির আপেক্ষিক নয়, অনাপেক্ষিক উর্বরতার সঙ্গে ; অর্থাৎ একই এলাকা থেকে তা যে গড় উৎপন্ন দেয়, তার সঙ্গে। কেননা মোট কর্ষিত এলাকায় ভাল জমির ভাগ যত বেশি হয়, তত বেশি হয় সমান সমান বড় বড় জমির এলাকার সমান সমান মূলধন-বিনিয়োগ বাবদ উৎপাদনের পরিমাণ ; এবং তত উঁচু হয় একর-পিছু গড় খাজনা। উল্‌টো ক্ষেত্রে ঘটে এর বিপরীত। অতএব, খাজনা প্রতিভাত হয় না পার্থক্যজনিত উর্বরতার দ্বারা নির্ধারিত বলে, প্রতিভাত হয় অনাপেক্ষিক উর্বরতার দ্বারা নির্ধারিত বলে ; এবং পার্থক্য-জনিত খাজনার নিয়মটি প্রতিভাত হয় অসিদ্ধ বলে। এই কারণে কয়েকটি ব্যাপার সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়, কিংবা চেষ্টা হয় সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার শস্যের গড় দাম-

গুলিতে এবং কর্ষিত জমির পার্থক্যজনিত উর্বরতায় অ, বিদ্যমান পার্থক্যসমূহের সাহায্যে যেখানে এই ব্যাপারগুলি ঘটে কেবল এই ঘটনার দরুন যে, কর্ষিত জমির মোট এলাকা জমিটিতে বিনিয়োজিত মোট মূলধনের সঙ্গে মোট খাজনার অনুপাতটি—যতকাল খাজনাবিহীন জমির উর্বরতা থাকে একই এবং সেই কারণে উৎপাদনের দামগুলিও, এবং বিভিন্ন ধরণের জমির মধ্যে পার্থক্যসমূহ থাকে অপরিবর্তিত, তত কাল পর্যন্ত—নির্ধারিত হয় কেবল একর পিছু খাজনা বা মূলধনের উপরে খাজনার হার দিয়ে নয়, সেই সঙ্গে কর্ষিত একরের মোট সংখ্যায় প্রত্যেক রকমের জমির আপেক্ষিক সংখ্যার দ্বারাও ; অন্য ভাবে বলা যায়, জমির বিভিন্ন রকমের মধ্যে মূলধনের বণ্টনের দ্বারাও। কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, এত কাল এই ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে, যাই হোক, আমরা দেখি (এবং এটা আমাদের আরো বিশ্লেষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ) যে, একর-পিছু গড় খাজনার আপেক্ষিক মান, এবং খাজনার গড় হার (কিংবা জমিতে বিনিয়োজিত মোট মূলধনের সঙ্গে মোট খাজনার অনুপাত) বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে কেবল কর্ষণের ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারণের দ্বারা, যত কাল পর্যন্ত দামগুলি থাকে এক, বিবিধ জমির পার্থক্য-জনিত উর্বরতাসমূহ থাকে অপরিবর্তিত এবং একর-পিছু খাজনা, কিংবা সতি সত্যিই খাজনা দেয় এখন প্রত্যেক রকমের জমিতে একর-পিছু বিনিয়োজিত মূলধন বাবদে খাজনা, অর্থাৎ সত্যি সত্যিই খাজনা দেয় এমন সমস্ত মূলধন বাবদে খাজনা থাকে অপরিবর্তিত।

১ নং শিরোনামের অধীনে বিবেচিত পার্থক্যজনিত খাজনার রূপটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত পয়েন্টগুলি উল্লেখ করা আবশ্যক ; পার্থক্যজনিত খাজনা ২ এর ক্ষেত্রেও এগুলি আংশিক ভাবে প্রযোজ্য :

প্রথমতঃ, আমরা দেখেছিলাম যে, একক-পিছু গড় হার, বা মূলধনের উপরে খাজনার গড় হার, কর্ষণের বিস্তার-সাধনের সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পারে যখন দামগুলি থাকে স্থির এবং জমির কর্ষিত প্লটগুলির পার্থক্য জনিত থাকে অপরিবর্তিত। যখনি কোনো একটি সমস্ত জমি আত্মকৃত হয়ে যায়, এবং জমিতে মূলধনের বিনিয়োগ, কর্ষণ, এবং জনসংখ্যা পৌঁছে যায় একটি নির্দিষ্ট মানে—যখনি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি পরিণত হয় প্রধান পদ্ধতিতে এবং অন্তর্ভুক্ত করে কৃষিকেও, তখনকার সব নির্দিষ্ট অবস্থাবলী—তখনি বিভিন্ন গুণমানের অ-কর্ষিত জমির দাম (কেবল ধরে নিয়ে যে পার্থক্যজনিত খাজনা আছে) নির্ধারিত হয় এই গুণমানের এবং একই অবস্থানের কর্ষিত প্লটগুলির দামের দ্বারা। নোতুন জমিকে চাষের আওতায় আনার খরচ বাদ দেবার পরে, দাম হয় একই—যদিও এই জমি দেয় না কোনো খাজনা। বাস্তবিক পক্ষে, জমির দাম মূলধনীকৃত খাজনা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এমনকি চাষ-করা জমির ক্ষেত্রেও, দাম যা দেয়, তা দেয় ভবিষ্যতের খাজনা বাবদে, যেমন, নমুনা হিসাবে, যখন প্রচলিত হচ্ছে ৫% এবং বিশ বছরের খাজনা আগাম দেওয়া হয় এক সঙ্গে। যখন জমি বিক্রি করা হয়, সেটা

বিক্রি করা হয় খাজনা-দায়ী জমি হিসাবে, এবং খাজনার ভবিষ্যৎ চরিত্রটি (যাকে এখানে বিবেচনা করা হয় জমির উৎপন্ন হিসাবে, কিন্তু তা কেবল তাই বলে মনেই হয়) কর্ষিত জমি থেকে অকর্ষিত জমিকে পার্থক্য করে না। অকর্ষিত জমির দাম, তার খাজনার মতই—যার দাম প্রতিনিধিত্ব করে খাজনার চুক্তিকৃত কপটির—সম্পূর্ণ বিভ্রমমূলক যত কাল পর্যন্ত জমিটি সত্যিকারের ব্যবহারে লাগানো হয় না। এই ভাবে তা নির্ধারিত হয় *a priori* এবং তখনি উপলব্ধ হয়, যখন মিলে যায় একজন ক্রেতা। অতএব যখন কোনো একটি দেশে গড় খাজনা নির্ধারিত হয় তার সত্যিকারের গড় বাৎসরিক খাজনা এবং মোট কর্ষিত জমির সঙ্গে এই গড় বাৎসরিক খাজনার সম্পর্কের দ্বারা তখন অকর্ষিত জমির দাম নির্ধারিত হয় কর্ষিত জমির দামের দ্বারা, এবং সেই কারণে তা কর্ষিত জমিতে বিয়োজিত মূলধন এবং তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু সবচেয়ে খারাপ জমি ছাড়া সব জমিই খাজনা দেয় (এবং এই খাজনা বৃদ্ধি পায় মূলধনের পরিমাণ এবং তদনুযায়ী কর্ষণের তীব্রতার সঙ্গে, যা আমরা দেখতে পাব পার্থক্য জনিত ২-এর আলোচনায়) সেই হেতু অকর্ষিত জমির আর্থিক দাম এই ভাবে গঠিত হয়, এবং সেগুলি পরিণত হয় পণ্যে, অর্থাৎ মালিকদের কাছে ধনের উৎস। এ থেকে একই সঙ্গে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন জমির দাম একটা গোটা অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়, এমনকি অকর্ষিত অংশটিতেও (*Opxyke*)। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে জমি নিয়ে ফাটকা কারবারের ভিত্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে এই প্রতিফলন—মূলধন এবং শ্রম যে-প্রতিফলন নিক্ষেপ করে অকর্ষিত জমির উপরে।

দ্বিতীয়তঃ কর্ষিত জমির বিস্তার সাধনে অগ্রগতি ঘটে, হয়, নিকৃষ্ট জমির দিকে, নয়ত, বিভিন্ন নির্দিষ্ট রকমের জমির উপরে বিভিন্ন অনুপাতে, যেটা নির্ভর করে কিভাবে সেগুলিকে দেখা হয়, তার উপরে। নিকৃষ্ট জমির উপরে বিস্তার সাধন স্বভাবতই কখনো স্বেচ্ছায় করা হয় না, তা ঘটতে পারে কেবল বর্ধমান দামের ফল হিসাবে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ধরে নিলে, এবং ঘটতে পারে প্রয়োজনের চাপে—অন্য যে কোনো উৎপাদন-পদ্ধতিতে। যাই হোক, এটা চূড়ান্ত ভাবে এমন নয়। অপেক্ষাকৃত ভাল জমির চেয়ে একটি দরিদ্র জমিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে অবস্থানগত কারণে, যেটা তরুণ দেশগুলিতে কর্ষণের প্রত্যেকটি বিস্তার-সাধনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ; অধিকন্তু, এমনকি যদিও কোনো একটি অঞ্চলে জমির গঠন সাধারণ ভাবে শ্রেণীভুক্ত হতে পারে উর্বর হিসাবে, তা হলেও তার মধ্যে থাকতে পারে ভাল এবং খারাপ জমির এলোমেলো সমাবেশ, যার দরুন খারাপ জমিটা চাষ করা হতে পারে কেবল এই কারণে যে সেটাকে পাওয়া গিয়েছে একটা ভাল জমির একেবারে কাছেই। যদি খারাপ জমিকে ঘিরে থাকে ভাল জমি, তা হলে এই ভাল জমি তাকে দেয় অবস্থানগত সুবিধা—অপেক্ষাকৃত উর্বর জমির তুলনায়, যা এখনো চাষ হয়নি, কিংবা চাষের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হবার মুখে।

এই ভাবে মিশিগান রাজ্যটি হল, পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যারা প্রথম হয়ে ওঠে শস্য রপ্তানিকারী দেশ, তাদের মধ্যে একটি। তবু মোটের উপরে তার জমি দরিদ্র। কিন্তু নিউইয়র্ক রাজ্যের সঙ্গে এর নৈকট্য এবং লেক ও এরি ক্যানালের মাধ্যমে এর জলপথগুলি

শুরুর দিকে এ কে দেয় সেই সব রাজ্যের চেয়ে বেশি সুবিধা, যেগুলি প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছে উর্বরতর জমি কিন্তু অবস্থিত আরো পশ্চিমে। নিউইয়র্কের সঙ্গে তুলনায়, এই রাজ্যটির দৃষ্টান্ত আরো প্রকাশ করে ভাল জমি থেকে খারাপ জমিতে অতিক্রমণ। নিউইয়র্ক রাজ্যের জমি, বিশেষ করে তার পশ্চিম ভাগ, অতুলনীয় ভাবে বেশি উর্বর, বিশেষ করে গম চাষের জন্য। এই উর্বর জমিকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল অনুর্বর জমিতে চাষের লোলুপ পদ্ধতির দ্বারা, এবং এখন মিশিগানের জমিকেই মনে হয় বেশি উর্বর বলে।

"১৮৩৮ সালে, গমজাত ময়দা বাফেলোতে জাহাজ বোঝাই করা হয় পশ্চিমের জন্য; এবং নিউইয়র্কের গম অঞ্চল আর সেই সঙ্গে আপার ক্যানাডার গম অঞ্চলই ছিল সরবরাহের প্রধান উৎস। এখন, কেবল বারো বছর পরে, গম ও ময়দার এক বিরাট সরবরাহ আনা হয় পশ্চিম থেকে, লেক এরি-র পথে, এবং এরি ক্যানালে জাহাজ-বোঝাই করা হয় বাফেলো এবং ব্ল্যাক রকের নিকটবর্তী বন্দরে—পূবের উদ্দেশ্যে।...পশ্চিমি রাজ্যগুলি থেকে এই বিরাট বিরাট সরবরাহ—যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল ইউরোপে দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে—তার ফল দাঁড়িয়েছে নিউইয়র্কে গমের মূল্য-হ্রাস, গমের চাষে আয় হ্রাস, এবং নিউইয়র্কের কৃষকদের মনোযোগ গো চারণ ও গো পালন, ফলের চাষ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য শাখায় আকর্ষণ, যেসব শাখায়, তারা মনে করে যে, উত্তর-পশ্চিম এত সরাসরি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে না।" (J. W. Johnston, *Notes on North America*, London, 1851, pp. 220 23)

তৃতীয়তঃ এটা ভুল ভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, উপনিবেশগুলিতে এবং সাধারণ ভাবে, তরুণ দেশগুলিতে যেগুলি পারে অপেক্ষাকৃত সস্তায় শস্য রপ্তানি করতে, অবশ্যই হবে অধিকতর প্রাকৃতিক উর্বরতার অধিকারী। এ সব ক্ষেত্রে, শস্য কেবল তার মূল্যের নীচেই বিক্রি হয় না, বিক্রি হয় উৎপাদনদামেরও নীচে, অর্থাৎ পুরনো দেশগুলিতে মুনাফার গড় হারের দ্বারা নির্ধারিত দামেরও নীচে।

এই যে ঘটনা যে আমরা, যেমন জনস্টন বলেন, (পৃঃ ২৬১) "নোতুন রাজ্যগুলিতে, যেগুলি থেকে আসে গমের বৃহৎ পরিমাণ সরবরাহ, যা প্রতিবৎসর ঢেলে দেওয়া হয় বাফেলো বন্দরে, সেই রাজ্যগুলিতে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা ও সীমাহীন আয়তনে সমৃদ্ধ ভূমি লগ্ন করে দিতে অভ্যস্ত", এটা প্রথমতঃ অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর ফল। এমন একটি এলাকার, যেমন মিশিগানের, প্রথমে প্রায় একান্ত ভাবেই লিপ্ত থাকে কৃষিকার্যে, এবং বিশেষ করে সেই সব কৃষিজাত দ্রব্য বিপুল সম্ভারে উৎপাদন করতে, কেবল যেগুলি বিনিময় করা যেতে পারে শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সামগ্রীর সঙ্গে। সুতরাং এর সমগ্র উদ্বৃত্ত-উৎপাদনের আবির্ভাব ঘটে শস্যের আকারে। এই কারণেই আধুনিক বিশ্ব-বাজারের উপরে প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি শুরু থেকেই পূর্বতন, বিশেষ করে প্রাচীন, কালের রাষ্ট্রগুলি থেকে আলাদা ভাবে গণ্য হয়। বিশ্ব-বাজার থেকে তারা পায় তৈরি জিনিস যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, হাতিয়ারপাতি ইত্যাদি, যেগুলি ভিন্নতর পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদেরই উৎপাদন করতে হত। কেবল

এই ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী রাজ্যগুলি সক্ষম হয়েছিল তুলোকে তাদের প্রধান ফসল হিসাবে চাষ করতে। বিশ্ব-বাজারে শ্রম-বিভাগের ফলেই এটা সম্ভব হয়। অতএব, তাদের যৌবন ও আপেক্ষিক ভাবে অল্প জনসংখ্যার দরুন যদি মনে হয় যে তাদের আছে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত-উৎপাদন, তা হলে সেটা ততটা তাদের জমির উর্বরতা বা তাদের শ্রমের ফলপ্রসূতার জন্য নয়, যতটা তাদের শ্রমের একপেশে রূপ এবং, সেই কারণে, তাদের উৎপন্নের একপেশে রূপের জন্য, যার মধ্যে এই শ্রম বিধৃত হয়।

অধিকন্তু, একটি আপেক্ষিক ভাবে খারাপ জমি, যা কেবল নোতুন চাষের আওতায় এসেছে এবং আগে কখনো সভ্যতার ছোঁয়া পায়নি—ধরে নিয়ে যে আবহাওয়াগত অবস্থা সম্পূর্ণ অপ্রতিকূল নয়, তা সঞ্চয় করেছে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিজ-খাদ্য যা সহজেই আত্তীকৃত হয়ে যায়—অন্ততঃ জমির উপর দিককার স্তরগুলিতে—যার দরুন তা দীর্ঘকাল ধরে সার প্রয়োগ ছাড়াই এবং উপর-উপর চাষ করার ফলেই ফসল দিয়ে যাবে। পশ্চিমের তৃণভূমি-গুলির আরো একটা অতিরিক্ত সুবিধা আছে যে তাদের পরিষ্কার করার জন্যও প্রায় কিছু ব্যয় করতে হয় না, কেননা প্রকৃতি নিজেই তাদের আবাদযোগ্য করে রেখেছে।[১ক] এই ধরনের কম উর্বরতাসম্পন্ন জমিগুলিতে, উদ্বৃত্তটা উৎপাদিত হয় জমির উঁচু উর্বরতা-শক্তির জন্য নয় অর্থাৎ একর-পিছু ফলনের জন্য নয়, উদ্বৃত্তটা হয় চাষের জমির বিরাট আয়তনের জন্য, যা ভাসাভাসা ভাবেও চাষ করা হতে পারে, কেননা পুরনো জমির সঙ্গে তুলনায় এই জমির বাবদে কিছুই, বা প্রায় কিছুই, খরচ করতে হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যেখানে ভাগ-চাষ রয়েছে, সেখানে এটাই ঘটে, যেমন নিউইয়র্কের কিছু অংশে, ক্যানাডায় ইত্যাদিতে। একটা পরিবার ভাসাভাসা চাষ করে, ধরা যাক, ১০০ একর, এবং যদিও একর-পিছু উৎপাদন বেশি নয়, তবু ১০০ একর থেকে যে উৎপাদন পাওয়া যায়, তা বিক্রয়ের জন্য দেয় বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত। উপরন্তু, প্রাকৃতিক গোচারণ ভূমিগুলিতে গোরু-ঘোড়া চরানো যায় প্রায় বিনা-খরচে, কৃত্রিম ঘেসো ময়দান তৈরির কোনো দরকার পড়ে না। জমির পরিমাণটাই এখানে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ, গুণমানটা নয়। এমন ভাসাভাসা চাষের সম্ভবনা স্বাভাবিক ভাবেই কম-বেশি তাড়াতাড়ি নিঃশেষিত হয়ে যায়, যথা নোতুন জমির উর্বরতার সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে এবং তার উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুপাতে। "এবং এমন একটি দেশ দেবে তার প্রথম চমৎকার ফলন, এমনকি গমের ফলনও, এবং তা সরবরাহ করবে তাদের কাছে, যারা তুলে নেবে দেশ থেকে প্রথম ননীটি

১ক. [ঠিক এই ধরনের তৃণভূমি বা শুষ্কাঞ্চলের দ্রুত-বর্ধমান কর্ষণই সম্প্রতি ম্যালথাস-এর সেই বিখ্যাত বিবৃতিটিকে পরিহাসের কারণ করে তুলেছে, যে বিবৃতিটি বলে, "জীবন-ধারনের উপায়-উপকরণের উপরে জনসংখ্যা হচ্ছে একটা বোঝাস্বরূপ" এর পরিবর্তে জন্ম দিয়েছে এই কৃষিজনিত শোকের যে, যদি জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণ, যা জনসংখ্যার উপরে একটা বোঝাস্বরূপ, তা তাদের কাছ থেকে জোর করে সরিয়ে না নেওয়া হয়, তা হলে ধ্বংস হবে কৃষি এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে জার্মানি। এই স্তেপ-অঞ্চল তৃণ-প্রান্তর 'পাম্পা' ল্যানো ইত্যাদির চাষ তো কেবল শুরু; সুতরাং এর বৈপ্লবিক ফল আরো বেশি করে অনুভূত হবে ভবিষ্যতে—[এঙ্গেলস]

—এই ফলনের একটি উদ্বৃত্ত বাজারে পাঠাবার জন্য (ঐ পৃঃ ২২৪)। যেসব দেশে থাকে অপেক্ষাকৃত পরিণত সভ্যতা, অকর্ষিত জমির দাম নির্ধারিত হয় কর্ষিত জমির দামের দ্বারা, সেখানকার সম্পত্তি-সম্পর্কসমূহ এই ধরনের বিস্তৃত অর্থনীতিকে করে তোলে অসম্ভব।

সুতরাং এই জমিকে, রিকার্ডো যেমন ভাবেন, তেমন অতিমাত্রায় সমৃদ্ধ না হলেও চলবে, এটাও ঠিক নয় যে সমান সমান উর্বরতা-সম্পন্ন জমিই চাষ করতে হবে। মিশিগান রাজ্যে ১৮৪৮ সালে গম লাগানো হয়েছিল ৪,৬৫,৯০০ একর জমিতে, যা থেকে পাওয়া গিয়েছিল ৪৭,৩৯,৩০০ বুশেল গম, অর্থাৎ একর-পিছু গড়ে ১০⅕ বুশেল; বীজশস্য বাদ দেবার পরে থাকে একর-পিছু কিছু কম ৯ বুশেল। এই রাজ্যে ২৯টি কাউন্টির মধ্যে, ২টি উৎপন্ন করেছিল গড়ে ৭বুশেল, ৩টি গড়ে ৮বুশেল, ২টি—৯, ৭টি—১০, ৬টি—১১, ৩টি—১২, ৪টি—১৩ বুশেল এবং কেবল একটি কাউন্টি গড়ে ১৬ বুশেল, এবং আরেকটি ১৮ বুশেল (ঐ, পৃঃ ২২৫)।

বাস্তব কর্ষণের ক্ষেত্রে জমির উচ্চতর উর্বরতা এবং এই উর্বরতাকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগাবার উচ্চতর সক্ষমতার সাযুজ্য ঘটে। প্রকৃতিগত ভাবে সমৃদ্ধ জমির তুলনায় প্রকৃতিগত ভাবে দরিদ্র জমিতে পরেরটি বেশি হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের জমিকেই একজন উপনিবেশবাদী প্রথমে তুলে নেবে, এবং অবশ্যই তুলে নেবে যখন মূলধন অপ্রতুল।

সর্বশেষে, এই মাত্র উল্লিখিত ক্ষেত্রটিতে ছাড়া—যেখানেই অবশ্যই শরণ নিতে হবে এতাবৎ কর্ষিত জমির চেয়ে খারাপ জমির, সে ক্ষেত্রটি ছাড়া, বৃহত্তর এলাকায়, **ক** থেকে **ঘ** অবধি বিভিন্ন ধরনের এলাকায়, যেমন **খ** এবং **গ**-এর বড় বড় ভূখণ্ডগুলিতে কর্ষণের বিস্তার-সাধন কোনো ক্রমেই তার চেয়ে বেশি নির্দেশ করে না যে শস্যের দামে আগে একটা বৃদ্ধি ঘটেছে যতটা আগেকার বছরে সুতো কাটার সম্প্রসারণ নির্দেশ করে না যে, সুতোর দাম নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও বাজার-দামে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রভাবিত করে উৎপাদনের আয়তন, তবু তা নির্বিশেষেই কৃষিতে ঘটে (যেমন ঘটে বাকি সব ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত উৎপাদন শাখায়) ক্রমাগত আপেক্ষিক অতি-উৎপাদন, নিজে যা সঞ্চয়ন হিসাবে অভিধেয় এমনকি সেই সব গড় দামেও, যাদের মান উৎপাদনের উপরে বিস্তার করে, না একটি প্রতিরোধকারী প্রভাব, না একটি প্রবর্ধনকারী প্রভাব। অন্যান্য উৎপাদন-পদ্ধতিতে, এই আপেক্ষিক অতি-উৎপাদন সংঘটিত হয় প্রত্যক্ষ ভাবে জনসংখ্যায় বৃদ্ধি, এবং উপনিবেশগুলিতে ক্রমাগত অভিবাসনের দ্বারা। চাহিদা নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, এবং তার প্রত্যাশায়, নোতুন মূলধন ক্রমাগত বিনিয়োজিত হয় নোতুন জমিতে যদিও তা বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য অবস্থাবলীর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হয়। নোতুন মূলধনের গঠন নিজেই এটা সংঘটিত করে। কিন্তু একক ধনিকের বেলায়, সে তার উৎপাদনের আয়তন পরিমাপ করে প্রাপ্তব্য মূলধনের আয়তনের দ্বারা—সেই মাত্রা পর্যন্ত যতটা পর্যন্ত সে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তার লক্ষ্য হচ্ছে বাজারের যত বেশি অংশ দখল করা যায়, ততটা করা। যদি কোনো অতি-উৎপাদন ঘটে, সে নিজের কাঁধে তার দায় নেবে না, দায় তুলে দেবে তার প্রতিযোগীদের কাঁধে। একক ধনিক তার উৎপাদন প্রসারিত করতে পারে উপস্থিত বাজারের একটি বৃহত্তর অংশ আত্মসাৎ করে নিয়ে কিংবা খোদ বাজারটাকেই প্রসারিত ক'রে।

চত্বারিংশ অধ্যায়

পার্থক্যজনিত খাজনার দ্বিতীয় রূপ
(পার্থক্যজনিত খাজনা — ২)

এ পর্যন্ত আমরা পার্থক্যজনিত খাজনাকে আলোচনা করেছি কেবল বিভিন্ন উর্বরতা সমন্বিত জমির সমান সমান এলাকায় বিনিয়োজিত সমান সমান পরিমাণ মূলধনের বিভিন্ন উৎপাদনশীলতার ফল হিসাবে, যাতে করে পার্থক্যজনিত খাজনা নির্ধারিত হয়েছে সবচেয়ে খারাপ ও খাজনাবিহীন জমিতে বিনিয়োজিত মূলধন থেকে প্রাপ্ত ফলন এবং ভাল জমিতে বিনিয়োজিত মূলধন থেকে প্রাপ্ত ফলনের মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা। আমাদের ছিল জমির বিভিন্ন প্লটে পাশাপাশি বিনিয়োজিত মূলধন, যাতে করে মূলধনের প্রত্যেকটি নোতুন বিনিয়োগ নির্দেশ করত জমির আরো বিস্তৃত চাষ, কর্ষিত এলাকার আরো প্রসার। সর্বশেষ বিশ্লেষণটিতে, অবশ্য, পার্থক্যজনিত খাজনা তার প্রকৃতিগত কারণেই ছিল কেবল জমিতে বিনিয়োজিত সমান সমান মূলধনের বিভিন্ন উৎপাদনশীলতার ফল মাত্র। কিন্তু যদি বিভিন্ন উৎপাদনশীলতা-সম্পন্ন মূলধন সমূহকে পর পর একই প্লটে কিংবা পাশাপাশি বিভিন্ন প্লটে বিনিয়োগ করা যায়, তা হলে কি কোনো পার্থক্য হবে ?

শুরু করতে গিয়ে বলি যে, এটা অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, যেখানে ব্যাপারটা উদ্বৃত্ত-মুনাফা গঠনের সেখানে এটা গুরুত্বহীন যে, এটা ঘটে কিনা যে, ক-এর একর পিছু উৎপাদন-দামে £৩, ১ কোয়ার্টার ফলন দেয় যাতে করে £ ৩ হয় ১ কোয়ার্টারের উৎপাদন দাম নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দাম, যখন খ-এর একর পিছু উৎপাদন-দামে £ ৩, ২ কোয়ার্টার ফলন দেয় যাতে করে উদ্বৃত্ত-মুনাফা হয় £ ৩, এবং গ-এর একর পিছু উৎপাদন-দামে £ দেয় ৩ কোয়ার্টার ফলন এবং উদ্বৃত্ত-মুনাফা হয় £ ৬, এবং সবশেষে, ঘ-এর একর-পিছু উৎপাদন-দামে £ ৩ দেয় ৪ কোয়ার্টার ফলন এবং উদ্বৃত্ত মুনাফা হয় £ ৯, কিংবা এটা ঘটে কিনা যে, একই ফল অর্জিত হয় উৎপাদন-দামে এই £ ১২, কিংবা মূলধন £ ১০ প্রয়োগ করে—একই সাফল্য সহ একই অভিন্ন একরটিতে একই পরম্পরায়। এটা উভয় ক্ষেত্রেই £ ১০ পরিমাণ একটি মূলধন, যার প্রতিটি বাবদে £ ২½ মূল্য অংশ পর পর বিনিয়োজিত—তা বিভিন্ন উর্বরতা-সম্পন্ন পাশাপাশি চার একরেই হোক, কিংবা পর পর একই অভিন্ন একরেই হোক এবং তাদের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের দরুন, এক অংশ দেয় না কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা, অন্য দিকে অন্যান্য অংশগুলি দেয় উদ্বৃত্ত-মুনাফা—খাজনা বিহীন বিনিয়োগের সঙ্গে তুলনাক্রমে তাদের পার্থক্যের সঙ্গে আনুপাতিক ভাগে।

উদ্বৃত্ত-মুনাফা এবং মূলধনের বিভিন্ন মূল্য-অংশের বাবদে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভিন্ন হার গঠিত হয় একই ভাবে উভয় ক্ষেত্রে। এবং খাজনা এই উদ্বৃত্ত-মুনাফার একটি রূপ ছাড়া কিছু নয়, যা গঠন করে এর সত্তা। কিন্তু যাই হোক, দ্বিতীয় পদ্ধতিটিতে কিছু অসুবিধা

হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের খাজনায় রূপান্তরের, এই রূপ পরিবর্তনের ব্যাপারে, যা অন্তর্ভুক্ত করে ধনতান্ত্রিক ইজারাদার থেকে জমিদারের হাতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হস্তান্তর। এ থেকেই বোঝা যায় কেন ইংরেজ ইজারাদাররা সরকারি কৃষি পরিসংখ্যান সম্পর্কে এমন একগুঁয়ে ভাবে বিরোধিতা করে এবং এ থেকেই বোঝা যায় তাদের মূলধন-বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত বাস্তব ফলাফল নির্ধারণের ব্যাপারে তারা কেন জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে (মর্টন)। কেননা খাজনা ধার্য হয় যখন জমি ইজারা দেওয়া হয়, এবং তার পরে পর পর মূলধন বিনিয়োগ থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মুনাফা বয়ে যায় ইজারাদারের পকেটে, যত কাল ইজারাটা বলবৎ থাকে। এই কারণেই ইজারদাররা লড়াই করেছে দীর্ঘ-মেয়াদি ইজারার জন্য, এবং অন্য পক্ষে, জমিদারদের ক্ষমতা বেশি থাকায়, উঠবন্দি ইজারাদারির সংখ্যায় এত বৃদ্ধি ঘটেছে, যাতে বছর বছর ইজারা খারিজ করে দেওয়া যায়।

সুতরাং গোড়া থেকেই এটা স্পষ্ট যে, যদিও উদ্বৃত্ত-মুনাফা গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন, তা হলেও এটা উদ্বৃত্ত-মুনাফার ভূমি-খাজনায় রূপান্তরনের ক্ষেত্রে প্রভূত পার্থক্য সৃষ্টি করে যে, সমান সমান এলাকায় সমান সমান মূলধন পাশাপাশি বিনিয়োজিত হয় কিনা অসমান ফলাফল সহ কিংবা সেগুলি একই জমিতে বিনিয়োজিত হয় পরম্পরা ক্রমে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এই রূপান্তরণকে নিবদ্ধ করে, এক দিকে, সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে অন্য দিকে, আরো পরিবর্তনীয় সীমার মধ্যে। এই কারণে, যেমন মর্টন দেখিয়েছেন তাঁর 'Resources of Estates' নামক বইয়ে, কর নির্ণয়কারীর ('ট্যাক্স-অ্যাসেসর'-এর) কাজ হয়ে ওঠে আরো গুরুত্বপূর্ণ, জটিল ও কঠিন এক পেশা—সেই সব দেশে, যেখানে চালু আছে নিবিড় চাষ (এবং, অর্থনৈতিক ভাবে বললে, নিবিড় চাষ বলতে আমরা কয়েকটি সন্নিকটবর্তী জমির প্লটের মধ্যে মূলধনের বণ্টনের চেয়ে, বরং বোঝাই একই জমিতে মূলধনের কেন্দ্রীকরণ)। যদি জমির উন্নয়নগুলি হয় অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির, তা হলে কৃত্রিম ভাবে বর্ধিত পার্থক্যজনিত, উর্বরতার সাযুজ্য ঘটে তার প্রাকৃতিক পার্থক্য-জনিত উর্বরতার সঙ্গে—যখনি ইজারাটা পার হয়ে যায়, এবং এই কারণে খাজনার পরিমাণ-নিরূপণের সাযুজ্য ঘটে সাধারণ ভাবে বিভিন্ন উর্বরতা সম্পন্ন প্লটগুলির খাজনা নিরূপণের সঙ্গে। অন্য দিকে, যতটা অবধি উদ্বৃত্ত মুনাফার গঠন নির্ধারিত হয় কর্মরত মূলধনের আয়তনের দ্বারা, ততটা অবধি কর্মরত মূলধনের একটি বিশেষ পরিমাণ সংযোজিত হয় দেশের গড় খাজনার সঙ্গে এবং এই ভাবে নোতুন ইজারাদারের জন্য সংস্থান রাখা হয় যাতে করে একই নিবিড় ধরনের চাষ চালু রাখার মত পর্যাপ্ত মূলধন তার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর আলোচনায় নিচেকার পয়েন্টগুলির উপরে এখন গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথম, এর ভিত্তি এবং সূচনা-বিন্দু, কেবল ঐতিহাসিক দিক থেকেই নয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার গতিক্রিয়ার দিক থেকেও, হচ্ছে খাজনা ১, অর্থাৎ অসমান উর্বরতা

ও অবস্থান সমন্বিত পাশাপাশি জমির সমূহের যুগপৎ চাষ ; অন্য ভাবে বললে, অসমান গুণমান সমন্বিত প্লট সমূহের উপরে মোট কৃষি-মূলধনের অসমান অংশ সমূহের যুগপৎ পাশাপাশি প্রয়োগ।

ইতিহাসের দিক থেকে এটা আপনা-আপনিই স্পষ্ট। উপনিবেশগুলিতে, বসতিকারীদের বিনিয়োগ করার মত মূলধন থাকে সামান্যই ; উৎপাদনের প্রধান উপাদান হল শ্রম এবং ভূমি। প্রত্যেক পরিবারের প্রধানই নিজের ও তার স্বজনবর্গের জন্য চায় তার সঙ্গী বসতিকারীদের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র নিয়োগ-ক্ষেত্র। এটা সাধারণ ভাবে অবশ্যই হবে কৃষিকার্যের বেলায় এমনকি প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিতেও। উৎপাদনের স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে সাধারণ ভাবে মেষ-চারণ ও গো-পালনের ক্ষেত্রে, জমির স্বকার্য সাধনে ব্যবহার গোড়া থেকেই কম বেশি ব্যাপক ও সর্বজনীন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি তার সূচনা-বিন্দু হিসাবে পায় পূর্ববর্তী উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিকে, যেগুলিতে উৎপাদনের উপায়সমূহ ছিল, কার্যতঃ ও আইনতঃ, স্বয়ং চাষীরই সম্পত্তি, এক কথায় হস্তশিল্পের অনুরূপ কৃষিকার্যের বৃত্তি-অনুসরণ থেকে। এটা স্বাভাবিক যে, এই দ্বিতীয়টি ক্রমে ক্রমে পথ ছেড়ে দেয় উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীকরণের, এবং সেগুলির মূলধনে রূপান্তরণের, কাছে—মজুরি-শ্রমিকে পরিণত প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এখানে যে মাত্রা অবধি স্ব-বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত, সেটা প্রথম ঘটে বিশেষ ভাবে মেষ-চারণ ও গো-পালনে। তবে এটা এই ভাবে অভিব্যক্ত নয় একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিতে মূলধনের কেন্দ্রীভবনে কিন্তু অভিব্যক্ত একটি বৃহত্তর আয়তনে উৎপাদনে—ঘোড়া রাখার খরচায় এবং অন্যান্য উৎপাদন-ব্যয়ে সাশ্রয় ঘটানোর মাধ্যমে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, একই জমিতে আরো বেশি মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে নয়। অধিকন্তু, ক্ষেত্র-কর্ষণের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অনুযায়ী, মূলধন—এখানে একই সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে ইতিপূর্বে উৎপাদিত উৎপাদনের উপায়-উপকরণ বোঝাতেও—হয়ে ওঠে জমি-চাষে একটি চূড়ান্ত উপাদান, যখন কৃষি পৌঁছে গিয়েছে বিকাশের একটি বিশেষ মানে এবং জমিও হয়েছে তদনুযায়ী রিক্ত। যত কাল পর্যন্ত চাষ-না-করা জমির তুলনায় চাষ করা জমির এলাকা কম এবং যত কাল পর্যন্ত জমির শক্তি ফুরিয়ে যায়নি (এবং, যখন গো-পালন ও মাংস-ভোজন প্রচলিত থাকে সঠিক অর্থে কৃষিকাজ শুরু হবার আগে এবং উদ্ভিজ্জ পুষ্টি হয়ে উঠেছে প্রধান, তখন এটাই হচ্ছে ঘটনা), ততকাল পর্যন্ত নোতুন বিকাশমান উৎপাদন-পদ্ধতিটি থাকে চাষী-উৎপাদনের বিরোধী প্রধানতঃ ধনিকের জন্য জমি-চাষের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ আবার সেই আরো বড় বড় এলাকায় মূলধনের আরো ব্যাপক প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সুতরাং এটা শুরু থেকেই মনে রাখতে হবে যে, পার্থক্যজনিত খাজনা ১ হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক ভিত্তি, যেটি কাজ করে সূচনা-বিন্দু হিসাবে। অন্য দিকে, পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর গতিক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ঘটে কেবল এমন একটি পরিধির মধ্যে যেটি নিজে পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর বহুবর্ণরঞ্জিত ভিত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, ২নং রূপে পার্থক্যজনিত খাজনায় ইজারাদারদের মধ্যে মূলধনের বণ্টনে (এবং ক্রেডিট সংগ্রহে সামর্থ্যে) পার্থক্যগুলি সংযুক্ত হয় উর্বরতায় পার্থক্যগুলির সঙ্গে।

সঠিক অর্থে ম্যানুফ্যাকচারে, ব্যবসার প্রত্যেকটি শাখা দ্রুত গতিতে বিকাশ ঘটায় তার ব্যবসার ন্যূনতম পরিমাণের এবং তদনুযায়ী ন্যূনতম মূলধনের, যার কমে কোনো একক ব্যবসা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা যায় না। একই ভাবে, ব্যবসার প্রত্যেকটি শাখা বিকাশ ঘটায়, এই ন্যূনতম পরিমাণের উপরে, মূলধনের একটি স্বাভাবিক গড় পরিমাণের, যা বেশির ভাগ উৎপাদনকারীর হাতে থাকা উচিত, এবং থাকেও। একটি বৃহত্তর পরিমাণ মূলধন উৎপাদন করে বাড়তি মুনাফা, একটি ক্ষুদ্রতর পরিমাণ মূলধন ততটাও করে না, যা দেয় গড় মুনাফা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি কৃষিতে বিস্তার লাভ করে, কিন্তু করে ধীরে ধীরে এবং অসমান ভাবে, যেমন দেখা যেতে পারে ইংল্যাণ্ডে, যে দেশটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির চিরায়ত দৃষ্টান্ত। যখন শস্যের অবাধ আমদানি থাকে না, কিংবা তার পরিমাণ এত কম যে তার প্রভাব সীমিত, তখন খারাপ জমিতে কর্মরত উৎপাদন-কারীরা, যারা কাজ করে উৎপাদনের গড় অবস্থার চেয়েও খারাপ অবস্থায়, তারাই বাজার দাম নির্ধারণ করে। কৃষিকার্যে নিয়োজিত এবং প্রাপ্তব্য মোট মূলধনের একটা বড় পরিমাণই সাধারণ ভাবে থাকে তাদের হাতে।

এটা সত্য যে চাষী, যেমন নমুনা হিসাবে, ব্যয় করে অনেক শ্রম তার ছোট-প্লটটিতে, কিন্তু এটা এমন শ্রম যা উৎপাদনশীলতার বাস্তব সামাজিক ও বস্তুগত অবস্থাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন – এই অবস্থাগুলি থেকে লুণ্ঠিত ও বঞ্চিত শ্রম।

এই ঘটনা সত্যিকারের ধনিক ইজারাদারদের সক্ষম করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ আত্মসাৎ করতে—যেটা ঘটত না, অতএব সংশ্লিষ্ট পয়েণ্টটির ব্যাপারে, যদি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ম্যানুফ্যাকচারে যেমন, কৃষিক্ষেত্রেও তেমন সমান ভাবে বিকশিত হত।

প্রথমে বিবেচনা করা যাক পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর সঙ্গে কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের গঠনটি—কোন্ কোন্ অবস্থায় এই উদ্বৃত্ত-মুনাফা খাজনায় রূপান্তরিত হয় আপাততঃ সে সম্পর্কে মাথা না ঘামিয়ে।

তা হলে এটা স্পষ্ট যে, পার্থক্যজনিত খাজনা ২ হচ্ছে কেবল ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত পার্থক্যজনিত খাজনা ১, কিন্তু সত্তাগত ভাবে একই। বিভিন্ন রকমের জমির উর্বরতাগত পরিবর্তন পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর উপরে প্রভাব বিস্তার করে কেবল ততটাই, যতটা অসমান ফল পাওয়া যায় জমিতে বিনিয়োজিত মূলধনগুলির দ্বারা, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ, যা পাওয়া যায়, হয়, সমান সমান আয়তনের মূলধনগুলির প্রসঙ্গে, নয়ত, আনুপাতিক পরিমাণসমূহের প্রসঙ্গে। এই অসমানতা একই জমিতে পরপর বিনিয়োজিত বিভিন্ন মূলধনের জন্য ঘটে, নাকি বিভিন্ন রকমের কয়েকটি জমিতে বিনিয়োজিত মূলধনগুলির জন্য ঘটে সেটা উর্বরতাগত পার্থক্য কিংবা তার উৎপন্নে কিছুই পরিবর্তন ঘটাতে পারে না এবং অতএব কিছুই পরিবর্তন ঘটাতে পারে না পার্থক্য-জনিত খাজনার গঠনে—মূলধনের অধিকতর উৎপাদনশীল ভাবে বিনিয়োজিত অংশগুলির বাবদে। যেমন আগে, তেমন এখনো, জমিই প্রকাশ করে বিভিন্ন উর্বরতা একই পরিমাণ মূলধনের বিনিয়োগ সহ, কেবল এইটা বাদে যে, এখানে একই জমি সম্পাদন করে বিভিন্ন অংশে পরপর বিনিয়োজিত মূলধনের জন্য যা বিভিন্ন রকমের জমি সম্পাদন করে

পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর জন্য সেগুলিতে বিনিয়োজিত সামাজিক মূলধনের বিভিন্ন সমান সমান অংশের জন্য।

যদি একই মূলধন £ ১০, ১সং সারণীতে থাকে যাকে দেখানো হয়েছে চার রকমের জমির, ক, খ, গ এবং ঘ-এর প্রত্যেকটি একরে বিভিন্ন ইজারাদারদের দ্বারা £ ২½ পরিমাণ চারটি স্বতন্ত্র মূলধনের রূপে, তা তৎপরিবর্তে পরপর বিনিয়োজিত হত একই জমিতে, খ-এ, যাতে করে প্রথম বিনিয়োগ দিত ৪ কোয়ার্টার, দ্বিতীয় দিত ৩, তৃতীয় ২ এবং চতুর্থ ১ কোয়ার্টার (কিংবা বিপরীত ক্রম-অনুসারে), তাহলে সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল মূলধনের দ্বারা সরবরাহ-কৃত কোয়ার্টারটির দাম=£ ৩ দিত না কোনো পার্থক্যজনিত খাজনা, কিন্তু নির্ধারণ করত উৎপাদনের দাম, যত কাল পর্যন্ত আবশ্যক হত £ ৩ উৎপাদন দামের গমের সরবরাহ। এবং যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি চালু আছে, যাতে করে £ ৩ দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে £ ২½ পরিমাণ একটি মূলধন সাধারণ ভাবে যে গড় মুনফা করে, সেটা, সেই হেতু £২½ পরিমাণ বাকি তিনটি অংশের প্রত্যেকটি উদ্বৃত্ত-মুনাফা দেবে উৎপাদনে পার্থক্য অনুযায়ী, কারণ এই উৎপাদন বিক্রি হয় না তার নিজের উৎপাদন-দামে, বিক্রি হয় £ ২½ এর সবচেয়ে কম উৎপাদনশীল, বিনিয়োগের উৎপাদনের দামে; এই পরবর্তী বিনিয়োগ কোনো খাজনা দেয় না এবং তার উৎপন্নের দাম নির্ধারিত হয় উৎপাদনের দামের সাধারণ নিয়মটির দ্বারা। উদ্বৃত্ত-মুনাফার গঠনটি হবে ১নং সারণীতে প্রদত্ত গঠনেরই মত।

আবার একবার এখানে দেখা যায় যে, পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর পূর্বশর্ত হল পার্থক্যজনিত খাজনা ১। £২½ পরিমাণ একটি মূলধন থেকে, অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ জমিটি থেকে প্রাপ্ত ন্যূনতম উৎপাদনকে এখানে ধরা হয়েছে ১ কোয়ার্টার। আরো ধরা হয়েছে যে, £২½ ছাড়া—যা দেয় ৪ কোয়ার্টার এবং যার জন্য সে দেয় ৩ কোয়ার্টার পার্থক্যজনিত খাজনা, তা ছাড়া—ঘ রকমের জমি নিয়ে কর্মরত ইজারাদার এই একই জমিতে বিনিয়োগ করে £২½, যা দেয় কেবল ১ কোয়র্টার সবচেয়ে খারাপ জমির উপরে মূলধনের মত। এটা হবে মূলধনের এমন একটা বিনিয়োগ যেটা কোনো খাজনা দেয় না, কেননা সেটা তাকে প্রতিদানে দেয় কেবল গড় মুনফা। কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা হয় না, যাকে রূপান্তরিত করা যায় খাজনায়। অন্য দিকে, ঘ-এর এই দ্বিতীয় বিনিয়োগের হ্রাসমান ফলনের কোনো প্রভাব পড়ে না মুনাফার হারের উপরে। এটা একই হবে যেন £২½ নোতুন করে বিনিয়োজিত হয়েছে ক রকমের জমির অতিরিক্ত এক একরে—এমন এমন ব্যাপার যা কোনোক্রমেই প্রভাবিত করে না উদ্বৃত্ত-মুনাফাকে এবং, অতএব, ক, খ, গ এবং ঘ জমির পার্থক্যজনিত খাজনাকে। কিন্তু ইজারাদারের পক্ষে, ঘ-এ এই অতিরিক্ত £২½ এর বিনিয়োগ হত তেমন মুনাফাজনক, যেমন, আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুযায়ী, মুনাফাজনক খ-এর গোড়াকার £২½ পরিমাণ বিনিয়োগ, যদিও এই দ্বিতীয়টি দেয় ৪ কোয়ার্টার। অধিকন্তু, যদি প্রত্যেকটি £২½ পরিমাণ এমন আরো দুটি বিনিয়োগ দেয় যথাক্রমে অতিরিক্ত ৩ কোয়ার্টার এবং ২ কোয়ার্টার, তা হলে আবার একটা হ্রাস ঘটত ঘ-এ £২½ পরিমাণ প্রথম বিনিয়োগটির তুলনায়, যা দিয়েছিল ৪ একর অর্থাৎ ৩

কোয়ার্টারের একটি উদ্বৃত্ত-মুনাফা। কিন্তু এটা হবে কেবল উদ্বৃত্ত-মুনাফার পরিমাণে একটি হ্রাস, এবং ক্ষুণ্ণ করবে না গড় মুনাফাকে বা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দামকে। দ্বিতীয়টি ঘটবে যদি কেবল এই হ্রাসমান উদ্বৃত্ত-মুনাফা প্রদানকারী অতিরিক্ত উৎপাদনটি ক-এর উপরে উৎপাদনকে করে ফেলে অবান্তর, এবং ক-একরটিকে ছুঁড়ে দিত উৎপাদনের বাইরে, এমন ক্ষেত্রে, ঘ-একরে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগটির হ্রাসমান উৎপাদনশীলতার সহগামী হত উৎপাদনের দামেও একটি হ্রাস, দৃষ্টান্ত হিসাবে, কোয়ার্টার-প্রতি £৩ থেকে £১½ এ, যদি খ একর হয় খাজনাবিহীন জমি এবং বাজারদামের নিয়ামক।

ঘ থেকে উৎপাদন এখন হবে=৪+১+৩+২=১০ কোয়ার্টার, যখন আর্থিক খাজনা আগে ছিল=৪। কিন্তু খ-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোয়ার্টার পিছু দাম কমে গিয়ে হত £১½। ঘ এবং খ-এর মধ্যে পার্থক্য হত=১০−২=৮ কোয়ার্টার, কোয়ার্টার-পিছু £১½-এ=£১২, যখন ঘ থেকে আগে আর্থিক খাজনা ছিল=£৯। এটা লক্ষ্য করা উচিত। একর-পিছু গণনার ভিত্তিতে, খাজনার আয়তন বেড়ে হত ৩৩⅓%—প্রত্যেকটি £২½ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধনের উদ্বৃত্ত-মুনাফার হ্রাসমান হার সত্ত্বেও।

এ থেকে আমরা দেখি পার্থক্যজনিত খাজনা সাধারণ ভাবে, এবং রূপ ১-এর সঙ্গে যুক্ত ভাবে রূপ ২-এতে বিশেষ ভাবে, কী দারুন জটিল সব সন্নিবেশের উদ্ভব ঘটাতে পারে, অন্যদিকে রিকার্ডো একে আলোচনা করেন অত্যন্ত একপেশে ভাবে এবং যেন এটা এক অতীব সরল ব্যাপার, এই ভাবে। যেমন উল্লিখিত ক্ষেত্রটিতে, নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দামে একটি হ্রাস এবং একই সময়ে উর্বর জমিগুলি থেকে খাজনায় একটি বৃদ্ধি ঘটতে পারে, যাতে করে অনাপেক্ষিক উৎপন্নটি এবং অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটি—দুটিই বৃদ্ধি পেতে পারে। (পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এ, অবরোহমূলক ক্রম অনুযায়ী, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন এবং এই ভাবে একর-প্রতি খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে, যদিও একর-প্রতি অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন থাকে স্থির এমনকি হ্রাসও পায়।) কিন্তু একই সময়ে, একই জমিতে পরপর প্রযুক্ত মূলধন-বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, যদিও তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ পড়ে অধিকতর উর্বর জমিগুলিতে। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে—যা উৎপাদন এবং উৎপাদনের দাম উভয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে, তা হ্রাস পেয়েছে, কারণ উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার এবং একর-প্রতি উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন হ্রাস পায় একই জমিতে মূলধনের বিভিন্ন বিনিয়োগের বাবদে।

পার্থক্যজনিত খাজনা ২ পর পর মূলধন-বিনিয়োগের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা সহ, অবশ্যই সহবর্তিত হবে উৎপাদন-দামের বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতার অনাপেক্ষিক হ্রাসের দ্বারা যদি কেবল মূলধনের বিনিয়োগ করা যেত সবচেয়ে খারাপ জমিতে ছাড়া আর কোনো জমিতে নয়। যদি ক-এর এক একর, যা £২½ পরিমাণ একটি মূলধনের বিনিয়োগ নিয়ে, দিত ১ কোয়ার্টার ফসল £৩ পরিমাণ উৎপাদন-দামে, দেয় কেবল ১½ কোয়ার্টার মোট ফসল, £২½ পরিমাণ একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগ নিয়ে, অর্থাৎ £৫ পরিমাণ মোট বিনিয়োগ নিয়ে, তা হলে এই ১½ কোয়ার্টারের উৎপাদন-দাম হবে

£ ৬, কিংবা ১ কোয়ার্টারের উৎপাদন-দাম=৪। মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশীলতায় প্রত্যেকটি হ্রাস এখানে বোঝাবে একর-প্রতি উৎপাদনে একটি করে আপেক্ষিক হ্রাস; অন্য দিকে উন্নততর জমিগুলিতে এ কেবল বোঝাবে অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত-উৎপন্নে একটি হ্রাস।

কিন্তু অবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী, নিবিড় চাষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ একই জমিতে পরপর মূলধন-বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে, এটা ঘটবে আরো সুবিধাজনক ভাবে, কিংবা আরো বেশি মাত্রায় উন্নততর জমিগুলিতে। (আমরা এখানে চিরস্থায়ী উন্নয়নগুলির কথা উল্লেখ করছি না, যার দ্বারা এত কালের অনুপযোগী জমি রূপান্তরিত হয় উপযোগী জমিতে।) সুতরাং পর পর মূলধন-বিনিয়োগের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা প্রধানতঃ ফল হবে যেমন উপরে বলা হয়েছে। উন্নততর জমিকে বাছাই করা হয় কারণ তা দেয় এই সর্বোত্তম প্রতিশ্রুতি যে, তাতে মূলধন বিনিয়োজিত হলে, তা হবে মুনাফা-জনক, কেননা তা ধারণ করে উর্বরতার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ প্রাকৃতিক উপাদান, যেগুলিকে কেবল ব্যবহার করাই প্রয়োজন।

শস্য আইনের অবসানের পরে, যখন ইংল্যাণ্ডে চাষ হল আরো নিবিড়, তখন আগেকার গমের জমির অনেকটা লাগানো হল অন্যান্য উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে গোচারণে, আর গম-চাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত উর্বর জমির জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হল এবং অন্যান্য ভাবে উৎকর্ষ সাধন করা হল। গম-চাষের জন্য মূলধন এই ভাবে কেন্দ্রীভূত হল একটি আরো সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে।

এ ক্ষেত্রে—এবং সর্বোত্তম জমির বৃহত্তম উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন এবং খাজনা বিহীন জমি ক-এর মধ্যে সমস্ত সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত-হার এখানে মিলে যায় একটি, একর প্রতি উদ্বৃত্ত-উৎপন্নে আপেক্ষিক নয়, বরং অনাপেক্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে—নোতুন গঠিত উদ্বৃত্ত-মুনাফাটি (সম্ভাব্য খাজনাটি) প্রতিনিধিত্ব করে না খাজনায় রূপান্তরিত একটি পূর্বতন গড় মুনাফার একটি অংশের (উৎপাদনের এমন একটি অংশের যেটিতে পূর্বে গড় মুনাফা প্রকাশিত হয়েছিল), কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করে একটি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মুনাফার, যা এই রূপের মধ্য থেকে রূপান্তরিত হয় খাজনায়।

অন্য দিকে, কেবল এমন ক্ষেত্রে যেখানে শস্যের চাহিদা এমন এক মাত্রা অবধি বৃদ্ধি পেল যে, বাজার-দাম উঠে গেল ক-এর উৎপাদন-দামের উপরে, যার ফলে, ক খ কিংবা অন্য যে-কোনো রকমের জমির উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন সরবরাহ করা যেত কেবল £ ৩ এর চেয়ে বেশি একটা দামে, যদি ক খ গ এবং ঘ-এর যে-কোনো রকমের জমিতে মূলধনের একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগ থেকে ফলনে হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে ঘটত উৎপাদন-দামে এবং নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দামে একটি বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। যদি এটা অতিরিক্ত চাষ (অন্ততঃ ক গুণমানের জমির) না ঘটিয়ে কিংবা অন্যান্য ঘটনার দরুন সরবরাহের অপেক্ষাকৃত সস্তা সংস্থান না ঘটিয়ে স্থায়ী হয় দীর্ঘকালের জন্য, তা হলে, বাকি সব কিছু সমান থাকলে, রুটির দাম বেড়ে যাবার ফলে মজুরি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফার হার তদনুযায়ী হ্রাস পাবে। এ ক্ষেত্রে, এটা গুরুত্বহীন যে, বর্ধিত চাহিদা মেটানো হয়েছিল ক-এর চেয়েও খারাপ জমি চাষের

আওতায় এনে, নাকি আরো মূলধন বিনিয়োগ করে—চার রকমের জমির যে-কোনো একটিতে। তখন মুনাফার হ্রাসমান হারের সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যজনিত খাজনা বৃদ্ধি পাবে।

এই একটি ক্ষেত্র, যেখানে ইতিপূর্বে-কর্ষিত হয়েছে এমন জমিগুলিতে বিনিয়োজিত পরবর্তী অতিরিক্ত মূলধন সমূহের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতার পরিণতি হতে পারে উৎপাদন দামের বৃদ্ধিতে, মুনাফা-হারের হ্রাসে, এবং উচ্চতর পার্থক্যজনিত খাজনার গঠনে—কেননা উপস্থিত অবস্থায় শেষোক্তটি বৃদ্ধি পাবে সব রকমের জমিতেই, যেন ক-এর চেয়েও খারাপ গুণমানের জমি নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার-দাম—এই একটি ক্ষেত্রকে রিকার্ডো চিহ্নিত করেছেন একমাত্র ক্ষেত্র বলে, স্বাভাবিক ক্ষেত্র বলে—যাতে তিনি পর্যবসিত করেন পার্থক্যজনিত খাজনার সমগ্র গঠনকে।

এই একই ক্ষেত্রে আরো ঘটবে যদি কেবল ক রকমের জমিই চাষ হয় এবং তাতে মূলধনের পর পর বিনিয়োগের সঙ্গে না ঘটে উৎপন্নে একটি আনুপাতিক বৃদ্ধি।

এখানে, তা হলে, পার্থক্যজনিত খাজনা ২ এর বেলায় পার্থক্যজনিত খাজনা ১ চলে যায় দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাইরে।

এই ক্ষেত্রটি ছাড়া, যাতে কর্ষিত জমিগুলি থেকে সরবরাহ হয়, অপ্রতুল এবং এই কারণে বাজার-দাম ক্রমাগত থাকে উৎপাদন-দামের চেয়ে উঁচুতে যে-পর্যন্ত না নোতুন অতিরিক্ত নিকৃষ্টতর মানের জমি চাষের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিংবা যে-পর্যন্ত না বিভিন্ন রকমের জমিতে বিনিয়োজিত মোট উৎপন্ন সরবরাহ করা যায় প্রচলিত উৎপাদন-দামের চেয়ে উচ্চতর উৎপাদন-দামে—এই ক্ষেত্রটি ছাড়া, অতিরিক্ত মূলধন সমূহের উৎপাদন-শীলতায় আনুপাতিক হ্রাস উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দামটিকে এবং মুনাফার হারটিকে রেখে দেয় অপরিবর্তিত। বাকিগুলির বেলায় তিনটি অতিরিক্ত ক্ষেত্র সম্ভব:

ক) যদি ক, খ, গ বা ঘ জমির রকমগুলির কোনো একটিতে বিনিয়োজিত অতিরিক্ত মূলধন দেয় কেবল ক-এর উৎপাদন-দামের দ্বারা নির্ধারিত মুনাফার হারটি, তখন গঠিত হয় না কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা, অতএব কোনো সম্ভাব্য খাজনা—ক রকমের অতিরিক্ত জমি চাষ করলে যা হত, তার চেয়ে বেশি নয়।

খ) যদি অতিরিক্ত মূলধন দেয় একটি বৃহত্তর উৎপন্ন, তা হলে নোতুন উদ্বৃত্ত মুনাফা (সম্ভাব্য খাজনা), অবশ্য, গঠিত হয়—নিয়ন্ত্রণকারী দাম যদি একই থাকে। এটা ঘটে না যখন এই অতিরিক্ত উৎপাদন ক জমিকে ঠেলে দেয় চাষের বাইরে এবং এই ভাবে প্রতিযোগী জমিগুলির পরম্পরার বাইরে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দামটি হ্রাস পায়। যদি এর সঙ্গে ঘটত মজুরি-হ্রাস, কিংবা অপেক্ষাকৃত সস্তা উৎপন্নটি প্রবেশ করত স্থির মূলধনের মধ্যে তার একটি উপাদান হিসাবে, তা হলে মুনাফার হার বৃদ্ধি পেত। যদি অতিরিক্ত মূলধনটির বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ঘটত সবচেয়ে ভাল জমি গ এবং ঘ-এ, তা হলে কোন্ মাত্রায় বর্ধিত উদ্বৃত্ত-মুনাফার (অতএব বর্ধিত খাজানার) গঠন সংযুক্ত হত দামের হ্রাস এবং মুনাফার হারে বৃদ্ধির সঙ্গে, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করত বর্ধিত উৎপাদনশীলতার মাত্রা এবং অতিরিক্ত নোতুন মূলধনের পরিমাণের উপরে। মুনাফার

হার বৃদ্ধি পেতে পারে মজুরি হ্রাস ছাড়াও—স্থির মূলধনের উপাদানগুলি সস্তা হয়ে যাবার সুবাদে।

গ) যদি মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ ঘটে হ্রাসমান উদ্বৃত্ত-মুনাফার সঙ্গে, কিন্তু এমন ভাবে যে অতিরিক্ত বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ফলন এখনো দেয় একটি উদ্বৃত্ত ক-এ বিনিয়োজিত একই মূলধন থেকে প্রাপ্ত ফলনের উপরে, তা হলে সর্ব অবস্থাতেই ঘটে উদ্বৃত্ত-মুনাফার নোতুন একটি গঠন, যদি না অতিরিক্ত সরবরাহ ক জমিকে বাদ দিয়ে দেয় চাষের আওতা থেকে। এটা ঘটতে পারে যুগপৎ ঘ, গ, খ এবং ক-এর উপরে। কিন্তু, অন্য দিকে, যদি সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমি ক বহিষ্কৃত হয়ে যায় চাষের আওতা থেকে, তা হলে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দাম হ্রাস পায় এবং এটা নির্ভর করবে ১ কোয়ার্টারের হ্রাসপ্রাপ্ত দাম এবং উদ্বৃত্ত-মুনাফা-গঠনকারী কোয়ার্টারগুলির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যার মধ্যেকার সম্পর্কের উপরে যে অর্থের অঙ্কে প্রকাশিত উদ্বৃত্ত-মুনাফা এবং অতএব পার্থক্যজনিত খাজনা বৃদ্ধি পায় নাকি হ্রাস পায়। কিন্তু যাই হোক না কেন, এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মূলধনের পর পর বিনিয়োগ থেকে হ্রাসমান উদ্বৃত্ত-মুনাফার সঙ্গে উৎপাদন-দাম বৃদ্ধি পাবার বদলে হ্রাস পেতে পারে, যা প্রথম দৃষ্টিতে তার করা উচিত বলে মনে হয়।

হ্রাসমান উদ্বৃত্ত ফলন সহ মূলধনের এই অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলি সম্পূর্ণ মিলে যায় সেই ক্ষেত্রটির সঙ্গে, যেখানে, যেমন, প্রতিটি £২½ পরিমাণ এমন চারটি নোতুন স্বতন্ত্র মূলধন বিনিয়োজিত হয় ক এবং খ, খ এবং গ, গ এবং ঘ-এর মধ্যেকার উর্বরতা-সম্পন্ন এবং যথাক্রমে ১½, ১⅓, ২⅓, এবং ৩ কোয়ার্টার ফলন-প্রদায়ী জমিতে। উদ্বৃত্ত-মুনাফা (সম্ভাব্য খাজনা) আকার ধারণ করবে এই সব কটি জমির উপরে চারটি অতিরিক্ত মূলধনের সব কটির বাবদে, যদিও উদ্বৃত্ত মুনাফার হার, পাশাপাশি উন্নততর জমিতে একই মূলধন-বিনিয়োগ বাবদে উদ্বৃত্ত-মুনাফার সঙ্গে তুলনায়, হ্রাস পেয়ে যাবে। এবং এটা গুরুত্বহীন যে, এই চারটি মূলধনই ঘ ইত্যাদিতে বিনিয়োজিত হয়েছিল, নাকি বণ্টিত হয়েছিল ঘ এবং ক এর মধ্যে।

আমরা এখন আসি পার্থক্যজনিত খাজনার দুটি রূপের মধ্যে একটি মর্মগত পার্থক্যে।

পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এ, উৎপাদনের দাম এবং পার্থক্যগুলি স্থির থাকলে, একর-পিছু গড় খাজনা, কিংবা মূলধনের উপরে খাজনার গড় হার, বৃদ্ধি পেতে পারে খাজনার সঙ্গে একযোগে কিন্তু গড়টা হচ্ছে নিছক একটা অমূর্তায়ন। একর-পিছু বা মূলধন বাবদে গণন -করা সত্যিকারের খাজনার পরিমাণটা এখানে একই থাকে।

অন্য দিকে, একই অবস্থায়, একর-পিছু খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে, যদিও খাজনার হার, বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে তুলনাক্রমে পরিমাপ করলে, থাকে একই।

আসুন আমরা ধরে নিই যে, ক, খ, গ, এবং ঘ ইত্যাদি প্রত্যেকটি জমিতে £২½ এর বদলে £৫ ক'রে বিনিয়োগ করে অর্থাৎ মোট £১০-এর বদলে £২০ বিনিয়োগ করে উৎপাদন দু'গুণ করা হল, এবং আপেক্ষিক উর্বরতা অপরিবর্তিত রইল। এটা হবে এই ধরনের জমিগুলির প্রত্যেকটিতে ১ একরের বদলে একই খরচে ২ একর চাষের সামিল।

মুনাফার হার থাকবে একই ; উদ্বৃত্ত-মুনাফা বা খাজনার সঙ্গে তার সম্পর্কও। কিন্তু এখন ক যদি দেয় ২ কোয়ার্টার, খ—৪, গ—৬, এবং ঘ—৮, তা হলে উৎপাদনের দাম তবু থেকে যাবে কোয়ার্টার-পিছু £৩ কারণ এই বৃদ্ধিটা একই মূলধন দিয়ে দ্বিগুণিত উর্বরতার কারণে নয়, পরন্তু দ্বিগুণিত মূলধন দিয়ে একই আনুপাতিক উর্বরতার কারণে। ক-এর দু কোয়ার্টার বাবদ এখন খরচ হবে £৬, যেমন ১ কোয়ার্টার বাবদে হবে আগের মত। মুনাফাটা চারটির জমির সব কটিতেই দ্বিগুণিত হবে, কেবল এই কারণেই যে বিনিয়োজিত মূলধন হয়েছে দ্বিগুণিত। অবশ্য, একই অনুপাতে খাজনাও হবে দ্বিগুণিত ; খ-এর বেলায় ১ কোয়ার্টারের বদলে তা হবে ২ কোয়ার্টার, গ-এর বেলায় ২-এর বদলে ৪, এবং ঘ-এর বেলায় ৩-এর বদলে ৬ ; এবং তদনুযায়ী খ, গ এবং ঘ-এর বেলায় এখন আর্থিক খাজনা হবে £৩, £১২ এবং £১৮। একর-পিছু ফলনের মত, একর-পিছু খাজনাও অর্থের অঙ্কে এখন হবে দ্বিগুণ এবং, কাজে কাজেই, জমির দামও, যার দ্বারা এই আর্থিক খাজনা হয় মূলধনীকৃত। এই ভাবে হিসাব করলে শস্যের ও অর্থের অঙ্কে খাজনার বৃদ্ধি পায়, এবং এই ভাবে জমির দামও, কেননা এই গণনার কাজে যে পরিমাপটি ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ একর, হচ্ছে একটি স্থির আয়তনের এলাকা। অন্য দিকে, বিনিয়োজিত মূলধনের খাজনার হার হিসাবে গণনা করলে, খাজনার আনুপাতিক পরিমাণে ঘটে না কোনো পরিবর্তন। মোট খাজনা ৬ বিনিয়োজিত মূলধন ২০-র অনুপাতে যা, খাজনা ১৮ বিনিয়োজিত মূলধন ১০-এর অনুপাতে তাই। একই কথা সত্য প্রত্যেক রকমের জমি থেকে প্রাপ্ত আর্থিক খাজনার সঙ্গে তাতে বিনিয়োজিত মূলধনের অনুপাতের ক্ষেত্রে ; দৃষ্টান্ত হিসাবে, গ-এ, £১২ খাজনা £৫ মূলধনের সঙ্গে অনুপাতের ক্ষেত্রে যেমন £৬ খাজনা আগে ছিল £২½ মূলধনের সঙ্গে অনুপাতের ক্ষেত্রে। বিনিয়োজিত মূলধনগুলির মধ্যে এখানে কোনো নোতুন পার্থক্যের উদ্ভব ঘটে না, কিন্তু নোতুন উদ্বৃত্ত-মুনাফার উদ্ভব ঘটে কেবল এই কারণে যে, অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োজিত হয় খাজনাদায়ী জমিগুলির একটিতে, কিংবা সব কটিতে—আগের মত একই আনুপাতিক ফলন সহ। যদি এই দ্বিগুণ বিনিয়োগ ঘটত, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কেবল গ-এ, তা হলে গ, খ এবং ঘ এর মধ্যে পার্থক্য-জনিত খাজনা, মূলধন বাবদে হিসাব করলে, থাকত একই ; কেননা যখন গ থেকে প্রাপ্ত খাজনা দ্বিগুণ হয়, তখন বিনিয়োজিত মূলধনও তাই হয়।

এ থেকে দেখা যায় যে উৎপন্ন ও অর্থের অঙ্কে একর-প্রতি খাজনার পরিমাণ এবং অতএব জমির দাম বৃদ্ধি পেতে পারে, যখন উৎপাদনের দাম, মুনাফার হার, এবং পার্থক্য-গুলি থাকে অপরিবর্তিত (এবং অতএব, উদ্বৃত্ত-মুনাফার বা খাজনার হারও, মূলধন বাবদে হিসাবে, থাকে অপরিবর্তিত।)

এই একই জিনিস ঘটতে পারে উদ্বৃত্ত-মুনাফার, অতএব খাজানার হ্রাসমান হারের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মূলধনের আরো আরো বিনিযোগ-ব্যয়, যা এখনো খাজনা দেয়, তার হ্রাসমান উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে। যদি মূলধনের £২½ পরিমাণ দ্বিতীয় বিনিয়োগগুলি উৎপাদন দ্বিগুণিত না করত, কিন্তু খ দিত কেবল ৩½ কোয়ার্টার, গ—৫ এবং ঘ—৭*

---

* ১৮৯৪ এর জার্মান সংস্করণে আছে : ৬ কোয়ার্টার

কোয়ার্টার, তা হলে খ-এ মূলধনের দ্বিতীয় £২মএর পার্থক্যজনিত খাজনা হত ১-এর বদলে কেবল ½ কোয়ার্টার, গ-এ—২এর বদলে কেবল ১ এবং ঘ এ ৩-এর বদলে কেবল ২। তা হলে দুটি পরপর বিনিয়োগ বাবদে খাজনা এবং মূলধনের অনুপাত হত নিম্নরূপ :

	প্রথম বিনিয়োগ		দ্বিতীয় বিনিয়োগ	
খ:	খাজনা £ ৩,	মূলধন £ ২½	খাজনা £ ১½,	মূলধন £ ২½
গ:	,, ,, ৬,	,, ,, ২½	,, ,, ৩,	,, ,, ২½
ঘ:	,, ,, ৯,	,, ,, ২½	,, ,, ৬,	,, ,, ২½

মূলধনের এবং মূলধনের বাবদে গণনা করা উদ্বৃত্ত-মুনাফারও আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতার এই হ্রাসপ্রাপ্ত হার সত্ত্বেও শস্যে ও অর্থে খাজনা বৃদ্ধি পেত খ-এ ১ থেকে ১½ কোয়ার্টারে (৩ থেকে £ ৪½ এ) গ-এ ২ থেকে ৩ কোয়ার্টারে (£ ৬ থেকে £৯-এ) এবং ঘ-এ ৩, থেকে ৫ কোয়ার্টারে (£ ৯ থেকে £ ১৫ তে)। এক্ষেত্রে ক-এ বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে তুলনায়, অতিরিক্ত মূলধনগুলির জন্য পার্থক্যসমূহ হ্রাস পেত উৎপাদনের দাম থেকে যেত একই, কিন্তু একর-পিছু খাজনা এবং ফলে একর পিছু জমির দাম যেত বেড়ে।

এখন নেওয়া হবে পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর—যার পূর্বশর্ত হল পার্থক্যজনিত খাজনা ১—বিভিন্ন সন্নিবেশসমূহ।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

পার্থক্যজনিত খাজনা—২ প্রথম ক্ষেত্র ঃ উৎপাদনের স্থির দাম

যা এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে তা নির্দেশ করে যে, বাজার-দাম আগের মতই নিয়ন্ত্রিত হয় সবচেয়ে খারাপ জমি ক এ বিনিয়োজিত মূলধনের দ্বারা।

১. যদি কোনো একটি খাজনা-দায়ী জমিতে—**খ, গ, ঘ**-এ—বিনিয়োজিত **অতিরিক্ত** মূলধন উৎপাদন করে কেবল ততটাই যতটা একই মূলধন উৎপাদন করে জমি **ক**-এ, অর্থাৎ যদি তা দেয় উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দামে দেয় কেবল গড় মুনাফা, দেয় না কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা, তা হলে **খাজনার উপরে ফল শূন্য**। সব কিছুই থাকে আগের মত। এটা যেন ক মানের জমির অর্থাৎ সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমির একটা খুশিমাফিক সংখ্যক একরকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কর্ষিত এলাকার সঙ্গে।

২. বিভিন্ন জমির প্রত্যেকটির উপরে অতিরিক্ত মূলধনগুলি দেয় তাদের আয়তন অনুযায়ী আনুপাতিক অতিরিক্ত উৎপন্ন, অন্য ভাবে বলা যায়, উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পায় প্রত্যেক প্রকারের জমির নির্দিষ্ট উর্বরতা অনুযায়ী—অতিরিক্ত মূলধনের আয়তনের অনুপাতে। ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ে আমরা শুরু করেছিলাম এই সারণী ১ টি দিয়ে ঃ

জমির রকম	একর	মূলধন	মুনাফা	উৎপাদন দাম	উৎপাদন কোয়া	বিক্রয় দাম	বিক্রয়লব্ধ অর্থ	খাজনা		উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার
								কোয়া	£	
ক	১	£ ২½	£ ½	৩	১	৩	৩	০	০	০
খ	১	„ ২½	„ ½	৩	২	৩	৬	১	৩	১২০%
গ	১	„ ২½	„ ½	৩	৩	৩	৯	২	৬	২৪০%
ঘ	১	„ ২½	„ ½	৩	৪	৩	১২	৩	৯	৩৬০%*
মোট	৪	১০		১২	১০		৩০	৬	১৮	

* জার্মান সংস্করণে (১৮৯৪) এই স্তম্ভে আছে যথাক্রমে ১২% ২৪% ৩৬%।

যখন এটা রূপান্তরিত হয় এই ভাবে :

সারণী-২

জমির	একর	মূলধন	মুনাফা £	উৎপাদন-দাম	উৎপাদন কোয়া	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	খাজনা কোয়া	খাজনা £	উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার
ক	১	২½+২½=৫	১	£ ৬	২	৩	৬	০	০	০
খ	১	২½+২½=৫	১	,, ৬	৪	৩	১২	২	৬	১২%
গ	১	২½+২½=৫	১	,, ৬	৬	৩	১৮	৪	১২	২৪০%
ঘ	১	২½+২½=৫	১	,, ৬	৮	৩	২৪	৬	১৮	৩৬০%
	৪	২০			২০		৬০	১২		৩৬

এ ক্ষেত্রে এটা আবশ্যক নয় যে, সমস্ত জমিতে মূলধনের বিনিয়োগ দ্বিগুণ করতে হবে, সারণীতে যেমন করা হয়েছে। যত কাল পর্যন্ত অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করা হয় একটি বা কয়েকটি জমিতে, নিয়মটি থাকে একই—কোন অনুপাতে সেটা গুরুত্বহীন। আবশ্যক কেবল এটা যে, প্রত্যেকটি জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মূলধনের মত একই অনুপাতে। খাজনা এখানে বৃদ্ধি পায় শুধু জমিতে মূলধনের একটি বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে। মূলধনের বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে, এবং তার অনুপাতে, এই বৃদ্ধি উৎপন্ন ও খাজনার ব্যাপারে ঠিক সেই একই, যখন একই মানের জমির খাজনা-দায়ী প্লটগুলির কর্ষিত এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং কর্ষণভুক্ত করা হয়েছিল সেই একই মূলধন ব্যয়ের সাহায্যে যেমন আগে বিনিয়োজিত হয়েছিল একই প্রকারের জমিতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সারণী ২-এর ক্ষেত্রে, ফলটা থেকে যাবে একই, যদি একর-প্রতি ২½ অতিরিক্ত মূলধনটি বিনিয়োজিত হত ঘ, গ, এবং খ-এর একটি অতিরিক্ত একরে।

অধিকন্তু, এই ধরে নেওয়াটা বোঝায় না মূলধনের একটি আরো উৎপাদনশীল বিনিয়োগ, বোঝায় কেবল একই এলাকায় মূলধনের আরো একটি বিনিয়োগ আগের মত একই সাফল্য সহ।

সমস্ত আপেক্ষিক অনুপাতগুলি এখানে একই থাকে। অবশ্য যদি আমরা আনুপাতিক পার্থক্যগুলি বিবেচনা না করে বিবেচনা করি বিশুদ্ধ গাণিতিক পার্থক্যগুলি, তা হলে পার্থক্যজনিত খাজনাটিতে বিভিন্ন জমিতে পরিবর্তন ঘটতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক যে, অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োজিত হয়েছে কেবল খ এবং ঘ-এ। তা হলে ঘ এবং ক-এর মধ্যে পার্থক্য=৭ কোয়ার্টার, যখন আগে তা ছিল=৩ ; খ এবং ক-এর মধ্যে পার্থক্য=৩, যখন আগে তা ছিল=১ ; গ এবং খ-এর মধ্যে=—১, যখন আগে তা ছিল=+১। কিন্তু এই যে গাণিতিক পার্থক্য, যা পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এ চূড়ান্ত যেহেতু তা প্রকাশ করে সমান সমান বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতায় পার্থক্য—এই গাণিতিক পার্থক্যটা এখানে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন কেননা এটা কেবল বিভিন্ন অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগের ফলশ্রুতি, কিংবা কোনো অতিরিক্ত মূলধনের না-বিনিয়োগের

ফলশ্রুতি, যখন জমির বিভিন্ন প্লটের উপরে মূলধনের প্রত্যেকটি সমান অংশের বাবদে পার্থক্যটি থাকে অপরিবর্তিত।

৩। অতিরিক্ত মূলধনগুলি দেয় উদ্বৃত্ত উৎপন্ন এবং এই ভাবে গঠন করে উদ্বৃত্ত-মুনাফা, কিন্তু অবরোহমূলক হারে, তাদের বৃদ্ধির অনুপাতে নয়।

সারণী-৩

জমির রকম	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	খাজনা	কোয়া: £	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
ক	১	২½	½	৩	১	৩	৩	0	0	0
খ	১	২½+২½=৫	১	৬	২+১½=৩½	৩	১০½	১½	৪½	৯০%
গ	১	২½+২½=৫	১	৬	৩+২=৫	৩	১৫	৩	৯	১৮০%
ঘ	১	২½+২½=৫	১	৬	৪+৩½=৭½	৩	২২½	৫½	১৬½	৩৩০%
মোট		১৭½	৩½	২১	১৭½		৫১	১০	৩০	

এই তৃতীয় ধারণাটির ক্ষেত্রে, এটা আবার গুরুত্বহীন যে. মূলধনের দ্বিতীয় অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলি বিভিন্ন জমির মধ্যে অভিন্ন ভাবে বণ্টিত কি বণ্টিত নয়, উদ্বৃত্ত-মুনাফার হ্রাসমান উৎপাদন আনুপাতিক ভাবে ঘটে কি ঘটে না, মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ-গুলি সবগুলিই জমির একই খাজনাদায়ী রকমের কিনা; কিংবা সেগুলি বিভিন্ন মানের খাজনা-দায়ী জমির প্লটের মধ্যে সমভাবে বা অসম ভাবে বণ্টিত কিনা। যে নিয়মটির বিকাশ ঘটাতে হবে, তার পক্ষে এই ব্যাপারগুলি গুরুত্বহীন। একমাত্র যেটা ধরে নেওয়া হচ্ছে, সেটা এই যে, খাজনা-দায়ী জমিগুলির মধ্যে যে-কোনো একটিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ এনে দেয় উদ্বৃত্ত-মুনাফা, তবে মূলধন-বৃদ্ধির পরিমাণের সঙ্গে হ্রাসমান অনুপাতে। আমাদের সামনে যে-সারণীটি আছে, তাতে এই হ্রাসের সীমা হচ্ছে দুয়ের মধ্যে—এক দিকে ৪ কোয়ার্টার=£১২, সবচেয় ভাল জমি ঘ-এর উপরে মূলধনের প্রথম বিনিয়োগ থেকে উৎপাদন, আর অন্য দিকে ১ কোয়ার্টার=£৩, সবচেয়ে খারাপ জমি ক-এর উপরে একই বিনিয়োগ থেকে উৎপাদন। মূলধন ১-এর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল জমির উৎপাদন হচ্ছে শীর্ষ সীমা এবং সবচেয়ে খারাপ জমিতে যা দেয় না কোনো খাজনা বা উদ্বৃত্ত মুনাফার, তাতে একই মূলধন-বিনিয়োগ থেকে উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদনের সর্বনিম্ন সীমা, যা মূলধনের পরপর বিনিয়োগ দেয় উদ্বৃত্ত-মুনাফা-উৎপাদনকারী যে-কোনো রকমের জমির উপরে মূলধনের পরপর বিনিয়োগের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা সহ। যেমন ২নং ধারণাটি খাপ খায় সেই ক্ষেত্রটির সঙ্গে যেখানে একই মানের জমির নোতুন নোতুন প্লট সংযোজিত হয় উন্নততর জমিগুলি থেকে কর্ষণের এলাকার সঙ্গে, যেখানে

কর্ষিত জমির যে-কোনো একটির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ঠিক তেমনি ৩নং ধারণাটি খাপ খায় সেই ক্ষেত্রটির সঙ্গে, যেখানে অতিরিক্ত প্লট-সমূহ কর্ষিত হয় যেগুলির উর্বরতার বিভিন্ন মাত্রা বন্টিত হয় ঘ থেকে ক পর্যন্ত জমিগুলির মধ্যে, অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল থেকে সবচেয়ে খারাপ জমির মধ্যে। যদি মূলধনের পরপর বিনিয়োগ করা হয় একান্ত ভাবে ঘ জমিতে, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে ঘ এবং ক-এর মধ্যেকার উপস্থিত পার্থক্যসমূহকে তারপরে ঘ এবং গ-এর মধ্যেকার পার্থক্যসমূহকে, এবং অনুরূপ ভাবে খ এবং ঘ-এর মধ্যেকার পার্থক্যসমূহকে। যদি সেগুলি সবই করা হয় গ জমিতে তা হলে কেবল গ এবং ক, এবং গ এবং খ-এর মধ্যেকার পার্থক্যগুলিকে আর যদি একান্ত ভাবে খ-এ, তা হলে কেবল খ এবং ক-এর মধ্যেকার পার্থক্যগুলিকে।

কিন্তু এটাই হচ্ছে নিয়ম : এই সমস্ত জমির উপরে খাজনা বৃদ্ধি পায় অনাপেক্ষিক ভাবে, যদি বিনিয়োজিত অতিরিক্ত মূলধনের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে না-ও হয়।

জমিতে বিনিয়োজিত অতিরিক্ত মূলধন এবং মোট মূলধন দুটোকেই বিবেচনায় ধরে, উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার হ্রাস পায়; কিন্তু উদ্বৃত্ত-মুনাফার অনাপেক্ষিক আয়তন বৃদ্ধি পায়; ঠিক যেমন সাধারণ ভাবে মূলধনের উপরে হ্রাসমান মুনাফা-হারের সঙ্গে প্রধানতঃ ঘটে মুনাফার অনাপেক্ষিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অতএব খ-এ বিনিয়োজিত একটি মূলধনের গড় মুনাফা-হার=মূলধনটির উপরে ১০%, যেখানে মূলধনের প্রথম বিনিয়োগের ক্ষেত্র তা ছিল=১২০%। কিন্তু মোট উদ্বৃত্ত-মুনাফা বৃদ্ধি পায় ১ কোয়ার্টার থেকে ১½ কোয়ার্টারে বা £৩ থেকে £৪½ এ। অগ্রিম-দত্ত মূলধনের দ্বিগুণিত আয়তনের সঙ্গে না করে মোট খাজনাকে এককভাবে বিবেচনা করলে, দেখা যায় মোট খাজনা বেড়ে গিয়েছে অনাপেক্ষিক ভাবে। বিভিন্ন জমি থেকে খাজনায় খাজনায় পার্থক্যসমূহে এবং তাদের আপেক্ষিক অনুপাত সমূহে এখানে পরিবর্তন ঘটতে পারে; কিন্তু পার্থক্যসমূহে এই পরিবর্তন পরস্পরের সম্পর্কে খাজনাগুলির বৃদ্ধির হেতু নয়, একটি ফল।

৪. যে ক্ষেত্রটিতে উন্নততর জমিগুলিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ-সমূহ দেয় প্রারম্ভিক বিনিয়োগগুলির চেয়ে বেশি উৎপন্ন, সে ক্ষেত্রটির আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। বলা বাহুল্য যে, এই ধারণা অনুযায়ী, একর-পিছু খাজনা বৃদ্ধি পাবে, এবং অতিরিক্ত মূলধনটির চেয়ে আনুপাতিক ভাবে বেশি করে—কোন্ রকমের জমিতে তা করা হয়েছে, তাতে কিছু এসে যায় না। এ ক্ষেত্রে, মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে করা হয় জমির উন্নয়ন। এর মধ্যে পড়ে সেই সব ক্ষেত্রও, যেগুলিতে অল্পতর মূলধনের একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগ উৎপাদন করে—অধিকতর মূলধনের একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগ আগে যে-ফল উৎপাদন করত—সেই একই ফল কিংবা তার চেয়েও একটি বৃহত্তর ফল। এই ক্ষেত্রটি আগের ক্ষেত্রটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয় এবং মূলধনের সমস্ত বিনিয়োগেই পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্ত হিসাবে, যদি ১০০ দেয় ১০ পরিমাণ মুনাফা এবং একটি বিশেষ রূপে নিয়োজিত ২০০ দেয় ৪০ পরিমাণ মুনাফা, তা হলে মুনাফা বেড়েছে ১০% থেকে ২০%-তে, এবং ততদূর মাত্রা অবধি এটা একই যেন আরো কার্যকর রূপে নিয়োজিত ৫০ দেয় ৫ এর বদলে ১০ পরিমাণ মুনাফা। আমরা এখানে ধরি যে,

মুনাফা সংশ্লিষ্ট থাকে উৎপাদনে আনুপাতিক বৃদ্ধির সঙ্গে। কিন্তু পার্থক্যটা এই যে, এক ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই মূলধনকে দ্বিগুণ করব, অন্য দিকে অন্য ক্ষেত্রটিতে, আমি যে-ফল উৎপাদন করি, তা দ্বিগুণিত হয় এ পর্যন্ত নিয়োজিত মূলধনের সাহায্যে। এটা কোনো-মতেই এক নয় যে, আমি উৎপাদন করি কিনা : ১) আগের মত একই উৎপাদন আগের চেয়ে অর্ধেক জীবিত ও বস্তু-রূপায়িত শ্রমের সাহায্যে, ২) আগের চেয়ে দুগুণ উৎপাদন একই শ্রমের সাহায্যে, কিংবা ৩) আগের চেয়ে চার গুণ উৎপাদন দুগুণ শ্রমের সাহায্য। প্রথম ক্ষেত্রে, শ্রম—জীবিত বা বস্তু-রূপায়িত রূপে—বিমুক্ত হয়, এবং অন্যত্র নিযুক্ত হতে পারে ; শ্রম এবং মূলধন বিলি-বণ্টন করার ক্ষমতা বাড়ে। মূলধনের (এবং শ্রমের) বিমুক্তি নিজেই ধনের সংবর্ধন ; এটার ফল একই যেন এই অতিরিক্ত মূলধনটি পাওয়া গিয়েছে সঞ্চয়নের মাধ্যমে, কিন্তু এতে বেঁচে যায় সঞ্চয়নের পরিশ্রম।

ধরুন যে, ১০০ পরিমাণ একটি মূলধন উৎপাদন করেছে দশ মিটার পরিমাণ একটি সামগ্রী। এই ১০০-র মধ্যে আছে স্থির মূলধন, জীবিত শ্রম এবং মুনাফা। অতএব, এক মিটারের খরচ পড়েছে ১০। এখন, আমি যদি উৎপাদন করতে পারি ২০ মিটার একই ১০০ পরিমাণ মূলধন দিয়ে, তা হলে এক মিটারে খরচ পড়ে ৫। যদি, অন্য দিকে, আমি ১০ মিটার উৎপাদন করতে পারি ৫০ পরিমাণ মূলধন দিয়ে, তা হলে এক মিটারে একই ভাবে খরচ পড়ে ৫, এবং যদি পণ্যের আগেকার যোগানই হয় যথেষ্ট, তা হলে বিমুক্ত হয় ৫০ পরিমাণ মূলধন। যদি ৪০ মিটার উৎপাদন করতে আমাকে নিয়োগ করতে হয় ২০০ পরিমাণ মূলধন, তা হলেও এক মিটারে খরচ পড়ে ৫। মূল্যের, এবং দামেরও, নির্ধারণ এখানে কোনো পার্থক্য করার অবকাশ রাখে না, মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে উৎপাদনের আনুপাতিক পরিমাণের চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রটিতে, অতিরিক্ত মূলধনটা বেঁচে যায়*, যেটা দরকার মত ব্যবহার করা যায় উৎপাদন দুগুণ করার জন্য ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে, মূলধন ছাড়া পায়,** তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে, বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে কেবল নিয়োজিত মূলধনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে, যদিও—যখন বর্ধিত উৎপাদনটির সরবরাহ সংঘটিত পুরনো উৎপাদিকা শক্তির দ্বারা—তখনকার মত একই অনুপাতে নয়। (এটা প্রথম বিভাগের অন্তর্গত।)

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে, স্থির মূলধনের নিয়োগ অস্থির মূলধনের নিয়োগের চেয়ে সর্বদাই সস্তা, উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গে নয়, বরং ব্যয়-দাম হ্রাসের প্রসঙ্গে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃজনকারী উপাদনগুলি বাবদে, শ্রমের বাবদে ব্যয় সাশ্রয় ধনিকের পক্ষে এই উপকার করে চলে এবং তার জন্য মুনাফা যুগিয়ে চলে, যত কাল পর্যন্ত উৎপাদনের দাম থাকে একই। বস্তুতঃ পক্ষে, এর পূর্ব শর্ত হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রেডিটের বিকাশ এবং ধার-মূলধনের প্রাচুর্য। এক দিকে আমি নিয়োগ করি £ ১০০

* জার্মান সংস্করণে (১৮৯৪) আছে : মূলধন ছাড়া পায়

** ঐ : অতিরিক্ত মূলধনটা বেঁচে যায়।

অতিরিক্ত স্থির মূলধন, যদি £ ১০০ হয় বছরে পাঁচ জন শ্রমিকের উৎপাদন, অন্য দিকে অস্থির মূলধনে £ ১০০। যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার ১০০%, তা হলে পাঁচ জন শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য=£ ২০০ ; অন্য দিকে £১০০ স্থির মূলধনের মূল্য=£ ১০০ এবং মূলধন হিসাবে এটা সম্ভবত: £ ১০৫, যদি সুদের হার হয় ৫%। একই অর্থের অভিন্ন অঙ্কগুলি প্রকাশ করে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মূল্য, যে-উৎপন্ন সেগুলি উৎপাদন করে তার দৃষ্টিকোণ থেকে — সেগুলি উৎপাদনে অগ্রিম দেওয়া হয় স্থির মূলধনের আয়তন হিসাবে, নাকি অস্থির মূলধনের আয়তন হিসাবে, তদনুযায়ী। অধিকন্তু, ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্যের খরচ সম্পর্কে, সর্বদাই এই পার্থক্য থাকে যে, এই £ ১০০-র মধ্যে কেবল ক্ষয়-ক্ষতিটাই প্রবেশ করে পণ্যের মূল্যের মধ্যে, যেহেতু এই বিনিয়োজিত হয় স্থিতিশীল মূলধনে, অন্য দিকে, মজুরিতে বিনিয়োজিত £ ১০০-কে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভাবে পুনরুৎপাদন করতে হবে পণ্যটির মধ্যে।

উপনিবেশকারী, এবং সাধারণ ভাবে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের ক্ষেত্রে, যাদের হাত পৌঁছায়না মূলধন পর্যন্ত কিংবা যদি পৌঁছায়ও তা হলে খুব চড়া সুদের হারে, তাদের ক্ষেত্রে উৎপাদনের যে-অংশটি প্রতিনিধিত্ব করে মজুরির, সেটি হচ্ছে তাদের আগম, অন্য দিকে ধনিকের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে মূলধনের একটি অগ্রিম। সুতরাং পূর্বোক্ত জন শ্রমের এই ব্যয়কে গণ্য করে শ্রম-উৎপন্নের অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হিসাবে, আর এই জিনিসটিতেই তার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। কিন্তু তার উদ্বৃত্ত-শ্রম প্রসঙ্গে, আবশ্যিক শ্রম বাদ দেবার পরে, এটা স্পষ্টতই উপলব্ধ হয় উদ্বৃত্ত-উৎপন্নটিতে ; এবং যখনি সে এই শেষোক্তটিকে বিক্রি করে দিতে পারে, কিংবা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে, সে তাকে দেখে এমন ভাবে যেন তার জন্য তার কিছুই খরচ হয়নি, কারণ এর জন্য তার খরচ হয়নি কোনো বস্তু-রূপায়িত শ্রম। কেবল এই শেষোক্তটির খরচই তার কাছে প্রতিভাত হয় ধনের পরকীকরণ হিসাবে। অবশ্য, সে চেষ্টা করে যতটা উঁচুতে বিক্রি করতে পারে ততটা উঁচুতে ; কিন্তু এমনকি মূল্যের কমেও এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-দামের কমেও বিক্রি তার কাছে প্রতিভাত হয় মুনাফা হিসাবে, যদি না এই মুনাফা আগে থেকে বাঁধা থাকে দেনা, মর্গেজ ইত্যাদির দ্বারা। অন্য দিকে, ধনিকের পক্ষে, অস্থির এবং স্থির উভয় ধরনের মূলধনের বিনিয়োগ প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের অগ্রিম-দানের। শেষোক্তটির আপেক্ষিক ভাবে বৃহত্তর অগ্রিম-দান, ব্যয়-দাম, এবং বস্তুতঃ পণ্যের মূল্য, হ্রাস করে, বাকি সব কিছু সমান থাকলে। অতএব, যদিও মুনাফার উদ্ভব ঘটে কেবল উদ্বৃত্ত-শ্রম থেকে, অর্থাৎ অস্থির মূলধনের নিয়োগ থেকে, তবু ব্যক্তি-ধনিকের কাছে বোধ হতে পারে যে জীবন্ত শ্রমই* হচ্ছে তার উৎপাদন-দামের সবচেয়ে ব্যয়বহুল উপাদান, যাকে সবার আগে কমিয়ে ফেলতে হবে ন্যূনতমে। এটা আসলে এই ঘটনার একটি ধনতান্ত্রিক ভাবে বিকৃত রূপ যে, জীবন্ত শ্রমের তুলনায়, জমাট শ্রমের আপেক্ষিক ভাবে বৃহত্তর ব্যবহার নির্দেশ করে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতায় একটি বৃদ্ধি এবং একটি বৃহত্তর সামাজিক ধন। প্রতিযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে, সব কিছুই এই ভাবে প্রতীয়মান হয় বিকৃত ও উল্টো-পাল্টা হিসাবে।

উৎপাদনের দামগুলি অপরিবর্তিত আছে ধরে নিলে, উন্নতর জমিগুলিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ সমূহ, অর্থাৎ খ থেকে শুরু করে উপরের দিকের সবগুলি জমিতে, করা যেতে পারে অপরিবর্তিত, বর্ধমান বা হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা সহ। ক জমির ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হবে কেবল আমাদের ধরে নেওয়া শর্তগুলির অধীনে, যদি উৎপাদনশীলতা থাকে একই—যার মানে জমিটার খাজনা না-দেওয়া অবস্থাই চলছে—এবং সেই সঙ্গে যদি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, ক-এ নিয়োজিত মূলধনের একটা অংশ তখন খাজনা দেবে এবং বাকি অংশটা দেবে না। কিন্তু এটা অসম্ভব হবে যদি ক-এ উৎপাদনশীলতা কমে যায়, কারণ তখন উৎপাদনের দাম অপরিবর্তিত থাকবে না, বরং বৃদ্ধি পাবে। তবু এই সমস্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলি থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত উৎপন্নটি সেগুলির সঙ্গে আনুপাতিক হোক কিংবা এই অনুপাতের চেয়ে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর হোক—সুতরাং উক্ত মূলধনের উপরে উদ্বৃত্ত-মুনাফার হারটি স্থির থাক কিংবা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাক একর-প্রতি উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন এবং তদনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মুনাফা বৃদ্ধি পায়, অতএব শস্যের এবং অর্থের অঙ্কে সম্ভাব্য খাজনাও। উদ্বৃত্ত-মুনাফা বা খাজনায় বৃদ্ধি, একর-পিছু হিসাবে গণনা করলে, অর্থাৎ একটি বর্ধমান রাশি কোনো স্থির এককের ভিত্তিতে গণনা করলে—উপস্থিত ক্ষেত্রে, এক একর বা এক হেক্টরের মত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি—তা নিজেকে প্রকাশ করে একটি বর্ধমান অনুপাত হিসাবে। অতএব, একরের ভিত্তিতে গণনা করা খাজনার আয়তন এই অবস্থাগুলির মধ্যে বৃদ্ধি পায় শুধুই জমিতে বিনিয়োজিত মূলধনে বৃদ্ধি ঘটবার ফলে। সঠিক ভাবে বললে, এটা ঘটে, ধরে নিয়ে যে, উৎপাদনের দাম একই থাকে, এবং অন্য দিকে, অতিরিক্ত মূলধনটির উৎপাদনশীলতা অপরিবর্তিত থাকে কিনা' কিংবা তা কমে বা বাড়ে, তা নির্বিশেষে। এই শেষোক্ত অবস্থাগুলির ফলে ক্ষুণ্ণ হয় একর-প্রতি খাজনার বৃদ্ধি সমূহের আয়তনের পরিধি কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয় না স্বয়ং এই বৃদ্ধির অস্তিত্ব। এই ব্যাপারটা পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর একটি স্ব-বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এবং এটা তাকে পৃথক করে পার্থক্যজনিত খাজনা-১ থেকে। যদি অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলি, কালগত ভাবে পরপর একই জমিতে না করে স্থানগত ভাবে পরপর করা হত অনুরূপ মানের নোতুন অতিরিক্ত জমিতে পাশাপাশি তা হলে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যেত, এবং যেমন আগে দেখানো হয়েছে, বেড়ে যেত মোট কর্ষিত এলাকা থেকে গড় খাজনাও, কিন্তু বাড়ত না একর-প্রতি খাজনার আয়তন মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্যের ব্যাপারে একই ফল হলে, জমির একটি ক্ষুদ্রতর এলাকায় মূলধনের সংকেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি করে একর-প্রতি খাজনার আয়তন; অন্য দিকে, একই অবস্থায় একটি বৃহত্তর এলাকা জুড়ে তার বিকেন্দ্রীভবন বাকি সব কিছু সমান থাকলে উৎপাদন করে না এই ফল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি যত বেশি বিকাশ লাভ করে, জমির একই এলাকায় মূলধনের তত বেশি সংকেন্দ্রীভবন, ঘটে, এবং একর প্রতি হিসাবে খাজনাও বৃদ্ধি পায়। কাজে কাজেই, যদি দুটি দেশ থাকে যেখানে উৎপাদনের দাম অভিন্ন, জমির প্রকারে পার্থক্যও অভিন্ন এবং বিনিয়োজিত হয় একই পরিমাণ মূলধন—কিন্তু একটি দেশে জমির একই এলাকায় প্রধানতঃ পরপর বিনিয়োগের রূপে এবং অন্যটিতে একটি বৃহত্তর

এলাকায় প্রধানতঃ সমন্বিত বিনিয়োগের রূপে —তা হলে একর-প্রতি খাজনা, অতএব জমির দাম প্রথম দেশটিতে বেশি এবং দ্বিতীয় দেশটিতে কম হবে, যদিও মোট খাজনা দুটি দেশে একই হবে। খাজনার আয়তনে পার্থক্যকে এখানে ব্যাখ্যা করা যায় না বিভিন্ন প্রকৃতিগত উর্বরতায় পার্থক্যের ফল হিসাবে, নিযুক্ত শ্রমের পরিমাণে পার্থক্যের ফল হিসাবেও নয়—ব্যাখ্যা করা যায় কেবল কি কি ভাবে মূলধন বিনিয়োজিত হয়, একমাত্র তজ্জনিত ফল হিসাবেই।

আমরা যখন এখানে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের কথা বলি, তখন তাকে সর্বদাই বুঝতে হবে উৎপাদনটির সেই একাংশটিকে, যেটি প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের। সাধারণতঃ, বাড়তি উৎপন্ন বা উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বলতে আমরা বুঝি উৎপাদনের সেই অংশটি যেটি প্রতিনিধিত্ব করে মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের। কিংবা কিছু ক্ষেত্রে সেই অংশটি, যেটি প্রতিনিধিত্ব করে গড় মুনাফার। এই কথাটাকে খাজনা-দায়ী মূলধনের ক্ষেত্রে যে-বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয় তাতে ভুল-বোঝাবুঝির উদ্ভব ঘটে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

পার্থক্যজনিত খাজনা ২ : দ্বিতীয় ক্ষেত্র

উৎপাদনের হ্রাসমান দাম

যখন মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলি ঘটে একটি অপরিবর্তিত হ্রাসমান, বা বর্ধমান উৎপাদনশীলতার হার সহ, তখন উৎপাদনের দাম হ্রাস পেতে পারে।

১। মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা একই থাকে।

এ ক্ষেত্রে ধৃত-ধারণাটি, সুতরাং, এই যে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন জমিতে বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে এবং সেগুলির নিজ নিজ গুণমান অনুযায়ী। জমিতে জমিতে স্থির পার্থক্যসমূহের ক্ষেত্রে এর মানে দাঁড়ায় যে, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বৃদ্ধি পায় মূলধনের বর্ধিত বিনিয়োগের অনুপাতে এই ক্ষেত্রটি, অতএব, বাদ দিয়ে দেয় ক জমিতে মূলধনের কোনো অতিরিক্ত বিনিয়োগ, যা প্রভাবিত করতে পারে পার্থক্য-জনিত খাজনাকে। এই জমির জন্য, উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার=০; অতএব তা=০ থাকে, যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদনশীলতা, এবং তাই উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার, থাকে একই।

কিন্তু এই অবস্থাবলীতে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দাম হ্রাস পেতে পারে কেবল এই যে পরবর্তী সর্বোৎকৃষ্ট জমিটির, খ-এর, কিংবা ক-এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর যে-কোনো একটি জমির উৎপাদন-দামই হয় নিয়ন্ত্রক দাম—ক-এর উৎপাদন-দামটি নয়; সুতরাং মূলধন তুলে নেওয়া হয় ক থেকে, কিংবা ক এবং খ উভয় যদি গ-এর উৎপাদন-দাম হয় নিয়ন্ত্রক দাম, এবং এই ভাবে গ-এর চেয়ে নিকৃষ্টতর সমস্ত জমি উৎখাত হয়ে যাবে শস্য-উৎপাদন-কারী জমিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থেকে। যে অবস্থাগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতে এর পূর্বশর্তটি এই যে, মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগসমূহ থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ফলন চাহিদা পূরণ করে, যাতে করে নিকৃষ্টতর জমি ক ইত্যাদি থেকে উৎপাদন একটি পূর্ণ সরবরাহ পুনঃ-স্থাপনের পক্ষে হয়ে পড়ে অনাবশ্যক বাহুল্য।

দৃষ্টান্ত হিসাবে আসুন আমরা নিই সারণী-২-কে, কিন্তু এমন ভাবে যে, ২০ কোয়ার্টারের বদলে ১৮ কোয়ার্টারই চাহিদা পূরণ করে। ক জমি বাদ পড়ে যাবে; খ * এবং তার উৎপাদন-দাম কোয়ার্টার পিছু ৩০ শিলিং হয়ে উঠবে নিয়ন্ত্রক দাম। তা হলে পার্থক্যজনিত খাজনা ধারণ করে এই আকার :

* ১৮৯৪-এর জার্মান সংস্করণে আছে : ঘ।

সারণী-৪

জমির রকম	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয়-দাম কোঃ পিছু	বিক্রয় লব্ধ অর্থ	খাজনা শস্য কোয়া	খাজনা অর্থে £	উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার
খ	১	৫	১	৬	৪	১½	৬	০	০	০
গ	১	৫	১	৬	৬	১½	৯	২	৩	৬০%
ঘ	১	৫	১	৬	৮	১½	১২	৪	৬	১২০%
মোট	৩	১৫	৩	১৮	১৮		২৭	৬	৯	

সারণী-২-এর সঙ্গে তুলনায় ভূমি-খাজনা পড়ে যেত £৩৬ থেকে £ ৯-এ, এবং শস্যের অঙ্কে ১২ কোয়ার্টার থেকে ৬ কোয়ার্টারে ; মোট উৎপাদন হ্রাস পেত মাত্র ২ কোয়ার্টার —২০ থেকে ১৮ কোয়ার্টারে। মূলধনের ভিত্তিতে গণনা-কৃত উদ্বৃত্ত মুনাফার হার পড়ে যেত এক তৃতীয়াংশে, অর্থাৎ ১৮০% থেকে ৬০%-এ* এই ভাবে উৎপাদন- দামে হ্রাসের সঙ্গে ঘটে শস্য ও অর্থের অঙ্কে খাজনায় হ্রাস।

সারণী-১-এর সঙ্গে তুলনায়. হ্রাস ঘটে কেবল আর্থিক খাজনায় ; শস্যের অঙ্কে খাজনা উভয় ক্ষেত্রেই ৬ কোয়ার্টার ; কিন্তু এক ক্ষেত্রে এটা =£ ১৮, এবং অন্যটিতে £ ৯। **গ** জমির বেলায় **, **সারণী**-১ এর সঙ্গে তুলনায় শস্যের অঙ্কে খাজনা আবার একই থেকে গিয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে, সমভাবে ক্রিয়াশীল অতিরিক্ত মূলধন থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উৎপাদনের দরুনই ক-এর ফলন বাদ পড়ে গেল বাজার থেকে, এবং বাদ পড়ে গেল **ক** জমিটিও উৎপাদনের প্রতিযোগিতাশীল উপায় হিসাবে, আর এই ঘটনার কারণেই গঠিত হল এক নোতুন পার্থক্যজনিত খাজনা ১। যাতে উৎকৃষ্টতর জমি **খ** গ্রহণ করে সেই একই ভূমিকা যা আগে গ্রহণ করত নিকৃষ্ট জমি **ক**। কাজে কাজেই, এক দিকে, **খ** থেকে খাজনা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে এবং অন্য দিকে, অতিরিক্ত মূলধনের বিনিয়োগের দ্বারা কিছুই পরিবর্তিত হয়নি **খ**, **গ** এবং ঘ এর পার্থক্যগুলির মধ্যে—আমাদের ধারণা অনুযায়ী এই কারণে, উৎপাদনের যে-অংশটি রূপান্তরিত হয় খাজনায়, সেটি হ্রাস পায়।

যদি উল্লিখিত ফলটি—ক-কে বাদ দিয়ে চাহিদার পরিপূর্তি—সম্পন্ন হয়, দৈবাৎ,

---

* ১৮৯৪-এর অর্থেক, ১৮০% থেকে ৯০%।

** ১৯৮৪-এর জমি গ এবং ঘ-এর বেলায়

গ বা ঘ-এর কিংবা উভয়ের মূলধনের দ্বিগুণেরও বেশি বিনিয়োগের দ্বারা, তা হলে ব্যাপারটা একটা ভিন্নতর চেহারা ধারণ করবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে যদি মূলধনের তৃতীয় বিনিয়োগটি করা হত **গ**-এ :

সারণী—৪ক

জমির রকম	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ	খাজনা: শস্যে কোয়া	খাজনা: অর্থে £	উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার
খ	১	৫	১	৬	৪	১½	৬	০	০	০
গ	১	৭½	১½	৯	৯	১½	১৩½	৩	৪½	৬০%
ঘ	১	৫	১	৬	৮	১½	১২	৪	৬	১২০%
মোট	৩	১৭½	৩½	২১	২১		৩১½	৭	১০½	

সারণী-৪-এর সঙ্গে তুলনায়, এ ক্ষেত্রে **গ** থেকে উৎপাদন বেড়েছে ৬ থেকে ৯ কোয়ার্টারে, উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন ২ থেকে ৩ কোয়ার্টারে এবং আর্থিক খাজনা £ ৩ থেকে £ ৪½ এ। **সারণী**-২*-এর সঙ্গে তুলনায় যেখানে শেষোক্তটি ছিল £ ১২, এবং **সারণী ১**-এর সঙ্গে তুলনায়, যেখানে সেটি ছিল £ ৬, অর্থ-খাজনা, অপরপক্ষে, হ্রাস পেয়েছে। শস্যের অঙ্কে মোট খাজনা = ৭ কোয়ার্টার **সারণী-২**-এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে (১০ কোয়ার্টার) **সারণী**-১-এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (৬ কোয়ার্টার); অর্থের অঙ্কে হ্রাস পেয়েছে উভয় সঙ্গে তুলনাতেই (£ ১৮ এবং £ ৩৬)।

যদি £ ২½ পরিমাণ মূলধনের তৃতীয় বিনিয়োগটি করা হত **খ** জমিতে, তা হলে সেটা বাস্তবিকই উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিত। কিন্তু খাজনায় পরিবর্তন ঘটাত না, কেননা আমাদের ধৃত-ধারণা অনুযায়ী পরপর বিনিয়োগসমূহ উৎপাদন করে না কোনো পার্থক্য একই জমিতে এবং জমি **খ** দেয় না কোনো খাজনা।

অপরপক্ষে, আমরা যদি ধরে নিই যে মূলধনের তৃতীয় বিনিয়োগটি ঘটে **ঘ** জমিতে —**গ** জমির বদলে, তা হলে আমরা পাই :

সারণী-৪খ

জমির রকম	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয়-দাম £	বিক্রয়লব্ধ অর্থ £	খাজনা		উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
								শস্যে কোয়ার্টার	অর্থে £	
খ	১	৫	১	৬	৪	১½	৬	০	০	০
গ	১	৫	১	৬	৬	১½	৯	২	৩	৬০%
ঘ	১	৭½	১½	৯	১২	১½	১৮	৬	৯	১২০%
মোট	৩	১৭½	৩½	২১	২২		৩৩	৮	১২	

এখানে মোট উৎপন্ন হচ্ছে ২২ কোয়ার্টার, সারণী ১-এর দ্বিগুণেরও বেশি, যদিও বিনিয়োজিত মূলধন হচ্ছে কেবল £ ১৭½, অর্থাৎ সারণী ১-এ যা ছিল £ ১০, তার দ্বিগুণ নয়। এই মোট উৎপন্ন সারণী ২-এর মোট উৎপন্নের চেয়েও ২ কোয়ার্টার বেশি, যদিও শেষোক্তটিতে বিনিয়োজিত মূলধন বৃহত্তর—যথা £ ২০।

সারণী ১-এর সঙ্গে তুলনায়, ঘ জমি থেকে শস্য খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩* থেকে ৬ কোয়ার্টার; অন্য দিকে, আর্থিক খাজনা £ ৯ থেকে গিয়েছে একই। সারণী ২-এর সঙ্গে তুলনায়, ঘ থেকে শস্য-খাজনা একই, যথা ৬ কোয়ার্টার, কিন্তু আর্থিক খাজনা কমে গিয়েছে £ ১৮ থেকে £ ৯-এ।

মোট খাজনাগুলি তুলনা করলে সারণী ৪খ-এর শস্য-খাজনা = ৮ কোয়ার্টার সারণী ১-এর = ৬ কোয়ার্টার এবং সারণী ৪ক-এর = ৭ কোয়র্টারের চেয়ে বেশি; কিন্তু সারণী ২ এর = ১২ কোয়ার্টারের চেয়ে কম। সারণী ৪খ-এর অর্থ-খাজনা = £ ১২ সারণী ৪ক-এর অর্থ-খাজনা = £ ১০½ এর চেয়ে বেশি, এবং সারণী ১এর = £ ১৮ এবং সারণী ২-এর = £ ৩৬-এর চেয়ে কম।

যাতে করে মোট খাজনা, সারণী ৪খ-এর অবস্থায় (ঘ থেকে খাজনার উঠে যাওয়া সমেত), হতে পারে সারণী ১-এর মোট খাজনার সমান, আমাদের চাই আরো £৬ পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপন্ন অর্থাৎ £ ১½ প্রতি ৪ কোয়ার্টার, যা ইচ্ছে উৎপাদনের নোতুন দাম। তা হলে আমরা আবার পাই £ ১৮ পরিমাণ মোট খাজনা সারণী ১-এর মত। আবশ্যক অতিরিক্ত মূলধনের আয়তনে পরিবর্তন ঘটবে আমরা তা গ বা ঘ-এ বিনিয়োগ করি কিনা কিংবা দুয়ের মধ্যে ভাগ করে দিই কিনা তদনুযায়ী।

গ-এ £৫ মূলধন দেয় ২ কোয়ার্টার উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন; কাজে কাজেই, £ ১০ অতিরিক্ত মূলধন দেয় ৪ কোয়ার্টার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন। খ এ, যে অবস্থাগুলি এখানে ধরে

---

* জার্মান সংস্করণ ১৮৮৪ এটা ছিল ২।

নেওয়া হয়েছে যথা অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলির উৎপাদনশীলতা একই থাকে, তাতে £ ৫ অতিরিক্ত মূলধন ৪ কোয়ার্টার অতিরিক্ত শস্য-খাজনা উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তা হলে আমরা পাই এই ফলাফল :

সারণী -৪গ

জমির ধরন	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয়-দাম £	বিক্রয়লব্ধ অর্থ £	খাজনা কোয়ার্টার	খাজনা £	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
খ	১	৫	১	৬	৪	১½	৬	০	০	০
গ	১	১৫	৩	১৮	১৮	১½	২৭	৬	৯	৬০%
ঘ	১	৭½	১½	৯	১২	১½	৮	৬	৯	১২০%
মোট	৩	২৭½	৫½	৩৩	৩৪		৫১	১২	১৮	

সারণী-৪ঘ

জমির ধরন	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয়লব্ধ অর্থ £	খাজনা কোয়ার্টার	খাজনা £	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
খ	১	৫	১	৬	৪	১½	৬	০	০	০
গ	১	৫	১	৬	৬	১½	৯	২	৩	৬০%
ঘ	১	১২½	২½	১৫	২০	১½	৩০	১০	১৫	১২০%
মোট	৩	২২½	৪½	২৭	৩০		৪৫	১২	১৮	

মোট অর্থ-খাজনা হবে সারণী ২-এ যা ছিল তার ঠিক অর্ধেক, যেখানে অতিরিক্ত মূলধনগুলি নিয়োজিত হয়েছিল উৎপাদনের স্থির দামসমূহে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে উপরের সারণীগুলিকে সারণী ১-এর সঙ্গে তুলনা করা।

আমরা দেখি যে, যখন উৎপাদন দাম অর্ধেক পরিমাণে অর্থাৎ ৬০ শিলিং থেকে ৩০ শিলিং-এ হ্রাস পেয়েছে, তখন মোট অর্থ-খাজনা একই থেকে গিয়েছে, যথা=£ ১৮, এবং শস্য-খাজনা সেই সঙ্গে দ্বিগুণ হয়েছে ৬ থেকে ১২ কোয়ার্টারে। খ-এর উপরে খাজনা উধাও হয়ে গিয়েছে, অর্থ-খাজনা বেড়ে গিয়েছে ৪গ-এ অর্ধেক পরিমাণে, বেড়ে গিয়েছে ৪ঘ-এ ; ৪গ-এ ঘ-এর উপরে তা একই থেকে গিয়েছে,=£ ৯, এবং বেড়ে গিয়েছে £৯ থেকে £ ১৫-তে ৪ ঘ-এ। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে :০ থেকে ৩৪ কোয়ার্টারে ৪গ-এ, এবং ৩০ কোয়ার্টারে ৪ ঘ-এ ; মুনাফা £ ২ থেকে £ ৫$\frac{১}{২}$ এ ৪গ-এ এবং £ ৪$\frac{১}{২}$-এ ৪ঘ-এ। মূলধনের মোট পরিমাণ এক ক্ষেত্রে বেড়েছে £ ১০ থেকে £ ২৭$\frac{১}{২}$ এ এবং অন্যটিতে £ ১০ থেকে £ ২২$\frac{১}{২}$এ ; অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই তা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। খাজনার হার অর্থাৎ বিনিয়োজিত মূলধনের ভিত্তিতে গণনা-কৃত খাজনা ৪ থেকে ৪ঘ পর্যন্ত সব কটি সারণীতে রয়েছে একই প্রত্যেক রকমের জমির ক্ষেত্রেই। কিন্তু সারণি ১-এর সঙ্গে তুলনায়, এই হারটি কমে গিয়েছে—সব রকমের জমির গড়ের ক্ষেত্রে এবং আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই। সারণী ১-এ এটা গড়ে ছিল=১৮০% অন্য দিকে ৪ গ-এ

$$=\frac{১৮}{২৭\frac{১}{২}}\times ১০০=৬৫\frac{৫}{১১}\ \%$$ এবং ৪ঘ-এ=$\frac{১৮}{২২\frac{১}{২}}\times ১০০=৮০\%$। একর-প্রতি গড় অর্থ-খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে সারণী ১-এ, এর একর-পিছু গড় ছিল চার একরের সব কটি একরেই £ ৪$\frac{১}{২}$; অন্য দিকে, ৪গ এবং ৪ঘ-এ এটা তিন একরের উপরে একর পিছু £ ৬। খাজনা-দায়ী জমির উপরে এর গড় আগে ছিল £ ৬ আর এখন এটা একর-পিছু £ ৯। অতএব, একর-পিছু খাজনার অর্থ-মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন প্রতিনিধিত্ব করে আগে যে-পরিমাণ শস্যের প্রতিনিধিত্ব করত তার দ্বিগুণ পরিমাণের ; কিন্তু ১২ কোয়ার্টার শস্য-খাজনা এখন যথাক্রমে ৩৪ ও ৩০* কোয়ার্টার পরিমাণ মোট উৎপাদনের অর্ধেকের চেয়েও কম ; অন্যদিকে, সারণী ১-এ ৬ কোয়ার্টার প্রতিনিধিত্ব করে ১০ কোয়ার্টার পরিমাণ মোট উৎপাদনের $\frac{৩}{৫}$। কাজে কাজেই, যদিও মোট উৎপাদনের একাংশ হিসাবে খাজনা হ্রাস পেয়েছে, এবং বিনিয়োজিত মূলধনের ভিত্তিতে গণনা-করা হিসাবেও হ্রাস পেয়েছে, একর-প্রতি গণনায় এব অর্থ-মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে একটি উৎপন্ন হিসাবে এর মূল্য। যদি আমরা নিই ৪ঘ সারণীতে জমি খ আমরা দেখতে পাই যে, এখানকার মূলধন বিনিয়োগ অনুযায়ী উৎপাদন-দাম=£ ১৫, যার মধ্যে £ ১২$\frac{১}{২}$ হচ্ছে বিনিয়োজিত মূলধন। অর্থ-খাজনা=£ ১৫। ১-এ, একই জমি ঘ-এর জন্য, উৎপাদনদাম ছিল £ ৩, বিনিয়োজিত মূলধন=£ ২$\frac{১}{২}$, এবং অর্থ-খাজনা=£ ৯ ; অর্থাৎ শেষোক্তটি ছিল উৎপাদন-দামের তিন গুণ এবং মূলধনের প্রায় চার গুণ। সারণী ৪ ঘ-এ, খ-এর জন্য অর্থ-খাজনা, £ ১৫, উৎপাদন-দামের ঠিক সমান এবং মূলধনের চেয়ে বেশি মাত্র $\frac{১}{৫}$ ভাগ। যাই হোক, একর-পিছু অর্থ-খাজনা $\frac{২}{৩}$ বেশি, অর্থাৎ £ ৯-এর বদলে £ ১৫।

* ১৮৯৮-এর জার্মান সংস্করণে এটা ছিল ৩৩ এবং ২৭।

সারণী ১-এ, ৩ কোয়ার্টার শস্য-খাজনা=৪ কোয়ার্টার মোট উৎপাদনের $\frac{1}{4}$; ৪খ সারণীতে তা ১০ কোয়ার্টার, কিংবা মোট উৎপন্নের (২০ কোয়ার্টারের) অর্ধেক। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, একর-পিছু খাজনার অর্থ মূল্য এবং শস্য-মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে, যদিও তা হচ্ছে মোট ফলনের একটি ক্ষুদ্রতর একাংশ, এবং হ্রাস পেয়েছে বিনিয়োজিত মূলধনের অনুপাতে।

সারণী ১-এ মোট উৎপন্নের মূল্য=£ ৩০ ; খাজনা £ ১৮, কিংবা তার অর্ধেকের ৪ঘ-এ মোট উৎপন্নের মূল্য=£ ৪৫, যার মধ্যে খাজনা=£ ১৮, কিংবা অর্ধেকের চেয়ে কম।

এখন কেন দামে কোয়ার্টার পিছু £১$\frac{1}{2}$ অর্থাৎ ৫০% হ্রাস সত্ত্বেও, এবং প্রতিযোগী জমির ৪ থেকে ৩-এ হ্রাস সত্ত্বেও, মোট অর্থ-খাজনা একই থাকে, এবং মোট শস্য-খাজনা দ্বিগুন হয়, যখন, একর-পিছু হিসাব অনুসারে, শস্য-খাজনা উভয়েই বৃদ্ধি পায়, তার কারণ এই যে, উদ্বৃত্ত উৎপন্নের আরো বেশি কোয়ার্টার উৎপাদিত হয়। শস্যের দাম ৫০ % হ্রাস পায় এবং উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ১০০% বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই ফল পাবার জন্য, আমরা যে অবস্থাগুলি ধরে নিয়েছি, তার অধীনে মোট উৎপাদন তিন গুণ হতে হবে এবং উৎকৃষ্টতর ও উৎকৃষ্টতম জমিগুলির মধ্যে অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগ সমূহের বণ্টনের উপরে—সব সময় ধরে নিয়ে যে, জমির প্রত্যেকটি প্রকারে বিনিয়োজিত মূলধনের উৎপাদনশীলতা, তার আয়তনের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

যদি উৎপাদনের দামে হ্রাস হত ক্ষুদ্রতর, তা হলে একই অর্থ-খাজনা উৎপাদন করতে আবশ্যক হত অল্পতর অতিরিক্ত মূলধন। যদি সরবরাহের ফলে ক জমি চাষের বাইরে চলে যেত - এবং এটা নির্ভর করে কেবল একর-পিছু উৎপাদনের উপরে নয়, সমগ্র কর্ষিত এলাকায় ক-এর অংশ কতটা তারও উপরে—এই ভাবে, যদি এই উদ্দেশ্যে আবশ্যক সরবরাহ হত বৃহত্তর, এবং তার দরুন ক-এর চেয়ে ভাল জমিগুলির আবশ্যক অতিরিক্ত বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণও হত বৃহত্তর, তা হলে, বাকি সব কিছু সমান থাকলে, অর্থ ও শস্য খাজনা বৃদ্ধি পেত আরো বেশি, যদিও খ জমি বিরত হত অর্থ ও শস্য খাজনা দেওয়া থেকে।

যদি ক থেকে উৎখাত মূলধন হত=£ ৫, তা হলে এই ক্ষেত্রের জন্য যে-সারণীগুলি তুলনা করতে হত, সেগুলি হচ্ছে তালিকা ২ এবং তালিকা ৪ঘ। মোট উৎপন্ন বৃদ্ধি পেত ২০ থেকে ৩০ কোয়ার্টারে। অর্থ-খাজনা হত কেবল অর্ধেক, অর্থাৎ £ ৩৬-এর বদলে £ ১৮ ; শস্য-খাজনা হত একই, যথা=১২ কোয়ার্টার।

যদি ৪৪ কোয়ার্টার=£ ৬৬ পরিমাণ মোট উৎপন্ন খ-এর উপরে উৎপাদন করা যেত £ ২৭$\frac{1}{2}$ পরিমাণ মূলধন দিয়ে—ব-এর জন্য পুরনো হার, প্রতি £ ২$\frac{1}{2}$ মূলধনে ৪,

কোয়ার্টার, অনুযায়ী—তা হলে মোট খাজনা আবার পেঁাছে যেত সারণী২-এ উপনীত মানে, এবং সারণীটি হত নিম্নরূপ :

জমির রকম	মূলধন	উৎপাদন কোয়ার্টার্স	শস্য খাজনা	অর্থ খাজনা
খ	৫	৪	০	০
গ	৫	৬	২	৩
ঘ	২৭½	৪৪	২২	৩৩
মোট	৩৭½	৫৪	২৪	৩৬

মোট উৎপাদন হবে ৫৪ কোয়ার্টার যেখানে সারণী ২-এর ছিল ২০ কোয়ার্টার, এবং অর্থ-খাজনা হবে একই=£ ৩৬। কিন্তু মোট মূলধন হবে £ ৩৭½, যেখানে সারণী-২-এ ছিল=২০। মোট বিনিয়োজিত মূলধন হবে প্রায় ত্রিগুণ ; শস্য-খাজনা হবে দ্বিগুণ এবং অর্থ-খাজনা থাকবে একই। অতএব, যদি দাম কমে—যখন উৎপাদনশীলতা থাকে একই—জমিগুলি খাজনা দেয় সেই উন্নততর জমিগুলিতে, অর্থাৎ ক-এর চেয়ে উন্নততর সব জমিতে, অতিরিক্ত অর্থ-মূলধন বিনিয়োগের ফলে,তা হলে মোট মূলধনের একটা প্রবণতা হয় উৎপাদন ও শস্য-খাজনা যে-হারে বাড়ে সেই হারে না বাড়ার। এই ভাবে শস্য-খাজনায় বৃদ্ধি প্রতিপূরণ করতে পারে হ্রাসমান দামের দরুন অর্থ খাজনায় যে লোকসান হয়, তাকে। এই একই নিয়ম নিজেকে প্রকাশ করে এই ঘটনাটিতে যে, গ এবং ঘ জমিতে, অর্থাৎ বেশি খাজনা-দায়ী জমিগুলির চেয়ে কম খাজনা দেয় যে সব জমি, তাতে যত বেশি বিনিয়োগ করা হয়, আনুপাতিক ভাবে তত বেশি হবে বিনিয়োজিত মূলধন। পয়েন্টটা সোজা ভাবে এই : যাতে করে অর্থ-খাজনা একই থাকতে পারে বা বাড়তে পারে, একটি নির্দিষ্ট অতিরিক্ত পরিমাণ অবশ্যই উৎপাদন করতে হবে, এবং উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন-দায়ী জমিগুলির ফসল যত বেশি হবে, ততই কম মূলধন এতে আবশ্যক হয়। খ এবং গ, গ এবং ঘ-এর মধ্যেকার পার্থক্য যদি আরো বেশি হত, তা হলে আবশ্যক হত আরো কম মূলধন। নির্দিষ্ট অনুপাতটি নির্ধারিত হয় (১) দাম-হ্রাসের অনুপাতের দ্বারা, ভাষান্তরে, খ জমি, যা এখন কোনো খাজনা দেয় না এবং ক জমি, যা আগে ছিল সেই জমি যা খাজনা দেয় না—এই দুই রকমের জমির মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা, (২) খ থেকে শুরু করে উপরের দিকের জমিগুলির মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা (৩) নোতুন বিনিয়োজিত অতিরিক্ত মূলধনের দ্বারা (৪) রকমারি গুণের জমির মধ্যে তার বাটোয়ারার দ্বারা।

বস্তুতঃ পক্ষে, আমরা দেখি, এই নিয়মটি কেবল প্রকাশ করে যা প্রথম ক্ষেত্রটিতে আগেই নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল। যখন উৎপাদনের নির্দিষ্ট থাকে, তার আয়তন যাই হোক না কেন খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের ফলে কেননা ক বাদ পড়ে যাবার কারণে, আমরা এখন পাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমি হিসাবে খ-এর সঙ্গে একটি পার্থক্যজনিত খাজনা এবং নোতুন উৎপাদন দাম হিসাবে এটা উভয় কোয়ার্টার প্রতি

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—সারণী ৪ এবং ২। নিয়মটাও একই কেবল এইটা বাদে যে আমাদের £ ১½। সূচনা বিন্দু ক না হয়ে খ এবং আমাদের উৎপাদন-দাম হিসাবে নেওয়া হয়েছে £ ৩-এর বদলে £ ১½।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা এই যে, জমি ক থেকে মূলধন তুলে নেওয়া এবং তা ছাড়াই সরবরাহটা সৃষ্টি করার জন্য যে মাত্রা অবধি চাই এত এবং এত পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন, সেই মাত্রা অবধি আমরা দেখি যে তার সঙ্গে ঘটতে পারে একটি অপরিবর্তিত, বর্ধমান বা হ্রাসমান একর-প্রতি খাজনা —যদি সব প্লট থেকে না-ও হয়, তা হলে অন্ততঃ কয়েকটি থেকেও এবং যে পর্যন্ত ব্যাপারটা কর্ষিত প্লটগুলির গড়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমরা দেখেছি, শস্য-খাজনা এবং অর্থ-খাজনা পরস্পরের সঙ্গে একটি অভিন্ন সম্পর্ক রক্ষা করে চলে না। অর্থনীতিতে শস্য-খাজনার যে এখনো কিছু গুরুত্ব আছে তা চিরাচরিত প্রথার কারণে। এটা সমান সুষ্ঠু ভাবে দেখানো যায় যে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, একজন ম্যানুফ্যাকচারকারী তার £ ৫ মুনাফা দিয়ে তার সুতোর ঢের বেশিটা কিনতে পারে—আগে £ ১০ দিয়ে যতটা কিনতে পারত, তার চেয়ে। যাই হোক, এ থেকে প্রকাশ পায় যে, জমিদার মহোদয়েরা যখন তারা যুগপৎ ম্যানুফ্যাকচার-কারী কারখানা চিনি শোধনাগার মদ-চোলাইকারী ভাটিখানা ইত্যাদির মালিক বা অংশীদার, তখনও তারা তাদের কাঁচামালের উৎপাদনকারী হিসাবে কামাতে পারে প্রভূত মুনাফা, যখন অর্থ-খাজনা হ্রাস পাচ্ছে।[১]

---

১. ৪ ক থেকে ৪ ঘ পর্যন্ত সারণীগুলি নোতুন করে গুণতে হবে, কেননা গণনায় একটি ভুল সেগুলির সবকটির মধ্যে থেকে গিয়েছে। যদিও এই ভুলের দরুন এই সারণী-সমূহ থেকে উপনীত সিদ্ধান্তগুলি ক্ষুণ্ণ হয়নি, তবু তা আংশিক ভাবে, অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল বেশ দানবীয় সব সংখ্যাগত মূল্যের একর-পিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে। এমনকি এগুলিও নীতিগত ভাবে আপত্তিজনক নয়। সমস্ত 'রিলিফ' ও পরিবেশগত মানচিত্রেই অনুভূমিকের চেয়ে প্রতিভূমিকের বেলায় একটি ঢের বৃহত্তর আয়তন নেওয়াটাই রেওয়াজ। তবু যদি কেউ অনুভব করেন যে তাঁর ভূমিগত বোধগুলি তার ফলে আহত হয়েছে, তাঁর স্বাধীনতা আছে একরের সংখ্যাগুলিকে এমন যে-কোনো সংখ্যাগত মূল্য দিয়ে গুণ করার যাতে তিনি খুশি। সারণী ১-এ তিনি ১, ২, ৩, ৪ কোয়ার্টারের বদলে ১০, ১২, ১৪, ১৬ বুশেলও (৮ বুশেল=১ কোয়ার্টার) নিতে পারেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত সংখ্যাগত মূল্যগুলি থাকবে সম্ভাব্যতার পরিধির মধ্যে; দেখা যাবে যে ফলটা অর্থাৎ মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে খাজনা বৃদ্ধির অনুপাতটা ঠিক একই। পরবর্তী পরিচ্ছেদের সারণীগুলিতে সম্পাদক তাই করেছেন।—এঙ্গেলস।

২। অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদনশীলতার হ্রাসমান হার

এটা সমস্যাটির মধ্যে নোতুন কিছু প্রবর্তন করে না, যখন উৎপাদনের দামও এ ক্ষেত্রে পড়তে পারে, যেমন এইমাত্র বিবেচিত ক্ষেত্রটিতে, কেবল যখন ক-এর চেয়ে উন্নততর জমিগুলিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগসমূহ ক থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনকে করে দেয় বাহুল্য এবং তাই মূলধন তুলে নেওয়া হয় ক থেকে, কিংবা ক-কে নিযুক্ত করা হয় অন্যতর উৎপন্নাদি উৎপাদনের কাজে। এই ক্ষেত্রটি উপরে নিঃশেষে আলোচনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছিল যে, একর পিছু খাজনা শস্যে এবং অর্থে বৃদ্ধি পেতে পারে, হ্রাস পেতে পারে, অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

তুলনার সুবিধার্থে আমরা নিচের সারণীটি পুনরুৎপাদন করছি :

সারণী—৪

জমির রকম	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম কোয়ার্টার পিছু	উৎপাদন কোয়ার্টার	শস্য খাজনা কোঃ	অর্থ খাজনা	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
ক	১	২½	½	৩	১	০	০	০
খ	১	২½	½	১½	২	১	৩	১২০%
গ	১	২½	½	১	৩	২	৬	২৪০%
ঘ	১	২½	½	¾	৪	৩	৯	৩৬০%
মোট	৪	১০			১০	৬	১৮	১৮০% গড়ে

এখন ধরা যাক খ, গ এবং ঘ-এর দ্বারা উৎপাদনশীলতার একটি হ্রাসমান হারে সরবরাহ-কৃত ১৬ কোয়ার্টারের একটি পরিমাণ ক-কে কর্ষণের বাইরে ঠেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সারণী ৩ রূপান্তরিত হয় এই ভাবে :

সারণী-

জমির রকম	একর	মূলধন বিনিয়োগ £	মুনাফা £	উৎপাদন কোয়ার্টার্স	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	শস্য খাজনা কোয়ার্টার্স	অর্থ খাজনা £	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
খ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$	১	২+১$\frac{১}{২}$=৩$\frac{১}{২}$	১$\frac{৫}{৭}$	৬	০	০	০
গ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$	১	৩+২=৫	১$\frac{৫}{৭}$	৮$\frac{৪}{৭}$	১$\frac{১}{২}$	২$\frac{৪}{৭}$	৫১$\frac{৩}{৭}$%*
ঘ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$	১	৪+৩$\frac{১}{২}$=৭$\frac{১}{২}$	১$\frac{৫}{৭}$	১২$\frac{৬}{৭}$	৪	৬$\frac{৬}{৭}$	১৩৭$\frac{১}{৭}$%**
মোট	৩***	১৫		১৬		২ $\frac{৩}{৭}$	৫$\frac{১}{২}$	৯$\frac{৩}{৭}$	৯৪$\frac{২}{৭}$% গড়ে****

এখানে, অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদনশীলতার একটি হ্রাসমান হারে, এবং রকমারি জমির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার হ্রাসের অবস্থায়, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দামটি পড়ে গিয়েছে £ ৩ থেকে £ ১$\frac{৫}{৭}$ এ। মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্ধেক—£ ১০ থেকে £ ১৫-তে। অর্থ-খাজনা পড়ে গিয়েছে প্রায় অর্ধেক £ ১৮ থেকে £ ৯$\frac{৩}{৭}$ এ, কিন্তু শস্য-খাজনা কমেছে কেবল $\frac{১}{১২}$—৬ কোয়ার্টার থেকে ৫$\frac{১}{২}$ কোয়ার্টারে। মোট উৎপাদন বেড়েছে ১০ থেকে ১৬-তে বা ৬০%। শস্য-খাজনা হচ্ছে মোট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশের মাত্র সামান্য বেশি। অগ্রিম মূলধন অর্থ-খাজনার সঙ্গে তুলনায় ১৫ : ৯$\frac{৩}{৭}$, যে অনুপাতটি আগে ছিল ১০ : ১৮।

৩। অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদনশীলতার বর্ধমান হার।

এটা এই অধ্যায়ের শুরুতে দেওয়া ১নং সারণীর ধরনটি থেকে আলাদা—যেখানে উৎপাদন-দাম হ্রাস পায়। অথচ উৎপাদনশীলতার হার একই থাকে—কেবল এখানে যে, যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত উৎপন্ন আবশ্যক হয় ক জমিকে বাদ দিয়ে দেবার জন্য, তখন এটা এখানে ঘটে আরো তাড়াতাড়ি।

বিভিন্ন জমির মধ্যে বিনিয়োগের বণ্টন অনুযায়ী ফল বিভিন্ন হতে পারে—অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগগুলির হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা, এবং বর্ধমান উৎপাদনশীলতারও ক্ষেত্রে। যেহেতু এই বিভিন্ন ফল পার্থক্যগুলিকে সমান করে দেয় কিংবা সেগুলিকে বাড়িয়ে দেয়, সেইহেতু উন্নততর জমিগুলির পার্থক্যজনিত খাজনা, এবং তার দরুন মোট খাজনাও বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে—পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর বেলায় আগেই যা ঘটেছিল। অন্যান্য

---

* ১৮৯৪ জার্মান সংস্করণে আছে : ৫১$\frac{২}{৫}$। **ঐ: ১৩৭$\frac{১}{৫}$। *** ঐ: ৪। **** এখানে, যেমন সারণী ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০-এ, যে-জমি খাজনা দেয় না, তাকে বাদ দেওয়া হয়।

দিক থেকে, সব কিছুই নির্ভর করে জমির এলাকার আয়তন এবং ক-এর সঙ্গে বাদ দিয়ে দেওয়া মূলধনের উপরে, এবং চাহিদা পূরণের জন্য অতিরিক্ত উৎপন্ন উৎপাদন করতে আবশ্যক বর্ধিষ্ণু উৎপাদনশীলতা সহ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের আপেক্ষিক আয়তনের উপরে।

একমাত্র যে-পয়েন্টটি এখানে বিশ্লেষণের যোগ্য, এবং যেটি আমাদের সত্যি সত্যিই ফিরিয়ে নিয়ে যায় সেই ভঙ্গিটির অনুসন্ধানে, যে-ভঙ্গিতে এই পার্থক্যজনিত খাজনা রূপান্তরিত হয় পার্থক্যজনিত খাজনায়, সেই পয়েন্টটি হচ্ছে এই :

প্রথম ক্ষেত্রটিতে, যেখানে উৎপাদনের দাম একই থাকে সেখানে অতিরিক্ত মূলধন, যা বিনিয়োজিত হতে পারে ক জমিতে, তা স্বয়ং পার্থক্যজনিত খাজনাকে প্রভাবিত করে না ; যেহেতু ক জমি, আগের মতই দেয় না কোনো খাজনা, সেইহেতু উৎপাদনের দাম থাকে একই, এবং এটাই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে বাজার দাম।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে ১ নং ধরনটিতে যেখানে উৎপাদনের দাম হ্রাস পায়, যদিও উৎপাদনশীলতার হার একই থাকে, ক জমি আবশ্যিক ভাবেই বাদ পড়ে যাবে, এবং আরো বেশি ২ নং ধরনটিতে (উৎপাদনশীলতার হ্রাসমান হারের সঙ্গে উৎপাদনের হ্রাসমান দাম), কেননা, অন্যথা, ক জমিতে বিনিয়োজিত একটি অতিরিক্ত মূলধনকে বাড়াতে হবে উৎপাদনের দাম। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির ৩ নং ধরনটিতে, যেখানে উৎপাদনের দাম হ্রাস পায় অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি পাবার কারণে, সেখানে এই অতিরিক্ত মূলধন কোনো কোনো অবস্থায় বিনিয়োজিত হতে পারে ক জমিতে এবং উন্নততর জমিগুলিতেও।

ধরা যাক, যখন ক জমিতে বিনিয়োজিত হয়, তখন £ ২½ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন উৎপাদন করে ১ কোয়ার্টারের বদলে ১⅕ কোয়ার্টার।

সারণী—৬

জমির	একর	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	খাজনা কোয়ার্টার	খাজনা £	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
ক	১	২½+২½=৫	১	৬	১+১⅕=২⅕	২ ৮/১১	৬	০	০	০
খ	১	২½+২½=৫	১	৬	২+২⅖=৪⅖	২ ৮/১১	১২	২⅕	৬	১২০%
গ	১	২½+২½=৫	১	৬	৩+৩⅗=৬⅗	২ ৮/১১	১৮	৪⅖	১২	২৪০%
ঘ	১	২½+২½=৫	১	৬	৪+৪⅘=৮⅘	২ ৮/১১	২৪	৬⅗	১৮	৩৬০%
মোট	৪	২০	৪	২৪	২২		৬০	১৩⅕	৩৬	২৪০%

সারণী ১-এর সঙ্গে তুলনা। ছাড়াও, এই সারণীটিকে তুলনা করতে হবে সারণী ২-এর

সঙ্গে, যেখানে মূলধনের একটি দ্বৈত বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট একটি স্থির*উৎপাদশীলতার সঙ্গে, যা মূলধনের বিনিয়োগের সঙ্গে আনুপাতিক।

আমাদের ধৃত-ধারণা অনুসারে, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক দামটি হ্রাস পায়। যদি একে স্থির=£ ৩ থাকতে হয়, তা হলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিটিকে তথা ক যা কেবল £২½ বিনিয়োগ সহ কোনো খাজনা দিত না, তা তখন খাজনা দেবে—আরো নিকৃষ্ট জমিকে চাষের আওতায় আনা ছাড়াই। এটা হতে পারত এই জমিটির উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধির কারণে, কিন্তু মূলধনের কেবল একটি অংশের জন্য, বিনিয়োজিত মূল মূলধনটির জন্য নয়। উৎপাদনের প্রথম £ ৩ দেয় ১ কোয়ার্টার, দ্বিতীয় £২ দেয় ১½ কোয়ার্টার কিন্তু ২½ কোয়ার্টার পরিমাণ মোট উৎপাদনটির এখন বিক্রি হয় তার গড় দামে। যেহেতু মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনশীলতার হার বৃদ্ধি পায়, তা ধরে নেয় যে ইতি-মধ্যে একটা উন্নয়ন ঘটেছে। শেষোক্তটি হতে পারে একর-পিছু বিনিয়োজিত মূলধন একটি সাধারণ বৃদ্ধি-জনিত ঘটনা (আরো সার, আরো যান্ত্রিকীকৃত শ্রম, ইত্যাদি) কিংবা হতে পারে যে, কেবল এই অতিরিক্ত মূলধনের মাধ্যমেই আদৌ সম্ভব হয়েছে উক্ত মূলধনটির একটি গুণগত ভাবে ভিন্নতর অধিকতর উৎপাদনশীল বিনিয়োগ ঘটানো। উভয় ক্ষেত্রেই একর-পিছু £ ৫ মূলধন বিনিয়োগ দেয় ২½ কোয়ার্টার, ফলন যখন এর অর্ধেক বিনিয়োগ অর্থাৎ £২½ দেয় কেবল ১ কোয়ার্টার। ক থেকে ফলন বাজারের অস্থির অবস্থা নির্বিশেষে কেবল বিক্রি হতে থাকে, নোতুন গড় দামে না হয়ে উৎপাদন-দামের চেয়ে উচ্চতর একটি দামে, যতকাল ক রকমের জমির একটা বড় ধরনের এলাকা চাষ হতে থাকে একর-পিছু কেবল £ ২½ মূলধন দিয়ে। কিন্তু যখনি একর-পিছু £ ৫ মূলধনের নোতুন সম্পর্কটি এবং তার সঙ্গে উন্নতর ব্যবস্থাপনা, হয়ে ওঠে সর্বজনীন তখনি উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক দামটি পড়ে যায় £ ২ ৮/১১ তে। এ মূলধনের দুটি অংশের মধ্যে পার্থক্য অন্তর্হিত হয়ে যায়, এবং তখন, বস্তুতঃ পক্ষে, কেবল £ ২½ মূলধন দিয়ে ক জমির এক একর চাষ হবে অস্বাভাবিক অর্থাৎ তা খাপ খাবে না উৎপাদনের নোতুন অবস্থাবলীর সঙ্গে। এটা তখন আর একই একরে বিনিয়োজিত মূলধনের বিভিন্ন অংশ থেকে ফলনের মধ্যে একটি পার্থক্য থাকবে না, পার্থক্যটি হবে একর-পিছু প্রতুল এবং অপ্রতুল মোট মূলধন-বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য। এতে প্রমাণ হয় **সবচেয়ে প্রথম,** ইজারাদার কৃষকদের একটা বড় সংখ্যার হাতে (সংখ্যাটা অবশ্যই বড় হতে হবে, কেননা সংখ্যাটা অল্প হলে তারা শুধু বাধ্য হবে তাদের উৎপাদন-দামের চেয়ে কমে বিক্রি করতে) অপ্রতুল মূলধন উৎপাদন করে একই ফল, যেমন করে জমিগুলির নিজেদের মধ্যে একটি পার্থক্যীকরণ—অবরোহমূলক ক্রম-অনুযায়ী নিকৃষ্ট জমির নিকৃষ্ট চাষ বাড়িয়ে দেয় উৎকৃষ্ট জমির খাজনা; এর ফল এমনকি এও হতে পারে যে, সমান নিকৃষ্ট জমির উৎকৃষ্ট চাষ থেকে পাওয়া যায় খাজনা, যা অন্যথা পাওয়া যায় না। **দ্বিতীয়তঃ,** এতে প্রমাণ হয় যে, পার্থক্যজনিত খাজনা, যখন তার উদ্ভব ঘটে একই মোট এলাকায় মূলধনের পরপর বিনিয়োগ থেকে, নিজেকে বাস্তবে পর্যবসিত করে একটি গড়ে, যার মধ্যে মূলধনের বিভিন্ন বিনিয়োগের ফলগুলি আর চেনাও যায় না, পার্থক্য করাও যায় না, এবং সেগুলি সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিটিতে কোনো খাজনার উদ্ভব

ঘটায় না ; বরং, (১) ধরা যাক এক একর **ক**-এর জন্য মোট ফলনের গড় দামকে পরিণত করে নোতুন নিয়ন্ত্রক দামটিতে এবং (২) প্রতিভাত হয় জমিটির উপযুক্ত চাষের জন্য নোতুন অবস্থায় প্রয়োজনীয় একর-পিছু মূলধনের পরিমাণে একটি পরিবর্তন হিসাবে ; এবং যার মধ্যে মূলধনের আলাদা আলাদা পরপর বিনিয়োগগুলি, এবং তাদের যথাক্রমিক ফলসমূহ, দেখা দেবে এমন ভাবে মিশ্রিত রূপে যে আর পার্থক্য করা যায় না। উৎকৃষ্টতর জমিগুলি থেকে আলাদা আলাদা পার্থক্যজনিত খাজনাগুলির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক একই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেগুলি নির্ধারিত হয় আলোচ্য জমিটি থেকে গড় উৎপাদন এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমি থেকে গড় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা—যে-গড় উৎপাদন ঘটেছে বর্ধিত মূলধন-বিনিয়োগে, যা এখন হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক।

কোনো জমিই কোনো ফলন দেয় না মূলধনের বিনিয়োগ ছাড়া। এটা এমনকি সরল পার্থক্যজনিত খাজনা, পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর পক্ষেও সত্য ; যখন বলা হয় যে, **ক** জমির এক একর, যা নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনের দাম, দেয় এই পরিমাণ ফলন এই এই দামে, তখন, এবং উন্নততর জমি **খ গ** এবং **ঘ** দেয় এতটা পরিমাণ পার্থক্যজনিত ফলন, এবং অতএব এতটা অর্থ-খাজনা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক দামে, তখন এটা সর্বদাই ধরে নেওয়া হয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত হয় উৎপাদনের চলতি অবস্থায়, যাকে বিবেচনা করা হয় স্বাভাবিক বলে। একই ভাবে, একটা ন্যূনতম মূলধন আবশ্যক হয় শিল্পের প্রত্যেকটি আলাদা শাখার জন্য, যাতে করে পণ্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় তাদের উৎপাদন দামে।

যদি একই জমিতে মূলধনের পরপর বিনিয়োগ এবং সেই সঙ্গে উন্নয়নের ফলে এই ন্যূনতমটি পরিবর্তিত হয়, এটা ঘটে ক্রমে ক্রমে। যত কাল পর্যন্ত, ধরা যাক **ক**-এর, কিছু সংখ্যক একর এই অতিরিক্ত চলতি মূলধন না পায়, তত কাল **ক** এর ভাল ভাবে কর্ষিত একরগুলিতে উৎপাদিত হয় একটি খাজনা উৎপাদনের অপরিবর্তিত দামের কারণে এবং সমস্ত উন্নততর জমি থেকে—**খ**, **গ** এবং **ঘ** থেকে—খাজনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখনি চাষের নোতুন পদ্ধতিটি এমন ব্যাপকতা লাভ করে যে সেটিই হয়ে-ওঠে স্বাভাবিক পদ্ধতি, তখনি উৎপাদনের দাম হ্রাস পায় ; উন্নততর জমিগুলির খাজনাও আবার কমে যায়, এবং **ক** জমির যে-অংশের থাকে না সেই চলতি মূলধন যা এখন হয়েছে গড় সেই অংশটি অবশ্যই তার উৎপন্ন বিক্রি করবে তার নিজের উৎপাদন-দামের কমে, অর্থাৎ গড় মুনাফার কমে।

উৎপাদনের পড়তি দামের ক্ষেত্রে, এটা অতিরিক্ত মূলধনের এমন কি হ্রাসমান উৎপাদনশীলতার অবস্থাতেও ঘটে—যখনি প্রয়োজনীয় মোট উৎপাদনের সরবরাহ সম্পাদিত হয়ে যায় মূলধনের বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে, উন্নততর জমিগুলির দ্বারা এবং এই ভাবে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, চলতি মূলধনকে তুলে নেওয়া হয় **ক** থেকে, অর্থাৎ **ক** আর প্রতিযোগিতা করে না এই বিশেষ পণ্যটির, গমের, উৎপাদনে। মূলধনের যে-পরিমাণটি এখন গড়ে আবশ্যক হয় উন্নততর জমি **খ**-এ, যা এখন পরিণত হয় নিয়ন্ত্রক জমিতে, তাতে বিনিয়োজিত হবার জন্য, সেই পরিমাণটি এখন হয়ে ওঠে স্বাভাবিক পরিমাণ ;

এবং যখন কেউ বলে জমির প্লটগুলির বিভিন্ন মাত্রার উর্বরতার কথা, তখন ধরে নেওয়া হয় যে একর-প্রতি মূলধনের এই নোতুন স্বাভাবিক পরিমাণটিই নিয়োগ করা হচ্ছে।

অন্য দিকে এটা স্পষ্ট যে, মূলধনের এই গড় বিনিয়োগ, ধরুন ইংল্যাণ্ড, ১৮৪৮ এর আগে £ ৮, এবং তার পর থেকে £ ১২, গঠন করবে ইজারা-চুক্তি সম্পাদনের মান। যে কৃষক এর চেয়ে বেশি ব্যয় করবে, তার পক্ষে চুক্তি চলাকালীন সময়ে উদ্বৃত্ত-মুনাফা রূপান্তরিত হয় না খাজনায়। চুক্তি উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে এটা হয় কিনা তা নির্ভর করে কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপরে, যারা একই বাড়তি মূলধন অগ্রিম দিতে সক্ষম। আমরা এখানে জমির এমন স্থায়ী উন্নয়নগুলির কথা বলছি না, যেগুলি বর্ধিত উৎপাদনটি দিতে থাকে একই বা এমনকি একটি হ্রাসমান বিনিয়োগ-ব্যয় সত্ত্বেও। এই সব উন্নয়ন, যদিও মূলধনেরই ফল, তবু ঘটায় একই ফল, যেমন ঘটায় প্রাকৃতিক পার্থক্যসমূহ জমির গুণমানে।

তা হলে, আমরা দেখি, পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর ক্ষেত্রে এমন একটি উৎপাদন বিবেচনায় আসে, পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর যথাবিদিত রূপের ক্ষেত্রে যেটি আসে না, কেননা এই শেষোক্তটি বিদ্যমান থাকতে পারে একর-প্রতি মূলধনের স্বাভাবিক বিনিয়োগ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। এক দিকে, এটা নিয়ন্ত্রক জমি ক-এ মূলধনের বিভিন্ন বিনিয়োগ থেকে উদ্ভূত ফলগুলিকে একাকার করে দেওয়া, যে ক জমিটির উৎপাদন এখন শুধু দেখা, দেয় একর-প্রতি উৎপাদনের গড় হিসাবে। অন্য দিকে, এটা স্বাভাবিক ন্যূনতমে, কিংবা একক-প্রতি বিনিয়োজিত মূলধনের গড় আয়তনে যে-পরিবর্তনটি দেখা দেয় জমির একটি নিজস্ব গুণ বলে সেই পরিবর্তনটি সর্বশেষে, এটা উদ্বৃত্ত-মুনাফাকে খাজনার রূপে রূপান্তরিত করার ভঙ্গিতে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যটি।

সারণী ১ এবং সারণী ২-এর তুলনায়, সারণী ৬ আরো দেখায় যে, শস্য খাজনা ১-এর তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং ২-এর তুলনায় ১$\frac{১}{৬}$ বৃদ্ধি পেয়েছে ; অন্য দিকে, ১-এর তুলনায় অর্থ-খাজনা দ্বিগুণ হয়েছে, কিন্তু ২-এর তুলনায় পরিবর্তিত হয়নি। এটা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেত যদি (বাকি সব অবস্থা একই থেকে) অতিরিক্ত মূলধনের আরো বেশি পরিমাণ বরাদ্দ হত উন্নততর জমিগুলিতে, কিংবা যদি, অপর পক্ষে ক-এর উপরে অতিরিক্ত মূলধনটির ফল কম লক্ষণীয় হত, এবং এই ভাবে ক থেকে কোয়ার্টার প্রতি নিয়ন্ত্রক গড় দামটি উচ্চতর হত।

যদি অতিরিক্ত মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি উৎপাদন করত বিভিন্ন জমিগুলির ক্ষেত্রে রকমারি ফল, তা হলে উৎপাদন করত তাদের পার্থক্যজনিত খাজনায় একটি পরিবর্তন।

যাই হোক, এটা দেখানো হয়েছে যে একর-প্রতি খাজনা, দৃষ্টান্ত হিসাবে মূলধনের দ্বিগুণিত বিনিয়োগ সহ, কেবল দ্বিগুণই হতে পারে না দ্বিগুণের বেশিও হতে পারে— অন্য দিকে, উৎপাদন-দাম হ্রাস পায় অতিরিক্ত বিনিয়োজিত মূলধনের উৎপাদনশীলতার বর্ধিত হারের ফলে, অর্থাৎ যখন অগ্রিম-দত্ত মূলধনের চেয়ে এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়

উচ্চতর হারে। কিন্তু এটা তা ছাড়াও হ্রাস পেতে পারে যদি উৎপাদন-দাম ক জমির উৎপাদনশীলতায় একটি দ্রুত বৃদ্ধির ফলে, আরো নীচে নেমে যায়।

ধরা যাক, মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগসমূহ, দৃষ্টান্তস্বরূপ **খ** এবং **গ**-এ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে না একই হারে যেমন তারা করে **ক** জমিতে যার ফলে **খ** এবং **গ**-এর পক্ষে আনুপাতিক পার্থক্যসমূহ হ্রাস পায় এবং উৎপাদনে বৃদ্ধি দাম-হ্রাসকে প্রতিপূরণ করে না। তা হলে, সারণী ২-এর সঙ্গে তুলনায় **ঘ** থেকে (অর্থ) খাজনা থাকবে অপরিবর্তিত, এবং **খ** এবং **গ** থেকে তা পাবে হ্রাস।

সর্বশেষে, অর্থ-খাজনা বাড়বে যদি আরো অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োজিত হয় উন্নততর জমিগুলিতে ক-এর তুলনায় উৎপাদনশীলতায় একই আনুপাতি বৃদ্ধি সহ, কিংবা যদি উন্নততর জমিগুলিতে অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলি কার্যকর হত উৎপাদনশীলতার একটি বর্ধমান হারে। উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্যগুলি বৃদ্ধি পাবে।

সারণী-৬ক

জমির রকম	একর	মূলধন £	মুনাফা £	একরপ্রতি উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	শস্য খাজনা কোয়ার্টার	অর্থ খাজনা £
ক	১	২½ + ২½ = ৫	১	১ + ৩ = ৪	১½	৬	0	0
খ	১	২½ + ২½ = ৫	১	২ + ২½ = ৪½	১½	৬¾	½	¾
গ	১	২½ + ২½ = ৫	১	৩ + ৫ = ৮	১½	১২	৪	৬
ঘ	১	২½ + ½ = ৫	১	৪ + ১২ = ১৬	১½	২৪	১২	১৮
মোট	৪	২০		৩২½			১৬½	২৪¾

অর্থ-খাজনা হ্রাস পায় যখন মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগজনিত উন্নয়ন পার্থক্যগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে হ্রাস করে, এবং **খ** এবং **গ**-কে যতটা ক্ষুণ্ণ করে তার চেয়ে বেশি ক্ষুণ্ণ করে ক-কে। উন্নততর জমিগুলিতে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি যত কম হয়, ততই বেশি তা হ্রাস পায়। শস্য খাজনা বৃদ্ধি পাবে, হ্রাস পাবে বা স্থির থাকবে কিনা, তা নির্ভর করে উৎপাদিত অসমানতার মাত্রার উপরে।

অর্থ-খাজনা বৃদ্ধি পায়, এবং অনুরূপ ভাবে শস্য-খাজনাও, হয়, যখন—বিভিন্ন জমির অতিরিক্ত উর্বরতায় আনুপাতিক পার্থক্য অপরিবর্তিত থেকে—খাজনাবিহীন জমির তুলনায় খাজনা-দায়ী জমিগুলিতে, অল্প খাজনা-দায়ী জমির তুলনায় অধিক খাজনা-দায়ী জমিগুলিতে বেশি মূলধন বিনিয়োজিত হয়; কিংবা যখন উর্বরতা—অতিরিক্ত মূলধন সমান থেকে—ক-এর চেয়ে উন্নততর ও উন্নততম জমিগুলিতে বেশি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ

অর্থ ও শস্য খাজনা বৃদ্ধি পায় দরিদ্রতর জমিগুলির তুলনায় উন্নততর জমিগুলির উর্বরতায় এই বৃদ্ধির অনুপাতে।

কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই, খাজনায় একটি আপেক্ষিক বৃদ্ধি ঘটে যখন বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতা মূলধনের একটি সংযোজনের ফল এবং কেবল মূলধনের অপরিবর্তিত বিনিয়োগ দিয়ে-বর্ধিত উর্বরতার ফল মাত্র নয়। এটাই হচ্ছে অনাপেক্ষিক যে এক্ষেত্রে, যেমন আগেকার ক্ষেত্রগুলিতে, একর-প্রতি খাজনা এবং বর্ধিত খাজনা (পার্থক্যজনিত খাজনার যেমন সমগ্র কর্ষিত এলাকার উপরে—গড় খাজনার আয়তন) হচ্ছে জমিতে মূলধনের একটি বর্ধিত বিনিয়োগের ফল—এই মূলধন স্থির বা হ্রাসমান দামে উৎপাদনশীলতার একটি স্থির হারে কিংবা স্থির বা হ্রাসমান দামে উৎপাদনশীলতার একটি হ্রাসমান হারে, কিংবা হ্রাসমান দামে উৎপাদনশীলতার একটি বর্ধমান হারে কাজ করে কিনা, তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ আমাদের ধৃত-ধারণাটি: অতিরিক্ত মূলধনে উৎপাদনশীলতা একটি স্থির, হ্রাসমান বা বর্ধমান হার সহ স্থির দামসমূহ, এবং উৎপাদনশীলতার একটি স্থির হ্রাসমান বা বর্ধমান হার সহ হ্রাসমান দামসমূহ, নিজেকে যাতে পর্যবসিত করে, তা এই: স্থির বা হ্রাসমান দামে অতিরিক্ত মূলধনের উৎপানশীলতার একটি স্থির হার, কিংবা স্থির হ্রাসমান দামে উৎপাদনশীলতার একটি হ্রাসমান হার, কিংবা স্থির বা হ্রাসমান দামে উৎপাদনশীলতার একটি বর্ধমান হার যদিও খাজনা স্থির থাকতে পারে, কিংবা কমে যেতে পারে, এই সব ক্ষেত্রেই, এটা আরো বেশি করে কমে যেত যদি মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগটি, বাকি অবস্থাগুলিই একই থেকে, বর্ধিত উৎপাদনশীলতার পূর্বশর্ত না হত। তা হলে, অতিরিক্ত মূলধনটি সর্বদাই আপেক্ষিক ভাবে উঁচু খাজনার হেতু, যদিও অনাপেক্ষিক ভাবে তা হ্রাস পেতেও পারে।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

পার্থক্যজনিত খাজনা ঃ তৃতীয় ক্ষেত্র

উৎপাদনের বর্ধমান দাম

[উৎপাদনের বর্ধমান দামের পূর্বশর্ত এই যে, খাজনা না-দায়ী দরিদ্রতম গুণমানের জমিটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী যে-দামটি ধরে নেওয়া হয়েছে, সেটি কোয়ার্টার-পিছু £ ৩-এর উপরে উঠতে পারে না যদি না ক জমিতে বিনিয়োজিত £ ২½ উৎপাদন করে ১ কোয়ার্টারের কম কিংবা £ ৫ উৎপাদন করে ২ কোয়ার্টারের কম, কিংবা ক-এর চেয়েও দরিদ্রতর একটি জমি নিতে হয় চাষের আওতায়।

মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগের স্থির, এমনকি বর্ধমান উৎপাদনশীলতার জন্যও এটা কেবল সম্ভব হবে যদি মূলধনের £ ২½ পরিমাণ প্রথম বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়ে গিয়ে থাকে। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। যেমন, ভাসাভাসা চাষের ফলে জমি ফুরিয়ে যাওয়া উপরি ভাগ, পুরনো চাষের পদ্ধতিতে, দিতে থাকে ক্রমেই ক্ষুদ্র আরো ক্ষুদ্র পরিমাণ ফসল, এবং তার পরে গভীরতর চাষের ফলে উপরে উঠে-আসা জমির নিচের ভাগ উৎপাদন করে উন্নততর যুক্তি-বিন্যস্ত কর্ষণের মাধ্যমে, আগের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ফসল। কিন্তু সঠিক ভাবে বললে, এই বিশেষ ক্ষেত্রটি এখানে প্রযোজ্য নয়। £ ½ পরিমাণ প্রথম বিনিয়োজিত মূলধনটির উৎপাদনশীতায় হ্রাস উন্নততর জমিগুলির ক্ষেত্রে সূচনা করে, এমন কি যখন অবস্থাগুলিকে সেখানে অনুরূপ বলেও ধরে নেওয়া হয়, পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এ একটি হ্রাস, তবু এখানে আমরা বিবেচনা করছি কেবল পার্থক্যজনিত খাজনা ২-কে। কিন্তু যেহেতু এই বিশেষ ক্ষেত্রটি ঘটতে পারে না আগেভাগে পার্থক্য-জনিত খাজনা ২-এর অস্তিত্ব ছাড়া, এবং বাস্তবে প্রতিনিধিত্ব করে পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর উপরে পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর একটি সংস্করণের প্রতিক্রিয়া, আমরা এর একটি উদাহরণ দেব। [দেখুন সারণী ৭—সম্পাদক]

অর্থ-খাজনা এবং বিক্রলব্ধ অর্থ এখানে সারণী ২-এর সঙ্গে একই। উৎপাদনের বর্ধিত নিয়ন্ত্রক দাম প্রতিপূরণ করে দেয় যা ক্ষতি হয়েছে পরিমাণে ; যেহেতু এই দাম উৎপন্নের পরিমাণ বিপরীত ভাবে আনুপাতিক, সেই হেতু এটা সুস্পষ্ট যে তাদের গাণিতিক ফল একই থাকবে।

সারণী-৭

জমির রকম	একর	বিনিয়োজিত মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয়-দাম £	বিক্রয়লব্ধ অর্থ £	খাজনা: শস্যে কোয়ার্টার	খাজনা: অর্থে £	খাজনার হার
ক	১	২½+২½=৫	১	৬	½+১¼=১¾	৩ ৩/৭	৬	০	০	০
খ	১	২½+২½=৫	১	৬	১+২½=৩½	৩ ৩/৭	১২	১¾	৬	১২০%
গ	১	২½+২½=৫	১	৬	১½+৩¾=৫¼	৩ ৩/৭	১৮	৩½	১২	২৪০%
ঘ	১	২½+২½=৫	৯	৬	২+৫=৭	৩ ৩/৭	২৪	৫¼	১৮	৩৬০%
		২০			১৭½		৬০	১০½	৩৬	২৪০%

উপরের ক্ষেত্রটিতে ধবে নেওয়া হয়েছে যে, মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদন-শীলতা প্রথম বিনিয়োগটির মূল উৎপাদনশীলতার চেয়ে বেশি। কিছুই বদলে যায় না যদি আমরা ধরে নিই যে, দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা কেবল প্রথমটির মতই ছিল, যেমন দেখানে হয়েছে নিচের সারণীটিতে :

সারণী-৮

জমির রকম	একর	বিনিয়োজিত মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ	খাজনা: শস্যে কোয়ার্টার	খাজনা: অর্থে £	উদ্বৃত্ত-মুনাফার হার
ক	১	২½+২½=৫	১	৬	½+১=১½	৪	৬	০	০	০
খ	১	২½+২½=৫	১	৬	১+২=৩	৪	১২	১½	৬	১২০%
গ	১	২½+২½=৫	১	৬	১½+৩=৪½	৪	১৮	৩	১২	২৪০%
ঘ	১	২½+২½=৫	১	৬	২+৪=৬	৪	২৪	৪½	১৮	৩৬০%
		২০			১৫		৬০	৯	৩৬	২৪০%

এখানেও, উৎপাদন-দাম একই হারে বেড়ে গিয়ে পুরোপুরি প্রতিপূরণ করে ফলন এবং অর্থ-খাজনা উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতার হ্রাসকে।

তৃতীয় ক্ষেত্রটি তার বিশুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয় যখন মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, অন্য দিকে প্রথমটির স্থির থাকে—যা সব সময়েই ধার নেওয়া

হয়েছে প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। এখানে পার্থক্যজনিত খাজনা ১ শূন্য হয় না, অর্থাৎ পরিবর্তনটি শূন্য করে কেবল সেই অংশটিকে যেটি উদ্ভূত হয় পার্থক্যজনিত খাজনা ২ থেকে। আমরা এখানে দুটি দৃষ্টান্ত দেব : প্রথমটিতে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে $\frac{১}{২}$ এ, দ্বিতীয়টিতে $\frac{৩}{৪}$ এ।

সারণী-৯

জমির রকম	একর	বিনিয়োজিত মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয়-দাম £	বিক্রয়লব্ধ অর্থ £	খাজনা: কোয়ার্টারে	খাজনা: অর্থে £	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
ক	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	১+$\frac{১}{২}$=১$\frac{১}{২}$	৪	৬	০	০	০
খ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	২+১=৩	৪	১২	১$\frac{১}{২}$	৬	১২০%
গ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	৩+১$\frac{১}{২}$=৪$\frac{১}{২}$	৪	১৮	৩	১২	২৪০%
ঘ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	৪+২=৬	৪	২৪	৪$\frac{১}{২}$	১৮	৩৬০%
		২০			১৫		৬০	৯	৩৬	২৪০%

সারণী-৯ সারণী ৮-এর সঙ্গে একই—একটি বিষয় বাদে যে উৎপাদনশীলতা ৮ এ হ্রাস পায় মূলধনের প্রথম বিনিয়োগটির ক্ষেত্রে আর ৯-এ দ্বিতীয় বিনিয়োগটির ক্ষেত্রে।

সারণী-১০

জমির রকম	একর	বিনিয়োজিত মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয়লব্ধ অর্থ £	খাজনা: কোয়ার্টারে	খাজনা: অর্থে £	উদ্বৃত্ত মুনাফার হার
ক	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	১+$\frac{১}{৪}$=১$\frac{১}{৪}$	৪$\frac{৪}{৫}$	৬	০	০	০
খ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	২+$\frac{১}{২}$=২$\frac{১}{২}$	৪$\frac{৪}{৫}$	১২	১$\frac{১}{৪}$	৬	১২০%
গ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	৩+$\frac{৩}{৪}$=৩$\frac{৩}{৪}$	৪$\frac{৪}{৫}$	১৮	২$\frac{১}{২}$	১২	২৪০%
ঘ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$=৫	১	৬	৪+১=৫	৪$\frac{৪}{৫}$	২৪	৮$\frac{৩}{৪}$	১৮	৩৬০%
মোট		২০		২৪	১২$\frac{১}{২}$		৬০	৭$\frac{১}{২}$	৩৬	২৪০%

কিন্তু ব্যাপার কেমন দাঁড়ায় অন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রটিতে যখন উৎপাদন-দাম বৃদ্ধি পায়, যথা একটি নিকৃষ্ট মানের জমিতে যা ছিল তখন পর্যন্ত চাষের অযোগ্য যাকে নেওয়া হয় চাষের আওতায় ?

ধরে নেওয়া যাক যে এই ধরণের একটি জমি, যাকে আমরা অভিহিত করব 'ক'- বলে, প্রবেশ করে প্রতিযোগিতায়। তখন, এতাবৎকাল যে-ক জমি ছিল খাজনাবিহীন, সে-ও দেবে খাজনা এবং পূর্বোক্ত সারণীগুলি ধারণ করবে এই রূপ :

সারণী-৭ ক

জমির রকম	একর	বিনিয়োজিত মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয়-দাম কোঃ	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	খাজনা: শস্য কোয়া	খাজনা: অর্থে £	বৃদ্ধি
'ক'	১	৫	১	৬	$১\frac{১}{২}$	৪	৬	০	০	০
ক	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	$\frac{১}{২}+১\frac{১}{৪}=১\frac{৩}{৪}$	৪	৭	$\frac{১}{৪}$	১	১
খ	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	$১+৩\frac{১}{২}=৩\frac{১}{৪}$	৪	১৪	২	৮	১+৭
গ	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	$১\frac{১}{২}+৩\frac{৩}{৪}=৫\frac{১}{২}$	৪	২১	$৩\frac{৩}{৪}$	১৫	১+২×৭
ঘ	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	২+৫=৭	৪	২৮	$৫\frac{১}{২}$	২২	১+৩×৭
				৩০	১৯		৭৬	$১১\frac{১}{২}$	৪৬	

সারণী—৮ক

জমির রকম	একর	বিনিয়োজিত মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	শস্যে কোয়া খাজনা	অর্থে £	বৃদ্ধি
'ক'	১	৫	১	৬	$১\frac{১}{৪}$	$৪\frac{৪}{৫}$	৬	০	০	০
ক	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	$\frac{১}{২}+১=১\frac{১}{২}$	$৪\frac{৪}{৫}$	$৭\frac{১}{৫}$	$\frac{১}{৪}$	$১\frac{১}{৫}$	$১\frac{১}{৫}$
খ	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	১+২=৩	$৪\frac{৪}{৫}$	$১৪\frac{২}{৫}$	$১\frac{৩}{৪}$	$৮\frac{২}{৫}$	$১\frac{১}{৫}+৭\frac{৮}{৫}$
গ	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	$১\frac{১}{২}+৩=৪\frac{১}{২}$*	$৪\frac{৪}{৫}$	$২১\frac{৩}{৫}$	$৩\frac{১}{৪}$*	$১৫\frac{৩}{৫}$	$১\frac{১}{৫}+২×৭\frac{১}{৫}$
ঘ	১	$২\frac{১}{২}+২\frac{১}{২}$	১	৬	২+৭=৬	$৪\frac{৪}{৫}$	$২৮\frac{৪}{৫}$	$৪\frac{৩}{৪}$	$২২\frac{৪}{৫}$	$১\frac{১}{৫}+৩×৭\frac{১}{৫}$
	৫			৩০	$১৬\frac{১}{৪}$		৭৮	১০**	৪৮	

* ১৮৯৪ সালের জার্মান সংস্করণে এটা ছিল $২\frac{১}{৪}$।

** ঐ ১।

সারণী-১০ ক

জমির রকম	একর	বিনিয়োজিত মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	খাজনা: শস্যে কোয়া	খাজনা: অর্থে £	বৃদ্ধি
'ক'	১	৫	১	৬	১$\frac{১}{৮}$	৫$\frac{১}{৩}$	৬	০	০	০
ক	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$	১	৬	১+$\frac{১}{৪}$=১$\frac{১}{৪}$	৫$\frac{১}{৩}$	৬$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৮}$	$\frac{২}{৩}$	$\frac{২}{৩}$
খ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$	১	৬	২+$\frac{১}{২}$=২$\frac{১}{২}$	৫$\frac{১}{৩}$	১৩$\frac{১}{৩}$	১$\frac{৩}{৮}$	৭$\frac{১}{২}$	$\frac{২}{৩}$+৬$\frac{২}{৩}$
গ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$	১	৬	৩+$\frac{৩}{৪}$=৩$\frac{৩}{৪}$	৫$\frac{১}{৩}$	২০	২$\frac{৫}{৮}$	১৪	$\frac{২}{৩}$+২×৬$\frac{২}{৩}$
ঘ	১	২$\frac{১}{২}$+২$\frac{১}{২}$	১	৬	৪+১=৫	৫$\frac{১}{৩}$	২৬$\frac{২}{৩}$	৩$\frac{৭}{৮}$	২০$\frac{২}{৩}$	$\frac{২}{৩}$+৩×৬$\frac{২}{৩}$
				৩০	১৩$\frac{৫}{৮}$		৭২$\frac{২}{৩}$	৮	৪২$\frac{২}{৩}$	

'ক' জমিকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে উদ্ভূত হল এক নোতুন পার্থক্যজনিত খাজনা ১। এই নোতুন ভিত্তির উপরে পার্থক্যজনিত খাজনা ২ ও গড়ে ওঠে একটি পরিবর্তিত রূপে। উল্লিখিত তিনটি সারণীর প্রত্যেকটিতে 'ক' জমির উর্বরতা ভিন্ন ভিন্ন; আনুপাতিক ভাবে বৃদ্ধিশীল উর্বরতা সমূহের পরম্পরাটি শুরু হয় কেবল ক জমিটি থেকে। বৃদ্ধিশীল খাজনা সমূহের পরম্পরাটিও আচরণ করে একই ভাবে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাজনা-দায়ী জমিটির—যা আগে ছিল খাজনাবিহীন, তার—খাজনা হচ্ছে একটি স্থির রাশি যা কেবল সংযোজিত হয় সমস্ত উচ্চতর খাজনার সঙ্গে। কেবল এই স্থির রাশিটি বিয়োগ করার পরেই উচ্চতর খাজনাগুলির পরম্পরাটি স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়, এবং অনুরূপ ভাবে প্রতিভাত হয় বিভিন্ন জমির উর্বরতা-পরম্পরার ক্ষেত্রে তার সমান্তরাল পরম্পরাটি। সবকটি সারণীতে ক থেকে খ অবধি উর্বরতাগুলি সম্পর্কিত এই ভাবে : –১ : ২ : ৩ : ৪, এবং অনুরূপ ভাবে খাজনা গুলি :—

---

৭ ক-এ :—১ : (১+৭) : (১+২×৭) : (১+৩×৭)

৮ ক-এ :—১$\frac{১}{৫}$: (১$\frac{১}{৫}$+৭$\frac{১}{৫}$) : (১$\frac{১}{৫}$+২×৭$\frac{১}{৫}$) : (১$\frac{১}{৫}$+৩×৭$\frac{১}{৫}$)

১০ ক-এ :—$\frac{২}{৩}$: ($\frac{২}{৩}$+২×৬$\frac{২}{৩}$) : ($\frac{২}{৩}$+২×৬$\frac{২}{৩}$) : ($\frac{২}{৩}$+৩×৬$\frac{২}{৩}$)।

সংক্ষেপে, যদি ক থেকে খাজনা=ন, এবং পরবর্তী উন্নতর জমি থেকে খাজনা= ন+ম, তা হলে পরম্পরাটা এই :—ন : (ন+ম) : (ন+২ম) : (ন×৩ম) ইত্যাদি—এঙ্গেলস]

[যেহেতু পূর্বোক্ত তৃতীয় ক্ষেত্রটি পাণ্ডুলিপিতে বিশদ করা হয়নি—কেবল শিরোনামটিই সেখানে উল্লেখ করা আছে—সেইহেতু দায়িত্ব এসে গিয়েছে সম্পাদকের উপরে এই শূন্য

স্থান পূর্ণ করার যেমন উপরে, তাঁর যথাসাধ্য ক্ষমতা অনুযায়ী। যাই হোক, তা ছাড়াও তাঁর উপরে এসে পড়েছে এই কর্তব্যও যে তিনটি মুখ্য ক্ষেত্র এবং নয়টি গৌণ ক্ষেত্র নিয়ে গঠিত, পার্থক্যজনিত খাজনা। ২ সংক্রান্ত পূর্বপ্রদত্ত সমগ্র বিশ্লেষণটি থেকে কি কি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় সেগুলি নির্ণয় করা। পাণ্ডুলিপিতে উপস্থাপিত দৃষ্টান্তগুলি কিন্তু এই উদ্দেশ্য খুব সুষ্ঠু ভাবে সাধন করে না। প্রথমতঃ সেগুলিতে তুলনা করা হয়েছে সেই প্লটগুলিকে যে গুলির সমান সমান এলাকার ফলনসমূহ এইভাবে সম্পর্কিত :—১ : ২ : ৩ : ৪ ; অর্থাৎ এমন সব পার্থক্য যেগুলি শুরু থেকেই বিপুল ভাবে অতিরঞ্জিত করে এবং পরিণতি লাভ করে সম্পূর্ণ আজগুবি সব সংখ্যাগত মূল্যে যখন এই ভিত্তিতে ধৃত-ধারণাগুলির এবং ক্রীত গণনাগুলির আরো বিকাশ-ঘটানো হয়। দ্বিতীয়তঃ সেগুলি সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ ভুল করে ধারণা। যদি ১ : ২ : ৩ : ৪, ইত্যাদি ভাবে সম্পর্কিত উর্বরতার মাত্রাগুলির বাবদে খাজনা পাওয়া যায় এই পরম্পরায় :—০ : ১ : ২ : ৩ ইত্যাদি, তা হলে যে-কেউ প্রলুব্ধ হবেন প্রথমটি থেকে দ্বিতীয় পরম্পরাটিতে যেতে, এবং খাজনার দু গুণ, তিন-গুণ ইত্যাদি হওয়াকে ব্যাখ্যা করতে মোট ফলনগুলির দু-গুণ, তিন-গুণ, ইত্যাদি হওয়ার সাহায্যে। কিন্তু সেটা হবে সম্পূর্ণ ভুল। খাজনাগুলি সম্পর্কিত এই ভাবে :—০ : ১ : ২ ৩ : ৪ এমনকি যখন উর্বরতার মাত্রাগুলি থাকে এই ভাবে সম্পর্কিত : ন :—(ন+১) : (ন+২) : (ন+৩) : (ন+৪)। খাজনাগুলি উর্বতার মাত্রা হিসাবে সম্পর্কিত নয়, উর্বরতার পার্থক্য হিসাবে সম্পর্কিত—খাজনাবিহীন জমিকে শূন্য বিন্দু হিসাবে শুরু করা থেকে। মূল পাঠকে (text) বোঝাবার জন্য মূল সারণীগুলিকে উপস্থিত করতে হয়েছিল। কিন্তু অনুসন্ধান লব্ধ নিম্নোক্ত ফলগুলির একটি প্রত্যক্ষজ ভিত্তি প্রাপ্ত হবার জন্য আমি নীচে উপস্থিত করছি নোতুন এক প্রস্ত সারণী। যেখানে ফলনগুলি নির্দেশ করা হয়েছে বুশেল (⅛ কোয়ার্টার, বা ৩৬·৩৫ লিটার) এবং শিলিং (= মার্ক)-এর হিসাবে।

এগুলির মধ্যে যেটি প্রথম, সারণী ১১ সেটি আগেকার সারণী-১-এর পরিবর্ত। এখানে দেখানো হয়েছে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মানের জমির বাবদে ফলন ও খাজনা, ক থেকে ঙ, ৫০ শিলিং পরিমাণ একটি প্রথম মূলধন বিনিয়োগ নিয়ে, যা ১০ শিলিং মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়=৬০ শিলিং একর-প্রতি মোট উৎপাদন দাম। শস্যের ফলন দেখানো হয়েছে কম করে: একর-প্রতি ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮ বুশেল করে। ফল স্বরূপ নিয়ন্ত্রক উৎপাদন-দাম হচ্ছে বুশেল-পিছু ৬ শিলিং।

নিম্নে প্রদত্ত ১৩টি সারণী প্রতি রূপায়িত করে পার্থক্যজনিত খাজনার তিনটি ক্ষেত্রকে যেগুলিকে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান ও পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়—স্থির, হ্রাসমান ও বর্ধমান উৎপাদন-দাম সমূহ একই জমিতে একর-প্রতি ৫০ শিলিং পরিমাণ অতিরিক্ত বিনিয়োজিত মূলধন নিয়ে। এই তিনটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিকে আবার পালাক্রমে উপস্থিত করা হয়েছে যেমন সেটি আকার গ্রহণ করে মূলধনের প্রথম বিনিয়োগের সঙ্গে তুলনায় দ্বিতীয় বিনিয়োগটির (১) স্থির, (২) হ্রাসমান এবং (৩) বর্ধমান উৎপাদন-শীলতার জন্য। এ থেকে পাওয়া যায় আরো কয়েকটি ধরন, যেগুলি বোঝাবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

১ নং ক্ষেত্রটির জন্য : স্থির উৎপাদন দাম —আমাদের আছে :

১ নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা একই থাকে (সারণী-১২)।

২ নং ধরন উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এটা ঘটতে পারে কেবল তখনি যখন মূলধনের কোনো দ্বিতীয় বিনিয়োগ করা হয় না ক জমিতে অর্থাৎ এমন ভাবে যে,

(ক) খ জমিও কেনো খাজনা দেয় না (সারণী-১৩) কিংবা

(খ) খ জমি সম্পূর্ণ খাজনাবিহীন হয়ে পড়ে না (সারণী-১৪)

৩নং ধরন : উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (সারণী-১৫)। এই ধরনটিও একই ভাবে ক জমিতে মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগ বাদ দিয়ে দেয়

২নং ক্ষেত্রটির জন্য : হ্রাসমান উৎপাদান-দাম — আমাদের আছে :

১নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির একই থাকে (সারণী-১৬)।

২ নং ধরন : উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় (সারণী-১৭)। এই দুটি ধরনেই দরকার হয় যে প্রতিযোগিতা থেকে ক জমির উৎখাত হোক এবং খ জমি হোক খাজনাবিহীন এবং নিয়ন্ত্রণ করুক উৎপাদন দাম।

৩নং ধরন : উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় : (সারণী-১৮)। এখানে ক জমি থাকে নিয়ন্ত্রণকারী

৩নং ক্ষেত্রটির জন্য : বর্ধমান উৎপাদান-দাম —দুটি ঘটনা ঘটতে পারে : ক জমি থাকতে পারে খাজনাবিহীন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দামটিকে, কিংবা ক-এর চেয়ে খারাপ জমি প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে এবং দামটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে ক্ষেত্রে ক দেয় খাজনা।

প্রথম ঘটনা : ক জমি থাকে নিয়ন্ত্রণকারী।

১ নং ধরন : দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা থাকে একই (সারণী-১৯)। আমরা যে-সব অবস্থা ধরে নিয়েছি তাতে এটা স্বীকার্য যদি প্রথম বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

২ নং ধরন : দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় (সারণী-২০)। এটা এই সম্ভাবনাকে বাদ দেয় না যে, প্রথম বিনিয়োগটি বজায় রাখতে পারে এক উৎপাদনশীলতা।

৩ নং ধরন : দ্বিতায় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (সারণী-২১ *)। এর পূর্বশর্ত আবার প্রথম বিনিয়োগের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা।

দ্বিতীয় ঘটনা : একটি নিকৃষ্ট মানের জমি ('ক' বলে অভিহিত) প্রবেশ করে প্রতিযোগিতায়, ক জমি খাজনা দেয়।

১ নং ধরন : দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা থাকে একই (সারণী-২২)।

২ নং ধরন : উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় (সারণী-২৩)।

---

* ১৮৯৪ এর জার্মান সংস্করণে এটা ছিল ১৯।

৩ নং ধরন : উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (**সারণী২৪**) ।

এই তিনটি ধরন খাপ খায় সমস্যাটির সাধারণ অবস্থাগুলির সঙ্গে এবং দরকার করে না আর কোনো টীকা ভাষ্য ।

সারণী—১১

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০	১০	৬	৬০	০	০
খ	৬০	১২	৬	৭২	১২	১২
গ	৬০	১৪	৬	৮৪	২৪	১×১২
ঘ	৬০	১৬	৬	৯৬	৩৬	৩×১২
ঙ	৬০	১৮	৬	১০৮	৪৮	৪×১২
					১২০	১০×১২

[illegible]

প্রথম ক্ষেত্র : উৎপাদন-দাম থাকে **অপরিবর্তিত** ।

১ নং ধরন : .. মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা থাকে একই

।-১২

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০+৬০=১২০	১০+১০=২০	৬	১২০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+১২=২৪	৬	১৪৪	২৪	২৪
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+১৪=২৮	৬	১৬৮	৪৮	২×২৪
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+১৬=৩২	৬	১৯২	৭২	৩×২৪
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+১৮=৩৬	৬	২১৬	৯৬	৪×২৪
					২৪০	১০×২৪

২নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ; ক জমিতে কোনো দ্বিতীয় বিনিয়োগ নয় ।

(১) **খ** জমি খাজনা দেওয়া থেকে বিরত হয় ।

(২) **খ** জমি সম্পূর্ণ **খাজনাবিহীন হয় না** ।

২নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ; ক জমিতে কোনো দ্বিতীয় বিনিয়োগ নয়।

(১) খ জমি খাজনা দেওয়া থেকে বিরত হয়।

সারণী—১৩

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০	১০	৬	৬০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+৮=২০	৬	১২০	০	০
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+৯⅓=২৩⅓	৬	১৪০	২০	২০
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+১০⅔=২৬⅔	৬	১৬০	৪০	২×২০
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+১২*=৩০	৬	১৮০	৬০	৩×২০
					১২০	৬×২০

(২) খ জমিতে সম্পূর্ণ খাজনা বিহীন হয় না।

সারণী-১৪

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০	১০	৬	৬০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+৯=২১	৬	১২৬	৬	৬
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+১০½=২৪½	৬	১৪৭	২৭	৬+২১
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+১২=২৮	৬	১৬৮	৪৮	৬+২×২১
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+১৩½=৩১½	৬	১৮৯	৬৯	৬+৩×২১
					১৫০	৪×৬+৬×২১

৩নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় ; এখানেও ক জমিতে কোনো দ্বিতীয় বিনিয়োগ নয়।

সারণী-১৫

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০	১০	৬	৬০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+১৫=২৭	৬	১৬২	৪২	৪২
গ	৬০+৬০=১২০	১৭+১৭½=৩১½	৬	১৮৯	৬৯	৪২+২৭
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+২০=৩৬	৬	২১৬	৯৬	৪২+২×২৭
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+২২½=৪০½	৬	২৪৩	১২৩	৪২+৩×২৭
					৩৩০	৪×৪২+৬×২৭

* ১৮৯৪ সালের জার্মান সংস্করণে এটা ছিল ২৭

দ্বিতীয় ক্ষেত্র : উৎপাদন-দাম হ্রাস পায়।

১নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা একই থাকে। ক জমি বাদ হয়ে যায় প্রতিযোগিতা থেকে এবং খ জমি হয় খাজনাবিহীন।

সারণী ১৬

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
খ	৬০+৬০=১২০	১২+১২=২৪	৫	১২০	০	০
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+১৪=২৮	৫	১৪০	২০	২০
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+১৬=৩২	৫	১৬০	৪০	২×২০
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+১৮=৩৬	৫	১৮০	৬০	৩×২০
					১২০	৩×২০

২নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ; ক জমি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ যায় এবং খ জমি হয় খাজনাবিহীন।

সারণী-১৭

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয়-দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
খ	৬০+৬০=১২০	১২+৯=২১	৫$\frac{৫}{৭}$	১২০	০	০
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+১০$\frac{১}{২}$=২৪$\frac{১}{২}$	৫$\frac{৫}{৭}$	১৪০	২০	২০
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+১২=২৮	৫$\frac{৫}{৭}$	১৬০	৪০	২×২০
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+১৩$\frac{১}{২}$=৩১$\frac{১}{২}$	৫$\frac{৫}{৭}$	১৮০	৬০	৬×২০
					১২০	৬×২০

৩নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনীলতা বৃদ্ধি পায় ; ক জমি প্রতিযোগিতায় থাকে ; খ জমি খাজনা দেয়।

সারণী-১৮

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেলে	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০+৬০=১২০	১০+১৫=২৫	৪$\frac{৪}{৫}$	১২০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+১৮=৩০	৪$\frac{৪}{৫}$	১৪৪	২৪	২৪
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+২১=৩৫	৪$\frac{৪}{৫}$	১৬৮	৪৮	২×২৪
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+২৪=৪০	৪$\frac{৪}{৫}$	১৯২	৭২	৩×২৪
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+২৭=৪৫	৪$\frac{৪}{৫}$	২১৬	৯৬	৪×২৪
					২৪০	১০×২৪

তৃতীয় ক্ষেত্রে : উৎপাদন-দামবৃদ্ধি পায় : উৎপাদনশীলতা।

(ক) **ক** জমি থাকে খাজনাবিহীন।

১ নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা একই **থাকে** : এতে দরকার হয় মূলধনের প্রথম বিনিয়োগটির হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা।

সারণী-১৯

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০+৬০=১২০	৭½+১০=১৭½	৬ ৬/৭	১২০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	৯+১২=২১	৬ ৬/৭	১৪৪	২৪	২৪
গ	৬০+৬০=১২০	১০½+১৪=২৪½	৬ ৬/৭	১৬৮	৪৮	২×২৪
ঘ	৬০+৬০=১২০	১২+১৬=২৮	৬ ৬/৭	১৯২	৭২	৩×২৪
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৩½+১৮=৩১½	৬ ৬/৭	২১৬	৯৬	৪×২৪
					২৪০	১০×২৪

২ নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ; যা **প্রথম** বিনিয়োগটির স্থির উৎপাদনশীলতা বাদ দেয় না।

সারণী-২০

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয়-দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০+৬০=১২০	১০+৫=১৫	৮	১২০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+৬=১৮	৮	১৪৪	২৪	২৪
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+৭=২১	৮	১৬৮	৪৮	২×২৪
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+৮=২৪	৮	১৯২	৭২	৩×২৪
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+৯=২৭	৮	২১৬	৯৬	৪×২৪
					২৪০	১০×২৪

৩নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয়বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় ; যে অবস্থাগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে, তাতে এর পূর্বশর্ত হল প্রথম বিনিয়োগটির হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা।

সারণী—২১

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
ক	৬০+৬০=১২০	৫+১২½=১৭½	৬ ৬/৭	১২০	০	০
খ	৬০+৬০=১২০	৬+১৫=২১	৬ ৬/৭	১৪৪	২৪	২৪
গ	৬০+৬০=১২০	৭+১৭½=২৪½	৬ ৬/৭	১৬৮	৪৮	২×২৪
ঘ	৬০+৬০=১২০	৮+২০=২৮	৬ ৬/৭	১৯২	৭২	৩×২৪
ঙ	৬০+৬০=১২০	৯+২২½=৩১½	৬ ৬/৭	২১৬	৯৬	৪×২৪
					২৪০	১০×২৪

(খ) একটি নিকৃষ্ট জমি ('ক' বলে অভিহিত) হয়ে ওঠে দাম-নিয়ন্ত্রণক এবং তাই ক জমি দেয় খাজনা। এর ফলে সমস্ত ধরনের ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা অধিগম্য হয়।

১নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা একই থাকে।

সারণী-২২

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয়-দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
'ক'	১২০	১৬	৭½	১২০	০	০
ক	৬০+৬০=১২০	১০+১০=২০	০½	১৫০	৩০	৩০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+১২=২৪	৭½	১৮০	৬০	২×৩০
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+১৪=২৮	৭½	২১০	৯০	৩×৩০
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+১৬=৩২	৭½	২৪০	১২০	৪×৩০
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+১৮+৩৬	৭½	২৭০	১৫০	৫×৩০
					৪৫০	১৫×৩০

২ নং ধরন : মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

সারণী—২৩

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
'ক'	১২০	১৫	৮	১২০	০	০
ক	৬০+৬০=১২০	১০+৭½=১৭½	৮	১৪০	২০	২০
খ	৬০+৬০=১২০	১২+৯=২১	৮	১৬৮	৪৮	২০+২৮
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+১০½=২৪½	৮	১৯৬	৭৬	২০+২×২৮
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+১২=২৮	৮	২২৪	১০৪	২০+৩×২৮
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+১৩½=৩১½	৮	২৫২	১৩২	২০+৪×২৮
					৩৮০	৫×২০+১০×২৮

৩ নং ধরন : দ্বিতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি পায়।

সারণী—২৪

জমির রকম	উৎপাদন দাম শিলিং	উৎপাদন বুশেল	বিক্রয় দাম শিলিং	বিক্রয় লব্ধ অর্থ শিলিং	খাজনা শিলিং	খাজনা বৃদ্ধি
'ক'	১২০	১৬	৭½	১২০	০	০
ক	৬০+৬০=১২০	১০+১২½=২২½	৭½	১৬৮¾	৪৮¾	১৫+৩৩¾
খ	৬০+৬০=১২০	১২+১৫=২৭	৭½	২০২½	৮২½	১৫+২×৩৩¾
গ	৬০+৬০=১২০	১৪+১৭½=৩১½	৭½	২৩৬¼	১১৬¼	১৫+৩×৩৩¾
ঘ	৬০+৬০=১২০	১৬+২০=৩৬	৭½	২৭০	১৫০	১৫+৪×৩৩¾
ঙ	৬০+৬০=১২০	১৮+২২½=৪০½	৭½	৩০৩¾	১৮৩¾	১৫+৫×৩৩¾
					৫৮১¼	৫×১৫+১৫×৩৫

এই সারণীগুলি নির্দেশ করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ :

প্রথমতঃ, খাজনা-পরম্পরা আচরণ করে হুবহু উর্বরতা-পার্থক্যের পরম্পরার মত—খাজনা-বিহীন নিয়ন্ত্রণকারী জমিটিকে শূন্য পয়েন্ট হিসাবে ধরে নিলে। অনাপেক্ষিক ফলনটা নয়, ফলনে পার্থক্যগুলিই কেবল হল খাজনা-নির্ধারণকারী উপাদান। বিভিন্ন জমিগুলি একর-প্রতি ১, ২, ৩, ৪, ৫ বুশেল করে ফলন দেয়, নাকি ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ বুশেল করে ফলন দেয় খাজনার পরম্পরা উভয় ক্ষেত্রেই হয় ০, ১, ২, ৩, ৪ বুশেল কিংবা ফলনের তুল্যমূল্য অর্থ।

কিন্তু এর চেয়েও ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ একই জমিতে মূলধনের পৌনঃপুনিক বিনিয়োগ বাবদে প্রাপ্ত মোট খাজনার পরিমাণগুলি সংক্রান্ত ফলটি।

বিশ্লেষণ করা হয়েছে এমন তেরটি ক্ষেত্রের মধ্যে পাঁচটি ক্ষেত্রে, মোট খাজনা **দ্বিগুণ** হয় যখন মূলধনের বিনিয়োগ দ্বিগুণ করা হয় : ১০ × ১২ শিলিং-এর বদলে তা হয় ১০ × ২৪ শিলিং = ২৪০ শিলিং। এই ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে :

১নং ক্ষেত্র, স্থির দাম, ১ নং ধরন : স্থির উৎপাদন বৃদ্ধি (সারণী ১২)।

২নং ক্ষেত্র হ্রাসমান দাম, ৩নং ধরন : বর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধি (সারণী ১৮)।

৩নং ক্ষেত্র, প্রথমে ঘটনাক্রমে (যেখানে ক জমি থেকে নিয়ন্ত্রক), তিনটি ধরনেই (সারণী ১৯, ২০, ২১,)।

চারটি ক্ষেত্রে খাজনা হয় **দ্বিগুণের বেশি,** যথা :

১ নং ক্ষেত্র, ৩ নং ধরন, স্থির দাম কিন্তু বর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধি (সারণী ১৫)। মোট খাজনা উঠে গিয়ে হয় ৩৩০ শিলিং।

৩ নং ক্ষেত্র, দ্বিতীয় সম্ভাব্য ঘটনা (যেখানে ক জমি খাজনা দেয়), তিন-তিনটি ধরনেই (সারণী ২২, খাজনা = ১৫ × ৩০ = ৪৫০ শিলিং ; সারণী ২৩, খাজনা = ৫ × ২০ + ১০ × ২৮ = ৩৮০ শিলিং ; সারণী ২৪, খাজনা = ৫ × ১৫ + ১৫ × ৩৩⅘ = ৫৮১½ শিলিং)।

এক ক্ষেত্রে খাজনা **বৃদ্ধি পায়,** কিন্তু মূলধনের প্রথম বিনিয়োগটি থেকে প্রাপ্ত খাজনার দ্বিগুণ পরিমাণ নয় :

১ নং ক্ষেত্র, স্থির দাম, ২ নং ধরন দ্বিতীয় বিনিয়োগটির হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা, এমন অবস্থাধীনে যে খ সম্পূর্ণ খাজনা-বিহীন হয়ে যায় না (সারণী ১৪, খাজনা = ৪ × ৬ + ৬ × ২১ = ১৫০ শিলিং)।

সবশেষে, কেবল তিনটি ক্ষেত্রে খাজনা একটি দ্বিতীয় বিনিয়োগের সঙ্গে থাকে একই—সব জমিকে এক সঙ্গে ধরে নিয়ে—যেমন প্রথম প্রথম বিনিয়োগের বেলায় (সারণী ১১) ; এগুলিই হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্র- যেখানে ক জমি বাদ পড়ে যায় প্রতিযোগিতা থেকে এবং খ জমি হয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রক জমি এবং অতএব খাজনা-বিহীন জমি। এই ভাবে খ জমির খাজনা কেবল অন্তর্হিত হয়েই যায় না, সেই সঙ্গে খাজনা-পরম্পরার প্রত্যেকটি পরবর্তী পর্যায় থেকেও ; ফল নির্ধারিত হয় এই ভাবে। এই ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ :

১ নং ক্ষেত্র, ২ নং ধরন, যখন অবস্থাগুলি এই রকম যে, ক জমি বাদ পড়ে যায় (সারণী ১২)। মোট খাজনা হয় ৬×২০, বা ১০ × ১২ = ১২০, যেমন সারণী ১১ তে।

২ নং ক্ষেত্র, ১নং এবং ২নং ধরন। ধৃত অবস্থাগুলি অনুসারে (সারণী ১৬ এবং ১৭) ক জমি আবশ্যিক ভাবেই বাদ এবং মোট খাজনা আবার সেই ৬ × ২০ = ১০ × ১২ = ১২০ শিলিং।

অতএব, এর মানে এই দাঁড়ায় : সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই খাজনা বৃদ্ধি পায়—খাজনাদায়ী জমির একর-প্রতি এবং বিশেষ করে তার মোট পরিমাণে —জমিতে মূলধনের বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে। বিশ্লেষণকৃত তেরটি ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল তিনটিতে তার মোট পরিমাণটি থাকে অপরিবর্তিত। এগুলি হচ্ছে সেই সব ক্ষেত্র, যেগুলিতে নিম্নতম মানের জমিটি—যেটি ছিল এতাবৎ নিয়ন্ত্রক ও খাজনাবিহীন—সেটি উৎখাত হয়েছে প্রতিযোগিতা থেকে এবং পরবর্তী মানের জমিটি নিয়েছে তার স্থান। কিন্তু এমনকি এই ক্ষেত্রগুলিতেও, উন্নততর জমিগুলির উপরে খাজনা বৃদ্ধি পায় প্রথম মূলধন-বিনিয়োগ বাবদে খাজনার সঙ্গে তুলনায়, যখন গ বাবদে খাজনা ২৪ থেকে ২০ তে কমে যায়, তখন ঘ এবং ঙ বাবদে খাজনা ৩৬ এবং ৪৮ থেকে যথাক্রমে ৪০ এবং ৬০ শিলিং-এ বেড়ে যায়।

মূলধনের প্রথম বিনিয়োগের মান থেকে নীচে মোট খাজনায় হ্রাস (সারণী ১১) সম্ভব হবে কেবল তবেই যদি খ জমি এবং ক জমি উভয়েই বাদে পড়ে যায় প্রতিযোগিতা থেকে এবং গ জমি পরিণত হয় নিয়ন্ত্রক ও খাজনাবিহীন জমিতে।

এই ভাবে, একটি দেশে জমিতে যত বেশি মূলধন বিনিয়োজিত হয়, এবং কৃষি ও সাধারণ ভাবে সভ্যতার বিকাশ যত উচ্চতর হয়, ততই একর প্রতি এবং মোট পরিমাণে উভয়তঃ খাজনার বৃদ্ধি হয়, এবং বৃহৎ জমিদারদের কাছে উদ্বৃত্ত-মুনাফার আকারে সমাজের সেলামিও তত বিপুল হয়—যত কাল পর্যন্ত বিভিন্ন জমিগুলি একবার চাষের পরিধিভুক্ত হবার পর থেকে, সবগুলিই সক্ষম হয় প্রতিযোগিতায় থেকে যেতে।

এই নিয়মটি থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বৃহৎ জমিদারদের শ্রেণীটির আশ্চর্য রকমের প্রাণ-শক্তির। কোনো সামাজিক শ্রেণীই জীবন যাপন করে এমন প্রাচুর্যের মধ্যে, তার 'জমিদারি'-র ঠাঁট অনুযায়ী এই শ্রেণীটি চিরাচরিত বিলাস-ব্যাসনের উপরে যেমন অধিকার ভোগ করে, তেমনটি আর কোনো শ্রেণী করে না—কোথা থেকে এই ব্যাপারে সেই অর্থ আসে তার দিকে পরোয়া না করে, এবং কোনো শ্রেণীই এমন নিরুদ্বেগ চিত্তে ঋণের 'পরে ঋণের পাহাড় জমিয়ে তোলে না। এবং তবু তা আবার নিজের পায়ের উপরেই আবার উঠে দাঁড়ায়—জমিতে অন্য লোকদের দ্বারা বিনিয়োজিত মূলধনের দৌলতে, যা তাকে দেয় এমন পরিমাণ খাজনা, যা তা থেকে ধনিক (ইজারাদার) কর্তৃক প্রাপ্ত মুনাফার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন।

যাই হোক, এই একই নিয়ম থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন বৃহৎ-জমিদার শ্রেণীর প্রাণশক্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে আসছে।

১৮৪৬ সালে যখন ইংল্যাণ্ডের শস্য-আইনের অবসান ঘটানো হয়, তখন ইংরেজ

ম্যানুফ্যাকচারকারীদের বিশ্বাস ছিল যে, তার তার দ্বারা ভূস্বামী-অভিজাতবর্গকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। উলটো, তারাই হয়ে উঠলো আরো আরো ধনাঢ্য। কেমন করে এটা ঘটেছিল? খুব সহজেই। প্রথমতঃ, কৃষকদের এখন চুক্তির মাধ্যমে বাধ্য করা হল জমিতে বাৎসরিক একর-প্রতি £ ৮-এর বদলে £ ১২ করে বিনিয়োগ করতে। এবং দ্বিতীয়তঃ, জমিদারেরা, নিম্নতন পরিষদেরও বিপুল প্রতিনিধিত্বের বলে, নিজেদের জন্য মঞ্জুর করল জল-নিকাশি প্রকল্প এবং জমিতে অন্যান্য স্থায়ী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এক বিরাট পরিমাণ সরকারি অনুদান। যেহেতু নিকৃষ্টতম জমির কোনো সার্বিক প্রতি-স্থাপন ঘটল না, সবচেয়ে খারাপ যা হল তা এই যে সেই জমি নিয়োজিত হল অন্যান্য কাজে তাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক ভাবে—সেই হেতু খাজনা বৃদ্ধি পেল মূলধনের বর্ধিত অনুপাত অনুযায়ী, এবং স্বাভাবিক ভাবেই ভূস্বামী অভিজাতবর্গের অবস্থা হল আগের যে কোনো সময়ের চেয়েও ঢের বেশি সমৃদ্ধ।

কিন্তু সব কিছুই অ-চিরস্থায়ী। সাগর-পারাপার কারী বাষ্পযান এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এবং ভারতের রেলপথগুলি সক্ষম করল কতকগুলি অতি অন্যন্য ভূখণ্ডকে ইউরোপীয় শস্য-বাজারে প্রতিযোগিতা করতে। এক দিকে দেখা দিল উত্তর আমেরিকার তৃণাঞ্চল এবং আর্জেন্টিনার শষ্পাঞ্চল—স্বয়ং প্রকৃতির দ্বারাই হল-কর্ষণের জন্য পরিষ্কৃত সমতল-ভূমি, এবং কুমারী মাটি যা, এমনকি আদিম কৃষি-পদ্ধতিতে এবং কোনো সার প্রয়োগ ব্যাতিরেকেই, পরবর্তী বহুকাল ধরে দিতে থাকল বিপুল ফসল। এবং অন্য দিকে, দেখা দিল রুশ ও ভারতীয় সাম্যতন্ত্রী সমাজসমূহের মালিকানাধীন কৃষিজোতগুলি, যেগুলি বাধ্য হত তাদের ফসলের একাংশ বিক্রি করে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে, যা দিয়ে তাদের মিটিয়ে দিতে হত এক নির্মম ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া—এবং প্রায়শই অত্যচারের মাধ্যমে নিঙড়ে নেওয়া—ট্যাক্সের বোঝা। এই ফসল বিক্রি করে দেওয়া হত উৎপাদন-দাম সম্পর্কে কোনো পরোয়া না করেই—ব্যাপারি যে-দাম বলত সেই দামেই, কেননা চাষীকে যে ভাবেই হোক টাকা জোগাড় করতেই হবে ট্যাক্স দেবার তারিখের মধ্যে। আর এই প্রতিযোগিতার মুখে—যা আসত কুমারী সমতল ভূমি থেকে এবং করভারে পিষ্ট রুশ ও ভারতীয় চাষীদের কাছ থেকে—ইউরোপের ইজারাদার কৃষক এবং চাষী আর পুরনো খাজনার হারে লেগে থাকতে পারে না। ইউরোপে জমির একটা অংশ শস্য চাষের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভাবে চলে গেল প্রতিযোগিতার বাইরে, এবং খাজনা হ্রাস পেল সর্বত্র; আমাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্র, ২নং ধরন—হ্রাসমান দাম এবং মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা—সেটাই ইউরোপে হয়ে উঠলো সাধারণ চিত্র; আর এই কারণেই স্কটল্যাণ্ড থেকে ইতালি পর্যন্ত এবং দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে পূর্ব প্রুশিয়া পর্যন্ত জমিদারদের বিলাপ। সৌভাগ্যক্রমে, সমতল ভূমিগুলি সমগ্র ভাবে কৃষির পরিধিভুক্ত হতে ঢের বাকি, এবং সেই প্রক্রিয়া ইউরোপে বৃহৎ জমিদারবর্গের এবং ক্ষুদ্র জমিদার কুলের ধ্বংসের পক্ষে হবে যথেষ্ট। —[এঙ্গেলস]

যে যে শিরোনামের অধীনে খাজনা বিশ্লেষণ করা উচিত, সেগুলি এই :

(ক) **পার্থক্যজনিত খাজনা।**

১) পার্থক্যজনিত খাজনার ধারণা। দৃষ্টান্ত হিসাবে জলশক্তি। যথার্থ কৃষি-খাজনায় অতিক্রমণ।

২) পার্থক্যজনিত খাজনা ১, যার উদ্ভব হয় বিভিন্ন প্লটের বিভিন্ন উর্বরতা থেকে।

৩) পার্থক্যজনিত খাজনা ২, যার উদ্ভব হয় একই জমিতে মূলধনের পরপর বিনিয়োগ থেকে। পার্থক্যজনিত খাজনা ২ বিশ্লেষণ করতে হবে :

ক) স্থির, খ) হ্রাসমান, এবং গ) বর্ধমান উৎপাদন-দাম সহ। এবং আরো ঘ) উদ্বৃত্ত-মুনাফার খাজনায় রূপান্তর।

৪) এই খাজনার প্রভাব মুনাফার হারের উপরে।

(খ) অনাপেক্ষিক খাজনা।

(গ) জমির দাম।

(ঘ) ভূমি-খাজনা সম্পর্কে শেষ মন্তব্য।

সাধারণ ভাবে পার্থক্যজনিত খাজনার আলোচনা থেকে যেসব সামগ্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত: উদ্বৃত্ত-মুনাফার গঠন ঘটতে পারে বিবিধ ভাবে। এক দিকে, পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর উপরে অর্থাৎ বিভিন্ন উর্বরতা নিয়ে গঠিত জমিতে গোটা মূলধনের বিনিয়োগের উপরে, ভিত্তিশীল। কিংবা, একই জমিতে মূলধনের পরপর বিনিয়োগের পার্থক্যজনিত উৎপাদনশীলতার উপরে, অর্থাৎ সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিতে—যে জমি খাজনা দেয় না কিন্তু উৎপাদন-দাম নিয়ন্ত্রণ করে, সেই জমিতে—মূলধনের একই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনশীলতার চেয়ে বৃহত্তর উৎপাদনশীলতার উপরে, ভিত্তিশীল পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর আকারে ; এই উৎপাদনশীলতা প্রকাশ পায়, যেমন গমের কোয়ার্টারে। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত-মুনাফার উদ্ভব যে-ভাবেই ঘটুক না কেন, তার খাজনায় রূপান্তরণ, অর্থাৎ কৃষকের কাছ থেকে জমিদারের কাছে তার হস্তান্তর, সর্বদাই ধরে নেয় যে, মূলধনের আলাদা আলাদা পর পর বিনিয়োগগুলির আংশিক উৎপাদন-সমূহের আলাদা আলাদা উৎপাদন-দামগুলি (অর্থাৎ বাজার যা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদনের সেই সাধারণ দামটি থেকে স্বতন্ত্র) আগে ভাগেই হ্রাস-প্রাপ্ত হয়েছে উৎপাদনের একটি একক গড় দামে। এই একক গড় উৎপাদন-দামের উপরে একর প্রতি উৎপাদনের সাধারণ নিয়ন্ত্রক দামটির বাড়তি অংশটাই গঠন করে একর-প্রতি খাজনা এবং কাজ করে তার পরিমাপ হিসাবে। পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর ক্ষেত্রে, পার্থক্যজনিত ফলগুলি নিজেরাই পার্থক্যযোগ্য হয় কারণ সেগুলি ঘটে জমির বিভিন্ন অংশের উপরে—যে-অংশগুলি পরস্পর থেকে পৃথক কিন্তু পাশাপাশি অবস্থিত—একর প্রতি একটি মূলধনের বিনিয়োগ এবং কৃষির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলে বিবেচিত একটি মাত্রা ধরে নিয়ে। পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর ক্ষেত্রে সেগুলিকে প্রথমে পার্থক্যযোগ্য করে নিতে হবে ; বস্তুত: সেগুলিকে আবার ফেরৎ

রূপান্তরিত করে নিতে হবে পার্থক্যজনিত খাজনা-১-এ, এবং এটা করা যেতে পারে কেবল নির্দেশিত উপায়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যাক সারণী ৩-কে S226*.

খ-জমি দেয় £ ২½ পরিমাণ প্রথম বিনিয়োজিত মূলধন বাবদে—একর-প্রতি ২ কোয়ার্টার, এবং সমান আয়তনের দ্বিতীয় বিনিয়োগ বাবদে—১½ কোয়ার্টার ; এক সঙ্গে—৩½, কোয়ার্টার একই একর থেকে। এটা পার্থক্য করা সম্ভব নয় এই ৩½ কোয়ার্টারের কোন অংশ বিনিয়োজিত মূলধনের প্রথম বিনিয়োগের ফল আর কোন্‌টি দ্বিতীয় বিনিয়োগের, কারণ সবটাই উৎপাদিত হয় একই জমিতে। বস্তুতঃ পক্ষে, এই ৩½ কোয়ার্টার £ ৫ পরিমাণ মোট মূলধনটারই ফল ; এবং আসল ব্যাপারটা কেবল এই যে : £ ২½ মূলধন দিয়েছিল ২ কোয়ার্টার, এবং £ ৫ মূলধন দিয়েছিল ৪ কোয়ার্টারের বদলে ৫ কোয়ার্টার। ঘটনাটা হত ঠিক একই যদি £ ৫ দিত ৪ কোয়ার্টার অর্থাৎ যদি মূলধনের দুটি বিনিয়োগ দিত সমান সমান পরিমাণ ; অনুরূপ ভাবে এমনকি যদি প্রদত্ত পরিমাণ ৫ কোয়ার্টারও হত, অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় বিনিয়োগটি দিত এক কোয়ার্টার উদ্বৃত্ত। প্রথম ২ কোয়ার্টারের উৎপাদন-দাম হল কোয়ার্টার-পিছু £ ১½ এবং দ্বিতীয় ১½ কোয়ার্টারের হল কোয়ার্টার-পিছু £ ২। অতএব, এক সঙ্গে ৩½ কোয়ার্টারের জন্য খরচ লাগে £ ৬। এটা হল মোট উৎপন্নের-একক উৎপাদন-দাম, এবং গড়ে দাঁড়ায় কোয়ার্টার-পিছু £ ১, ১৪২/৭ শিলিং, অর্থাৎ মোটামুটি £ ১¾। ক জমির দ্বারা নির্ধারিত সাধারণ উৎপাদন-দামে অর্থাৎ £ ৩-এ, এর ফলে হয় কোয়ার্টার-পিছু £ ১¼ পরিমাণ একটি উদ্বৃত্ত মুনাফা, এবং এইভাবে ৩½ কোয়ার্টার বাবদে মোট £ ৪⅜। খ-এর গড় উৎপাদন-দামে, এটা দাঁড়ায় প্রায় ১½ কোয়ার্টার। অন্যভাবে বলা যায়, খ থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মুনাফার প্রতিনিধিত্ব করে খ-এর উৎপাদনের একটি অংশবিশেষ, অর্থাৎ যে-কোয়ার্টারগুলি প্রকাশ করে শস্যের অঙ্কে খাজনা, এবং বিক্রয় হয়—উৎপাদনের সাধারণ দাম অনুযায়ী—£ ৪½ দামে, সেই কোয়ার্টারগুলি। কিন্তু অন্য দিকে, ক-এর এক একর থেকে প্রাপ্ত উৎপন্নের উপরে খ-এর এক একর থেকে উৎপন্ন বাড়তি অংশটি আপনা-আপনি উদ্বৃত্ত-মুনাফার, তথা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে, খ-এর এক একর দেয় ৩½ কোয়ার্টার, যেখানে ক-এর একর দেয় কেবল ১ কোয়ার্টার। সুতরাং খ থেকে প্রাপ্ত বাড়তি উৎপন্ন হচ্ছে ২½ কোয়ার্টার কিন্তু উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন হচ্ছে কেবল ১½ কোয়ার্টার ; কেননা খ-এ বিনিয়োজিত মূলধন হচ্ছে ক-এ বিনিয়োজিত মূলধনের দ্বিগুণ। যদি £ ৫ পরিমাণ একটি বিনিয়োগ আবার করা হত ক-এ, এবং উৎপাদনশীলতার হার থাকত একই, তা হলে উৎপাদন হত ১ কোয়ার্টারের বদলে ২ কোয়ার্টার, এবং তখন দেখা যেত যে আসল উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন নির্ধারিত হত ২-এর সঙ্গে ৩½ তুলনা করে—১-এর সঙ্গে ৩½ তুলনা করে নয়, অর্থাৎ এটা কেবল ১½ কোয়ার্টার—২½ কোয়ার্টার নয়। অধিকন্তু, যদি £ ২½ পরিমাণ মূলধনের একটি তৃতীয় বিনিয়োগ

* বর্তমান বাংলা সংস্করণ : পৃঃ ২২৬।

করা হত খ-এ, এবং তা থেকে পাওয়া যেত কেবল ১ কোয়ার্টার—তা হলে এই কোয়ার্টার বাবদে তখন খরচ হত ক-এর মতই পাউণ্ড ৩—তার বিক্রয়-দাম কেবল পুষিয়ে দিত উৎপাদন-দাম, যোগাত কেবল গড় মুনাফা, কিন্তু দিত না কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা, এবং এই ভাবে, দিত না এমন কিছুই যা রূপান্তরিত হতে পারত খাজনায়। ক জমি থেকে প্রাপ্ত একর-প্রতি উৎপাদনের সঙ্গে অন্য যে-কোনো রকমের জমির একর-প্রতি উৎপাদনের তুলনা থেকে দেখা যায় না যে, সেটা একটা সম-পরিমাণ মূলধন-বিনিয়োগ থেকে উৎপাদন, নাকি একটা বৃহত্তর পরিমাণ মূলধন-বিনিয়োগ থেকে, কিংবা এটাও দেখা যায় না যে, অতিরিক্ত উৎপাদনটি কেবল উৎপাদন-দামকেই পুষিয়ে দেয়, না কি অতিরিক্ত মূলধনটির বৃহত্তর উৎপাদনশীলতার দরুন।

দ্বিতীয়তঃ, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগগুলির—যেগুলির সীমা, উদ্বৃত্ত-মুনাফা-গঠনের ব্যাপারে, হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ মূলধনের বিনিয়োগ যা কেবল পুষিয়ে দেয় উৎপাদনের দাম, অর্থাৎ যার কোয়ার্টার প্রতি উৎপাদন-ব্যয় এক একর ক জমিতে একই বিনিয়োগের ব্যয়ের সমান অর্থাৎ £ ৩—সেগুলির উৎপাদন-শীলতা হচ্ছে হ্রাসমান, তা হলে এই মাত্র যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা অনুসরণ করে যে : যেখানে খ-এর এক একরে মোট মূলধন-বিনিয়োগ আর কোনো খাজনা দেবে না, সেই সীমাটি উপনীত হয় যখন খ এর একক গড় একর-প্রতি উৎপাদন দাম বেড়ে গিয়ে হবে ক-এর একর-প্রতি উৎপাদন-দামের সমান।

যদি বিনিয়োগগুলি করা হয় কেবল খ-এ যা দেয় কেবল উৎপাদনের দাম অর্থাৎ যা দেয় না কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা বা নোতুন খাজনা, তা হলে বাস্তবিকই বৃদ্ধি করে কোয়ার্টার-পিছু একক গড় উৎপাদন-দাম কিন্তু পরিবর্তন ঘটায় না মূলধনের পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলির দ্বারা গঠিত উদ্বৃত্ত-মুনাফাকে, এবং শেষ পর্যন্ত খাজনাকে। কারণ গড় উৎপাদন-দাম সর্বদাই থাকে ক-এর গড় উৎপাদন-দামের নীচে, এবং যখনি কোয়ার্টার-পিছু দাম-বাড়তিটা কমে যায়, তখনি কোয়ার্টার-সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে বেড়ে যায়, যার দরুন দামে মোট বাড়তিটা থাকে অপরিবর্তিত।

ধৃত ক্ষেত্রটিতে, ক-এ মূলধনের প্রথম দুটি বিনিয়োগ যার পরিমাণ £ ৫, দেয় ৩½ কোয়ার্টার, অতএব আমরা যা ধরে নিয়েছি তদনুসারে ১½ কোয়ার্টার খাজনা= ৪½। এখন যদি £ ২½ পরিমাণ একটি তৃতীয় বিনিয়োগ করা হয়, কিন্তু এমন একটি যা দেয় কেবল একটি অতিরিক্ত কোয়ার্টার, তা হলে ৪½ কোয়ার্টারের মোট উৎপাদন-দাম (২০% মুনাফা সমেত)=পাউণ্ড ৯; সুতরাং কোয়ার্টার-প্রতি গড় উৎপাদন দাম=£ ২। খ-এর উপরে কোয়ার্টার-প্রতি গড় উৎপাদন দাম এই ভাবে বেড়ে গিয়েছে £ ১⅘ থেকে £ ২-এ, এবং কোয়ার্টার-প্রতি উদ্বৃত্ত মুনাফা, ক-এর নিয়ন্ত্রক দামের সঙ্গে তুলনায়, পড়ে গিয়েছে £ ১⅙ থেকে £ ১-এ। কিন্তু ১ × ৪½=£ ৪½, ঠিক যেমন ছিল আগে ১⅙ × ৩½=£৪½।

আসুন আমরা ধরি যে খ-এ করা হল মূলধনের একটি চতুর্থ ও পঞ্চম অতিরিক্ত বিনিয়োগ, প্রত্যেকটির পরিমাণ £ ২½ করে, যা তার সাধারণ উৎপাদন-দামে এক

কোয়ার্টারের চেয়ে বেশি উৎপাদন করে না। তখন একর-প্রতি মোট উৎপন্ন হবে ৬½ কোয়ার্টার এবং তাদের উৎপাদন-দাম £ ১৫। খ-এর জন্য কোয়ার্টার-পিছু গড় উৎপাদন-দাম বেড়ে গিয়ে আবার হবে—£ ২* থেকে £ ২$\frac{৮}{১৩}$ এবং কোয়ার্টার পিছু উদ্বৃত্ত-মুনাফা, ক-এর নিয়ন্ত্রক উৎপাদন-দামের সঙ্গে তুলনায় আবার পড়ে যাবে—£ ১ থেকে £ $\frac{৬}{১৩}$ এ। কিন্তু এই $\frac{৬}{১৩}$ কে এখন গণনা করতে হবে ৪½ এর বদলে ৬½ কোয়ার্টারের ভিত্তিতে। এবং $\frac{৬}{১৩}$ × ·½ = ১ × ৪½ = £ ৪½।

এ থেকে আসে, প্রথমতঃ, এই যে, নিয়ন্ত্রণকারী উৎপাদন-দামে কোনো বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই এই অবস্থায়, খাজনাদায়ী জমিতে অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগ সম্ভব করে তোলার জন্য—এমনকি সেই পয়েন্ট পর্যন্ত, যেখানে অতিরিক্ত মূলধন সম্পূর্ণ ভাবে বিরত হয় উদ্বৃত্ত-মুনাফা উৎপাদন করা থেকে, এবং দিতে থাকে কেবল গড় মুনাফা। এ থেকে আরো আসে যে, একর-প্রতি উদ্বৃত্ত-মুনাফা এখানে একই থাকে, কোয়ার্টার-প্রতি উদ্বৃত্ত-মুনাফা কত বেশি হ্রাস পায়, তাতে কিছু এসে যায় না; এই হ্রাস সর্বদাই প্রতিপূরিত হয়ে যায় একর-প্রতি উৎপাদিত কোয়ার্টারের সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা। যাতে করে গড় উৎপাদন-দাম পৌঁছতে পারে সাধারণ উৎপাদন-দামে (অতএব খ জমির ক্ষেত্রে £ ৩), এটা আবশ্যক যে, আরো আরো অনুপূরক বিনিয়োগ করা হোক যার উৎপাদনের থাকে, পাউণ্ড ৩ পরিমাণ নিয়ন্ত্রক দামটির চেয়ে একটি উচ্চতর উৎপাদন-দাম। কিন্তু আমরা দেখব যে, আর কিছু ছাড়া একমাত্র এটাই যথেষ্ট হয় না খ-এর উৎপাদন-দামকে £ ৩ পরিমাণ সাধারণ দামে উন্নতি করার পক্ষে।

ধরে নেওয়া যাক যে খ জমি উৎপাদন করত :

(১) ৩½ কোয়ার্টার, যার উৎপাদন-দাম, আগের মতই, £ ৬, অর্থাৎ প্রতিটি £ ২½ পরিমাণের দুটি মূলধন-বিনিয়োগ; দুটিই উদ্বৃত্ত-মুনাফা দেয়, তবে হ্রাসমান পরিমাণে।

(২) £ ৩-এ ১ কোয়ার্টার; একটি মূলধন-বিনিয়োগ যাতে উৎপাদনের একক দাম নিয়ন্ত্রক দামটির সমান। (৩) £ ৪-এ ১ কোয়ার্টার একটি মূলধন-বিনিয়োগ, যাতে উৎপাদনের একক দাম নিয়ন্ত্রক দামটির চেয়ে ৩০% বেশি।

তা হলে আমরা পাব £ ১০$\frac{৭}{১৩}$** পরিমাণ একটি মূলধন দিয়ে, £ ১৩ বাবদে একর-প্রতি ৫½ কোয়ার্টার; এটা হচ্ছে শুরুতে বিনিয়োজিত মূলধনের চেয়ে চারগুণ, কিন্তু মূলধনের প্রথম বিনিয়োগের উৎপাদটির ঠিক ৩ গুণ নয়।

£ ১৩-তে ৫½ কোয়ার্টার দেয় কোয়ার্টার পিছু £ ২$\frac{৪}{১১}$ একটি গড় উৎপাদন-দাম অর্থাৎ কোয়ার্টার-পিছু £ $\frac{৭}{১১}$ পরিমাণ বাড়তি,—ধরে নেওয়া হচ্ছে যে উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক দাম হচ্ছে পাউণ্ড ৩। এই বাড়তিটা রূপান্তরি হতে পারে খাজনায়। নিয়ন্ত্রক দাম £ ৩-এ বিক্রি হয়ে ৫½ কোয়ার্টার দেয় £ ১৬½। £ ১৩ উৎপাদন-দাম বাদ দেবার পরে, থাকে £ ৩½ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মুনাফা বা খাজনা, যা খ-এর কোয়ার্টারে

* ১৮৯৮-এর জার্মান সংস্করণে আছে ১।

** জার্মান সংস্করণে আছে ১০।

পিছু উপস্থিত গড় উৎপাদনের দামের, অর্থাৎ কোয়ার্টার-পিছু £ $\frac{৪}{১১}$ দামের হিসাবে, প্রতিনিধিত্ব করে ১$\frac{২৫}{৫২}$ এর। অর্থ-খাজনা হবে £ ১ কম এবং শস্য-খাজনা $\frac{১}{২}$ কোয়ার্টার কম, কিন্তু এই ঘটনা সত্ত্বেও যে, খ-এ মূলধনের চতুর্থ অতিরিক্ত বিনিয়োগটি কেবল উদ্বৃত্ত-মুনাফা দিতেই ব্যর্থ হয় হয় না, এমনকি দেয় গড় মুনাফার চেয়ে কম, তবু উদ্বৃত্ত-মুনাফা এবং খাজনার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে। ধরা যাক, বিনিয়োগ (৩) ছাড়াও, বিনিয়োগ (২) উৎপাদন করে এমন একটি দামে যা নিয়ন্ত্রণকারী উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি। তখন মোট উৎপাদন হয়: £ ৬ বাবদে ৩$\frac{১}{২}$ কোয়ার্টার + £ ৮ বাবদে ২ কোয়ার্টার; অর্থাৎ £ ১৪ উৎপাদন-দামের বাবদে মোট ৫$\frac{১}{২}$ কোয়ার্টার। কোয়ার্টার গড় উৎপাদন-দাম হবে £ ২$\frac{৬}{১১}$ এবং দেবে £ ৫$\frac{৫}{১১}$ পরিমাণ একটি বাড়তি। £ ৩ দামে বিক্রি হয়ে ৫$\frac{১}{২}$ কোয়ার্টার দেবে মোট £১৬$\frac{১}{২}$, £ ১৪ উৎপাদন বাদ দেবার পরে থাকে খাজনার দরুন £ ২$\frac{১}{২}$। খ-এর উপরে উপস্থিত গড় উৎপাদন-দামে, এটা হবে এক কোয়ার্টারের $\frac{৫৫}{৫৬}$-র সমমূল্য। অন্য ভাবে বলা যায়, এখনো খাজনা পাওয়া যায় তবে আগের চেয়ে কম।

যাই হোক, এটা দেখায় যে, উন্নতর জমিগুলিতে, যাদের উৎপাদনে খরচ হয় নিয়ন্ত্রণ-কারী উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি, অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগের খাজনা উধাও হয়ে যায় না—অন্ততঃ পক্ষে স্বীকৃত রেওয়াজের সীমার মধ্যে নয়—যদিও তা অবশ্যই কমে যায়। তা হ্রাস পাবে একদিকে, মোট মূলধন বিনিয়েগের মধ্যে কম উৎপাদনশীল মূলধনের দ্বারা গঠিত একাংশটির সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে, অন্য দিকে, তার উৎপাদন-শীলতায় হ্রাসের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে। তার উৎপন্নের গড় দাম তখনো থাকবে নিয়ন্ত্রক দামটির নীচে এবং তখনো সুযোগ দেবে উদ্বৃত্ত-মুনাফা গঠনের যা রূপান্তরিত হতে পারে খাজনায়।

এখন ধরা যাক যে মূলধনের হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা সহ মূলধনের চারটি পরপর বিনিয়োগের ফলে (£ ১$\frac{১}{২}$, £২$\frac{১}{২}$, £৫ এবং £৫), খ-এর গড় দাম মিলে যায় সাধারণ উৎপাদন-দামটির সঙ্গে।

	মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন কোয়ার্টার	উৎপাদন দাম: কোয়ার্টার পিছু £	মোট £	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	খাজনার জন্য উদ্বৃত্ত: কোয়ার্টার	£
(১)	২$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	২	১$\frac{১}{২}$	৩	৩	৬	১	৩
(২)	২$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	১$\frac{১}{২}$	২	৩	৩	৪$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	১$\frac{১}{২}$
(৩)	৫	১	১$\frac{১}{২}$	৬	৩	৩	৪$\frac{১}{২}$	—$\frac{১}{২}$	—১$\frac{১}{২}$
(৪)	৫	১	১	৬	৬	৩	৩	—১	—৩
	১৫	৩	৬	১৮			১৮	০	০

এ ক্ষেত্রে কৃষক প্রত্যেকটি কোয়ার্টার বিক্রি করে তার একক উৎপাদন-দামে, এবং অতএব, কোয়ার্টারগুলির মোট সংখ্যাকে বিক্রি করে তাদের কোয়ার্টার প্রতি গড় উৎপাদন-দামে, যা মিলে যায় নিয়ন্ত্রক দাম £ ৩-এর সঙ্গে। সুতরাং সে তখনো করে ২০% পরিমাণ মুনাফা = £ ৩ তার £ ১৫ পরিমাণ মূলধনের উপরে। কিন্তু খাজনাটা উধাও হয়ে গিয়েছে। সাধারণ উৎপাদন-দামের সঙ্গে কোয়ার্টার-প্রতি একক উৎপাদন দামগুলির সমীভবন বাড়তিটির কি হল ?

প্রথম £২½ থেকে উদ্বৃত্ত-মুনাফা ছিল £ ৩, দ্বিতীয় £ ২½ থেকে ছিল £ ১½, বিনিয়োজিত মূলধনের ⅓ থেকে অর্থাৎ £ ৫ থেকে মোট উদ্বৃত্ত-মুনাফা £ ৪½ = ৯০%।

বিনিয়োগ (৩)-এর ক্ষেত্রে £ ৫ কেবল উদ্বৃত্ত-মুনাফা দিতেই ব্যর্থ হয় না, উপরন্তু তার ১½ কোয়ার্টার পরিমাণ উৎপাদন, সাধারণ উৎপাদন-দামে বিক্রি হয়ে দেয় £ ১½ পরিমাণ একটি ঘাটতি। এই ভাবে দুটি বিনিয়োগ এক সঙ্গে দেয় £ ৪½ পরিমাণ একটি ঘাটতি, যা বিনিয়োগ (১) এবং (২) থেকে উপলব্ধ £ ৪½ পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মুনাফার সমান।

উদ্বৃত্ত-মুনাফা এবং ঘাটতি কাটাকাটি হয়ে যায়। অতএব খাজনাও উধাও হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এটা সম্ভব হয় কেবল এই কারণে যে, উদ্বৃত্ত-মুনাফা বা খাজনা, এখন প্রবেশ করে গড় মুনাফার গঠনে। কৃষক এই £ ৩ পরিমাণ গড় মুনাফা করে £ ১৫-০ উপরে, অর্থাৎ ২০%, খাজনার বিনিময়ে।

ক-এর উৎপাদন-দাম, যা নিয়ন্ত্রিত করে বাজার-দাম, তার সঙ্গে খ-এর একক গড় উৎপাদন-দামের সমীভবনের পূর্বশর্ত এই যে, নিয়ন্ত্রক দামের নীচে প্রথম বিনিয়োগগুলি থেকে উৎপন্ন ফসলের একক দামের পার্থক্য আরো বেশি বেশি করে প্রতিপূরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত কাটাকাটি হয়ে সমান হয়ে যায় নিয়ন্ত্রক দামের উপরে পরবর্তী বিনিয়োগ-গুলি থেকে উৎপন্ন ফসলের দামের পার্থক্যের দ্বারা। যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের প্রথম বিনিয়োগগুলি উৎপন্ন ফসল নিজে নিজে বিক্রি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যা প্রতিভাত হয় উদ্বৃত্ত মুনাফা বলে, তা ক্রমে ক্রমে হয়ে পড়ে তার উৎপাদন-দামের অংশ, এবং এই ভাবে প্রবেশ করে গড় মুনাফার গঠনে, যে পর্যন্ত না তা সম্পূর্ণ ভাবে তার দ্বারা আত্মীকৃত হয়ে যায়।

যদি £ ১৫-এর বদলে খ-এ বিনিয়োজিত হয় কেবল £৫ এবং সর্বশেষ সারণীটির অতিরিক্ত ২½ কোয়ার্টার উৎপাদিত হয় ক-এর নোতুন নোতুন একরকে, একর-প্রতি £ ২½ বিনিয়োগ করে, নেওয়া হয় চাষের আওতায়, তা হলে অতিরিক্ত বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে কেবল £ ৬¼, অর্থাৎ এই ৬ কোয়ার্টার উৎপাদনের জন্য হবে £ ১৫-র বদলে কেবল £ ১১¼, এবং তাদের মোট উৎপাদন-দাম, মুনাফা সমেত, হবে £ ১৩½। এই ৬ কোয়ার্টার তখনো বিক্রি হবে £ ১৮-র বিনিময়ে, কিন্তু মূলধনের বিনিয়োগ কমে যাবে £ ৩¾ পরিমাণ, এবং খ থেকে খাজনা হবে কোয়ার্টার-পিছু £ ৪½ যেমন আগে ছিল। এটা হবে ভিন্নতর যদি অতিরিক্ত ২½ কোয়ার্টার উৎপাদনের জন্য আবশ্যক হত ক-এর চেয়ে নিকৃষ্টতর জমি, দৃষ্টান্ত হিসাবে যদি ক—১ এবং ক—২ জমিকে নেওয়া হত চাষের আওতায়; যার কোয়ার্টার-পিছু উৎপাদন-দাম হত : ক—১

জমিতে ১২ কোয়ার্টারের জন্য=৪ এবং ক—২ জমিতে সর্বশেষ কোয়ার্টারটির জন্য= £ ৬। এ ক্ষেত্রে কোয়ার্টার প্রতি নিয়ন্ত্রক দাম হত £ ৬। খ থেকে ৩২ কোয়ার্টার তখন বিক্রি হত, £ ১০২ এর বদলে £ ২১-এ, যার ফলে খাজনা দাঁড়াতো, £ ৪২ এর বদলে £ ১৫, কিংবা শস্যের অংক, ১২ কোয়ার্টারের বদলে, ২২ কোয়ার্টার অনুরূপ ভাবে, ক-এর উপরে এক কোয়ার্টার এখন দেবে £ ৩=২ কোয়ার্টার পরিমাণ একটি খাজনা।

এই পয়েন্টটি নিয়ে আরো আলোচনার আগে একটি মন্তব্য :

খ থেকে এক কোয়ার্টারের গড় দাম সমীকৃত হয় অর্থাৎ মিলে যায় ক-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোয়ার্টার-প্রতি £ ৩ পরিমাণ সাধারণ উৎপাদন-দামের সঙ্গে, যে-মুহূর্তে মোট মূলধনের যে-অংশটি উৎপাদন করে ১২ কোয়ার্টার পরিমাণ বাড়তিটি, সেটি সমীকৃত হয়ে যায় মোট মূলধনের সেই অংশটির দ্বারা যেটি উৎপাদন করে ১২ কোয়ার্টার পরিমাণ ঘাটতিটি। এই সমীকরণ কত শীঘ্র সংঘটিত হবে, কিংবা ঊন উৎপাদনশীলতা-সম্পন্ন কত মূলধন খ-এ বিনিয়োগ করতে হবে, সেটা নির্ভর করবে মূলধনের প্রথম বিনিয়োগটির উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীলতাকে নির্দিষ্ট বল ধরে নিলে, পরবর্তী বিনিয়োগগুলির আপেক্ষিক ঊন-উৎপাদনশীলতার উপরে—সবচেয়ে নিকৃষ্ট, নিয়ন্ত্রক জমি ক-এ একই পরিমাণ একটি বিনিয়োগের সঙ্গে তুলনায়, কিংবা সেগুলির উৎপন্ন ফসলের একক উৎপাদন-দামের উপরে—নিয়ন্ত্রক দামটির সঙ্গে তুলনায়।

আগে যা বলা হয়েছে, তা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি করা যায় :

প্রথমতঃ, যদি উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীলতা-সহ একই জমিতে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করা যায়, এমনকি যদি সেই উৎপাদনশীলতা হ্রাসমানও হয়, তা হলেও একর-প্রতি শস্য-খাজনা এবং অর্থ-খাজনা বৃদ্ধি পায়, যদিও তা অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অনুপাতে (ভাষান্তরে, উদ্বৃত্ত-মুনাফা বা খাজনার হারের অনুপাতে) আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পায়। এখানে সীমা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অতিরিক্ত মূলধনের দ্বারা যা দেয় কেবল গড় মুনাফা, কিংবা যার উৎপন্নের ক্ষেত্রে একক উৎপাদন-দাম মিলে যায় সাধারণ উৎপাদন-দামের সঙ্গে। এই অবস্থায় উৎপাদন-দাম একই থাকে যদি বর্ধিত সরবরাহের দরুন দরিদ্রতর জমিগুলি থেকে উৎপাদন বাহুল্য না হয়ে পড়ে। এমনকি যখন দাম হ্রাস পাচ্ছে, এই অতিরিক্ত মূলধণ্ডলি, কয়েকটি সীমার মধ্যে, তখনো উৎপাদন করতে পারে উদ্বৃত্ত-মুনাফা যদিও তার অল্পতর পরিমাণ।

দ্বিতীয়তঃ, কেবল গড় মুনাফা-দায়ী অতিরিক্ত মূলধনের বিনিয়োগ, যার উদ্বৃত্ত-উৎপাদনশীলতা কাজে কাজেই=০, তা কোনো ক্রমেই উপস্থিত উদ্বৃত্ত-মুনাফার, এবং অতএব খাজনার, পরিমাণকে পরিবর্তিত করে না। তার দরুন উন্নততর জমিগুলিতে একর-প্রতি একক গড় দাম বৃদ্ধি পায় কোয়ার্টার প্রতি বাড়তি হ্রাস পায় কিন্তু যে-কোয়ার্টারগুলি ধারণ করে এই হ্রাসপ্রাপ্ত বাড়তি অংশ, সেগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং গাণিতিক ফল একই থাকে।

তৃতীয়তঃ, মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগসমূহ, যাদের উৎপন্ন ফসলের থাকে এমন একটি উৎপাদন-দাম, যা নিয়ন্ত্রক দামের চেয়ে বেশি—উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীলতা তাই কেবল =০ নয়, শূন্যের কম, কিংবা একটি ঋণাত্মক সংখ্যা, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী জমি ক-এ সম পরিমাণ মূলধনের একটি বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতার চেয়ে কম—সেই বিনিয়োগসমূহ উন্নতর জমিগুলি থেকে প্রাপ্ত মোট উৎপাদনের একক গড় উৎপাদন দামটি ক নিয়ে আসে সাধারণ উৎপাদন-দামের আরো আরো কাছে, অর্থাৎ আরো আরো হ্রাস করে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য, যা গঠন করে উদ্বৃত্ত-মুনাফা বা খাজনা, । যা গঠন করে উদ্বৃত্ত মুনাফা, বা খাজনা তার একটি ক্রমবর্ধমান বৃহত্তর অংশ প্রবেশ করে গড় মুনাফার গঠনে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, খ-এর এক একর বিনিয়োজিত মোট মূলধন দিতে থাকে উদ্বৃত্ত-মুনাফা, যদিও এই শেষোক্তটিতে হ্রাস পায় যখন উন-উৎপাদনশীলতা সহ মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পায়, এবং হ্রাস পায় এই উন-উৎপাদনশীলতার মাত্রা অনুযায়ী। বর্ধমান মূলধন এবং বর্ধমান উৎপাদন সহ যে খাজনা, তা এ ক্ষেত্রে কোয়ার্টার প্রতি হ্রাস পায় অনাপেক্ষিক ভাবে—দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির মত বিনিয়োজিত মূলধনের বর্ধমান আয়তনের আপেক্ষিক ভাবে নয়।

খাজনার উচ্ছেদ ঘটানো যায় যখন উন্নততর জমি খ-এর মোট উৎপাদনটির একক গড় উৎপাদন-দাম মিলে যায় নিয়ন্ত্রক দামটির সঙ্গে, যাতে করে মূলধনের প্রথম অধিকতর উৎপাদনশীল বিনিয়োগগুলি থেকে গোটা উদ্বৃত্ত-মুনাফাটা পরিভুক্ত হয় গড় মুনাফার গঠনে।

একর প্রতি খাজনার হ্রাসপ্রাপ্তির ন্যূনতম সীমা হচ্ছে সেই পয়েণ্টটি, যেখানে তা হয়ে যায় অন্তর্হিত। কিন্তু এই পয়েণ্টটি ঘটে না যখনি মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলি হয় উন-উৎপাদনশীল, বরং ঘটে তখনি যখন উন উৎপাদনশীল মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ হয়ে ওঠে আয়তনে এত বৃহৎ যে, তার ফল খারিজ করে দেয় মূলধনের প্রথম বিনিয়োগগুলির অতি-উৎপাদনশীলতা, যার দরুন মোট বিনিয়োজিত মূলধনের উৎপাদনশীলতা হয়ে পড়ে ক-এ বিনিয়োজিত উৎপাদনশীলতার সঙ্গে একই, এবং খ-এর কোয়ার্টার-প্রতি একক গড় দামের সঙ্গে একই।

এক্ষেত্রেও, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক দাম, কোয়ার্টার-প্রতি £ ৩, থাকবে একই, যদিও খাজনা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। কেবল এই পয়েণ্টটির বাইরেই উৎপাদন-দামটিকে বৃদ্ধি পেতে হবে, হয়, অতিরিক্ত মূলধনটির উন-উৎপাদনশীলতার মাত্রায় একটি বৃদ্ধির কারণে, নয়ত, সমান উন-উৎপাদনশীলতা সম্পন্ন অতিরিক্ত মূলধনের আয়তনে একটি বৃদ্ধির কারণে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি উল্লিখিত সারণীটিতে (S 265*), একই জমিতে কোয়ার্টার-প্রতি £ ৪ এ ১½ কোয়ার্টারের বদলে উৎপাদিত হত ২½ কোয়ার্টার, তা হলে আমরা পেতাম £ ২২ উৎপাদনের-দামের বাবদে মোট ৭ কোয়ার্টার ; এক কোয়ার্টারে খরচ পড়ত £ ৩⅐ ; এটা তা হলে হত সাধারণ উৎপাদন-দামের চেয়ে £ ⅐ বেশি, সুতরাং সাধারণ উৎপাদন-দামটিকে বৃদ্ধি পেতে হত।

তখন, দীর্ঘকালের জন্য, উন-উৎপাদনশীলতা সহ অতিরিক্ত মূলধন, কিংবা এমনকি বর্ধমান উন-উৎপাদনশীলতা সহ অতিরিক্ত মূলধনও, বিনিয়োজিত হলেও হতে পারত,

* বর্তমান সংস্করণ : পৃঃ ২৬৮।

যে পর্যন্ত না সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলি থেকে প্রাপ্ত কোয়ার্টার প্রতি একক গড় দাম হত সাধারণ উৎপাদন-দামের সমান, যে পর্যন্ত না পূর্বোক্তটির চেয়ে পরোক্তটির বাড়তি—এবং তার দরুন উদ্বৃত্ত-মুনাফা এবং খাজনা—সমগ্র ভাবে উধাও হয়ে যেত।

এবং তখনো, উন্নতর জমিগুলি থেকে খাজনার অন্তর্ধান কেবল এটাই বোঝাত যে, তাদের উৎপন্ন ফসলের এক গড় দাম মিলে যায় সাধারণ উৎপাদন-দামের সঙ্গে, যার দরুন এই শেষোক্তটিতে বৃদ্ধি আবশ্যক হবে না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত, উন্নততর জমি খ-এ—যার স্থান অবশ্য খাজনা-দায়ী জমিগুলির পরম্পরায় সবচেয়ে নিচুতে—উদ্বৃত্ত-উৎপাদনশীলতা সহ £ ৫ পরিমাণ একটি মূলধন উৎপাদন করত ৩½ কোয়ার্টার এবং উন-উৎপাদশীলতা সহ £ ১০ পরিমাণ একটি মূলধন উৎপাদন করত ২½ কোয়ার্টার, অর্থাৎ মোট ৬ কোয়ার্টার; এই মোট পরিমানের ৫⁄১২ এই ভাবে উৎপাদিত উন-উৎপাদশীলতা সহ মূলধনের পরোক্ত অংশগুলির দ্বারা। এবং কেবল এই পয়েন্টটিই ৬ কোয়ার্টারের একক উৎপাদন-দাম বেড়ে হয় কোয়ার্টার-প্রতি £ ৩ এবং এটা মিলে যায় উৎপাদনের সাধারণ দামের সঙ্গে।

ভূমিগত সম্পত্তির আইন অনুসারে, অবশ্য, পরেকার ২½ কোয়ার্টার এই ভাবে উৎপাদন করা যেতনা কোয়ার্টার-প্রতি £ ৩-এ, যদি না তা উৎপাদিত হত ক জমির মূলধনটি উৎপাদন করে কেবল সাধারণ উৎপাদন-দামে, গঠন সেটাই হত সীমা। এই পয়েন্টের বাইরে একই জমিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ বন্ধ করতে হত।

বস্তুতঃপক্ষে, যদি কৃষক একবার মূলধনের প্রথম দুটি বিনিয়োগের জন্য দেয় £ ৪½ খাজনা, তা হলে তাকে সেটা দিয়ে যেতেই হবে এবং মূলধনের প্রত্যেকটি বিনিয়োগ, যা এক কোয়ার্টার উৎপাদন করত £ ৩*-এর বেশিতে, তার ফলে হবে তার মুনাফা থেকে একটি বিয়োজন। তার দরুন উন-উৎপাদশীলতার ক্ষেত্রে, একক গড় দামে সমীকরণ নির্ধারিত হবে।

পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রটি নেওয়া যাক, যেখানে ক জমির উৎপাদন-দাম কোয়ার্টার-প্রতি £ ৩ নিয়ন্ত্রণ করে খ-এর দাম।

মূলধন £	মুনাফা £	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার্স	উৎপাদন দাম কোয়ার্টার প্রতি £	বিক্রয় দাম: কোয়া প্রতি £	বিক্রয় দাম: মোট £	উদ্বৃত্ত মুনাফা £	খাজনা £
২½	½	৩	২	১½	৩	৬	৩	—
২½	½	৩	১½	২	৩	৪½	১½	—
৫	১	৬	১½	৪**	৩	৪½	—	১½
৫	১	৬	১	৬	৩	৩	—	৩
১৫	৩	১৮			*	১৮	৪½	৪½

* ১৮৯৪-এর জার্মান সংস্করণে আছে : £৩-এর চেয়ে কমে।

** ১৮৮৪-এর জার্মান সংস্করণে আছে : ৩।

প্রথম দুটি মূলধন-বিনিয়োগে ৩½ কোয়ার্টারের জন্য উৎপাদন-দাম কৃষকের পক্ষে অনুরূপ ভাবে কোয়ার্টার-প্রতি £৩, যেহেতু তাকে দিতে হবে £ ৪½ পরিমাণ খাজনা; অতএব, তার একক উৎপাদন-দাম এবং সাধারণ উৎপাদন-দামের মধ্যে পার্থক্য তার দ্বারা পকেটস্থ হয় না। তা হলে, তার বেলায় প্রথম দুটি মূলধন-বিনিয়োগের উৎপন্ন ফসলে বাড়তিটি তৃতীয় ও চতুর্থ মূলধন-বিনিয়োগ দুটির উৎপন্ন ফসলে ঘাটতিকে প্রতিপূরণ করতে পারে না।

বিনিয়োগ (৩) থেকে ১½ কোয়ার্টারের জন্য কৃষকের খরচ লাগে £ ৬—মুনাফা সমেত; কিন্তু কোয়ার্টার-প্রতি £ ৩ নিয়ন্ত্রক দামে সে তা বিক্রি করতে পারে কেবল £ ৪½ এ অন্য ভাবে বলা যায় সে কেবল তার গোটা মুনাফাটাই হারাবে না, উপরন্তু হারাবে আরো £ ½ কিংবা তার বিনিয়োজিত মূলধন £ ৫-এর ১০%। বিনিয়োগ (৩)-এর ক্ষেত্রে মুনাফা ও মূলধনের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে £ ১½, এবং বিনিয়োগ (৪)-এর ক্ষেত্রে £ ৩, অর্থাৎ মোট £ ৪½, কিংবা মূলধনের উন্নততর বিনিয়োগগুলি থেকে খাজনার ঠিক সমান, শেষোক্তের বাবদে একক উৎপাদন-দাম কিন্তু খ থেকে মোট উৎপন্নের একক গড় উৎপাদন-দাম সমীকরণে অংশ নিতে পারে না, কারণ বাড়তিটা দিয়ে দেওয়া হয় একটি তৃতীয় পক্ষকে খাজনা হিসাবে।

যদি চাহিদা পূরণ করার জন্য দরকার হত তৃতীয় মূলধন-বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১½ কোয়ার্টার উৎপাদন করবার, তা হলে নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দামকে উঠতে হত কোয়ার্টার-প্রতি £ ৪-এ। নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দামে এই বৃদ্ধির ফলে, খ থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিনিয়োগের জন্য খাজনা বৃদ্ধি পাবে, এবং ক-এর জন্য খাজনার উদ্ভব হবে।

অতএব, যদি পার্থক্যজনিত খাজনা উদ্বৃত্ত-মূলধনের খাজনায় একটি রূপগত পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়, এবং ভূমিতে সম্পত্তি-অধিকার এ ক্ষেত্রে কেবল মালিককে সক্ষম করে কৃষককের উদ্বৃত্ত-মূলধনকে নিজের হাতে হস্তান্তরিত করতে। আমরা তবু দেখতে পাই যে, জমিতে মূলধনের পরপর বিনিয়োগ, কিংবা ভাষান্তরে, একই জমিতে বিনিয়োজিত মূলধনে বৃদ্ধিসাধন, তার সীমায় উপনীত হয় ঢের বেশি তাড়াতাড়ি যখন মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং নিয়ন্ত্রক দাম থাকে একই; বাস্তবিক পক্ষে, মোটামুটি একটি কৃত্রিম বাধায় পৌঁছুতে হয় কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত-মুনফার এই ভূমি খাজনায় রূপগত পরিবর্তনের পরিণামে, যে রূপগত পরিবর্তন হচ্ছে ভূমিগত সম্পত্তির ফল। উৎপাদন-দামে সাধারণ বৃদ্ধি, যা এখানে আবশ্যক হয়ে পড়ে, অন্যবিধ সীমার তুলনায়, সংকীর্ণতার সীমার অভ্যন্তরে তাই শুধু এখানে পার্থক্যজনিত খাজনা বৃদ্ধির কারণ নয়, পরন্তু খাজনা হিসাবে পার্থক্যজনিত খাজনার অস্তিত্বও এখানে সাধারণ উৎপাদন-দাম পূর্ববর্তী ও দ্রুতগতি বৃদ্ধির কারণ—যারা দ্বারা নিশ্চিত করা যায় উৎপন্ন ফসলের বর্ধিত সরবরাহ, যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই সঙ্গে আরো নজর রাখতে হবে :

খ জমিতে মূলধনের একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগের দ্বারা, নিয়ন্ত্রক দামটি, উপরের মত,

£ ৪-এ বৃদ্ধি পেতে পারত না, যদি ক জমি মূলধনের একটি দ্বিতীয় বিনিয়োগের দ্বারা অতিরিক্ত ফসলটা সরবরাহ করত £ ৪-এ কিংবা যদি ক-এর চেয়ে নোতুন ও নিকৃষ্টতর জমি, যার উৎপাদন-দাম বস্তুতই ছিল £ ৩-এর উপরে কিন্তু £ ৪-এর নীচে, প্রবেশ করত প্রতিযোগিতায়। তা হলে, আমরা দেখতে পাই যে, পার্থক্যজনিত খাজনা ১ এবং পার্থক্যজনিত খাজনা ২, যদিও প্রথমটি দ্বিতীয়টির ভিত্তি, যুগপৎ কাজ করে পরস্পরের সীমা হিসাবে, যার দরুন কখনো করা হয় একই জমিতে মূলধনের একটি পরপর বিনিয়োগ, কখনো পাশাপাশি নোতুন অতিরিক্ত জমিতে করা হয় মূলধনের একটি বিনিয়োগ। অনুরূপ ভাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সীমাবদ্ধ করে পরস্পরকে; যেমন যখন উন্নতর জমি নেওয়া হয়।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

নিকৃষ্টতম কর্ষিত জমিতেও পার্থক্যজনিত খাজনা

ধরা যাক শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং সরবরাহ বৃদ্ধি পেতে পারে কেবল খাজনা-দায়ী জমিগুলিতে উন-উৎপাদনশীলতার অবস্থায় মূলধনের পরপর বিনিয়োগের ফলে, কিংবা ক জমিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগের দ্বারা, যেটাও হবে হ্রাসমান উৎপাদন-শীলতা-যুক্ত কিংবা ক-এর চেয়ে নিকৃষ্টতর নোতুন নোতুন জমিতে।

খ জমিকে নেওয়া যাক খাজনা-দায়ী জমিগুলির প্রতিনিধি হিসাবে।

মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ দাবি করে এত কাল পর্যন্ত চালু উৎপাদন-দাম কোয়ার্টার-পিছু £ ৫-এর উপরে বাজার-দামের একটি বৃদ্ধি, যাতে করে খ-এর উপরে এক কোয়ার্টার (যা এখানে বোঝাতে পারে ১ মিলিয়ন কোয়ার্টার ঠিক যেমন এক একর বোঝাতে পারে ১ মিলিয়ন একর) বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব হয়। বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে খ, গ, ইত্যাদি জমি থেকেও—যে জমিগুলি দেয় উচ্চতম খাজনা, কিন্তু হ্রাসমান উদ্বৃত্ত-উৎপাদনশীলতা সহ; কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, চাহিদা পূরণের জন্য খ থেকে প্রাপ্য কোয়ার্টারটিও আবশ্যক। যদি এই কোয়ার্টারটি উৎপাদিত হয়, খ-এ আরো বেশি মূলধন বিনিয়োগ করে, আরো সস্তায়, ক-এর সঙ্গে একই পরিমাণ মূলধন সংযোজন করে যে দামে হয়, তার চেয়ে সস্তায়, কিংবা জমি ক—১-এ নেমে গিয়ে, যে-জমিতে এক কোয়ার্টার উৎপাদন করতে লাগতে পারে, যথা £ ৪, যখন মূলধন ক-এর সঙ্গে সংযোজন এটা করতে পারে £৩$\frac{৩}{৪}$ বাবদে, তখন খ-এর উপরে অতিরিক্ত মূলধন নিয়ন্ত্রণ করবে বাজার-দাম।

আগের মত, ক উৎপাদন করে £ ৩ বাবদে এক কোয়ার্টার। অনুরূপ ভাবে খ, আগের মত, উৎপাদন করে মোট ৩$\frac{১}{২}$ কোয়ার্টার—তার মোট উৎপাদনের জন্য £ ৬ উৎপাদন-দামে। এখন, যদি £৪ পরিমাণ একটি অতিরিক্ত উৎপাদন-দাম (মুনাফা সমেত) খ-এর উপরে আবশ্যক হয় একটি অতিরিক্ত কোয়ার্টার উৎপাদন করার জন্য, যখন তা ক-এর উপরে উৎপাদন করা যেত £ ৩$\frac{৩}{৪}$ বাবদে, তখন এটা স্বাভাবিক ভাবেই খ-এর উপরে উৎপাদিত না হয়ে বরং উৎপাদিত হত ক-এর উপরে। তা হলে ধরে নেওয়া যাক এটা খ-এর উপরে উৎপাদিত হতে পারে £ ৩$\frac{১}{২}$ পরিমাণ উৎপাদন-দামে। এ ক্ষেত্রে, £ ৩$\frac{১}{২}$ হবে মোট উৎপাদনের জন্য নিয়ন্ত্রক দাম। খ এখন তার ৪$\frac{১}{২}$ কোয়ার্টার উপস্থিত উৎপাদন বিক্রি করবে £ ১৫$\frac{৩}{৪}$ এর বিনিময়ে। এর মধ্যে £ ৬ হচ্ছে প্রথম ৩$\frac{১}{২}$ কোয়ার্টারের জন্য এবং £ ৩$\frac{১}{২}$ শেষ কোয়ার্টারের জন্য, অর্থাৎ মোট £ ৯$\frac{১}{২}$। বাকি থাকে খাজনা বাবদে উদ্বৃত্ত-মুনাফা=£৬$\frac{১}{২}$, আগে যা ছিল £ ৪$\frac{১}{২}$। এক্ষেত্রে, এক একক ক আরো দেবে £ $\frac{১}{২}$ পরিমাণ একটি খাজনা, কিন্তু নিকৃষ্টতম জমি ক, নয়, বরং উৎকৃষ্টতর জমি খ-ই নিয়ন্ত্রণ করবে উৎপাদন দাম £ ৩$\frac{১}{২}$। অবশ্য আমরা এখানে ধরে নিই যে, ক গুণমানের নোতুন জমি এবং এ পর্যন্ত কর্ষিত জমির মত সমান অনুকূল অবস্থান পাওয়া

যাবে না; অতএব আবশ্যক হবে, হয় ইতিপূর্বেই কর্ষিত ক জমিতে একটি দ্বিতীয় মূলধন বিনিয়োগ একটি উচ্চতর উৎপাদন-দামে, নয়ত, এমনকি আরো নিকৃষ্ট একটি জমির তথা ক—১-এর কর্ষণ।

যে মুহূর্তে মূলধনের পরপর বিনিয়োগের ফলে পার্থক্যজনিত খাজনা ২ বলবৎ হয়, তখনি বর্ধমান উৎপাদন-দামের সীমা নিয়ন্ত্রিত হলেও হতে পারে উন্নততর জমির দ্বারা এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমি, যা হচ্ছে পার্থক্যজনিত খাজনা ১-এর ভিত্তি, তা-ও দিতে পারে খাজনা। অতএব, একটিমাত্র পার্থক্যজনিত খাজনা নিয়ে সমস্ত কর্ষিত জমিই খাজনা দেবে। তা হলে আমরা পাব নিম্নোক্ত দুটি সারণী, যেখানে উৎপাদনের দামের দ্বারা আমরা বোঝাই বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ যোগ ২০% মুনাফা; অন্য ভাবে বললে, প্রত্যেকটি £ ২$\frac{১}{২}$ মূলধনের উপরে £ ১ মুনাফা, বা মোট £ ৩।

জমির রকম	একর	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	শস্য খাজনা কোয়ার্টার	অর্থ খাজনা £
ক	১	৩	১	৩	৩	০	০
খ	১	৬	৩$\frac{১}{২}$	৩	১০$\frac{১}{২}$	১$\frac{১}{২}$	৪$\frac{১}{২}$
গ	১	৬	৫$\frac{১}{২}$	৩	১৬$\frac{১}{২}$	৩$\frac{১}{২}$	১০$\frac{১}{২}$
ঘ	১	৬	৭$\frac{১}{২}$	৩	২২$\frac{১}{২}$	৫$\frac{১}{২}$	১৬$\frac{১}{২}$
মোট	৪	২১	১৭$\frac{১}{২}$		৫২$\frac{১}{২}$	১০$\frac{১}{২}$	৩১$\frac{১}{২}$

নোতুন মূলধন £ ৩$\frac{১}{২}$—যা দেয় কেবল ১ কোয়ার্টার—তা বিনিয়োজিত হবার আগেকার পরিস্থিতি হল এই। এই বিনিয়োগ হয়ে যাবার পরে, পরিস্থিতির যে-চেহারা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই রকম:

জমির রকম	একর	উৎপাদন দাম £	উৎপাদন কোয়ার্টার	বিক্রয় দাম £	বিক্রয় লব্ধ অর্থ £	শস্য খাজনা কোয়ার্টার	অর্থ খাজনা £
ক	১	৩	১	৩$\frac{১}{২}$	৩$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{৭}$	$\frac{১}{২}$
খ	১	৯$\frac{১}{২}$	৪$\frac{১}{২}$	৩$\frac{১}{২}$	১৫$\frac{৩}{৪}$	১$\frac{১১}{১৪}$	৬$\frac{১}{৪}$
গ	১	৬	৫$\frac{১}{২}$	৩$\frac{১}{২}$	১৯$\frac{১}{৪}$	৩$\frac{৯}{১৪}$	১৩$\frac{১}{৪}$
ঘ	১	৬	৭$\frac{১}{২}$	৩$\frac{১}{২}$	২৬$\frac{১}{৪}$	৫$\frac{৯}{১৪}$	২০$\frac{১}{৪}$
মোট	৪	২৪$\frac{১}{২}$	১৮$\frac{১}{২}$		৬৪$\frac{৩}{৪}$	১১$\frac{১}{২}$	৪০$\frac{১}{৪}$

[আবার এটাও খুব সঠিক ভাবে গণনা করা হয়নি। প্রথমতঃ খ কৃষকের পক্ষে ৪½ কোয়ার্টারের জন্য খরচ হচ্ছে, প্রথমে, উৎপাদন-দামে ৯½, পাউণ্ড এবং দ্বিতীয়, খাজনায় £ ৪½, অর্থাৎ মোট £ ১৪ ; কোয়ার্টার-প্রতি গড় £ ৩⅑। তার মোট উৎপাদনের এই গড় দাম এই ভাবে হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রক বাজার-দাম। অতএব, ক এর উপরে খাজনার পরিমাণ হবে, £ ½ এর বদলে, £ ⅑, এবং খ-এর উপরে খাজনার পরিমাণ থেকে যাবে আগের মতই £ ৪½ ; £ ৩⅑-এ ৪ কোয়ার্টার = £১৪, এবং আমরা যদি উৎপাদন-দামে বিয়োগ করি £ ৯½, তা হলে উদ্বৃত্ত-মুনাফার জন্য থাকে ৪½ পাউণ্ড। তা হলে, আমরা দেখি যে, সংখ্যাগত মূল্যসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও এই উদাহরণটি থেকে প্রকাশ পায় কেমন করে, পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর মাধ্যমে, উন্নততর জমি, যা আগে থেকেই খাজনা দিচ্ছে, দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এই ভাবে এমনকি এতাবৎ যে জমি ছিল খাজনা-বিহীন সেই জমি সহ সমস্ত জমিকেই পরিণত করতে পারে খাজনা-দায়ী জমিতে —এঙ্গেলস]

শস্য-খাজনা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে যখনি বৃদ্ধি পাবে শস্যের উৎপাদন-দাম, অর্থাৎ যখনি বৃদ্ধি পাবে নিয়ন্ত্রক জমিটি থেকে, কিংবা বিভিন্ন রকমের জমির মধ্যে যে কোনো একটিতে নিয়ন্ত্রণকারী বিনিয়োজিত মূলধন থেকে, এক কোয়ার্টার শস্যের উৎপাদন-দাম। এটা একই রকম যেন সব জমিই হয়ে গিয়েছে কম উৎপাদনশীল এবং উৎপাদন করেছে, প্রত্যেকটি ২½ পাউণ্ড নোতুন বিনিয়োগ বাবদে ১ কোয়ার্টারের বদলে, যেমন, কেবল ⅘ কোয়ার্টার। একই মূলধনের বিনিয়োগ দিয়ে আর যা কিছু তারা শস্যের অঙ্কে উৎপাদন করে, তাই রূপান্তরিত হয় উদ্বৃত্ত-উৎপাদনে, যা প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মুনাফার এবং অতএব খাজনার। মুনাফার হার একই আছে ধরে নিলে, কৃষক তার মুনাফা দিয়ে কিনতে পারে কম পরিমাণ শস্য। মুনাফার হার একই থাকতে পারে যদি মজুরি বৃদ্ধি না পায়—হয় তাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে দৈহিক প্রয়োজনের ন্যূনতমেরও নীচে, অর্থাৎ শ্রম-শক্তির স্বাভাবিক মূল্যেরও নীচে ; নয়ত, শ্রমিকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভোগ্য দ্রব্যাদি, যেগুলি ম্যানুফ্যাকচারকারী প্রস্তুত করে, সেগুলি সস্তা হয়ে গিয়েছে, কিংবা কাজের দিন হয়েছে আরো দীর্ঘ বা আরো তীব্র, যার দরুন উৎপাদনের অকৃষি-শাখাগুলিতে মুনাফার হার, যা, যাই হোক, নিয়ন্ত্রণ করে কৃষি মুনাফা, একই থেকে গিয়েছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে ; কিংবা সর্বশেষে, কারণ বেশি স্থির এবং কম অস্থির মূলধন নিয়োজিত হয় কৃষিতে, এমন কি যদি বিনিয়োজিত মূলধন থাকে একই।

তা হলে আমরা আলোচনা করলাম প্রথম পদ্ধতিটি, যার মাধ্যমে এতাবৎ কালের নিকৃষ্টতম জমিতেও হতে পারে খাজনার উদ্ভব—আরো নিকৃষ্ট জমিকে খাজনার আওতায় না এনেও ; অর্থাৎ খাজনার উদ্ভব হতে পারে এক দিকে, তার একক, এতাবৎ কালের নিয়ন্ত্রক উৎপাদন-দাম, এবং অন্যদিকে, নোতুন, উচ্চতর উৎপাদন-দামের মধ্যে পার্থক্যের ফলে, যার দরুন উন্নততর জমিতে উন-উৎপাদনশীলতার অবস্থায় নিয়োজিত সর্বশেষ অতিরিক্ত মূলধনটি সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ফসল।

যদি এই অতিরিক্ত ফসলটা উৎপাদন করতে হত ক—১-এর দ্বারা, যা ৪ পাউণ্ড-এর

কমে উৎপাদন করতে পারে না এক কোয়ার্টার, তা হলে ক-এর একক-পিছু খাজনা বেড়ে হত ১ পাউণ্ড। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, ক—১ জমি নিকৃষ্টতম জমি হিসাবে স্থান নিত ক-এর, এবং শেষোক্ত জমিটি সরে যেত খাজনা-দায়ী জমিগুলির পরম্পরায় নিম্নতম অবস্থানে। পার্থক্যজনিত খাজনা ১ পরিবর্তিত হয়ে যেত। এই ক্ষেত্রটি, তা হলে, অন্তর্ভুক্ত হয় না পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর মধ্যে যার উদ্ভব ঘটে একই ভূমিখণ্ডে মূলধনের পরপর বিনিয়োগের বিভিন্ন উৎপাদনশীলতা থেকে।

কিন্তু এ ছাড়াও, ক জমিতে পার্থক্যজনিত খাজনা উদ্ভূত হতে পারে অন্য দুটি ভাবে।

দাম অপরিবর্তিত থাকলে—যে কোনো উপস্থিত দাম, এমনকি আগেকার দামগুলি থেকে কম দাম হলেও—যখন মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে ঘটে উদ্বৃত্ত-উৎপাদনশীলতা, যা স্বভাবতই, এবং একটি নির্দিষ্ট পয়েণ্ট পর্যন্ত, সর্বদাই ঘটবে ঠিক নিকৃষ্টতম জমিটিতেই।

দ্বিতীয়তঃ, অবশ্য, যখন ক জমিতে মূলধনের পরপর বিনিয়োগগুলির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

উভয় ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, চাহিদা পূরণের জন্য বর্ধিত উৎপাদন।

কিন্তু পার্থক্যজনিত খাজনার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে দেখা দেয় একটা অদ্ভুত সমস্যা যার কারণ হচ্ছে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত নিয়মটি, যেটি বলে যে মোট উৎপাদনের (কিংবা মোট মূলধন বিনিয়োগের) বাবদে কোয়ার্টার-পিছু একক গড় উৎপাদন হিসাবে। সর্বদা কাজ করে নির্ধারক উপাদান হিসাবে। ক জমির ক্ষেত্রে, যাই হোক, উন্নততর জমির ক্ষেত্রগুলির মত, সেই আরেকটি উৎপাদন-দাম, যা নোতুন নোতুন মূলধন-বিনিয়োগের বেলায় সীমাবদ্ধ করে দেয় সাধারণ উৎপাদন-দামের, সঙ্গে একক উৎাদন-দামের সমাকরণ। কারণ ক-এর একক উৎপাদন-দামটাই হচ্ছে বাজার দাম নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ দাম।

ধরে নেওয়া যাক :

১) যখন পরপর মূলধন-বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক-এর এক একর উৎপাদন করবে ২ কোয়ার্টারের বদলে ৩ কোয়ার্টার যদি উপস্থিত বিনিয়োগ থাকে £ ৫—২½ ও উৎপাদন-দামের প্রতিপ্রেক্ষিতে। £ ২½ পরিমাণ প্রথম বিনিয়োগটি দিত ১ কোয়ার্টার, দ্বিতীয়টি—২ কোয়ার্টার। এ ক্ষেত্রে, £ ৬ উৎপাদন দাম দেবে ৩ কোয়ার্টার, যাতে করে কোয়ার্টার-পিছু গড় দাম হবে £ ২ ; অর্থাৎ যদি ৩ কোয়ার্টার বিক্রি হয় কোয়ার্টার পিছু £ ২ দামে, তা হলে ক এত দিনকার মতই, দেবে না কোনো খাজনা, কিন্তু পার্থক্যজনিত খাজনা ২-এর কেবল ভিত্তিটাই পরিবর্তিত হয়েছে ; নিয়ন্ত্রক দাম এখন £ ৩-এর বদলে £ ২ ; £ ২½ পরিমাণ একটি মূলধন এখন উৎপাদন করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিতে ১ কোয়ার্টারের বদলে ১½ কোয়ার্টার, এবং এখন এটাই হচ্ছে সমস্ত উন্নততর জমির জন্য সরকারি উৎপাদনশীলতা—উপস্থিত বিনিয়োগ যদি হয় £ ২½। এখন তাদের আগেকার উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটি অংশ প্রবেশ করে তাদের আবশ্যিক উৎপাদনের গঠনে, ঠিক যেমন তাদের উদ্বৃত্ত-মুনাফার একটি অংশ প্রবেশ করে গড় মুনাফার গঠনে।

অন্য দিকে, যদি গণনা করা হয় উন্নততর জমিগুলির ভিত্তিতে, যেখানে গড় গণনা আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটায় না অনাপেক্ষিক উদ্বৃত্ত, কারণ সেগুলির ক্ষেত্রে সাধারণ উৎপাদন-দামটিই হচ্ছে মূলধন-বিনিয়োগের সীমা, তা হলে প্রথম মূলধন-বিনিয়োগ থেকে এক কোয়ার্টারের জন্য খরচ পড়ে £ ৩ এবং দ্বিতীয় বিনিয়োগ থেকে দুই কোয়ার্টারের জন্য প্রত্যেক কোয়ার্টার-পিছু কেবল £ ১½। এ থেকে তাই ক-এর উপরে উদ্ভূত হবে শস্য-খাজনা ১ কোয়ার্টার এবং অর্থ-খাজনা £ ৩, কিন্তু কোয়ার্টার ৩টি বিক্রি হবে পুরনো £ ৯ দামে। যদি একটি তৃতীয় বিনিয়োগ করা হত £ ২½ মূলধনের—দ্বিতীয় বিনিয়োগটির মত একই অবস্থাধীনে, তা হলে মোটটি হত ৫ কোয়ার্টার—£ ৯ উৎপাদন-দামে। যদি ক-এর একক গড় উৎপাদন-দাম থেকে যেত নিয়ন্ত্রক দাম, তা হলে ১ কোয়ার্টার এখন বিক্রি হত £ ১⅘ এ। গড দাম আরো একবার হ্রাস পেত—মূলধনের তৃতীয় বিনিয়োগটির উৎপাদনশীলতায় নোতুন একটি বৃদ্ধির কারণে নয়, পরন্তু কেবল দ্বিতীয় বিনিয়োগটির সমান উৎপাদনশীলতা সম্পন্ন নোতুন একটি মূলধন-বিনিয়োগ সংযোজনের কারণে। খাজনাদায়ী জমিগুলির মত, খাজনার বৃদ্ধি না ঘটিয়ে, ক জমিতে উচ্চতর কিন্তু স্থির উৎপাদনশীলতা-সম্পন্ন মূলধনের পরপর বিনিয়োগ উৎপাদন-দামকে কমিয়ে দিত এবং তার দ্বারা, বাকি সব কিছু সমান থাকলে, কমিয়ে দিত অন্য সব জমির পার্থক্যজনিত খাজনাকেও।

অন্য দিকে, যদি মূলধনের প্রথম বিনিয়োগটি, যেটি £ ৩ উৎপাদন-দামে উৎপাদন করে এক এক কোয়ার্টার, সেটি নিজেই থাকে নিয়ন্ত্রক, তা হলে ৫ কোয়ার্টার বিক্রি হবে £ ১৫-এ, এবং ক জমিতে পরবর্তী মূলধন বিনিয়োগগুলির পার্থক্যজনিত খাজনার পরিমাণ হবে £ ৬। ক জমির একর-পিছু অতিরিক্ত মূলধন, যে ভাবেই তা প্রযুক্ত হোক না কেন, এখানে হবে একটি উন্নয়ন, এবং মূলধনের মূল অংশটিকে করবে অধিকতর উৎপাদনশীল। এ কথা বলা হবে হাস্যকর যে মূলধনটির ⅓ উৎপাদন করেছে ১ কোয়ার্টার এবং বাকি অংশটি—৪ কোয়ার্টার। কেননা একর-প্রতি £ ৯ সর্বদাই উৎপাদন করবে ৫ কোয়ার্টার, যখন £ ৩ উৎপাদন করবে কেবল ১ কোয়ার্টার। এখানে একটি খাজনার উদ্ভব হবে কি হবে না, একটি উদ্বৃত্ত-মুনাফা পাওয়া যাবে কি যাবে না, তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে বিবিধ অবস্থার উপরে। স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক দামটি হ্রাস পেতে হবে। এটা ঘটবে, যদি ক জমির এই আরো উন্নীত কিন্তু আরো ব্যয়বহুল চাষ করা হয় কেবল এই কারণে যে তা করা হয় উন্নততর জমিগুলিতেও, অন্য ভাবে বললে, যদি কৃষিতে ঘটে একটি সাধারণ বিপ্লব; যাতে করে যখন আমরা এখন নির্দেশ করি ক জমির প্রকৃতিগত উর্বরতার দিকে, তখন ধরে নেওয়া হয় যে, এখানে কাজ করা হচ্ছে, £ ৩-এর বদলে, £ ৬ বা £ ৯-এর সাহায্যে। এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য হবে যদি ক জমির বেশির কর্ষিত একর, যেগুলি যোগায় একটি দেশের প্রধান সরবরাহ, নিয়োগ করে এই নোতুন পদ্ধতি। কিন্তু যদি উন্নয়ন প্রথমে বিস্তৃত হয় ক-এর কেবল একটি ক্ষুদ্র এলাকায়, তাহলে এই ভাল ভাবে চাষ-করা অংশটি খাজনা দেবে যাকে জমিদার সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবে খাজনায় রূপান্তরিত করতে এবং খাজনা হিসাবে ধার্য করতে তৎপর হবে। এই

ভাবে—চাহিদা যদি যোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে—ক জমির আরো বেশি বেশি অংশ যতই চাষের এই নোতুন পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে, ততই ক-এর মানের সব জমিতেই ক্রমে ক্রমে খাজনা গঠিত হতে পারে, এবং বাজারের অবস্থা অনুযায়ী উদ্বৃত্ত-উৎপাদন-শীলতা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে উৎখাত হয়ে যেতে পারে মূলধনের বর্ধিত বিনিয়োগের অবস্থায় লব্ধ ক জমির উৎপন্নের গড় দামের সঙ্গে তার উৎপাদন-দামের সমীকরণ এই ভাবে নিবারিত হতে পারে মূলধনের এই বর্ধিত বিনিয়োগের উদ্বৃত্ত-মুনাফাকে খাজনার রূপে ধার্য করার মাধ্যমে। অতএব, যা আমরা আগে দেখেছি উন্নততর জমির ক্ষেত্রে যখন অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, তখন আবার ঘটে উদ্বৃত্ত-মুনাফার রূপান্তরণ ভূমি-খাজনায়, অর্থাৎ জমিতে সম্পত্তির হস্তক্ষেপ, যা বৃদ্ধি করবে উৎপাদনের দাম—পার্থক্যজনিত খাজনা কেবল একক এবং সাধারণ উৎপাদন-দামের মধ্যে পার্থক্য-জনিত ফল হবার পরিবর্তে ক জমির ক্ষেত্রে এ নিবারণ করবে দুটি দামের সাযুজ্যলাভ কেননা এ ক-এর উপরে উৎপাদনের গড় দামের দ্বারা উৎপাদনের-দামের নিয়ন্ত্রণকে ব্যাহত করবে ; এই ভাবে এ রক্ষা করবে প্রয়োজনের চেয়ে উচ্চতর একটি উৎপাদন-দাম এবং সৃষ্টি করবে খাজনা। এমনকি শস্য যদি বিদেশ থেকে অবাধে আমদানি করাও হয়, তা হলেও একই ফল ঘটানো যেতে পারে বা অব্যাহত রাখা যেতে পারে কৃষকদের সেই জমি গোচারণ ইত্যাদি অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে বাধ্য করে, যে-জমি খাজনা না দিয়ে শস্য-চাষে প্রতিযোগিতা করে, বিদেশ থেকে নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-দামে, যাতে করে কেবল খাজনাদায়ী জমিই ব্যবহৃত হয় শস্য-চাষের জন্য অর্থাৎ যার কোয়ার্টার-প্রতি একক গড় উৎপাদন-দাম বিদেশ থেকে নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের-দামের চেয়ে কম। মোটের উপর, ধরে নিতে হবে যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে, উৎপাদন-দাম পড়ে যাবে কিন্তু তার গড়ের মানে নয় ; তা হবে গড়ের চেয়ে বেশি, কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিটির, ক-এর উৎপাদন-দামের চেয়ে কম, যার দরুন নোতুন ক জমি থেকে প্রতিযোগিতা হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ।

২) যখন অতিরিক্ত মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে।

ধরা যাক যে, অতিরিক্ত ১ কোয়ার্টার উৎপাদন করতে ক-১ জমির আবশ্যক হয় £ ৪ ; অন্য দিকে, ক জমি তা উৎপাদন করে £ ৩ ৩/৪ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সস্তায়, কিন্তু তবু তার প্রথম মূলধন-বিনিয়োগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশিতে। এ ক্ষেত্রে, ক-এ উৎপাদিত দুটি কোয়ার্টারের মোট দাম হবে = £ ৬ ৩/৪ ; অতএব, কোয়ার্টার-পিছু গড় দাম = £ ৩ ৩/৮। উৎপাদন-দাম বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু মাত্র £ ৩/৮ পরিমাণে ; অন্য দিকে, তা বৃদ্ধি পাবে আরো £৩/৮ পরিমাণে, অর্থাৎ হবে £ ৩ ৩/৪, যদি অতিরিক্ত মূলধনটি বিনিয়োজিত হয় নোতুন জমিতে যা উৎপাদন করে £৩ ৩/৪ এ, এবং এই ভাবে তা বাকি সমস্ত পার্থক্য-জনিত খাজনায় ঘটাবে একটি আনুপাতিক বৃদ্ধি।

ক-এর ক্ষেত্রে কোয়ার্টার-প্রতি উৎপাদন-দাম ৩ ৩/৮ পাউণ্ড এই ভাবে সমীকৃত হবে তার গড় উৎপাদন-দামের সঙ্গে মূলধনের একটি বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে, এবং পরিণত হবে নিয়ন্ত্রণকারী দামে ; অতএব, তা দেবে না কোনো খাজনা। কেননা তা উৎপাদন করবে না কোনো উদ্বৃত্ত-মুনাফা।

যাই হোক, মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির দ্বারা উৎপাদিত এই কোয়াটারটি যদি বিক্রি হত ৩¾ পাউণ্ড এ, তা হলে ক জমি তখন দিত ৩¾ পাউণ্ড পরিমাণ একটি খাজনা এবং বাস্তবিক পক্ষে ক-এর সমস্ত একরের উপরেই, যাতে কোনো অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ ঘটেনি, এবং যা তখনো উৎপাদন করবে কোয়ার্টার-প্রতি ৩ পাউণ্ড এ। যত কাল অবধি ক-এর কোনো অকর্ষিত জমি থাকে, তত কাল দাম বাড়তে পারে কেবল সাময়িক ভাবে ৩¾ পাউণ্ড-এ। ক-এর নোতুন নোতুন ক্ষেত থেকে প্রতিযোগিতা উৎপাদন-দামকে ধরে রাখবে ৩ পাউণ্ড-এ, যে পর্যন্ত না ক-মানের সমস্ত জমি, যেগুলির অনুকূল অবস্থান সেগুলিকে সক্ষম করে ৩¾ পাউণ্ড-এর কম উৎপাদন করতে। সেগুলি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তা হলে এটাই আমরা ধরে নেব, যদিও জমিদার, যত কাল এক একর জমি খাজনা দেয়, ইজারাদার কৃষককে অনুমতি দেবে না আরেকটি খাজনাবিহীন জমি পেতে।

এটা আবার নির্ভর করবে কত দূর পর্যন্ত উপস্থিত জমি ক-এ মূলধনের একটি দ্বিতীয় বিনিয়োগ হয়ে উঠেছে সাধারণ, উৎপাদন-দাম সমীকৃত হয়েছে কিনা গড় দামে, কিংবা মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগটির একক উৎপাদন-দাম ৩ পাউণ্ড-এ নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে কিনা— এ সবের উপরে। শেষোক্তটি ঘটে কেবল তখনি, যখন জমিদারের হাতে থাকে যথেষ্ট সময় যে পর্যন্ত না চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় এবং কোয়ার্টার-প্রতি ৩¾ পাউণ্ড দামে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মুনাফাটি খাজনা হিসাবে ধার্য হয়।

মূলধনের পরপর প্রয়োগের সঙ্গে জমির হ্রাসমান উৎপাদনশীলতা প্রসঙ্গে দেখুন লাইবিগ।* আমরা দেখেছি, বিনিয়োজিত মূলধনের উদ্বৃত্ত-উৎপাদনশীলতায় পরপর হ্রাস অবধারিত ভাবেই একর প্রতি খাজনায় বৃদ্ধি ঘটায়, যত কাল পর্যন্ত উৎপাদন-দাম থাকে স্থির, এবং এটা ঘটতে পারে এমনকি একটি হ্রাসমান উৎপাদন-দামের সঙ্গেও।

কিন্তু, সাধারণ ভাবে, যা মনে রাখতে হবে, তা এই।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির দিক থেকে, উৎপন্ন দ্রব্যাদির দামে একটি আপেক্ষিক বৃদ্ধি সর্বদাই ঘটে যখন এই দ্রব্যগুলি পাওয়া যায় না যদি একটি ব্যয় বা খরচ, যা আগে করা হয় নি, তা এখন করা না হয়। কারণ উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের প্রতি— স্থাপনের দ্বারা আমরা বুঝি কেবল কতকগুলি উৎপাদন-উপায়ের দ্বারা প্রতিরূপায়িত মূল্যসমূহের প্রতিস্থাপন। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ, যেগুলি উৎপাদনের প্রবেশ করে উপাদান হিসাবে এবং যেগুলি বাবদে লাগে না কোনো খরচ, উৎপাদনে সেগুলি যে-ভূমিকাই গ্রহণ করুক না কেন, সেগুলি মূলধনের অঙ্গগঠক অংশ হিসাবে প্রবেশ করে না, প্রবেশ করে মূলধনকে প্রকৃতির নিঃশুল্ক দান হিসাবে, অর্থাৎ শ্রমকে প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তির নিঃশুল্ক দান হিসাবে, যা অবশ্য প্রতিভাত হয় মূলধনের উৎপাদকতা হিসাবে—

* Liebig, *Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur and Physiclogie*, Braunschweig, 1862.

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে বাকি সব উৎপাদকতা যেভাবে প্রতিভাত হয়। সুতরাং যদি এমন একটি প্রাকৃতিক শক্তি যার জন্য শুরুতে কোনো খরচই লাগে না, তা অংশ গ্রহণ করে উৎপাদনে তা হলে তা প্রবেশ করে দাম নির্ধারণে, যতক্ষণ অবধি যে-উৎপন্নটি তা উৎপাদন করতে সাহায্য করেছিল, সেটি চাহিদা পুরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কিন্তু যদি বিকাশের পথে, এই প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য যতটা সরবরাহ করা যায়, তার চেয়ে বৃহত্তর একটি উৎপাদনের চাহিদা দেখা দেয়, অর্থাৎ যদি এই অতিরিক্ত উৎপাদন সৃষ্টি করতে হয় এই প্রাকৃতিক শক্তি ছাড়াই, কিংবা মানুষের শ্রম-শক্তি দিয়ে তাকে সহয়াতা করার মাধ্যমে, তা হলে নোতুন একটি অতিরিক্ত উপাদান মূলধনের মধ্যে প্রবেশ করে। এই ভাবে, একই উৎপাদন পাবার জন্য আবশ্যক হয় আপেক্ষিক ভাবে একটি বৃহত্তর মূলধন-বিনিয়োগ। বাকি সব অবস্থা একই থাকলে, উৎপাদনের দামে একটি বৃদ্ধি ঘটে।

("১৮১৬ সালে আরব্ধ" একটি নোটখাতা থেকে—[এঙ্গেলস])

পার্থক্যজনিত খাজনা এবং জমিতে প্রবর্তিত মূলধনের উপরে নিছক সুদ হিসাবে খাজনা।

তথাকথিত চিরস্থায়ী উন্নয়নসমূহ—যেগুলি জমির দৈহিক এবং অংশতঃ, রাসায়নিক অবস্থাবলীর পরিবর্তন ঘটায় এমন বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা, যাতে আবশ্যক হয় মূলধনের বিনিয়োগ-ব্যয় এবং যাকে গণ্য করা যায় জমিতে মূলধনের প্রবর্তন বলে—সেগুলি প্রায় সবই পরিণত হয় কোনো একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় একটি বিশেষ জমিতে এমন গুণাবলীর সংযোজন, যেগুলি প্রকৃতিগত ভাবেই অন্য কোনো জমি অন্যত্র ধারণ করে, কখনো কখনো অত্যন্ত কাছাকাছিই। এক খণ্ড জমি প্রকৃতিগত ভাবেই সমান, আরেকটিকে সমান করে নিতে হয়; একটিতে থাকে প্রাকৃতিক জল-নিকাশি ব্যবস্থা, আরেকটিতে লাগে কৃত্রিম জল-নিকাশি ব্যবস্থা; একটিকে প্রকৃতি মণ্ডিত করে শীর্ষমৃত্তির একটি গভীর স্তর দিয়ে, আরেকটিকে কৃত্রিম ভাবে গভীর করে নিতে হয়; এক ধরনের মাটি প্রকৃতিগত ভাবেই মিশ্রিত সঠিক পরিমাণ বালির সঙ্গে,—আরেকটিতে এই সঠিক অনুপাত পাবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হয়; একটি মাঠ প্রাকৃতিক ভাবেই সেচ-সেবিত কিংবা পালি-আবৃত, আরেকটিকে এই অবস্থায় আনতে আবশ্যক হয় শ্রম, কিংবা বুর্জোয়া অর্থনীতির ভাষায়, আবশ্যক হয় মূলধন।

এটা বাস্তবিকই একটি কৌতুকজনক তত্ত্ব, যার দৌলতে এখানে, এমন এক খণ্ড জমির ক্ষেত্রে, যার তুলনামূলক সুবিধাগুলি হয়েছে অর্জিত, তার ক্ষেত্রে খাজনা হচ্ছে সুদ; অন্যদিকে, আরেকটি জমির ক্ষেত্রে, যার এই সুবিধাগুলি প্রকৃতিদত্ত, তার ক্ষেত্রে এটা সুদ নয়। (বস্তুতঃ, এটা কার্যক্ষেত্রে এমন ভাবে বিকৃত হয় যে, যেহেতু খাজনা এক ক্ষেত্রে সত্যি সত্যিই মিলে যায় সুদের সঙ্গে, সেই হেতু অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিথ্যা করে তাকে সুদ বলা হয়, যেখানে তা কোনোক্রমেই সুদ নয়।) যাই হোক, জমি খাজনা দেয় মূলধন

বিনিয়োজিত হবার পরে এই কারণে নয় যে, মূলধন বিনিয়োজিত হয়েছে, কিন্তু এই কারণে যে, বিনিয়োজিত মূলধনটি জমিকে, আগে সেটা যতটা উৎপাদনশীল ছিল, তার চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল করেছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কোনো একটি দেশের সমস্ত জমির পক্ষে আবশ্যক হয় এই মূলধন-বিনিয়োগ, তা হলে প্রত্যেক খণ্ড জমি, যা তা পায়নি, অবশ্যই যাবে এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, এবং যে জমিতে ঘটেছে এই মূলধন-বিনিয়োগ, সেই জমিটি যে খাজনা (উপস্থিত ক্ষেত্রে খাজনা) বহন করে, সেই খাজনাই গঠন করে পার্থক্যজনিত খাজনা, ঠিক যেন সেটি প্রাকৃতিক ভাবেই ধারণ করে, এই সুবিধা এবং অন্য জমিটিকে তা অর্জন করতে হয়েছে কৃত্রিম ভাবে।

এই খাজনাও, যাকে পর্যবসিত করা যায় সুদে, পরিণত হয় বিশুদ্ধ পার্থক্যজনিত খাজনায় যখনি বিনিয়োজিত মূলধনটি ক্রমান্বয়ে প্রতিপূরিত হয় ('amortised')। অন্যথা, একই অভিন্ন মূলধনকে দু'বার অবস্থান করতে হত মূলধন হিসাবে।

একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা এই যে, রিকার্ডের সমস্ত বিরোধীরা যাঁরা, এই ধারণার বিরোধী না হয়ে যে পার্থক্যজনিত খাজনার উদ্ভব ঘটে জমির পার্থক্য থেকে, বরং এই ধারণার বিরোধী যে, মূল্য-নির্ধারণ একান্ত ভাবে ভিত্তিশীল শ্রমের উপরে, তাঁরা নির্দেশ করেন যে, এখানে শ্রম নয়, স্বয়ং প্রকৃতিই নির্ধারণ করে মূল্য ; কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা এই নির্ধারণের জন্য বাহবা দেন জমির অবস্থানকে,—কিংবা আরো বেশি মাত্রায়—চাষ চলাকালীন জমিতে প্রযুক্ত মূলধনের উপরে সুদকে। একই শ্রম উৎপাদন করে একই মূল্য একটি উৎপন্নে যা সৃষ্ট হয় একটি নির্দিষ্ট সময়কালে ; কিন্তু এই উৎপন্নের আয়তন বা পরিমাণ, এর ফলতঃ, সেই সঙ্গে এই উৎপন্নটির কোনো একটি অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল্যাংশটি নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে উৎপন্নের পরিমাণটির উপরে, এবং এই শেষোক্তটি আবার নির্ভর করে বরং শ্রমের উপস্থিত পরিমাণটির উৎপাদন-শীলতার উপরে—এই পরিমাণটির অনাপেক্ষিক আয়তনের উপরে নয়। এতে কিছু এসে যায় না যে এই উৎপাদনশীলতা প্রকৃতির কারণেই হোক, বা সমাজের কারণেই হোক। কেবল যে-ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার দরুন শ্রম তথা মূলধনব্যয়ের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রেই নোতুন একটি উপাদান বাবদে তা দামের বৃদ্ধি ঘটায়—যা প্রকৃতি নিজে নিজে করে না।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

অনাপেক্ষিক ভূমি-খাজনা

পার্থক্যজনিত খাজনার বিশ্লেষণে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম এটা ধরে নিয়ে যে, নিকৃষ্টতম জমিটি কোনো ভূমি-খাজনা দেয় না; কিংবা আরো সাধারণ ভাবে বললে, কেবল এই ধরনের জমিই খাজনা দেয় যার উৎপন্নের একক উৎপাদন-দাম বাজার-নিয়ন্ত্রণ-কারী দামের চেয়ে কম, যার দরুন একটি উদ্বৃত্ত-মুনাফার উদ্ভব ঘটে, যেটি রূপান্তরিত হয় খাজনায়। লক্ষ্য করতে হবে, প্রথমেই, যে পার্থক্যজনিত খাজনার নিয়মটি নিজে এই ধৃত-ধারণাটির সত্যাসত্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ।

ধরা যাক, যার দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় সেই সাধারণ উৎপাদন-দামটি হল **দ**। তা হলে **দ** মিলে যায় নিকৃষ্টতম জমি ক-এর উৎপন্ন সম্ভারের উৎপাদন দামের সঙ্গে; অর্থাৎ তার দাম থেকে পাওয়া যায় উৎপাদনে পরিভুক্ত ও অস্থির মূলধনের তুল্য মূল্য যোগ গড় মুনাফা (=উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ)।

এ থেকে খাজনা=শূন্য। পরবর্তী উন্নততর জমি **খ**-এর একক উৎপাদন-দাম=**দ**$'$, এবং দ > দ$'$; অর্থাৎ **দ** দেয় **খ** জমির উৎপন্নের সত্যিকারের উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি। এখন ধরা যাক যে, **দ**$'$−**দ**= **২** য; য, অর্থাৎ **দ**$'$এর উপরে **দ**-এর বাড়তি, অতএব উদ্বৃত্ত-মুনাফা যা **খ** জমির কৃষক উপলব্ধ করে। এই য রূপান্তরিত হয় খাজনায়, যা অবশ্যই দিতে হবে জমিদারকে। ধরা যাক, দ$''$ হচ্ছে তৃতীয় রকমের জমির অর্থাৎ **গ** জমির সত্যিকারের উৎপাদন-দাম, এবং **দ**−**দ**$''$=২ য; তা হলে এই **২** য খাজনায় রূপান্তরযোগ্য; অনুরূপভাবে, ধরা যাক, দ$'''$ হচ্ছে চতুর্থ রকমের জমির অর্থাৎ **খ**-এর একক উৎপাদন দাম, **দ**—দ$'''$=৩ য, যা রূপান্তরিত হয় খাজনায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ধরা যাক **ক** জমির ক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিজ্ঞা যে খাজনা=০ এবং অতএব তার উৎপন্নের দাম=দ+০, হচ্ছে ভুল। বরং ধরা যাক যে, **ক** জমিও দেয় খাজনা=জ। সে ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে:

প্রথমতঃ **ক** জমির উৎপন্নের দাম নিয়ন্ত্রিত হবে না তার উৎপাদন-দামের দ্বারা, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করবে ঐ দামের উপরে একটি বাড়তি অর্থাৎ হবে **দ**+জ। কারণ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে, অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বাড়তি **জ**, যা কৃষক দেয় জমিদারকে, তা প্রতিনিধিত্ব করে, না মজুরি থেকে একটি বিয়োজনের, না মূলধনের গড় মুনাফা থেকে একটি বিয়োজনের, কৃষক তা দিতে পারে কেবল তার উৎপন্নকে উৎপাদন দামের বেশিতে বিক্রয় করে, এই ভাবে একটি উদ্বৃত্ত-মুনাফা সংগ্রহ করে, যদি এই মুনাফা তাকে তুলে দিতে না হয় জমিদারের হাতে খাজনার আকারে। সমস্ত জমি থেকে প্রাপ্ত বাজার-স্থিত সমগ্র উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক বাজার-দাম তখন সেই উৎপাদন-দামটি হবে না, যেটি মূলধন দিয়ে থাকে উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ এমন একটি দাম যা ব্যয় যোগ গড় মুনাফার সমান বরং হবে উৎপাদন দাম যোগ খাজনা, **দ**+**জ** শুধু **দ** নয়। কেননা **ক** জমির উৎপন্নের দাম সাধারণতঃ প্রতিনিধিত্ব করে নিয়ন্ত্রণকারী বাজার দামের সীমা রেখাটির অর্থাৎ

যে-দামে মোট উৎপন্ন সম্ভার সরবরাহ করা যায় সেই দামের সীমা রেখাটির এবং তত দূর অবধি তা নিয়ন্ত্রণ করে এই মোট উৎপন্ন সম্ভারের দাম।

কিন্তু **দ্বিতীয়তঃ**, যদিও এ ক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্যাদির সাধারণ দামটি এখানে তাৎপর্য-পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হবে, তবু পার্থক্যজনিত খাজনার নিয়মটি কোনো ভাবেই তার শক্তি হারাবে না। কারণ যদি ক জমির উৎপন্নের দাম এবং তার ফলে সাধারণ বাজার-দাম=দ+জ, তা হলে **খ, গ ঘ** ইত্যাদির জমির ক্ষেত্রে দাম অনুরূপ ভাবে হবে=দ+জ। কিন্তু যেহেতু **খ**-এর বেলায় দ—দ=য, সেই হেতু (দ′+জ)—(দ′+জ) হবে অনুরূপ ভাবে=য এবং **গ**-এর বেলায় দ—দ″=(দ+জ)—(দ″+জ)=২ এবং সর্বশেষে, **খ** এর বেলায় দ—দ‴=(দ+জ)—দ‴+জ)=ত য, ইত্যাদি। এই ভাবে পার্থক্যজনিত খাজনা হবে আগের মত একই এবং নিয়ন্ত্রিত হবে একই নিয়মের দ্বারা, যদিও খাজনা অন্তর্ভুক্ত করবে এই নিয়ম থেকে নিরপেক্ষ একটি উৎপাদনকে এবং প্রদর্শন করবে কৃষিজাত উৎপন্নটির দামের সঙ্গে একটি সাধারণ বৃদ্ধি। তা হলে, এটা অনুসরণ করে যে, সবচেয়ে কম, উর্বর জমিগুলিতে খাজনার ব্যাপারে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, পার্থক্যজনিত খাজনার নিয়মটি কেবল তা থেকে নিরপেক্ষই নয়, পরন্তু তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্থক্যজনিত খাজনা বুঝবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক জমির খাজনাকে=০ ধরে নেওয়া। এটা সত্যি সত্যিই=০ কিনা কিংবা>০ কিনা তা পার্থক্যজনিত খাজনার ক্ষেত্রে, গুরুত্বহীন, এবং বস্তুতঃ বিবেচনার মধ্যে পড়ে না।

তা হলে পার্থক্যজনিত খাজনার নিয়মটি নিম্নলিখিত অনুশীলন থেকে নিরপেক্ষ।

যদি এখন আমাদের, আরো গভীর ভাবে এই ধৃত-ধারণাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে হয় যে, নিকৃষ্টতম জমি ক দেয় না কোনো খাজনা, তা হলে তার উত্তর আবশ্যিক ভাবেই হবে এই: যদি কৃষিজাত দ্রব্যটির, ধরুন, শস্যের, বাজার-দাম উপনীত হয় সেই মানে, যেখানে ক জমিতে মূলধনের একটি অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে হয় যথারীতি উৎপাদন-দাম, অর্থাৎ মূলধনের উপরে পাওয়া যায় যথারীতি গড় মুনাফা, তা হলে জমিতে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে এই অবস্থাটিই যথেষ্ট। অন্যভাবে বলা যায়, এই অবস্থাটিই ধনিকের পক্ষে যথারীতি মুনাফা-দায়ী নোতুন মূলধন বিনিয়োগ করা এবং তাকে স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োগ করার পক্ষে যথেষ্ট।

এখানে লক্ষণীয় যে, এই ক্ষেত্রেও বাজার-দাম অবশ্যই হবে ক-এর উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি। কারণ যে-মুহূর্তে অতিরিক্ত মূলধনটি সৃষ্টি হয়, এটা স্পষ্ট যে, সরবরাহ এবং চাহিদার মধ্যে সম্পর্কটিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আগে সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। এখন এটা প্রতুল। অতএব দাম অবশ্যই হ্রাস পাবে। হ্রাস পেতে হলে, এটা নিশ্চয়ই ছিল ক-এর উৎপাদন-দামের চেয়ে উপরে। কিন্তু এই যে ঘটনা যে, নোতুন চাষের আওতায় অন্তর্ভুক্ত ক জমি হচ্ছে কম উর্বর, এই ঘটনার দরুন দামটা আবার ঠিক ততটা হ্রাস পায় না, যতটা তা পেত যখন **খ** জমির উৎপাদন-দাম বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করত। ক-এর উৎপাদন-দামটাই হচ্ছে সীমা, বাজার-দামের সাময়িক নয় আপেক্ষিক ভাবে স্থায়ী বৃদ্ধির পক্ষে। অন্য দিকে, চাষের আওতা-ভুক্ত নোতুন জমিটি যদি হয়, এতদিনকার নিয়ন্ত্রক

জমি ক-এর চেয়ে বেশি উর্বর, এবং তবু কেবল পর্যাপ্ত হয় বর্ধিত চাহিদা মেটাবার পক্ষে, তা হলে দাম থাকে অপরিবর্তিত। নিকৃষ্টতম রকমের জমি খাজনা দেয় কিনা, এই প্রশ্নটি সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধান, অবশ্য, এ ক্ষেত্রেও মিলে যায় আমাদের উপস্থিত অনুসন্ধান-কার্যটির সঙ্গে, এখানেও এই ধৃত-ধারণাটি যে, ক জমি দেয় না কোনো খাজনা, ব্যাখ্যাত হবে এই ঘটনাটির সাহায্যে যে বাজার-দাম তাকে দেয় তার পণ্যের উৎপাদন-দাম।

যাই হোক এবংবিধ অবস্থায় ধনিক কৃষক ক জমি চাষ করতে পারে, যেহেতু ধনিক হিসাবে তার আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন ক্ষমতা ক জমিতে মূলধনের স্বাভাবিক সম্প্রসারণের পূর্বশর্তটি এখানে উপস্থিত। কিন্তু এই ভিত্তি থেকে যে ধনিক কৃষক এখন মূলধনের সম্প্রসারণের জন্য ক জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে স্বাভাবিক অবস্থায়, এমন কি যদি তাকে কোনো খাজনা না দিতেও হত, এটা কোনো ভাবেই অনুসরণ করে না যে, ক বর্গের অন্তর্ভুক্ত এই জমি এখন কৃষকের নিয়ন্ত্রণে আর কোনো সমস্যা ছাড়াই এই যে ঘটনা যে, ইজারাদার কৃষক তার মূলধনের উপরে মুনাফা উপলব্ধ করতে পারত যদি তাকে কোনো খাজনা না দিতে হত, তা কোনো মতেই এমন একটা ভিত্তি নয় যার দরুন জমিদার তার জমি কৃষককে মাগনা ধার দেবে এবং এমন সদাশয় হবে যে সে ব্যবসায়িক বন্ধুত্বের খাতিরে *credit gratuit* দিয়ে দেবে। এমন একটি ধৃত-ধারণার অর্থ দাঁড়াবে ভূমিগত সম্পত্তির অবসান-ঘটানো, জমির মালিকানার উচ্ছেদ-সাধন, এবং ঠিক এই মালিকানার অস্তিত্বই হচ্ছে জমিতে মূলধনের অবাধ সম্প্রসারণের পথে একটি প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক আদৌ অন্তর্হিত হয়ে যায় না—যতকাল কৃষকের এই সরল চেতনাটি ঘটে যে, শস্যের দামের মান তাকে সক্ষম করবে ক জমির শোষণকার্যে তার মূলধন-বিনিয়োগ থেকে চলতি মুনাফা আহরণ করতে, যদি তাকে কোনো খাজনা না দিতে হয়; অন্য ভাবে বলা যায়, যদি সে এই ভাবে অগ্রসর হতে পারত যেন ভূমিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। কিন্তু পার্থক্যজনিত খাজনার পূর্বশর্ত জমির মালিকানায় একচেটিয়া অধিকারের মূলধনের প্রতিবন্ধক হিসাবে ভূমিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব, কেননা এ ছাড়া উদ্বৃত্ত-মুনাফা রূপান্তরিত হবে না ভূমি-খাজনায় কিংবা কৃষকের বদলে জমিদারের ভাগে পড়বে না। এবং প্রতিবন্ধক হিসাবে ভূমিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে, এমন কি যখন পার্থক্যজনিত খাজনা হিসাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়, অর্থাৎ ক জমিতে। যদি আমরা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি সমন্বিত একটি দেশে এমন সব ক্ষেত্রের কথা বিবেচনা করি, যেখানে খাজনা না দিয়েই জমিতে মূলধন-বিনিয়োগ ঘটতে পারে, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে সেগুলির সব কটিরই ভিত্তি হচ্ছে ভূমিগত সম্পত্তির কার্যতঃ (*defacto*) অবসান, যদি আইনঃ অবসান না-ও ঘটে থাকে; অবশ্য এটা ঘটতে পারে কেবল অত্যন্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, যেগুলি তাদের চরিত্রগত দিক থেকেই আপতিক।

প্রথমতঃ, যখন জমিদার নিজেই ধনিক। এ ক্ষেত্রে সে **নিজেই** তার জমির ব্যবস্থাপনা করতে পারে যে মুহূর্তে বাজার-দাম এমন যথেষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যাতে সে সক্ষম হয়, যা এখন ক জমি, তা থেকে উৎপাদন-দাম পেতে, অর্থাৎ মূলধনের প্রতিস্থাপক যোগ গড় মুনাফা পেতে। কিন্তু কেন? কারণ তার পক্ষে ভূমিগত সম্পত্তি

মূলধন-বিনিয়োগের পথে কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে না। সে তার জমিকে গণ্য করতে পারে কেবল প্রকৃতির একটি উপাদান হিসাবে এবং সেই জন্য সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হতে পারে তার মূলধন সম্প্রসারণের বিবেচনার দ্বারা, ধনতান্ত্রিক বিবেচনার দ্বারা এই ধরণের ঘটনা বাস্তবে ঘটে, কিন্তু কেবল ব্যতিক্রম হিসাবে। ঠিক যেমন জমির ধনতান্ত্রিক কৃষি ধরে নেয় ভূমিগত সম্পত্তি থেকে ক্রিয়াশীল মূলধনের পূর্বঘটিত বিচ্ছেদ ঠিক তেমনি তা সাধারণ ভাবে বাদ দেয় ভূমিগত সম্পত্তির স্বয়ং-ব্যবস্থাপনা। এটা প্রত্যক্ষতঃ সুস্পষ্ট যে এই ঘটনা সম্পূর্ণ আপতিক। যদি শস্যের বর্ধিত চাহিদার ফলে আবশ্যক হয়, স্বয়ং-ব্যবস্থাপক স্বত্বাধিকারীদের হাতে যতটা থাকে, তার চেয়ে বৃহত্তর পরিমাণ ক জমির চাষ, অন্যভাবে বললে,যদি এর অংশ বিশেষকে ইজারা নেওয়া হয় আদৌ চাষ করার জন্য, তা হলে মূলধন-বিনিয়োগের পথে ভূমিগত সম্পত্তির দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকের এই সম্ভাব্য অপসারণ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন এবং জমি, কৃষক এবং জমিদারের মধ্যে পার্থক্যীকরণ দিয়ে শুরু ক'রে তার পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলা যে, জমিদারেরা সাধারণভাবে তাদের নিজেদের জমির ব্যবস্থাপনা করে যেখানে এবং যখনি মূলধন জমিব চাষ থেকে খাজনা আহরণ করে না, যদি ভূমিগত সম্পত্তি তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক না হয়—এটা একটা অসম্ভব রকমের স্ববিরোধ। (খনি-খাজনা সম্পর্কে অ্যাডামস্মিথের নিম্নোধৃত অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য* ।) ভূমিগত সম্পত্তির বিলুপ্তির এই ঘটনা অনিশ্চিত। তা ঘটতে পারে, আবার না-ও ঘটতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ইজারা-নেওয়া জমির মোট এলাকায় এমন কিছু অংশ থাকতে পারে, যেগুলি উপস্থিত বাজার-দামের মানে খাজনা দেয় না যার ফলে সেগুলি কার্যতঃ ধার দেওয়া হয় মাগ্না কিন্তু জমিদার ব্যাপারটাকে সে চোখে দেখে না, কারণ তার দৃষ্টিতে থাকে ইজারা-দেওয়া জমির মোট খাজনাটা, ভিন্ন ভিন্ন প্লটের বিশেষ বিশেষ খাজনা নয়। এক্ষেত্রে,ইজারা জমির খাজনা ছাড়া প্লটগুলির ব্যাপারে, মূলধন-বিনিয়োগের প্রতি-বন্ধক হিসাবে কৃষকের কাছে ভূমিগতসম্পত্তির অন্তর্ধান ঘটে ; এবং এটা ঘটে বাস্তবিক পক্ষে; স্বয়ং জমিদারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমেই। কিন্তু সে এই প্লটগুলির জন্য খাজনা দেয় না কেবল এই কারণে যে সে সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্লটগুলির জন্য খাজনা দেয়। এখানে এমন একটি সম্মিলনের আগে থেকে অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয় যার ফলে নিকৃষ্টতর জমি ক-এর শরণ নিতে হয় না একটিপৃথক নোতুন উৎপাদন-ক্ষেত্র হিসাবে—ঘাটতি সরবরাহটি উৎপাদন করার জন্য, বরং যার ফলে তা শুধু পরিণত হয় উৎকৃষ্টতর জমিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে। কিন্তু যে ক্ষেত্রটি নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে সেটি হচ্ছে ঠিক এইটি যে সেখানে ক জমির কয়েকটি খণ্ডে ব্যবস্থিত হচ্ছে স্বতন্ত্র ভাবে ; তার মানে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে সাধারণ ভাবে প্রচলিত অবস্থাবলীর জন্য, সেগুলিকে ইজারা দিতে হবে স্বতন্ত্র ভাবে।

তৃতীয়তঃ, একজন কৃষক একই ইজারা-জমিতে বিনিয়োগ করতে পারে অতিরিক্ত মূলধন এমনকি যদি এই ভাবে লব্ধ অতিরিক্ত উৎপন্ন তাকে দেয় চলতিবাজার-দামে কেবল উৎপাদন-দামটুকু ; অর্থাৎ তাকে দেয় স্বাভাবিক মুনাফা কিন্তু তাকে সক্ষম করেনা কোনো

অতিরিক্ত খাজনা দিতে। এই ভাবে সে ভূমিখাজনা দেয় জমিতে বিনিযোজিত মূলধনটির একটি অংশ দিয়ে, কিন্তু বাকি অংশটি দিয়ে নয়। যাই হোক সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে এই ধৃত-ধারণাটি কত সামান্য সাহায্য করে, তা দেখা যায় এই থেকে : যদি বাজার-দাম (এবং জমির উর্বরতা) তাকে সক্ষম করে অতিরিক্ত ফসল পেতে তার অতিরিক্ত মূলধন দিয়ে, যা, পুরনো মূলধনের বেলায় যেমন, তেমন দেয় উৎপাদন-দাম ছাড়াও, একটি উদ্বৃত্ত-মুনাফা, তা হলে সে এই উদ্বৃত্ত-মুনাফা পকেটস্থ করতে সমর্থ হয়, যত কাল পর্যন্ত তার ইজারার মেয়াদ পার না হয়ে যায়। কিন্তু কেন? কারণ জমিতে তার মূলধন বিনিয়োগের পথে ভূমিগত সম্পত্তি যে প্রতিবন্ধক আরোপ করে, তা ইজারার মেয়াদ চলাকালে উৎখাত হয়ে যায়। কিন্তু এই যে সরল ঘটনা যে, নিকৃষ্টতর মানের অতিরিক্ত জমিকে পরিষ্কার করতে হবে স্বতন্ত্র ভাবে এবং ইজারা দিতে হবে স্বতন্ত্র ভাবে, যাতে করে তার জন্য এই উদ্বৃত্ত-মুনাফা সংগ্রহ করতে পারে, তা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করে যে পুরনো জমিতে অতিরিক্ত মূলধনের বিনিয়োগ প্রয়োজনীয় বর্ধিত সরবরাহটি উৎপাদন করার পক্ষে আর যথেষ্ট নয়। একটি ধরে নিলে, অন্যটি বাদ যায়। এটা সত্য যে, এখন কেউ বলতে পারেন : নিকৃষ্টতম জমি ক-এর খাজনাটাই হল পার্থক্যজনিত খাজনা—তা তুলনাটা করা হোক স্বয়ং মালিকের দ্বারা চাষ করা জমির প্রসঙ্গেই হোক (এটা অবশ্য ঘটে কেবল আপতিক ব্যতিক্রম হিসাবেই), কিংবা যেসব জমি কোনো খাজনা দেয় না সেই পুরনো ইজারা-জমিতে অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগের প্রসঙ্গেই হোক। যাই হোক, এটা হবে (১) এমন একটি পার্থক্যজনিত খাজনা যা বিভিন্ন বর্গের জমির মধ্যে পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হয় না এবং যা অতএব ধরে নেবে না যে **ক** জমি দেয় না কোনো খাজনা এবং তার ফসল বিক্রি হয় উৎপাদন-দামে. (২) এই যে ব্যাপার যে, একই জমিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ খাজনা দেয় কি দেয় না, সেটা এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে যেমন অবান্তর যে, ক শ্রেণীর যে-জমিটিকে চাষের আওতায় নেওয়া হবে সেটি খাজনা দেয় কিনা, তেমনি অবান্তর ধরুন, একটি নোতুন ও স্বতন্ত্র ম্যানুফ্যাকচারকারী কারবার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে একই শাখায় আরেক জন ম্যানুফ্যাকচারকারী বিনিয়োগ করে কিনা তার মূলধনেরএকটি অংশ সুদদায়ী কাগজে, কারণ সে তার সবটা বিনিয়োগ করতে পারে না তার ব্যবসায়ে, কিংবা সে এমন কিছু উন্নয়ন করে কিনা, যা তাকে পুরো মুনাফা দেয় না কিন্তু তবু যা দেয় তা সুদের চেয়ে বেশি। এর গুরুত্ব তার কাছে গৌণ। অন্য দিকে অতিরিক্ত নোতুন নোতুন প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই দেবে গড় মুনাফা এবং সংগঠিত হয় এই গড় মুনাফা পাবার আশাতেই। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে, পুরনো ইজারা-জমিগুলিতে মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগসমূহ এবং ক শ্রেণীর নোতুন জমি চাষ পরস্পরকে সংকুচিত করে। উৎপাদনের কম অনুকূল অবস্থায় একই ইজারা-জমিতে যে-সীমা পর্যন্ত অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করা যেতে পারে তা নির্ধারিত হয় ক জমিতে প্রতিযোগিতাশীল নোতুন নোতুন বিনিয়োগগুলির দ্বারা। অন্য দিকে, এই বর্গের জমি যে-খাজনা দিতে পারে, তা পুরনো ইজারা-জমিগুলিতে প্রতিযোগিতাশীল অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগ সমূহের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

কিন্তু এই সব সংশয়জনক কলাকৌশল সমস্যাটির সমাধান করে না, সরল ভাবে বললে, যে-সমস্যাটি এই : ধরুন শস্যের (যা এখানে বোঝায় সাধারণ ভাবে জমির সমস্ত উৎপন্ন) বাজার-দাম ক জমির কিছু অংশকে চাষের পরিধিভুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট এবং এই নোতুন ক্ষেতগুলিতে বিনিয়োজিত মূলধন ফিরিয়ে দিতে পারে উৎপাদন-দাম, অর্থাৎ প্রতিস্থাপন করতে পারে মূলধন যোগ গড় মুনাফা। অতএব ধরুন যে, ক জমিতে মূলধনের স্বাভাবিক সম্প্রসারণের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান। এটাই কি যথেষ্ট ? তা হলেই কি এই মূলধন সত্যি সত্যিই বিনিয়োগ করা যেতে পারে ? কিংবা বাজার-দর বৃদ্ধি পেতে হবে সেই পয়েন্ট পর্যন্ত, যেখানে এমনকি সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিটিও খাজনা দেয় ? অন্য ভাবে বললে, জমিদারের একচেটিয়া মালিকানা কি ব্যাহত করে মূলধনের বিনিয়োগ—বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা ঘটত না এই একচেটিয়া মালিকানার অবর্তমানে ? প্রশ্নটি যেমন ভাবে রাখা হয়েছে, তা থেকে অনুসরণ করে যে, যদি অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োজিত হয় পুরনো ইজারা-জমিতে যা উপস্থিত বাজার-দামে গড় মুনাফা দেয়, কিন্তু দেয় না কোনো খাজনা, এই ঘটনা থেকে কোনো মতেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না যে, মূলধন এখন ক জমিতে সত্যি সত্যিই বিনিয়োগ করা যায় কিনা, যা ও দেয় গড় মুনাফা কিন্তু দেয় না কোনো খাজনা। কিন্তু ঠিক এটাই তো আমাদের সামনে প্রশ্ন। খাজনা না-দায়ী মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগসমূহ যে চাহিদা পূরণ করে না—এই ঘটনা প্রমাণিত হয় ক-রকমের নোতুন জমিকে চাষের পরিধিভুক্তকরার আবশ্যকতা থেকে। মাত্র দুটি বিকল্পই সম্ভব যদি ক জমির অতিরিক্ত চাষ ঘটে কেবল যত দূর তা খাজনা দেয়, অর্থাৎ দেয় উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি। হয়, বাজার-দাম অবশ্যই হবে এই রকম যে পুরানো ইজারা-জমিগুলিতে এমনকি শেষতম অতিরিক্ত বিনিয়োগগুলিও দেয় উদ্বৃত্ত-মুনাফা, তা কৃষকের পকেটেই যাক বা জমিদারের পকেটেই যাক। দামে এই বৃদ্ধি এবং মূলধনের শেষতম বিনিয়োগগুলি থেকে এই উদ্বৃত্ত-মুনাফা তা হলে হবে এই ঘটনার ফলশ্রুতি যে, ক জমি চাষ করা যায় না খাজনা না দিলে। কারণ যদি উৎপাদন-দাম যথেষ্ট হত কেবল গড় মুনাফা-দায়ী চাষ শুরু করার পক্ষে, তা হলে দাম এত বেশি উঁচুতে উঠত না, এবং নোতুন জমিগুলি থেকে প্রতিযোগিতা তখনি অনুভব করা যেত, যখন সেগুলি দিত ঠিক এই উৎপাদন-দাম। খাজনা না-দায়ী পুরানো ইজারা-জমিগুলিতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ সমূহের সঙ্গে তখন প্রতিযোগিতা করবে ক জমির বিনিয়োগগুলি, যেগুলি অনুরূপ ভাবে খাজনা দেয় না। কিংবা পুরনো ইজারা-জমিগুলিতে সর্বশেষ বিনিয়োগসমূহ খাজনা দেয় না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাজার-দাম এখন যথেষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে সম্ভব হয়েছে ক জমির পক্ষ চাষের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং খাজনা দেওয়া। এখানে, কোনো খাজনা না-দায়ী অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছিল কেবল এই কারণে যে, ক জমি চাষ করা যায় না যে পর্যন্ত না বাজার-দাম এমন হয় যে তা খাজনা দিতে পারে। এই শর্ত ছাড়া, এর চাষ অনেক আগেই শুরু হত আরো নিচু দাম-মানে ; এবং পুরনো ইজারা-জমিগুলিতে ঐ পরবর্তী বিনিয়োগসমূহ, যেগুলির দরকার উঁচু দাম, যাতে করে সেগুলি দিতে পারে খাজনা ছাড়া গড় মুনাফা, সেই বিনিয়োগসমূহ ঘটত না। এটা সত্য যে,

উঁচু বাজার-দামটিতে তারা দেয় কেবল গড় মুনাফা। নিচু বাজার-দামে, যা—যখন থেকে ক জমি চাষের আওতায় আসত—তখন থেকে হত নিয়ন্ত্রক উৎপাদন-দাম, তারা তাই দিতে পারত না এই গড় মুনাফা, অর্থাৎ এবংবিধ অবস্থায় ঐ বিনিয়োগগুলি আদৌ হতই না। এই ভাবে ক থেকে প্রাপ্ত খাজনা বাস্তবিকই গঠন করত পার্থক্যজনিত খাজনা—পুরনো ইজারা-জমিতে খাজনা-না-দায়ী বিনিয়োগগুলির সঙ্গে তুলনায়। কিন্তু এই পার্থক্যজনিত খাজনা যে গঠিত হয় ক-এর জমিগুলিতে, সেটা কেবল এই ঘটনার ফলশ্রুতি যে, সেগুলি আদৌ চাষের জন্য পাওয়া যায় না, যদি না তারা খাজনা দেয়, এই খাজনার জন্য আবশ্যকতা আছে, যা নিজে নির্ধারিত হয় না জমির প্রকারে কোনো পার্থক্যের দ্বারা, এবং যা পুরনো ইজারা-জমিগুলিতে সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মূলধনের সম্ভাব্য বিনিয়োগের পথে প্রতিবন্ধক। যে কোনো ক্ষেত্রেই ক জমি থেকে খাজনা হবে না শস্য-দামে পার্থক্যের নিছক একটি ফলশ্রুতি, বরং উলটো এই যে ঘটনা যা, নিজের চাষ যাতে আদৌ সম্ভব হয়, তার জন্য নিকৃষ্টতম জমিকেও খাজনা দিতে হবে, সেটাই হবে শস্যের দামে সেই মাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবার কারণ, যেখানে এই শর্তটি পূর্ণ হতে পারে।

পার্থক্যজনিত খাজনার আছে এই বিশেষত্ব যে, ভূমিগত সম্পত্তি এখানে কেবল বাধা দেয় উদ্বৃত্ত মুনাফার গতিপথে যা অন্যথা বয়ে যেত কৃষকের পকেটে, এবং যাকে কৃষক সত্যি সত্যিই পকেটস্থ করতে পারত তার ইজারা চলাকালে, কয়েকটি বিশেষ অবস্থায়। ভূমিগত সম্পত্তি এখানে হচ্ছে পণ্য দামের একটি অংশকে - যার উদ্ভব ঘটে সম্পত্তিটির কোনো ভূমিকা ছাড়াই (বস্তুতঃ পক্ষে, এই ঘটনার কারণে যে উৎপাদন দাম, যা নিয়ন্ত্রণ করে বাজার-দাম, তা নির্ধারিত হয় প্রতিযোগিতার দ্বারা) এবং যা নিজেকে পর্যবসিত করে উদ্বৃত্ত-মুনাফায়—পণ্য-দামের এই অংশটিকে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে, ধনিক থেকে জমিদারকে হস্তান্তরিত করার কারণ। কিন্তু ভূমিগত সম্পত্তি সেই কারণটি নয় যেটি সৃষ্টি করে দামের এই অংশকে, কিংবা দামে এই বৃদ্ধিকে যার উপরে ভিত্তিশীল দামের এই অংশটি। অন্য দিকে, যদি নিকৃষ্টতম জমি ক-কে চাষ করা না যায়—যদিও এই চাষ থেকে পাওয়া যাবে উৎপাদন-দাম—যে পর্যন্ত না তা উৎপাদন করে উৎপাদন-দামের উপরে কিছু বাড়তি, অর্থাৎ খাজনা, তা হলে দামের **এই বৃদ্ধির** সৃজনশীল কারণ হল ভূমিগত সম্পত্তি। **ভূমিগত সম্পত্তি নিজেই সৃষ্টি করেছে খাজনা।** এই ঘটনা বদলে যায় না, যদি উল্লিখিত দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির মত, এখন ক জমির উপরে প্রদত্ত খাজনা গঠন করে পার্থক্যজনিত খাজনা—পুরনো ইজারা-জমিগুলিতে, যেগুলি দেয় কেবল উৎপাদন-দাম, সেগুলিতে সর্বশেষ মূলধন মূলধন-বিনিয়োগের সঙ্গে তুলনায়। ক জমি যে চাষ করা যায় না, যে-পর্যন্ত না নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দামটি এমন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতে ক থেকে খাজনা পাওয়া সম্ভব হয়—এই শর্ত, কেবল এই শর্তটাই এখানে এই ঘটনার ভিত্তি যে বাজার-দর এমন এক মাত্রায় ওঠে যে, যা পুরনো ইজারা-জমিতে সর্বশেষ বিনিয়োগগুলিকে সক্ষম করে, বস্তুতঃ পক্ষে কেবল তাদের উৎপাদন-দামটি দিতে, কিন্তু এমন একটি উৎপাদন-দাম, যা একই সঙ্গে ক জমির উপরে খাজনা দেয়। এই যে ঘটনা যে ক জমিকে আদৌ খাজনা দিতে হয়, এই ঘটনাটাই এ ক্ষেত্রে

ক জমি এবং পুরনো ইজারা-জমিতে সর্বশেষ বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্যজনিত খাজনার কারণ।

শস্যের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদন-দামের দ্বারা. এটা ধরে নিয়ে যখন, সাধারণ ভাবে, বলি যে, ক-জমি খাজনা দেয় না তখন আমরা খাজনা কথাটাকে তার সংজ্ঞাগত অর্থে বোঝাই। কৃষক যদি দেয় "ইজারা-টাকা" যা হচ্ছে তার শ্রমিকদের স্বাভাবিক মজুরি থেকে, কিংবা তার নিজেরই স্বাভাবিক গড় মুনাফা থেকে একটি বিয়োজন, তখন সে "খাজনা" দেয় না অর্থাৎ মজুরি ও মুনাফা থেকে পৃথক তার পণ্য-দামের একটি স্বতন্ত্র অংশ দেয় না। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এটা ক্রমাগত কার্যক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যত দূর পর্যন্ত কোনো দেশের কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি. সাধারণ ভাবে, মজুরির স্বাভাবিক মজুরিমানের চেয়ে অবদমিত, যার দরুন মজুরি থেকে একটি বিয়োজন, মজুরির একটি অংশ. সাধারণ ভাবে, প্রবেশ করে খাজনার মধ্যে, সেটা নিকৃষ্টতম জমি কর্ষণকারী কৃষকের পক্ষে একটি ব্যতিক্রমমূলক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে না। যে উৎপাদন-দাম নিকৃষ্টতম জমির চাষ সম্ভব করে. সেই একই দামে এই নিচু মজুরিগুলি সঙ্গে সঙ্গে গঠন করে একটি অঙ্গগঠক উপাদান, এবং উৎপাদন-দামে উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয় তাই এই জমির কর্ষণকারী কৃষককে সক্ষম করে না খাজনা দিতে। জমিদার তার জমি কোনো কৃষককেও ইজারা দিতে পারে, যে খুশি হয়ে জমিদারকে দিয়ে দিতে পারে, খাজনার আকারে, মজুরির উপরে বাড়তি হিসাবে বিক্রয়-দামে সে যা কিছু উপলব্ধ করে তার সবটাই বা তার বৃহত্তম অংশটাই। এই সব ক্ষেত্রে অবশ্য, কোনো সত্যিকারের খাজানা দেওয়া হয় না. যদিও এটা ঘটনা যে ইজারার টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু যেখানেই অবস্থাগুলি মিলে যায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অধীন অবস্থাগুলির সঙ্গে, সেখানে খাজনা এবং ইজারাবাবদ টাকাও অবশ্যই মিলে যাবে। তবু ঠিক এই স্বাভাবিক অবস্থাটাই এখানে বিশ্লেষণ করতে হবে।

যেহেতু এমনকি উপরে বিবেচিত ক্ষেত্রগুলি যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনে, জমিতে মূলধনের বিনিয়োগ ঘটতে পারে কোনো খাজনার জন্য না দিয়েই— সেগুলিও আমাদের সমস্যা সমাধানে কোনো সাহায্য করে না, সেই হেতু ঔপনিবেশিক অবস্থাবলী সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি এ ব্যাপারে সাহায্য করে আরো ঢের কম। একটি উপনিবেশকে উপনিবেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার মাপকাঠি--আমরা এখানে কেবল সত্যিকারের কৃষি-উপনিবেশগুলির কথাই উল্লেখ করছি—কেবল প্রাকৃতির অবস্থায় স্থিত উর্বর জমির উপস্থিত বিশাল এলাকাটাই নয়। মাপকাঠিটি বরং এই অবস্থাটি যে, এই জমি এখনো আত্মীকৃত হয়নি, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনস্থ হয়নি। এখানেই, জমি নিয়ে, বিরাট পার্থক্য—পুরনো দেশগুলি এবং উপনিবেশগুলির মধ্যে : ভূমিগত সম্পত্তির আইনগত বা বাস্তব অনস্তিত্ব, যে মন্তব্য সঠিক ভাবেই করেছেন ওয়েকফিল্ড৩৫, এবং যেটা ফিজিও ক্র্যাট মিরারো *Pere*, এবং অন্যান্য প্রবীণ অর্থনীতিবিদেরা তাঁর অনেক আগেই আবিষ্কার করেছিলেন। এটা এখানে একেবারেই গুরুত্বহীন যে উপনিবেশ-স্থাপনকারীরা কেবল জমিটাকে আত্মসাৎ করে কিনা, কিংবা জমিটার উপরে বৈধ আইনগত অধিকার বাবদে জমির নামমাত্র দাম হিসাব একটা মাশুল ('ফী') রাষ্ট্রকে দেয় কিনা।

এটাও গুরুত্বহীন যে, ইতিপূর্বেই যে উপনিবেশবাসীরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছে, তারা ঐ জমির আইনগত মালিক কিনা। বস্তুতঃ ভূমিগত সম্পত্তি এখানে মূলধন বিনিয়োগের পথে, এবং মূলধন ছাড়া শ্রম-বিনিয়োগের পথেও, কোনো প্রতি-বন্ধক সৃষ্টি করে না ; উপনিবেশবাসীদের দ্বারা ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত কিছু কিছু জমির উপরে স্বত্বাধিকার নবাগতদের নিবারণ করে না নোতুন জমিতে তাদের মূলধন ও তাদের শ্রম নিয়োগ করা থেকে। সুতরাং যখন আবশ্যক হয় জমির উৎপন্নের উপরে ও খাজনার উপরে ভূমিগত সম্পত্তির প্রভাব সম্পর্কে সন্ধানকার্য চালানো—সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে ভূমিগত সম্পত্তি জমিকে সংকুচিত করে দেয় মূলধন বিনি-য়োগের ক্ষেত্র হিসাবে—তখন স্বাধীন বুর্জোয়া উপনিবেশগুলির কথা বলা, যেখানে কৃষিকাজে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি বা তদনুযায়ী ভূমিগত সম্পত্তি কোনোটাই নেই, সেগুলির কথা বলা একেবারেই আজগুবি—কেননা এই প্রভাব সেখানে থাকে না। যেমন রিকার্ডো তাঁর ভূমি-খাজনা সংক্রান্ত অধ্যায়ে করেছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, তাঁর অভিপ্রায় হচ্ছে জমির উৎপন্নের মূল্যের উপরে জমি আত্মসাৎ করার প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান করবেন এবং তার পরে তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে সরাসরি গ্রহণ করেন উপনিবেশগুলিকে, যার মাধ্যমে তিনি ধরে নেন যে, জমি আছে আপেক্ষিক ভাবে একটি প্রাথমিক রূপে এবং তার শোষণ সীমায়িত হয় না, ভূমিগত-সম্পত্তির একচেটিয়া মালিকানার দ্বারা।

জমির নিছক আইনগত মালিকানা মালিকের জন্য সৃষ্টি করে না কোনো ভূমি-খাজনা। কিন্তু তা বাস্তবিকই তাকে দান করে শোষণ থেকে তার জমিকে তুলে নেবার ক্ষমতা যে পর্যন্ত না অর্থনৈতিক অবস্থাবলী তাকে সুযোগ দেয় তার জমিকে এমনভাবে ব্যবহার করার, যাতে করে সে পায় একটি উদ্বৃত্ত, তা সেই উদ্বৃত্তটা কৃষিকার্যের জন্যই ব্যবহৃত হোক কিংবা উৎপাদনের অন্যান্য কাজের জন্য যেমন বাড়ি-ঘর ইত্যাদির জন্যই ব্যবহৃত হোক। সে এই ক্ষেত্রটির অনাপেক্ষিক আয়তনকে বাড়াতে বা কমাতে পারে না, কিন্তু বাজারে উপস্থাপিত জমির পরিমাণকে সে পরিবর্তন করতে পারে। অতএব, যে কথা ফ্যারিয়ের আগেই বলেছেন, সমস্ত সভ্য দেশেই এটা একটি বৈশিষ্ট্যসূচক ঘটনা যে, তুলনামূলক ভাবে জমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশই থাকে অকর্ষিত।

অতএব যদি ধরে নেওয়া যায় যে, চাহিদার প্রয়োজনে চাই নোতুন জমির চাষ, যার মাটি এত দিনকার চাষ-করা জমির চেয়ে কম উর্বর—তা হলে জমিদার কি তা মাগনা ইজারা দেবে, মাত্র এই কারণে যে জমিটার উৎপন্নের বাজার-দাম এমন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তা কৃষককে ফিরিয়ে দিতে পারে উৎপাদনের দাম এবং তার মাধ্যমে, এই জমিতে তার বিনিয়োগের উপরে স্বাভাবিক মুনাফা? কোনো ক্রমেই না। মূলধনের বিনিয়োগ তাকে অবশ্যই দেবে খাজনা। সে তার জমি ইজারা দেয় না যে পর্যন্ত না তাকে তার বাবদে দেওয়া যায় ইজারা-টাকা। সুতরাং, বাজার-দাম অবশ্যই উঠবে এমন এক বিন্দুতে যা উৎপাদন-দামের উপরে

অর্থাৎ উঠবে দ+জ-এ, যাতে করে জমিদারকে খাজনা দেওয়া যায়। যেহেতু আমাদের এই ধৃত-ধারণাটি অনুসারে, যে, ভূমিগত সম্পত্তি কিছুই দেয় না, যদি না তা ইজারা দেওয়া হয়, হচ্ছে অর্থনীতির দিক থেকে মূল্যহীন যে পর্যন্ত তা ইজারা না দেওয়া হয়েছে সেই হেতু উৎপাদন-দামের উপরে বাজার-দামে সামান্য বৃদ্ধিই যথেষ্ট হয় নিকৃষ্টতম মানের জমিকে বাজারে আনবার পক্ষে।

এখন ওঠে এই প্রশ্নটি : এই যে ঘটনা যে, উর্বরতাজনিত পার্থক্য থেকে যে-ভূমি-খাজনা পাওয়া যায় না, তা দেয় নিকৃষ্টতম জমি—এ থেকে কি এটা অনুসরণ করে যে, জমিটির উৎপন্নের দাম আবশ্যিক ভাবেই চলতি অর্থে একটি একচেটিয়া দাম, কিংবা এমন একটি দাম যার মধ্যে খাজনা প্রবেশ করে ট্যাক্সের মত—একমাত্র পার্থক্য এই যে রাষ্ট্রের পরিবর্তে এটা আদায় করে জমিদার? বলার অপেক্ষা রাখে না, এই ট্যাক্সের আছে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সীমা। এটা সীমাবদ্ধ পুরনো ইজারা জমিগুলিতে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা, বিদেশ থেকে আগত জমির উৎপন্নসমূহের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার দ্বারা—ধরে নেওয়া হচ্ছে যে তাদের আমদানির উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, জমিদারদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা এবং সর্বশেষে, পরিভোক্তাদের প্রয়োজন এবং তাদের ক্রয়-ক্ষমতার দ্বারা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এটা নয়। পয়েন্টটা এই যে, নিকৃষ্টতম জমির বাবদে প্রদত্ত খাজনা এই জমির উৎপন্নের দামে প্রবেশ করে কি না—আমাদের ধারণা অনুসারে যে-দামটি নিয়ন্ত্রণ করে বাজার-দাম—সেই একই ভাবে যেমন করে পণ্যের উপরে আরোপিত ট্যাক্স প্রবেশ করে তার দামের মধ্যে অর্থাৎ এমন একটি উপাদান হিসাবে, যা উক্ত পণ্যের মূল্য থেকে নিরপেক্ষ।

কোনো ক্রমেই এটা আবশ্যিক ভাবে অনুসরণ করে না এবং এই যে ঘোষণা যে এটা আবশ্যিক ভাবেই অনুসরণ করে, এটা করা হয়েছে কেবল এই কারণে যে, পণ্য-সমূহের মূল্য এবং তাদের উৎপাদন-দামের মধ্যে পার্থক্যটা এতকাল বোধগম্য হয়নি। আমরা দেখেছি যে একটি পণ্যের দাম আদৌ তার মূল্যের সঙ্গে অভিন্ন নয়, যদিও পণ্যসমূহের উৎপাদন-দামগুলিকে সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে নিয়ন্ত্রিত হয় কেবল তাদের মোট মূল্যের দ্বারাই এবং যদিও বিভিন্ন প্রকারের পণ্যের উৎপাদন-দামগুলির গতিবিধি, বাকি সবকিছু সমান থাকলে নির্ধারিত হয় একান্ত ভাবেই তাদের মূল্যসমূহের গতিবিধির দ্বারা। এটা আগে দেখানো হয়েছে যে, একটি পণ্যের উৎপাদন-দাম তার মূল্যের বেশি বা কম হতে পারে এবং তা মূল্যের সঙ্গে মিলে যায় কেবল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে। অতএব, এই যে ঘটনা যে, জমির উৎপন্নসমূহ বিক্রি হয় তাদের উৎপাদন-দামের বেশিতে, তা মোটেই প্রমাণ করে না যে তারা বিক্রি হয় তাদের মূল্যের বেশিতে; ঠিক যেমন এই ঘটনাটি যে শিল্পের উৎপন্নসমূহ, গড়ে, বিক্রি হয় তাদের উৎপাদন-দামে, সেটি প্রমাণ করে না যে তার বিক্রি হয় তাদের মূল্যে। কৃষি-উৎপন্নসমূহের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব যে সেগুলি বিক্রি হয় তাদের উৎপাদন-দামের বেশিতে কিন্তু তাদের মূল্যের কমে; অন্য দিকে অনেক শিল্পোৎপন্ন

উৎপাদন-দাম দেয় কেবল এই কারণে যে সেগুলি বিক্রি হয় তাদের মূল্যের বেশিতে।

পণ্যের মূল্যের সঙ্গে তার উৎপাদন-দামের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় মূলধনের স্থির অংশের সঙ্গে তার অস্থির অংশের, যা দিয়ে পণ্যটি উৎপাদিত হয়, তার অনুপাতটির দ্বারা, কিংবা উৎপাদনকারী মূলধনের অবয়বগত গঠনটির দ্বারা। যদি কোনো একটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে মূলধনের এই গঠন গড় সামাজিক মূলধনের গঠনের চেয়ে নিম্নতর হয়, অর্থাৎ যদি অস্থির অংশটি অর্থাৎ যেটি ব্যবহৃত হয় মজুরি দেবার জন্য, সেটি, শ্রমের বাস্তব অবস্থাসমূহের জন্য ব্যবহৃত স্থির অংশটির সঙ্গে তার তুলনায় বৃহত্তর হয়—গড় সামাজিক মূলধনের ক্ষেত্রে যা হয় তার তুলনায়, তাহলে তার উৎপন্নের মূল্য অবশ্যই উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি। অন্য ভাবে বললে, যেহেতু এই মূলধন নিয়োগ করে অধিকতর জীবন্ত শ্রম; সেই হেতু তা উৎপাদন করে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং অতএব, সামাজিক গড় মূলধনের একটি সম-পরিমাণ বৃহৎ একাংশের তুলনায় অধিকতর মুনাফা—যদি ধরে নেওয়া হয় শ্রমের সমান শোষণ। সুতরাং তার উৎপন্নের মূল্য হয় উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি, কারণ এই উৎপাদন-দামটি হচ্ছে সমান সমান মূলধন প্রতিস্থাপন যোগ গড় মুনাফা এবং গড় মুনাফা হচ্ছে এই পণ্যটিতে উৎপাদিত মুনাফার চেয়ে কম। গড় সামাজিক মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য এই নিম্নতর গঠনের একটি মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যটির চেয়ে কম। ব্যাপারটা হয় বিপরীত যখন উৎপাদনের কোনো একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধন হয় সামাজিক গড় মূলধনের চেয়ে উচ্চতর গঠন-সম্পন্ন। তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্য থাকে তাদের উৎপাদন-দামের চেয়ে নিচুতে; সর্বাধিক বিকশিত শিল্পগুলির উৎপন্নসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই ব্যাপারটাই ঘটে।

উৎপাদনের কোনো একটি ক্ষেত্রে যদি মূলধন হয় গড় সামাজিক মূলধনের চেয়ে নিম্নতর গঠন-সম্পন্ন, তাহলে এটা, প্রথমতঃ, কেবল এই কথাটাই ভিন্নভাবে বলা যে, উৎপাদনের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা গড়ের চেয়ে কম; কেননা উৎপাদনশীলতার উপনীত মানটি প্রকাশ পায় অস্থির মূলধনের উপরে স্থির মূলধনের প্রাধান্যের মধ্যে কিংবা উপস্থিত মূলধনটির ক্ষেত্রে, মজুরি বাবদ প্রদত্ত অংশটির ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্তির মধ্যে। অন্য দিকে, যদি উৎপাদনের কোনো একটি ক্ষেত্রে, মূলধন হয় উচ্চতর গঠন-সম্পন্ন, তাহলে তা প্রতিফলিত করে উৎপাদনশীলতার এমন একটি বিকাশ যা গড়ের চেয়ে উপরে।

সত্যিকারের কলাকৃতি-সমূহের বিচার-বিবেচনা তাদের স্ব-প্রকৃতির কারণেই আমাদের আলোচনার বাইরে; সেগুলিকে বাদ দিয়ে রাখলে এটা, অধিকন্তু, সুস্পষ্ট যে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের আবশ্যক হয়, তাদের বিশেষ বিশেষ কারিগরি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্থির এবং অস্থির মূলধনের ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত এবং জীবন্ত শ্রম অবশ্যই গ্রহণ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম, ভূমিকা। দৃষ্টান্ত হিসাবে, আহরণমূলক শিল্পগুলিতে, যেগুলিকে

অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে কৃষিকার্য থেকে স্থির মূলধনের উপাদান হিসাবে কাঁচামাল সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত এবং এমনকি সহায়ক সামগ্রীও কদাচিৎ গ্রহণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তৎসত্ত্বেও এখানেও অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনাক্রমে স্থির মূলধনের আপেক্ষিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে।

যদি যথার্থ কৃষিকার্যে মূলধনের গঠন গড় সামাজিক মূলধনের চেয়ে নিম্নতর হয়, তাহলে স্পষ্টতই তা প্রকাশ করে এই ঘটনা যে বিকশিত উৎপাদন-সমন্বিত দেশগুলিতে কৃষিকার্য 'প্রেসেসিং' শিল্পগুলির মত একই মাত্রায় অগ্রসর হয়নি। বাকি সমস্ত কারণগুলি বাদ দিলে, যেগুলির মধ্যে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক কারণগুলিও আছে, এই ঘটনাটাকে ব্যাখ্যা করা যায় অংশতঃ, যান্ত্রিক বিজ্ঞানসমূহের অগ্রবর্তী ও অধিকতর দ্রুতগতি বিকাশের দ্বারা এবং বিশেষ করে তাদের প্রয়োগের দ্বারা এবং অংশতঃ রসায়ন-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা এবং শারীর-বিদ্যার খুব সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং কৃষিকার্যে এগুলির প্রয়োগের দ্বারা। প্রসঙ্গ-ক্রমে, এটা একটি সংশয়াতীত ও দীর্ঘ পরিজ্ঞাত ঘটনা[১] যে, খোদ কৃষিকাজের নিজেরই অগ্রগতি প্রকাশ পায়, অস্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায়, স্থির মূলধনের আপেক্ষিক বৃদ্ধিলাভে যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বিরাজ করে এমন একটি বিশেষ দেশে যেমন ইংল্যাণ্ডে কৃষি-মূলধনের গঠন গড় সামাজিক মূলধনের গঠনের চেয়ে নিম্নতর কিনা, তা এমন একটি প্রশ্ন, যার মীমাংসা হতে পারে কেবল পরিসংখ্যানগত ভাবে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে তার মধ্যে সবিস্তারে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। যাই হোক, এটা তত্ত্বগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, কৃষি-উৎপন্নসমূহের মূল্য তাদের উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি হতে পারে কেবল এই পূর্ব-ধারণাটির ভিত্তিতেই। অন্য ভাবে বললে, কৃষিতে একটি বিশেষ আকারের মূলধন উৎপাদন করে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য কিংবা যার মানে দাঁড়ায় একই, গতিশীল করে এবং পরিচালনা করে অধিকতর উদ্বৃত্ত-শ্রম (এবং সেই সঙ্গে নিয়োগ করে সাধারণ ভাবে অধিকতর জীবন্ত শ্রম) গড় সামাজিক গঠন-সমন্বিত একই, আকারের মূলধনের চেয়ে।

এই পূর্ব-ধারণাটি তাহলে সেই ধরনের খাজনার পক্ষে যথেষ্ট, যা আমরা এখানে বিশ্লেষণ করছি এবং যা পাওয়া যেতে পারে কেবল ততকাল যতকাল এই ধারণাটি কার্যকরী থাকে। যখনি আর এই ধারণাটি আর কার্যকরী থাকে না, তদনুযায়ী খাজনার ধরণটিও আর কার্যকরী থাকে না।

যাই হোক, তাদের উৎপাদন-দামের উপরে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্যে একটি

১। দ্রষ্টব্য: Dombasle [*Annales agricoles de Roville, ou Melanges d' agriculture d' economie rurale et de legislation agricole,* Paris, 1824-37—Ed.] এবং R. Jones [*An Essay on the Distribution of Wealth and on the Sources of Taxation,* Part *I, Rent,* London, 1831, P. 227—Ed.]

বাড়তির অস্তিত্বই কেবল একটি ভূমি-খাজনার অস্তিত্ব ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়. যে খাজনা হবে বিভিন্ন রকমের জমির উর্বরতা এবং একই জমিতে পরপর মূলধন বিনিয়োগে পার্থক্য থেকে নিরপেক্ষ—এমন একটি খাজনা সংক্ষেপে, যাকে ধারণাগত দিক থেকে পার্থক্য করতে হবে পার্থক্যজনিত খাজনা থেকে এবং এই কারণে যাকে আমরা বলতে পারি **অনাপেক্ষিক খাজনা**। ম্যানুফ্যাকচার-কৃত বেশ কিছু সংখ্যক দ্রব্য এই ঘটনার দ্বারা বিশেষিত যে, তাদের মূল্য তাদের উৎপাদন দামের চেয়ে বেশি যার ফলে তারা দেয় না গড় মুনাফার উপরে কোনো বাড়তি, বা উদ্বৃত্ত মুনাফা, যাকে রূপান্তরিত করা যেত খাজনায়। উলটো, উৎপাদনের দাম এবং তার দ্বারা সূচিত মুনাফার সাধারণ হারের অস্তিত্ব ও ধারণা দাঁড়িয়ে আছে এই ঘটনার উপরে যে, একক পণ্যগুলি বিক্রি হয না সেগুলির মূল্যে। উৎপাদনের দামগুলির উদ্ভব ঘটে পণ্যসমূহের মূল্যগুলির সমীভবন থেকে। উৎপাদনের নানান ক্ষেত্রে পরিভুক্ত মূলধন-মূল্যগুলিকে যথাক্রমে প্রতিস্থাপন করার পরে, তা বণ্টন করে দেয় সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্য—উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদিত এবং এই ভাবে তাদের পণ্যসমূহে অন্তর্ভুক্ত পরিমাণের অনুপাতে নয়, বরং অগ্রিমদত্ত মূলধনগুলির অনুপাতে। কেবল এই ভাবেই উদ্ভব ঘটে, মুনাফা এবং উৎপাদন দামের যার বৈশিষ্ট্যগত উপাদান হচ্ছে প্রথমোক্তটি। মূলধনগুলির চিরন্তন প্রবণতা হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূলধনের বণ্টনে এই সমীকরণ সাধন করা এবং এই সমীকরণের পথে সমস্ত বাধা আতিক্রম করা। অতএব, তাদের প্রবণতা হচ্ছে কেবল এই ধরনের উদ্বৃত্ত মুনাফাকে সহ্য করা, যার উদ্ভব ঘটে সর্ব অবস্থায় পণ্যের উৎপাদন-দাম এবং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য থেকে নয়, বরং বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ উৎপাদন-দাম এবং তা থেকে ভিন্নতর একক উৎপাদন দামের মধ্যে পার্থক্য থেকে ; সুতরাং কোনো একটি উৎপাদন ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে—দুটি, উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে নয়—যে উদ্বৃত্ত মুনাফার উদ্ভব ঘটে. এবং অতএব বিবিধ ক্ষেত্রের সাধারণ উৎপাদন-দামগুলির অর্থাৎ সাধারণ মুনাফা-হারকে পরিবর্তিত করে না বরং ধরে নেয় আগে থেকে উৎপাদন-দামে মূল্যের রূপান্তর এবং একটি সাধারণ মুনাফা-হার। এই ধরে নেওয়াটা অবশ্য, দাঁড়িয়ে আছে, যে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বিবিধ উৎপাদন ক্ষেত্রের মোট সামাজিক মূলধনের নিরন্তর পরিবর্তনশীল আনুপাতিক বণ্টনের উপরে, মূলধনসমূহের নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহের উপরে। এক ক্ষেত্র থেকে তাদের আরেক ক্ষেত্রে স্থানান্তরের উপরে, এক কথায়, বিবিধ উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের অবাধ চলাচলের উপরে যে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি প্রতিনিধিত্ব করে মোট সামাজিক মূলধনের স্বতন্ত্র অংশ সমূহের জন্য প্রাপ্তব্য এতগুলি বিনিয়োগ ক্ষেত্রের। এ ক্ষেত্রে পূর্ব-ধৃতি এই-যে. কোন বাধাই হস্তক্ষেপ করে না, কিংবা মাত্র একটি আপতিক ও সাময়িক বাধাই হস্তক্ষেপ করে, মূলধনগুলির প্রতিযোগিতায়—দৃষ্টান্ত হিসাবে এমন একটি উৎপাদন ক্ষেত্রে, যেখানে পণ্য মূল্যসমূহ উৎপাদন-দামগুলির চেয়ে উচ্চতর কিংবা

যেখানে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য ছাড়িয়ে যায় গড় মুনাফাকে—মূল্যকে উৎপাদন-দামে নামিয়ে আনার জন্য এবং এই ভাবে এই উৎপাদন ক্ষেত্রটির বাড়তি উদ্বৃত্ত মূল্যকে মূলধনের দ্বারা শোষিত সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্য। কিন্তু যদি উলটোটা ঘটে, যদি মূলধন মুখোমুখি হয় একটি বহিরাগত শক্তির সঙ্গে, যাকে সে কেবল আংশিক ভাবেই অতিক্রম করতে পারে, কিংবা আদৌ পারে না। এবং যা সীমিত করে দেয় তার বিনিয়োগকে বা অংশতঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে কেবল এমন এমন অবস্থায় তাকে প্রবেশ করতে দেয়, যেগুলি সম্পূর্ণতঃ খারিজ করে দেয় একটি গড় মুনাফায় উদ্বৃত্ত মূল্যের সাধারণ সমীকরণ, তা হলে এটা সুস্পষ্ট যে, এই ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন-দামের উপরে পণ্য-মূল্যের বাড়তিটি উদ্ভব ঘটাবে একটি উদ্বৃত্ত মুনাফার যাকে রূপান্তরিত করা যায় খাজনায় এবং এই কারণে করা যায় মুনাফা থেকে নিরপেক্ষ। এই ধরনের একটি বহিরাগত শক্তি এবং বাধা উপস্থিত করে ভূমিগত সম্পত্তি, যখন তা মুখোমুখি হয় মূলধনের সঙ্গে জমিতে বিনিয়োগের জন্য তার প্রচেষ্টায়; এই শক্তিই হচ্ছে ধনিকের প্রতিপ্রেক্ষিতে জমিদার।

ভূমিগত সম্পত্তিই হচ্ছে এখানে সেই বাধা যা, এতাবৎ কাল ধরে যে-জমি চাষ করা হয়নি বা ভাড়া দেওয়া হয়নি, সেই জমিতে কোনো নোতুন মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ দেয় না—একটা ট্যাক্স না চাপিয়ে, অন্য ভাবে বললে, একটা খাজনা না দাবি করে, যদি যে-জমিকে নোতুন চাষের আওতায় আনতে হবে, সেটা হতে পারে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যা দেয় না কোনো পার্থক্যজনিত খাজনা এবং যা ভূমিগত সম্পত্তি বাদ না সাধলে, চাষ করা যেত বাজার দামে এমনকি সামান্য একটি বৃদ্ধি ঘটলেও যাতে করে নিয়ন্ত্রণকারী দামটি এই নিকৃষ্টতম জমির চাষীর জন্য যোগাতে পারত একমাত্র তার উৎপাদন-দামটি। কিন্তু ভূমিগত সম্পত্তির দ্বারা তৈরি করা বাধাটির দরুন, বাজার-দামটা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এমন এক মানে যেখানে জমি দিতে পারে উৎপাদন দামের উপরে একটি উদ্বৃত্ত, অর্থাৎ দিতে পারে একটি খাজনা। যাই হোক, যেহেতু কৃষি মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্য তাদের উৎপাদন দামের চেয়ে বেশি। সেই হেতু, আমাদের ধৃত-ধারণা অনুসারে, এই খাজনা (একটি মাত্র ক্ষেত্র বাদে, যেটি আমরা এখনি আলোচনা করব) গঠন করে উৎপাদন-দামের উপর মূল্যের বাড়তিটি বা তার একটি অংশ। খাজনা-মূল্য এবং উৎপাদন-দামের মধ্যেকার সমগ্র পার্থক্যটির কিংবা তার একটি বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অংশের সমান হয় কিনা, তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে যোগান এবং চাহিদার মধ্যে সম্পর্কের উপরে এবং চাষের আওতায় নোতুন অন্তর্ভুক্ত জমির এলাকার উপরে। যতক্ষণ না খাজনা কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন দামের উপরে তাদের মূল্যের বাড়তি অংশটির সমান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাড়তি অংশটির একটি ভাগ সব সময়েই প্রবেশ করে বিবিধ একক মূলধনগুলির মধ্যে সমস্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের সমীকরণ এবং আনুপাতিক বণ্টনের মধ্যে। যখনি খাজনা উৎপাদন দামের উপরে মূল্যের এই বাড়তিটির সমান হয়ে যায়, তখনি গড় মুনাফার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের

এই গোটা অংশটি তুলে নেওয়া হবে সমীকরণ থেকে। কিন্তু এই অনাপেক্ষিক খাজনা উৎপাদন দামের উপরে মূল্যের গোটা বাড়তিটির, কিংবা তার একটি অংশ মাত্রের সমান হয়, কৃষিজাত দ্রব্যগুলি সর্বদাই বিক্রি হবে একটি একচেটিয়া দামে এই কারণে নয় যে তাদের দাম তাদের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়, এবং এই কারণে যে তা তাদের মূল্যের সমান হয়, কিংবা এই কারণে যে, তাদের দাম তাদের মূল্যের চেয়ে নিম্নতর কিন্তু তাদের উৎপাদন দামের চেয়ে উচ্চতর। তাদের একচেটিয়া স্থিতি তৈরি হবে এই ঘটনা দিয়ে যে, অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যাদি, যেগুলির মূল্য সেগুলির সাধারণ উৎপাদন-দামের চেয়ে বেশি সেগুলির মত, তাদের সমান করে দেওয়া যায় না উৎপাদন-দামের সঙ্গে। যেহেতু মূল্যের এবং উৎপাদন দামেরও, একটি অংশ সত্যি সত্যিই একটি নির্দিষ্ট স্থির রাশি, যথা ব্যয়-দাম, যা প্রতিনিধিত্ব করে উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের = ব-এর, সেই হেতু তাদের পার্থক্য হয় অন্যটিতে, অস্থির অংশটিতে, উদ্বৃত্ত মূল্যটিতে, যা সমান হয় উৎপাদন দামে, ল, মানে মুনাফার সঙ্গে অর্থাৎ যা সমান হয় মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে—যে উদ্বৃত্ত মূল্য গণনা করা হয় সামাজিক মূলধনের উপরে এবং সামাজিক মূলধনের একাংশ হিসাবে প্রত্যেকটি একক মূলধনের উপরে কিন্তু যা পণ্যসমূহের মূল্যে সমান হয় এই বিশেষ মূলধনটি দ্বারা সৃষ্ট সত্যিকারের উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে এবং গঠন করে এই মূলধনের দ্বারা সৃষ্ট পণ্য-মূল্যসমূহের একটি অঙ্গাঙ্গী অংশ। যদি পণ্যসমূহের মূল্য তাদের উৎপাদন দামের চেয়ে বেশি হয়, তা হলে উৎপাদন-দাম = ব + দ, এবং মূল্য = ব + দ + য, যাতে করে দ + য = তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং মূল্য এবং উৎপাদন-দামের মধ্যে পার্থক্য = য, মুনাফার সাধারণ হারের দ্বারা তার জন্য বরাদ্দ উদ্বৃত্ত মূল্যের উপরে এই মূলধনের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যের বাড়তি অংশ। এ থেকে অনুসরণ করে যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদির দাম তাদের উৎপাদন দামের চেয়ে উর্ধ্বে থাকতে পারে তাদের মূল্যে উপনীত না হয়ে। এ থেকে আরো অনুসরণ করে যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদির দামে একটি স্থায়ী বৃদ্ধি একটা বিন্দু অবধি ঘটতে পারে তাদের দাম তাদের মূল্যে উপনীত হবার আগে। অনুরূপ ভাবে এ থেকে আরো অনুসরণ করে যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন দামের উপরে তাদের মূল্যে যে বাড়তি, তাই পরিণত হতে পারে তাদের সাধারণ বাজার দামের একটি নির্ধারক উপাদানে—সম্পূর্ণ ভাবে ভূমিগত সম্পত্তিতে একচেটিয়া মালিকানার ফলশ্রুতি হিসাবে। সবশেষে, এটা অনুসরণ করে যে, এ ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের দামে যে বৃদ্ধি ঘটে, তা খাজনার কারণ নয়, বরং খাজনাই হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি ঘটার কারণ। যদি নিকৃষ্টতম জমির এক একক এলাকা থেকে উৎপন্নের দাম = দ + জ, তা হলে সমস্ত পার্থক্যজনিত খাজনা বৃদ্ধি পাবে জ-এর তদনুযায়ী গুণিতকের হিসাবে কেননা ধৃত-ধারণাটি এই যে দ + জ = পরিণত হয় নিয়ন্ত্রক বাজার-দামে।

যদি অ-কৃষি সামাজিক মূলধনের গড় গঠন হত = ৮৫ স + ১৫ অ, এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হত = ১০০%, তা হলে উৎপাদন দাম হত = ১১৫। যদি কৃষি মূলধনের

গঠন হত=^{৭৫}স+^{২৫}অ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হত একই, তা হল কৃষিজাত দ্রব্যটির মূল্য এবং নিয়ন্ত্রক বাজার দাম হত=১২৫। যদি কৃষিজাত এবং অ-কৃষিজাত দ্রব্যকে সমীকৃত করতে হত একই গড় দামে (সংক্ষেপ করার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি উৎপাদনের দুটি শাখাতেই মোট মূলধন সমান)। তা হলে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য হত=৪০, বা ২০%—২০০ পরিমাণ মূলধনের উপরে। যেমন একটির উৎপন্ন, তেমন অন্যটিরও উৎপন্ন. বিক্রি হত ১২০-তে। উৎপাদনের দামসমূহে সমীকরণে, অ-কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের গড় বাজার দামগুলি থাকত তাদের মূল্যের নীচে যদি কৃষিজাত দ্রব্যগুলি বিক্রি হত তাদের পূর্ণ মূল্যে, তা হলে তারা হত ৫ বেশি আর শিল্পজাত দ্রব্যগুলি হত ৫ কম—সমীকরণে তারা যা হত, তার তুলনায়। যদি বাজারের অবস্থা এমন হয় যে কৃষিজাত দ্রব্যগুলির বিক্রয় তাদের পূর্ণ মূল্যে, উৎপাদন দামের উপরে পূর্ণ উদ্বৃত্তে, সম্ভব নয়, তা হলে ফলটা থাকে দুটি চরম বিন্দুর মাঝামাঝি ; শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বিক্রি হয় তাদের মূল্যের কিছুটা বেশিতে এবং কৃষিজাত দ্রব্যগুলি তাদের উৎপাদন দামের কিছুটা বেশিতে।

যদিও ভূমিগত সম্পত্তি কৃষি-উৎপন্নের দামকে তার উৎপাদন-দামের উপরে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু কোন্ মাত্রায় বাজার দাম ছাড়িয়ে যায় উৎপাদন দামকে এবং কাছাকাছি হয় মূল্যের, এবং অতএব, কোন মাত্রায় কৃষিতে গড় দামের উপরে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য, হয়, খাজনায় রূপান্তরিত হবে, নয়ত, উদ্বৃত্ত মূল্যের গড় মুনাফায় সাধারণ সমীকরণে প্রবেশ করবে, তা এর উপরে নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে বাজারের সাধারণ অবস্থার উপরে। যাই হোক, উৎপাদন দামের উপরে মূল্যের বাড়তি থেকে উদ্ভূত এই অনাপেক্ষিক খাজনাটি কৃষিগত উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি অংশ ছাড়া, এই উদ্বৃত্ত মূল্যের খাজনায় রূপান্তরণে ছাড়া, কিছু নয়—যা লুণ্ঠিত হয় জমিদারের দ্বারা , ঠিক যেমন পার্থক্যজনিত খাজনা উদ্ভূত হয় উদ্বৃত্ত মুনাফার খাজনায় রূপান্তরণ থেকে, এবং লুণ্ঠিত হয় জমিদারের দ্বারা। এই দুই ধরনের খাজনাই কেবল হচ্ছে স্বাভাবিক ধরন। এই দুটি ছাড়া, খাজনার ভিত্তি হতে পারে কেবল সত্যিকারের একচেটিয়া দাম, যা নির্ধারিত হয়—না উৎপাদন দামের দ্বারা, না পণ্য-মূল্যের দ্বারা। এর বিশ্লেষণ পড়ে প্রতিযোগিতার তত্ত্বের অধীনে, যেখানে বাজার-দামসমূহের বাস্তব গতিবিধি বিবেচনা করা হয়।

যদি কোনো দেশের চাষের উপযুক্ত সমস্ত জমি ইজারা দিয়ে দেওয়া হত—ধরে নিয়ে যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি চালু আছে এবং স্বাভাবিক অবস্থা সাধারণ ভাবে প্রসার লাভ করেছে—তা হলে এমন কোনো জমি থাকবে না, যা খাজনা দেবে না ; কিন্তু জমিতে বিনিয়োজিত এমন কিছু মূলধন এমন কিছু মূলধনের অংশ থাকতে পারে, যা খাজনা না-ও দিতে পারে। কারণ যে মুহূর্তে জমি ভাড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকে জমি প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগের বিরুদ্ধে অনাপেক্ষিক প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করা থেকে বিরত হয়। তবু তা পরেও, আপেক্ষিক প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করতে থাকে, যত দূর অবধি জমিতে প্রবর্তিত

মূলধনের জমিদারের কাছে প্রত্যাবর্তন ইজারাদারের কাজকর্মকে সীমায়িত করে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। কেবল এই ক্ষেত্রেই সমস্ত খাজনা রূপান্তরিত হবে পার্থক্যজনিত খাজনায়, যদিও এটা হবে না জমির উর্বরতায় কোনো পার্থক্যের দ্বারা, পরন্তু নির্ধারিত হবে একটি বিশেষ রকমের জমিতে সর্বশেষ মূলধন বিনিয়োগগুলি থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মুনাফা এবং নিকৃষ্টতম মানের জমির ইজারা বাবদে প্রদত্ত খাজনার মধ্যে পার্থক্যের দ্বারা। ভূমিগত সম্পত্তি একটি অনাপেক্ষিক প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে কেবল এই হেতু যে জমিদার জমিটাকে আদৌ মূলধন বিনিয়োগের জন্য অধিগম্য করার বাবদে আদায় করে একটি সেলামি। যখন এই ধরনের অধিগম্যতা লাভ করা যায়, তখন আর সে পাবে না জমির সেই নির্দিষ্ট প্লটে মূলধন বিনিয়োগের আয়তনে কোনো অনাপেক্ষিক সীমা ধার্য করে দিতে। সাধারণ ভাবে গৃহ নির্মাণের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয় জমির উপরে তৃতীয় একটি পক্ষের মালিকানা, যে-জমিটির উপরে গৃহ নির্মাণের কথা। কিন্তু একবার যদি এই ইজারা দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে গৃহ নির্মাণের জন্য, তা হলে এটা নির্ভর করবে ইজারাদারেরই উপরে যে সে বড় আকারে বাড়ি নির্মাণ করবে, নাকি ছোট আকারের।

যদি কৃষি-মূলধনের গড় গঠন হত গড় সামাজিক মূলধনের গঠনের সমান কিংবা তার চেয়ে উচ্চতর, তা হলে অনাপেক্ষিক খাজনা—যে অর্থে এই মাত্র বর্ণনা করা হয়েছে, আবার সেই অর্থে—হয়ে যায় অন্তর্হিত অর্থাৎ যে খাজনা পার্থক্যজনিত খাজনা এবং সত্যিকারের একচেটিয়া দাম ভিত্তিক খাজনা—উভয় থেকেই সমান ভাবে পৃথক। কৃষি-উৎপন্নের মূল্য থাকতো না তার উৎপাদন-দামের উপরে, এবং কৃষি মূলধন গতিশীল করবে না আর কোনো শ্রমকে, এবং সেই কারণে উপলব্ধ করবে না আর বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য অ-কৃষি মূলধনের তুলনায়। একই ঘটনা ঘটবে, যদি সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মূলধনের গঠন হয় গড় সামাজিক মূলধনের সমান।

এটা ধরে নেওয়া প্রথম দৃষ্টিতে স্ব-বিরোধী বলে মনে হয় যে, এক দিকে, কৃষি-মূলধনের গঠন হয় উন্নততর, অর্থাৎ তার অস্থির অংশের সঙ্গে সম্পর্কে তার স্থির অংশ পায় বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে, কৃষি-উৎপন্নের দাম ততটা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত যতটা যথেষ্ট হয় ইতিপূর্বে কর্ষিত জমির চেয়ে নিকৃষ্টতর নোতুন জমি থেকে খাজনা পাবার পক্ষে—একটা খাজনা যার উদ্ভব ঘটতে পারে কেবল মূল্য এবং উৎপাদন-দামের উপরে বাজার-দামের একটি বাড়তি থেকে, এক কথায়, সম্পূর্ণ ভাবে উৎপন্নটির একচেটিয়া দাম থেকে প্রাপ্ত খাজনা।

এখানে একটি পার্থক্য করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, কিভাবে মুনাফার হার গঠিত হয় তা আলোচনা করতে গিয়ে একথা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যেসব মূলধনের থাকে কৃৎকৌশলগত দিক থেকে বললে, একই গঠন, অর্থাৎ যে মূলধনগুলি গতিশীল করে, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে সমান সমান পরিমাণ শ্রম, সেগুলির তৎসত্ত্বেও থাকতে পারে বিভিন্ন গঠন তাদের স্থির অংশসমূহের বিভিন্ন মূল্যের কারণে আরেক ক্ষেত্রের চেয়ে

এক ক্ষেত্রে কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতির মূল্য হতে পারে উচ্চতর। গতিশীল করতে হবে এমন একই পরিমাণ শ্রমের জন্য (এবং আমাদের ধৃত-ধারণা অনুসারে এটা আবশ্যক হবে একই পরিমাণ কাঁচামাল দিয়ে কাজে করতে), এক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হবে অন্য ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি পরিমাণ, কেননা একই পরিমাণ শ্রমকে গতিশীল করা যায় না, ধরুন, ১০০ পরিমাণ মূলধন দিয়ে যদি কাঁচামালের খরচ, যা দিতে হবে এই ১০০ থেকেই, তা এক ক্ষেত্রে হয় ৪০, অন্য ক্ষেত্রে ২০। কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হবে যে, এই দুটি মূলধনের কৃৎকৌশলগত গঠন একই—যে-মুহূর্তে মাগ্‌গি কাঁচামালের দাম নেমে যায় সস্তা কাঁচামালের দামের মানে। স্থির এবং অস্থির মূলধনের মধ্যেকার মূল্য অনুপাত সেখানে হয়ে যাবে একই, যদিও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এই মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত জীবন্ত শ্রম এবং শ্রমের অবস্থাবলীর সমষ্টি ও প্রকৃতির মধ্যেকার অনুপাতটিতে। অন্যদিকে একটি নিম্নতর অবয়বগত গঠন-সম্পন্ন মূলধন ধারণ করতে পারে এমন এক আকৃতি যেন তা একটি উচ্চতর অবয়গত গঠন-সম্পন্ন মূলধনের মত একই শ্রেণীভুক্ত—সম্পূর্ণ ভাবে তার মূল্য-গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে। ধরুন একটি মূলধন=৬০স+৪০অ, কারণ এটি নিয়োগ করে জীবন্ত শ্রম-শক্তির সঙ্গে তুলনায় বেশি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল এবং আরেকটি মূলধন=৪০স +৬০অ, কারণ সেটি নিয়োগ করে বেশি জীবন্ত শ্রম (৬০%). সামান্য যন্ত্রপাতি (যথা, ১০%) এবং শ্রম-শক্তির সঙ্গে তুলনায় অল্প ও সস্তা কাঁচামাল (যথা, ৩০%), সে ক্ষেত্রে, কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর মূল্যে শুধু একটি বৃদ্ধিই—৩০ থেকে ৮০তে—সমান করে দিতে পারে গঠনটিকে, যার দরুন এখন দ্বিতীয় মূলধনটিও গঠিত হবে যন্ত্রপাতি বাবদে ১০ বাবদে ৮০ কাঁচামাল এবং ৬০ শ্রম-শক্তি দিয়ে, কিংবা ৯০স+৬০অ দিয়ে, শতকরা হিসাবে যা হবে=৬০স+৪০অ—কৃৎকৌশলগত গঠনে কোনো পরিবর্তন ব্যতিরেকেই। অন্য ভাবে বললে, সমান সমান অবয়বগত গঠনের মূলধনসমূহ হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য-গঠন-সম্পন্ন, এবং মূল্য-গঠনের অভিন্ন শতাংশসমূহ সহ মূলধনসমূহ প্রদর্শন করতে পারে বিভিন্ন মাত্রার অবয়বগত গঠন এবং এইভাবে প্রকাশ করতে পারে শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার বিকাশের বিভিন্ন স্তর। তাহলে, কেবল এই অবস্থাটি যে কৃষি-মূলধন হতে পারে মূল্য-গঠনের সাধারণ মানে, সেটি প্রমাণ করে না যে শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতা এর মধ্যে সমভাবে উচ্চ বিকশিত। এ থেকে কেবল এটাই প্রমাণ হয় যে, এর নিজের উৎপন্ন, যা আবার গঠন করে তার উৎপাদনের অবস্থাবলীর একটি অংশ হচ্ছে মহার্ঘ্যতর কিংবা সহায়ক সামগ্রীগুলি, যেমন সার, যা থাকত হাতের কাছেই, তা এখন আনতে হবে দূর থেকে ইত্যাদি।

কিন্তু এ ছাড়াও, কৃষির স্ব-বিশেষ প্রকৃতিটিকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

ধরা যাক, শ্রম-সাশ্রয়কারী মেশিনপত্র, রাসায়নিক সহায়-সামগ্রী ইত্যাদি কৃষিতে ব্যবহার করা হয় আরো ব্যাপক ভাবে এবং সেই কারণে স্থির মূলধন বৃদ্ধি পায় কেবল মূল্যের দিক থেকেই নয় পরিমাণের দিক থেকেও—নিযুক্ত শ্রম-শক্তির

পরিমাণের সঙ্গে তুলনায়, তাহলে কৃষিতে (যেমন খনিতে) কেবল শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতাই নয়, তার প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতাও, নির্ভর করে শ্রমের প্রাকৃতিক অবস্থাবলীর উপরে। কৃষিতে সামাজিক উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির পক্ষে প্রাকৃতিক শক্তি হ্রাসের কেবলমাত্র প্রতিপূরণ করাই সম্ভব কিংবা এমনকি তাও সম্ভব নয়—যাই হোক, এই প্রতিপূরণ হবে স্বল্পকাল-স্থায়ী—যার দরুন সেখানে কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি সত্ত্বেও, উৎপন্ন সস্তা হয় না, কেবল দামের আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্তিই পরিহার করা যায়। এটাও সম্ভব যে, দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অনাপেক্ষিক পরিমাণটি হ্রাস পায়, যদিও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়; যেমন, স্থির মূলধনে—যা গঠিত হয় প্রধানতঃ মেশিনপত্র বা জন্তু-জানোয়ার দিয়ে, যাদের বেলায় দরকার হয় কেবল ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিপূরণ—তাতে একটি আপেক্ষিক বৃদ্ধি এবং অস্থির মূলধনে—যা ব্যয়িত হয় মজুরি বাবদে যার বেলায় দরকার হয় উৎপন্নটির দাম থেকেই নিরন্তর পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপূরণ—তাতে তদনুযায়ী হ্রাস।

অধিকন্তু, এটাও সম্ভব যে, কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে গড়ের উপরে বাজার-দামের কিছুটা বৃদ্ধি প্রয়োজন হয় যাতে করে দরিদ্রতর জমি চাষ করা সম্ভব হয়, যার জন্য আবশ্যক হত বাজার-দামে একটি বৃহত্তর বৃদ্ধি—যদি কৃৎকৌশলগত সহায়-সামগ্রীগুলি হত কম বিকশিত। কিন্তু এখানে এটা মনে রাখতে হবে যে, খাজনা-বিশ্লেষণে আমরা নির্ধারক হিসাবে নিয়েছি কৃষি-মূলধনের সেই অংশটিকে যা উৎপাদন করে প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জ খাদ্যসামগ্রী, যা যোগায় সভ্য জাতিগুলির জীবন-ধারণের উপায়। অ্যাডাম স্মিথ—এবং এটা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব—ইতিপূর্বেই প্রতিপাদন করেছেন যে, দামের এক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের নির্ধারণ লক্ষ্য করা যায়, গো-পালনের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ ভাবে, জমিতে এমন এমন মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেগুলি ব্যবহৃত হয় না প্রধান প্রধান খাদ্য-সামগ্রী অর্থাৎ শস্য উৎপাদনের জন্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে সে ক্ষেত্রে দাম নির্ধারিত হয় এমন ভাবে যে, জমির উৎপন্ন দ্রব্যটির দাম —যে জমি ব্যবহৃত হয় গো-পালনের জন্য সেই জমির, ধরুন একটি কৃত্রিম গো-চারণ ভূমির, কিন্তু যে-জমি সমান সহজ ভাবেই রূপান্তরিত করা যেত একটি নির্দিষ্ট গুণমানের ফসলের ক্ষেতে, সেই জমির উৎপন্ন দ্রব্যটির দাম—অবশ্যই এমন এক উঁচু বিন্দুতে উঠবে, যা উৎপাদন করবে একই আবাদি জমির সম-পরিমাণ খাজনা। অন্য ভাবে বলা যায়, ফসল ক্ষেতের খাজনা হয়ে ওঠে গো-মহিষাদির দামের একটি নির্ধারক উপাদান এবং এই কারণে র‍্যামসে সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন, গবাদি পশুর দাম খাজনার দ্বারা ভূমিগত সম্পত্তির অভিব্যক্তির দ্বারা, এককথায় ভূমিগত সম্পত্তির মাধ্যমে বর্ধিত হয় কৃত্রিম ভাবে।*

"কৃষিকার্যের বিস্তারের ফলে, কসাইয়ের মাংসের চাহিদা যোগাতে বাকি পরিচর্যা-রহিত বনাঞ্চলগুলি হয়ে পড়ে অপ্রতুল। কর্ষিত ভূমির একটি বৃহৎ অংশকে

* G. Ramsay: *An Essay on the Distribution of Wealth*, Edinburgh, 1836, pp. 278-79.

অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে গবাদি পশুর প্রজনন ও পুষ্টি সাধনের জন্য, যে কারণে স্বাভাবিক ভাবেই দাম অবশ্যই হতে হবে কেবল তাদের রাখালি করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের খরচ দেবার পক্ষেই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে জমিদারের হাতে যে-খাজনা দিতে হবে এবং এই জমি চাষ করালে তা থেকে কৃষক নিজে যে খাজনা পেতে পারত, তা দেবার পক্ষেও যথেষ্ট। সবচেয়ে অকর্ষিত জলা-জমিগুলিতে জাত ও বর্ধিত গবাদি পশুগুলিকে যখন নিয়ে আসা হয় একই বাজারে, তখন সেগুলি তাদের ওজন ও ভাল-মন্দের অনুপাতে বিক্রি হয় সেই একই দামে, যে-দামে বিক্রি হয় সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ-সাধিত জমিতে প্রতিপালিত পশুগুলি। ঐ জলা-জায়গাগুলির মালিকেরা এইভাবে মুনাফা কামায়, এবং তাদের জমির খাজনা বাড়িয়ে দেয় তাদের গোরু-মহিষগুলির দামের অনুপাতে।" (Adam Smith, Book I, Ch. XI, Part I) এ ক্ষেত্রে, অনুরূপভাবে, শস্য-খাজনা থেকে যা আলাদা পার্থক্যজনিত খাজনা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমির অনুকূলে।

অনাপেক্ষিক খাজনা ব্যাখ্যা করে কিছু ব্যাপার, যেগুলি, প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হয় যেন, খাজনার জন্য দায়ী করে কেবল একচেটিয়া দামকে। অ্যাডাম স্মিথের দৃষ্টান্তটি ধরে চললে, নরওয়ের এ ধরনের একটি বনের মালিককে নমুনা হিসাবে নেওয়া যাক, যা আছে মানুষের ক্রিয়াকর্ম থেকে নিরপেক্ষ অর্থাৎ এটি বনসৃজনের ফল নয়। যদি এই বনের মালিক খাজনা পায় এক ধনিকের কাছ থেকে যে, সম্ভবতঃ ইংল্যাণ্ডের চাহিদা মেটাতে, কাটিয়ে নেয় তার কাষ্ঠ সম্পদ, কিংবা যদি এই মালিক, নিজেই ধনিক হিসাবে তা কটিয়ে নেয়, তা হলে একটি কম বা বেশি পরিমাণ খাজনা সে পেয়ে যাবে কাষ্ঠের আকারে, বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে মুনাফা ছাড়াও। এটা দেখা দেয় একটি বিশুদ্ধ একচেটিয়া-মাশুল হিসাবে প্রকৃতির একটি বিশুদ্ধ উৎপন্ন থেকে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে, মূলধন এখানে গঠিত হয় প্রায় একান্ত ভাবেই শ্রম বাবদ ব্যয়িত মূলধনের একটি অস্থির অংশকে নিয়ে, এবং এই ভাবে গতিশীল করে অধিকতর উদ্বৃত্ত-শ্রম—অন্য একটি মূলধন যতটা করত, তার তুলনায়। তা হলে, ঐ কাষ্ঠের মূল্য ধারণ করে, একটি উচ্চতর গঠন-সম্পন্ন মূলধনের উৎপন্ন যতটা ধারণ করে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মজুরি বঞ্চিত উদ্বৃত্ত-শ্রম, কিংবা উদ্বৃত্ত-মূল্য। এই কারণেই এই কাষ্ঠ থেকে পাওয়া যায় গড় মুনাফা এবং খাজনার আকারে বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত পড়তে পারে বনের মালিকের ভাগে। বিপরীত ভাবে, এটা ধরে নেওয়া যায়, যেমন সহজে কাঠ কাটার পরিধিকে বিস্তৃত করা যায়, অর্থাৎ তার উৎপাদন-শীলতাকে দ্রুত বাড়ানো যায়, তার দরুন কাঠের দামের পক্ষে তার মূল্যের সঙ্গে সমতা লাভের দাবি, এবং সেই সঙ্গে মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের সমগ্র উদ্বৃত্তের পক্ষে (গড় মুনাফা হিসাবে যে অংশ ধনিকের ভাগে পড়ে, সে অংশটির অতিরিক্ত) মালিকের হাতে খাজনার আকারে উপার্জিত হবার দাবি অবশ্যই ওঠানো হবে জোরালো ভাবে।

আমরা ধরে নিয়েছি যে, নোতুন চাষের আওতায় আনীত জমি তার আগে চাষ-করা নিকৃষ্টতম জমিটির চেয়েও আরো নিকৃষ্ট। যদি সেটা উৎকৃষ্টতর হয়, তা হলে দেয়

পার্থক্যজনিত খাজনা। কিন্তু এখানে আমরা কেবল ঠিক সেই ক্ষেত্রটিরই আলোচনা করছি, যেখানে খাজনা পার্থক্যজনিত খাজনা হিসাবে দেখা দেয় না। কেবল দুটি ঘটনাই সম্ভব: নোতুন চাষ-করা জমিটি, হয়, আগে চাষ-করা জমিটির চেয়ে আরো খারাপ আর, নয়ত, ঠিক সেটি যতটা ভাল, ততটাই ভাল। যদি আরো খারাপ হয়, তা হলে ব্যাপারটা আগেই বিশ্লেষণ করা হয়ে গিয়েছে। বাকি আছে কেবল সেই ক্ষেত্রটি যেখানে জমিটা সমান ভাল।

পার্থক্যজনিত খাজনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যা আমরা ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি, কৃষির অগ্রগতির কল্যাণে আরো খারাপ জমির মত সমান ভাল এমনকি আরো ভাল জমিও আসতে পারে লাঙলের তলায়।

প্রথমতঃ, কারণ পার্থক্যজনিত খাজনায় (কিংবা সাধারণ ভাবে যে কোনো খাজনায়, কেননা অ-পার্থক্যজনিত খাজনায় সব সময়েই প্রশ্ন ওঠে, এক দিকে সাধারণ ভাবে মাটির উর্বরতা এবং অন্য দিকে, তার অবস্থান তাকে সুযোগ দেয় কিনা নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দামে কর্ষিত হবার, যাতে করে তা দেয় একটি খাজনা এবং একটি মুনাফা) দুটি শর্ত কাজ করে বিপরীত দিকে, কখনো পরস্পরকে খারিজ করে, কখনো আবার পালাক্রমে নির্ধারণকারী প্রভাব খাটায়। বাজার-দামে বৃদ্ধি—যদি না চাষের ব্যয়-দাম হ্রাস পেয়ে গিয়ে থাকে, অর্থাৎ কোনো কারিগরি অগ্রগতি আরো চাষের পক্ষে নোতুন প্রেরণা সঞ্চার করে থাকে—চাষের আওতায় নিয়ে আসতে পারে আরো উর্বর জমি, যাকে আগে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তার অবস্থানের কারণে। অথবা, তা নিকৃষ্টতর জমিটির অবস্থানগত সুবিধাকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যে তার অল্পতার উর্বরতা তার ফলে প্রতিপূরিত হয়ে যায়। অথবা, বাজার দামে কোনো বৃদ্ধি ব্যতিরেকে, কেবল অবস্থানই উৎকৃষ্টতর জমিগুলিকে নিয়ে আসতে পারে প্রতিযোগিতার আওতায়—যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে, যেমন দেখা যায় উত্তর আমেরিকার তৃণাঞ্চল-প্রধান রাজ্যগুলিতে। প্রাচীনতর সভ্যতার দেশগুলিতে একই জিনিস নিরন্তর ঘটে—যদি উপনিবেশগুলির মত একই মাত্রায় না-ও ঘটে, যেখানে, যে কথা ওয়েকফিল্ড সঠিকভাবেই বলেছেন, অবস্থানই হচ্ছে চূড়ান্ত।* সংক্ষেপে বললে, অবস্থান এবং উর্বরতার পরস্পর-বিরোধী দুটি প্রভাব এবং অবস্থানগত পরিবর্তনীয়তা, যা নিরন্তর প্রতিপূরিত হয়, এবং নিত্য অতিক্রান্ত হয় সমীভবনের অভিমুখে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, তা পালাক্রমে সমান ভাল, আরো ভাল বা আরো খারাপ এলাকাগুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় প্রাচীনতর কর্ষণভুক্ত এলাকাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায়।

*[E. Wakefield] *England and America. A Comparison of the Social and Political State of both Nations.* Vol. 1 London 1833 P. 214-15.

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও কৃষি-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে, যে উপকরণগুলি পরিবর্তন করে জমির উপাদানসমূহকে আশু ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়, সেইগুলিকে পরিবর্তন করে জমির উর্বরতারও পরিবর্তন ঘটানো যায়। এইভাবে, ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডের পুব দিকের কাউন্টিগুলিতে হাল্কা রকমের জমিগুলি, যেগুলিকে একদা গণ্য করা হত নিকৃষ্টতর বলে, সেগুলি এখন উন্নীত হয়েছে প্রথম শ্রেণীতে। (দেখুন: Passy)* অন্য দিকে, যে জমিকে নিকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয় খারাপ রাসায়নিক গঠনের কারণে নয়, এমন কিছু যান্ত্রিক ও প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্নের কারণে যেগুলি ব্যাহত করত তার কৃষিকাজ, সেই জমি রূপান্তরিত হয় উৎকৃষ্ট জমিতে যে মুহূর্তে এই বাধা-বিঘ্নগুলি অতিক্রম কবার উপায় আবিষ্কৃত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ, সমস্ত প্রাচীন সভ্যতায়, পুরাতন ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত সম্পর্ক-সমূহ, যেমন, রাষ্ট্রের মালিকানাধীন জমি, সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমি ইত্যাদির আকারে, কৃষিকাজের বাইরে পুরোপুরি ও মর্জি মাফিক ভাবে সরিয়ে রেখেছে বিরাট বিরাট আয়তনের জমি, যেগুলি কৃষিকাজের আওতায় ফিরে আসে খুবই অল্প অল্প করে। যে পরম্পরা অনুসারে সেগুলিকে কৃষির আওতায় আনা হয়, তা তাদের ভাল মান বা অবস্থান কোনোটার উপরেই নির্ভর করে না, নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে বাইরের ঘটনাবলীর উপরে। ইংল্যাণ্ডের সমষ্টিগত জমিগুলির ইতিহাস, যেগুলি 'ঘেরাও আইন'গুলির মাধ্যমে পরপর রূপান্তরিত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে এবং আনীত হয়েছে হল-কর্ষণের অধীনে, সেগুলির ইতিহাস অনুসরণ করলে, আর কিছুই বেশি হাস্যকর বলে মনে হয় না এই আজগুবি ধারণাটির চেয়ে, যেটি লাইবিগ-এর মত একজন আধুনিক রসায়নবিদ্ উপস্থিত করেছেন; এই ধারণা অনুসারে, যে পরম্পরা অনুসারে জমি বেছে নেওয়া হয়েছে, তা ঠিক করা হয়েছে সেগুলির রাসায়নিক গুণ অনুযায়ী; বাকিগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, যেটা গ্রহণ করেছিল আরো নিয়ামক ভূমিকা, সেটা হল সেই সুযোগ, যাতে তৈরি হয় চোর; নিজেদের অপহরণ কার্যের সমর্থনে বড় বড় জমিদারেরা যে কম-বেশি আপাতগ্রাহ্য ও আইনগত কৌশল অবলম্বন করে।

চতুর্থতঃ, এই ঘটনাটি ছাড়া যে, জনসংখ্যা ও মূলধনে বৃদ্ধি বিকাশের যে পর্যায়ে উপনীত হয়, তা-ই ধার্য করে দেয় কৃষির বিস্তারের পক্ষে কয়েকটি সীমা, যদিও সেগুলি স্থিতিস্থাপক এবং এই আপতিক ঘটনাগুলি ছাড়া, যেগুলি সাময়িক ভাবে বাজার দামকে প্রভাবিত করে, যেমন পরপর ভালো বা খারাপ মরশুম—বিরাট এলাকা জুড়ে কৃষির বিস্তার সাধন নির্ভর করে একটি দেশের মূলধনের বাজার এবং ব্যবসার অবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে। টানাটানির সময়ে অকর্ষিত জমির পক্ষে ইজারাদারকে, কৃষিতে অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করার জন্য, গড় মুনাফা

* H. Passy: *Rente du sol.* In: *Dictionnaire de l' economie politique.* Tome. II. Paris 1854 P. 515.

দেওয়াই যথেষ্ট হবে না—তা সে খাজনা দিক আর না দিক। অন্যান্য সময়ে যখন থাকে মূলধনের প্রাচুর্য, তখন তা এসে ঢেলে পড়বে কৃষিক্ষেত্রে, এমনকি বাজার-দামে কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই—যদি কেবল বাকি স্বাভাবিক অবস্থাগুলি থাকে। এতাবৎ কর্ষিত জমির চেয়ে উন্নততর জমিও বস্তুতঃ পক্ষে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে যাবে একমাত্র তার প্রতিকূল অবস্থানের কারণে, কিংবা যদি তাকে কাজে নিয়োগের পথে এখনো অনতিক্রম্য বাধা থাকে, তা হলে, কিংবা দৈবাৎ। এই কারণে আমরা আমাদের নিবদ্ধ রাখব কেবল সেই সব জমিতে, যেগুলি সর্বশেষে কর্ষিত জমিগুলির মতই সমান ভাল। যাই হোক, তবু নোতুন জমি এবং সর্বশেষ কর্ষিত জমির মধ্যে পার্থক্য থাকে চাষের জন্য পরিষ্কার করার খরচে। এবং সেটা নেওয়া হবে কিনা তা নির্ভর করে বাজার দামের মান এবং ক্রেডিটের অবস্থার উপর। যে মুহূর্তে এই জমি সত্যি সত্যিই প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে, তখনি বাজার-দাম আরো একবার তার আগেকার মানে নেমে যাবে, যদি বাকি সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে; এবং নোতুন জমিটি তখন একই খাজনা দেবে, যা দিত তদনুরূপ পুরনো জমিটি। এই যে পূর্বধৃতি যে, এই জমি কোনো খাজনা দেয় না, এটা তার প্রবক্তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় ঠিক সেটাই ধরে নিয়ে যেটা তাঁদের প্রমাণ করতে হবে। একই ভাবে কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে, যে বাড়িগুলি সবচেয়ে শেষে তৈরি হয়েছিল সেগুলি যথার্থ বাড়ি-ভাড়ার বাইরে কোনো খাজনা দেয় না, যদিও সেগুলিকে ইজারা দেওয়া হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলি খাজনা দেয় এমনকি বাড়ি ভাড়া দেবারও আগে, যখন সেগুলি মাঝে মাঝেই ফাঁকা পড়ে থাকে দীর্ঘকালের জন্য। ঠিক যেমন কোনো একটি ভূমিখণ্ডে পরপর মূলধন বিনিয়োগ এনে দিতে পারে একটি আনুপাতিক উদ্বৃত্ত এবং তার দ্বারা প্রথম বিনিয়োগটির মত একই খাজনা, ঠিক তেমনি সর্বশেষে কর্ষিত ক্ষেত্রটির মত একই গুণমানের বিভিন্ন ক্ষেত এনে দিতে পারে একই খরচ বাবদে একই প্রতিপ্রাপ্তি। তা না হলে এটা হত সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যাতীত কেমন করে একই গুণমানের ক্ষেতগুলিকে আদৌ পরপর চাষের আওতায় আনা হয়; মনে হয়, দরকাব হবে সবগুলিকে একসঙ্গে নেবার, কিংবা বরং তাদের একটিকেও না নেবার যাতে করে বাকি সবগুলিকে আর প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করতে না হয়। জমিদার সব সময়েই একটি খাজনা হস্তগত করতে, কিছু না দিয়ে কিছু নিতে, প্রস্তুত। কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণের জন্য মূলধনের চাই কিছু শর্ত। সুতরাং বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের মধ্যে প্রতিযোগিতা নির্ভর করে না জমিদারের প্রতিযোগিতা করাবার অভিপ্রায়ের উপরে নয়, নির্ভর উপস্থিত মূলধনের উপরে, যা চায় নোতুন নোতুন ক্ষেতে অন্যান্য মূলধনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে।

যেহেতু যথার্থ কৃষি-খাজনা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ একচেটিয়া দাম, সেই হেতু এই শেষোক্তটি হতে পারে কেবল ক্ষুদ্র। ঠিক যেমন অনাপেক্ষিক খাজনার এখানে স্বাভাবিক অবস্থায় হতে পারে কেবল ক্ষুদ্র, উৎপন্ন দ্রব্যটির উৎপাদন-দামের উপরে তার মূল্যের বাড়তিটি যাই হোক না কেন। অতএব, অনাপেক্ষিক খাজনার

মর্মবস্তু হচ্ছে এই : উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, কিংবা শ্রম-শোষণের মাত্রা একই থাকলে, সমান আকারের বড় বড় মূলধন উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন করে বিভিন্ন পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য, তাদের বিভিন্ন গড় গঠন অনুযায়ী। শিল্প ক্ষেত্রে এই ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য সমীকৃত হয় একটি গড় মুনাফার এবং সামাজিক মূলধনের একটি একটি অংশ হিসাবে একক মূলধনগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় সমান ভাবে। ভূমিগত সম্পত্তি ভূমিতে বিনিয়োজিত মূলধনগুলির মধ্যে এই ধরনের সমীকরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে—যখনি উৎপাদনে জমির প্রয়োজন হয় কৃষিকার্যের জন্য, বা খনিজ আহরণের জন্য ; এবং হস্তগত করে উদ্বৃত্ত মূল্যের ; একটি অংশ যা, অন্যথা অংশ নিত সাধারণ মুনাফা-হারের সঙ্গে সমীকরণে। তা হলে, খাজনা হল পণ্যসমূহের মূল্যের একটি অংশ, আরো নির্দিষ্ট ভাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের, ; এবং ধনিকদের কোলে না গিয়ে, তা যায় জমিদারদের ভাগে, যারা সেটা আদায় করে নেয় ধনিকদের কাছ থেকে। এতদ্দ্বারা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সম-পরিমাণ অকৃষি-মূলধনের চেয়ে, কৃষি-মূলধন গতিশীল করে বেশি পরিমাণ শ্রমকে। বৈষম্যটা কতদূর পর্যন্ত যায়, কিংবা তা আদৌ থাকে কিনা তা নির্ভর করে শিল্পের সঙ্গে তুলনায় কৃষির আপেক্ষিক বিকাশের উপরে। এক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক যে কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্যটা হ্রাস পাবে, যদি না স্থির মূলধনের সঙ্গে তুলনায় অস্থির মূলধনে আনুপাতিক হ্রাস তখনো কৃষি-মূলধনের ক্ষেত্রের চেয়ে শিল্প মূলধনের ক্ষেত্রে বৃহত্তর।

এই অনাপেক্ষিক খাজনা এমনকি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে যথার্থ নিষ্কর্ষণমূলক শিল্পের ক্ষেত্রে, যেখানে স্থির মূলধনের একটি উপাদান তথা কাঁচামাল সম্পূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত এবং যেখানে—সেই সব শাখা বাদে যেগুলিতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থিতিশীল মূলধন নিয়ে গঠিত মূলধন বেশ প্রভূত পরিমাণ—বিরাজ করে অতি নিম্নতম গঠন বিশিষ্ট মূলধন। ঠিক এখানেই, যেখানে খাজনা প্রতিভাত হয় সমগ্র ভাবে একটি একচেটিয়া দামের উপরে আরোপ যোগ্য বলে, সেখানেই আবশ্যক হয় অসাধারণ রকমের অনুকূল বাজারের অবস্থাবলী, যাতে করে পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রি হতে পারে তাদের মূল্যে, কিংবা খাজনা সমান হতে পারে একটি পণ্যের উৎপাদন দামের উপরে তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের গোটা বাড়তিটির সঙ্গে। এটা প্রযোজ্য, উদাহরণ হিসাবে, মৎস্যক্ষেত্র, প্রস্তরক্ষেত্র, প্রাকৃতিক বন ইত্যাদির ক্ষেত্রে।[১]

---

১. রিকার্ডোর এ সম্পর্কিত আলোচনা খুবই ভাসাভাসা। দ্রষ্টব্য : *'Principles'* -এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের একেবারে শুরুতে নরওয়েতে বন-খাজনা নিয়ে অ্যাডাম স্মিথ-এর বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট অনুচ্ছেদটি।

ষষ্ঠচত্বারিংশ অধ্যায়

নির্মাণ-ভূমির খাজনা। খনিজ-আহরণে খাজনা। জমির দাম

যেখানে আদৌ খাজনার অস্তিত্ব আছে, সেখানে সর্বসময়েই দেখা দেয় পার্থক্যজনিত খাজনা, এবং নিয়ন্ত্রিত হয় কৃষিক্ষেত্রের পার্থক্যজনিত খাজনার মত একই নিয়মাবলীর দ্বারা। যেখানেই প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে একচেটিয়া করে নেওয়া যায় এবং তা, যে ধনিক সেগুলিকে ব্যবহার করে, তার জন্য নিশ্চিত করে একটি উদ্বৃত্ত মুনাফা—সেগুলি জলপ্রপাত, সমৃদ্ধ খনি, মৎস্যবহুল জলাশয়, বা একটি অনুকূল অবস্থানে অবস্থিত বাড়িই হোক, সেখানেই সেই ব্যক্তি, যে ভূমণ্ডলের একটি অংশের উপরে মালিকানার বলে এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিরও মালিক হয়ে পড়েছে, সে ক্রিয়াশীল মূলধন থেকে খাজনার আকারে এই উদ্বৃত্ত মুনাফা আদায় করে নেয়। বাড়ি নির্মাণের জন্য জমির বেলায়, অ্যাডাম স্মিথ এই বক্তব্য রেখেছেন যে সমস্ত অ-কৃষি জমির খাজনার মত, এরও খাজনার ভিত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় যথার্থ কৃষি খাজনার দ্বারা (Book I. Ch. XI 2 and 3)। এই খাজনা বিশেষিত হয়, প্রথমতঃ, পার্থক্যজনিত খাজনার উপরে অবস্থানের দ্বারা প্রযুক্ত আধিপত্যশীল প্রভাবের দ্বারা (খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যেমন আঙুর বাগান এবং বড় বড় শহরে বাড়ি তৈরির জায়গাগুলিতে); দ্বিতীয়তঃ, মালিকের প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা, যার একমাত্র তৎপরতা দেখা যায় (বিশেষ করে খনিতে) সামাজিক বিকাশের অগ্রগতিকে কাজে লাগাবার বেলায়, যে অগ্রগতি সাধনে শিল্প-ধনিক যেমন করে, তেমন কিছুই সে করে না—না যোগায় কোনো অবদান, না নেয় কোন ঝুঁকি; এবং অনেক ক্ষেত্রেই একচেটিয়া দামের আধিপত্যের দ্বারা, বিশেষ ভাবে দারিদ্র্যের নির্লজ্জতম শোষণের মাধ্যমে (কেননা স্পেনের পক্ষে পটোসির খনিগুলি যত লোভজনক ছিল, বাড়ির খাজনার ক্ষেত্রে তার চেয়েও ঢের বেশি লোভজনক হল দারিদ্র্য)[১] এবং ভূমিগত সম্পত্তির করতলগত দানবীয় ক্ষমতা যখন হাতে হাতে ঐক্যবদ্ধ হয় শিল্প-মূলধনের সঙ্গে, তখন তা তাকে সক্ষম করে নিজেদের মজুরি-সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে—বাসভূমি হিসাবে এই পৃথিবী থেকেই তাদের বহিষ্কার করে দেবার একটি হাতিয়ার হিসাবে।[২] এই ভাবে

১. Laing [*National Distress; its Causes and Remedies*, London 1844]. Newman [*Lectures on Political Economy*, London 1857]

২. Crowlington Strike. Engels, *Lage der arbeitender Klasse, in England*. S. 307.

সমাজের এক অংশ অপর অংশের কাছ থেকে আদায় করে নেয় একটা সেলামি এই পৃথিবীতে বাস করার অনুমতি দানের জন্য। যেহেতু ভূমিগত সম্পত্তি সাধারণ ভাবে জমিদারকে দান করে এই গ্রহকে, পৃথিবীর জঠরস্থ যাবতীয় সামগ্রীকে, বাতাসকে এবং তার মাধ্যমে জীবনের রক্ষণ ও বিকাশকে শোষণ করার প্রাধিকার।

কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে আশ্রয়ের জন্য বর্ধমান চাহিদাই নয়, উপরন্তু স্থিতিশীল মূলধনের বিকাশও, যা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, কিংবা প্রোথিত হয়, এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন সমস্ত শিল্প-সংক্রান্ত নির্মাণকার্য রেলপথ, গুদামঘর, কারখানা-বাড়ি ইত্যাদি, অবধারিত ভাবেই বৃদ্ধি করে নির্মাণ-ভূমির খাজনা। বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিভ্রান্তি, যেহেতু তা হচ্ছে একটি বাড়িতে বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে সুদ এবং প্রতিপূরক ধন, এবং কেবল জমিটার খাজনা, এক্ষেত্রে সম্ভব নয়—এমনকি ক্যারির মত এক ব্যক্তির সমস্ত পসার সত্ত্বেও নয়, বিশেষ করে যখন জমিদার এবং বাড়ির ফটকা কারবারি হচ্ছে একই লোক, যেমন ইংল্যাণ্ডে। দুটি উপাদান এখানে বিবেচনা করা প্রয়োজন: এক দিকে, পুনরুৎপাদন ও নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকার শোষণ; অন্য দিকে সমস্ত উৎপাদন ও মানবিক কার্যাবলীর একটি উপাদান হিসাবে স্থানের (space এর) প্রয়োজন। এবং ভূমিগত সম্পত্তি এই উভয় দিক থেকেই দাবি করে সেলামি। নির্মাণ-ভূমির চাহিদা স্থান ও ভিত্তি হিসাবে, জমির দামে বৃদ্ধি ঘটায়, যার দরুন নির্মাণ-সামগ্রী হিসাবে এই পার্থিব জগতের উপাদান সমূহের চাহিদাও যুগপৎ বৃদ্ধি পায়।[১]

বাড়ি নয়, ভূমি-খাজনাই যে হচ্ছে দ্রুত-বর্ধমান শহরগুলির নির্মাণ-সংক্রান্ত ফটকা কারবারের বিষয়, বিশেষ করে যেখানে নির্মাণকার্য পরিচালিত হয় একটি শিল্প হিসাবে, যেমন লণ্ডনে, সেটা দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থে, দ্বাদশ অধ্যায়ে (মূল জার্মান সংস্করণে —বাং অনু)—১৮৫৭ সালের ব্যাঙ্ক আইন সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে লণ্ডনে এক বৃহৎ বিল্ডিং ফটকা-কারবারি এডোয়ার্ড ক্যাপস-এর দ্বারা প্রদত্ত সাক্ষ্যে। তিনি সেখানে, নং ৫৪৩৫: "আমি মনে করি একজন মানুষ, যে জগতে উঠতে চায়, সে কদাচিৎ তা পারে একটি ব্যবসা ন্যায়সঙ্গত ভাবে অনুসরণ করে······তার পক্ষে যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে তার ব্যবসার সঙ্গে বিল্ডিং নিয়ে ফটকাবাজি জুড়ে নেওয়া—এবং সেটা ছোট আয়তনে করলে চলবে না;······কেননা খোদ বিল্ডিংগুলি থেকে নির্মাণকারী খুব সামান্যই মুনাফা কামাতে পারে; সে তার মুনাফার প্রধান অংশটাই আয় করে বর্ধিত ভূমি-খাজনা থেকে। হয়ত সে এক টুকরো জমি নেয়, এবং তার বাবদে দিতে রাজি হয় বছরে £ ৩০০; যত্ন নিয়ে সেখানে একটা পরিকল্পনা করে এবং তার

১. "লণ্ডনের রাস্তাগুলি বাঁধাবার ফলে স্কটল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী কিছু ঊষর পাহাড়ের মালিকেরা সক্ষম হল এমন সব জায়গা থেকে খাজনা সংগ্রহ করতে, যেখান থেকে আগে কিছুই পাওয়া যেত না।" Adam Smith [*An Inquiry into the Nature & Causes of the Wealth of Nations,*] Book I, Chapter XI, 2.

উপরে কতকগুলি নির্মাণকার্যের বিবরণ বসিয়ে দিয়ে, সে তা থেকে বছরে আয় করতে পারে £ ৪০০ থেকে £ ৪৫০ এবং তার মুনাফা হবে £ ১৫০ থেকে £ ১৫০ অবধি ঐ বর্ধিত ভূমি খাজনাটি বিল্ডিংগুলির মুনাফা নয়, যেগুলির দিকে……সে কদাচিৎ তাকিয়ে দেখে।" এবং ইত্যবসরে এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, ইজারার মেয়াদ পার হয়ে যাবার পরে, সচরাচর ৯৯ বছরের শেষে, ঐ জমি তার সমস্ত বিল্ডিং ও ভূমি খাজনা সমেত—যা ইতিমধ্যে সাধারণতঃ বেড়ে যায় দু-তিন গুণ—ফিরে যায় ফটকা-কারবারি বা তার আইন মোতাবেক উত্তরাধিকারীর হাত থেকে মূল সর্বশেষ জমিদারের হাতে।

যথার্থ খনি-খাজনা নির্ধারিত হয় ভূমি-খাজনার মত একইভাবে। "এমন কিছু খনি আছে, যেগুলির উৎপন্ন এবং সেই সঙ্গে তাব মামুলি মুনাফা কেবল শ্রমের মজুরি দেবার এবং সেগুলিতে কাজ করার জন্য নিয়োজিত 'স্টক' প্রতিস্থাপন করার পক্ষেই যথেষ্ট। সেগুলি ঐ কাজের উদ্যোগ-কর্তাকে কিছু মুনাফা দেয় বটে কিন্তু জমিদারকে কোনো খাজনা দেয় না। সেগুলিতে সুবিধাজনকভাবে কাজ চালানো একমাত্র জমিদারের পক্ষেই সম্ভব—আর কারো পক্ষে নয় ; জমিদার, যেহেতু নিজেই উদ্যোগকর্তা সেই হেতু পাবে তাব নিয়োজিত মূলধন থেকে মামুলি মুনাফা। স্কটল্যাণ্ডে অনেক খনিতেই কাজ চালানো হয় এই ভাবে—এবং অন্য ভাবে হ'তও না। জমিদার খাজনা ছাড়া কাউকেই সেখানে কাজ চালাতে অনুমতি দেবে না, এবং কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না এই খাজনা দেওয়া।" (Adam Smith, Book I. Ch. XI. 2.)

এটা অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে যে, খাজনা একচেটিয়া দাম থেকে উদ্ভূত হল কিনা, যেহেতু উৎপন্ন দ্রব্যটির কিংবা জমিটির একটি একচেটিয়া দাম তা থেকে নিরপেক্ষভাবেই আছে, অথবা উৎপন্ন দ্রব্যগুলির একটি একচেটিয়া দামে বিক্রি হল কিনা, যেহেতু একটি খাজনা আছে। যখন আমরা একটি একচেটিয়া দামের কথা বলি, আমরা সাধারণ ভাবে বোঝাই এমন একটি দাম, যা নির্ধাবিত হয় কেবল ক্রেতাদের ক্রয়ের ব্যগ্রতা এবং ক্রয়েব ক্ষমতার দ্বারা—উৎপাদনের সাধারণ দামের দ্বারা নির্ধারিত দাম থেকে, এবং সেই সঙ্গে উৎপন্নসমূহের মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত দাম থেকেও নিরপেক্ষ। অতি অসাধারণ গুণমানের মদ, যা উৎপাদিত হতে পারে কেবল অল্প অল্প পরিমাণে, তা উৎপাদন করে একটি আঙুর ক্ষেত এনে দেয় এক-চেটিয়া দাম। মদ প্রস্তুতকারী উপলব্ধ করবে একটি প্রভূত-পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য এই একচেটিয়া দাম থেকে—দ্রব্যটির মূল্যের উপরে যার বাড়তিটি সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হবে সূক্ষ্ম-বিচারী মদ্যপায়ীর সঙ্গতি ও অনুরক্তির দ্বারা। এই উদ্বৃত্ত-মুনাফা, যা উপজিত হয় একটি একচেটিয়া দাম থেকে, রূপান্তরিত হয় খাজনায় এবং এই আকারে গিয়ে পড়ে জমিদারের কোলে—অসাধারণ গুণাবলী-সমৃদ্ধ ভূমণ্ডলের এই অংশের উপরে তার স্বত্বাধিকারের দৌলতে। তা হলে, একচেটিয়া দামই সৃষ্টি করে খাজনা। অন্য দিকে, খাজনা একচেটিয়া দাম সৃষ্টি করবে, যদি শস্য বিক্রি-

হয় কেবল তার উৎপাদন-দামেরই উপরে নয়, তার মূল্যেরও উপরে—খাজনা না দিয়ে অকর্ষিত জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করার পথে ভূমিগত সম্পত্তি যে সীমা আরোপ করে, তার কারণে। ভূমণ্ডলের উপরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির স্বত্বাধিকারই যে তাদের সক্ষম করে সমাজের উদ্বৃত্ত শ্রমের একটি অংশকে, এবং উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমেই বর্ধিত পরিমাণে, সেলামি হিসাবে আত্মসাৎ করতে, এটা প্রচ্ছন্ন থাকে এই ঘটনার আড়ালে যে, ধনতান্ত্রিক খাজনা, অর্থাৎ ঠিক এই মূলধনীকৃত সেলামি প্রতিভাত হয় জমির দাম হিসাবে যা তাই বিক্রিত হয় অন্য যে-কোনো বাণিজ্য-সামগ্রীর মত। সুতরাং ক্রেতা বোধ করে না যে খাজনার উপর তার অধিকার লব্ধ হয় মাগনা,—ধনিকের শ্রম ঝুঁকি এবং কর্মোদ্যোগ ছাড়া বরং সে বোধ করে যে সে তার জন্য দিয়েছে একটা সমান মূল্য ক্রেতার কাছে, যেমন আগে উল্লেখ করা হয়েছে, খাজনা প্রতীয়মান হয় সেই মূলধনের উপরে কেবল একটা সুদ হিসাবে যার সাহায্যে সে জমিটি এবং সেই সঙ্গে, খাজনার উপরে তার অধিকারটি ক্রয় করেছে। একইভাবে গোলাম-মালিক সেই নিগ্রোকে বিবেচনা করে তার সম্পত্তি বলে, যাকে সে ক্রয় করেছে—এই কারণে নয় যে, গোলামি-রূপ প্রথাটিই তাকে দিয়েছে ঐ নিগ্রোটির উপরে মালিকানাধিকার পরন্তু এই কারণে যে, সে তাকে আয়ত্ত করেছে অন্য যে কোনো পণ্যের মতই ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে। কিন্তু অধিকারটি মাধ্যমে কেবল হস্তান্তরিতই হয়; সৃষ্ট হয় না। যাতে অধিকারটি বিক্রয় করা যায়, সেই জন্য সেটি আগে থেকেই থাকতে হবে, এবং এক প্রস্ত বিক্রয় কেবল বিক্রয়ের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই সৃষ্টি করতে পারে না এই অধিকার, যেমন পারে না একটিমাত্র বিক্রয়। যা তাকে প্রথম সৃষ্টি করেছিল তা হল উৎপাদনগত-সম্পর্কসমূহ। যে-মুহূর্তে সেগুলি পৌঁছে গিয়েছে এমন একটি বিন্দুতে যেখানে সেগুলিকে ছেড়ে ফেলতে হবে তাদের খোলস, সেই মুহূর্তেই অধিকারের বস্তুগত উৎসটি—অর্থনৈতিক ভাবে ও ঐতিহাসিক ভাবে সমর্থিত এবং যে-প্রক্রিয়াটি সামাজিক জীবন সৃষ্টি করে, সেটি থেকে উদ্ভূত এই উৎসটি—পড়ে যায় পথের পাশে তার উপরে ভিত্তিশীল সমস্ত লেন-দেন সমেত। সমাজের একটি উচ্চতর অর্থনৈতিক রূপের দৃষ্টিকোণ থেকে, একক লোকদের দ্বারা ভূমণ্ডলের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিভাত হবে সম্পূর্ণ অসম্ভব এক ব্যাপার বলে, যেমন অসম্ভব একজন মানুষের উপরে আরেক জনের ব্যক্তিগত মালিকানা। এমন কি একটি গোটা সমাজ, একটি জাতি কিংবা এমনকি সমস্ত যুগপৎ বিদ্যমান সমাজগুলি সকলে এক সঙ্গেও ভূমণ্ডলের মালিক নয়। তারা কেবল তার অধিকার-ভোগী, তার ভোগ-স্বত্বের অধিকারী, এবং *boni patres familias*-এর মত তাদের এই ভূমণ্ডলকে তুলে দিতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আরো উন্নততর অবস্থায়।

জমির দাম সম্পর্কে নিম্নলিখিত আলোচনায় আমরা বিবেচনা থেকে বাদ দিয়ে রাখছি: প্রতিযোগিতার সমস্ত হ্রাস-বৃদ্ধি, জমি সংক্রান্ত সমস্ত ফটকা কারবার, এবং

সেই সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার ভূমিগত সম্পত্তি, যাতে ভূমি হচ্ছে উৎপাদনকারীদের প্রধান উপকরণ, এবং এই কারণে তাকে ক্রয় করতে হবে যে-কোনো দামে।

১. খাজনা বৃদ্ধি ছাড়াই জমির দাম বৃদ্ধি পেতে পারে, যেমনঃ

(১) কেবল সুদের হ্রাস ঘটার ফলে যার দরুন খাজনা বিক্রি হয় আরো বেশিতে এবং তার দরুন আবার মূলধনীকৃত খাজনা, বা জমির দাম বেড়ে যায়;

(২) জমিতে অন্তর্ভুক্ত মূলধনের সুদ বেড়ে যাবার কারণে।

২. খাজনা বৃদ্ধির ফলেও জমির দাম বৃদ্ধি পেতে পারে।

খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে কেননা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, যে-ক্ষেত্রে পার্থক্যজনিত খাজনার হার সর্বদা বৃদ্ধি পায়—তা সে নিকৃষ্টতম কর্ষিত জমিটির খাজনা বৃহৎ হোক ক্ষুদ্র হোক বা অস্তিত্বহীন হোক। হার বলতে আমরা বুঝি যে-বিনিয়োজিত মূলধনটি উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে, তার সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের সেই অংশটির অনুপাত, যেটি রূপান্তরিত হয় খাজনায়। এটা মোট উৎপন্নের সঙ্গে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের অনুপাত থেকে ভিন্ন, কারণ মোট উৎপন্নটি ধারণ করে না গোটা বিনিয়োজিত মূলধনটিকে, যেমন স্থিতিশীল মূলধনটিকে, যেটি থেকে যায় উৎপন্নের পাশাপাশি। অন্যদিকে, এটা এই ঘটনাটাকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, যে-সব জমি পার্থক্যজনিত খাজনা দেয় সেগুলিতে উৎপন্নের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ রূপান্তরিত হয় উদ্বৃত্ত উৎপন্নের বাড়তিতে। নিকৃষ্টতম জমিতে কৃষিজাত উৎপন্নের দাম প্রথমে সৃষ্টি করে খাজনা এবং তার মাধ্যমে জমির দাম।

যাই হোক, কৃষিজাত উৎপন্নের দাম-বৃদ্ধি ছাড়াও খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। এই দাম স্থির থাকতে পারে, এমনকি হ্রাসও পেতে পারে।

দাম যদি স্থির থাকে, তা হলে খাজনা উদ্ভূত হতে পারে কেবল (একচেটিয়া দাম থেকে ছাড়া) এই কারণে যে, একদিকে, পুরনো জমিগুলিতে একই পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত থাকলে, উন্নততর মানের নোতুন নোতুন জমি চাষ করা হয়, যা অবশ্য, কেবল যথেষ্ট হতে পারে বর্ধিত চাহিদা পূরণ করার পক্ষে, যার দরুন নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দাম থেকে যায় অপরিবর্তিত। এ ক্ষেত্রে, পুরনো জমির দাম বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু নোতুন জমির দাম বৃদ্ধি পায় পুরনো জমির দামের উপরে।

কিংবা, অন্য দিকে, খাজনা বৃদ্ধি পায় কেননা জমি শোষণকারী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—যদি ধরে নেওয়া হয় যে আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা এবং বাজার দাম থাকে একই। যদিও বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে তুলনায় খাজনা এইভাবে একই থাকে, তা হলেও, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তার পরিমাণ দ্বিগুণ হতে পারে, কারণ মূলধন নিজেই হয়েছে দ্বিগুণ। যেহেতু দামে কোনো হ্রাস ঘটেনি, সেই হেতু মূলধনের দ্বিতীয় বিনিয়োগ দেয় একটি উদ্বৃত্ত মুনাফা ঠিক প্রথমটিরই মত এবং তা একই ভাবে রূপান্তরিত হয় খাজনায় ইজারার মেয়াদ পার হয়ে গেলে। খাজনার পরিমাণ এখানে বৃদ্ধি পায়, কারণ খাজনা-উৎপাদনকারী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই যে

বক্তব্য যে, একই ভূমিখণ্ডে মূলধনের বিবিধ পরপর বিনিয়োগ খাজনা উৎপাদন করতে পারে কেবল তখনি যখন তাদের ফলন হয় অসমান, এটা পর্যবসিত হয় এই বক্তব্যটিতে যে, যখন প্রত্যেকটি £ ১,০০০ পরিমাণের দুটি মূলধন বিনিয়োজিত হয় সমান উৎপাদনশীলতাসহ দুটি ক্ষেতে, তা হলে সেই দুটির মধ্যে কেবল **একটিই** পারে খাজনা উৎপাদন করতে, যদিও দুটি ক্ষেতই উন্নততর মানের অন্তর্ভুক্ত, যা উৎপাদন করে পার্থক্যজনিত খাজনা। (খাজনার পরিমাণ, একটি দেশের মোট খাজনা, তাই বৃদ্ধি পায় বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণের সঙ্গে—জমির আলাদা আলাদা খণ্ডগুলির দামে, তা খাজনার হারে, বা এমনকি আলাদা আলাদা খণ্ডগুলির খাজনার মোট পরিমাণেও আবশ্যিক ভাবে বৃদ্ধি না ঘটিয়ে; এ ক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় একটি ব্যাপকতর এলাকায় কৃষির বিস্তৃতি ঘটার কারণে। এটা যুক্ত হতে পারে আলাদা আলাদা জোতে খাজনা হ্রাসের সঙ্গে।) অন্যথা এই বক্তব্য পরিণতি লাভ করে অন্য বক্তব্যটিতে, যথা, পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বিভিন্ন ভূমিখণ্ডে মূলধনের বিনিয়োগ অনুসরণ করে একই ভূমিখণ্ডে পরপর বিনিয়োগের চেয়ে ভিন্নতর নিয়ম; অপর পক্ষে, পার্থক্যজনিত খাজনা উদ্ভূত হয় উভয় ক্ষেত্রে নিয়মের হুবহু অভিন্নতা থেকে, একই ক্ষেতে কিংবা বিভিন্ন ক্ষেতে বিনিয়োজিত মূলধনের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা থেকে। একমাত্র প্রভেদ যেটা এখানে থাকে কিন্তু নজরে নেওয়া হয় না, সেটা এই যে, মূলধনের পরপর বিনিয়োগ, যখন প্রযুক্ত হয় বিভিন্ন ভূমিখণ্ডে, মুখোমুখি হয় ভূমিগত সম্পত্তিও প্রতিবন্ধকের সঙ্গে, যেটা ঘটে না একই ভূমিখণ্ডে পরপর মূলধন বিনিয়োগের বেলায়। এটাই ব্যাখ্যা করে সেই পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা দুটিকে যার মাধ্যমে এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপের বিনিয়োগ কার্যক্ষেত্রে পরস্পরকে খর্ব করে। মূলধনে কোনো পার্থক্যই এখানে দেখা দেয় না। মূলধনের গঠন যদি এখানে একই থাকে এবং অনুরূপ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের হারও তা হলে মুনাফার হার থাকে অপরিবর্তিত, যার দরুন মূলধন দ্বিগুণিত হলে মুনাফার পরিমাণও হয় দ্বিগুণ। অনুরূপ ভাবে, পূর্বধৃত শর্তাবলী অনুযায়ী খাজনার হার থাকে একই। যদি £ ১,০০০ পরিমাণ মূলধন উৎপাদন করে 'x' পরিমাণ খাজনা, তাহলে £ ২,০০০ পরিমাণ মূলধন উৎপাদন করবে ২'x' পরিমাণ খাজনা। কিন্তু জমির আয়তনের ভিত্তিতে গণনা করলে, যা রয়ে গিয়েছে অপরিবর্তিত, যেহেতু আমাদের ধৃত ধারণা অনুযায়ী, দ্বিগুণিত মূলধন কাজ করছে একই ক্ষেতে, খাজনার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার ফলে। যে এক একর জমি আগে খাজনা দিত £ ২, এখন সেই একর জমি দেয় £ ৪।[১]

---

১. রডবার্টস, খাজনার উপরে যাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি [Sociale Briefe an von Kirchmann, Dritter Brief : Widerlegung der Ricardo' schen Lehre von der Grundrente und Begrundung einer neuen Renten theorie, Berlin, 1851] আমরা আলোচনা করব Book IV-এ [*Theorien uber den Mehrwert.* K. Marx/F. Engels, *Werke,* Band 26, Teil

জমির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি অংশের, অর্থ খাজনার সম্পর্কটি—কারণ অর্থ হচ্ছে মূল্যের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি—নিজ-রূপে অদ্ভুত ও অযৌক্তিক; কেননা যে আয়তনগুলি এখানে পরস্পরের দ্বারা পরিমাপ করা হয়, সেগুলি অ-পরিমাপযোগ্য একদিকে একটি বিশেষ ব্যবহার মূল্য এত এত বর্গ ফুট জায়গা, এবং অন্য দিকে মূল্য, বিশেষ করে উদ্বৃত্ত মূল্য। এটা এই ঘটনার চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে না যে, উপস্থিত অবস্থায়, এত বর্গফুট জমির মালিকানা জমিদারকে সক্ষম করে একটি বিশেষ পরিমাণ মজুরি বঞ্চিত শ্রম ছিনিয়ে নিতে, যে শ্রমটাকে আলুর মধ্যে গড়াগড়ি খাওয়া শুয়োরেব মত, এই জমির মধ্যে গড়াগড়ি খাওয়া মূলধন নিয়েছিল নিজের আয়ত্তে। [পাণ্ডুলিপিতে এখানে বন্ধনীর মধ্যে লেখা, কিন্তু পরে কেটে দেওয়া, ছিল "লাইবিগ" নামটি।] কিন্তু স্পষ্টতই কথাটা সেই একই বকম যেন কেউ বলতে চেয়েছিলেন পৃথিবীব ব্যাসের সঙ্গে পাঁচ টাকার একটি নোটের সম্পর্কের কথা। যাই হোক, যে সব যুক্তি-বিবর্জিত রূপে কতকগুলি অর্থ নৈতিক সম্পর্ক কার্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, সেগুলির মধ্যে সঙ্গতি সাধন এই সম্পর্কসমূহের সক্রিয় প্রতিনিধিদের প্রাত্যহিক জীবনে তাদের ব্যস্ত কবে না। এবং যেহেতু এবংবিধ সম্পর্ক সমূহের মধ্যে চলাফেরা কবতে তাবা অভ্যস্ত, সেহেতু তাবা সেগুলিব মধ্যে অদ্ভুত কিছুও দেখতে পায না। একটা সম্পূর্ণ স্ববিরোধও তাদের কাছে কোনো রহস্য উপস্থিত করে না। সেইসব অভিব্যক্তি যেগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ সংযোগসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অবাস্তব যখন নিজেবাও বিচ্ছিন্ন, সেগুলির মধ্যেও তারা সমান স্বচ্ছন্দে ঘুবে বেড়ায় জলেব মধ্যে মাছের মত। যে কথা হেগেল বলেন কতকগুলি গাণিতিক সূত্র সম্পর্কে, তা এখানেও প্রযোজ্য: যা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কাছে

S. 7-102, 139-51] তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব এই যে তিনি এই পয়েণ্টটির বিকাশ সাধন করেছিলেন। অবশ্য, তিনি একটি ভুল করেছিলেন, প্রথমতঃ, এটা ধরে নিয়ে যে, মূলধনের ক্ষেত্রে মুনাফায় বৃদ্ধি সব সময়েই ব্যক্ত হয় মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে, যার দরুন, যখন মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন অনুপাতটি একই থেকে যায়। কিন্তু এটা ভুল, কেননা, মূলধনের গঠন পরিবর্তিত হলে, মুনাফার হার বৃদ্ধি পেতে পারে এমনকি যদি শ্রমের শোষণ একই থাকে—ঠিক এই কারণে যে মূলধনের অস্থির অংশের সঙ্গে তুলনায় তার স্থির অংশের আনুপাতিক মূল্য হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি ভুল করেছিলেন একটি পরিমাণগত ভাবে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের সঙ্গে, যেমন এক একরের সঙ্গে, অর্থ খাজনার অনুপাতকে এমনভাবে আলোচনা করে যেন খাজনার বৃদ্ধি বা হ্রাসের বিশ্লেষণ এটাই ছিল চিরায়ত অর্থনীতির সাধারণ প্রতিজ্ঞা। এটাও আবার ভুল। চিরায়ত অর্থনীতি সর্বদাই খাজনা নিয়ে আলোচনা করে যখন তাকে তা বিবেচনা করে তার প্রাকৃতিক রূপে, তার উৎপন্নের সঙ্গে সম্পর্ককে এবং যখন তাকে তা বিবেচনা করে তার আর্থিক রূপে, তখন অগ্রিম দণ্ড মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কে, কারণ এগুলিই হচ্ছে, বাস্তবিক পক্ষে, যুক্তিসিদ্ধ অভিব্যক্তি।

অযৌক্তিক বলে মনে হয়, তাই যৌক্তিক এবং যা তার কাছে মনে হয় যৌক্তিক বলে তাই অযৌক্তিক।*

যখন বিবেচনা করা হয় খোদ জমির আয়তনের সঙ্গে সম্পর্কে, তখন খাজনার পরিমাণে একটি বৃদ্ধি এইভাবে অভিব্যক্ত হয় একইভাবে যেমন হয় খাজনার হার, আর এই কারণেই ঘটে বিড়ম্বনা, যখন যে অবস্থাগুলি একটি ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করে, সেগুলি অন্য ক্ষেত্রটিতে অনুপস্থিত।

জমির দাম অবশ্য তখনো বৃদ্ধি পেতে পারে এমনকি যখন কৃষি উৎপন্নের দাম হ্রাস পায়।

এ ক্ষেত্রে, পার্থক্যজনিক খাজনা, এবং তার সঙ্গে উন্নততর জমির দাম বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে আরো পার্থক্যীভবনের কারণে। কিংবা, যদি ব্যাপারটা তা না হয়, কৃষি উৎপন্নের দাম কমে গিয়ে থাকতে পারে বৃহত্তর শ্রম-উৎপাদনশীলতার কল্যাণে কিন্তু এমন ভাবে যে বর্ধিত উৎপাদন তাকে প্রতিপূরনের'ও বেশি করে। ধরা যাক এক কোয়ার্টারে খরচ পড়ে ৬০ শিলিং। এখন যদি একই একর, একই মূলধন দিয়ে উৎপাদন করে এক কোয়ার্টারের বদলে দুই কোয়ার্টার এবং এক কোয়ার্টারের দাম কমে গিয়ে হয় ৪০ শিলিং তা হলে দুই কোয়ার্টারে খরচ পড়বে ৮০ শিলিং, যাতে করে একই একরে বিনিয়োজিত একই মূলধনের উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এক তৃতীয়াংশ—কোয়ার্টার-প্রতি দাম এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও। উৎপন্নটিকে তার উৎপাদন দামের চেয়ে বেশিতে বা তার মূল্যের চেয়ে বেশিতে বিক্রি না করে কি ভাবে এটা সম্ভব, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে পার্থক্যজনিত খাজনার বিশ্লেষণে। বস্তুত পক্ষে এটা সম্ভব কেবল দুই ভাবে। হয়, নিকৃষ্ট জমিকে বাদ দেওয়া হয় প্রতিযোগিতা থেকে, কিন্তু উৎকৃষ্টতর জমির দাম বৃদ্ধি পায় পার্থক্যজনিত খাজনা বৃদ্ধির সঙ্গে; অর্থাৎ সাধারণ উন্নয়ন বিভিন্ন রকমের জমির উপরে কাজ করে বিভিন্ন ভাবে। কিংবা একই উৎপাদন দাম (এবং একই মূল্য, যদি অনাপেক্ষিক খাজনা দেওয়া হয়) নিজেকে প্রকাশ করে নিকৃষ্টতম জমিটিতে একটি বৃহত্তর পরিমাণ উৎপন্নের মাধ্যমে, যখন শ্রমের উৎপাদনশীলতা হয়েছে বৃহত্তর। উৎপন্নটি প্রতিনিধিত্ব করে আগের মত একই মূল্যের, কিন্তু তার একাংশগুলির দাম কমে গিয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা গিয়েছে বেড়ে। এটা অসম্ভব যখন একই মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে; কারণ এ ক্ষেত্রে একই মূল্য নিজেকে প্রকাশ করে উৎপন্নের যে-কোন একটি অংশের মাধ্যমে। কিন্তু এটা সম্ভব যখন অতিরিক্ত মূলধন ব্যয়িত হয় জিপসাম, গুয়ানো ইত্যাদি বাবদে অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধনের জন্য যার ফল স্থায়ী হয় কয়েক বছর জুড়ে। শর্তটা এই যে, একটি একক একরের দাম হ্রাস পায়, কিন্তু যে মাত্রায় কোয়ার্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সেই একই মাত্রায় নয়।

* হেগেল: *Encyclopadie der philosophischen Wissenchatten in Grundrisse* 1. Teil *Die Logik* In. *Werke* Band 6. Berlin 1140 S 404.

৩. এই বিভিন্ন অবস্থাবলী, যার অধীন খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং তার সঙ্গে সাধারণ ভাবে জমির দাম, কিংবা বিশেষ বিশেষ ধরনের জমির দাম, অংশত প্রতিযোগিতা করতে পাবে, বা অংশত পরস্পরকে বাদ দিতে পারে, এবং কাজ করতে পারে কেবল পালাক্রমে। কিন্তু যা বলা হয়েছে তা থেকে অনুসরণ করে যে, জমির দামে একটি বৃদ্ধির ফলশ্রুতি আবশ্যিক ভাবেই সূচনা করে না খাজনাতেও একটি বৃদ্ধি, কিংবা খাজনায় একটি বৃদ্ধি, যা সব সময়েই সঙ্গে নিয়ে আসে জমির দামে একটি বৃদ্ধি, তা আবশ্যিক ভাবেই নির্ভরশীল নয় কৃষি উৎপন্নে একটি বৃদ্ধির উপরে।[১]

যে সব সত্যিকারের প্রাকৃতিক কারণের পরিণামে জমির উর্বরতা ফুরিয়ে যায়—প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তখনকার কৃষি-রসায়ন বিদ্যার নিম্ন মানের দরুন, পার্থক্যজনিত খাজনা নিয়ে যাঁরা লিখতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন এব্যাপারে অনবহিত – সেগুলির মূলে না গিয়ে, এই অসার ধারণাটা আঁকড়ে ধরা হল যে, কোন একটি সীমাবদ্ধ জমিতে যে কোন পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা যায় না ; দৃষ্টান্ত হিসাবে, যেমন '**এডিনবরা রিভিউ***' রিচার্ড জোন্স এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, গোটা ইংল্যাণ্ডকে খাওয়ানো যায় না সোহো স্কোয়্যারের চাষের মারফত। যদি এটাকে বিবেচনা করা হয় কৃষিকার্যের বিশেষ অসুবিধা বলে, তা হলে ঠিক বিপরীতটাই সত্য। এখানে সম্ভব সুফল সহ পরপর মূলধন বিনিয়োগ করা, কেননা জমি নিজেই কাজ করে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে, কারখানার বেলায় যা ঘটেনা কিংবা ঘটলেও ঘটে সীমাবদ্ধ মাত্রায়, কেননা সেখানে জমি কাজ করে কেবল ভিত্তি হিসাবে, কাজ-কর্ম চালানর জন্য একটি জায়গা বা স্থান হিসাবে। এটা সত্য যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হস্তশিল্পের তুলনায়, বৃহদায়তন শিল্প পারে অল্প জমির উপরে বেশি উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করতে। যাই হোক, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা সব সময়েই আবশ্যক হয় উৎপাদনশীলতার একটি নির্দিষ্ট মানে। এবং উঁচু উঁচু বাড়ি নির্মাণেরও আছে বাস্তব সীমাবদ্ধতা। এর বাইরে উৎপাদন সম্প্রসারণ করতে হলে লাগবে জমির এলাকারও সম্প্রসারণ। যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে স্থিতিশীল মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত হয় না, বরং ক্ষয় পায়। নোতুন নোতুন উদ্ভাবন বাস্তবিকই এ দিক থেকে সুযোগ দিতে পারে কিছু উন্নতি সাধনের। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মানের উৎপাদন ক্ষমতা সহ যন্ত্রপাতি সব সময়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যদি উৎপাদনশীলতা দ্রুত বিকশিত হয়, তা হলে সমস্ত পুরনো যন্ত্রপাতি অবশ্যই প্রতিস্থাপিত হবে বেশি সুবিধাজনক যন্ত্রপাতির দ্বারা ; অন্য ভাবে বলা যায়, পুরনো যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে। জমি কিন্তু ঠিক ভাবে পরিচর্যা করলে সব সময়েই আরো উন্নত হয়। জমির এই যে সুবিধা, যা মূলধনের আগেকার বিনিয়োগের ক্ষতি না করে, পরপর নোতুন বিনিয়োগগুলিকে সুযোগ করে দেয় লাভ এনে দেবার—এই সুবিধাটি সূচনা করে মূলধনের পরপর বিনিয়োগগুলি থেকে প্রাপ্ত ফলনে পার্থক্যের সম্ভাবনা।

১. যখন খাজনা বৃদ্ধি পায় তখন জমির দামের হ্রাসপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে দেখুন প্যাসি।

* আগস্ট ডিসেম্বর সংখ্যা ১৮৩১ পৃ. ৯৪-৯৫

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়
ধনতান্ত্রিক ভূমি-খাজনার উৎপত্তি
১। প্রারম্ভিক মন্তব্য

আমরা আমাদের মনে অবশ্যই পরিষ্কার করে নেব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির তত্ত্বগত প্রকাশ হিসাবে আধুনিক অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি-খাজনা বিশ্লেষণে আসল সমস্যাটা কোথায়। এমনকি অধিকতর আধুনিক লেখকদের মধ্যেও অনেকে এটা অনুধাবন করতে পারেন নি—ভূমি-খাজনাকে "নোতুন করে" ব্যাখ্যা করার প্রত্যেকটি পুনর্নবীকৃত প্রচেষ্টা যার সাক্ষ্য। এই অভিনবত্বটা অবধারিত ভাবেই পরিণতি লাভ করে দীর্ঘ কাল ধরে অচল হয়ে যাওয়া ধ্যান-ধারণাগুলিতে ফিরে যাওয়ায়। সমস্যাটা কৃষি মূলধন এবং সাধারণ ভাবে তার অনুষঙ্গী উদ্বৃত্ত মূল্যের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত উৎপন্নটিকে ব্যাখ্যা করা নয়। সমস্যাটা বরং এটা দেখানো যে, জমিতে বিনিয়োজিত মূলধনের দ্বারা জমিদারকে খাজনার আকারে প্রদত্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের বাড়তিটির উৎস কি—যেটি প্রদত্ত হয় বিভিন্ন মূলধনের মধ্যে গড় মুনাফায় উদ্বৃত্ত মূল্যের সমীকরণের পরে, উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে সামাজিক মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত মোট উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে বিভিন্ন মূলধন তাদের আপেক্ষিক আকার অনুযায়ী নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ সংগ্রহণের পরে; অন্য ভাবে বলা যায়, এই সমীকরণ এবং সাধারণ ভাবে বণ্টনযোগ্য সমস্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরবর্তী উৎসটি কি। সেসব বাস্তব উদ্দেশ্য ভূমিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে শিল্প মূলধনের মুখপাত্র হিসাবে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের প্ররোচিত করেছিল এই প্রশ্নটি নিয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে—যে সব উদ্দেশ্য আমরা আরো পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করব ভূমি-খাজনার ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায়ে, সেই উদ্দেশ্যগুলিকে পুরোপুরি বাদ দিলেও প্রশ্নটি তাঁদের কাছে, তত্ত্ববিদ্ হিসাবে ছিল পরম গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্বীকার করা যে কৃষিতে বিনিয়োজিত মূলধন বাবদে খাজনার আবির্ভাবের কারণ হচ্ছে কোন একটি বিশেষ ফল, যেটি উৎপাদিত হয়েছে খোদ বিনিয়োগটিরই দ্বারা, স্বয়ং পৃথিবীরই ভূত্বকের কতকগুলি অন্যান্য গুণাবলী থেকে, আসলে মূল্যের ধারনাটিকে বর্জন করারই সামিল, এই ক্ষেত্রটির একটি বিজ্ঞান সম্মত অনুশীলনের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করারই সামিল। এমনকি এই সাদাসিধে মন্তব্যটি যে, খাজনা দেওয়া হয় কৃষি ফসলের দাম থেকে, যা ঘটে এমনকি যখন খাজনা দেওয়া হয় জিনিসের অঙ্কে, যদি কৃষককে ফিরে পেতে হয় তার উৎপাদন দাম—এই মন্তব্যটিতে পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছিল মামুলি উৎপাদন দামের উপরে এই দামের বাড়তিটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টার অসম্ভবতা; অন্য ভাবে বললে, উৎপাদনের অন্যান্য শাখার উৎপাদনশীলতার উপরে কৃষি-উৎপাদনের প্রকৃতিদত্ত উৎপাদনশীলতার বাড়তির ভিত্তিতে কৃষিজাত দ্রব্যাদির আপেক্ষিক মহার্ঘ্যতা ব্যাখ্যা করা। কারণ বিপরীতটা সত্য: শ্রম যত বেশি উৎপাদনশীল হয়, তার উৎপন্নের প্রত্যেকটি একাংশ

হয় তত বেশি সস্তা কেননা একই পরিমাণ শ্রম তথা একই মূল্য বিধৃতিকারী ব্যবহার-মূল্যসমূহের আয়তন হয় তত বড়।

সুতরাং খাজনা বিশ্লেষণে গোটা সমস্যাটা হচ্ছে গড় মুনাফার উপরে কৃষি-মুনাফার বাড়তিটা ব্যাখ্যা করা—উদ্বৃত্ত মূল্য নয়, পরন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের বাড়তিটা, যা এই উৎপাদন-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য, তা ব্যাখ্যা করা; অন্য ভাবে বলা যায়, "নীট উৎপন্নটি নয়", পরন্তু শিল্পের অন্যান্য শাখার নীট উৎপন্নর উপরে এই নীট উৎপন্নর বাড়তিটি ব্যাখ্যা করা। গড় মুনাফা নিজেই হচ্ছে অতি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উৎপাদন-সম্পর্কের অধীনে সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের দ্বারা গঠিত একটি উৎপন্ন—এমন একটি উৎপন্ন যা আমরা দেখেছি, আবশ্যক করে অতি জটিল সামঞ্জস্যবিধান। গড় মুনাফার উপরে আদৌ একটি উদ্বৃত্তের কথা বলতে সক্ষম হতে হলে, এই গড় মুনাফাটি নিজেই ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সাধারণ ভাবে উৎপাদনের একটি মানক হিসাবে, একটি নিয়ামক হিসাবে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যা হয়। এই কারণে, আধুনিক অর্থে খাজনার কোনো কথাই হতে পারে না—এমন একটি খাজনার কথা যা গঠিত হয় গড় মুনাফার উপরে একটি উদ্বৃত্তের দ্বারা, অর্থাৎ মোট সামাজিক মূলধনের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যে প্রত্যেকটি একক মূলধনের আনুপাতিক অংশের উপবে একটি উদ্বৃত্তের দ্বাবা—সেই সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থায়, যেগুলিতে মূলধন সম্পাদন করে না সমস্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য বলবৎ করার এবং সমস্ত উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার ভূমিকা। সুতবাং যেখানে মূলধন তখনো সামাজিক শ্রমকে সম্পূর্ণ ভাবে তার নিয়ন্ত্রণে আনেনি, কিংবা এনে থাকলেও এখনো তা একান্তই অনিয়মিত। পাসি-র মত ব্যক্তির অতি সারল্য (নীচে দেখুন), তখনি প্রকাশ পায়, যখন তিনি বলেন আদিম সমাজে মুনাফার উপরে উদ্বৃত্ত হিসাবে খাজনার কথা,* যা হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যেব একটি ঐতিহাসিক ভাবে নিরূপিত রূপ, কিন্তু পাসি-র মতে যা থাকতে পারে এমনকি প্রায় সমাজকে বাদ দিয়েও।

প্রবীণতর অর্থনীতিবিদদের ক্ষেত্রে, যাঁরা সাধারণ ভাবে কেবল সূচনা করেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিশ্লেষণ, যে পদ্ধতি তাঁদের কালে তখনো ছিল অবিকশিত, তাঁদের কাছে খাজনার বিশ্লেষণ আদৌ কোনো সমস্যাই নয়, কিংবা যদি সমস্যা হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। পেটি, ক্যান্টিলন এবং সাধারণ ভাবে সেই সব লেখক, যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক আমলের নিকটতর, তাঁরা ভূমি খাজনাকে ধরে নেন সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি স্বাভাবিক রূপ হিসাবে,** অথচ মুনাফা তখনো তাঁদের চোখে মজুরির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার, কিংবা বড় জোর দেখা

* Passy, *Rente du sol*. In : Dictionaire de l'economic politique. Tome II, Paris, 1854, P. 511.

** [Petty] *A Treatise of Taxes and Contributions*, London, 1867, PP. 23-24 ; [Richard Cantillon] *Essai Sur la nature du commerce en general*, Amsterdam, 1776.

দেয় জমিদারদের কাছ থেকে ধনিকদের দ্বারা জোর করে আদায় করে নেওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি অংশ হিসাবে। এই লেখকেরা তাঁদের যাত্রাবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করেন এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে প্রথমতঃ কৃষি জনসংখ্যা তখনো গঠন করে জাতির সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং দ্বিতীয়তঃ, জমিদার তখনো বিরাজ করে সেই ব্যক্তি হিসাবে, যে তার ভূমিগত সম্পত্তির উপরে একচেটিয়া অধিকারের বলে সরাসরি আত্মসাৎ করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উদ্বৃত্ত শ্রম যেখানে তাই ভূমিগত সম্পত্তি তখনো অবস্থান করে উৎপাদনের প্রধান শর্ত হিসাবে। এইসব লেখকের কাছে এই প্রশ্নটি তখনো তোলা যেত না, যেটি বিপরীত ভাবে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করতে চায় কেমন করে ভূমিগত সম্পত্তি সক্ষম হয় মূলধনের হাত থেকে তার দ্বারা উৎপাদিত (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে তাব দ্বারা লুণ্ঠিত) এবং ইতিমধ্যে আত্মীকৃত উদ্বৃত্ত মূলধনের একটা অংশ ফেরৎ কেড়ে নিতে।

'ফিজিওক্র্যাট'রা আবার আরেক প্রকারের সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মূলধনের সত্যি সত্যিই প্রথমতম সুসংবদ্ধ মুখপাত্র হিসাবে, তাঁরা চেষ্টা করেন সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে। তাঁদের কাছে এই বিশ্লেষণ মিলে যায় খাজনার বিশ্লেষণের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের যে একটিমাত্র রূপ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অবহিত। অতএব, তাঁরা খাজনা দায়ী বা কৃষিগত, মূলধনকে বিবেচনা করতেন একমাত্র মূলধন বলে যা উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত মূল্য এবং তার দ্বারা গতি সঞ্চারিত কৃষি শ্রমকে একমাত্র শ্রম বলে যা উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত মূল্য—ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে শ্রম একমাত্র উৎপাদনশীল শ্রম। উদ্বৃত্ত মূল্যেব সৃষ্টিকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করে তাঁরা সম্পূর্ণ ঠিকই করেছিলেন। অন্যান্য কৃতিত্ব ছাড়াও যেগুলি আলোচনা করা হবে চতুর্থ গ্রন্থে,* তাঁরা আরো প্রশংসা দাবি করেন প্রধানতঃ বণিক মূলধন থেকে, যা কাজ করে সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্চলনেব পরিধিতে, তা থেকে উৎপাদনশীল মূলধনে ফিরে যাবার জন্য—বণিক ব্যবস্থার বিরোধী হিসাবে, যে ব্যবস্থা তাব স্থূল বাস্তবতা দিয়ে গঠন কবে সত্যিকারের হাতুড়ে অর্থনীতি এবং তার নিজেব বৈষয়িক স্বার্থে পিছনে ঠেলে দেয় পেটি এবং তাঁর উত্তরসূরীদের দ্বারা আবদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রারম্ভিক প্রয়াসকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বণিক ব্যবস্থার এই সমালোচনীতে কেবল তার মূলধন এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সংক্রান্ত ধারণাগুলি নিয়েই আলোচনা করা হবে। ইতিপূর্বে এটা বলা হয়ে গিয়েছে যে, অর্থ ব্যবস্থা সঠিকভাবেই ঘোষণা করে বিশ্ব-বাজারের জন্য উৎপাদন এবং উৎপন্ন-সম্ভারের পণ্যে এবং এইভাবে অর্থে, রূপান্তরণ, যা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পূর্বশর্ত ও প্রাগবস্থা। বণিক-ব্যবস্থায় এই ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বিকাশে, এটা আর পণ্য-মূল্যের অর্থে রূপান্তরণ নয়, কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃজন যা হচ্ছে চূড়ান্ত—কিন্তু সঞ্চলন পরিধির অর্থহীন দৃষ্টিকোণ

* ক্যাপিটাল-এর ৪র্থ খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত না হয়ে এই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে আলাদা বই হিসাবে—'Theory of Surplus Value'.—অনুবাদক।

থেকে এবং একই সময়ে, এমন ভঙ্গিতে এই উদ্বৃত্ত মূল্য উপস্থাপিত হয় উদ্বৃত্ত অর্থ হিসাবে, বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত হিসাবে। যাই হোক, একই সময়ে ঐ কালের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বণিক ও ম্যানুফ্যাকচারকারীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—যা, তারা ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে পর্যায়টির প্রতিনিধিত্ব করে, তার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ—সেই চারিত্র বৈশিষ্ট্যটি হল এই যে সামন্ততান্ত্রিক কৃষি সমাজগুলির শিল্প সমাজে রূপান্তর এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব-বাজারে জাতিতে জাতিতে শিল্প সংগ্রাম নির্ভর করে মূলধনের ত্বরান্বিত বিকাশের উপরে, যাতে উপনীত হওয়া যায় না তথাকথিত স্বাভাবিক পথ ধরে, যায় কেবল জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। এটা ঘটায় এক প্রচণ্ড পার্থক্য যে, জাতীয় মূলধন শিল্প মূলধনে রূপান্তরিত হয় ক্রমে ক্রমে এবং ধীরে ধীরে, নাকি এই বিকাশ ত্বরান্বিত হয় একটি ট্যাক্সের মারফতে যা তারা আরোপ করে প্রধানতঃ জমিদার, মধ্য ও ক্ষুদ্র চাষী এবং হস্তশিল্পীদের উপরে, বিবিধ সংরক্ষণমূলক করের মাধ্যমে স্বাধীন প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উচ্ছেদ সাধনের পথে এবং মূলধনের প্রচণ্ড ভাবে ত্বরান্বিত সঞ্চয়ন ও সংকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। একই সঙ্গে স্বাভাবিক জাতীয় উৎপাদন শক্তির ধনতান্ত্রিক ও শিল্পতান্ত্রিক পরিশোষণে এটা ঘটায় একটা বিরাট পার্থক্য। অতএব বণিক-ব্যবস্থার জাতিগত রূপ কেবল তার মুখপাত্রদের মুখে কথা মাত্র নয়। জাতির ধন এবং রাষ্ট্রের সম্পদের জন্যে একান্ত উৎকণ্ঠার অছিলায়, তাঁরা বাস্তবিক পক্ষে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকে এবং ধনের শেষ স্তূপীকরণকেই ঘোষণা করে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলে এবং এইভাবে পুরাতন ঐশ্বরিক সমাজের পরিবর্তে আবাহন করে বুর্জোয়া সমাজকে। কিন্তু একই সময়ে তারা সচেতন ভাবে অবহিত যে, মূলধনের এবং ধনিক শ্রেণীর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির স্বার্থের বিকাশই গঠন করে আধুনিক সমাজে জাতির শক্তি তথা জাতির প্রাধান্যের ভিত্তিভূমি।

অধিকন্তু, ফিজিওক্র্যাটদের এই বিবৃতিটিও সঠিক যে, বস্তুতঃ পক্ষে উদ্বৃত্ত মূল্যের সমস্ত উৎপাদনেরই, এবং অতএব মূলধনের সমস্ত বিকাশেরই স্বাভাবিক ভিত্তি হচ্ছে কৃষি শ্রমের উৎপাদনশীলতা। যদি মানুষ একটি কাজের দিনে আরো জীবন ধারণের উপকরণ উৎপাদন করতে সক্ষম না হত, যা সঠিক অর্থে বোঝার প্রত্যেক শ্রমিকের নিজের পুনরুৎপাদনের জন্য যতটা চাই তার চেয়ে বেশি পরিমাণ কৃষি উৎপন্ন, যদি তার সমগ্র শ্রম-শক্তি পর্যাপ্ত হত কেবল তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের পক্ষে অপরিহার্য জীবনধারনের উপকরণগুলি উৎপাদনের জন্যই, তাহলে কেউই আদৌ বলতে পারতেন না উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বা উদ্বৃত্ত মূল্যের কথা। কৃষি শ্রমিকের একার প্রয়োজন পূরণের চেয়ে বেশি তার যে উৎপাদনশীলতা, তাই হচ্ছে সমস্ত সমাজের ভিত্তি এবং সর্বোপরি, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি, যা নিরন্তর সমাজের এক ক্রমবর্ধমান অংশকে বুনিয়াদি খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন থেকে ছাড়িয়ে এনে তাদের রূপান্তরিত করে, স্টুয়ার্টের* কথায়, "মুক্ত মানুষে" যাতে তাদের শোষণ করা যায় অন্যান্য ক্ষেত্রে।

* J. Steuart: *An Inquiry into the Principles of Political Economy,* Vol. I Dublin, 1770 P. 396

কিন্তু ডেয়ারে, পাসি প্রমুখের মত আরো সাম্প্রতিক অর্থনীতিকদের সম্পর্কে কি বলা যায়, যাঁরা চিরায়ত অর্থনীতির গোধূলি-সন্ধ্যায়, বাস্তবিক পক্ষে তার মৃত্যু শয্যায় তোতা পাখির মত আউড়ে চলেন উদ্বৃত্ত শ্রমের এবং তার মাধ্যমে, সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের, স্বাভাবিক অবস্থাবলী সংক্রান্ত আদিমতম ধ্যান ধারণাগুলি এবং কল্পনা করেন যে তাঁরা ভূমি খাজনা সম্পর্কে উচ্চারণ করছেন এমন কিছু যা নোতুন এবং চমকপ্রদ* —এই ভূমি-খাজনা উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি বিশেষ রূপ হিসাবে পর্যালোচিত এবং একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসাবে পর্যবসিত হবার দীর্ঘকাল পরে? বিশেষ ভাবে, হাতুড়ে অর্থনীতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যা ছিল বিকাশের একটি নির্দিষ্ট, অতিক্রান্ত পর্যায়ে নোতুন, মৌলিক, গভীর ও যুক্তিসিদ্ধ, তাকে প্রতিধ্বনিত করা এমন এক কালে যখন তা হয়ে পড়েছে মামুলি, বাসি ও মিথ্যা। এই ভাবে তা স্বীকার করে নেয় চিরায়ত অর্থনীতিকে যে সমস্ত সমস্যা ভাবিত করত, সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। এ তাকে বিড়ম্বিত করে সেই সব প্রশ্ন নিয়ে, যেগুলি উত্থাপন করা যেত বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের একটি নিম্নতর স্তরে। একই কথা খাটে অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে ফিজিওক্র্যাটদের কথাগুলি নিয়ে তার অবিরত ও আত্মতুষ্ট জাবর কাটা সম্পর্কেও। এই কথাগুলি অনেক কাল ধরে হারিয়ে ফেলেই সমস্ত তত্ত্বগত কৌতূহল সেগুলি কোন রাষ্ট্রের ব্যবহারিক মনোযোগ কতটা আকর্ষণ করছে, তাতে কিছু এসে যায় না।

যথার্থ প্রাকৃতিক অর্থনীতিতে যখন কৃষি উৎপন্নের কোন অংশই সঞ্চলন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না কিংবা অতি তুচ্ছ একটি অংশই প্রবেশ করে, এবং তার পরে উৎপন্নটির সেই অংশের কেবল আপেক্ষিক ভাবে একটি ক্ষুদ্র ভাগই, যা প্রতিনিধিত্ব করে জমিদারের আয়ের, যেমন রোমের অনেক 'ল্যাটিফাণ্ডিয়া'য়, কিংবা শার্লেম্যান-এর 'ভিলা'গুলিতে, কিংবা মোটামুটি ভাবে গোটা মধ্য যুগ জুড়ে (দেখুন Vincard: *Histoire du travail*) তখন বড় বড় জমিদারিগুলির উৎপন্ন ও উদ্বৃত্ত উৎপন্ন কোন ক্রমেই গঠিত হয় না বিশুদ্ধ ভাবে কৃষি শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা। তা সেই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্প-শ্রমের উৎপন্ন দ্রব্যাদিও।

কৃষি, হল ভিত্তিস্বরূপ, তারই গৌণ বৃত্তি হিসাবে ঘরোয়া হস্তশিল্প এবং ম্যানুফ্যাকচারে নিযুক্ত শ্রম হচ্ছে সেই উৎপাদন পদ্ধতিটির পূর্বশর্ত যার উপরে প্রাকৃতিক অর্থনীতি দাঁড়িয়ে থাকে—যেমন প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইউরোপ, তেমন বর্তমান যুগের ভারতীয় সমাজে, যেখানে ঐতিহ্যগত সংগঠন এখন ধ্বংস হয়ে যায়নি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভাবে অবসান ঘটায় এই সম্পর্কীয়তার,—যে প্রক্রিয়াটি বৃহদায়তনে অধ্যয়ন করা যায় ইংল্যাণ্ডে আঠারো শতকের শেষ তৃতীয়াংশে। হেরেনশোয়াণ্ডএর মত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, যাঁরা বড় হয়েছিলেন কম-বেশি আধা-সামন্ত

* Daire: *Introduction. In: Physiocrats*, 1. Teil, Paris, 1846; Passy, *Rente du sol. In: Dictionnaire de l'economie politique*. Tome II, Paris, 1854, p. 511.

তান্ত্রিক সমাজে, এখনো অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ পর্বেও, কৃষি থেকে ম্যানুফ্যাকচারের এই বিচ্ছেদকে বিবেচনা করেন একটা হটকারী সামাজিক বীরত্বপনা বলে, অস্তিত্ব ধারণের একটি অচিন্তনীয় ঝুঁকিবহুল পদ্ধতি বলে এবং এমনকি পুরাকালের যে সব কৃষি সমাজের রূপ ছিল ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সর্বাধিক উপমেয়, যেমন কার্থেজ এবং রোমের কৃষি ব্যবস্থা, সেখানেও সাদৃশ্যটা বাগিচা (প্ল্যাণ্টেশন)-অর্থনীতির সঙ্গে যতটা ছিল সত্যিকারের ধনতান্ত্রিক শোষণ-পদ্ধতির অনুরূপ রূপের সঙ্গে ততটা ছিল না।[১] এই যে রূপগত সাদৃশ্য যা, অবশ্য সমস্ত মূলগত বৈশিষ্ট্য যুগপৎ ধরা পড়ে সম্পূর্ণ বিভ্রমজনক বলে—এমন যে কোনো ব্যক্তির চোখে, যিনি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত এবং যিনি, হের মমসেন-এর মত[২] প্রত্যেকটি মুদ্রা-ভিত্তিক অর্থনীতিতেই আবিষ্কার করেন না একটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি—এই রূপগত সাদৃশ্যটাও আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে পুরাকালীন ইতালিতে, বড় জোর পাওয়া যায় সিসিলিতে, কারণ এই দ্বীপটি রোমকে সেবা করত কৃষি-দ্রব্যের সরবরাহকারী হিসাবে, যার জন্য তার কৃষি ছিল প্রধানতঃ রপ্তানিমুখী। আধুনিক অর্থে কৃষকদের অস্তিত্ব সেখানে ছিল।

খাজনা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা এই ঘটনার উপরে ভিত্তিশীল যে, জিনিসের আকারে খাজনা অংশত গীর্জাকে প্রদেয় ফসলাংশ হিসাবে এবং অংশত দীর্ঘস্থায়ী চুক্তির দ্বারা সংরক্ষিত কৌতূহল বস্তু হিসাবে চলে মধ্য যুগের প্রাকৃতিক অর্থনীতি থেকে আধুনিক কাল অবধি—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অবস্থাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিহীন ভাবে। এর ফলে সৃষ্টি হয় এই ধারণার যে খাজনার উদ্ভব কৃষিজাত দ্রব্যের দাম থেকে ঘটে না, ঘটে তার পরিমাণ থেকে অর্থাৎ সামাজিক অবস্থা থেকে নয়, মৃত্তিকা থেকে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে, যদিও উদ্বৃত্ত মূল্য প্রকাশ পায় একটি

১। অ্যাডাম স্মিথ গুরুত্ব দিয়ে দেখান কেমন করে তাঁর সময়ে (এবং এটা খাটে আমাদের সময়েও গ্রীষ্মমণ্ডল ও উপগ্রীষ্মমণ্ডলের বাগিচাগুলির ক্ষেত্রে), খাজনা এবং মুনাফা তখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি [Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* Aberdeen, London, 1848, p. 44], কারণ জমিদারই আবার ছিল ধনিক, যেমন, নমুনা হিসাবে, ক্যাটো ছিলেন তাঁর জমিদারিতে। কিন্তু ঠিক এই বিচ্ছেদই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বশর্ত, যে ধারণাটির আবার গোলাম ব্যবস্থার ভিত্তির ঠিক বিপরীত।

২। হের মমসেন, তাঁর "রোমের ইতিহাস"-এ, কোনো ক্রমেই ধনিক কথাটিকে সে অর্থে ব্যবহার করেন নি, যে অর্থে আধুনিক অর্থনীতি ও আধুনিক সমাজ সেটিকে ব্যবহার করে, বরং ব্যবহার করেছেন সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা অনুসারে যা এখনো চালু আছে, যদিও ইংল্যাণ্ডে বা আমেরিকায় নয়, তবু ইউরোপীয় ভূখণ্ডে—অতীত দিনের স্মারক প্রাচীন ঐতিহ্য হিসাবে।

উদ্বৃত্ত উৎপন্নে উল্টোটা কিন্তু ঘটেনা যে, একটি উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, যা প্রতিনিধিত্ব করে উৎপন্ন পরিমাণে কেবল একটি বৃদ্ধির, তা গঠন করে একটি উদ্বৃত্ত মূল্য। এটা প্রতিনিধিত্ব করতে পারে একটি ঋণাত্মক মূল্যের। অন্যথা, ১৮৪০-এর তুলো শিল্পের সঙ্গে তুলনায় ১৮৬০-এর তুলো-শিল্প দেখাতো একটি বিপুল উদ্বৃত্ত মূল্য অথচ অন্য দিকে তখন সুতোর দাম গিয়েছে কমে। পরপর বছরের শস্য বিপর্যয়ের ফলে খাজনা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ শস্যের দাম বৃদ্ধি পায় যদিও এই উদ্বৃত্ত মূল্য প্রতিভাত হয় বর্ধিত মূল্য একটি অনাপেক্ষিক ভাবে হ্রাসমান পরিমাণ হিসাবে। উল্টো খাজনা হ্রাস পেতে পারে পরপর বছরের ফলন প্রাচুর্যের ফলে, কারণ ফসলের দাম হ্রাস পায়, যদিও খাজনা প্রতিভাত হয় হ্রাসমূল্য গমের একটি বৃহত্তর পরিমাণ হিসাবে। জিনিসের আকারে খাজনা প্রসঙ্গে এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রথমতঃ, এটা হচ্ছে কেবল একটা অপ্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বয়ে আনা ঐতিহ্যের এখনো কোনো রকমে টিকে থাকা অবশেষ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে এর দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত চুক্তিগুলি থেকে এর আপনা আপনি অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ায়, এবং যেখানে আইন হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে, যেমন ইংল্যাণ্ডে গীর্জার ফসলাংশের বেলায় সেখানে ঝেড়ে ফেলা হয়েছে এক কালাতিক্রান্ত ব্যাপার হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ অবশ্য যেখানে জিনিসে-খাজনা টিকে আছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, এটা মধ্যযুগের পোষাক পরা অর্থ খাজনার প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়, কিছু হতে পারে না। যেমন, গমের দাম ধরা হয় কোয়ার্টার পিছু ৪০ শিলিং। এই গমের একটি অংশ অবশ্যই যাবে তার মধ্যে বিধৃত মজুরি প্রতি-স্থাপনের জন্য এবং বিক্রি করতে হবে পুনরায় ব্যয় নির্বাহের জন্য। আরেকটি অংশ বিক্রি করতে হবে ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদে তার আনুপাতিক ভাগ দেবার জন্য। বীজ, এমনকি সারেরও একটি অংশ পণ্য হিসাবে প্রবেশ করে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, যেখানেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সামাজিক শ্রম বিভাগের বিকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ সেগুলিকে ক্রয় করতে হয় প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে; এবং তাই এই কোয়ার্টারের আরেকটা অংশ বিক্রয় করতে হয় তার বাবদে অর্থ সংগ্রহের জন্য। যে পরিমাণে সেগুলিকে সত্যিকারের পণ্য হিসাবে ক্রয় করার দরকার পড়ে না, কিন্তু উৎপন্নসম্ভার থেকে বের করে নেওয়া হয় দ্রব্যের আকারেই, যাতে করে আবার তা নোতুন করে পুনরুৎপাদনে প্রবেশ করতে পাবে উৎপাদনের শর্ত হিসাবে —যেমন ঘটে কেবল কৃষির ক্ষেত্রেই নয়, সেই সঙ্গে স্থির মূলধন উৎপাদনকারী অন্যান্য উৎপাদন শাখার ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণে সেগুলি খাতা পত্রে স্থান পায় 'হিসাবের টাকা' (money of account) হিসাবে এবং বাদ যায় ব্যয় দামের উপাদান হিসাবে। মেশিন পত্রের এবং সাধারণ ভাবে স্থিতিশীল মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি প্রতিপূরণ করতে হবে অর্থ দিয়ে। এবং সব শেষে আসে মুনাফা, যা গণনা করা হয় এই অঙ্কটির উপরে, যেটি ব্যক্ত হয় ব্যয় হিসাবে—হয় সত্যিকারের টাকায় নয়ত হিসাবের টাকায়। এই মুনাফাটার প্রতিনিধিত্ব করে মোট উৎপন্নের একটি নির্দিষ্ট

অংশ, যা নির্ধারিত হয় তাব দামের দ্বারা। আব যে বাড়তি অংশটি তখন থেকে যায় সেটিই হয় খাজনা। যদি চুক্তি-নির্ধারিত দ্রব্য খাজনাটি হয় দামের দ্বারা নির্ধারিত এই অবশিষ্টাংশের চেয়ে বৃহত্তর, তা হলে তা খাজনা হয় না, তা হয় মুনাফা থেকে একটি বিয়োজন। একমাত্র এই সম্ভাবনার কারণেই, দ্রব্য খাজনা এখন একটি অপ্রচলিত রূপ, যেহেতু তা প্রতিফলিত করে না উৎপন্নের দাম কিন্তু হতে পারে প্রকৃত খাজনার চেয়ে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর, এবং এই ভাবে ধারণ করতে পারে কেবল মুনাফারই একটি বিয়োজন নয়, সেই সঙ্গে মূলধন প্রতিস্থাপনের জন্য আবশ্যক উপাদান সমূহ থেকেও বিয়োজন। বস্তুতঃ পক্ষে, এই দ্রব্য খাজনা যখন তা কেবল নামেই খাজনা নয়, মর্মের দিক থেকেও খাজনা, একান্ত ভাবে নির্ধারিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন দামেব উপরে তার দামের বাড়তি অংশটিব দ্বারা। কেবল এটা ধরে নেয় যে এই পরিবর্তটি একটি স্থির রাশি। কিন্তু এটা এমন একটি সুখকর ভাবনা যে দ্রব্যাকাব উৎপন্নটি যথেষ্ট হবে প্রথমতঃ শ্রমিকের ভরণপোষণ যোগাতে; দ্বিতীয়তঃ ধনতান্ত্রিক ইজারাদার কৃষককে তার প্রয়োজনেব চেয়ে বেশি খাদ্য যোগাতে, এবং সব শেষে অবশিষ্ট যা থাকবে সেটা হবে স্বাভাবিক খাজনা। ঠিক যেন একজন ম্যানুফ্যাকচারকারীর মত, যে উৎপাদান করে ২,০০,০০০ গজ কাপড়। এত গজ কাপড় কেবল তার শ্রমিকদের পরিধেয় যোগাবার জন্যই যথেষ্ট হয় না তাব পত্নী ও সন্তানদের পরিধেয় যোগাবার পরেও বিক্রির জন্য প্রচুর পরিমাণ রেখে দেবার পক্ষেও যথেষ্ট হয় এবং তদুপরি কাপড়ের আকার বিপুল পরিমাণ ট্যাক্সের সংস্থান কবে। ব্যাপারটা কত সহজ! ২,০০,০০০ গজে কাপড় থেকে উৎপাদন দাম বাদ ছিল এবং তারপরে অবশ্যই পাবেন খাজনা দেবার জন্য উদ্বৃত্ত কাপড়। কিন্তু বিক্রয়-দাম না জেনে ২,০০,০০০ গজ কাপড় থেকে ধরুন £10,000 বাদ দেওয়া কাপড় থেকে অর্থ বাদ দেওয়া, নিজ রূপেই ব্যবহার মূল্য থেকে বিনিময় মূল্য বাদ দেওয়া এবং এইভাবে পাউণ্ড স্টার্লিং-এর উপবে কাপড় গজের উদ্বৃত্ত-মূল্য নির্ণয় করা বাস্তবিকই একটি অতি সরল ধারণা। একটি বৃত্তকে চতুষ্কোণ করার চেয়েও এটা খারাপ কেননা সেটা তবু এই ধারণার উপবে প্রতিষ্ঠিত যে, এমন একটি সীমা আছে যার দিকে সরল ও বক্ররেখাসমূহ অলক্ষণীয়ভাবে ধাবিত হয়। কিন্তু এটাই হচ্ছে এম. পাসি-র ব্যবস্থাপত্র। অর্থে রূপান্তরিত হবার আগেই কাপড় থেকে অর্থ বাদ দিন—হয় কল্পনায়, নয়ত বাস্তবে! যা থাকে, তাই খাজনা, যা, অবশ্য, বুঝতে হবে naturaliter (দৃষ্টান্ত হিসাবে দ্রষ্টব্য, কার্ল আণ্ড*)—বাক্‌চাতুর্যের ছলাকলা দিয়ে নয়। দ্রব্য খাজনার সমগ্র পুনরুদ্ধার কাণ্ডটা পর্যবসিত হয় এই বোকামিতে: এত এত বুশেল গম থেকে উৎপাদন দাম বিয়োজন এবং গজ ফুট পরিমাপ থেকে একটা টাকার অঙ্ক ব্যকলন।

* K. Arnd, *Die naturgemasse Volkswirtschaft, gegenuber dem Monopolien geiste und dem Communismus*, Hanau, 1845 S. 461-62.

২। শ্রম-খাজনা

আমরা যদি ভূমি-খাজনাকে বিবেচনা করি তার সরলতমরূপে, শ্রম-খাজনা-র রূপে, যেখানে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী, যে-সব উৎপাদন উপকরণ (লাঙল গোরু ইত্যাদি-কার্যতঃ বা আইনতঃ তারই মালিকানাধীন, সেগুলিকে ব্যবহার করে সপ্তাহের এক অংশে চাষ করে কার্যতঃ তার মালিকানাধীন জমি, এবং সপ্তাহের বাকি অংশটায় কাজ করে তার সামন্ত প্রভুর জমিদারিতে তার সামন্ত প্রভুর কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই, সেখানে পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কেননা এক্ষেত্রে খাজনা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য অভিন্ন। মুনাফা নয়, খাজনাই হচ্ছে এখানে সেই রূপ, যার মাধ্যমে মজুরি-বঞ্চিত শ্রম এখানে নিজেকে প্রকাশ করে। কোন মাত্রা অবধি শ্রমিক (নিজের খাওয়া-পরা নিজেই চালায় এমন একজন ভূমিদাস) এখানে পারে তার জীবন-ধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলির উপরে একটি উদ্বৃত্ত, অর্থাৎ যাকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা বলি মজুরি তার উপরে একটি উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে, তা নির্ভর করে, বাকিসব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, সেই অনুপাতটির উপরে যে অনুপাত অনুসারে শ্রম-সময় বিভক্ত হয় তার নিজের জন্য শ্রম-সময়ে এবং তার সামন্ত প্রভুর জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম সময়ে। জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলির উপরে এই উদ্বৃত্ত, যার অঙ্কুর দেখা যায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মুনাফা হিসাবে, অতএব সমগ্র ভাবে নির্ধারিত হয় ভূমি খাজনার পরিমাণের দ্বারা, যা এক্ষেত্রে কেবল সরাসরিই মজুরি বঞ্চিত শ্রম নয়, এমনকি প্রত্যক্ষও হয় এইভাবে। উৎপাদনের উপায় ইত্যাদির "মালিকের" পক্ষে এটা হল মজুরি-না দেওয়া শ্রম—উৎপাদনের উপায় ইত্যাদি যা এখানে জমির সঙ্গে অভিন্ন এবং সেই সঙ্গে যেগুলি জমি থেকে ভিন্ন, সেগুলিও জমিরই বিবিধ সহায়ক সামগ্রী মাত্র। ভূমিদাসের উৎপন্ন যে অবশ্যই যথেষ্ট হতে হবে তার শ্রমের অবস্থাবলী পুনরুৎপাদন এবং তার জীবন-ধারণের পক্ষে, এটা এমন একটা ব্যাপার যেটা সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতিতেই থাকে অভিন্ন। কারণ এটা তাদের বিশেষ রূপের ফল নয় বরং সাধারণভাবে সমস্ত চলমান এবং পুনরুৎপাদনশীল শ্রমের, যে কোনো চলমান উৎপাদনের যার মধ্যে সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত পুনরুৎপাদনও, অর্থাৎ তার নিজের কাজ করার অবস্থাবলীর পুনরুৎপাদন—তার একটি স্বাভাবিক শর্ত। এটা আরো স্পষ্ট যে, যে-সব রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ শ্রমিক থাকে তার নিজের জীবনধারণের উপায়সমূহ উৎপাদনের জন্য আবশ্যক উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং শ্রমের "অধিকারী", সেই রূপগুলিতে সম্পত্তিগত সম্পর্ক অবশ্যই যুগপৎ দেখা দেবে প্রভুত্ব এবং দাসত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হিসাবে, যে-কারণে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী স্বাধীন নয়; স্বাধীনতার অভাব যা বেগার শ্রম সহ-ভূমিদাসত্ব, থেকে হতে পারে কেবলমাত্র করদ, সম্পর্কে আমাদের পূর্ব ধৃতি অনুসারে, প্রত্যক্ষ উৎপাদন-কারীকে এখানে দেখা যাবে তার বাস্তবায়ন, এবং তার জীবন ধারণের উপকরণগুলির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপায়সমূহের অধিকারী হিসাবে। সে তার কৃষিকাজ এবং সঙ্গে যুক্ত গ্রামীণ ঘরোয়া শিল্প পরিচালনা করে স্বাধীনভাবে। এই

স্বাধীনতা এই ঘটনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না যে ছোট ছোট চাষীরা নিজেদের মধ্যে গঠন করতে পারে মোটামুটি স্বাভাবিক একটি উৎপাদক সম্প্রদায়, যেমন ভারতে করে থাকে কেননা এখানে এটা কেবল খামাবের নামমাত্র মালিকের হাত থেকে স্বাধীনতার প্রশ্ন। এবংবিধ অবস্থায় জমির নামমাত্র মালিকের উদ্বৃত্ত-জমি তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া যায় কেবল অর্থনৈতিক চাপ ছাড়া অন্যবিধ উপায়ে, যে রূপই তা ধারণ করুক না কেন।[১] গোলাম বা বাগিচা অর্থনীতি থেকে এর পার্থক্য এই যে, গোলাম কাজ করে উৎপাদনের অপরিচিত অবস্থাবলীর অধীনে এবং স্বাধীনভাবে নয়। অতএব, ব্যক্তিগত বন্ধনদশার অবস্থাবলী প্রয়োজন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা অভাব, কি মাত্রায় তাতে কিছু যায় আসে না, এবং জমি বা তার অনুষঙ্গের সঙ্গে বাধা থাকায় সত্যিকারের অর্থেই বন্ধনদশা। যদি প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদেব একজন ব্যক্তিগত জমি মালিকেব সঙ্গে মুখোমুখি হতে না হয় বরং থাকতে হয়, যেমন এশিয়ায় একটি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বশ্যতায়, যা তাদেব উপরে অধিষ্ঠান করে একজন জমিদার হিসাবে এবং একই সঙ্গে সার্বভৌম হিসাবে, তা হলে খাজনা এবং ট্যাক্স মিলে যায় কিংবা, বরং এমন কোনো ট্যাক্স থাকে না যা ভূমি-খাজনার এই রূপটি থেকে ভিন্নতর। এবংবিধ অবস্থায়, রাষ্ট্রের কাছে সকলেব বশ্যতা স্বীকার ছাড়া আব কোনো প্রবলতর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রই তখন সর্বসময় প্রভু। সার্বভৌমত্ব এখানে ধারণ করে জাতীয় আয়তনে সংকেন্দ্রীভূত জমির মালিকানা। কিন্তু অন্য দিকে, জমির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না, যদিও থাকে ব্যক্তিগত ও সামূহিক উভয়বিধ অধিকার।

যে-বিশেষ অর্থনৈতিক রূপটিতে মজুরি-বঞ্চিত উদ্বৃত্ত-শ্রম প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের নিষ্কাশন করা হয়, সেই রূপটিই নির্ধারণ করে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক, যেহেতু তা উদ্ভূত হয় সবাসরি স্বয়ং উৎপাদন থেকেই, এবং আবার, তার উপবে প্রতিক্রিয়া করে একটি নির্ধাবক উপাদান হিসাবে। যাই হোক, এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অর্থনৈতিক সমাজটির গোটা গড়ন, যেটি গড়ে ওঠে খোদ উৎপাদন সম্পর্কগুলি থেকেই, এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় তার বিশেষ রাজনৈতিক রূপ। প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের সঙ্গে উৎপাদনের অবস্থাগুলির মালিকদের সম্পর্ক —এমন একটি সম্পর্ক যা স্বাভাবিক ভাবেই হয় শ্রম-পদ্ধতিসমূহের বিকাশের তথা সামাজিক উৎপাদনশীলতার বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ—এই সম্পর্কটিতেই প্রকাশ পায় সমগ্র সামাজিক কাঠামোর, এবং তৎসহ সার্বভৌমত্ব ও বশ্যতার মধ্যেকার সম্পর্কের রাজনৈতিক রূপের এক কথায়, আনুষঙ্গিক রাষ্ট্ররূপের,

---

১ একটি দেশ জয়ের পরে, বিজেতার আশু লক্ষ্য হত তার জনগণকে নিজের কাজে ব্যবহার করা। তুলনীয়: Linguet [*Theorie des loix civiles, ou Principles fondamentaux de la societe*, Tomes I-II, Londres 1767.] আরো দেখুন: Moser, [*Osnabrukische Geschichte*, 1. Theil, Berlin und Stettin, S. 178.

অন্তর্লীন রহস্য ও প্রচ্ছন্নভিত্তিটি। এর ফলে নিবারিত হয় না একই অভিন্ন অর্থনৈতিক ভিত্তির পক্ষে—তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যা একই অভিন্ন তার পক্ষে—অসংখ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ অবস্থা প্রাকৃতিক পরিবেশ, বংশগত সম্পর্ক, ইতিহাসগত বহিঃপ্রভাব ইত্যাদির কারণে, বাহ্যরূপের দিক থেকে সীমাহীন বিভিন্নতা ও ক্রমিকতা প্রদর্শন—যেগুলিকে নির্ণয় করা যায় উপস্থিত বাস্তব-অবস্থা-সমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

সবচেয়ে সরল ও আদিমতম রূপের খাজনা, শ্রম-খাজনা সম্পর্কে এতটা অবধি পরিষ্কার: খাজনা এখানে উদ্বৃত্ত শ্রমের আদি রূপ এবং তার সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু অপরের মজুরি বঞ্চিত শ্রমের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের এই অভিন্নতা নিয়ে এখানে বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, কারণ তা এখনো বিদ্যমান তার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপে, কেননা তার নিজের জন্য প্রত্যক্ষ শ্রমিকের শ্রম এখনো জমিদারের জন্য শ্রম থেকে স্থান ও কালের দিক থেকে আলাদা এবং এই দ্বিতীয়টি তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে আত্মপ্রকাশ করে বাধ্যতামূলক শ্রমের পাশবিক রূপে। একইভাবে, খাজনা উৎপাদনের জন্য জমির দ্বারা বিধৃত "গুণটি" এখানে পর্যবসিত হয় স্পষ্টতই একটি প্রকাশ্য রহস্যে, কেননা খাজনা সরবরাহের সক্ষমতা এখানে অন্তর্ভুক্ত করে জমির সঙ্গে বাঁধা মনুষ্য শ্রমকে এবং সম্পত্তি সম্পর্ককে, যা শ্রম-শক্তির মালিককে বাধ্য করে, যা তাঁর নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য আবশ্যক, তারও বাইরে তাকে চালিয়ে যেতে এবং ক্রিয়াশীল রাখতে। খাজনা গঠিত হয় শ্রম-শক্তির এই উদ্বৃত্ত ব্যয়টিকে জমিদার কর্তৃক আত্মীকরণের দ্বারা; কারণ প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী তাকে আর কোনো খাজনা দেয় না। এখানে, যেখানে উদ্বৃত্ত মূল্য এবং খাজনা কেবল অভিন্নই নয়, তদুপরি উদ্বৃত্ত মূল্য ধারণ করে উদ্বৃত্ত শ্রমের সুস্পষ্ট রূপ, সেখানে খাজনার স্বাভাবিক শর্ত ও মাত্রাগুলি—সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যেরই যেগুলি শর্ত ও মাত্রা—সেগুলি সাদামাটা পরিষ্কার। প্রত্যক্ষ উৎপাদকের অবশ্যই (১) থাকতে হবে যথেষ্ট শ্রম-শক্তি এবং (২) তার শ্রমের স্বাভাবিক অবস্থাগুলি সর্বোপরি, তার দ্বারা কর্ষিত জমিটি অবশ্যই হতে হবে যথেষ্ট উৎপাদনশীল, এককথায়, তার শ্রমের স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা হতে হবে এমন পর্যাপ্ত পরিমাণ, যাতে করে তার থাকে তার আবশ্যিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত-শ্রম বজায় রাখার সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাটা খাজনা সৃষ্টি করে না, কিন্তু যা এই সম্ভাবনাকে পরিণত করে বাস্তবে, সেই বাধ্যতাই সৃষ্টি করে খাজনা। কিন্তু এই বাধ্যতা নিজেই শর্ত-সীমিত বিবিধ বিষয়ীগত এবং বিষয়গত অবস্থার দ্বারা। এবং এখানেও কিছুই আর রহস্যময় থাকে না। যদি শ্রম-শক্তি হয় ক্ষুদ্র এবং শ্রমের স্বাভাবিক অবস্থাসমূহ হয় অকিঞ্চিৎকর, তা হলে উদ্বৃত্ত-শ্রমও হয় অল্প, কিন্তু এমন ক্ষেত্রে একদিকে উৎপাদনকারীদের চাহিদা এবং অন্যদিকে, উদ্বৃত্ত-শ্রমের শোষণকারীদের সংখ্যাও হয় অল্প এবং সর্বশেষে উদ্বৃত্ত-উৎপন্নও হয় অল্প, যার দ্বারা ঐ সামান্য ক'জন শোষণকারী জমিদারের জন্য কেবলমাত্র এই উৎপাদনশীল শ্রমটুকুই উপলব্ধ হয়।

সর্বশেষে, শ্রম-খাজনা নিজে নিজে সূচনা করে যে, বাকি সবকিছু সমান থাকলে, কি মাত্রায় প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী সক্ষম হবে তার নিজের অবস্থা উন্নয়নে ধন উপার্জনে, তার আবশ্যিক প্রয়োজনগুলির উপর একটি উদ্বৃত্ত-উৎপাদনে ; কিংবা আমরা যদি আগেভাগেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ধরে নিই, তা হলে, সে নিজের জন্য মুনাফা অর্জন করতে পারবে কিনা এবং তার নিজের দ্বারা উৎপাদিত মজুরির উপরে তা হবে কতটা বাড়তি অর্থাৎ মুনাফা—তা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে বাধ্যতামূলক বা উদ্বৃত্ত-শ্রমের আপেক্ষিক পরিমাণের উপরে। খাজনা এখানে উদ্বৃত্ত-শ্রমের সর্বব্যাপক বলা যায়, বৈধ রূপ যা মুনাফার উপরে বাড়তি হওয়া দূরে থাক, যার অর্থ এখানে মজুরির উপরে অন্য যে কোনো বাড়তির উপরে হওয়া, এটা বরং এই যে এবংবিধ মুনাফার পরিমাণ, এমনকি এর খোদ অস্তিত্বই নির্ভর করে বাকি সব কিছু সমান থাকলে, খাজনার অর্থাৎ জমিদারদের হাতে তুলে দিতে হবে, এমন বাধ্যতামূলক উদ্বৃত্ত-শ্রমের, পরিমাণের উপরে।

যেহেতু প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী মালিক নয়, কেবল তার অধিকারী এবং যেহেতু তার সমস্ত উদ্বৃত্ত-শ্রমের আইনতঃ (*dejure*) মালিক বাস্তবিকই জমিদার, সেই হেতু কিছু ঐতিহাসিক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এই অবস্থায় এটা আদৌ সম্ভব হবে কি না যারা বাধ্যতামূলক শ্রমের অধীন তাদের পক্ষে কিংবা ভূমিদাসদের পক্ষে, কোনো স্বতন্ত্র সম্পত্তি বা আপেক্ষিক ভাবে বললে, ধন অর্জন করা। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, ঐতিহ্য অবশ্যই গ্রহণ করবে একটি অধিপ্রধান ভূমিকা আদিম ও অ-বিকশিত অবস্থায়, যার উপরে ভিত্তিশীল এইসব সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক এবং তদনুযায়ী উৎপাদন-পদ্ধতি। এটা আরো স্পষ্ট যে, এখানে যেমন সবখানে সমাজের শাসক অংশের স্বার্থই হচ্ছে প্রচলিত ব্যবস্থাকে আইন বলে অনুমোদন করা এবং প্রথা ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত তার সীমাসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা। বাকি সব কিছু ছাড়াও, এটা, প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে, ঘটে যায় নিজে থেকেই যে মুহূর্তে ব্যবস্থার ভিত্তিটির এবং তার মৌল সম্পর্কগুলির নিরন্তর পুনরুৎপাদন কালক্রমে ধারণ করে একটি নিয়মিত ও সুশৃংখল রূপ। এবং এই নিয়ম ও শৃংখলা নিজেরাই হয় যে কোনো উৎপাদন পদ্ধতির আবশ্যিক উপাদন, যদি তাকে হতে হয় সামাজিক ভাবে সুস্থিতি এবং নিছক আকস্মিকতা ও স্বৈরচারিতা থেকে মুক্ত। ঠিক এই-গুলিই হচ্ছে সামাজিক সুস্থিতি। এবং অতএব, নিছক আকস্মিকতা ও স্বৈরচারিত থেকে তার আপেক্ষিক মুক্তির রূপ। উৎপাদন প্রক্রিয়ার এবং সেই সঙ্গে তদনুযায়ী সামাজিক সম্পর্কের পশ্চাৎপদ অবস্থায়, এটা এই রূপ অর্জন করে কেবল তাদের এই পুনরুৎপাদনেরই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। যদি তা চলে এসে থাকে কিছু কাল ধরে, তা হলে তা নিজেকে কায়েম করে ফেলে প্রথা ও ঐতিহ্য হিসাবে। যাই হোক, যেহেতু এই উদ্বৃত্ত শ্রমের তথা বাধ্যতামূলক শ্রমের, ভিত্তি হচ্ছে সমস্ত সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির অ-সুষ্ঠু বিকাশ এবং স্বয়ং শ্রম-পদ্ধতির স্থূল প্রকৃতি, সেই হেতু তা স্বাভাবিক ভাবেই আত্মীকৃত করে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর মোট

শ্রমের আপেক্ষিক ভাবে বেশ ক্ষুদ্রতর একটি অংশ—বিকশিত উৎপাদন পদ্ধতির, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি যতটা করে, তার তুলনায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ধরুন জমিদারের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমের পরিমাণ গোড়ায় ছিল সপ্তাহে দু দিন করে। সপ্তাহ প্রতি এই দু দিন করে বাধ্যতামূলক শ্রম এই ভাবে ধার্য হয়ে যায়, এবং পরিণত হয় এক স্থির রাশিতে, নির্দেশমূলক বা লিখিত আইনের দ্বারা অইনত নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সপ্তাহের বাকি দিনগুলির উৎপাদনশীলতা, যা থাকে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর নিজের হাতে, হচ্ছে একটি অস্থির রাশি, যা বৃদ্ধি লাভ করে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, ঠিক যেমন তার অর্জিত নোতুন নোতুন অভাববোধ, এবং ঠিক যেমন তার উৎপন্ন সামগ্রীর বাজারের প্রসার এবং শ্রম-শক্তির এই অংশটির ব্যবহারে তার ক্রমবর্ধমান প্রত্যয়, তাকে প্রবৃত্ত করে তার শ্রম-শক্তির আরো আরো বেশি অনুশীলনে যে কারণে এটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, তার শ্রম শক্তির নিয়োগ কোনো ক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকে না কেবল কৃষিকার্যে, সেই সঙ্গে তা অন্তর্ভুক্ত করে গ্রামীণ ঘরোয়া শিল্পকেও। এখানেই উন্মুক্ত হয় নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা, যা অবশ্য নির্ভর করে অনুকূল অবস্থাবলী, সহজাত বংশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদির উপরে।

৩। দ্রব্য-খাজনা

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্রম-খাজনার দ্রব্য খাজনায় রূপান্তর ভূমি-খাজনার প্রকৃতিতে কিছুই পরিবর্তন ঘটায় না এখানে আলোচিত রূপগুলিতে, শেষোক্তটির তাৎপর্য এই যে, খাজনা হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য বা উদ্বৃত্ত শ্রমের একমাত্র প্রচলিত ও স্বাভাবিক রূপ সেটি আরো প্রকাশ পায় এই ঘটনাটিতে যে, এটাই হচ্ছে একমাত্র উদ্বৃত্ত শ্রম, বা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, যেটাকে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী, যে, তার নিজের পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলির **অধিকারী**, সে অবশ্য তুলে দেবে জমির **মালিকের** হাতে, যে জমি হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে শ্রমের সর্ব ব্যাপক শর্ত। অধিকন্তু, জমি হচ্ছে শ্রমের একমাত্র শর্ত, যা প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর মুখোমুখি হয়, তার থেকে নিরপেক্ষ এবং জমিদারের দ্বারা ব্যক্তি রূপায়িত বহিরাগত সম্পত্তি হিসাবে। যে মাত্রা পর্যন্তই দ্রব্য খাজনা ভূমি-খাজনার প্রচলিত ও প্রাধান্য বিস্তারী রূপ হোক না কেন, তা উপরন্তু কমবেশি সংযুক্ত থাকে আগেকার রূপে তখনো টিঁকে থাকা অবশেষের সঙ্গে অর্থাৎ সরাসরি শ্রমের, বেগার শ্রমের, আকার প্রদত্ত খাজনার সঙ্গে—তা সেই জমিদার কোনো বিশেষ ব্যক্তিই হোক বা রাষ্ট্রই হোক। দ্রব্য-খাজনার পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর পক্ষে সভ্যতার এক উন্নততর পর্যায়, অর্থাৎ তার শ্রমের এবং সাধারণ ভাবে সমাজের বিকাশের একটি উন্নততর মান। এবং এটা এর আগেকার রূপটি থেকে এ ব্যাপারে আলাদা যে, উদ্বৃত্ত শ্রম আর তার স্বাভাবিক রূপে, অর্থাৎ জমিদার বা তার প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও শাসনে সম্পন্ন করিয়ে নেবার প্রয়োজন নেই; প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী সরাসরি জবরদস্তির দ্বারা, অঙ্কুশের দ্বারা চালিত না হয়ে চালিত হয়, বরং তার নিজেরই দায়িত্ব পালনে

অবস্থার চাপ এবং আইনের বাধ্যবাধকতার দ্বারা। আবশ্যিক প্রয়োজনের বাইরে এবং বস্তুতঃ পক্ষে তারই নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্রের ভিতরে আগেকার মত তার নিজের জমির বাইরে নিকটবর্তী জমিদারের জমিতে নয়, তার নিজেরই চাষের জমিতে —উৎপাদনের অর্থে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সব সময়েই কাজ করেছে একটি অলিখিত নিয়ম হিসাবে। এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী কম-বেশি ব্যবহার করে তার সমগ্র সময়, যদিও, আগের মত তার একটা অংশ, প্রথমে কার্যতঃ গোটা উদ্বৃত্ত অংশটাই, নিয়ে নেয় জমিদার কোনো প্রতিপূরণ না দিয়েই ; কেবল এইটে বাদ দিয়ে যে জমিদার আর সরাসরি এই উদ্বৃত্ত মূল্যটা পায় না সেটার স্বাভাবিক রূপে, বরং পায় উৎপন্ন দ্রব্যগুলির স্বাভাবিক রূপে, যে রূপে তা উপলব্ধ হয়। বোঝা স্বরূপ এবং যে-ভাবে বাধ্যতামূলক শ্রমকে জমিদারের কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাতে কম-বেশি বিরক্তিকর এই ব্যাঘাত (দ্রষ্টব্য : Buch I, Kap VIII, 2)* (Manufacturer and Boyard") বন্ধ হয় সেখানেই যেখানে দ্রব্য খাজনা দেখা দেয় বিশুদ্ধ রূপে, কিংবা তা পর্যবসিত হয় সারা বছরে কয়েকটি ছোট ছোট মধ্যান্তরে, যখন দ্রব্য খাজনার পাশাপাশি কিছু বেগার শ্রমও অব্যাহত ভাবে চালু থাকে। উৎপাদনকারীর নিজের জন্য শ্রম এবং জমিদারের জন্য তার শ্রম আর দৃশ্যত স্থানগত ও কালগত ভাবে আলাদা থাকে না। এই দ্রব্য-খাজনা তার বিশুদ্ধ রূপে, যদিও তা কিছু কিছু টুকরো টেনে নিয়ে যেতে পারে অধিকতর উচ্চ বিকশিত উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে, তবু তার অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে চাই একটি স্বাভাবিক অর্থনীতি অর্থাৎ এমন একটি অর্থনীতি যার অবস্থাগুলি হয় সামগ্রিক ভাবে, নয়ত সামগ্রিক না হলেও সুবিপুল ভাবে উৎপাদিত হয় স্বয়ং অর্থনীতির দ্বারাই, প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিস্থাপিত ও পুনরুৎপাদিত হয় তারই মোট উৎপাদন থেকে। এর আরো একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে কৃষির সঙ্গে গ্রামীণ ঘরোয়া শিল্পের সম্মিলন। যে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন গঠন করে খাজনা, তা এই কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত পারিবারিক শ্রমেরই উৎপন্ন ফল— দ্রব্য-খাজনা, মধ্য যুগে যেমন প্রায়ই ঘটত, তেমন ভাবে বেশি বা কম শিল্পোৎপন্ন ধারণ করে, নাকি তা দেওয়া হয় কেবল জমির নিজস্ব উৎপন্ন থেকেই, তাতে কিছু যায় আসে না। খাজনার এই রূপে এটা আর কোনো ক্রমেই দ্রব্য-খাজনার পক্ষে —যা প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-শ্রমের, তার পক্ষে—আবশ্যক নয় গ্রামীণ পরিবারের গোটা উদ্বৃত্ত-শ্রমকে পুরোপুরি নিঃশেষ করে ফেলা। শ্রম-খাজনার সঙ্গে তুলনায়, উৎপাদনকারীর বরং থাকে উদ্বৃত্ত-শ্রমের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে আরো সময় পাবার বেশি অবকাশ, যার উৎপন্ন ফলের মালিক হবে সে, যেমন সে মালিক তার সেই শ্রমের উৎপন্ন ফলের যা মেটায় তার আবশ্যিক প্রয়োজনসমূহ। অনুরূপ ভাবে, এই রূপ থেকে উদ্ভূত হবে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনকারীর অর্থনৈতিক অবস্থানে আরো বেশি পার্থক্য। অন্ততঃ পক্ষে এই ধরনের পার্থক্যের সম্ভাবনা থাকে এবং প্রত্যক্ষ

* বাংলা সংস্করণ—৩য় খণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

উৎপাদনকারীর পক্ষে সম্ভাবনা থাকে অন্যান্য শ্রমিককে প্রত্যক্ষ ভাবে শোষণ করার উপায় অর্জন করার। যাই হোক, এটা এখানে আমাদের আলোচনায় আসে না, কেননা এখানে আমরা আলোচনা করছি বিশুদ্ধ দ্রব্য খাজনা নিয়ে; ঠিক যেমন আমরা পারি না অসংখ্য বিচিত্র সম্মিলনের মধ্যে যেগুলিতে বিভিন্ন রূপের খাজনা ঐক্যবদ্ধ, ভেজাল-মিশ্রিত ও সম্মিলিত হতে পাবে। একটি বিশেষ ধরনের উৎপন্নের ও উৎপাদনের সঙ্গে বদ্ধ হবার দরুন এবং তার কৃষি ও গৃহ-শিল্পের অবশ্যম্ভাবী সম্মিলনের দরুন, তার প্রায় সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভরতার দরুন—যার সাহায্যে চাষী-পরিবার নিজের ভরণপোষণ চালায়, বাজার থেকে এবং উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি এবং সমাজের যে অংশ তার পরিধির বাইরে অবস্থিত, তা থেকে নিরপেক্ষতার দরুন, এককথায়, সাধারণ ভাবে স্বাভাবিক অর্থনীতির চরিত্রের দরুন, এই রূপটি সুস্থির সামাজিক অবস্থার ভিত্তি রচনার পক্ষে খুবই উপযোগী, যেমন আমরা দেখি এশিয়ায়। এখানে, যেমন শ্রম খাজনার পূর্বতন রূপে, ভূমি-খাজনাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্বাভাবিক রূপ এবং কাজে কাজেই উদ্বৃত্ত-শ্রমের—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীকে যে-শ্রম অবশ্য সম্পাদন করতে হবে তার উৎপাদনেব অপরিহার্য শর্ত যে জমি, সেই জমিব মালিকের স্বার্থে, বিনা মজুরিতে, অতএব কার্যত বাধ্যতার অধীনে, যদিও এই বাধ্যতা আর আগেকার পাশবিক রূপে তার মুখোমুখি হয় না—সেই গোটা বাড়তি শ্রমেব, স্বাভাবিক রূপ। প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী যা করে তার নিজেই জন্য সেই আবশ্যিক শ্রমের উপরে তার শ্রমের বাড়তি অংশটিকে যদি আমরা এখানে আগেভাগে ভুল ভাবে মুনাফা বলে অভিহিত করি, তা হলে এই মুনাফার খাজনা নির্ধারণের ব্যাপারে কিছুই করার থাকে না; উল্টো এই মুনাফা বেড়ে ওঠে খাজনার নেপথ্যে এবং দ্রব্য-খাজনার আয়তনে পায় তার স্বাভাবিক সীমা। এই শেষোক্তটি এমন আয়তন ধারণ করতে পারে যা শ্রমের অবস্থাবলীর, উৎপাদনের খোদ উপায়গুলির পুনরুৎপাদনকে দারুণ ভাবে বিপন্ন করে এবং এই ভাবে উৎপাদনের সম্প্রসারণকে অসম্ভব করে তোলে এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের পর্যবসিত করে জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণেব ন্যূনতম বস্তুগত মানে। এটা বিশেষ ভাবে ঘটে যখন একটি বাণিজ্যিক জাতি এই রূপটির সাক্ষাৎ পায় এবং তাকে শোষণ করে।

৪। অর্থ-খাজনা

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির উপরে ভিত্তিশীল শিল্পগত ও বাণিজ্যগত ভূমি-খাজনা, যা হচ্ছে গড় মুনাফার উপরে কেবল একটি বাড়তি মাত্র, তা থেকে যা পৃথক, সেই অর্থ-খাজনা বলতে আমরা এখানে বুঝি এমন ভূমি-খাজনা যার উদ্ভব ঘটে দ্রব্য-খাজনার রূপে শুধু একটি পরিবর্তন থেকে, ঠিক যেমন দ্রব্য-খাজনাও হচ্ছে শ্রম-খাজনারই একটি রকমফের। প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী এখানে জমিদারের হাতে উৎপন্ন-দ্রব্যের বদলে তুলে দেয় তার দাম (জমিদার অবশ্য রাষ্ট্রও হতে পারে বা একজন ব্যক্তিবিশেষও হতে পারে)। উৎপন্নসমূহের একটি বাড়তি পরিমাণ

তাদের স্বাভাবিক রূপে আর যথেষ্ট নয়; সেটাকে তার স্বাভাবিক রূপ থেকে রূপান্তরিত করতে হবে অর্থ-রূপে। যদিও প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী নিজেই এখনো উৎপাদন করে থাকে তার জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণগুলির অন্ততঃ বৃহত্তর অংশটি, তবু এই উৎপন্নের একটা অংশকে এখন রূপান্তরিত করতে হবে পণ্যে এবং উৎপন্ন করতে হবে পণ্য হিসাবে। এই ভাবে গোটা উৎপাদন-পদ্ধতিটির চরিত্র কম বেশি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ হারায় তার স্বতন্ত্রতা, সামাজিক সংযোগ থেকে তার বিশ্লিষ্টতা। উৎপাদন-খরচের অনুপাত, যা এখন, ধারণ করে বেশি বা অল্প পরিমাণ অর্থ-ব্যয়, তাই এখন হয়ে ওঠে নিয়ন্তা; যাই হোক, মোট উৎপন্নের যে অংশ কাজ করবে, একদিকে আবার পুনরুৎপাদনের উপায় হিসাবে এবং অন্যদিকে সরাসরি জীবন-ধারণের উপায় হিসাবে, সেই অংশটির উপরে তার সেই অংশটির বাড়তিটি, যেটি রূপান্তরিত হবে অর্থে, সেটি গ্রহণ করে একটি নির্ধারক ভূমিকা। যাই হোক, এই ধরনের খাজনার ভিত্তি, যদিও ভাঙনের মুখে, দ্রব্য-খাজনার ভিত্তির মত একই থাকে, যা থেকে ঘটে তার সূচনা। প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী এখনো আগের মত জমির অধিকারভোগী, হয় উত্তরাধিকার সূত্রে, নয়ত কোনো প্রথাগত অধিকার সূত্রে এবং তার উৎপাদনের সবচেয়ে অপরিহার্য শর্ত যে জমি, তার মালিক হিসাবে, প্রভুর জন্য সম্পাদন করবে বেগার শ্রম— অর্থাৎ মজুরি-বঞ্চিত শ্রম যার জন্য দেওয়া হয় না কোনো প্রতিমূল্য—একটি উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের আকারে, যে রূপান্তরিত হবে অর্থে। জমি থেকে যা পৃথক, সেই কৃষি-যন্ত্রপাতি অন্যান্য উপকরণ ও মালপত্রের মত উৎপাদন-শর্তগুলির মালিকানা রূপান্তরিত হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীর সম্পত্তিতে, এমনকি খাজনার পূর্বতন রূপগুলিতেও, প্রথমে ঘটনা হিসাবে এবং পরে আইন হিসাবে এবং এমনকি আরো বেশি করে এটা হয় অর্থ-খাজনা রূপটির পূর্বশর্ত। দ্রব্য-খাজনার অর্থ-খাজনায় রূপান্তর---যা প্রথমে ঘটে বিক্ষিপ্ত ভাবে এবং পরে কম-বেশি জাতীয় আয়তনে---তার পূর্বশর্ত হল বাণিজ্যের, শহুরে শিল্পের, সাধারণ ভাবে পণ্য-উৎপাদনের এবং সেই কারণেই অর্থ-সঞ্চলনের বেশ কিছুটা অগ্রগতি। তা আরো ধরে নেয় উৎপন্ন-দ্রব্যাদির জন্য একটি বাজার-দাম এবং সেগুলি বিক্রি হয় এমন এমন দামে, যেগুলি তাদের নিজ নিজ মূল্যের মোটামুটি সমান—আগেকার রূপগুলিতে যা আদৌ ঘটত না। পূর্ব ইউরোপে আমরা এখনো আংশিক ভাবে লক্ষ্য করতে পারি আমাদের চোখের সামনেই এই রূপান্তরের ঘটনা। সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার বেশ কিছুটা বিকাশ না ঘটলে এটা যে কত অসম্ভব, তার প্রমাণ রোম সাম্রাজ্যে এটা কার্যকর করার বিভিন্ন ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং অন্ততঃ রাষ্ট্রের ট্যাক্সের ভাগটিকে অর্থ-খাজনায় রূপান্তরিত করার চেষ্টার পরে আবার দ্রব্য-খাজনায় প্রত্যাবর্তন। একই অতিক্রমণকালীন সমস্যাবলীর সাক্ষাৎ মেলে, যেমন বিপ্লব-পূর্ব ফরাসী দেশে যখন অর্থ-খাজনার সঙ্গে ঘটানো হয়েছিল খাজনার আগেকার রূপগুলির মেশাল ও ভেজাল।

দ্রব্য-খাজনার পরিবর্তিত রূপ হিসাবে এবং তার বিপরীত অবস্থিতিতে অর্থ-

খাজনা, যাই হোক, ভূমি-খাজনার সেই ধরনটির চূড়ান্ত রূপ এবং একই সঙ্গে ভাঙনের রূপ, যে ধরণটির কথা আমরা এতাবৎ আলোচনা করেছি, যথা, উৎপাদনের শর্তসমূহের মালিকের জন্য অবশ্য সম্পাদ্য মজুরি-বঞ্চিত উদ্বৃত্ত-শ্রমের এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্বাভাবিক রূপ। এই খাজনা. এর বিশুদ্ধ রূপে, শ্রম-খাজনা এবং দ্রব্য-খাজনার মতই, মুনাফার উপরে কোনো বাড়তির প্রতিনিধিত্ব করে না। এ আত্মস্থ করে মুনাফাকেই—যে ভাবে তাকে বোঝা হয়। যেহেতু মুনাফা তার পাশে উদ্ভূত হয় বাড়তি শ্রমের কার্যতঃ একটি আলাদা অংশ হিসাবে, সেই হেতু অর্থ-খাজনা, আগেকার খাজনা-রূপগুলির মত, তখনো গঠন করে এই ভ্রূণাকার মুনাফার স্বাভাবিক সীমা, যা বিকাশ লাভ করতে পারে কেবল শোষণের সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কে, তা সে নিজের বাড়তি শ্রমেরই হোক বা অপরের শ্রমেরই হোক, যা থেকে যায় অর্থ-খাজনা যার প্রতিনিধিত্ব করে সেই উদ্বৃত্ত-শ্রম সম্পাদিত হয়ে যাবার পরে। এই খাজনার সঙ্গে যদি সত্যি সত্যিই কোনো মুনাফার উদ্ভব ঘটে, তাহলে এই মুনাফা খাজনার সীমা গঠন করে না, উল্টো বরং, খাজনাই হয় মুনাফার সীমা। যাই হোক, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থ-খাজনা একই সঙ্গে, এতাবৎ যে ভূমি-খাজনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার ভাঙনের রূপ, যা স্পষ্টতই মিলে যায় উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের সঙ্গে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্বাভাবিক ও অধিপ্রধান রূপ হিসাবে ভূমি খাজনার সঙ্গে।

তার আরো বিকাশের পথে, অর্থ খাজনা অবশ্যই পরিণতি লাভ করবে—সমস্ত মধ্যবর্তী রূপ যেমন ক্ষুদ্র চাষী, ইজারাদার কৃষক ছাড়াও—হয়, চাষীর অবাধ স্বত্বে জমির রূপান্তরে নয়ত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অনুযায়ী নির্দিষ্ট রূপে, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ইজারাদার কর্তৃক প্রদত্ত খাজনায়।

অর্থ খাজনা প্রচলিত থাকা অবস্থায়, জমিদার এবং যে প্রজাদের অধিকারে জমি আছে, যা তারা নিজেরা চাষ করে—এই দুয়ের মধ্যে ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত আইন সম্পর্ক অবধারিত ভাবেই পরিণত হয় আইনের ধারা অনুযায়ী চুক্তির দ্বারা ধার্য একটি বিশুদ্ধ আর্থিক সম্পর্কে। চাষের কাজে নিযুক্ত অধিকারী এই ভাবে কার্যতঃ হয় কেবল একজন প্রজা। এই রূপান্তরণ, এক দিকে, কাজ করে, যদি অন্যান্য সাধারণ উৎপাদন সম্পর্ক সুযোগ দেয়, বেশি বেশি করে পুরনো চাষী অধিকারীদের উচ্ছেদ করে দিতে এবং তাদের জায়গায় ধনতান্ত্রিক ইজারাদারদের নিয়োগ করতে। অন্য দিকে, তা প্রাক্তন অধিকারীকে চালিত করে নিজের জন্য খাজনার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত জমি ক্রয় করতে এবং সে যে জমি চাষ করে তার সম্পূর্ণ মালিকানা সহ স্বাধীন চাষীতে রূপান্তরিত হতে। অধিকিন্তু দ্রব্য খাজনার রূপান্তর কেবল অবধারিত ভাবেই সম্পত্তিহীন দিনমজুরদের একটি শ্রেণী গঠনের দ্বারা সহগতই হয় না, তার দ্বারা পূর্ব সূচিতও হয়—যারা নিজেদের ভাড়া দেয় অর্থের বিনিময়ে। তাদের উদ্ভবের কালে, যখন এই নোতুন শ্রেণীটির আবির্ভাব ঘটে কেবল বিক্ষিপ্ত ভাবে, তখন খাজনা দানকারী সমৃদ্ধিশালী চাষীদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে

তাদের নিজেদের জন্য মজুরি-শ্রমিকদের শোষণ করার একটা প্রথা—অনেকটা সামন্ত আমলের মত, যখন অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন অবস্থার ভূমিদাসেরা নিজেরাই ভূমিদাস রাখত। এই ভাবে তারা ক্রমে ক্রমে অর্জন করে কিছু পরিমাণ ধন সঞ্চয়নের এবং নিজেদের ভবিষ্যতে ধনিকে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা। এই ভাবে জমির পুরনো স্বনিযুক্ত অধিকারীরা নিজেরাই উদ্ভব ঘটায় ধনতান্ত্রিক ইজারাদারদের জন্য এক লালন-পালন পাঠশালায়, যাদের বিকাশ ও বৃদ্ধি নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলের বাইরে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সাধারণ বিকাশ ও বৃদ্ধির উপরে। যখন বিশেষভাবে অনুকূল অবস্থা সহায়তা করে তখন এই শ্রেণীটি দ্রুত বিকাশ লাভ করে, যেমন ষোড়শ শতকের ইংল্যাণ্ডে যেখানে অর্থের ক্রমবর্ধমান অবচয় দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা প্রথার সুযোগে, তাদের সমৃদ্ধ করে তুলেছিল জমিদারদের স্বার্থের বিনিময়ে।

অধিকন্তু: যখনি খাজনা ধারণ করে অর্থ খাজনার রূপ এবং তার ফলে খাজনা-দানকারী চাষী এবং জমিদারের মধ্যে সম্পর্ক পরিণত হয় চুক্তি নির্ধারিত একটি সম্পর্কে—এমন একটি পরিণতি যা কেবল সাধারণভাবে সম্ভব হয়, যখন বিশ্ব বাজার, বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাকচার উপনীত হয়েছে আপেক্ষিক ভাবে একটি উন্নত মানে—ধনিকদের কাছে জমি ইজারাদানের ফলেও এর আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই শেষোক্তটি এতদিন ছিল গ্রামীণ সীমার বাইরে এবং এখন শহরে অর্জিত মূলধনকে বয়ে নিয়ে যায় গ্রামাঞ্চলের ভিতরে এবং সেই সঙ্গে গড়ে ও বেড়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক কর্ম প্রণালী অর্থাৎ উৎপন্নকে কেবল পণ্য হিসাবেই, উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মীকরণের উপায় হিসাবেই সৃষ্টি করার কর্ম প্রণালী। এই রূপটি সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হতে পারে কেবল সেই সব দেশেই, যেগুলি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অতিক্রান্তির কালে আধিপত্য করে বিশ্ব বাজারের উপরে। যখন ধনতান্ত্রিক ইজারাদার কৃষক জমিদার এবং সত্যিকারের চাষীর মধ্যে পদক্ষেপ করে, তখন পুরনো গ্রামীণ উৎপাদন পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ধনতান্ত্রিক ইজারাদার কৃষকই হয়ে ওঠে এই সব কৃষি মজুরদের সত্যিকারের হুকুমদার এবং তাদের উদ্বৃত্ত মূল্যের সত্যিকারের শোষক; অন্য দিকে জমিদার একমাত্র এই ধনিক ইজারাদারের সঙ্গেই রক্ষা করে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক—বস্তুত কেবল একটি আর্থিক ও চুক্তিগত সম্পর্কই। এই ভাবে, খাজনার প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়ে যায় কেবল ঘটনা হিসাবে এবং আপতিক ভাবেই নয়, যেমন আংশিক ভাবে ঘটেছিল এমনকি পূর্বতন কালেও, পরন্তু স্বাভাবিক ভাবেও, তার স্বীকৃত ও চলিত রূপেও। উদ্বৃত্ত মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের স্বাভাবিক রূপ থেকে, এটা নেমে যায়, ধনিক যে-অংশটি শোষণ করে মুনাফা হিসাবে, সেই অংশটির উপরে এই উদ্বৃত্ত শ্রমের বাড়তিতে; ঠিক যেমন মোট উদ্বৃত্ত শ্রম, মুনাফা এবং মুনাফার উপরে বাড়তি, তার দ্বারা নিষ্কাশিত হয় প্রত্যক্ষ ভাবে, সংগৃহীত হয় মোট উদ্বৃত্ত উৎপন্নের আকারে, এবং রূপান্তরিত হয় নগদ টাকায়। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের বাড়তি অংশটাই কেবল সে নিষ্কাশন করে কৃষি মজুরের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ শোষণের মাধ্যমে, তার মূলধনের সাহায্যে, যা সে জমিদারকে তুলে দেয়

খাজনা হিসাবে। কত বেশি বা কত কম সে জমিদারকে তুলে দেয়, তা নির্ভর করে, গড়ে, গড় মুনাফার দ্বারা ধার্য সীমার উপরে, যে গড় মুনাফা মূলধনের দ্বারা উপলব্ধ হয় উৎপাদনের অ-কৃষি, ক্ষেত্রগুলি থেকে, এবং এই গড় মুনাফা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অ-কৃষি উৎপাদনের দামগুলির মাধ্যমে। উদ্বৃত্ত মূল্য এবং উদ্বৃত্ত শ্রমের স্বাভাবিক রূপ থেকে, খাজনা এখন রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে একটি বাড়তিতে—উদ্বৃত্ত শ্রমের সেই অংশটির উপরে যেটি মূলধন অগ্রিম দাবি করে তার বৈধ ও স্বাভাবিক প্রাপ্যাংশ হিসাবে, এবং এই বিশেষ উৎপাদন ক্ষেত্রের তথা কৃষি ক্ষেত্রের একটি চারিত্রবৈশিষ্ট্যে। খাজনার বদলে মুনাফাই এখন পরিণত হয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্যের স্বাভাবিক রূপে, এবং খাজনা এখন আছে, সাধারণভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের রূপ হিসাবে নয়, একমাত্র তার একটি প্রশাখার, তথা উদ্বৃত্ত মুনাফার, রূপে, যা বিশেষ অবস্থায় ধারা করে একটি স্বতন্ত্র রূপ। এই রূপান্তরের সঙ্গে কিভাবে স্বয়ং উৎপাদন পদ্ধতিতেই একটি ক্রমিক রূপান্তরের সাযুজ্য ঘটে, তার বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নেই। এটা এই ঘটনা থেকে অনুসরণ করে যে, কৃষি দ্রব্যাদিকে পণ্য হিসাবে উৎপাদন করা ধনতান্ত্রিক ইজারাদার কৃষকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং যখন আগে কেবল তার জীবন ধারণের উপায় উপকরণের উপরে বাড়তিটাই কেবল রূপান্তরিত হত পণ্যে, এখন এই পণ্য সম্ভারের আপেক্ষিক ভাবে একটি তুচ্ছ অংশই তার দ্বারা সরাসরি ব্যবহৃত হয় জীবন ধারণের উপায় উপকরণ হিসাবে। এখন আর জমি নয়, মূলধনই এখন কৃষিকেও নিয়ে এসেছে তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদনশীলতার অধীনে।

গড় মুনাফা এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন দাম গঠিত হয় গ্রামাঞ্চলের সম্পর্ক সমূহের বাইরে এবং শহুরে বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাকচারের পরিধির মধ্যে। খাজনা প্রদানকারী চাষীর মুনাফা তার মধ্যে প্রবেশ করে না একটি সমতা সাধক উপাদান হিসাবে, কেননা জমিদারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক নয়। যখন সে মুনাফা করে, অর্থাৎ তার জীবন ধারণের আবশ্যিক উপায় সমূহের উপরে একটি বাড়তি আয় করে, হয় তার নিজের শ্রমের মাধ্যমে, নয়ত অন্য লোকের শ্রম শোষণের মাধ্যমে, তখন সে সেটা করে তার স্বাভাবিক সম্পর্কের নেপথ্যে এবং বাকি সব কিছু সমান থাকলে এই মুনাফার আকার খাজনা নির্ধারণ করে না, বরং উল্টো তার সীমা হিসাবে খাজনার দ্বারাই তা নির্ধারিত হয়। মধ্য যুগে মুনাফার উচ্চহার সমগ্র ভাবে মূলধনের নিম্ন গঠনের কারণেই নয়, যার মধ্যে মজুরিতে নিয়োজিত অস্থির অংশটাই প্রধান। এটা ঘটে জমি নিয়ে প্রতারণা জমিদারের খাজনা এবং তার সামন্ত প্রতিনিধিদের আয়ের একটা অংশের আত্মীকরণের কারণে। যদি মধ্য যুগে গ্রামাঞ্চল শহরকে শোষণ করে থাকে রাজনৈতিকভাবে যেখানেই সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়েনি অসাধারণ শহুরে বিকাশের ফলে, যেমন, ইতালিতে, তা হলে অন্য দিকে, শহর সর্বত্রই এবং বিনা-ব্যতিক্রমে জমিকে শোষণ করে থাকে অর্থনৈতিকভাবে—তার একচেটিয়া দাম, তার কর ব্যবস্থা, তার গিল্ড, সংগঠন, তার সরাসরি বাণিজ্যিক ঠগবাজি এবং কুসীদবৃত্তির মাধ্যমে।

কেউ ভাবতে পারেন যে, কৃষি-উৎপাদনে ধনতান্ত্রিক কৃষকের নিছক আবির্ভাবই প্রমাণ করবে যে কৃষিজাত দ্রব্যাদির দাম, স্মরণাতীত কাল থেকে যা খাজনা দিয়ে এসেছে কোনো-না-কোনো আকারে তা নিশ্চয়ই অন্তত: এই আবির্ভাবের কালে, ম্যানুফ্যাকচারের উৎপাদনের দামের চেয়ে উঁচু—তা এই কৃষিজাত দ্রব্যাদির দাম একচেটিয়া মানে পৌঁছে যাবার কারণেই হোক কিংবা কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য যত উঁচু তত উঁচুতেই তা উঠে যাবার কারণেই হোক এবং তাদের মূল্য গড় মুনাফার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দামের চেয়ে সত্যিই উপরে। কেননা তা যদি না হত, ধনতান্ত্রিক কৃষক আদৌ উপলব্ধ করতে পারত না। প্রথমতঃ কৃষি-উৎপন্নের উপস্থিত দামে, এইসব দ্রব্যের দাম থেকে গড় মুনাফা, এবং সেই একই দাম থেকে দিতে পারত না এই মুনাফার উপরে একটি বাড়তি—খাজনার আকারে। এ থেকে কেউ এই সিদ্ধান্তে যেতে পারেন যে, মুনাফার সাধারণ হার যা ধনতান্ত্রিক কৃষককে পরিচালিত করে জমিদারের সঙ্গে তার চুক্তি সম্পাদনে, তা গঠিত হয়েছে খাজনাকে অন্তর্ভুক্ত না করেই, এবং তাই যখনি তা গ্রহণ করে কৃষি উৎপাদনে একটি নিয়ামক ভূমিকা সে এই বাড়তিটি হাতের কাছে পায় এবং জমিদারকে তুলে দেয়। এই চিরাচরিত ভঙ্গিতেই, দৃষ্টান্ত হিসাবে, হের বডবার্টাস ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেন।* কিন্তু:

প্রথমতঃ কৃষিতে স্বতন্ত্র এবং প্রধান শক্তি হিসাবে মূলধনের এই আবির্ভাব সবটাই একই সঙ্গে এবং সাধারণভাবে ঘটে না, ঘটে ক্রমে ক্রমে এবং উৎপাদনের বিশেষ শাখায়। এটা প্রথমে অন্তর্ভুক্ত করে যথার্থ কৃষিকে নয়, বরং গো-প্রজনন, বিশেষ করে মেষ-প্রজনন ইত্যাদির মত উৎপাদন-শাখাগুলিকে, যার প্রধান উৎপন্ন পশম, শিল্পের উত্থানকালে, প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিকে দেয় উৎপাদন-দামের উপরে বাজার-দামের একটি নিয়মিত বাড়তি, এবং তা সমান হয়ে যায় না পরবর্তী একটি সময়ের আগে। যেমন ইংল্যাণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীতে।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের আবির্ভাব ঘটে প্রথমে কেবল বিক্ষিপ্তভাবে, সেই হেতু ধারণাটির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায় না যে, তা প্রথমে বিস্তার লাভ করে কেবল এমন এমন মানের জমিতে, যেগুলি তাদের বিশেষ উর্বরতা বা অসাধারণ ভাবে, অনুকূল অবস্থানের কল্যাণে পারে সাধারণভাবে একটি পার্থক্য-জনিত খাজনা দিতে।

তৃতীয়তঃ ধরে নেওয়া যাক যে; সময়ে এই উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে—বাস্তবিক পক্ষে যার পূর্বশর্ত হচ্ছে শহুরে চাহিদার প্রাধান্য—তখন কৃষিজাত দ্রব্যাদির

---

* J. Rodbertus, Sociale Briefe an von Kirchmann, Dritter Brief: Wider legung der Ricardo' schen Lehre von der Grundrente und Begrundung einer neuen Rententheorie. আরো দেখুন: K. Marx, Theorien, uberden Mehrwert. 2. Teil, 1957, pp. 3-106; 142-54.

দামগুলি থাকে উৎপাদন দামের চেয়ে উচ্চতর, সপ্তদশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে যা নিঃসন্দেহে ইংল্যাণ্ডে ছিল। যাই হোক, যে মুহূর্তে এই উৎপাদন পদ্ধতি নিজেকে কোনো ক্রমে মুক্ত করে নেয় মূলধনের কাছে কৃষির বশ্যতা থেকে, এবং যে মুহূর্তে কৃষি উন্নয়ন এবং উৎপাদন ব্যয়ে হ্রাস—যা আবশ্যিক ভাবেই তার বিকাশের অনুষঙ্গী—ঘটে যায় তখনি ভাব সাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে একটি প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, কৃষি উৎপন্নের দামে একটি হ্রাসের মাধ্যমে, যেমন অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে।

অতএব, গড় মুনাফার উপরে একটি বাড়তি হিসাবে খাজনাকে ব্যাখ্যা করা যায় না গতানুগতিক ভঙ্গিতে। যখন প্রথম খাজনার আবির্ভাব ঘটে, তখন উপস্থিত পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, একবাব যদি তা শিকড় গেড়ে ফেলে, তা হলে তা থাকতে পারে না পূর্ব বর্ণিত আধুনিক অবস্থাগুলি ব্যতিরেকে।

সর্বশেষে অর্থ খাজনায় দ্রব্য খাজনার রূপান্তরণে এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, তার সঙ্গে মূলধনীকৃত খাজনা, বা জমির দাম এবং তার পরকীকরণ যোগ্যতা ও পরকীকরণ হয়ে ওঠে আবশ্যিক উপাদান এবং তার মাধ্যমে কেবল খাজনা দিতে বাধ্য পূর্বতন চাষী কেবল রূপান্তরিত হয় না একজন চাষী মালিকেই, সেই সঙ্গে শহুরে ও অন্যান্য অর্থবান লোকজনও ক্রয় করতে পারে জমি ইত্যাদি এবং তা ইজারা দিতে পারে কৃষকদের বা ধনিকদের এবং এই ভাবে পারে বিনিয়োজিত মূলধনের উপরে সুদের আকারে খাজনা ভোগ করতে; সুতরাং এই ঘটনা অনুরূপ ভাবে সুগম করে দেয় পূর্বতন শোষণ-পদ্ধতির জমির মালিক এবং যথার্থ কৃষকের মধ্যে সম্পর্কের, এবং স্বয়ং খাজনার রূপান্তরণ।

৫. ভাগচাষ ব্যবস্থা এবং খণ্ড খণ্ড জমির মালিকানা

আমরা এখন ভূমি খাজনা সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যার শেষ অংশে এসে গিয়েছি।

খাজনার এই সমস্ত রূপেই শ্রম-খাজনা, দ্রব্য বা অর্থ-খাজনা (দ্রব্য-খাজনারই নিছক একটি পরিবর্তিত রূপ হিসাবে)—যে রূপেই হোক, যে ব্যক্তি খাজনা দেয়, তাকেই ধরা সত্যিকারেব কৃষক এবং জমির অধিকারী হিসাবে, যার মজুরি বঞ্চিত উদ্বৃত্ত শ্রম সরাসরি চলে যায় জমিদারের হাতে। এমনকি সর্বশেষ রূপটিতেও অর্থ খাজনা যখন তা "বিশুদ্ধ" অর্থাৎ দ্রব্য খাজনারই একটি রূপ—এটা কেবল সম্ভবই নয়, এটাই বাস্তবে ঘটে।

খাজনার আদি রূপ থেকে ধনতান্ত্রিক রূপে যাবার অস্থায়ী রূপ হিসাবে, আমরা এখানে 'মেটায়ার' ব্যবস্থা, বা ভাগ চাষের কথা আলোচনা করতে পারি, যে ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালক (ঠিকাদার কৃষক) যোগায় শ্রম (তার নিজের বা অপরের), এবং তৎসহ কিছু চলতি মূলধন এবং জমিদার জমি ছাড়াও, যোগায় চলতি মূলধনের আরেক অংশ (যেমন গোরু) এবং ফসল ভাগ হয় ঠিকা প্রজা এবং জমিদারের মধ্যে

নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী, যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। এক দিকে এখানে সর্বাঙ্গীন ধনতান্ত্রিক পরিচালনের জন্য যে-মূলধনের প্রয়োজন, ঠিকাদার কৃষকের তা থাকে না। অন্য দিকে, জমিদার এখানে ফসলের যে ভাগ আত্মসাৎ করে তা আর বিশুদ্ধ খাজনার রূপ বহন করে না। আসলে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার অগ্রিম দেওয়া মূলধনের উপরে সুদ এবং বাড়ির খাজনাও। কার্যতঃ তা গ্রাস করে নিতে পারে ঠিকাদার কৃষকের গোটা উদ্বৃত্ত শ্রমটাকেই, কিংবা তার জন্য ছেড়ে দিতে পারে এই উদ্বৃত্ত শ্রমের কম বেশি কিছু অংশ। কিন্তু, মূলত খাজনা এখানে সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের স্বাভাবিক রূপ হিসাবে। এক দিকে, ভাগচাষী, তা সে নিজের শ্রমই নিয়োগ করুক কিংবা অন্যের, ফসলের একটা অংশ দাবি করবে শ্রমিক হিসাবে নয়, শ্রমোপকরণগুলির একটা অংশের মালিক হিসাবে নিজেই ধনিক হিসাবে। অন্য দিকে, জমিদার তার ভাগ দাবি করে একান্ত ভাবে তার জমিদারত্বের জন্যই নয়, মূলধনের ধারদাতা হিসাবে।[১]

জমির প্রাচীন সমষ্টিগত মালিকানার একটি অবশেষ, যা স্বাধীন চাষী মালিকানায় উত্তরণ ঘটার পরেও টিকে ছিল, যেমন পোল্যাণ্ডে ও রুমানিয়ায়, কাজ করেছিল ভূমি খাজনার নিম্নতর রূপগুলিতে অবতরণ ঘটাবার একটি কৌশল হিসাবে। জমির একটি অংশ থাকে ব্যক্তিগত চাষীর মালিকানায় এবং সে তা চাষ করে স্বাধীন ভাবে। আরেকটি অংশ চাষ হয় যৌথ ভাবে এবং সৃষ্টি করে একটি উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, যা অংশতঃ যৌথ খরচগুলির সংস্থান করে, অংশতঃ শস্য হানি ইত্যাদি ঘটলে সে সময়ের জন্য মজুদ হিসাবে কাজ করে। উদ্বৃত্ত উৎপন্নের এই শেষের দুটি অংশ, এবং শেষ পর্যন্ত যে জমির উপরে তা উৎপাদিত হয় সেই জমি সহ গোটা উদ্বৃত্ত উৎপন্নটাই ক্রমশঃ বেশি বেশি করে চলে যায় সরকারি কর্মচারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের অন্যায় দখলে, এবং এই ভাবে গোড়ার দিকের স্বাধীন স্বত্বাধিকারীরা, এই জমি যৌথভাবে চাষের বাধ্যবাধকতা যাদের থেকে যায়, তারা রূপান্তরিত হয় সামন্ত প্রজায় এবং তাদের দিতে হয় বেগার শ্রম বা দ্রব্য-খাজনা; অন্য দিকে, যৌথ জমির জবর দখলকারীরা রূপান্তরিত হয় মালিকে—কেবল জবর দখলীকৃত জমি-গুলিরই নয়, সেই সঙ্গে চাষীদের নিজস্ব জমিগুলিরও।

আমাদের আর যথার্থ গোলম অর্থনীতি নিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই (যা একই ভাবে যায় প্রধানতঃ স্বদেশে ব্যবহারের জন্য পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিশ্ব বাজারের জন্য বাগিচা-ব্যবস্থায় রূপাবর্তনের মধ্য দিয়ে), প্রয়োজন নেই সেই সব ভূমি-সম্পত্তির পরিচালন নিয়ে অনুসন্ধানেরও যেখানে জমিদাররা নিজেরাই হচ্ছে

---

১. দ্রষ্টব্য Buret (*Coursed'economie politioque*, Bruxelles, 1842) Tocqueville (*L' ancien regime et la revolution*, Paris, 1846) Sismondi (*Nouveaux Principes d'economie politique*.—seconde edition Tome I, Paris 1827)

স্বাধীন কর্ষক, যাদের অধিকারে আছে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ এবং যারা শোষণ করে স্বাধীন বা পরাধীন গোলামদের এবং তাদের মজুরি দেয়া হয় অর্থের নয় দ্রব্যের আকারে। জমিদার এবং উৎপাদন উপকরণের মালিক, এবং অতএব, উৎপাদনের এই উপাদানগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের শোষণকারী এখানে একই অভিন্ন ব্যক্তি। তখন একই ভাবে খাজনা এবং মুনাফা মিলে যায়—উদ্বৃত্ত মূল্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে ঘটেনা কোনো বিচ্ছেদ। শ্রমিকদের সমগ্র উদ্বৃত্ত শ্রম, যা এখানে প্রকাশিত হয় উদ্বৃত্ত-উৎপন্নে, তা তাদের কাছ থেকে সরাসরি নিষ্কাশিত করে নেয় উৎপাদনের যাবতীয় উপায়—উপকরণের মালিক, যেগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে জমি, এবং গোলামি ব্যবস্থার আদি রূপের অধীনে, প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীরা নিজেরাও। যেখানে ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান, যেমন আমেরিকার বাগিচা-গুলিতে, সেখানে এই গোটা উদ্বৃত্ত মূল্যটা গণ্য হয় মুনাফা হিসাবে; যেখানে না থাকে খোদ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, না থাকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে স্থানান্তরিত তদনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, সেখানে তার দেখা মেলে খাজনা হিসাবে। যাই হোক, এই রূপ কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। জমিদারের আয়, তাকে যা বলেই ডাকা যাক না, তার দ্বারা আত্মীকৃত উপস্থিত উদ্বৃত্ত মূল্যই, এখানে স্বাভাবিক ও প্রবলিত রূপ, যার মাধ্যমে গোটা মজুরি বঞ্চিত শ্রমটাই সরাসরি আত্মসাৎ করা হয়, এবং ভূমিগত সম্পত্তিই রচনা করে এই আত্মসাতের ভিত্তি।

অধিকন্তু, **খণ্ড খণ্ড জমির স্বত্বাধিকার**। কৃষক এখানে একই সঙ্গে জমির স্বাধীন মালিক, যে-জমি হচ্ছে তার উৎপাদনের প্রধান উপকরণ, তার শ্রম ও মূলধন নিয়োগের অপরিহার্য ক্ষেত্র। এইরূপের অধীনে কোনো ইজারা-টাকা দেওয়া হয় না। সুতরাং খাজনা এখানে দেখা দেয় না উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি আলাদা রূপ হিসাবে যদিও যেসব দেশে অন্যথা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে, সেখানে তা দেখা দেয়, অন্যান্য উৎপাদন-শাখার তুলনায়, একটি উদ্বৃত্ত মুনাফা হিসাবে; কিন্তু এমন একটি উদ্বৃত্ত-মুনাফা হিসাবে, বা, সাধারণভাবে তার শ্রমের সমস্ত প্রতিপ্রাপ্তির মত, যায় কৃষকেরই হাতে।

এই ধরণের ভূমিগত সম্পত্তির পূর্বশর্ত এই যে, আগেকার পূর্বতন রূপগুলিতে যেমন, তেমন এখানে গ্রামীণ জনসংখ্যা শহরের জনসংখ্যার উপরে সংখ্যাগত ভাবে আধিপত্য করে, এবং এইভাবে উৎপাদনের অন্যান্য শাখাতেও মূলধনের কেন্দ্রীকরণ সংকুচিত থাকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে, এবং মূলধনের খণ্ডীকরণ ঘটে। এটা স্বাভাবিক যে, কৃষি-উৎপন্নের বৃহত্তর ভাগ অবশ্যই পরিভুক্ত হবে উৎপাদনকারীদের তথা কৃষকদের নিজেদের দ্বারাই জীবন-ধারণের প্রত্যক্ষ উপায় হিসাবে, এবং তার উপরে যেটা বাড়তি সেটাই কেবল পণ্য হিসাবে পথ করে নেবে শহরের বাণিজ্যে। কৃষিজাত দ্রব্যাদির গড় বাজার দাম এখানে যে-ভাবেই নিয়মিত হোক না কেন, পার্থক্যজনিত খাজনা, উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর অবস্থানে অবস্থিত জমি থেকে পণ্য-দামের বাড়তি অংশ অবশ্যই এখানে সুস্পষ্টভাবে থাকবে, যেমন ধনতান্ত্রিকউৎপাদন-পদ্ধতিতে থাকে।

এই পার্থক্যজনিত খাজনা থাকে এমনকি যেখানে এই রূপের আবির্ভাব ঘটে এমন সামাজিক অবস্থার মধ্যে, যেখানে কোনো সাধারণ বাজার-দামের তখনো বিকাশ ঘটেনি ; এটা তখন প্রতিভাত হয় বাড়তি উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হিসাবে। কেবল তখনি তা রয়ে যায় কৃষকের পকেটে যার শ্রম উপলব্ধ হয় অধিকতর অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থায়। যেটা এখানে সাধারণ ভাবে ধরে নিতে হবে সেটা এই যে, কোনো অনাপেক্ষিক খাজনার অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ নিকৃষ্টতম জমি কোনো খাজনা দেয় না—ঠিক এই রূপের অধীনে যেখানে জমির দাম কৃষকের সত্যি কারের উৎপাদন খরচের মধ্যে প্রবেশ করে একটি উপাদান হিসাবে, তা সে এই কারণেই হোক যে এই রূপটির বিকাশ পথে, হয়, জমির দাম গণনা করা হয়েছে বিশেষ একটি অর্থ মূল্যে, উত্তরাধিকার ভাগাভাগির ফলে নয়ত, একটা গোটা ভূমিসম্পত্তির বা তার বিভিন্ন অংশের নিরন্তর মালিকানা পরিবর্তনের ঘটনাক্রমে, জমিটি কিনে নিয়েছে স্বয়ং কৃষকই—প্রধানতঃ মর্গেজের ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করে ; এবং, অতএব, যেখানে জমির দাম, যা মূলধনীকৃত খাজনা ছাড়া আর কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে না, তা এমন একটি উপাদান যা আগে ভাগেই ধরে নেওয়া হয়, এবং যেখানে তাই মনে হয়, খাজনার অস্তিত্ব যেন জমির উর্বরতা ও অবস্থানগত পার্থক্য থেকে নিরপেক্ষ। কারণ অনাপেক্ষিক খাজনার পূর্বশর্ত হচ্ছে, হয় উৎপাদন দামের উপরে উৎপন্ন মূল্যে উপলব্ধ একটি বাড়তি, নয়ত উৎপন্নটির মূল্যের অতিরিক্ত একটি একচেটিয়া দাম। কিন্তু যেহেতু কৃষি এখানে পরিচালিত হয় প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ভাবে জীবন ধারণের দ্রব্যাদির জন্য চাষবাস হিসাবে, এবং জমি থাকে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের শ্রম ও মূলধন নিয়োগের অপরিহার্য ক্ষেত্র হিসাবে, সেই হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণকারী বাজার দাম তার মূল্যে উপনীত হবে কেবল বিরল পরিস্থিতিতে। কিন্তু সাধারণ ভাবে এই মূল্য হবে তা উৎপাদন দামের চেয়ে বেশি—জীবন্ত শ্রমের প্রাধান্যের কারণে, যদিও উৎপাদন দামের উপরে মূল্যের এই বাড়তি আবার সীমায়িত হবে প্রধানতঃ খণ্ড খণ্ড জমি নিয়ে গঠিত দেশগুলিতে এমনকি অকৃষি মূলধনের নিম্ন গঠনের দ্বারা। এক খণ্ড জমির মালিক এক কৃষকের পক্ষে, যেহেতু সে ছোট ধনিক, সেহেতু শোষণের সীমা নির্ধারিত হয় না মূলধনের গড় মুনাফার দ্বারা, অন্য দিকে, যেহেতু সে জমির মালিক, সেহেতু তা নির্ধারিত হয় না খাজনার আবশ্যিকতার দ্বারাও। ছোট ধনিক হিসাবে, তার পক্ষে অনাপেক্ষিক সীমা, সে নিজেকে যে মজুরি দেয়, তার চেয়ে বেশি হয় না—তা থেকে তার সত্যিকারের খরচ বাদ দেবার পরে। যত কাল উৎপন্নের দাম এই মজুরি মিটিয়ে দেয়, তত কাল সে তার জমি চাষ করবে, এবং এখন মজুরিতে যা একেবারে ন্যূনতম। জমির স্বত্বাধিকারী হিসাবে তার ভূমিকা সম্পর্কে, এই মালিকানার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে উৎখাত হয়ে যায়, কেননা তা তার উপস্থিতিকে অনুভব করতে পারে কেবল ভূমির মালিকানাহীন একটি মূলধনের (শ্রম সমেত) প্রতিপ্রেক্ষিতে—মূলধন বিনিয়োগের পথে একটি বাধা খাড়া করার মাধ্যমে। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, জমির দামের উপরে এই

যে সুদ সাধারণতঃ দিতে হয় অন্য আরেক ব্যক্তিকে মর্গেজ রক্ষী মহাজনকে তা একটা প্রতিবন্ধক বটে। কিন্তু এই সুদ দেওয়া যেতে পারে উদ্বৃত্ত শ্রমের ঠিক সেই অংশটি থেকে, যে অংশটি ধনতান্ত্রিক অবস্থাধীনে মূলধন গঠন করবে। জমির দাম এবং তার জন্য প্রদত্ত সুদের মধ্যে পূর্বানুমিত খাজনাটি তাই হতে পারে না তার জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য শ্রমের উপরে কৃষকের মূলধনকৃত উদ্বৃত্ত শ্রমের একটি অংশ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, এই উদ্বৃত্ত শ্রম গোটা গড় মুনাফার সমান পণ্য-মূল্যের একটি অংশে উপলব্ধ না হয়ে; গড় মুনাফায় উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-শ্রমের উপরে একটি বাড়তিতে অর্থাৎ একটি উদ্বৃত্ত মুনাফায় উপলব্ধ হওয়া দূরে থাক খাজনা হতে পারে গড় মুনাফা থেকে একটি বিয়োজন, কিংবা তার কেবল সেই অংশটাই যেটা উপলব্ধ হয়েছে। খণ্ড জমির মালিক কৃষকের পক্ষে তার জমি চাষ করা কিংবা চাষের জন্য জমি খরিদ করার জন্য, এটা তাই আবশ্যক নয়, যেমন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে, যে কৃষি-জাত দ্রব্যাদির বাজার দাম এমন পর্যাপ্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাক যাতে করে সে একটা গড় মুনাফা পায়—খাজনার আকারে এই গড় মুনাফার উপরে একটি নির্দিষ্ট বাড়তি পাওয়ার কথা তো ওঠেই না। সুতরাং এটা আবশ্যক নয় যে বাজার দাম বৃদ্ধি পাক তার উৎপন্নের মূল্য বা উৎপাদন দাম অবধি। কেন যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সমন্বিত দেশগুলির চেয়ে, জমির ক্ষুদ্র চাষী মালিকানা সমন্বিত দেশগুলিতে শস্যের দাম নিম্নতর, এটা তার একটা কারণ। যেসব চাষীরা কাজ করে সবচেয়ে কম অনুকূল অবস্থায়, তাদের উদ্বৃত্ত-শ্রমের একটি সমাজকে অর্পিত হয় বিনা-মজুরিতে এবং তা আদৌ প্রবেশ করে না উৎপাদন-দামের নিয়ন্ত্রণে কিংবা সাধারণ ভাবে মূল্যের সৃজনে। সুতরাং নিম্নতর দাম হচ্ছে উৎপাদনকারীদের দারিদ্র্যের ফলস্থতি—কোনো ক্রমেই তাদের উৎপাদনশীলতার ফলস্থতি নয়।

প্রচলিত, স্বাভাবিক রূপ হিসাবে, খণ্ডখণ্ড জমির এই স্বাধীন স্বপরিচালিত কৃষক স্বত্বাধিকারের রূপটি গঠন করে, এক দিকে, চিরায়ত পুরাকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়গুলিতে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি, এবং অন্য দিকে, এটা লক্ষিত হয় আধুনিক জাতিগুলির মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ভাঙন থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন রূপসমূহের একটি হিসাবে। যেমন, ইংল্যাণ্ডের স্বেচ্ছা-সওয়ার সামন্ত সম্প্রদায় সুইডেনের কৃষক সম্প্রদায়, ফরাসি ও ওয়েস্ট জার্মান কৃষি শ্রমিক। আমরা এখানে উপনিবেশগুলির কথা অন্তর্ভুক্ত করছি না, কেননা সেখানকার স্বাধীন কৃষক বিকাশ লাভ করে ভিন্নতর অবস্থায়।

স্বয়ং-পরিচালক কৃষকের স্বাধীন মালিকানাই স্পষ্টতঃ হচ্ছে ক্ষুদ্রায়তন কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থাৎ একটি উৎপাদন-পদ্ধতির জন্য স্বাভাবিক রূপ, যে-পদ্ধতিটিতে জমির উপরে অধিকারই হচ্ছে শ্রমিকের নিজের শ্রম-ফলের উপরে তার মালিকানার পূর্বশর্ত এবং এবং যাতে কৃষককে, তা সে স্বাধীন মালিকই হোক বা সামন্তই হোক, তাকে অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদন করতে হবে তার জীবন-ধারনের উপায়-উপকরণ,

স-পরিবারে একজন বিচ্ছিন্ন শ্রমিক হিসাবে। এই উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশের পক্ষে জমির মালিকানা যতটা আবশ্যক, হস্ত-শিল্পের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে হাতিয়ার-পাতির মালিাকনাও ততটাই আবশ্যক। এখানে হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তি। খোদ কৃষিরই বিকাশের জন্য এটা একটা আবশ্যিক অতি-ক্রান্তিকালীন পর্যায়। যেসব কারণ তার পতন ঘটায়, সেগুলিই নির্দেশ করে তার বিবিধ সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতাগুলি হল: বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের ফলে গ্রামীণ গৃহশিল্পের বিনাশ তার স্বাভাবিক অনুপূরক; এই কৃষিকার্যের অন্তর্গত জমির ক্রমাগত উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ও নাশ; জমিদারদের দ্বারা সর্বজনীন জমিগুলির অন্যায় গ্রাস, যেগুলি সর্বত্রই হচ্ছে খণ্ড-খণ্ড ভূমি-পরিচালন ব্যবস্থার দ্বিতীয় অনুপূরক এবং কেবল যেগুলিই তাকে সক্ষম করে গো-মহিষাদি প্রতিপালনে; প্রতিযোগিতা, হয় বাগিচা-ব্যবস্থার, নয়ত বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির। কৃষি কার্যে বিবিধ উন্নয়ন যা, এক দিকে ঘটায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির দামে হ্রাস, এবং অন্য দিকে, দাবি করে বৃহত্তর বিনিয়োগ ব্যয়, এবং উৎপাদনের ব্যাপকতর বৈষয়িক অবস্থাবলী—তাও এতে অবদান যোগায়, যেমন ইংল্যাণ্ডে, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে।

খণ্ড জমির মালিকানা তার প্রকৃতিগত ভাবেই বাদ দিয়ে দেয় শ্রমের সামাজিক উৎপাদন শক্তির সমূহের, শ্রমের সামাজিক রূপসমূহের, মূলধনের সামাজিক কেন্দ্রীকরণের, বৃহদায়তন গো-পালনের এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগের বিকাশ।

কুসীদবৃত্তি এবং কর ব্যবস্থা অবশ্যই তাকে সর্বত্র রিক্ত করে দেবে। জমির দামে মূলধন ব্যয়ের ফলে এই মূলধন কৃষি কাজ থেকে অপসৃত হয়। উৎপাদনের উপায় সমূহ সীমাহীন ভাবে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় এবং উৎপাদনকারীদেরই নিজেদেরও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানবিক উদ্যমের দানবিক অপচয়। উৎপাদন-অবস্থার ক্রমাগত অবনতি—খণ্ড মালিকানার অনিবার্য নিয়ম। এই উৎপাদন পক্ষে মরশুমি প্রাচুর্যের বিপৎপাত।[১]

যেখানে তা স্বাধীন ভূমিস্বত্বের সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকর্মের বিশেষ কুফলগুলির মধ্যে একটির উদ্ভব ঘটে জমি ক্রয়ে কৃষকের মূলধন বিনিয়োগ থেকে। (একই কথা খাটে সেই অস্থায়ী রূপটির ক্ষেত্রে, যেখানে বৃহৎ জমিদার মূলধন বিনিয়োগ করে, প্রথমতঃ জমি ক্রয় করতে, এবং দ্বিতীয়তঃ, তার নিজের ঠিকা-প্রজা হিসাবে তা পরিচালন করতে)। একটি নিছক পণ্য হিসাবে জমি এখানে যে পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ধারণ করে, তার দরুন মালিকানার পরিবর্তন বৃদ্ধি পায়[২] যাতে করে চাষীর দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রত্যেক পরপর প্রজন্মের এবং ভূমি-

১. দেখুন: টুৎক-র বইয়ে সিংহাসন থেকে ফ্রান্সের রাজার ভাষণ। (*Newmarch*), *A History of Prices, and of the state of the Circuletion, during the nine years 1848-56, Vol IV* London, 1857, PP. 29 30)

২. দ্রষ্টব্য: Mounier [*De lagriculture en France*, Paris, 1846,] Rubichno [*Du mecanisme de la societe en France et en Angleterre* Paris, 1837.

সম্পত্তি বিভাগের সঙ্গে জমি নোতুন করে প্রবেশ করে মূলধনের বিনিয়োগ হিসাবে অর্থাৎ পরিণত হয় তার দ্বারা ক্রয়-করা জমিতে। জমির দাম এখানে গঠন করে ব্যক্তিগত অনুৎপাদক উৎপাদন-ব্যয়ের কিংবা ব্যক্তিবিশেষের জন্য উৎপন্নের ব্যয়-দামের একটি ভাবি অংশ।

জমির দাম মূলধনীকৃত এবং, অতএব, পূর্বানুমিত খাজনা। যদি কৃষিতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়োগ করা হয়, যাতে করে জমিদার পায় শুধু খাজনা, এবং জোতদার এই বার্ষিক খাজনা ছাড়া আর কিছুই না দেয়, তা হলে এটা পরিষ্কার যে, জমি ক্রয়ের জন্য জমিদার নিজে যে মূলধন বিনিয়োগ করে, তা বাস্তবিকই তার পক্ষে গঠন করে একটি সুদ-দায়ী বিনিয়োগ কিন্তু তার আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকে না খোদ কৃষিতে বিনিয়োজিত মূলধনেব সঙ্গে। তা এখানে নিয়োজিত স্থিতিশীল বা আবর্তনশীল মূলধনেব কোনো অংশ গঠন কবে না[১] তা কেবল ক্রেতার জন্য অর্জন করে বার্ষিক খাজনা পাবার অধিকার কিন্তু খোদ খাজনার উৎপাদনের সঙ্গে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকে না। জমির ক্রেতা কেবল তার মূলধন থেকে জমির বিক্রেতাকে দেয় তার প্রাপ্য এবং প্রতিদানে বিক্রেতা পরিত্যাগ করে ঐ জমিব উপরে তাব মালিকানা। অতএব এই মূলধন আব থাকে না ক্রেতার মূলধন হিসাবে; সুতরাং তা আর থাকে না তার সেই মূলধনের অন্তর্গত, যা সে কোনো রকমে পারে আবার জমিতে বিনিয়োগ করতে। সে জমিটা বেশি দামেই কিনুক বা কম দামেই কিনুক, কিংবা বিনা-দামেই পাক, তা জোতদারের দ্বারা তাব উৎপাদন ব্যবস্থায় বিনিয়োজিত মূলধনে কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, এবং খাজনাতেও কোনো পরিবর্তন ঘটায় না, কেবল পরিবর্তন ঘটায় এই প্রশ্নটিতে যে, তা তার কাছে কি ভাবে দেখা দেয়: সুদ, নাকি সুদ নয়, উচ্চতর সুদ, নাকি নিম্নতর সুদ।

১. ডঃ এইচ ম্যারন (*Extensive oder Intensive*) [এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে আর কোনো কিছু জানানো হয় নি] যাঁদের বিরোধিতা করেন, সেই বিরোধীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে শুরু করেন। তিনি ধরে নেন যে, জমি ক্রয়ে বিনিয়োজিত মূলধন, হচ্ছে "বিনিয়োগ মূলধন" এবং তার পরে তর্কে লিপ্ত হন যথাক্রমে বিনিয়োগ মূলধন এবং চলতি মূলধনের, অর্থাৎ স্থিতিশীল এবং আবর্তনশীল মূলধনের, সংজ্ঞা নিয়ে। সাধারণ ভাবে মূলধন সম্পর্কে তাঁর আনাড়ি ধ্যান-ধারণা—যা তাঁর ক্ষেত্রে মার্জনীয় কেননা জার্মান রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অর্থনীতিবিদ ছিলেন না—তাঁর কাছ থেকে এই ঘটনাটিকে লুকিয়ে রাখে যে-মূলধন কেউ বিনিয়োগ করে স্টক একস্‌চেঞ্জে স্টক বা সরকারি সিকিওরিটি কেনার জন্য এবং যা তার কাছে মূলধনের একটি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, সেই মূলধনের তুলনায় এই মূলধন কিঞ্চিদধিক বিনিয়োগ মূলধনও নয়, চলতি মূলধনও নয়, যা "বিনিয়োজিত" হয় যে-কোন একটি উৎপাদন শাখায়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে নিন গোলাম অর্থনীতি। একজন গোলামের জন্য প্রদত্ত দাম, ঐ গোলাম থেকে নিষ্কাশিতব্য পূর্বানুমিত ও মূলধনীকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু একজন গোলামকে ক্রয় করার জন্য যে-মূলধন ব্যয় করা হয় তা সেই মূলধনের অন্তর্গত নয় যার মাধ্যমে তার কাছ থেকে মুনাফা উদ্বৃত্ত শ্রম নিষ্কাশিত করা হয়। বরং উলটো। এটা সেই মূলধন, যা গোলাম-মনিব হাত-ছাড়া করেছে, এটা সেই মূলধনেরই একটি বিয়োজিত অংশ যা তার হাতে থাকে সত্যিকারের উৎপাদনের জন্য। তার কাছে এর অস্তিত্ব আর নেই, ঠিক যেমন জমি ক্রয়ের জন্য বিনিয়োজিত মূলধনের অস্তিত্ব থাকে না কৃষিকার্যের কাছে। এর সর্বোত্তম প্রমাণ এই যে, এ আর গোলাম-মনিব বা জমির মালিকের কাছে পুনরার্বিভূত হয় না, যদি না সে আবার তার গোলাম বা জমি বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তো ক্রেতার কাছে সৃষ্টি হয় একই পরিস্থিতি। সে যে গোলামটিকে ক্রয় করেছে—এই ঘটনাই তাকে সক্ষম করে না তাকে শোষণ করতে, আরো কিছু তৎপরতা ছাড়া। সে তা করতে পারে কেবল তখনি যখন খোদ গোলাম-অর্থনীতিতেই সে বিনিয়োগ করতে পারে কিছু অতিরিক্ত মূলধন।

একই মূলধন দুবার অস্তিত্ব ধারণ করে না—একবার জমির বিক্রেতার হাতে এবং আরেকবার তার ক্রেতার হাতে। তা ক্রেতার হাত থেকে বিক্রেতার হাতে চলে যায়, এবং সেখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়। ক্রেতার হাতে এখন আর মূলধন নেই, কিন্তু তার বদলে আছে একখণ্ড জমি। এই যে ঘটনা যে, এই এই জমিতে মূলধনের একটি বাস্তব বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত খাজনা নোতুন জমি মালিকের দ্বারা গণনা করা হয় সেই মূলধনের উপরে সুদ হিসাবে, যা সে জমিতে বিনিয়োগ করেনি, কেবল দিয়ে দিয়েছে জমিটাকে পাবার জন্য, তা জমি-উপাদনটির অর্থ নৈতিক প্রকৃতিতে আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটায় না—ঠিক যেমন এই ঘটনাটি যে, ৩% কন্সল-এর বাবদে কেউ দিয়েছে £ ১০০০, তা কোনো কিছুই করে না সেই মূলধনটির ব্যাপারে যার আয় থেকে রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ দেওয়া হয়।

বস্তুত: পক্ষে, জমি-ক্রয় বাবদে, যেমন সরকারি বণ্ড ক্রয় বাবদেও ব্যয়িত অর্থ কেবল **নিজেতেই নিজে** মূলধন, ঠিক যেমন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে যে-কোনো মূল্য-পরিমাণই নিজেই মূলধন, সম্ভাব্য মূলধন। এটা নিজেতেই মূলধন, কেননা একে মূলধনে রূপান্তরিত করা যায়। এটা নির্ভর করে বিক্রেতা তাকে কোন্ ব্যবহারে লাগায়, তার উপরে—তার দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ কি সত্যি সত্যিই মূলধনে রূপান্তরিত হয়, নাকি হয় না, তার উপরে। ক্রেতার পক্ষে তা আর কখনো এ ভাবে কাজ করতে পারে না, ঠিক যেমন পারে না অন্য যে-কোনো অর্থ, যা সে খরচ করে ফেলেছে। এটা তার হিসাব পত্রে স্থান পায় সুদ-দায়ী মূলধন হিসাবে, কারণ জমি থেকে খাজনা হিসাবে কিংবা রাষ্ট্রীয় ঋণ থেকে সুদ হিসাবে প্রাপ্ত আয়কে সে গণ্য করে সেই অর্থের উপরে সুদ হিসাবে, যা তার ব্যয় হয়েছে এই আয়ের উপরে সংশ্লিষ্ট অধিকারটি ক্রয় করার বাবদে।

সে একে মূলধন হিসাবে উপলব্ধ করতে পারে কেবল পুনর্বিক্রয়ের মাধ্যমেই। কিন্তু তখন আরেক জন, নোতুন, ক্রেতা-ব্যক্তি, প্রবেশ করে আগেকার লোকটির দ্বারা রক্ষিত সেই একই সম্পর্কে, এবং এই ভাবে ব্যয়িত অর্থটা ব্যয়কারীর পক্ষে রূপান্তরিত হতে পারে না সত্যিকারের মূলধনে—কোনো হাত বদলের মাধ্যমে।

ক্ষুদ্র ভূমিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই বিভ্রমটা আরো পুষ্ট হয় যে, জমি নিজেই মূল্য ধারণ করে এবং এই ভাবে উৎপন্নের উৎপাদন দামে প্রবেশ করে মূলধন হিসাবে—অনেকটা যন্ত্রপাতি বা কাঁচামালের মত। কিন্তু আমরা দেখছি যে, খাজনা, অতএব মূলধনকৃত খাজনা, জমির দাম কৃষিজাত দ্রব্যাদির দামে একটি নির্ধারণী উপাদান হিসাবে প্রবেশ করতে পারে কেবল দুটি ক্ষেত্রে। প্রথমতঃ, যখন কৃষি-মূলধনের—এমন এক মূলধন জমি ক্রয়ে বিনিয়োজিত মূলধনের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই—তার গঠনের একটি ফলশ্রুতি হিসাবে জমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য তাদের উৎপাদন দামের চেয়ে বেশি হয়, এবং বাজারের অবস্থাবলী জমিদারকে সক্ষম করে এই পার্থক্যটিকে উপলব্ধ করতে। দ্বিতীয়তঃ যখন সেখানে থাকে একটি একচেটিয়া দাম। আর এই দুটি ব্যাপারই খণ্ড খণ্ড ভূমি পরিচালনা এবং ক্ষুদ্র জমি মালিকানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিরল ঘটনা, কারণ ঠিক এখানেই উৎপাদন বহুল পরিমাণে উৎপাদনকারীদের নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে এবং তা হয় গড় মুনাফার-হারের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। এমনকি যেখানে খণ্ড-ভূমির কৃষিকাজ পরিচালিত হয় ইজারা-নেওয়া জমিতে সেখানেও ইজারার টাকা গঠিত হয়—অন্য যে কোনো অবস্থার চেয়ে ঢের বেশি ভাবে—মুনাফার একটি অংশ, এমনকি মজুরিরও একটা অংশ নিয়ে; এই অর্থ তখন কেবল একটি নাম মাত্র খাজনা—মজুরি ও মুনাফার বিপরীতে একটি স্বতন্ত্র বর্গ হিসাবে খাজনা নয়।

তা হলে, জমি ক্রয়ের জন্য অর্থ মূলধন ব্যয় কৃষি-মূলধনের বিনিয়োগ নয়। এটা হচ্ছে মূলধনে হারাহারি একটা হ্রাস, যা ছোট কৃষকেরা তাদের নিজেদের উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারে। এটা তাদের উৎপাদনের উপায়সমূহকে হারাহারি ভাবে হ্রাস করে এবং এই ভাবে সংকীর্ণ করে পুনরুৎপাদনের ভিত্তি। এর ফলে ছোট কৃষক মহাজনের কবলে গিয়ে পড়ে, কেননা নিয়মিত ক্রেডিট ঘটে কিন্তু সাধারণতঃ এ ক্ষেত্রে তা ঘটে কদাচিৎ। এটা কৃষির পক্ষে বাধাস্বরূপ, এমনকি যেখানে এই ধরনের ক্রয় ঘটে বড় বড় ভূমি সম্পত্তির ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ পক্ষে, এটা ধনতান্ত্রিক উৎপদ্ধতির বিরোধিতা করে, যা মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত যে জমির মালিক ঋণগ্রস্ত কি না—সে তার জমি উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে, নাকি ক্রয় করেছে, তাতে কিছু যায় আসে না। ইজারা-জমির পরিচালন-প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না—জমির মালিক নিজেই খাজনাটা পকেটস্থ করুক কিংবা সেটা তার মর্গেজ-মালিককে দিয়ে দিক।

আমরা দেখেছি যে, একটি নির্দিষ্ট ভূমি-খাজনার ক্ষেত্রে, জমির দাম নিয়ন্ত্রিত হয় সুদের হারের দ্বারা। যদি হারটা নিচু হয়, তা হলে জমির দাম উঁচু, এবং

উলটোটাও। তা হলে, স্বাভাবিক ভাবে জমির উঁচু দাম এবং সুদের নিচু হার যাওয়া উচিত হাতে হাত দিয়ে, যাতে করে সুদের নিচু হারের দরুণ কৃষক যদি জমির জন্য দিয়ে থাকে উঁচু দাম, তা হলে একই নিচু সুদেব হার তার জন্য সুনিশ্চিত করবে তার চলতি মূলধন ক্রেডিটের সহজ শর্তে। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা ঘটে ভিন্ন ভাবে যখন খণ্ড খণ্ড জমির কৃষক মালিকানাই হচ্ছে প্রচলিত রূপ। প্রথমতঃ, ক্রেডিটের সাধারণ নিয়মগুলি জোত-কৃষকেব সঙ্গে সুসঙ্গত নয়, কেন না এই নিয়মগুলিব পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনকারী হিসাবে ধনিকের উপস্থিতি। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে খণ্ড খণ্ড জমিব মালিকানারই প্রাধান্য—আমরা এখানে উপনিবেশগুলির কথা বলছি না—এবং ছোট কৃষকই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড, সেখানে মূলধনেব গঠন, অর্থাৎ সামাজিক পুনরুৎপাদন, আপেক্ষিক ভাবে দুর্বল; আরো দুর্বল হল ধারযোগ্য অর্থ-মূলধনের গঠন—যে অর্থে তাকে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর পূর্বশর্ত হচ্ছে অলস ধনী মূলধনিকদেব একটি শ্রেণীর কেন্দ্রীভবন ও অবস্থিতি (ম্যাসি)।* তৃতীয়তঃ, এখানে, যেখানে জমির মালিকানা হচ্ছে অধিকাংশ উৎপাদনকারীর অস্তিত্বের একটি আবশ্যিক শর্ত, এবং তাদেব মূলধন বিনিয়োগেব জন্য একটি অপরিহার্য ক্ষেত্র, সেখানে জমির দাম বর্ধিত হয় সুদের হাব থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, এবং প্রায়ই তার বিপরীত অনুপাতে—জমিব যোগানেব তুলনায় তার চাহিদার প্রাধান্যের মাধ্যমে। পুরনো বিরাট বিরাট আয়তনে জমি বিক্রয়ের চেয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে জমি-বিক্রি এনে দেয় উচ্চতর দাম, কেন না ছোট ক্রেতাদের সংখ্যা বেশি আর বড় ক্রেতাদের সংখ্যা কম (ব্যাণ্ডস নয়ের্স,** রুবিকন; নিউম্যান***)। এইসব কারণে, জমির দাম এখানে বৃদ্ধি পায় সুদের আপেক্ষিক ভাবে উঁচু হারের সঙ্গে। আপেক্ষিক ভাবে নিচু সুদ, যা কৃষক পায় জমি ক্রয়েব জন্য অর্থ-ব্যয় থেকে (ম্যুনিয়ের), এখানে সহগামী হয় অন্য দিকে, উঁচু তেজারতি সুদের হারের সঙ্গে, যা তার নিজের দিতে হয় তাব মর্গেজ-মহাজনকে। আয়র্ল্যাণ্ডের প্রথাটি একই জিনিস প্রমাণ করে, তবে অন্য রূপে।

উৎপাদনের নিজের কাছে আগন্তুক এই উপাদান তথা জমির দাম, তাই এখানে উঠতে পারে এমন এক বিন্দুতে, যার দরুণ উৎপাদন হয়ে পড়ে অসম্ভব (ডমব্যাসল)।

এই যে ঘটনা যে, জমির দাম এখন একটা ভূমিকা গ্রহণ করে, পণ্য হিসাবে জমির ক্রয়-বিক্রয় ও সঞ্চলন এমন এক মাত্রায় বিকাশ লাভ করে—এটা কার্যতঃ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতিরই ফল, যেহেতু একটি পণ্য এখানে সমস্ত

* [Massie] *An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest*, London, 1750, PP. 23-24.

** মুনাফাখোরদের সংঘ।

*** Newman, *Lecturer on Political Economy*, London, 1851, PP. 180-81.

উৎপন্ন ও উৎপাদন উপকরণেরই সাধারণ রূপ। অন্য দিকে, এই অগ্রগতি ঘটে কেবল সেখানেই, যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির কেবল সীমিত বিকাশই ঘটেছে এবং এখনো উন্মুক্ত করেনি তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে, কারণ তা নির্ভর করে ঠিক এই ঘটনাটিরই উপরে যে, কৃষি আর এখনো, অন্ততঃও, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনস্থ হয়নি; বরং থেকে গিয়েছে সমাজের অধুনালুপ্ত রূপগুলি থেকে উত্তরাগত একটি রূপ হিসাবে। উৎপন্ন দ্রব্যের আর্থিক দামের উপরে উৎপাদনকারীর নির্ভরতার কারণে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অসুবিধাগুলি এখানে তাই মিলে যায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অ-সুষ্ঠু বিকাশ-জনিত অসুবিধাগুলির সঙ্গে। কৃষক পরিণত হয় বণিকে ও শিল্পপতিতে কিন্তু যে সমস্ত অবস্থা থাকলে সে সক্ষম হত পণ্য হিসাবে তার উৎপন্ন-দ্রব্যকে উৎপাদন করতে, সেই অবস্থাগুলি ব্যতিরেকে।

উৎপাদনকারীদের ব্যয়-দামে একটি উপাদান হিসাবে জমির দাম এবং উৎপাদন-দামে কোনো উপাদান নয়, এই হিসাবে জমির দাম (এমনকি যদিও খাজনা কৃষি-উৎপন্নের মধ্যে প্রবেশ করে একটি নির্ধারণী উপাদান হিসাবে, ধনতান্ত্রিক খাজনা, যা অগ্রিম দেওয়া হয় ২০ বছর বা ততোধিক কালের জন্য তা কোনোক্রমেই প্রবেশ করে না একটি নির্ধারক হিসাবে)— এই দুয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি কিন্তু জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং যুক্তিবিন্যস্ত কৃষি-ব্যবস্থা তথা জমির স্বাভাবিক সামাজিক সদ্ব্যবহারের মধ্যেকার সাধারণ দ্বন্দ্বের অন্যতম অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অন্য দিকে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার দরুন প্রত্যক্ষ উৎপাদন-কারীদের জমি থেকে উচ্ছেদ—একজনের মালিকানা লাভ যা বোঝায় অনেকের মালিকানা লোপ—এটাই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি।

এখানে, ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকার্যে, জমির দাম, জমির ব্যক্তিগত মালিকানার একটি রূপ এবং ফল, দেখা দেয় স্বয়ং উৎপাদনেরই একটি প্রতিবন্ধক হিসাবে, কারণ তা ইজারাদার জোত-কৃষককে নিবৃত্ত করে তার মূলধনের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ থেকে কেন না তা শেষ পর্যন্ত তার উপকারে আসবে না, আসবে জমিদারের উপকারে। উভয় রূপেই, জমির প্রাণশক্তির শোষণ ও অপচয় (সামাজিক বিকাশের অর্জিত মানের উপরে শোষণকার্যকে নির্ভরশীল না করে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনকারীর আপতিক ও অসমান অবস্থাবলীর উপরে তাকে নির্ভরশীল করায়, যা ক্ষতি হয়, তা ছাড়া) অধিকার করে নেয় চিরকালীন সামূহিক সম্পত্তি হিসাবে জমির সচেতন ও সুবিন্যস্ত কৃষিকার্যের স্থান—যা হচ্ছে মানবজাতির বংশ পরম্পরার অস্তিত্ব ও পুনরুৎপাদনের অপরিহার্য শর্ত। ক্ষুদ্র সম্পত্তির ক্ষেত্রে, এটা ঘটে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রয়োগ করার মত সঙ্গতি ও জ্ঞানের অভাবের কারণে। বৃহৎ সম্পত্তির ক্ষেত্রে এটা ঘটে জোতদার ও জমির মালিকের যথাসাধ্য দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য উৎপাদনের এই উপায়সমূহের শোষণের কারণে। উভয়েরই ক্ষেত্রে, বাজার-দামের উপরে নির্ভরতার কারণে।

ভূমিগত সম্পত্তির সমস্ত সমালোচনা শেষ বিশ্লেষণে পর্যবসিত হয় কৃষিকার্যের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধক হিসাবে ব্যক্তিগত মালিকানার সমালোচনায়। এবং অনুরূপ ভাবে বৃহৎ ভূমিগত সম্পত্তির পালটা সমালোচনাও। দুটি ক্ষেত্রেই আমরা অবশ্য পরিহার করি সমস্ত গৌণ রাজনৈতিক বিবেচনা। এই বাধা ও প্রতিবন্ধক, যেগুলি রচিত হয় সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বারা কৃষি-উৎপাদন ও পরিকল্পিত কর্ষণ, স্বয়ং মৃত্তিকার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধনের প্রতিপ্রেক্ষিতে, সেগুলি উভয় দিকেই বিকাশ লাভ করে কেবল বিভিন্ন রূপে, আর এই দুই জিনিসটির বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে ভুলে যাওয়া হয় তার শেষ লক্ষ্যটিকে।

ক্ষুদ্র ভূমিগত সম্পত্তি আগে থেকে ধরে নেয় যে, জনসংখ্যার সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হল গ্রামীণ, এবং সামাজিক শ্রমের নয়, বিচ্ছিন্ন শ্রমেরই হল প্রাধান্য; আর সেই কারণে, এবংবিধ অবস্থায়, ধন এবং পুনরুৎপাদনের বিকাশের প্রশ্নই ওঠে না—তার বৈষয়িক ও আত্মিক পূর্বশর্ত দুটির কোনোটিরই না; আর সেই সঙ্গে তার সুপরিকল্পিত কর্ষণের পূর্বশর্তগুলিরও না। অন্য দিকে, বৃহৎ ভূমিগত সম্পত্তি কৃষিগত জনসংখ্যাকে নিরন্তর হ্রাস করে ন্যূনতম আয়তনে, এবং তার মোকাবেলা করে, বড় বড় নগরগুলিতে ভিড় করে থাকা নিরন্তর বর্ধমান শিল্পগত জনসংখ্যা দিয়ে। এই ভাবে তা সৃষ্টি করে এমন সব অবস্থা, যা ঘটায় এক অপূরণীয় ভাঙন—জীবনের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর দ্বারা নির্দেশিত সামাজিক লেনদেনের সুসংবদ্ধ প্রণালীতে। ফলতঃ, অপচিত হয় মৃত্তিকার প্রাণশক্তি, এবং এই অপচয়কে বাণিজ্য বয়ে নিয়ে যায় বিশেষ একটি রাষ্ট্রের সীমানার অনেক বাইরে (লাইবিগ)*।

যখন ক্ষুদ্র ভূমিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করে অসভ্য জনসংখ্যার এমন একটি শ্রেণী, যারা অবস্থান করে সমাজের বাইরে অর্ধপথে, এমন একটি শ্রেণী যারা সম্মিলন ঘটায় সমাজের আদিম রূপের স্থূলতার সঙ্গে সভ্য দেশের যন্ত্রণা ও দুর্দশার, তখন বৃহৎ ভূমিগত সম্পত্তি শ্রম-শক্তিকে ধ্বংস করে সেই সর্ব শেষ অঞ্চলটিতে, যেখানে তার মৌল আবেগ আশ্রয় খোঁজে এবং জাতিপুঞ্জের সঞ্জীবনের জন্য গড়ে তোলে প্রাণ-শক্তির এক সংরক্ষিত ভাণ্ডার—স্বয়ং ঐ ভূমির উপরেই। বৃহদায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন যান্ত্রিকীকৃত কৃষি-ব্যবস্থা কাজ করে একযোগে। যদি গোড়ায় পার্থক্য থাকে এই ঘটনায় যে আগেরটি যেখানে বিনষ্ট ও ধ্বংস করে প্রধানতঃ শ্রম-শক্তিকে, অতএব মানুষের প্রকৃতিগত শক্তিকে পরেরটি সেখানে সরাসরি উজাড় করে দেয় মৃত্তিকার প্রাকৃতিক প্রাণশক্তিকে, তারা উভয়েই হাতে হাত মেলায় পরবর্তী বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই ব্যাপারে যে, গ্রামাঞ্চলেও শিল্প-ব্যবস্থা শ্রমিকদের হীনবল করে দেয়, এবং শিল্প ও বাণিজ্য একযোগে কৃষিকে যোগায় মাটিকে উজাড় করার বিবিধ উপায়।

* Liebig, *Die Chemie in threr Anwendung auf Agriculture und Physiologie*, Braunschweig, 1862.

সপ্তম বিভাগ

আয় এবং তার বিবিধ উৎস

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

ত্রিযোজী সূত্র

। ১ ।[1]

মূলধন—মুনাফা (উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ), ভূমি—ভূমি-খাজনা, শ্রম—মজুরি, এই যে ত্রিযোজী সূত্র, এটাই ধারণ করে সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সব কয়টি গুপ্ত রহস্য।

অধিকন্তু, যেহেতু, যেটা ইতিপূর্বে* দেখানো হয়েছে, সুদ প্রতিভাত হয় মূলধনের স্ব-বিশেষ উৎপন্ন হিসাবে এবং উলটো, উদ্যোগজনিত মুনাফা প্রতিভাত হয় মূলধন থেকে নিরপেক্ষ মজুরি হিসাবে, সেই হেতু উল্লিখিত ত্রিযোজী সূত্রটি নিজেকে আরো নির্দিষ্ট ভাবে পর্যবসিত করে এই ভাবে :

মূলধন—সুদ, ভূমি—ভূমি-খাজনা, শ্রম—মজুরি, যেখানে মুনাফা যেটি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অন্তর্গত উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের স্ব-বিশেষ রূপ, সৌভাগ্যক্রমে সেটি উচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এই অর্থনৈতিক ত্রিযোজীটি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে,

প্রথমতঃ, বার্ষিক প্রাপ্তব্য ধনের, তথাকথিত উৎসগুলি এমন এমন ক্ষেত্রের অন্তর্গত, যেগুলি বিপুল ভাবে বিসদৃশ এবং পরস্পরের সঙ্গে আদৌ উপমেয় নয়। সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় উকিলের 'ফী', লাল গাজর এবং সঙ্গীতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কেরই অনুরূপ।

মূলধন, ভূমি, শ্রম! যাই হোক মূলধন একটা সামগ্রী নয়, বরং সমাজের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক গঠনের অন্তর্গত একটা নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক, যা প্রকাশ পায় একটি সামগ্রীর মধ্যে এবং তাকে দেয় একটি বিশেষ সামাজিক চরিত্র। মূলধন উৎপাদনের বস্তুগত ও উৎপাদিত উপায়সমূহের যোগফল নয়। মূলধন বরং উৎপাদনের সেই উপায়সমূহ, যেগুলি রূপান্তরিত হয়েছে মূলধনে, যেগুলি নিজেরা মূলধন নয় ; যেমন সোনা বা রূপা নিজে অর্থ নয়। মূলধন হচ্ছে সমাজের একটি অংশের দ্বারা একচেটিয়াকৃত উৎপাদন-উপায়ের সম্ভার, যা মুখোমুখি হয় জীবন্ত শ্রম-শক্তির সঙ্গে—ঠিক এই শ্রম-শক্তি থেকেই স্বতন্ত্রীকৃত উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও কাজের

১. এই তিনটি টুকরো পাওয়া গিয়েছিল চতুর্থ বিভাগের পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশে।

* বর্তমান সংস্করণের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শর্তাবলী হিসাবে, যেগুলি ব্যক্তিরূপে রূপায়িত হয় মূলধনের মধ্যে এই প্রতি-স্থিতির ('অ্যান্টি-থিসিস'-এর) মাধ্যমে। তা কেবল শ্রমিকদের উৎপন্ন সামগ্রীই নয়—যেগুলি পরিণত হয়েছে স্বতন্ত্র শক্তিতে নিজেদের উৎপাদনকারীদের শাসক এবং ক্রেতা হিসাবে উৎপন্ন সামগ্রীই নয়, পরন্তু সামাজিক শক্তি এবং এই শ্রমের ভবিষ্যৎ ……(দুর্বোধ্য*) রূপও, যা শ্রমিকদের মুখোমুখি হয় তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির গুণাবলী হিসাবে। তা হলে, এখানে আমরা পাই একটি ঐতিহাসিক ভাবে উৎপাদিত সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিবিধ উপাদানের মধ্যে একটি উপাদানের একটি নির্দিষ্ট, এবং প্রথম দৃষ্টিতে, অতি কুহেলিকাময় রূপ।

এবং এখন এর পাশাপাশি আমাদের সামনে আছে ভূমি, স্বয়ং অজৈব প্রকৃতি, *rudis indigestaque moles*,** তার সমগ্র আদিম আরণ্য রূপ নিয়ে। মূল্য হচ্ছে শ্রম। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্য হতে পারে না মৃত্তিকা। ভূমির অনাপেক্ষিক উর্বরতা এইগুলির চেয়ে আর কিছুকেই বেশি ক্রিয়াশীল করে না: একটি বিশেষ পরিমাণ শ্রম-উৎপাদন করে একটি বিশেষ দ্রব্য—ভূমির প্রকৃতিদত্ত উর্বরতা অনুযায়ী। ভূমির উর্বরতাজনিত পার্থক্য শ্রম ও মূলধনের, অতএব মূল্যের, অভিন্ন পরিমাণকে অভিব্যক্ত করায় কৃষি উৎপন্নের ভিন্ন পরিমাণে; তার মানে এই উৎপন্নগুলিকে ধারণ করায় ভিন্ন ভিন্ন মূল্য। এই ভিন্ন ভিন্ন মূল্যগুলিকে বাজার-মূল্যে যথা যথা সমীকরণই এই ঘটনার জন্য দায়ী যে, "নিকৃষ্ট ভূমির তুলনায় উর্বর ভূমির সুবিধাসমূহ · কৃষক বা পরিভোগকারীর কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয় জমিদারের কাছে।" (রিকার্ডো: *Principles*, London, 1821, P. 21)।

এবং সর্বশেষে, এই সম্মিলনের তৃতীয় পক্ষটি, নিছক একটি ছায়ামূর্তি—"স্বয়ং" **শ্রম**, যা একটি অমূর্তায়ন ছাড়া কিছু নয় এবং, একক ভাবে দেখলে, যার কোনো অস্তিত্বই নেই, কিংবা, যদি আমরা দেখি ……(দুর্বোধ্য)† সাধারণ ভাবে মানুষের উৎপাদনশীল কর্মতৎপরতাও যার মাধ্যমে তারা গড়ে তোলে প্রকৃতির সঙ্গে লেনদেন। তা হলে যা কেবল প্রত্যেকটি সামাজিক রূপ ও সুনির্দিষ্ট চরিত্র থেকেই বিবর্জিত নয়, এমনকি তার নগ্ন প্রাকৃতিক অস্তিত্বেও, সমাজ থেকে নিরপেক্ষ, সমস্ত সমাজ থেকে অপসৃত, এবং সেই জীবনের প্রকাশ ও প্রমাণ হিসাবে যে-জীবন এখনো সাধারণ ভাবে অ-সামাজিক মানুষ এবং, যে-মানুষ কোনো রকমে সামাজিক, —এই দুয়ের মধ্যে অভিন্ন।

* মূল পাঠের সঙ্গে আবার মেলাতে গিয়ে দেখা যায় যে, সেখানে আছে "তাদের শ্রমের সামাজিক শক্তিসমূহ এবং এই শ্রমের সমাজীকৃত রূপ" ("die Gesellschaftlichen Krafte und Zusammenhangende Form dieser Arbeit.")

** ovid, *Metamorphoses*, Book I, 7

† পাণ্ডুলিপি আবার পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করা গিয়েছে যে, এখানে আছে: "যদি আমরা এর পিছনে যা আছে, তাকে ধরি" ("Wenn wir das Geminte nehmen")

। ২ ।

মূলধন—সুদ ; ভূমিগত সম্পত্তি, পৃথিবীর ব্যক্তিগত মালিকানা, এবং নিঃসন্দেহে, আধুনিক ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গত—খাজনা ; মজুরি শ্রম—আয়ের উৎস সমূহের মধ্যেকার সংযোগকে এই ভাবে উপস্থাপিত করা হয় বলে ধরা হয়। মজুরি-শ্রম এবং ভূমিগত সম্পত্তি, মূলধনের মতই, ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত সামাজিক রূপ, একটা শ্রমের, অন্যটা একচেটিয়াকৃত ভূ-মণ্ডলের, এবং বাস্তবিকই দুটি রূপই মূলধনের সঙ্গে সাযুজ্য সম্পন্ন এবং সমাজের একই অর্থনৈতিক গঠনের অন্তর্গত।

এই সূত্রটি প্রসঙ্গে প্রথম জাজ্জ্বল্যমান জিনিসটি এই যে, মূলধনের উৎপাদনের একটি উপাদানের এই রূপের সঙ্গে—যা এক নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির, সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপের অন্তর্গত, তার সঙ্গে—পাশাপাশি, উৎপাদনের একটি উপাদনের সঙ্গে—যা সংমিশ্রিত ও প্রতিরূপায়িত হয় একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রূপের দ্বারা, তার সঙ্গে—পাশাপাশি নির্বিশেষে স্থাপন করা হয় : এক দিকে ভূমি এবং অন্য দিকে শ্রম, বাস্তব শ্রম প্রক্রিয়ার দুটি উপাদান, যে দুটি এই বস্তুগত রূপে সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতিতেই বিদ্যমান, যে-দুটি প্রত্যেকটি উৎপাদন-পদ্ধতিরই বস্তুগত উপাদান এবং তার সামাজিক রূপের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

দ্বিতীয়তঃ। মূলধন—সুদ, ভূমি—ভূমি খাজনা, শ্রম—মজুরি : এই সূত্রটিতে ভূমি এবং শ্রম যথাক্রমে প্রতিভাত হয় সুদের (মুনাফার পরিবর্তে), খাজনার এবং মজুরির উৎস হিসাবে, তাদের উৎপন্ন বা ফল হিসাবে ; প্রথমোক্তগুলি ভিত্তি এবং দ্বিতীয়োক্তগুলি ফলশ্রুতি, প্রথমোক্তগুলি কারণ এবং দ্বিতীয়োক্তগুলি কার্য ; এবং বাস্তবিক পক্ষে এমন ভাবে যে, প্রত্যেকটি একক উৎস তার উৎপন্নের সঙ্গে সম্পর্কিত —যেমন তার দ্বারা যা উৎক্ষিপ্ত ও উৎপাদিত হয়েছে, তার সঙ্গে। সমস্ত প্রাপ্তি, সুদ (মুনাফার পরিবর্তে), খাজনা এবং মজুরি, হচ্ছে, উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্যের তিনটি উপাদান, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বললে মূল্যের উপাদান বা অর্থে অভিব্যক্ত, কতকগুলি অর্থ উপাদান, দাম-উপাদান। মূলধন—সুদ : এই সূত্রটি বাস্তবিকই এখন মূলধনের সবচেয়ে বাজে সূত্র, কিন্তু তবু তার সূত্রগুলির মধ্যে একটি। কিন্তু ভূমি কি ভাবে মূল্য সৃষ্টি করবে—সামাজিক ভাবে নিরূপিত একটি শ্রমের পরিমাণ, এবং তদুপরি তার নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্যের সেই অংশ যা গঠন করে খাজনা দৃষ্টান্ত হিসাবে ভূমি উৎপাদনের একটি উপাদান হিসাবে অংশগ্রহণ করে একটি ব্যবহার মূল্য একটি বস্তুগত উৎপন্ন গম—সৃষ্টি করার জন্য কিন্তু গমের মূল্য উৎপাদনের সঙ্গে তার কিছু সম্পর্ক নেই। গম যখন মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তা (গম) বিবেচিত হয় বস্তু-রূপায়িত সামাজিক শ্রমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাবে—বিশেষ কোন্ জিনিসটির মধ্যে এই অভিব্যক্ত হয় বা এই জিনিসটির বিশেষ কোন্ ব্যবহার মূল্যধারণ করে তা নির্বিশেষে। এটা কোন ভাবেই খণ্ডন করে না যে, (১) বাকি সব

অবস্থা সমান থাকলে, গমের অল্পমূল্যতা বা অধিকমূল্যতা নির্ভর করে ভূমির উৎপাদনশীলতার উপরে। কৃষি-শ্রমের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে প্রাকৃতিক অবস্থাবলীর উপরে, এবং এই উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী একই পরিমাণ শ্রম প্রতিরূপায়িত হয় বেশি বা কম সংখ্যক উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা, ব্যবহার মূল্যের দ্বারা। এক বুশেল গম কত বেশি পরিমাণ শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে তা নির্ভর করে একই পরিমাণ শ্রম কত বুশেল গম দেয় তার সংখ্যার উপরে। এ ক্ষেত্রে কত পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যে মূল্যটি প্রকাশ পারে, তা নির্ভর করে ভূমির উৎপাদনশীলতার উপরে; কিন্তু এই মূল্য নির্দিষ্ট, এই বণ্টন থেকে নিরপেক্ষ। মূল্য প্রতিরূপায়িত হয় ব্যবহার-মূল্যে; এবং ব্যবহার-মূল্য হচ্ছে মূল্য সৃজনের পূর্বশর্ত, কিন্তু একটা ব্যবহার মূল্যকে, যেমন ভূমিকে, এক দিকে স্থাপন করে এবং মূল্যকে তথা মূল্যের একটি বিশেষ অংশকে অন্য দিকে স্থাপন করে একটি প্রতি-স্থিতি ('অ্যান্টি থিসিস') সৃষ্টি করা হবে মূর্খতা। (২) .....(এখানে পাণ্ডুলিপিতে ছেদ পড়ে গিয়েছে)।

। ৩।

হাতুড়ে অর্থনীতি বাস্তবিক পক্ষে বুর্জোয়া উৎপাদনের প্রতিনিধিদের ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা করা প্রণালীবদ্ধ করা এবং প্রতিরক্ষা করা ছাড়া বেশি কিছু করেন না, তাঁরা নিজেরাই বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কের জালে বাঁধা। আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, হাতুড়ে অর্থনীতি বিশেষ ভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ব্যহিক প্রকাশগুলির মধ্যে, যেগুলির মধ্যে স্পষ্টতই এই অসম্ভব ও নির্ভেজাল দ্বন্দ্বগুলি দেখা দেয় এবং যতই তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলিকে তা থেকে লুকিয়ে রাখা হয়, ততই যেন এই সম্পর্কগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যদিও সাধারণের কাছে সেগুলি বোধগম্য। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানই হত অনাবশ্যক বাহুল্য, যদি বস্তুর বাইরের চেহারা এবং ভিতরের মর্ম সরাসরি মিলে যেত। দেখা যাচ্ছে, হাতুড়ে অর্থনীতির এ বিষয়ে এতটুকুও সংশয় নেই যে, যে-ত্রিযোজীকে তা গ্রহণ করে তারা যাত্রাবিন্দু হিসাবে, যথা, ভূমি-খাজনা, মূলধন—সুদ, শ্রম—মজুরি বা শ্রমের দাম, সেগুলি স্পষ্টতই অসম্ভব অসম্ভব জোড়-বন্ধন। প্রথমতঃ আমাদের আছে ব্যবহার-মূল্য জমি, যার কোনো মূল্য নেই, এবং বিনিময়-মূল্য খাজনা: যাতে করে একটি সামাজিক সম্পর্ককে একটি সামগ্রী হিসাবে ধারণা করে নিয়ে, তাকে করা হয় প্রকৃতির সঙ্গে আনুপাতিক, অর্থাৎ দুটি অ-পরিমাপযোগ্য রাশিকে ধরা হয় যেন তারা পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সম্পর্কিত। তারপরে মূলধন—সুদ। যদি মূলধনকে ধারণা করা হয় একটি নির্দিষ্ট মূল্য-সমষ্টি বলে যার প্রতিনিধিত্ব করে অর্থ, তা হলে এটা বলা স্পষ্টতই আজগুবি যে একটি মূল্য হবে তার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান।

ঠিক এই রূপটিতেই মূলধন—সুদ রূপটিতেই, মধ্যবর্তী সমস্ত যোগসূত্রগুলি উৎখাত হয়ে যায়। হাতুড়ে অর্থনীতিক মূলধন—মুনাফা সূত্রটির চেয়ে মূলধন—সুদ সূত্রটিকে তার মূল্যকে নিজের সঙ্গে অসমান বলে দেখানোর গূঢ় ক্ষমতা সমেত, বেশি পছন্দ করেন ঠিক এই কারণে যে, তা ইতিমধ্যেই কার্যকর ধনতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছে। তার পরে আবার এই বিরক্তিকর ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়ে যে ৪ হয় না ৫ এবং ১০০ 'টেলার' সম্ভবতঃ হতে পারে না ১১০ 'টেলার,' তিনি মূল্য হিসাবে মূলধন থেকে পালিয়ে যান মূলধনেব বস্তুগত উপাদানে; শ্রমের উৎপাদনের শর্ত হিসাবে তার ব্যবহার-মূল্যে অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদিতে। এই ভাবে, তিনি সক্ষম হন প্রথম অবোধ্য সম্পর্কটির পরিবর্তে ৪=৫-এর পরিবর্তে একটি সম্পূর্ণ ভাবে অ-পরিমাপযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন কবতে—এক দিকে, একটি ব্যবহার মূল্য, একটি সামগ্রী এবং অন্য দিকে, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে, যেমন ভূমিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে। কারণ বুর্জোয়া ধারণার মধ্যে যা "যুক্তিসিদ্ধ", তিনি ঠিক তাতেই পৌঁছে গিয়েছেন। সর্বশেষে, শ্রম-মজুরি, বা শ্রমের দাম, হচ্ছে এমন একটি কথা, প্রথম গ্রন্থে যা দেখানো হয়েছে, যে-কথাটি স্পষ্টতই খণ্ডন কবে মূল্যের ধারণাটিকে এবং সেই সঙ্গে দামের ধারণাটিকেও—যেহেতু দ্বিতীয়টি সাধারণতঃ মূল্যেরই একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ। এবং "শ্রমের দাম" কথাটি একটি হলুদ-বরণ 'লগ্যারিথম'-এব মতই সমান অযৌক্তিক। কিন্তু এখানে হাতুড়ে অর্থনীতিক আরো বেশি সন্তুষ্ট, কারণ সে লাভ করেছে বুর্জোয়া সম্বন্ধে গভীব অন্তর্দৃষ্টি, যেমন সে শ্রমের জন্য অর্থ দেয়, আর যেহেতু এই সূত্র এবং মূল্যেব ধারণার মধ্যে ঠিক দ্বন্দ্বটিই তাকে মুক্ত করে দেয় দ্বিতীয়টিকে বুঝবার গোটা দায় থেকে।

আমরা দেখেছি যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণ ভাবে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত রূপ। পরবর্তীটি যে-পরিমাণে মানব-জীবনের বস্তুগত অবস্থাবলীর উৎপাদন-প্রক্রিয়া সেই পরিমাণে সেটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ঘটে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক উৎপাদন--সম্পর্কের অধীনে, উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে খোদ এই উৎপাদন-সম্পর্ক-সমূহকে, এবং সেই সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার বাহকগুলিকে, তাদের অস্তিত্বের বস্তুগত অবস্থাবলী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহকে, অর্থাৎ তাদের বিশেষ সামাজিক-আর্থনীতিক রূপটিকে। কেননা সম্পর্কসমূহের এই যে সর্ব মোট সমষ্টি, যার, মধ্যে প্রকৃতিও পরস্পরের প্রতিপ্রেক্ষিতে এই উৎপাদনের প্রতিনিধিবর্গ অবস্থান করে, এবং যার মধ্যে তারা উৎপাদন করে, তা-ই হচ্ছে সমাজ—যদি তাকে বিচার করা যায় তার আর্থনীতিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে। তার সমস্ত পূর্বগামীদের মত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিও অগ্রসর হয় নির্দিষ্ট বস্তুগত অবস্থাবলীর অধীনে, যেগুলি, অবশ্য, একই সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কসমূহের বাহক—নিজেদের জীবন পুনরুৎপাদন করতে গিয়ে যে সম্পর্কসমূহের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষেরা প্রবেশ করে।

ঐ সব অবস্থা, এই সব সম্পর্কের মতই, হচ্ছে এক দিকে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির পূর্বশর্ত, এবং অন্য দিকে, এই উৎপাদন-পদ্ধতিরই ফল ও সৃষ্টি ; তারা তার দ্বারাই উৎপাদিত এবং পুনরুৎপাদিত হয়। আমরা আরো দেখেছি যে, মূলধন —এবং ধনিক হচ্ছে কেবল মূলধনেরই ব্যক্তি-রূপায়িত মূর্তি এবং সে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাজ করে সম্পূর্ণ ভাবে মূলধনেরই প্রতিনিধি হিসাবে—তার অনুরূপ সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের, শ্রমিকদের, কাছ থেকে নিষ্কাশিত করে নেয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য ; মূলধন এই উদ্বৃত্ত-মূল্যটা আয়ত্ত করে কোনো প্রতিমূল্য না দিয়েই, এবং মূলতঃ তা সর্বদাই হয় বাধ্যতামূলক শ্রম—বাইরে থেকে তাকে যতই অবাধ চুক্তিজাত স্বেচ্ছামূলক শ্রম বলে মনে হোক না কেন। উই উদ্বৃত্ত-শ্রম দেখা দেয় উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে, এবং এই উদ্বৃত্ত-মূল্য থাকে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হিসাবে। সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত-শ্রম, নির্দিষ্ট প্রয়োজনের উপরে সম্পাদিত বাড়তি শ্রম হিসাবে, সব সময়েই থাকবে। ধনতান্ত্রিক এবং দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, তা কেবল ধারণ করে একটি বৈরমূলক রূপ এবং অনুপূরিত হয় সমাজের একটি স্তরের পরিপূর্ণ আলস্যের দ্বারা। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রম আবশ্যক হয় দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে বীমা হিসাবে, এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বর্ধিত প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ও ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের তাগিদে—ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে বলা হয় সঞ্চয়ন। মূলধনের সভ্যতাবিস্তারী দিকগুলির মধ্যে একটি এই যে, তা এই উদ্বৃত্ত-শ্রমকে আদায় করে নেয় এমন ভঙ্গিতে এবং এমন অবস্থায়, যা উৎপাদিকা-শক্তি, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতির বিকাশের পক্ষে, এবং পূর্ববর্তী ক্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্বের তুলনায় নোতুনতর ও উন্নততর একটি রূপের সৃজনের পক্ষে, বেশি সুবিধাজনক। এই ভাবে তা এমন একটি পর্যায়ের উদ্ভব ঘটায়, যাতে, এক দিকে, সমাজের বাকি অংশের বিনিময়ে এক অংশের দ্বারা জবরদস্তি এবং সামাজিক বিকাশের উপরে একচেটিয়া মালিকানার উচ্ছেদ ঘটে, অন্য দিকে, যা সৃষ্টি করে এমন সব বস্তুগত উপায় ও ভ্রূণাত্মক অবস্থা, যার ফলে সম্ভব হয় সমাজের এক উন্নততর রূপে এই উদ্বৃত্ত শ্রমকে সাধারণ ভাবে বস্তুগত শ্রমে নিয়োজিত সময়ের এক বৃহত্তর হ্রাসসাধনের সঙ্গে সম্মিলিত করা। কেননা, শ্রম-উৎপাদনশীলতার বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী, উদ্বৃত্ত শ্রম বেশি হতে পারে একটি ছোট গোটা কাজের দিনে এবং অপেক্ষাকৃত কম হতে পারে একটি বড় গোটা কাজের দিনে। যদি আবশ্যিক শ্রম-সময়=৩ এবং উদ্বৃত্ত শ্রম=৩, তা হলে গোটা কাজের দিন=১২ এবং উদ্বৃত্ত শ্রমের হার মাত্র=৩৩⅓%। সে ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, এবং অতএব, একটি নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের মধ্যে, কত পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য উৎপাদিত হয়, তা নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপরে। সুতরাং সমাজের সত্যিকারের ধন এবং তার নিরন্তর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নির্ভর করে না উদ্বৃত্ত-শ্রমের স্থায়িত্ব কালের উপরে, নির্ভর করে তার উৎপাদনশীলতার উপরে, এবং কম-বেশি প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থাবলীর উপরে, যার মধ্যে তা সম্পাদিত হয়।

বস্তুতঃপক্ষে, স্বাধীনতার এলাকা সত্যি সত্যি শুরু হয় কেবল সেখানেই, যেখানে শ্রম, যা নির্ধারিত হয় প্রয়োজন ও সাংসারিক চিন্তা ভাবনার দ্বারা, তার বিরতি ঘটে ; তাই স্বাধীনতার স্বাভাবিক অবস্থানই হচ্ছে সত্যিকারের বস্তুগত উপাদানের পরিধি ছাড়িয়ে। ঠিক যেমন অ-সভ্য মানুষকে তার অভাব মেটাবার জন্য, জীবন পোষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য কুস্তি লড়তে হয় প্রকৃতির সঙ্গে, ঠিক তেমনি করতে হয় সভ্য মানুষকেও এবং তাকে তা করতে হয় সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থায় এবং সম্ভাব্য সব রকমের উৎপাদন-পদ্ধতিতে। তার বিকাশের সঙ্গে দৈহিক প্রয়োজনের এই পরিধি তার বিবিধ অভাবের ফলে বিস্তার লাভ করে ; কিন্তু একই সঙ্গে বৃদ্ধি লাভ করে উৎপাদনের শক্তিসমূহ যারা পূরণ করে এই সমস্ত অভাব। এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রূপ ধারণ করতে পারে কেবল সমাজীকৃত মানুষের দ্বারা, সংঘবদ্ধ উৎপাদনকারীদের দ্বারা, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের লেনা-দেনাকে যুক্তিসিদ্ধ ভাবে পরিচালন এবং প্রকৃতি-কর্তৃক, তথা তার অন্ধ শক্তিসমূহ কর্তৃক শাসিত না হয়ে, তাকে তাদের সামূহিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা এবং ন্যূনতম কর্মশক্তি-ব্যয়ে এবং তাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল ও উপযুক্ত অবস্থাধীনে এই লক্ষ্য সাধন করার মাধ্যমে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা তখনো থেকে যায় প্রয়োজন-পূরণের পরিধির মধ্যে। এই পরিধি ছাড়িয়েই শুরু হয় মানবিক শক্তির সেই বিকাশ, যা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার সত্যিকারের জগৎ, কিন্তু যা কুসুমিত হতে পারে কেবল প্রয়োজন-পূরণের জগতের ভিত্তির উপরেই। কাজের দিনের দীর্ঘতা হ্রাস হচ্ছে তার মৌল পূর্বশর্ত।

একটি ধনতান্ত্রিক সমাজে, এই উদ্বৃত্ত-মূল্য, বা উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন (তার বিলি-বণ্টনে আপতিক হ্রাসবৃদ্ধি বাদ দিয়ে এবং কেবল তার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মটিকে, তার মান-নির্দেশক সীমাগুলিকে হিসাবে নিয়ে) ধনিকদের মধ্যে বিভক্ত হয়— সামাজিক মূলধনে যার যতটা শেয়ার তার আনুপাতিক লভ্যাংশ হিসাবে। এই আকারে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মপ্রকাশ করে গড় মুনাফা হিসাবে যা পড়ে মূলধনের ভাগে, একটি গড় মুনাফা যা আবার বিভক্ত হয় উদ্যোগজনিত মুনাফায় এবং সুদে, এবং যা এই দুটি বর্গের অধীন পড়তে পারে বিভিন্ন ধরনের ধনিকের কোলে। মূলধনের পক্ষে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের বা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের, এই আত্মীকরণ ও বিলি বণ্টনের পথে ভূমিগত-সম্পত্তি একটি প্রতিবন্ধক। ঠিক যেমন কর্মরত ধনিক শ্রমিকের কাছ থেকে নিষ্কাশন করে নেয় উদ্বৃত্ত শ্রম, এবং তার মাধ্যমে মুনাফার রূপে উদ্বৃত্ত মূল্য ও উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, ঠিক তেমনি, জমিদারও আবার ধনিকের কাছ থেকে নিষ্কাশন করে নেয় খাজনার রূপে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য বা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের একটি অংশ—ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত নিয়মাবলী অনুযায়ী।

অতএব, মূলধনের ভাগে যাওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ হিসাবে মুনাফার কথা বলতে গিয়ে, আমরা বুঝাই গড় মুনাফা (সমান সমান উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ), যা ইতিপূর্বেই সীমিত হয়ে যায় মোট মুনাফা (মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে পরিমাণে অভিন্ন) থেকে খাজনাকে বিয়োগ করার ফলে; খাজনার বিয়োগ এখানে

ধরে নেওয়া হয়। মূলধনের মুনাফা (উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ) এবং ভূমি-খাজনা উদ্বৃত্ত-মূল্যের দুটি বিশেষ উপাদান ছাড়া কিছু নয়, এমন দুটি বর্গ যার দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তা কার ভাগে যায়—মূলধনের না ভূমিগত সম্পত্তির—তদনুসারে ; তবে নামে ভিন্ন ভিন্ন হলেও, তার প্রকৃতিতে একটুকুও তারতম্য ঘটে না। দুটি পরস্পর-যুক্ত হয়ে এরা গঠন করে মোট সামাজিক উদ্বৃত্ত-মূল্য। মূলধন শ্রমিকদের কাছ থেকে সরাসরি নিষ্কাশন করে উদ্বৃত্ত-শ্রম, যার প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্য ও উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন। অতএব, এ দিক থেকে, একে গণ্য করা যেতে পারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদক হিসাবে। সত্যিকারের উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ভূমিগত সম্পত্তির কিছুই করার নেই। উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ মূলধনের পকেট থেকে নিজের পকেটে স্থানান্তরিত করার মধ্যেই তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ। যাই হোক, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে জমিদার একটি ভূমিকা পালন করে—মূলধনের উপরে সে যে চাপ খাটায় কেবল তার মাধ্যমেই নয় কেবল এই কারণেও নয় যে বৃহৎ ভূমিগত সম্পত্তি ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি পূর্বশর্ত ও প্রয়োজন, যেহেতু তা হচ্ছে উৎপাদনের উপায় থেকে শ্রমিকের, উচ্ছেদ-সাধনের জন্য একটা পূর্বশর্ত ও প্রয়োজন, কিন্তু বিশেষ করে এই কারণে যে, সে প্রতিভাত হয় উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা আবশ্যিক শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম শর্তের ব্যক্তি রূপ হিসাবে।

সর্বশেষে, তার নিজের ব্যক্তিগত শ্রমশক্তির মালিক ও বিক্রেতা হিসাবে পায় সে উৎপন্ন সামগ্রীর একটি অংশ—মজুরির শিরোনামে, যার মধ্যে প্রকাশ পায় তার শ্রমের সেই অংশ যাকে আমরা বলি আবশ্যিক শ্রম অর্থাৎ যা আবশ্যক হয় এই শ্রমশক্তির ভরণপোষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য—তা ভরণপোষণ ও পুনরুৎপাদনের অবস্থাগুলি স্বল্প হোক বা প্রচুর হোক, অনুকূল হোক বা প্রতিকূল হোক।

অন্যান্য দিকে এই সম্পর্কসমূহের মধ্যে যতই ভিন্নতা থাক, তাদের সবার মধ্যেই এটা অভিন্ন : মূলধন ধনিককে মুনাফা দেয় বছরের পরে বছর ধরে, ভূমি দেয় জমিদারকে খাজনা, এবং শ্রম শক্তি, স্বাভাবিক অবস্থায় এবং যত-কাল তা থাকে উপযোগিতা সম্পন্ন শ্রম-শক্তি, শ্রমিককে দেয় মজুরি। বার্ষিক উৎপাদিত মোট মূল্যের এই তিনটি অংশ, এবং তদনুযায়ী বার্ষিক সৃষ্ট মোট উৎপন্নের অংশ সমূহ (আপাততঃ সঞ্চয়নের কথা আলোচনায় না ধরে) বার্ষিক পরিভুক্ত হতে পারে তাদের নিজ নিজ মালিকদের দ্বারা—তাদের পুনরুৎপাদনের উৎস নিঃশেষিত না করে। তারা একটি বারোমেসে গাছের, বরং বলা উচিত, তিনটি বারো মেসে গাছের, বার্ষিক পরিভোগ্য ফলের মত ; তারা গঠন করে তিনটি শ্রেণীর, ধনিক জমিদার এবং শ্রমিক শ্রেণীর, বার্ষিক আয়—কর্মরত ধনিক যে-আয়গুলি বণ্টন করে দেয় সাধারণ ভাবে শ্রমের প্রত্যক্ষ নিয়োগ ও নিষ্কাশনকারী হিসাবে। এই ভাবে, মূলধন ধনিকের কাছে, ভূমি জমিদারের কাছে, এবং শ্রম-শক্তি, কিংবা বরং স্বয়ং শ্রম, শ্রমিকের কাছে (কেননা সে সত্যি সত্যিই বিক্রি করে কেবল শ্রম-শক্তিকেই

যে-ভাবে তা প্রকাশিত হয়, এবং যেহেতু শ্রম-শক্তির দাম, যা আগে দেখানো হয়েছে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে অবধারিত ভাবেই প্রতিভাত হয় শ্রমের দাম হিসাবে) প্রকাশ পায় তাদের বিশেষ বিশেষ আয়ের যথা মুনাফা, ভূমি-খাজনা এবং মজুরির, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উৎস হিসাবে। তারা বাস্তবিকই তাই এই দিক থেকে যে মূলধন হচ্ছে ধনিকের কাছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি নিরবচ্ছিন্ন নিষ্কাশন-যন্ত্র, জমি হচ্ছে জমিদারের কাছে একটি নিরবচ্ছিন্ন চুম্বক—যা মূলধনের দ্বারা নিষ্কাশিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশকে টেনে নেয়, এবং সর্বশেষে, শ্রম হচ্ছে নিরন্তর আত্ম-নবীকরণশীল শর্ত ও আত্ম-নবীকরণশীল উপায় যার দরুন মজুরি নামে পাওয়া যায় শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট মূল্যের একটি অংশ, অর্থাৎ এই অংশের দ্বারা পরিমাপ-কৃত সামাজিক উৎপন্নের একটি ভাগ অর্থাৎ জীবন-ধারণের উপকরণাদি। তারা, তা ছাড়াও, তাই এই দিক থেকে যে, মূলধন উক্ত মূল্যের একটি ভাগ এবং তার মাধ্যমে বার্ষিক শ্রমের উৎপাদনের একটি ভাগ ধার্য করে মুনাফার আকারে, ভূমিগত সম্পত্তি আরেকটি ভাগকে ধার্য করে খাজনার আকারে ; এবং মজুরি-শ্রমিক একটি তৃতীয় ভাগকে ধার্য করে মজুরির আকারে, এবং ঠিক এই রূপান্তর-সাধনের মাধ্যমে সেগুলিকে পরিবর্তিত করে ধনিক, জমিদার এবং শ্রমিকের ত্রিবিধ আয়ে—অবশ্য খোদ সেই বস্তুটিকে সৃষ্টি করা ছাড়াই যেটি রূপান্তরিত হয় এই বিবিধ বর্গ সমূহে। এই বণ্টন বরং ধরে নেয় এই বস্তুটির, অর্থাৎ বার্ষিক উৎপন্নের গোটা মূল্যটির আগে থেকে অস্তিত্ব—যে মূল্যটি বস্তুরূপায়িত সামাজিক শ্রম ছাড়া কিছু নয়। যাই হোক, ঠিক এই রূপেই ব্যাপারটা উৎপাদনের প্রতিভূদের সামনে, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এই বিবিধ কার্যগুলির বাহকদের সামনে দেখা দেয় না, দেখা দেয় একটি বিকৃত রূপে। কেন এটা ঘটে তা আমাদের বিশ্লেষণের পরবর্তী পর্যায়ে বিশদ করা হবে। মূলধন ভূমিগত সম্পত্তি এবং শ্রম এই প্রতিভূদের কাছে দেখা দেয় তিনটি ভিন্ন, স্বতন্ত্র উৎস হিসাবে, যা থেকে উদ্ভূত হয় বার্ষিক উৎপাদিত মূল্যের তিনটি অঙ্গগঠক অংশ—এবং এই ভাবে সেই উৎপন্ন-সামগ্রীটি যার মধ্যে তা অবস্থান করে ; অতএব, যা থেকে উদ্ভূত হয় উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ উপাদানগুলির যার যার ভাগের বরাদ্দ আয় হিসাবে, এই মূল্যটির কেবল বিভিন্ন রূপই নয়, উদ্ভূত হয় এই মূল্যটি নিজেই এবং তার মাধ্যমে এই আয়-রূপগুলির মর্মবস্তুটিও।

[এখানে পাণ্ডুলিপির একটি পাতা পাওয়া যায় নি।]

… পার্থক্যজনিত খাজনা জমির আপেক্ষিক উর্বরতার সঙ্গে, অন্য ভাবে বললে, খোদ জমি থেকে উদ্ভূত গুণাবলীর সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু প্রথমতঃ, যখন তার ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের জমির উৎপন্ন সামগ্রীর আলাদা আলাদা মূল্য, তখন তা এই মাত্র উল্লিখিত নির্ধারণ ছাড়া কিছু নয়, যখন তার ভিত্তি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ বাজার-মূল্য, যা এই আলাদা আলাদা মূল্যগুলি থেকে ভিন্নতর, তখন তা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপনীত একটি সামাজিক নিয়ম—জমি বা তার বিভিন্ন মাত্রার উর্বরতার সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

মনে হতে পাবে যেন অন্ততঃ "শ্রম—মজুরি"-র ক্ষেত্রে একটা যুক্তিসিদ্ধ সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু "ভূমি—ভূমি-খাজনা"-ব ক্ষেত্রেও ঘটনাটা যা, এটা তার চেয়ে ভিন্নতব কিছু নয়। যখন শ্রম হচ্ছে মূল্য-সৃজনকারী, এবং অভিব্যক্ত হয় পণ্য-মূল্যে, তখন বিবিধ বর্গে'ব মধ্যে এই মূল্যের বণ্টন সম্পর্কে তার কিছু করার নেই। যখন তার থাকে মজুরি শ্রমের নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্র, তখন তা মূল্য-সৃজনকারী নয়। এটা ইতিপূর্বেই সাধারণ ভাবে দেখানো হয়েছে যে, শ্রমের মজুরি, বা শ্রমের দাম, মূল্যের, তথা শ্রম-শক্তিব দামের, স্পষ্টতই একটি যুক্তি-বিহর্গিত অভিব্যক্তি; কিন্তু যে যে বিশেষ সামাজিক অবস্থায় এই শ্রম-শক্তি বিক্রি হয়, তার কিছুই সম্পর্ক নেই উৎপাদনে সাধারণ প্রতিভূ হিসাবে শ্রমের সঙ্গে। শ্রম বস্তুরূপায়িত হয় একটি পণ্যের সেই মূল্য-উপাদানটিরও মধ্যে, যেটি মজুরি হিসাবে গঠন করে এই শ্রম-শক্তিব দাম, তা সৃষ্টি কবে উৎপন্ন-সামগ্রীর এই অংশটিকে, যেমন অন্য অংশটি-কেও; কিন্তু তা, যে-অংশ দুটি খাজনা বা মুনাফা গঠন কবে সেগুলির মধ্যে যেমন বস্তু-রূপায়িত হয়, তা থেকে অন্যতর বা ভিন্নতব ভাবে এখানে হয় না। এবং, সাধারণ ভাবে, আমরা, যখন শ্রমকে প্রতিষ্ঠা কবি মূল্য-সৃজনকাবী হিসাবে, তখন আমরা তাকে বিবেচনা করি না উৎপাদনেব একটি শর্ত হিসাবে তার মূর্ত রূপে, বিবেচনা কবি তার সামাজিক সীমা-নির্দেশনার মধ্যে, যা মজুরি-শ্রমের থেকে ভিন্নতব।

এমনকি "মূলধন—মুনাফা" কথাটিও এখানে ভুল। যদি মূলধনকে এখানে দেখা হয় একমাত্র সেই সম্পর্কটিব প্রেক্ষিতে, যেটিতে তা উৎপাদন কবে উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্কটির প্রেক্ষিতে যার দ্বারা শ্রম-শক্তিব উপবে অর্থাৎ মজুবি-শ্রমিকেব উপরে জবরদস্তির মাধ্যমে, তা আদায় করে নেয় উদ্বৃত্ত মূল্য, তা হলে এই উদ্বৃত্ত-মূল্য ধারণ করে, মুনাফার (মুনাফা যোগ সুদ-এর) বাইরে, উপরন্তু খাজনাও, এক কথায় সমগ্র অবিভক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যটাকেই। এখানে, অন্য দিকে, আয়ের উৎস হিসাবে, স্থাপিত হয় কেবল সেই অংশটির সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে, যা যায় ধনিকের ভাগে। এটা সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য নয় যা তা সাধারণ ভাবে নিঙড়ে নেয়, এটা কেবল সেই অংশটা যেটা তা নিঙড়ে নেয় শুধু ধনিকের জন্য। যে-মুহূর্তে সূত্রটিকে রূপান্তরিত করা হয় "মূলধন—সুদ"-এ, সেই মুহূর্তে আরো অন্তর্হিত হয়ে যায় সমস্ত সংযোগ।

যদি আমরা সর্বপ্রথম বিবেচনা কবে থাকি উল্লিখিত তিনটি উৎসের বৈষম্য, তা হলে এখন আমরা উল্লেখ কবছি যে, তাদের উৎপন্ন, তাদের জাতক বা আয়, অন্য দিকে, সবই একই পরিধির অন্তর্গত—মূল্যের পবিধির অন্তর্গত। যাই হোক, এটা প্রতিপূরিত হয়ে যায় (কেবল অপরিমাপযোগ্য আয়তনসমূহের মধ্যেই নয়) সম্পূর্ণভাবে অ-সদৃশ, পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন, এবং অ-তুলনাযোগ্য বিবিধ জিনিসের মধ্যেও এই ঘটনার দ্বারা যে ভূমি ও শ্রমেব মত মূলধনও সোজাসুজি বিবেচিত হয় একটি বস্তুগত সত্তা হিসাবে, এবং এইভাবে নিষ্কর্ষিত হয় উভয় ভাবেই—শ্রমিকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক হিসাবে এবং মূল্য হিসাবে।

তৃতীয়তঃ, যদি এই ভাবে বোঝা হয়, তা হলে মূলধন—সুদ (মুনাফা), ভূমি—খাজনা, শ্রম—মজুরি, উপস্থিত করে একটি অভিন্ন ও সুসমন্বিত অসঙ্গতি। বস্তুতঃ যেহেতু মজুরি-শ্রম প্রতিভাত হয় না সামাজিক ভাবে নিরূপিত শ্রম হিসাবে, বরং সমস্ত শ্রমই স্বাভাবিকভাবে প্রতিভাত হয় মজুরি-শ্রম হিসাবে (যারা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অধিগত তাদের চোখে এইভাবে প্রতিভাত হবার দরুন), সেই হেতু, মজুরি-শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমের বস্তুগত অবস্থাবলীর দ্বারা তথা উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়সমূহ ও ভূমির দ্বারা বিধৃত নির্দিষ্ট বিশেষ সামাজিক রূপগুলি (ঠিক যেমন সেগুলি আবার তাদের ক্ষেত্রে ধরে নেয় মজুরি-শ্রমের আগে থেকে অস্তিত্ব), প্রত্যক্ষ ভাবে মিলে যায় শ্রমের এই অবস্থাবলীর বস্তুগত অস্তিত্বের সঙ্গে কিংবা সত্যিকারের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সেগুলি সাধারণ ভাবে যে রূপ ধারণ করে সেই রূপটির সঙ্গে—তার বাস্তব ইতিহাস-নির্দিষ্ট সামাজিক রূপটি থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, কিংবা বস্তুতঃ **যে-কোনো** সামাজিক রূপ থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। শ্রমের অবস্থাবলীর পরিবর্তিত রূপ, অর্থাৎ শ্রম থেকে পরকীকৃত এবং তার মুখোমুখি প্রতিস্থিত রূপ, যার দ্বারা উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়সমূহ রূপান্তরিত হয় মূলধন এবং ভূমি রূপান্তরিত হয় একচেটিয়াকৃত ভূমিতে বা ভূমিগত সম্পত্তিতে—একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালের অন্তর্গত এই রূপটির এইভাবে সাযুজ্য ঘটে, উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়সমূহের ও ভূমির অস্তিত্ব ও সক্রিয়তার সঙ্গে—সাধারণ ভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়। উৎপাদনের এই উপায়সমূহ স্বাভাবিক ভাবে নিজেরাই মূলধন; মূলধন হচ্ছে উৎপাদনের এই উপায়গুলির জন্য একটি "অর্থ নৈতিক অভিধা" মাত্র, এবং এইভাবে ভূমি নিজে হচ্ছে স্বভাবতই পৃথিবীর একটি অংশ যা একচেটিয়া-কৃত হয়েছে কিছু সংখ্যক জমিদারের দ্বারা। ঠিক যেমন, উৎপন্নসমূহ উৎপাদনকারীর মুখোমুখি হয় মূলধন ও মূলধনিকদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে—যারা আসলে হচ্ছে মূলধনেরই একটি ব্যক্তিরূপ—ঠিক তেমনি জমি ব্যক্তিরূপায়িত হয় জমিদারের মধ্যে, এই একই ভাবে দাঁড়ায় একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে তার পিছনের পা দুটির উপরে তার সাহায্যে সৃষ্ট উৎপন্ন সামগ্রীতে একটি অংশ দাবি করার জন্য। অতএব জমি পায় না তার উৎপন্নের যথোচিত অংশ তার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য, উল্টো জমিদার নেয় একটা অংশ তা দিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ও অপচয় করতে এটা পরিষ্কার যে, মূলধন আগে থেকে ধরে নেয় মজুরি-শ্রম হিসাবে শ্রমের অস্তিত্ব। কিন্তু এটাও সমান ভাবে পরিষ্কার যে, যদি মজুরি-শ্রম হিসাবে শ্রমকে নেওয়া হয় সূচনা-বিন্দু-হিসাবে, যাতে করে মজুরি-শ্রমের সঙ্গে সাধারণভাবে শ্রমের অভিন্নতা প্রতিভাত হয় স্বতঃস্পষ্ট বলে, তা হলে মূলধন এবং একচেটিয়াকৃত জমিও সাধারণভাবে শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কে প্রতিভাত হবে শ্রমের অবস্থাবলীর স্বাভাবিক রূপ বলে। তা হলে, মূলধন হওয়াটাই প্রতিভাত হয় শ্রমের উপায়সমূহের স্বাভাবিক রূপ বলে এবং, অতএব, সাধারণ ভাবে শ্রম-প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা থেকে উদ্ভূত বিশুদ্ধ ভাবে বাস্তব চরিত্র বলে। মূলধন এবং

উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়সমূহ এইভাবে পরিণত হয় অভিন্ন সংজ্ঞায়। অনুরূপ ভাবে, ভূমি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার মাধ্যমে একচেটিয়া-কৃত ভূমিও পরিণত হয় অভিন্ন সংজ্ঞায়। শ্রমের উপায়সমূহ যেগুলি স্বভাবতই মূলধন, সেগুলি এইভাবে পরিণত হয় মুনাফার উৎসে। ঠিক যেমন খোদ জমি পরিণত হয় খাজনার উৎসে।

স্বয়ং শ্রম তার উদ্দেশ্যপূর্ণ উৎপাদনশীল ভূমিকায়, উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, সেগুলির সামাজিকভাবে নির্ধারিত রূপে নয়, বরং সেগুলির মূর্ত সত্তায়, শ্রমের উপায় এবং সামগ্রী হিসাবে; উৎপাদনের উপায়গুলি আবার পরস্পর থেকে বিভিন্ন হয় কেবল বস্তুগত ভাবে, ব্যবহার-মূল্য হিসাবে, অর্থাৎ শ্রমের অনুৎপাদিত উপায় হিসাবে ভূমি এবং শ্রমের উৎপাদিত উপায় হিসাবে বাকিগুলি। তা হলে যদি শ্রম মিলে যায় মজুরি-শ্রমের সঙ্গে, তবে যে-বিশেষ সামাজিক রূপটিতে, শ্রমের অবস্থাবলী মুখোমুখি হয় শ্রমের সঙ্গে, সেটিও মিলে যায় সেগুলির বস্তুগত অস্তিত্বের সঙ্গে। শ্রমের উপায়গুলি নিজেরাই তখন মূলধন, এবং ভূমিগত সম্পত্তি। শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কে শ্রমে এই অবস্থাবলীর আনুষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্য, মজুরি-শ্রমের প্রসঙ্গে এই স্বাতন্ত্র্যের অনন্য রূপ, তা হলে এমন একটি গুণ, যা জিনিস হিসাবে উৎপাদনের বস্তুগত অবস্থাবলী হিসাবে সেগুলি থেকে অবিচ্ছেদ্য উৎপাদনের বিবিধ উপাদান হিসাবে তাদের অন্তর্নিহিত, অন্তর্ব্যাপ্ত ও ওতঃপ্রোত একটি চরিত্র। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের পরিচয় বহনকারী তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্রটি হচ্ছে যেন স্মরণাতীত কাল থেকে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপাদান হিসাবে, তাদের নিজস্ব একটি স্বাভাবিক, ও অন্তর্নিহিত অস্তিত্বব্যঞ্জক চরিত্র। সুতরাং উৎপাদনের সাধারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমের তৎপরতার মূল হিসাবে, প্রকৃতির শক্তির নিজস্ব এলাকা হিসাবে, শ্রমের তাবৎ বিষয়ের পূর্ব-স্থিত হাতিয়ার খানা হিসাবে মৃত্তিকার দ্বারা সম্পাদিত যথাক্রমিক ভূমিকা এবং উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়সমূহের (যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির) দ্বারা সম্পাদিত যথাক্রমিক ভূমিকা অবশ্যই প্রতীয়মান হবে মূলধন এবং ভূমিগত সম্পত্তি হিসাবে তারা যে যে অংশ দাবি করে তার, তার মধ্যে অভিব্যক্ত বলে, অর্থাৎ যা যা পড়ে তাদের সামাজিক প্রতিনিধিদের ভাগে মুনাফা (সুদ) এবং খাজনার আকারে, যেমন, শ্রমিকের ক্ষেত্রে—উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, তার শ্রম যে-ভূমিকা সম্পাদন করে তা অভিব্যক্ত হয় মজুরির আকারে। খাজনা, মুনাফা এবং মজুরিকে তাই মনে হয় যে তারা উদ্ভূত হয়েছে, ভূমি, উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়, এবং সরল শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রম থেকে, এমনকি যখন এই শ্রম-প্রক্রিয়াকে আমরা বিবেচনা করি কেবল মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া হিসাবে—যে-কোনো ঐতিহাসিক নির্ধারণকে বিবেচনার বাইরে রেখে। এটা কেবল একই জিনিস আরেক রূপে বলা, যখন যুক্তি দেওয়া হয়ঃ মজুরি শ্রমিকের নিজের জন্য শ্রম যার মধ্যে অভিব্যক্ত হয় সেই উৎপন্ন সামগ্রী, তার উপার্জন বা আয়, হচ্ছে কেবল মজুরি মূল্যের সেই অংশ (এবং, তার ফলে, এই মূল্যের দ্বারা মাপা সামাজিক উৎপন্ন-সামগ্রী), যার

প্রতিনিধিত্ব করে তার মজুরি। অতএব, মজুরি-শ্রম যদি মিলে যায় সাধারণ ভাবে শ্রমের সঙ্গে, তা হলে মজুরিও মিলে যায় শ্রমের উৎপন্নের সঙ্গে, এবং মজুরির প্রতিনিধিত্ব-কারী মূল্য-অংশটিও মিলে যায় সাধারণ ভাবে শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্যের সঙ্গে। কিন্তু এইভাবে মূল্যের অন্য অংশগুলিও, মুনাফা এবং খাজনাও আবির্ভূত হয়, মজুরি থেকে নিরপেক্ষ হিসাবে এবং অবশ্যই উদ্ভূত হয় তাদের নিজ নিজ উৎস থেকে, যেগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে শ্রম থেকে ভিন্নতর ও নিরপেক্ষ ; তারা অবশ্যই উদ্ভূত হয় উৎপাদনে অংশীদার সেই উপাদানগুলি থেকে যাদের মালিকদের ভাগে তারা পড়ে ; তার মানে, মুনাফা উদ্ভূত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে, মূলধনের বস্তুগত উপাদানসমূহ থেকে, এবং খাজনা উদ্ভূত হয় ভূমি থেকে, বা প্রকৃতি থেকে, যার প্রতিনিধিত্ব করে জমিদার (রশ্যার)।*

এইভাবে ভূমিগত সম্পত্তি, মূলধন এবং মজুরি-শ্রম রূপান্তরিত হয় আয়ের উৎস সমূহ থেকে—এই অর্থে যে, মূলধন মূলধনিকের দিকে আকৃষ্ট করে, মুনাফার আকারে শ্রমের কাছ থেকে তার দ্বারা নিষ্কর্ষিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ ভূমির উপরে একচেটিয়া স্বত্ব জমিদারের দিকে আকৃষ্ট করে খাজনার আকারে আরেক অংশ এবং শ্রম শ্রমিকের জন্য মঞ্জুর করে মজুরির আকারে বাকি অংশ—সেই উৎস-সমূহ থেকে, যেগুলির মাধ্যমে মূল্যের একটি অংশ রূপান্তরিত হয় মুনাফায়, আরেকটি অংশ খাজনায় এবং তৃতীয় একটি অংশ মজুরিতে—সেই সব বাস্তব উৎসে, যেগুলি থেকে এই মূল্য-অংশগুলি এবং, যে উৎপন্ন সামগ্রীতে সেগুলি অবস্থান করে, তার যথাক্রমিক অংশ-গুলি, কিংবা যেগুলির সঙ্গে তারা বিনিময়যোগ্য সেগুলি নিজেরাই উদ্ভূত হয়, এবং অতএব, শেষ বিশ্লেষণে যেগুলি থেকে স্বয়ং উৎপন্ন-সামগ্রীটিরই মূল্য উদ্ভূত হয়।[১]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির এমনকি পণ্য-উৎপাদনেরও সরলতম বর্গগুলির ক্ষেত্রে, পণ্য ও অর্থের ক্ষেত্রে, আমরা ইতিপূর্বেই নির্দেশ করেছি সেই কুহেলিকাময় চরিত্রটিকে—যা রূপান্তরিত করে সামাজিক সম্পর্কসমূহকে, যার দরুন ধনের বস্তুগত উপাদানগুলি উৎপাদনে কাজ করে বাহক হিসাবে—খোদ এই জিনিসগুলির নিজেদেরই গুণে (পণ্য) এবং আরো বেশি প্রকট ভাবে, খোদ এই উৎপাদন-সম্পর্কটিকেই রূপান্তরিত করে একটি জিনিসে (অর্থ)। সমাজের সব ক'টি রূপই যখন তারা পৌঁছে যায় পণ্য-উৎপাদন এবং অর্থ-সঞ্চলনের পর্যায়ে, তখন অংশীদার হয় এই

* Roscher, *Systeon der Volkswirtschaft* Band I. *Die Grundlagen der Nationalokonomie*, Stuttgart und Augsburg, 1858.

১. সমস্ত আয়ের এবং সমস্ত বিনিময়যোগ্য মূল্যেরই তিনটি মূল উৎস হচ্ছে মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা (এ. স্মিথ) [*An Inquiry into Wealth of the Nations*, Aberdeen London, 1848, S. 43] —তা হলে দেখা যাচ্ছে বস্তুগত উৎপাদনের কারণগুলি আবার একই সঙ্গে উপস্থিত মূল আয়গুলির উৎস। (Storch [Cours d'economie politique, St. Petersbourg, 1815] I, p. 259).

বিকৃতির। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে এবং মূলধনের ক্ষেত্রে, যা এই পদ্ধতির অধি-প্রধান বর্গ, এর অধিনিয়ন্তা উৎপাদন-সম্পর্কে, তার ক্ষেত্রে এই মায়ামুগ্ধ ও বিকারগ্রস্ত জগৎটি বিকাশ লাভ করে আরো বেশি মাত্রায়। যদি কেউ মূলধনকে বিচার করেন, প্রথমতঃ, উৎপাদনের সক্রিয় প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত-শ্রম নিষ্কাশনের উপায় হিসাবে, তা হলে এই সম্পর্কসূত্র তখনো খুবই সরল এবং সত্যিকারের সংযোগটি নিজেকে মুদ্রিত করে দেয় এই প্রক্রিয়ার বাহকদের উপরে স্বয়ং ধনিকদের উপরে, এবং থেকে যায় তাদের চেতনায়। কাজের দিনের সীমা নিয়ে প্রচণ্ড সংগ্রাম এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। কিন্তু এমনকি এই মধ্যস্থ-রহিত ক্ষেত্রেও, শ্রম এবং মূলধনের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও ব্যাপারগুলি এই সরলতার মধ্যে থেমে থাকে না। যে উৎপাদন-পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক শ্রমের বিকাশ ঘটে সেই সত্যিকারের সুনির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের বিকাশের সঙ্গে, এই উৎপাদিকা শক্তিসমূহ এবং প্রক্রিয়ায় শ্রমের সামাজিক আন্তঃ-সম্পর্কসমূকে মনে হয় যেন তারা রূপান্তরিত হয়েছে শ্রম থেকে মূলধনে। এই ভাবে মূলধন পরিণত হয় একটি অতীব কুহেলিময় সত্তায় কেননা শ্রমের সমস্ত উৎপাদিকা শক্তিকে মনে হয়, শ্রম থেকে নয়, মূলধন থেকে জাত বলে; মনে হয় যেন তা নির্গত হয়েছে স্বয়ং মূলধনেরই গর্ভ থেকে। তখন ঘটে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ—তার স্বত্ব ও রূপের পরিবর্তনসমূহ সহ, যার উপরে এসে বর্তায় মূলধনের সমস্ত অংশ, এমনকি কৃষি-মূলধন পর্যন্ত, সেই একই মাত্রায়, যে-মাত্রায় বিকাশ লাভ করে সুনির্দিষ্ট ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি। এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে, যে-সম্পর্কগুলির মধ্যে মূল্য মূলতঃ উৎপাদিত হয়, সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে নেপথ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় ধনিক ইতিমধ্যেই কাজ করে যুগপৎ পণ্যের উৎপাদনকারী হিসাবে এবং পণ্য উৎপাদনের পরিচালক হিসাবে। সুতরাং এই প্রক্রিয়াটি তার কাছে কোনো ক্রমেই প্রতিভাত হয় না নিছক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে। কিন্তু সত্যিকারের উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ধনিকের দ্বারা নিষ্কাশিত এবং পণ্যের মধ্যে প্রকাশিত উদ্বৃত্ত-মূল্য যাই হোক না কেন, পণ্যসমূহে বিধৃত মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য অবশ্যই প্রথমে উপলব্ধ করতে হবে সঞ্চলন প্রক্রিয়ায়। এবং উৎপাদনে অগ্রিমদত্ত মূল্যসমূহের প্রতিপূরণ এবং, বিশেষ করে, পণ্য-সম্ভারে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য—উভয়ই মনে হয় কেবল সঞ্চলনে উপলব্ধ বলে নয়, পরন্তু বাস্তবিকই তা থেকে উদ্ভূত বলে; এমন একটি প্রতীতি যা বিশেষভাবে পুষ্ট হয় দুটি ঘটনার দ্বারা : প্রথমতঃ বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃত মুনাফা নির্ভর করে প্রতারণা প্রবঞ্চনা, অভ্যন্তরীণ জ্ঞান, দক্ষতা এবং বাজারের সহস্রবিধ অনুকূল সুযোগের উপরে; এবং তারপরে এই ঘটনার দ্বারা যে, শ্রম-সময়ের সঙ্গে এখানে সংযোজিত একটি দ্বিতীয় নির্ধারণী উপাদান—সঞ্চলনের সময়। বস্তুতঃ পক্ষে এটা কাজ করে মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য গঠনের বিরুদ্ধে একটি নেতিবাচক প্রতিবন্ধক হিসাবে কিন্তু এর থাকে স্বয়ং শ্রমের মতই একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি হবার

এবং এমন একটি নির্ধারণী উপাদান প্রবর্তন করার মত একটি বাহ্যরূপ, যে-উপাদানটি শ্রম থেকে নিরপেক্ষ এবং মূলধনের প্রকৃতি থেকে সঞ্জাত। দ্বিতীয় গ্রন্থে আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই এই সঞ্চলন-ক্ষেত্রটিকে উপস্থিত করতে হয়েছিল কেবল সেই নির্ধারণটির প্রসঙ্গে যেটি একে সৃষ্টি করেছিল এবং দেখাতে হয়েছিল এই ক্ষেত্রটিতে সংঘটিত মূলধনের কাঠামোটির আরো বিকাশ। কিন্তু আসলে এই ক্ষেত্রটি হচ্ছে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, যা, প্রত্যেকটিকে আলাদা ভাবে দেখলে নিয়ন্ত্রিত হয় আপতিক ঘটনার দ্বারা ; তা হলে, যেখানে অভ্যন্তরীণ নিয়মটি—যেটি এই আপতিক ঘটনাগুলিতে ক্রিয়া করে এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেটি দৃশ্যমান হয় কেবল তখনি, যখন এই আপতিক ঘটনা সমূহকে বিপুল বিপুল সংখ্যায় একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয়, সেখানে তা স্বাভাবিক ভাবেই উৎপাদনের একক প্রতিনিধিদের কাছে থাকে অদৃশ্য ও অবোধ্য। অধিকন্তু: প্রত্যক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার এবং সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার ঐক্য হিসাবে সত্যিকারের উৎপাদন-প্রক্রিয়া উদ্ভব ঘটায় নোতুন নোতুন গঠনের, যাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ধমনীটি ক্রমবর্ধমান ভাবে হারিয়ে যায়, উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে করে দেওয়া হয় পরস্পর থেকে নিরপেক্ষ, এবং অঙ্গগঠক মূল্যসমূহ শিলীভূত হয় পরস্পর থেকে নিরপেক্ষ বিবিধ রূপে।

আমরা দেখছি, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফায় রূপান্তরণ নির্ধারিত হয় যতটা সঞ্চলন প্রক্রিয়ার দ্বারা ততটা উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা। মুনাফার রূপে, উদ্বৃত্ত-মূল্য আর সম্পর্কিত থাকে না পিছন দিকে মূলধনের সেই অংশটির সঙ্গে, যেটি বিনিয়োজিত হয় যা থেকে তা উদ্ভূত সেই শ্রমের, বরং বিনিয়োজিত হয় মোট মূলধনে। মুনাফার হার নিয়মিত হয় তার নিজের নিয়মাবলীর দ্বারা, যা সুযোগ দেয়, এমনকি দাবি করে, তার পরিবর্তনের, যদিও উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার থাকে অপরিবর্তিত। এই সব কিছুই আরো বেশি বেশি করে আড়াল করে উদ্বৃত্ত মূল্যের সত্যিকারের প্রকৃতিকে এবং মূলধনের কার্য প্রণালীকে। এটা আরো বেশি করে সাধিত হয় মুনাফার গড় মুনাফায় এবং মূল্যের উৎপাদন দামে, বাজার-দামগুলির নিয়ন্ত্রনকারী গড়-সমূহে রূপান্তরণের মাধ্যমে। একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া এখানে হস্তক্ষেপ করে, মূলধন সমূহের সমীকরণ প্রক্রিয়া, যা পণ্যাদির আপেক্ষিক গড় দামগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের নিজ নিজ মূল্য থেকে, এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে (প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে মূলধনের আলাদা আলাদা বিনিয়োগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে) গড় মুনাফাগুলিকে বিশেষ বিশেষ মূলধনের দ্বারা শ্রমের সক্রিয় শোষণকার্য থেকে। তা যে কেবল এই রকম দেখায় তা-ই নয়, উপরন্তু এটা একটি বাস্তব ঘটনাও যে পণ্যসমূহের গড় দাম তাদের মূল্য থেকে, এবং অতএব তাদের মধ্যে উপলব্ধ শ্রম থেকে, ভিন্ন হয়, এবং বিশেষ একটি মূলধনের গড় মুনাফা ভিন্ন হয় তার দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের কাছ থেকে নিষ্কাশিত উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। পণ্যসমূহের মূল্য প্রতিভাত হয়, প্রত্যক্ষভাবে, সম্পূর্ণ ভাবে শ্রমের পরিবর্তনশীল উৎপাদকতার প্রভাবে উৎপাদন-দামসমূহের উত্থান ও পতনের উপরে তাদের চলাচলের উপরে—

তাদের সর্বশেষ সীমার উপরে নয়। মনে হয় যেন মুনাফা কেবল গৌণ ভাবেই নির্ধারিত হয় শ্রমের প্রত্যক্ষ শোষণের দ্বারা, যেহেতু শেষোক্তটি ধনিককে সুযোগ দেয় নিয়ন্ত্রণকারী বাজার-দামগুলি থেকে বিচ্যুত একটি মুনাফা উপলব্ধ করতে—যে বাজার-দামগুলি স্পষ্টতই চালু থাকে এই শোষণ থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। মনে হয় যেন স্বাভাবিক গড় মুনাফাগুলি নিজেরা মূলধনের মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং শোষণ থেকে নিরপেক্ষ; অনুকূল, ব্যতিক্রমমূলক অবস্থাধীনে অস্বাভাবিক শোষণ কিংবা এমনকি গড় শোষণও, মনে হয় যেন, নির্ধারণ করে কেবল গড় মুনাফা থেকে কেবল বিচ্যুতিগুলিকেই, স্বয়ং মুনাফাকে নয়। উদ্যোগজনিত মুনাফায় এবং সুদে মুনাফার বিভাজন (বাণিজ্যিক মুনাফা এবং অর্থ-কারবারি মূলধনের কথা উল্লেখ না করেও, যে-মুনাফাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় সঞ্চলনের উপরে এবং প্রতীয়মান হয় তা থেকেই সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ভূত বলে) পূর্ণায়ত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের রূপটির ব্যক্তিকীকরণ, তার রূপের—তাঁর সত্ত্ব ও মর্মের প্রতিস্থিতিতে শিলীকরণ। মুনাফার একটি অংশ, বাকি অংশটির প্রতিস্থিতিতে, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে স্বয়ং মূলধনের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে এবং প্রতিভাত হয় যেন তা মজুরি-শ্রমের শোষণ ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত স্বয়ং ধনিকেরই মজুরি-শ্রম থেকে। তার সঙ্গে প্রতিতুলনায় সুদ তখন প্রতীয়মান যেন শ্রমিকের মজুরি-শ্রম এবং ধনিকের মজুরি-শ্রম—উভয় থেকেই নিরপেক্ষ; তা যেন তার নিজস্ব স্বতন্ত্র উৎস-স্বরূপ মূলধন থেকেই উদ্ভূত। যদি মূলধন প্রথমে প্রতিভাত হয়ে থাকে সঞ্চলনের উপরি-তলে মূলধনের পৌত্তলিকতা হিসাবে, মূল্য-সৃজনকারী মূল্য হিসাবে, তা হলে এখন তা পুনর্বার প্রতিভাত হয় সুদ দায়ী মূলধন হিসাবে, যেমন তার সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ও বৈশিষ্ট্যসূচক রূপে। অতএব, মূলধন—সুদ, এই সূত্রটিও ভূমি—খাজনা এবং শ্রম—মজুরি সূত্রদুটির পরে তৃতীয় সূত্র হিসাবে, মূলধন—মুনাফা, এই সূত্রটির চেয়ে ঢের বেশি সঙ্গতিপূর্ণ, কেননা মুনাফার মধ্যে তখনো থেকে যায় তার উৎপত্তির অনুস্মৃতি, যা সুদের মধ্যে কেবল নির্বাপিতই নয়, উপরন্তু এমন একটি রূপে সংস্থাপিত যা এই উৎপত্তির সম্পূর্ণ ভাবে পরিপন্থী।

সর্বশেষে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসাবে মূলধনের সঙ্গে যুক্ত হয় ভূমিগত সম্পত্তি, যা কাজ করে গড় মুনাফার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশকে স্থানান্তরিত করে এমন একটি শ্রেণীর হাতে, যে শ্রেণী নিজে কাজও করে না, শ্রমকে প্রত্যক্ষ ভাবে শোষণও করে না, নৈতিক উন্নতিমূলক যুক্তিবিন্যাসও করে না, যেমন করা হয় সুদ-দায়ী মূলধনের বেলায়, যথা, অপরকে মূলধন ধার দেবার ঝুঁকি ও ত্যাগ। যেহেতু এখানে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ সামাজিক সম্পর্কসমূহের সঙ্গে বদ্ধ না হয়ে, প্রকৃতির একটি উপাদানের সঙ্গে, ভূমির সঙ্গে, বদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়, সেই হেতু উদ্বৃত্ত মূল্যের বিবিধ অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদন ও শিলীভবন সম্পূর্ণ হয়ে যায়, আভ্যন্তরিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, এবং তার উৎস পুরোপুরি সমাধিস্থ হয়ে যায়—ঠিক এই কারণে যে, উৎপাদনের সম্পর্কসমূহ, যেগুলি বাঁধা থাকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বস্তুগত

উপাদানগুলির সঙ্গে, সেগুলিকে করে দেওয়া হয়েছে পরস্পর থেকে নিরপেক্ষ।

মূলধন—মুনাফায় বরং আরো ভাল মূলধন—সুদ, ভূমি—খাজনা, শ্রম—মজুরি, এই অর্থনৈতিক ত্রিযোজীতে, মূল্যের উপাদান সমূহ এবং সাধারণ ভাবে ধন এবং তার উৎসসমূহের মধ্যেকার সংযোগের দ্বারা প্রতিরূপায়িত এই ত্রিযোজীতে, আমরা দেখতে পাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির এই সর্বাঙ্গীন কুহেলি-করণ সামাজিক সম্পর্ক সমূহের জিনিসে রূপান্তরণ, বস্তুগত উৎপাদন তাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্কসমূহের প্রত্যক্ষ একাঙ্গীভবন। এটা একটা যাদুমুগ্ধ, বিকৃতাঙ্গ, ওলট-পালট জগৎ, যার মধ্যে শ্রীযুক্ত মূলধন (Monsiur le Capital) এবং শ্রীযুক্তা ভূমি (Madame le Jerre) সামাজিক চরিত্র হিসাবে, এবং একই সঙ্গে নিছক জিনিস হিসাবে, করে থাকেন তাঁদের ভৌতিক পদচারণা। চিরায়ত অর্থনীতির বিরাট কৃতিত্ব এই খানে যে, তা ধ্বংস করে দিয়েছে এই মিথ্যা বাহ্য-রূপ ও বিভ্রমকে, ধনের এই বিবিধ সামাজিক উপাদানের এই পারস্পরিক স্বতন্ত্রতা ও শিলীভবনকে, জিনিসের এই ব্যক্তি-রূপায়ণ এবং উৎপাদন-সম্পর্কের এই সত্তা-রূপে রূপান্তরণকে, প্রাত্যহিক জীবনের এই ধর্মকে। চিরায়ত অর্থনীতি এটা করতে পেরেছিল সুদকে মুনাফার একটি অংশে এবং খাজনাকে গড় মুনাফার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অংশটিতে পর্যবসিত করে যার ফলে তাদের দুটিই এসে মিলে যায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্কলন-প্রক্রিয়াকে নিছক রূপগত পর্যাবর্তন হিসাবে উপস্থিত করে এবং, সর্বশেষে, পণ্যের মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যকে প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়াব অন্তর্গত শ্রমে পর্যবসিত করে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু চিরায়ত অর্থনীতির এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্রেরা পর্যন্ত থেকে গিয়েছেন কম-বেশি সেই বিভ্রমের জগতেবই মুষ্টিগত, যে-জগৎ তাঁদের সমালোচনার ফলে ভেঙে পড়েছিল—বুর্জোয়া অবস্থান থেকে যার অন্যথা হতে পারে না; এবং এই ভাবে, তাঁরা সকলেই গিয়ে পড়েছেন অসঙ্গতি, অর্ধসত্য এবং অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যে। অন্য দিকে, উৎপাদনের সক্রিয় প্রতিনিধিদের পক্ষে মূলধন—সুদ, ভূমি—খাজনা, শ্রম—মজুরি, মূলধনেব এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও যুক্তিবিরুদ্ধ রূপগুলিব মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা সমান ভাবেই স্বাভাবিক, কেননা ঠিক এই রূপগুলির মধ্যেই তারা চলাফেরা করে এবং তাদের দৈনিক রুজির সন্ধান পায়। সুতরাং তাদের পক্ষে সমান স্বাভাবিক যে হাটুরে অর্থনীতি, যা উৎপাদনের সক্রিয় প্রতিনিধিদের দৈনন্দিন ধ্যান-ধারণার নীতিমূলক এবং কমবেশি অন্ধ আনুগত্য মূলক অনুবাদ ছাড়া কিছু নয় এবং যা সেগুলিকে উপস্থিত করে মোটামুটি একটি যুক্তি-বিন্যস্ত প্রণালীতে, তা দেখতে পাবে ঠিক এই ত্রিযোজীর মধ্যে—যা সমস্ত আভ্যন্তরিক যোগাযোগ থেকে বিবর্জিত. তার মধ্যে—তার শূন্য গর্ভ আড়ম্বরের জন্য একটি স্বাভাবিক ও নিঃসন্দেহে সমুন্নত ভিত্তি। শাসক শ্রেণীগুলির অর্থাগমের উৎসমূহের স্বপক্ষে বাস্তব প্রয়োজন ও চিরন্তন সমর্থন ঘোষণা করে এবং সেগুলিকে আপ্তবাক্যের স্তরে উন্নীত করে এই সূত্রটি একই সঙ্গে মিলে যায় তাদের স্বার্থের সঙ্গে।

কেমন করে উৎপাদন-সম্পর্কগুলি রূপান্তরিত হয় সত্তা-রূপে এবং স্বতন্ত্রীকৃত হয় উৎপাদন-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা এক পাশে সরিয়ে রাখি সেই ভঙ্গিটিকে, যে ভঙ্গি অনুসারে বিশ্ব-বাজার-জনিত আন্তঃসম্পর্কসমূহ, তার সংযোগ-কেন্দ্রসমূহ, বাজার-দামগুলির গতিবিধি, ক্রেডিটের সময়কাল, শিল্প ও বাণিজ্য চক্র, সমৃদ্ধি ও সংকটের পরম্পরা ইত্যাদি তাদের কাছে প্রতিভাত হয় সর্ব-নিয়ন্তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী হিসাবে, যারা অপ্রতিরোধ্য ভাবে তাদের উপরে চাপিয়ে দেয় তাদের ইচ্ছা এবং তাদের মুখোমুখি হয় অন্ধ আবশ্যিকতা হিসাবে। আমরা এদের এক দিকে সরিয়ে রাখি কারণ প্রতিযোগিতার সক্রিয় গতিপ্রকৃতি আমাদের পরিধির মধ্যে পড়ে না, এবং আমাদের প্রয়োজন কেবল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ সংগঠনটিকে উপস্থিত করা—যেন, তার কাল্পনিক গড় চেহারায়।

সমাজের আগেকার রূপগুলিতে এই অর্থনৈতিক কুহেলিকরণের উদ্ভব ঘটেছিল প্রধানতঃ অর্থ ও সুদ-দায়ী মূলধন প্রসঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবেই তা বাদ পড়ে, প্রথমতঃ, সেখান থেকে যেখানে ব্যবহার-মূল্যের জন্য, তথা সরাসরি নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের জন্য, উৎপাদনেরই প্রাধান্য; এবং দ্বিতীয়তঃ, যেখানে ক্রীতদাস বা ভূমিদাস প্রথাই রচনা করে সামাজিক উৎপাদনের প্রশস্ত বনিয়াদ, যেমন পুরাকালে ও মধ্য যুগে। এখানে, উৎপাদনের অবস্থাবলীর দ্বারা উৎপাদনকারীদের উপরে আধিপত্য প্রচ্ছন্ন থাকে প্রভুত্ব ও বশ্যতার সম্পর্কের আড়ালে, যা প্রতীয়মান হয় এবং স্বতই প্রকট হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রেষক শক্তি হিসাবে। প্রারম্ভিক কৌম সমাজগুলিতে যেখানে প্রচলিত ছিল আদিম সাম্যতন্ত্র এবং এমনকি প্রাচীন কৌম শহরগুলিতে পর্যন্ত, এই কৌম সমাজই, তার অবস্থাবলীসহ, প্রতিভাত হত উৎপাদনের ভিত্তি হিসাবে, এবং তার পুনরুৎপাদন প্রতিভাত হত পরম লক্ষ্য হিসাবে। এমনকি মধ্যযুগীয় গিল্‌ড্‌-ব্যবস্থায় পর্যন্ত মূলধন বা শ্রম কেউই অবাধ নয় পরন্তু তাদের সম্পর্কগুলি থাকে যৌথ জীবনের নিয়মাবলীর দ্বারা এবং একই সংঘবদ্ধ সম্পর্ক এবং তদনুরূপ বৃত্তিগত কর্তব্য, কারিগরি কুশলতা ইত্যাদির ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিরূপিত কেবল যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি*—

* পাণ্ডুলিপি হঠাৎ এখানেই শেষ হয়ে যায়।—সম্পাদক

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে

নিম্নে প্রদত্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে আমরা উৎপাদনের দাম এবং মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্যটিকে বিবেচনার বাইরে রাখতে পারি, যেহেতু এই পার্থক্যটি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যায় যখন, যেমন এখানে, মোট বার্ষিক উৎপন্নের মূল্য নিয়ে, অর্থাৎ মোট সামাজিক মূলধনের উৎপন্নের মূল্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মুনাফা (উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ) এবং খাজনা পণ্যের উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিশেষ বিশেষ অংশের দ্বারা বিধৃত স্ব-বিশেষ রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের আয়তনটি হচ্ছে সেই অংশগুলির মোট আকারের সীমা যাতে তাকে ভাগ করা যায়। সুতরাং গড় মুনাফা যোগ খাজনা সমান সমান উদ্বৃত্ত-মূল্য। উদ্বৃত্ত-শ্রমের, অতএব পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের, অংশের পক্ষে এটা সম্ভব যে তা একটি গড় মুনাফার সমীকরণের প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো অংশ নেবে না, যার দরুন পণ্য-মূল্যের অংশবিশেষ আদৌ তার দামের মধ্যে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু প্রথমতঃ এটা প্রতিপূরিত হয়ে যায় এই ঘটনার দ্বারা যে মুনাফার হার বৃদ্ধি পায়, যখন তাদের মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রীত পণ্যসমূহ স্থির মূলধনের মধ্যে রচনা করে একটি উপাদান, কিংবা একটি বৃহত্তর পরিমাণ উৎপন্নের প্রতিনিধিত্বকারী মুনাফা ও খাজনার দ্বারা, যখন তাদের মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রীত পণ্যগুলি প্রবেশ করে মূল্যের সেই অংশটির মধ্যে, যেটি আয় হিসাবে পরিভুক্ত হয় ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর রূপে। দ্বিতীয়তঃ, এটা বাদ পড়ে যায় গড় গতিক্রিয়ায়। যাই হোক, পণ্যের দামের মধ্যে অপ্রকাশিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ হারিয়ে যায় দাম গঠনের জন্য, তা হলে গড় মুনাফা যোগ খাজনার অঙ্কটি তার স্বাভাবিক রূপে কখনো হতে পারে না মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের চেয়ে বৃহত্তর, যদিও হতে পারে ক্ষুদ্রতর। তার স্বাভাবিক রূপের পূর্বশর্ত হল শ্রম-শক্তির মূল্য অনুযায়ী মজুরি। এমন কি একচেটিয়া খাজনাও, যখন তা মজুরি থেকে বিয়োজিত একটি অংশ নয়, অর্থাৎ গঠন করে না একটি বিশেষ বর্গ। তখন অবশ্যই সর্বদা পরোক্ষ ভাবে হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ। যদি এটা খোদ পণ্যটির—যে পণ্যটির সেটা একটা অঙ্গ গঠক অংশ, সেটির—উৎপাদন দামের উপরে বাড়তি দামের একটা অংশ না হয় (যেমন পার্থক্য-জনিত খাজনার ক্ষেত্রে), কিংবা খোদ পণ্যটির—যে পণ্যটির সেটা একটা অঙ্গগঠক অংশ, সেটির—উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি বাড়তি অংশ, গড় মুনাফার দ্বারা পরিমাপ-করা তার নিজের উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশটির উপরে বাড়তি (যেমন অনাপেক্ষিক খাজনার ক্ষেত্রে) না-ও হয়, তা হলেও সেটা অন্ততঃ অন্যান্য পণ্যের, অর্থাৎ যেসব পণ্য বিনিমিত হয় একটি একচেটিয়া দাম-সম্পন্ন এই পণ্যটির সঙ্গে, সেগুলির উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বিশেষ। গড় মুনাফা যোগ ভূমি-খাজনার যোগফল, তারা যে-আয়তনটির অংশ এবং বিভাজনের আগেই যেটা থাকে, তার চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে না।

সুতরাং আমার আলোচনার পক্ষে এটা গুরুত্বহীন যে, পণ্য সমূহের গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ পণ্যগুলির মধ্যে বিধৃত সমগ্র উদ্বৃত্ত-শ্রম, তাদের দামের মধ্যে উপলব্ধ হয় কিনা। উদ্বৃত্ত-শ্রম কখনো সমগ্র ভাবে উপলব্ধ হয় না, যদি কেবল এই কারণেও হয় যে, শ্রমের উৎপাদনশীলতায় নিরন্তর পরিবর্তনের ফলে কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে এবং তার দরুন কিছু কিছু পণ্য সর্বদাই উৎপাদিত হয় অস্বাভাবিক অবস্থার অধীনে এবং তাই অবশ্যই বিক্রি করতে হয় তাদের নিজস্ব মূল্যের কমে। যাই হোক, মুনাফা যোগ খাজনা সমান সমান সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্য (উদ্বৃত্ত-শ্রম), এবং এই আলোচনার উদ্দেশ্যে উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্য সমীকৃত হতে পারে সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে; কেননা মুনাফা এবং খাজনা হল উপলব্ধ উদ্বৃত্ত-মূল্য, কিংবা সাধারণ ভাবে বললে, সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা প্রবেশ করে পণ্যসমূহের দামগুলির মধ্যে অতএব সমগ্র উদ্বৃত্ত-মূল্য যা পরিণত হয় এই দামটির একটি অঙ্গ-গঠক অংশে।

অন্য দিকে, মজুরি, যেটা হচ্ছে আয়ের তৃতীয় নির্দিষ্ট রূপ সেটা সর্বদাই মূলধনের অস্থির অংশটির সমান অর্থাৎ সেই অংশটির সমান যেটি ব্যয়িত হয় জীবন্ত শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য, শ্রমিকদের মজুরি দেবার জন্য—শ্রমের উপায়-উপকরণের জন্য নয়। [আয়ের ব্যয়-খাতে যে-শ্রম তার প্রাপ্য পায়, সেই শ্রম নিজেই আবার প্রদত্ত হয় মজুরি মুনাফা বা খাজনা বাবদে এবং তাই তা রচনা করে না পণ্যের এমন কোনো মূল্য-অংশ কিংবা তার গঠনকারী কোনো উপাদান, যার বিশ্লেষণ তাকে বিবেচনা করা হয়।] এটা হচ্ছে শ্রমিকের মোট কর্ম দিবসের সেই অংশটির বাস্তবায়ন, যে-অংশটিতে অস্থির মূলধনের মূল্য এবং এই ভাবে তার শ্রমের দাম, পুনরুৎপাদিত হয়; পণ্য-মূল্যের সেই অংশটি, যে-অংশটিতে শ্রমিক পুনরুৎপাদন করে তার নিজের শ্রম-শক্তির মূল্য, কিংবা তার নিজের শ্রমের দাম। শ্রমিকের মোট কর্ম-দিবসটি দুটি ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ, যাতে সে সম্পাদন করে সেই পরিমাণ শ্রম, যা তার নিজের জীবনধারণের উপায়-উপকরণের মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যক; তার মোট শ্রমের মজুরি-প্রদত্ত অংশ, তার নিজের ভরণ-পোষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যক অংশ। কর্ম-দিবসের বাকি সমগ্র অংশটাই, তার মজুরি হিসাবে উপলব্ধ শ্রমের উপরে সম্পাদিত বাকি বাড়তি শ্রমের গোটা পরিমাণটাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য, মজুরি-বঞ্চিত শ্রম, যা প্রতিরূপায়িত হয় তার মোট পণ্য-উৎপাদনের উদ্বৃত্ত-মূল্যের মধ্যে (অতএব পণ্যের একটি বাড়তি পরিমাণের মধ্যে)—উদ্বৃত্ত-মূল্য যা আবার বিভক্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত অংশে—মুনাফা (উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ) এবং খাজনায়।

তা হলে, পণ্যসম্ভারের সমগ্র মূল্য অংশ, যার মধ্যে এক দিন বা এক বছর ধরে শ্রমিকদের মোট শ্রম সংযোজিত থাকে, তা উপলব্ধ হয়; এই শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট বাৎসরিক উৎপন্নের মোট মূল্য বিভক্ত হয় মজুরির মূল্যে, মুনাফায় এবং খাজনায়। কারণ এই মোট শ্রম বিভক্ত হয় আবশ্যিক শ্রমে, যার দ্বারা শ্রমিক সৃষ্টি করে উৎপন্নটির সেই মূল্য অংশ যা দিয়ে স্বয়ং তাকে মজুরি দেওয়া হয়, এবং মজুরি-বঞ্চিত শ্রমে, যার দ্বারা সে সৃষ্টি করে উৎপন্নটির সেই মূল্য অংশ যা প্রতিরূপায়িত করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং যা পরে ভাগ হয়

মুনাফায় এবং খাজনায়। এই শ্রম ছাড়া শ্রমিক আর কোনো শ্রম করে না, এবং উৎপন্নটির মোট মূল্য ছাড়া, যা ধারণ করে মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার রূপ, সে আর কোনো মূল্য সৃষ্টি করে না। বাৎসরিক উৎপন্নটির মূল্য, যার মধ্যে শ্রমিকের দ্বারা সম্বৎসরে সংযোজিত নোতুন শ্রম বিধৃত থাকে, তা মজুরি বা অস্থির মূলধন যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান, যা আবার ভাগ হয় মুনাফায় এবং খাজনায়।

তা হলে, বাৎসরিক উৎপন্নের গোটা মূল্য অংশ, যা শ্রমিক এক বছরে সৃষ্টি করে, তা প্রকাশিত হয় তিনটি আয়ের বাৎসরিক মূল্য অঙ্কে, মজুরি মুনাফা এবং খাজনার মূল্য। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মূলধনের স্থির অংশটির মূল্য পুনরুৎপাদিত হয় না বাৎসরিক সৃষ্ট উৎপন্ন মূল্যে, কেননা মজুরি হল কেবল উৎপাদনে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের অস্থির অংশটির মূল্যের সমান, এবং খাজনা আর মুনাফা হল কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান অর্থাৎ অগ্রিম দত্ত মূলধনের মোট মূল্যের উপরে উৎপাদিত বাড়তি মূল্যের, সমান—যে অগ্রিম-দত্ত মূলধন স্থির মূলধনের মূল্য যোগ অস্থির মূলধনের মূল্যের সমান।

যে সমস্যা এখানে সমাধান করতে হবে, তার পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অবান্তর যে, মুনাফা এবং খাজানার রূপে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ আয় হিসাবে পরিভুক্ত হয় না, পরন্তু সঞ্চয়িত হয়। যে অংশটি বাঁচানো হয় এবং সঞ্চয়িত হয় সঞ্চয়ন ভাণ্ডার হিসাবে, সেটি কাজ করে নোতুন, অতিরিক্ত মূলধন সৃষ্টি করতে, কিন্তু পুরনো মূলধন প্রতিস্থাপন করতে নয়—তা সে শ্রম-শক্তির জন্য বা শ্রমের উপায়ের জন্য বিনিযোজিত পুরানো মূলধনের অঙ্গাংশই হোক। সুতরাং আমরা এখানে, সরলতার স্বার্থে, ধরে নিতে পারি যে, আয়টা সম্পূর্ণ ভাবে চলে যায় ব্যক্তির নিজস্ব পরিভোগে। সমস্যাটা দ্বিবিধ। এক দিকে, যার মধ্যে বিবিধ আয়গুলি, মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা পরিভুক্ত, সেই বাৎসরিক উৎপন্নের মূল্যটি ধারণ করে মূল্যের একটি অংশ—যেটি তার মধ্যে পরিভুক্ত-হয়ে-যাওয়া স্থির মূলধনের অংশটির মূল্যের সমান। যে অংশটি নিজেকে পর্যবসিত করে মজুরিতে এবং যেটি নিজেকে পর্যবসিত করে মুনাফায় এবং খাজনায়। সুতরাং তার মূল্য=মজুরি+মুনাফা+খাজনা+স (মূল্যের স্থির অংশ)। কেমন করে একটি বাৎসরিক উৎপাদিত মূল্য, যা কেবল=মজুরি+মুনাফা+খাজনা, ক্রয় করতে পারে একটি উৎপন্ন যার মূল্য= (মজুরি+মুনাফা+খাজনা)+স? কেমন করে বাৎসরিক উৎপাদিত মূল্যটি ক্রয় করতে পারে এমন একটি উৎপন্ন যার মূল্য তার নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি?

অন্য দিকে, আমরা যদি এক পাশে সরিয়ে রাখি স্থির মূলধনের সেই অংশটিকে, যেটি উৎপন্নের মধ্যে চলে যায় নি, এবং যেটি তাই এখনো বজায় আছে, যদিও হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য নিয়ে, পণ্যের বাৎসরিক উৎপাদনে আগেকার মত, অন্য ভাবে বলা যায়, বিনিয়োজিত কিন্তু পরিভুক্ত নয় এমন স্থিতিশীল মূলধনকে যদি আমরা সাময়িক ভাবে বিবেচনার বাইরে রাখি, তাহলে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের স্থির অংশটিকে দেখা যায় কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রীর আকারে নোতুন উৎপন্নটিতে সমগ্র ভাবে স্থানান্তরিত অবস্থায়; অন্য দিকে, শ্রমের উপায়-সমূহের, একটি অংশ পরিভুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে এবং আরেকটি অংশ কেবল আংশিক ভাবে, এবং এই ভাবে তার মূল্যের কেবল একটি অংশই পরিভুক্ত হয়েছে উৎপাদনে।

উৎপাদনে পরিভুক্ত স্থির মূলধনের এই গোটা অংশটাকেই দৈহিক আকারে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। বাকি সব অবস্থাকে, বিশেষ করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে অপরিবর্তিত আছে ধরে নিলে, এই অংশটি প্রতিস্থাপনের জন্য চাই আগের মত একই পরিমাণ শ্রম, অর্থাৎ তাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে সমান মূল্য দিয়ে। যদি তা না করা হয়, তা হলে আগেকার আয়তনে পুনরুৎপাদন সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু কে এই শ্রম সম্পাদন করতে বাধিত থাকে, এবং কে তা সম্পাদন করে?

প্রথম সমস্যাটি প্রসঙ্গে : উৎপন্নের মধ্যে বিধৃত মূল্যের স্থির অংশটির জন্য কে খরচ যোগাতে বাধিত হয় এবং কি দিয়ে?—এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, উৎপাদন পরিভুক্ত স্থির মূলধনের মূল্যটি পুনরাবির্ভূত হয় উৎপন্নটির মূল্যের একটি অংশ হিসাবে। এটা দ্বিতীয় সমস্যাটির পূর্বধৃত ধারণাগুলিকে খণ্ডন করে না। কারণ ইতিপূর্বেই প্রথম গ্রন্থে (kap V*) দেখানো হয়েছে ("শ্রম প্রক্রিয়া এবং উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া") কেমন করে কেবল নোতুন শ্রমের সংযোজনের মাধ্যমে পুরনো মূল্যটি উৎপন্নের মধ্যে যুগপৎ সংরক্ষিত থাকে, যদিও তা পুরনো মূল্যটি পুনরুৎপাদন করে না এবং তার সঙ্গে সংযোজন করার চেয়ে বেশি কিছু করে না, শুধু সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মূল্য; কিন্তু তা আসে শ্রম থেকে যতটা তা মূল্য-সৃজনকারী, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে শ্রম ততটা নয়, পরন্তু নির্দিষ্ট উৎপাদনশীল শ্রম হিসাবে তার সক্রিয়তায়। সুতরাং, যে-উৎপন্নটিতে আয়, অর্থাৎ বৎসরকালে সৃষ্ট গোটা মূল্যটি, ব্যয়িত হয় সেটির মধ্যে স্থির অংশটির মূল্য সংরক্ষণের জন্য কোনো অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন নেই। অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিগত বছরে পরিভুক্ত স্থির মূলধনের মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য প্রতিস্থাপনের জন্য নোতুন অতিরিক্ত শ্রমের, অবশ্যই প্রয়োজন হবে—এই প্রতিস্থাপন ব্যতিরেকে কোনো পুনরুৎপাদনই সম্ভব নয়।

সমস্ত নোতুন সংযোজিত শ্রমই প্রতিরূপায়িত হয় সম্বৎসরে নোতুন সৃষ্ট মূল্যের মধ্যে, যা আবার বিভক্ত হয় তিনটি আয়ে : মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা।—অতএব, একদিকে, কোনো বাড়তি সামাজিক শ্রমই অবশিষ্ট থাকে না পরিভুক্ত স্থির মূলধন প্রতিস্থাপনের জন্য, যা অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হবে অংশতঃ সামগ্রী দিয়ে এবং তার মূল্য অনুযায়ী এবং অংশতঃ কেবল তার মূল্য অনুযায়ী (স্থিতিশীল মূলধনের নিছক ক্ষয়-ক্ষতি বাবদে)। অন্য দিকে, মজুরি, মুনাফা এবং খাজনায় বিভক্ত এবং এই আকারে ব্যয়িতব্য, শ্রমের দ্বারা সম্বৎসরে সৃষ্ট মূল্য প্রকাশ পায় মূলধনের স্থির অংশটিকে ক্রয় করা বা তার জন্য ব্যয়-সংস্থান করার পক্ষে অপ্রতুল বলে—যে স্থির অংশটিকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তাদের মূল্যের বাইরে, বাৎসরিক উৎপন্নের মধ্যে।

দেখা যায় যে, এখানে উপস্থাপিত সমস্যাটির ইতিপূর্বেই সমাধান হয়ে গিয়েছে মোট সামাজিক মূলধনের পুনরুৎপাদন সংক্রান্ত আলোচনায়—দ্বিতীয় গ্রন্থ, তৃতীয় বিভাগে। আমরা এখানে আবার তাতে ফিরে আসি, প্রথমতঃ, কারণ উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সেখানে দেখানো হয়নি তার বিবিধ আয়-রূপে : মুনাফা (উদ্যোগজনিত মুনাফা যোগ সুদ)

* বাংলা সংস্করণ সপ্তম অধ্যায়।

এবং খাজনা রূপে আর তাই তার আলোচনাও করা হয়নি সেই রূপে ; এবং এই কারণেও যে, ঠিক মজুরি, মুনাফা ও খাজনার রূপটির মধ্যেই সেখানে থেকে গিয়েছে বিশ্লেষণগত একটি অবিশ্বাস্য রকমের বিরাট ভুল, যা অ্যাডাম স্মিথ-এর আমল থেকে সমস্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

আমরা সমস্ত মূলধনকে ভাগ করেছিলাম দুটি বড় বড় শ্রেণীতে : ১নং শ্রেণী, যা উৎপাদন করে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ এবং ২নং শ্রেণী যা উৎপাদন করে ব্যক্তিগত পরিভোগের দ্রব্যসামগ্রী। এই যে ঘটনা যে, কিছু কিছু উৎপন্ন ব্যক্তিগত পরিভোগের সামগ্রী এবং উৎপাদনের উপায়—এই উভয়বিধ ভাবেই সমান ভাল ভাবে কাজ করে (ঘোড়া, দানাশস্য ইত্যাদি), তা কোনো রকমেই এই অনপেক্ষ শ্রেণী-বিভাগকে অসিদ্ধ করে দেয় না। বাস্তবিক পক্ষে, এটা কোনো প্রকল্পনা (hypothesis) নয়, একটা ঘটনারই বিবৃতি। একটা দেশের বাৎসরিক উৎপন্নের কথাই ধরুন। উৎপন্নের একটি অংশ, উৎপাদনের উপায় হিসাবে কাজ করার সামর্থ্য তার যাই হোক না কেন, চলে যায় ব্যক্তিগত পরিভোগে। এই উৎপন্নটির জন্য ব্যয়িত হয় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা। এই উৎপন্নটি সামাজিক মূলধনের একটি নির্দিষ্ট বিভাগের উৎপন্ন-ফল। এটা সম্ভব যে এই একই মূলধন উৎপাদন করতে পারে ১নং শ্রেণীর অন্তর্গত উৎপন্ন সামগ্রী। যখন সে তা করে, তখন সে এই মূলধনের সেই অংশটি নয়, যেটি পরিভুক্ত হয় ২নং শ্রেণীর উৎপন্নগুলির মধ্যে, যে-উৎপন্ন-গুলি আসলে ব্যক্তিগত পরিভোগেরই অন্তর্গত, যা সরবরাহ করে ১নং শ্রেণীর অন্তর্গত উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত উৎপন্নগুলিকে। এই গোটা ২নং উৎপন্নটি, যেটি যায় ব্যক্তিগত পরিভোগে, এবং যার জন্য তাই ব্যয় করা হয় আয়, সেটি হল তার মধ্যে পরিভুক্ত মূলধন যোগ উৎপাদিত উদ্বৃত্তের বিদ্যমান রূপ। সুতরাং তা এমন একটি মূলধনের উৎপন্ন, যেটি একান্ত ভাবে বিনিয়োজিত হয়েছে পরিভোগের দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য। এবং একই ভাবে বাৎসরিক উৎপন্নের ১নং বিভাগ যা কাজ করে পুনরুৎপাদনের উপায় হিসাবে—কাঁচামাল এবং শ্রমের হাতিয়ার হিসাবে এই উৎপন্নটি অন্যথা পরিভোগের উপায় হিসাবে যে-কোনো ক্ষমতাই naturaliter ধারণ করুক না কেন, এটি হচ্ছে এমন একটি মূলধন যেটি একান্ত ভাবেই বিনিয়োজিত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উৎপাদন। যে উৎপন্নগুলি স্থির মূলধন গঠন করে, সেগুলির ঢের বিপুলতর অংশটাই অধিকন্তু অবস্থান করে বস্তুগত ভাবে এমন একটি রূপে, যে-রূপে তা যেতে পারে না ব্যক্তিগত পরিভোগে। যতটা পরিমাণে এটা করা যেতে পারে, যেমন, যতটা পরিমাণে কৃষক তার বীজ-শস্য, কসাই তার ভারবাহী পশু খেয়ে ফেলতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই পরিমাণে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকটি তার পক্ষে কাজ করে, একই ভাবে যেন এই অংশটি পরিভোগ্য রূপে ছিল না।

যে কথা আগেই বলা হয়েছে, উভয় শ্রেণীতেই আমরা বিবেচনার বাইরে রাখি স্থির মূলধনের স্থিতিশীল অংশটিকে, যেটির অস্তিত্ব সামগ্রীর আকারে অব্যাহত থাকে এবং, তার মূল্যের ব্যাপারে, উভয় শ্রেণীর বাৎসরিক উৎপন্ন থেকে নিরপেক্ষ থাকে।

২নং শ্রেণীতে, যার উৎপন্নসমূহের জন্য মজুরি মুনাফা এবং খাজনা ব্যয়িত হয়,

এক কথায় আয়গুলি ব্যয়িত হয়, সেখানে খোদ উৎপন্নটিই গঠিত হয় তিনটি অঙ্গাংশ দিয়ে - যেখানে ব্যাপারটা তার মূল্যের। একটি অঙ্গাংশ উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধনের স্থির অংশটির মূল্যের সমান, দ্বিতীয়টি মজুরি বাবদে ব্যয়িত অগ্রিম-দত্ত অস্থির মূলধনের মূল্যটির সমান; এবং সর্বশেষে. তৃতীয় অঙ্গাংশটি উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান অতএব, = মুনাফা + খাজনা। ২নং শ্রেণীর উৎপন্নটির প্রথম অঙ্গাংশ, মূলধনের স্থির অংশটির মূল্য, পরিভুক্ত হতে পারে না ২নং শ্রেণীর ধনিকদের দ্বারা কিংবা এই শ্রেণীর শ্রমিকদের দ্বারা, কিংবা জমিদারদের দ্বারা এটা তাদের আয়সমূহের কোনো অংশই রচনা করে না; কিন্তু অবশ্যই প্রতিস্থাপিত হতে হবে সামগ্রীর আকারে এবং বিক্রীত হতে হবে, যাতে এই প্রতিস্থাপন হতে পারে। অন্য দিকে এই উৎপন্নটির বাকি দুটি অঙ্গাংশ হল এই শ্রেণীতে সৃষ্ট আয়সমূহের মূল্যের সমান = মজুরি + মুনাফা + খাজনা।

১নং শ্রেণীতে উৎপন্নটি গঠিত হয় একই অঙ্গাংশগুলি নিয়ে—রূপগত ভাবে। কিন্তু যে অংশটি এখানে গঠন করে আয়, মজুরি + মুনাফা + খাজনা, সংক্ষেপে, মূলধনের অস্থির অংশ + উদ্বৃত্ত-মূল্য, সেটি এখানে পরিভুক্ত হয় না এই ১নং শ্রেণীর উৎপন্নসমূহের স্বাভাবিক রূপে কিন্তু ২নং শ্রেণীর উৎপন্নসমূহে। অতএব, ১নং শ্রেণীর আয়সমূহের মূল্য অবশ্যই পরিভুক্ত হবে ২নং শ্রেণীর উৎপন্নসমূহের সেই অংশে যা গঠন করে ২নং-এর স্থির মূলধনটিকে, যেটিকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। ২নং শ্রেণীর উৎপন্নের সেই অংশটি, যেটি অবশ্যই প্রতিস্থাপন করবে তার স্থির মূলধনকে, সেটি তার স্বাভাবিক রূপে পরিভুক্ত হয় ১নং শ্রেণীর শ্রমিক, ধনিক এবং জমিদারদের দ্বারা। তারা তাদের আয় ব্যয় করে ২-এর এই উৎপন্নের জন্য। অন্য দিকে, ১-এর উৎপন্ন. যে-মাত্রায় তা প্রতিনিধিত্ব করে ১নং শ্রেণীর একটি আয়, সেই মাত্রায় তা তার স্বাভাবিক রূপে উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হয় ২নং শ্রেণীর দ্বারা, যার স্থির মূলধনকে সে প্রতিস্থাপন করে সামগ্রীর দ্বারা। সর্বশেষে, ১নং শ্রেণীর পরিভুক্ত-হয়ে যাওয়া মূলধনের স্থির অংশটি প্রতিস্থাপিত এই শ্রেণীর উৎপন্নসমূহ থেকেই, যেগুলি গঠিত হয় ঠিক শ্রমের উপায়, কাঁচামাল ও সহায়ক সামগ্রী ইত্যাদি দিয়েই—অংশতঃ ১নং শ্রেণীর ধনিকদের নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে, এবং অংশতঃ যাতে করে এই ধনিকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করতে পারে তাদের নিজেদেরই উৎপন্ন—উৎপাদনের উপায় হিসাবে।

সরল পুনরুৎপাদনের জন্য আসুন আমরা আগেকার প্রকল্পটিই গ্রহণ করি (দ্বিতীয় গ্রন্থ; বিংশ অধ্যায়, ২):

১. ৪,০০০স + ১,০০০অ + ১,০০০উ = ৬,০০০
২. ২,০০০স + ৫০০অ + ৫০০উ = ৩,০০০ } = ৯,০০০

এই প্রকল্প অনুসারে ২নং-এর উৎপাদনকারীরা এবং জমিদারেরা পরিভোগ করে আয় হিসাবে, ৫০০অ + ৫০০উ = ১,০০০; প্রতিস্থাপিত হবার জন্য থাকে ২,০০০স। ২-এর পরিভুক্ত উৎপন্ন ১-এর দ্বারা পরিভুক্ত হয় আয় হিসাবে, অপরিভোগ্য উৎপন্নের প্রতিনিধিত্বকারী ১-এর আয়ের অংশটি ২-এর দ্বারা পরিভুক্ত হয় স্থির মূলধন হিসাবে। তখন থাকে ১-এর ৪,০০০স-এর হিসাব দেবার ব্যাপারটা। এটা প্রতিস্থাপিত হয় ১-এর

নিজেরই উৎপন্ন থেকে যা=৬,০০০ কিংবা বরং=৬,০০০—২,০০০; কেননা এই ২,০০০ ইতিমধ্যেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে ২-এর জন্য স্থির মূলধনে। অবশ্য, এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, উক্ত সংখ্যাগুলিকে নেওয়া হয়েছে খেয়ালখুশি মত। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, যত দূর পর্যন্ত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক, এবং সংঘটিত হয় অন্যথা সমান অবস্থাধীনে, অর্থাৎ সঞ্চয়নকে বিবেচনায় না নিয়ে, তত দূর পর্যন্ত ১নং শ্রেণীর মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার মূল্যসমূহের যোগফল অবশ্যই ২নং শ্রেণীর মূলধনের স্থির অংশটির সমান হবে। তা না হলে, হয় ২নং শ্রেণী তার স্থির মূলধনকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হবে না, নয়ত ১নং শ্রেণী তার আয়কে অপরিভোগ্য থেকে পরিভোগ্য রূপে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে না।

অতএব, বাৎসরিক পণ্য উৎপন্নের মূল্য, ঠিক কোনো বিশেষ মূলধন-বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-উৎপন্নের মূল্যের মতই, এবং কোনো একক পণ্যের মূল্যের মতই, নিজেকে পর্যবসিত করে দুটি অঙ্গাংশে : ক, যা প্রতিস্থাপন করে অগ্রিম দত্ত স্থির মূলধনটির মূল্যকে, এবং খ যা প্রতিরূপায়িত হয় আয়ের রূপে—মজুরি মুনাফা এবং খাজনা। মূল্যের শেষোক্ত অঙ্গাংশটি, খ, পূর্বতন ক-এর বিপরীতে স্থাপিত হয়, যেহেতু ক, অন্যথা সমান অবস্থাধীনে হলেও : (১) কখনো ধারণ করে না আয়ের রূপ এবং (২) সর্বদাই ফেরৎ চলে আসে মূলধনের রূপে—বস্তুতঃপক্ষে স্থিরমূলধনের রূপে। বাকি অঙ্গাংশটি, খ, অবশ্য নিজের মধ্যে আবার বহন করে একটি প্রতি-স্থিতি। মজুরির সঙ্গে মুনাফা এবং খাজনার এই ব্যাপারে অভিন্নতা আছে : তিনটির সবকটিই হল আয়ের বিবিধ রূপ। তৎসত্ত্বেও তারা মর্মগত ভাবে ভিন্ন এই ব্যাপারে যে মুনাফা এবং খাজনা প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্থাৎ মজুরি বঞ্চিত শ্রমের; অন্যদিকে মজুরি প্রতিনিধিত্ব করে মজুরি-প্রদত্ত শ্রমের। উৎপন্নের মূল্যের যে-অংশটি ব্যয়িত মজুরির প্রতিনিধিত্ব করে, তা এই ভাবে মজুরিকে প্রতিস্থাপন করে, এবং আমাদের পূর্ব-ধৃত শর্তাবলী অনুসারে যেখানে পুনরুৎপাদন সংঘটিত হয় একই আয়তনে এবং একই অবস্থাধীনে, আবার পুনঃরূপান্তরিত হয় মজুরিতে, ফিরে বয়ে যায় প্রথমতঃ অস্থির মূলধন হিসাবে—যে মূলধনটি অবশ্যই নোতুন করে অগ্রিম দিতে হবে পুনরুৎপাদনের জন্য, তারই অঙ্গাংশ হিসাবে। এই অংশটির আছে দ্বিবিধ কাজ। এটি প্রথমে থাকে মূলধনের রূপে এবং এই রূপেই বিনিমিত হয় শ্রম-শক্তির সঙ্গে। শ্রমিকদের হাতে এটি রূপান্তরিত হয় আয়ে, যা সে অর্জন করে তার শ্রম-শক্তি বিক্রি করার মাধ্যমে, আয় হিসাবে এবং রূপান্তরিত হয় জীবন-ধারণের উপায় উপকরণে এবং পরিভুক্ত হয়। এই দ্বৈত প্রক্রিয়া প্রকাশ পায় অর্থ-সঞ্চলনের মাধ্যমে অস্থির মূলধন অগ্রিম দেওয়া হয় অর্থে, ব্যয় করা হয় মজুরি হিসাবে। মূলধন হিসাবে এটা প্রথম কাজ। এটা বিনিমিত হয় শ্রম-শক্তির সঙ্গে এবং রূপান্তরিত হয় এই শ্রম-শক্তির অভিব্যক্তিতে, শ্রমে। ধনিকের বেলায় এটাই প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়তঃ, অবশ্য, এই অর্থ দিয়ে শ্রমিকেরা ক্রয় করে তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের একটি অংশ, যা পরিমাপ করা হয় এই অর্থের দ্বারা এবং আয় হিসাবে পরিভুক্ত হয় তাদের দ্বারা। আমরা যদি অর্থ-সঞ্চলনকে অবলুপ্ত বলে কল্পনা করি, তা হলে শ্রমিকদের উৎপন্নের একটি অংশ থাকে ধনিকের হাতে প্রাপ্তব্য মূলধনের

রূপে। সে এই অংশটিকে অগ্রিম দেয় মূলধন হিসাবে, শ্রমিককে তা দেয়• নোতুন শ্রম-শক্তির জন্য, আর শ্রমিক তা পরিভোগ করে প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে। তা হলে, উৎপন্নটির মূল্যের সেই অংশটি, যেটি পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মজুরিতে শ্রমিকদের জন্য আয়ে রূপান্তরিত হবার জন্য উদ্দিষ্ট, সেটি প্রথমে ফিরে যায় ধনিকের হাতে মূলধনের রূপে, কিংবা আরো সঠিক ভাবে অস্থির মূলধনের রূপে। এটা একটা অপরিহার্য প্রয়োজনের যে তা এই রূপে ফিরে যায় যাতে করে শ্রম মজুরি-শ্রম হিসাবে, উৎপাদনের উপায়গুলি মূলধন হিসাবে, এবং খোদ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি একটি ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে, ক্রমাগত নোতুন করে পুনরুৎপাদিত হয়।

অপ্রয়োজনীয় সমস্যা পরিহার করার জন্য, মোট উৎপাদন ও নীট উৎপাদনকে পৃথক করতে হবে মোট আয় ও নীট আয় থেকে।

মোট উৎপাদন বা মোট উৎপন্ন হল মোট পুনরুৎপাদিত উৎপন্ন। স্থিতিশীল মূলধনের নিয়োজিত কিন্তু পরিভুক্ত নয় এমন অংশটি বাদ দিয়ে, মোট উৎপাদনের, বা মোট উৎপন্নের, মূল্য সমান সমান উৎপাদনে অগ্রিম-দত্ত ও পরিভুক্ত মূলধনের মূল্য অর্থাৎ স্থির ও অস্থির মূলধন যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা নিজেকে পর্যবসিত করে মুনাফা এবং খাজনায়। কিংবা, আমরা যদি একটি একক মূলধনের উৎপন্নের পরিবর্তে মোট সামাজিক মূলধনের উৎপন্নের কথা ভাবি, তা হলে মোট উৎপাদন সমান সমান স্থির ও অস্থির মূলধন রচনাকারী বস্তুগত উপাদান সমূহ, যোগ মুনাফা ও খাজনার প্রতিনিধিত্বকারী উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের বস্তুগত উপাদান সমূহ।

মোট আয় হল মূল্যের সেই অংশ এবং তার দ্বারা পরিমাপ-করা মোট উৎপন্নের সেই অংশ যা অবশিষ্ট থাকে মূল্যের সেই অংশ এবং তার দ্বারা পরিমাপ-করা মোট উৎপাদনের সেই অংশ, যা প্রতিস্থাপন করে উৎপাদনে অগ্রিম-দত্ত ও পরিভুক্ত স্থির মূলধন, তা বিয়োগ করার পরে। তা হলে, মোট আয় সমান সমান মজুরি (কিংবা উৎপন্নের সেই অংশ যা আবার শ্রমিকের আয় হবার জন্য উদ্দিষ্ট) + মুনাফা + খাজনা। অন্য দিকে, নীট আয় হল উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং অতএব উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন যা থাকে মজুরি বিয়োগ করার পরে, এবং যা, বাস্তবিক পক্ষে এই ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে মূলধনের দ্বারা উপলব্ধ এবং জমিদারের সঙ্গে বিভক্তব্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের, এবং তার দ্বারা পরিমাপ-করা উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের।

এই ভাবে, আমরা দেখেছিলাম যে, প্রত্যেক একক পণ্যের মূল্য এবং প্রত্যেক একক মূলধনের মোট পণ্য-উৎপন্নের মূল্য বিভক্ত হয় দুটি অংশে : একটি প্রতিস্থাপন করে কেবল স্থির মূলধন, এবং অন্যটি, যদিও এর একটি ভগ্নাংশ ফিরে যায় অস্থির মূলধন হিসবে—অতএব ফিরে যায় মূলধনের **রূপেই**—নির্দিষ্ট থাকে পুরোপুরি ভাবে মোট আয়ে রূপান্তরিত হবার জন্য, এবং মজুরি, মুনাফা ও খাজনার রূপ ধারণের জন্য, যাদের যোগফল গঠন করে মোট আয়। অধিকন্তু, আমরা আরো দেখেছিলাম যে একই জিনিস সত্য একটি সমাজের বাৎসরিক মোট উৎপন্নের মূল্যের ক্ষেত্রেও। একজন একক ধনিকের উৎপন্ন এবং সমাজের উৎপন্নের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে কেবল এই : একক ধনিকের

অবস্থান থেকে নীট আয় মোট আয় থেকে আলাদা হয়, কারণ দ্বিতীয়টিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে মজুরি, যেখানে প্রথমটি থেকে তা থাকে বাইরে। সমগ্র সমাজের আয়ের প্রেক্ষিতে, জাতীয় আয় গঠিত হয় মজুরি যোগ মুনাফা যোগ খাজনা দিয়ে, অতএব মোট আয় দিয়ে। কিন্তু এটাও একটি অমূর্তায়ন – এই মাত্রায় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, সমগ্র সমাজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ধনতান্ত্রিক অবস্থানের উপরে এবং অতএব, নীট আয় বলে গণ্য করে কেবল সেই আয়কেই যা মুনাফা এবং খাজনায় পর্যবসিত।

অন্য দিকে, সে (Say)-র মত লোকদের এই মর্মে যে কল্পকথা যে, গোটা উৎপন্ন, গোটা মোট আয়, নিজেকে পর্যবসিত করে জাতির নীট আয়ে কিংবা পার্থক্য করা যায় না তা থেকে, এই পার্থক্য তাই অন্তর্হিত হয়ে যায় জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে—এই যে কল্পকথা, তা অ্যাডাম স্মিথের কাল থেকে যে অদ্ভুত অন্ধ-প্রত্যয় অর্থনীতিকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে, তারই অবশ্যম্ভাবী ও চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ছাড়া, কিছু নয় যে অন্ধ প্রত্যয় অনুযায়ী, সর্বশেষ বিশ্লেষণে পণ্যের মূল্য নিজেকে পর্যবসিত করে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ে, মজুরি, মুনাফা এবং খাজনায়।[১]

প্রত্যেক একক ধনিকের ক্ষেত্রে, এটা ধারণা করার জন্য যে. তার উৎপন্নের একটা অংশকে অবশ্যই মূলধনে রূপান্তরিত হতে হবে (এমনকি পুনরুৎপাদনের সম্প্রসারণ, বা সঞ্চয়ন ছাড়াই। বস্তুতঃপক্ষে শুধু অস্থির মূলধনেই নয়, যা আবার ভবিষ্যতে হবে শ্রমিকদের মজুরি, অতএব আয়ের একটা রূপ, পরন্তু স্থির মূলধনেও, যা কখনো আয়ে রূপান্তরিত হতে পারেনা –এই প্রভেদ উপলব্ধি করা স্বভাবতই অসাধারণ ভাবে সহজসাধ্য। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সরলতম পর্যবেক্ষণেও এটা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায়। সমস্যাটা

১. বিবেচনাহীন সে সম্পর্কে রিকার্ডো এই দারুণ লাগসই মন্তব্যটি করেন, "নীট উৎপন্ন এবং গ্রস উৎপন্ন প্রসঙ্গে এম. সে. বলেন, 'উৎপাদিত গোটা মূল্যটাই মোট উৎপন্ন ; এই মূল্য থেকে উৎপাদন-ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাই হল নীট উৎপন্ন।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৯১।) তাহলে কোনো নীট উৎপন্নই হতে পারেনা, কেননা সে'র মতে, উৎপাদন-ব্যয় গঠিত হয় খাজনা, মজুরি ও মুনাফা দিয়ে। ৫০৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন: 'একটি উৎপন্নের মূল্য একটি উৎপাদনশীল কাজের মূল্য, উৎপাদন-ব্যয়ের মূল্য, সবই, তাহলে একই রকমের মূল্য, যখনি জিনিসগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়।' একটা সমগ্র থেকে একটা সমগ্র নিয়ে নিন, তা হলে কিছুই বাকি থাকে না।" (রিকার্ডো, *Principles,* Chapter XXII P. 512 Note)—প্রসঙ্গত: আমরা পরে দেখব যে রিকার্ডো কোথাও স্মিথ-এর পণ্য-দাম সংক্রান্ত মিথ্যা বিশ্লেষণকে, আয় সমূহের মূল্যগুলির যোগফলে তার পর্যবসনকে খণ্ডন করেন নি। এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি, এবং তাকে তাঁর বিশ্লেষণে নির্ভুল বলে গ্রহণ করেন এত দূর পর্যন্ত যে তিনি পণ্যসম্ভাবের মূল্যের স্থির অংশটি "নিষ্কর্ষণ" করেন। মাঝে মাঝে তিনি বিষয়টিকে একই দৃষ্টিতে দেখতে ঝুঁকে পড়েন।

দেখা দেয় তখনি যখন উৎপাদন-প্রক্রিয়াটাকে দেখা হয় সমগ্র ভাবে। উৎপন্নের গোটা অংশটার মূল্য, যা পরিভুক্ত হয় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার আকারে (এই পরিভোগ ব্যক্তিগত না উৎপাদনশীল সেটা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন)। বাস্তবিক পক্ষে নিজেকে পর্যবসিত করে বিশ্লেষণের অধীনে মজুরি যোগ মুনাফা যোগ খাজনাকে নিয়ে গঠিত মূল্যসমূহের যোগফলে, অর্থাৎ তিনটি আয়ের মোট মূল্যে, যদিও উৎপন্নের এই অংশটির মূল্য, ঠিক তার মত যা আয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না, ধারণ করে একটি মূল্য অংশ = স, সমান সমান এই অংশগুলির মধ্যে বিধৃত স্থির মূলধনের মূল্য, এবং অতএব, স্পষ্টতই সীমিত হতে পারে না আয়ের মূল্যের দ্বারা। এই যে ব্যাপার, যেটি এক দিক থেকে, কার্যতঃ একটি অখণ্ডনীয় ঘটনা, অন্য দিক থেকে, একটি সমভাবে অনস্বীকার্য তত্ত্বগত স্ববিরোধ, সেটি উপস্থিত করে এমন একটি সমস্যা যেটি সবচেয়ে সহজে এড়িয়ে যাওয়া হয় এই উক্তিটির সাহায্যে যে পণ্য-মূল্য ধারণ করে মূল্যের আরেকটি অংশ—একক ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, যা শুধু প্রতীয়মানই হয় আয়ের রূপে বিদ্যমান অংশটি থেকে ভিন্ন বলে। এই যে কথাটি : যা একজনের কাছে প্রতীয়মান হয় আয় বলে তা-ই আবার আরেক জনের কাছে পরিণত হয় মূলধনে—এটি আর কোনো বিচার-বিবেচনার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়। কিন্তু কেমন করে, তা হলে, পুরনো মূলধনকে প্রতিস্থাপন করা যায়, যখন গোটা উৎপন্নটার মূল্যই হয় আয়ের রূপে পরিভোগ্য, এবং কেমন করে প্রত্যেকটি একক মূলধনের উৎপন্নের মূল্য হতে পারে তিনটি আয় + স-এর, স্থির মূলধনের, যোগফলের সমান, যেখানে, অন্যদিকে, সমস্ত মূলধন সমূহের উৎপন্নগুলির মূল্যসমষ্টিটি তিনটি আয় যোগ ০-এর মূল্যসমষ্টির সমান—এটা অবশ্যই দেখা দেয় একটি সমাধানের অসাধ্য ধাঁধা হিসাবে এবং অবশ্যই সমাধান করতে হবে একথা ঘোষণা করে যে, এই বিশ্লেষণটি দামের সরল উপাদানসমূহকে উদ্‌ঘাটিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এবং অবশ্যই-তৃপ্ত থাকতে হবে একটি পাপচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে একই উদ্ভট বক্তব্যের অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে। এই ভাবে যা প্রকাশ পায় স্থির মূলধন হিসাবে তাকে পর্যবসিত করা যায় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনায়, কিন্তু যে পণ্য-মূল্যগুলির মধ্যে মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা প্রকাশ পায়, সেগুলি আবার নির্ধারিত হয় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার দ্বারা, এবং এই ভাবে চলে **অন্তহীন ভাবে**।[১]

১. "প্রত্যেক সমাজেই প্রত্যেকটি পণ্যের দাম শেষ পর্যন্ত নিজেকে পর্যবসিত করে ঐ তিনটি অংশের (যথা, মজুরি, মুনাফা, খাজনার) কোনো একটিতে বা সবকটিতে।... সম্ভবতঃ এমন ভাবা যেতে পারে যে একটি চতুর্থ অংশ আবশ্যক হয় কৃষকের 'স্টক' প্রতিস্থাপনের জন্য কিংবা তার শ্রমকারী গবাদি পশু বা কৃষিকাজের অন্যান্য উপকরণের প্রতিপূরণের জন্য। কিন্তু, এটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, কৃষিকাজের যেকোনো উপকরণের, যেমন মেহনতকারী ঘোড়ার দাম নিজেই গঠিত হয় ঐ একই তিনটি অংশ দিয়ে যে : জমির উপরে তা পালিত হয় তার খাজনা, তাকে পোষণ ও পালনের শ্রম এবং কৃষকটির মুনাফা—যে তার জমির খাজনা এবং শ্রমের মজুরি, দুই-ই অগ্রিম দেয়। সুতরাং যদিও শস্যের দাম ঘোড়াটির দাম পোষণ পালনের দাম দুই-ই দিতে পারে, তবু

যে অসুবিধাগুলির ফলে এই ভুল ও স্পষ্টতই আজগুবি বিশ্লেষণে যেতে হয়, সেগুলি সংক্ষেপে এই :

(১) স্থির এবং অস্থির মূলধনের মৌল সম্পর্কটি উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃতিটিও, এবং তার ফলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির গোটা ভিত্তিটি, বোধগম্য হয় না। মূলধনের প্রত্যেকটি আংশিক উৎপন্নের, প্রত্যেকটি একক পণ্যের, মূল্য ধারণ করে মূল্যের একটি অংশ=স্থির মূলধন, মূল্যের একটি অংশ=অস্থির মূলধন (শ্রমিকদের মজুরিতে রূপান্তরিত) এবং মূল্যের একটি অংশ=উদ্বৃত্ত-মূল্য (পরে মুনাফা এবং খাজনায় বিভক্ত)। অতএব, কি ভাবে শ্রমিকের পক্ষে তার মজুরি দিয়ে, ধনিকের পক্ষে তার মুনাফা দিয়ে, জমিদারের পক্ষে তার খাজনা দিয়ে, ক্রয় করতে পারা সম্ভব সেই জন্য সমূহ, যেগুলি গঠন করে এই বিবিধ আয়ের প্রাপকদের মোট পরিভোগ—পণ্যসম্ভার যা ধারণ করে, মূল্যের এই তিনটি অঙ্গাংশ বাদেও, একটি অতিরিক্ত অঙ্গাংশ ? কেমন করে তারা তিনটির মূল্য দিয়ে ক্রয় করবে চারটি ?[১]

গোটা দামটা অচিরে বা অন্তে ঐ একই তিনটি অংশ—খাজনা, শ্রম (অর্থাৎ মজুরি) এবং মুনাফায় পর্যবসিত করে।" (অ্যাডামস্মিথ)—আমরা পরে দেখাব কি ভাবে আডাম স্মিথ নিজেই অনুভব করেন এই কৌশলটির অসঙ্গতি ও অপ্রতুলতা, কেননা তাঁর পক্ষে এই কৌশলটি আমাদের পন্টিয়াস থেকে পাইলেট এর কাছে পাঠিয়ে দেবার কৌশল ছাড়া কিছু নয়, যেখানে তিনি কোথাও নির্দেশ করেন না মূলধনের বাস্তব বিনিয়োগ, যেখানে উৎপন্নটির দাম নিজেকে পর্যবসিত করে এই তিনটি অংশ, আরো progressus বাদে।

১ এই অজ্ঞ সিদ্ধান্তটিতে প্রুধোঁ এটা বুঝতে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে ফেলেছেন : *l'ouvrier ne peut pas racheter son propre produit* (শ্রমিক তার নিজের উৎপন্ন ফেরৎ কিনে নিতে পারে না), কেননা prix-de-revient (মূলদাম)-এর ব্যয় দামের সঙ্গে যে-সুদ যুক্ত হয়, তা উৎপন্নটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু কেমন করে ইউজিন ফর্কেড তাঁকে শেখান আরো ভাল করে জানতে ? "প্রুধোঁর" আপত্তি যদি সঠিক হত তা হলে তা কেবল মূলধনের মুনাফাকেই আঘাত করত না, তা এমনকি শিল্পের সম্ভাবনাও বিলুপ্ত করে দিত। যে জিনিস প্রতি শ্রমিক পেয়েছে কেবল ৮০ করে, তার জন্য যদি তাকে দিতে হয় ১০০ করে, যদি তার মজুরি ফেরৎ কিনে নিতে পারে কেবল সেই মূল্যটি, যেটি সে উৎপন্নটিতে ন্যস্ত করেছে, তা হলে বলা যেত যে শ্রমিক কিছুই ফেরৎ কিনে নিতে পারে না, মজুরি কিছুরই খরচ দিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে, ব্যয়-দামের মধ্যে সর্বদাই থাকে শ্রমিকের মজুরির চেয়ে বেশি কিছু, বিক্রয়-দাম থাকে উদ্যোগ-জনিত মুনাফার চেয়ে বেশি কিছু, যেমন কাঁচামালের দাম, যা প্রায়শই বিদেশকে দেওয়া হয়।...প্রুধোঁ জাতীয় মূলধনের এই ক্রমাগত বৃদ্ধির কথা ভুলে গিয়েছেন ; তিনি ভুলে গিয়েছেন যে এই বৃদ্ধি প্রযোজ্য হয় সমস্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে—শিল্পোদ্যোগেই হোক আর হস্ত শিল্পেই হোক।" (*Revue des deux Mondes*, 1848, Tome 24, p. 998)

আমরা আমাদের বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছিলাম দ্বিতীয় গ্রন্থে, তৃতীয় বিভাগে।

(২) যে পদ্ধতিটির মাধ্যমে শ্রম, একটি নোতুন মূল্য যোগ করতে, পুরনো মূল্যটিকে রক্ষা করে একটি নোতুন রূপে—এই পুরনো মূল্যটিকে নোতুন করে উৎপাদন না করে, সেটি বোধগম্য হয় না।

(৩) পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার নক্সাটি বোধগম্য হয় না - কেমন করে তা প্রতিভাত হয় একক মূলধনের অবস্থান থেকে নয়, বরং মোট মূলধনের অবস্থান থেকে; এই সমস্যাটিও বোধগম্য হয় না কেমন করে যে-উৎপন্নটিতে মজুরি এবং উদ্বৃত্ত মূল্য, সংক্ষেপে, সম্বৎসরে নোতুন করে সংযোজিত সমস্ত শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সমগ্র মূল্যটি উপলব্ধ হয়, প্রতিস্থাপন করে তার মূল্যের স্থির অংশটিকে এবং তবু একই সময়ে নিজেকে পর্যবসিত করে সম্পূর্ণ ভাবে আয়সমূহের দ্বারা সীমাবদ্ধ মূল্যের মধ্যে : এবং অধিকন্তু, কেমন করে উৎপাদনে পরিভুক্ত স্থির মূলধনটি নোতুন মূলধনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে বস্তুতে ও মূল্যে, যদিও নোতুন সংযোজিত শ্রমের মোট সমষ্টিটি উপলব্ধ হয় কেবল মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্যে, এবং পূর্ণভাবে প্রতিরূপায়িত হয় উভয়ের মূল্যের সমষ্টিতে। ঠিক এই খানেই দেখা দেয় প্রধান সমস্যাটি, তার পুনরুৎপাদনের বিশ্লেষণে এবং তার বিবিধ অঙ্গাংশের সম্পর্ক সমূহের মধ্যে—উভয়েই তাদের বস্তুগত চরিত্র এবং তাদের মূল্য-সম্পর্কগুলির ব্যাপারে।

এখানে আমরা লক্ষ্য করি বুর্জোয়া অবিবেচনার আশাবাদ—এমন এক প্রাজ্ঞতার রূপে, যা তার সঙ্গে সবদিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এম ফর্কেড প্রথমে বিশ্বাস করেন যে শ্রমিক বাঁচতে পারত না -যদি না সে পেত সে যা উৎপাদন করে তার চেয়ে বেশি মূল্য : অন্য দিকে আবার, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিও থাকতে পারত না—যদি সে পেত সে যে-মূল্য উৎপাদন করে তার সবটাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রুধোঁ যে-সমস্যাটি ব্যক্ত করেছিলেন কেবল একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে, সেটিকে তিনি সঠিক ভাবেই সাধারণীকৃত করেছেন। পণ্যসমূহের দাম কেবল মজুরির উপরে একটি বাড়তিকেই অন্তর্ভুক্ত করে না, মুনাফার উপরে একটি বাড়তিকেও, যথা মূল্যে স্থির অংশকে। প্রুধোঁর যুক্তি অনুসারে, তা হলে, ধনিকও পারে না তার মুনাফা দিয়ে পণ্যগুলিকে ফেরৎ কিনে নিতে। এবং কেমন করে ফর্কেড এই ধাঁধাটির সমাধান করেন? একটি অর্থহীন কথার সাহায্যে : মূলধনের বৃদ্ধি। এইভাবে মূলধনের ক্রমাগত বৃদ্ধিকেও ধরা হয় প্রতিপন্ন হয়ে গিয়েছে বলে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, এই ব্যাপারে যে পণ্য-দামগুলির বিশ্লেষণ যা ১০০ পরিমাণ একটি মূলধনের ক্ষেত্রে একজন অর্থনীতিবিদের পক্ষে অসম্ভব, তা হয়ে পড়ে ১০০০ পরিমাণ একটি মূলধনের ক্ষেত্রে বাহুল্যমাত্র। সেই রসায়নবিদ সম্পর্কে কি বলা হবে যিনি, তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হয় : কেমন করে এটা হয় যে, জমির উৎপন্ন ধারণ করে জমির চেয়ে বেশি কার্বন, উত্তর দেন : এটা আসে কৃষি-উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধি থেকে। বুর্জোয়া জগতের মধ্যে সমস্ত জগতের সবচেয়ে ভাল সব কিছুকে আবিষ্কার করার সদিচ্ছা হাটুরে অর্থনীতিতে প্রতিস্থাপন করে সত্যনিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে।

(৪) এই সমস্যাগুলির সঙ্গে আরো যুক্ত হয় আরেকটি সমস্যা, যা এমন কি আরো বৃদ্ধিপায় যখনি উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিবিধ অঙ্গাংশগুলি দেখা দেয় পরস্পর-নিরপেক্ষ আয় হিসাবে। এই সমস্যাটি তৈরি হয় আয় এবং মূলধনের নির্দিষ্ট অভিধাগুলির পরস্পর বিনিময়ে এবং তাদের অবস্থানের পরিবর্তন-ঘটনে যাতে করে একক ধনিকের দৃষ্টিতে তারা যেন প্রতিভাত হয় নিছক আপেক্ষিক নির্ধারণ হিসাবে এবং যেন অন্তর্হিত হয় যখন মোট উৎপাদন-প্রক্রিয়াটিকে দেখা হয় একটি সমগ্র হিসাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১নং শ্রেণীর শ্রমিকদের ও ধনিকদের আয়, যা উৎপাদন করে স্থির মূলধনকে, প্রতিস্থাপন করে ২নং শ্রেণীর ধনিকদের স্থির মূলধনকে—বস্তুতে ও মূল্যে, যা উৎপাদন করে পরি পরিভোগের দ্রব্যসামগ্রী। সুতরাং কেউ এই উভয়-সংকট থেকে কষ্টে সৃষ্টে বেরিয়ে আসতে পারেন এইটা প্রতিপাদন করে যে, যা একজনের পক্ষে আয় তা আরেক জনের মূলধন এবং আরো যে এই অভিধাগুলির তাই কিছুই করার নেই পণ্যসমূহের মূল্য-অঙ্গাংশগুলির সত্যিকারের বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপারে। অধিকন্তু,যে-পণ্যসমূহ শেষ পর্যন্ত আয়-পরিব্যয়ের সত্ত্বগত উপাদানসমূহ অর্থাৎ পরিভোগের দ্রব্যসামগ্রী গঠনের জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলি বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়. যেমন উলের সুতো, কাপড ইত্যাদি। এক পর্যায়ে সেগুলি গঠন করে স্থির মূলধনের একটি অংশ. অন্য পর্যায়ে পরিভুক্ত হয় আলাদা আলাদা ভাবে, এবং এই ভাবে সমগ্র ভাবে চলে যায় আয়ের মধ্যে। অতএব, অ্যাডাম স্মিথ-এর মত কেউ ভাবতে পারেন যে স্থির মূলধন হচ্ছে পণ্য-মূল্যের শুধু একটি বাহ্য উপাদান, যা গোটা নক্সাটার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই ভাবে আয়ের সঙ্গে অস্থির মূলধনের আরো বিনিময় ঘটে। শ্রমিক তার মজুরি দিয়ে পণ্যের সেই অংশটি ক্রয় করে যা গঠন করে তার আয়ে। এই ভাবে সে একই সঙ্গে ধনিকের জন্য প্রতিস্থাপন করে অস্থির মূলধনের অর্থ-রূপটিকে সবশেষে: যেসব পণ্য স্থির মূলধন গঠন করে, তার একটি অংশ সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপিত হয় অথবা খোদ স্থির মূলধনের উৎপাদনকারীদের দ্বারাই বিনিময়ের মাধ্যমে; একটি প্রক্রিয়া যাতে পরিভোগকারীদের কোনো ভূমিকাই নেই যখন এটাকে উপেক্ষা করা হয়, তখন এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, পরিভোগকারীদের আয় প্রতিস্থাপন করে সমগ্র উৎপন্নটাকে, অর্থাৎ মূল্যের স্থির অংশটি সমেত।

(৫) উৎপাদন-দামে মূল্যের রূপান্তরণের ফলে যে বিভ্রান্তি ঘটে, তা ছাড়াও আরেকটি বিভ্রান্তি দেখা দেয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভিন্ন, বিশেষ করে আয়ের পরস্পর-স্বতন্ত্র রূপগুলিতে রূপান্তরণের ফলে যে-রূপগুলি প্রযুক্ত হয় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে, যথা মুনাফা এবং খাজনায়। এই ঘটনাটিকে ভুলে যাওয়া হয় যে পণ্য সমূহের মূল্যগুলিই হচ্ছে ভিত্তি, এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গাংশে এই পণ্য-মূল্যগুলির বিভাজন, এবং মূল্যের এই অঙ্গাংশগুলির আবার আয়ের বিবিধ রূপে রূপায়ণ এবং মূল্যের এই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গাংশের সঙ্গে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মালিকদের বিভিন্ন সম্পর্কে সেগুলির রূপ-পরিগ্রহণ, ঠিক ঠিক বর্গ ও স্বত্ব অনুসারে তাদের মধ্যে সেগুলির বণ্টন ইত্যাদি, কোনো পরিবর্তনই ঘটায় না মূল্য-নির্ধারণে এবং তার নিয়মে। ঠিক যতটা সামান্য পরিবর্তন সংঘটিত হয় মূল্যের নিয়মটিতে এই ঘটনার দ্বারা যে, মুনাফার সমীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন মূলধনের মধ্যে মোট

উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টন, এবং এই সমীকরণের পথে ভূমিগত সম্পত্তি যেসব বাধা আংশিক ভাবে (অনাপেক্ষিক খাজনায়) স্থাপন করে সেগুলি সংঘটিত করে একটি পার্থক্যনিয়ন্ত্রণকারী গড় দামসমূহ এবং পণ্য সম্ভারের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের মধ্যে। এর ফলে আবার ব্যাহত হয় কেবল বিবিধ পণ্য-দামগুলির সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সংযোজন, কিন্তু অবসান ঘটে না স্বয়ং উদ্বৃত্ত-মূল্যের, কিংবা দামের বিবিধ অঙ্গাংশের উৎস হিসাবে পণ্য-সম্ভারের মোট মূল্যের।

এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটাই (*quid pro quo*) আমরা আলোচনা করব পরবর্তী অধ্যায়ে, এবং যেটা অবশ্যম্ভাবী রূপেই এই বিভ্রমটির সঙ্গে জড়িত যে, মূল্য উদ্ভূত হয় তার নিজেরই বিবিধ অঙ্গাংশ থেকে। এবং যেমন পণ্যের বিবিধ অঙ্গাংশ ধারণ করে বিবিধ স্বতন্ত্র রূপ বিবিধ আয় হিসাবে এবং এই বিবিধ আয় হিসাবে তারা তাদের উৎপত্তির উৎস-সমূহ হিসাবে সম্পর্কিত উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ বস্তুগত উপাদানগুলির সঙ্গে— তাদের উৎস হিসাবে পণ্যের মূল্যের সঙ্গে নয়। তারা বস্তুতঃ সেই উৎসগুলিরই সঙ্গে সম্পর্কিত—তবে, মূল্যের অঙ্গাংশ হিসাবে নয় বরং আয় হিসাবে, উৎপাদনে এই বিশেষ বিশেষ বর্গের উপাদানগুলির ভাগে বরাদ্দ মূল্যাংশ হিসাবে। কিন্তু তা হলে কেউ ভাবতে পারেন যে মূল্যের এই অঙ্গাংশগুলি, পণ্য-মূল্যের বিভাজন থেকে উদ্ভূত না হয়ে, বরং উলটো, তাকে গঠনই করে তাদের সম্মিলনের মাধ্যমে যার পরিণতি ঘটে এই চমৎকার চক্রাকার কুযুক্তিতে, যা বলে পণ্যের মূল্য উদ্ভূত হয় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার মূল্য-সমষ্টি থেকে, এবং মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার মূল্য আবার নির্ধারিত হয় পণ্যের মূল্যের দ্বারা ইত্যাদি।[১]

---

১. "সামগ্রী কাঁচামাল ও তৈরি জিনিসে বিনিয়োজিত আবর্তনশীল মূলধন নিজেই জিনিস দিয়ে তৈরি যার আবশ্যক দাম গঠিত হয় একই উপাদানগুলি দিয়ে, সুতরাং কোনো দেশের মোট জিনিস পত্রকে দেখলে আবর্তনশীল মূলধনের এই অংশটিকে হিসাবে নেওয়ার মানে হবে একই জিনিসকে দুবার গণনা করা (Storch Cours economie Politique II P 140)—আবর্তনশীল মূলধনের এই উপাদানগুলি বলতে স্টর্চ বুঝিয়েছেন স্থির মূলধনের মূল্য —(স্থিতিশীল মূলধনই একটি ভিন্ন রূপ। "এটা সত্য যে শ্রমিকের মজুরি উদ্যোগজনিত মুনাফার সেই অংশের মত যা মজুরি দিয়ে তৈরি, যদি তাকে আমরা বিবেচনা করি জীবন-ধারণের উপায়-সমূহের একটি অংশ হিসাবে, তা হলে তাও হচ্ছে চলতি দামে কেনা দ্রব্য সামগ্রী এবং যা একই ভাবে গঠিত হয় মজুরি, মূলধনের উপরে সুদ, ভূমি-খাজনা এবং উদ্যোগজনিত মুনাফার দ্বারা। এই পর্যবেক্ষণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে আবশ্যক দামকে তার সরলতম উপাদান সমূহে পর্যবসিত করা অসম্ভব।" (*Ibid*, Note)। তাঁর *Considerations sur la nature du revenu national* (Paris 1824-এ, সে'র সঙ্গে তাঁর বিতর্কে স্টর্চ বাস্তবিকই উপলব্ধি করেন, পণ্য-মূল্যের ভ্রান্ত বিশ্লেষণ কোন অসম্ভব পরিণতিতে নিয়ে যায়—যখন তা মূল্যকে পর্যবসিত করে আয়ে। এই ধরনের ফলাফলের নির্বুদ্ধিতা তিনি সঠিক ভাবে নির্দেশ করেন—একক ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, জাতির দৃষ্টিকোণ থেকে—কিন্তু *Cours*-এ যে বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন, তা থেকে নিজে এক পা-ও এগিয়ে যান না; সেখানে তিনি বলেছিলেন,

পুনরুৎপাদনকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় বিবেচনা করলে, নোতুন সংযোজিত শ্রমের কেবল একটি অংশই তাতে নিয়োজিত উৎপাদনের জন্য, অতএব স্থির মূলধন প্রতিস্থাপনের জন্য, ঠিক সেই অংশটি, যেটি ভোগ্য দ্রব্যাদির, আয়ের বস্তুগত উপাদানের, উৎপাদনে পরিভুক্ত হয়ে যাওয়া। স্থির মূলধনটিকে প্রতিস্থাপন করে। এটা এই ঘটনাটির দ্বারা প্রতিপূরিত হয়ে যায় যে, ২নং শ্রেণীর মূল এবং স্থির অংশটির জন্য কোনো অতিরিক্ত ব্যয় লাগে না। কিন্তু এখন, এই যে স্থির মূলধন (পুনরুৎপাদনের মোট প্রক্রিয়াটির দিকে তাকালে যার মধ্যে ১নং এবং ২নং শ্রেণীর উল্লিখিত সমীকরণটি অন্তর্ভুক্ত) যা নোতুন সংযোজিত শ্রমের একটি উৎপন্নের প্রতিনিধিত্ব করে না, যদিও এই উৎপন্নটি উৎপাদিত হতে পারত না তাকে বাদ দিয়ে—এই স্থির মূলধনটি, পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সত্ত্বগত বিচারে এমন কতকগুলি আপদ ও বিপদের মুখে উন্মুক্ত থাকে, যেগুলি তাকে বিপন্ন করতে পারে। (অধিকন্তু, যাই হোক, মূল্যের বিচারেও, এর অবচয় ঘটতে পারে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তনের কারণে; কিন্তু সেটা কেবল একক ধনিকের ক্ষেত্রেই।) এতদনুযায়ী, মুনাফার অতএব উদ্বৃত্ত মূল্যের, এবং অতএব উদ্বৃত্ত শ্রমেরও, একটি অংশ, যার মধ্যে (মূল্যের ব্যাপারে) কেবল নোতুন সংযোজিত শ্রমই প্রতিরূপায়িত হয়, কাজ করে একটি বীমা-ভাণ্ডার হিসাবে। এবং এই বীমা ভাণ্ডারটি বীমা-কোম্পানিগুলির দ্বারা একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা হিসাবে পরিচালিত হোক বা না হোক, কিছু এসে যায় না। এটাই আয়ের একমাত্র অংশ যা নিজ রূপে পরিভুক্ত হয় না কিংবা সঞ্চয়নের ভাণ্ডার হিসাবে আবশ্যিক ভাবে কাজ করে না। তা সত্যি সত্যিই এই হিসাবে কাজ করে, নাকি পুনরুৎপাদনে কেবল একটি ক্ষতি প্রতিপূরণ করে, তা নির্ভর করে আপতিক ঘটনার উপরে। এটা আবার, উদ্বৃত্ত-মূল্যের

একটি অন্তহীন অসার অগ্রিমে পর্যবসিত না করে একে এর সত্যিকারের উপাদানসমূহে পর্যবসিত করা অসম্ভব। "এটা পরিষ্কার যে বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যটি বিভক্ত হয় অংশতঃ মূলধনে এবং বার্ষিক উৎপন্নের মূল্যের এই অংশ দুটির প্রত্যেকটিই নিয়মিত ভাবে যায় জাতির প্রয়োজনমত উৎপন্ন সামগ্রী ক্রয় করতে, যেমন তার মূলধন সংরক্ষণের জন্য, তেমন তার পরিভোগ ভাণ্ডারের নবীকরণের জন্য (P. 134, 135)।···এ (একটি স্বনিযুক্ত পরিবার) কি পারে তার গোলাঘরে বা আস্তাবলে বাস করতে, বীজধান বা পশুখাদ্য খেয়ে ফেলতে, তার চাষের গোরু-মোষ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে কৃষি-যন্ত্রপাতিগুলিকে বিদায় করে দিতে? এম সে'র প্রতিপাদ্য অনুসারে, কাউকে এই প্রশ্নগুলির মুখে অবশ্যই ইতিবাচক উত্তর দিতে হবে (PP. 135, 136) যদি স্বীকার করা হয় যে, একটি জাতির আয় তার মোট উৎপন্নের সমান অর্থাৎ যদি তা থেকে কোনো মূল্য বিয়োগ দিতে হয়, তা হলে এটাও স্বীকার করতে হবে যে একটি জাতি তার বার্ষিক উৎপন্নের গোটা মূল্যটাই ব্যয় করতে পারে অনুৎপাদক ভাবে—তার ভবিষ্যৎ আয়কে এতটুকুও ক্ষুণ্ণ না করে (147)। যে উৎপন্ন সম্ভার জাতির মূলধন গঠন করে, তা পরিভোগ্য নয়।" (P. 150)

উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের, এবং অতএব উদ্বৃত্ত-শ্রমেরও, সেই একমাত্র অংশটি বটে, যেটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অবসানের পরেও, অব্যাহত ভাবে থেকে যাবে—সঞ্চয়নের জন্য, অতএব পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণের জন্য, যে অংশটি কাজ করে, তার বাইরে। এটা অবশ্য ধরে নেয় যে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের দ্বারা নিয়মিত ভাবে পরিটিক্ত অংশটি তার বর্তমান ন্যূনতম মাত্রায় সীমিত নেই। যারা বয়সের কারণে এখনো, বা আর উৎপাদন অংশ নিতে সক্ষম নয়, তাদের উদ্বৃত্ত শ্রম ব্যতিরেকে, যারা কাজ করে না তাদের জন্য সংস্থান যোগাবার জন্য সমস্ত শ্রমের ইতি ঘটবে। আমরা যদি সমাজের সূচনার দিকে পিছন ফিরে তাকাই, আমরা দেখতে পাই না কোনো উৎপাদন উৎপাদিত হয়, অতএব কোনো স্থির মূলধন মূল্য প্রবেশ করবে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে, এবং যাকে, এক আয়তনে পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপন্ন সামগ্রী থেকেই বস্তুগত ভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং করতে হবে তার মূল্যের দ্বারা পরিমাপকৃত মাত্রায়। কিন্তু তখন প্রকৃতিই সরাসরি সরবরাহ করে জীবন-ধারনের উপায় উপকরণ যেগুলি আগে উৎপাদন করার প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে প্রকৃতি বন্যমানুষকে সাধ পূরণ করার মত অভাব থাকে খুবই স্বল্প তাকে—আরো যা দেয়, তা হল সময়, যাতে করে সে তা ব্যবহার করতে পারে,—না নোতুন উৎপাদনের জন্য তখনো পর্যন্ত অস্তিত্বহীন উৎপাদনের উপায়সমূহকে নয়—বরং প্রাকৃত-প্রদত্ত রূপে অস্তিত্বহীন উৎপাদনের উপায় সমূহকে আত্মকৃত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অন্যান্য উৎপন্ন সামগ্রীকে উৎপাদনের বিবিধ উপায়ে যেমন ধনু, পাথরের ছুরি, নৌকা ইত্যাদিতে, রূপান্তরিত করার জন্য। বন্য মানুষদের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটিকে যদি দেখা যায় কেবল সত্বগত দিক থেকে, তা হলে সেটি হয় উদ্বৃত্ত-শ্রমকে নোতুন মূলধনে পুনঃ-রূপান্তরণের অনুরূপ। সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায়, বাড়তি শ্রমের এই জাতীয় উৎপন্নসমূহের রূপান্তর ক্রমাগত চলে; এবং এই যে ঘটনা যে, সমস্ত নোতুন মূলধনেরই উদ্ভব ঘটে মুনাফা, খাজনা বা অন্যান্য ধরনের আয় থেকে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে, এর পরিণতি ঘটে, এই ভ্রান্ত ধারণাটিতে যে, পণ্যের সমস্ত মূল্যই বুঝি উদ্ভূত হয় কোনো আয় থেকে। আরো অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করলে মুনাফার এই মূলধন রূপান্তরণ বরং প্রকাশ করে যে, উলটো, অতিরিক্ত শ্রমটি—যেটি সর্বদাই প্রতিরূপায়িত হয় আয়ের রূপে—কাজ করে না পুরনো মূলধন-মূল্যের যথাক্রমে সংরক্ষণ বা পুনরুৎপাদনের জন্য, পরন্তু নোতুন বাড়তি মূলধন সৃষ্টির জন্য, যতটা তা পরিভুক্ত হয় না আয় হিসাবে।

গোটা সমস্যাটার উদ্ভব ঘটে এই ঘটনাটি থেকে যে, সমস্ত নোতুন সংযোজিত শ্রম, যতটা অবধি তার দ্বারা সৃষ্ট মূল্য পর্যবসিত হয় না মজুরিতে, দেখা দেয় মুনাফা হিসাবে—এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি রূপ বোঝাতে—অর্থাৎ এমন একটি মূল্য বোঝাতে—যা যার জন্য ধনিককে খরচ করতে হয় না কিছুই, এবং যাকে তার জন্য প্রতিস্থাপন করতে হয় না কোনো রকমের অগ্রিম, কোনো মূলধন। এই মূল্য তখন অবস্থান করে, উপস্থিত অতিরিক্ত ধন হিসাবে, সংক্ষেপে বললে, একক ধনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, তার আয়ের আকারে। কিন্তু এই নোতুন সৃষ্ট-মূল্য পরিভুক্ত হতে পারে যেমন উৎপাদনশীল ভাবে, তেমন ব্যক্তিগত ভাবে, আবার

তেমনই মূলধন বা আয় হিসাবে। তার স্বাভাবিক রূপের ফলের দরুন, এর কিছুটা অবশ্যই পরিভুক্ত হবে উৎপাদনশীল ভাবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, বাৎসরিক ভাবে সংযোজিত শ্রম সৃষ্টি করে যেমন মূলধন তেমন আয়; যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায়। যাই হোক, নোতুন মূলধন সৃষ্টিতে বিনিয়োজিত শ্রম-শক্তির অংশটি (অতএব একজন বন্য মানুষ তার কাজের দিনের যে অংশটি নিয়োগ করে, তার জীবন-ধারণের উপায় সংগ্রহের জন্য নয়, বরং যা দিয়ে জীবন-ধারণের উপায় সংগ্রহ করা যায় সেই সব হাতিয়ার বানিয়ে নেবার জন্য সেই অংশটির অনুরূপ) অদৃশ্য হয়ে যায় এর মধ্যে যে উদ্বৃত্ত-শ্রমের গোটা উৎপন্নটাই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে মুনাফার রূপে; এমন একটি অভিধা-এই খোদ উদ্বৃত্ত-উৎপন্নর ব্যাপারে যার কিছুই করার নেই, যা কেবল নির্দেশ করে তার দ্বারা পকেটস্থ-কর উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে ধনিকের ব্যক্তিগত সম্পর্কটিকে। বাস্তবিক পক্ষে, শ্রমিকের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য বিভক্ত হয় আয়ে এবং মূলধনে, অর্থাৎ পরিভোগের সামগ্রী এবং উৎপাদনের অতিরিক্ত উপায়ে। কিন্তু আগেকার বছর থেকে নেওয়া পূর্বতন স্থির মূলধনটি যে-অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং হারাহারি ভাবে বিনষ্ট হয়েছে অতএব যতটা অবধি তাকে আর পুনরুৎপাদন করতে হবে না সেই অংশটিকে—এবং পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার যেসব ব্যাঘাত বীমার অধীনে পড়ে, সেগুলিকে, বাদ দিয়ে রেখে) মূল্যের হিসাবে পুনরুৎপাদিত হয় না নোতুন সংযোজিত শ্রমের দ্বারা।

আমরা আরো দেখতে পাই যে, নোতুন সংযোজিত শ্রমের একটি অংশ ক্রমাগত আত্তীকৃত হয় পরিভুক্ত স্থির মূলধনের পুনরুৎপাদনে ও প্রতিস্থাপনে, যদিও এই নোতুন সংযোজিত শ্রম নিজেকে পর্যবসিত করে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ের মধ্যে, মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার মধ্যে। কিন্তু তার ফলে এটা নজর এড়িয়ে যায় যে, (১) এই শ্রমের উৎপন্নের একটি মূল্য অংশ এই নোতুন অতিরিক্ত শ্রমের কোনো উৎপন্ন নয়, বরং পূর্বাবস্থিত ও পরিভুক্ত স্থির মূলধন; উৎপন্নের এই যে অংশ যার মধ্যে মূল্যের এই অংশটি আত্মপ্রকাশ করে, সেটিও অতএব আয়ে রূপান্তরিত হয় না, পরন্তু এই স্থির মূলধনের উৎপাদন-উপায় সমূহকে সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপন করে; (২) মূল্যের এই যে অংশ যার মধ্যে এই নোতুন সংযোজিত শ্রম সত্যি সত্যিই আত্ম-প্রকাশ করে, তা সামগ্রীর আকারে আয় হিসাবে পরিভুক্ত হয় না, পরন্তু যা আবার নিজের বেলায় সমগ্র ভাবে নোতুন সংযোজিত শ্রমের একটি উৎপন্ন নয়।

যত দূর অবধি পুনরুৎপাদন ঘটে একই আয়তনে, তত দূর অবধি স্থির মূলধনের প্রত্যেকটি পরিভুক্ত উপাদান অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হবে সামগ্রীর আকারে একই-ধরনের একটি নোতুন নমুনা দিয়ে—যদি পরিমাণে ও রূপে না-ও হয়, তা হলে অন্ততঃ কার্যকরিতার দিক থেকে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি একই থাকে, তা হলে সামগ্রীর আকারে প্রতিস্থাপনের মানে দাঁড়ায় তার পুরনো আকারে স্থির মূলধনের যে মূল্য ছিল সেই একই মূল্যের প্রতিস্থাপন। কিন্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি বৃদ্ধি পায়, যাতে করে একই বস্তুগত উপাদান সমূহকে পুনরুৎপাদন করা যায় অল্পতর শ্রমের সাহায্যে, তা হলে উৎপন্নটির মূল্যের একটি ক্ষুদ্রতর অংশই সম্পূর্ণ ভাবে স্থির অংশটিকে প্রতিস্থাপন করতে

পারে সামগ্রীর আকারে। সেক্ষেত্রে বাড়তিটিকে নিয়োগ করা যায় নোতুন অতিরিক্ত মূলধন গঠন করার জন্য কিংবা উৎপন্নের একটি বৃহত্তর অংশকে দেওয়া যায় ভোগ্য দ্রব্যাদির রূপ, কিংবা উদ্বৃত্ত-শ্রমকে করা যায় হ্রাস। অন্য দিকে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা যদি হ্রাস পায়, তা হলে উৎপন্নের একটি বৃহত্তর অংশকে অবশ্যই ব্যবহার করতে হয় পূর্বতন মূলধনের প্রতিস্থাপনের জন্য, এবং উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়।

মুনাফার, কিংবা সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, যে কোনো রূপের, মূলধনে পুনঃরূপান্তরণ প্রকাশ করে—ঐতিহাসিক ভাবে নিরূপিত অর্থনৈতিক রূপটিকে এক পাশে সরিয়ে রাখলে এবং তাকে কেবল নোতুন উৎপাদন-উপায়সমূহের নিছক গঠন হিসাবে বিবেচনা করলে — যে, এমন একটি পরিস্থিতি এখন বিদ্যমান আছে, যেখানে শ্রমিক এখনো তার নিজের জীবন-ধারনের উপায়-উপকরণের বাইরেও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ উৎপাদনের জন্য শ্রম করে। মুনাফার মূলধনে রূপান্তরণ বাড়তি শ্রমের একটি অংশকে নোতুন, অতিরিক্ত উৎপাদন-উপায় গঠন করার জন্য নিয়োগ করা ছাড়া কিছু নয়। এটা যে মুনাফার মূলধন রূপান্তরণের আকার নেয়, তা শুধু এটাই সূচিত করে যে, শ্রমিক নয়, ধনিকই বাড়তি শ্রমের বিলিব্যবস্থা করে। এই বাড়তি শ্রমকে যে প্রথমে আবশ্যিক ভাবেই এমন একটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, যে-পর্যায়ে তা প্রকাশ পায় আয় হিসাবে। (যেখানে বন্য মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায় উৎপাদন উপায়ের উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট বাড়তি শ্রম হিসাবে), তা কেবল এটাই সূচিত করে যে এই শ্রম বা তার উৎপন্নকে আত্মসাৎ করে একজন অ-শ্রমিক। যাই হোক, যা বাস্তবিকই মূলধনে রূপান্তরিত হয় তা স্বয়ং মুনাফা নয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের মূলধনে রূপান্তরণ কেবল এটাই সূচিত করে যে. উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-উৎপন্ন আলাদা আলাদা ভাবে ধনিকের দ্বারা পরিভুক্ত হয় না আয় হিসাবে। কিন্তু যা সত্যি-সত্যিই রূপান্তরিত হয়. তা হচ্ছে মূল্য, বস্তু-রূপায়িত শ্রম. কিংবা উৎপন্ন-দ্রব্য —যার মধ্যে এই মূল্য প্রত্যক্ষভাবে, প্রকাশ পায় কিংবা, আগে অর্থে রূপান্তরিত হবার পরে, তা যার সঙ্গে বিনিমিত হয়। এবং যখন মুনাফা আবার ফেরৎ রূপান্তরিত হয়, তখন উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফার এই নির্দিষ্ট রূপটি গঠন করে না নোতুন মূলধনের উৎস। এর ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য কেবল পরিবর্তিত হয় এক রূপ থেকে আরেক রূপে। পণ্য এবং তার মূল্যই এখন কাজ করে মূলধন হিসাবে। যাই হোক, পণ্যের মূল্য যে দেওয়া হয় না—এবং কেবল এই উপায়েই তা হয়ে ওঠে উদ্বৃত্ত-মূল্য—তা শ্রমের বস্তু-রূপায়ণের পক্ষে, স্বয়ং মূল্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর।

এই ভুল-বোঝাটা প্রকাশ পায় বিবিধ রূপে। যেমন, যে-পণ্যগুলি গঠন করে স্থির মূলধন, সেগুলি মজুরি, মুনাফা ও খাজনার উপাদানসমূহও ধারণ করে। কিংবা অন্য দিকে, একজনের পক্ষে যা আয়. আরেকজনের পক্ষে তা মূলধন, এবং তাই এগুলি কেবল বিষয়াগত সম্পর্ক। এই ভাবে কাটুনীর সুতো ধারণ করে মূল্যের একটি অংশ যা তার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে মুনাফার। তন্তুবায় যদি সুতো ক্রয় করে, সে উপলব্ধ করে কাটুনীর মুনাফা, কিন্তু তার নিজের পক্ষে এই সুতো তার স্থির মূলধনেরই একটি অংশমাত্র।

আয় এবং মূলধনের মধ্যেকার বিবিধ সম্পর্ক সম্বন্ধে উপরে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও আরো মনে রাখতে হবে : মূল্য প্রসঙ্গে, যা তন্তুবায়ের মূলধনের সুতোর সঙ্গে যায় একটি অঙ্গাংশ হিসাবে, তা ঐ সুতোর মূল্য। কি ভাবে এই মূল্যের অংশসমূহ স্বয়ং কাটুনীর জন্য পর্যবসিত হয়েছে মূলধনে এবং আয়ে, কিংবা, অন্য ভাবে বললে, মজুরি-প্রদত্ত এবং মজুরি-বঞ্চিত শ্রমে, তা ওই খোদ পণ্যটির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর (গড়মুনাফার মাধ্যমে রদবদল ছাড়া)। এর পিছনে এখনো উঁকি দেয় এই ধারণা যে মুনাফা, বা সাধারণ ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে পণ্যের মূল্যের উপরে একটি বাড়তি, যা কেবল পাওয়া যেতে পারে অতিরিক্ত আদায়, পারস্পরিক প্রতারণা, বা বিক্রয়লব্ধ লাভের মাধ্যমে। উৎপাদনের দাম, কিংবা এমনকি পণ্যের মূল্যও, যখন দেওয়া হয়, তখন পণ্যের অঙ্গাংশ মূল্যগুলিও, যেগুলি ক্রেতার কাছে দেখা দেয় আয়ের রূপে, সেগুলিও স্বাভাবিক ভাবেই দেওয়া হয়। অবশ্য, এখানে একচেটিয়া দামের কথা বলা হচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ, এ কথা বলা সম্পূর্ণ সঠিক যে পণ্যসমূহের অঙ্গাংশগুলি, যেগুলি রচনা করে স্থির মূলধন, সেগুলি অন্য যে কোনো পণ্য-মূল্যের মতই, পরিণত করা যায় মূল্যের বিবিধ অংশে, যা নিজেদের পর্যবসিত করে উৎপাদনকারী ও উৎপাদনের-উপায়ের মালিকদের জন্য মজুরি, মুনাফা এবং খাজনায়। এটা কেবল এই ঘটনাটির একটি ধনতান্ত্রিক অভিব্যক্তির রূপ যে, সমস্ত পণ্য-মূল্যই হচ্ছে পণ্যের মধ্যে বিধৃত সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাপ। কিন্তু এটা ইতিপূর্বেই প্রথম গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, তা কোনো ভাবেই কোনো মূলধনের পণ্য-উৎপন্নকে নিবারণ করে না বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়া থেকে, যে-গুলির মধ্যে একটি প্রতিনিধিত্ব করে একান্ত ভাবেই মূলধনের স্থির অংশটিকে, আরেকটি মূলধনের অস্থির অংশটিকে, এবং তৃতীয় একটি সম্পূর্ণ ভাবেই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে।

স্টর্চ অনেকেরই মত প্রকাশ করেন, যখন বলেন : "যেগুলি গঠন করে জাতীয় আয়, সেই বিক্রয়যোগ্য উৎপন্নসমূহকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে : মূল্য হিসাবে ব্যক্তি-মানুষদের সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে, এবং জিনিস হিসাবে জাতির সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে, কারণ একটি জাতির আয়, একজন ব্যক্তি-মানুষের আয়ের মত, মূল্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না, নিরূপিত হয় তার উপযোগিতার দ্বারা, কিংবা তা যে-যে অভাব মেটাতে পারে সেগুলির দ্বারা।" (*Considerations sur le revenu national*, P 19)।

প্রথম ক্ষেত্রে একটি জাতি, যার উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে মূল্য, এবং অধিকন্তু যা ধনতান্ত্রিক ভাবে সংগঠিত, তাকে কেবল জাতীয় অভাবসমূহ পরিপূরণের জন্য কর্মরত একটি মোট জনসমষ্টি হিসাবে গণ্য করা হবে একটি মিথ্যা সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়তঃ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটানোর পরে কিন্তু তখনো সামাজিক উৎপাদন বজায় রেখে, মূল্যের নির্ধারণ প্রচলিত থাকে এই অর্থে যে, শ্রম-সময়ের নিয়মন এবং বিভিন্ন উৎপাদন-গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক শ্রমের বণ্টন, শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে হিসাব-সংরক্ষণ, হয়ে ওঠে যে কোনো কালের তুলনায় বেশি জরুরি।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট বিবিধ বিভ্রম

ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, পণ্যসমূহের মূল্য, কিংবা তাদের মোট মূল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন-দাম, নিজেকে পর্যবসিত করে নিম্নোক্ত অংশগুলিতে :

১) মূল্যের একটি অংশ যা প্রতিস্থাপন করে স্থির মূলধনকে, বা প্রতিনিধিত্ব করে অতীত শ্রমের, যা পণ্যটি তৈরি করতে উৎপাদন উপায়ের আগে পরিভুক্ত হয়ে গিয়েছিল ; এক কথায়, মূল্য বা দাম, যা এই উৎপাদনের উপায়গুলি পণ্যের উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে বয়ে নিয়ে যায়। আমরা এখানে মোটেই আলাদা পণ্যের কথা উল্লেখ করছি না ; উল্লেখ করছি পণ্য-মূলধনের কথা, অর্থাৎ সেই রূপটির কথা, যে-রূপে মূলধনটির উৎপন্ন একটি নির্দিষ্ট সময় কালে, যেমন সম্বৎসর কালে নিজেকে প্রকাশ করে ; আলাদা পণ্য রচনা করে পণ্য-মূলধনের একটি উপাদান, যা, উপরন্ত, মূল্যের ব্যাপারে, নিজেকে পর্যবসিত করে একই অনুরূপ অঙ্গাংশগুলিতে।

২) মূল্যের যে-অংশটি প্রতিনিধিত্ব করে অস্থির মূলধনের, যা পরিমাপ করে শ্রমিকের আয় এবং রূপান্তরিত হয় তার জন্য মজুরিতে ; তার মানে, শ্রমিক মূল্যের এই অস্থির অংশটিতে পুনরুৎপাদিত করেছে এই মজুরি ; সংক্ষেপে বললে, মূল্যের সেই অংশটি, যেটি প্রতিনিধিত্ব করে পণ্যসমূহের উৎপাদনে উল্লিখিত স্থির অংশটির সঙ্গে সংযোজিত নোতুন শ্রমের মজুরি-প্রদত্ত অংশের।

৩) উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যগুলির মূল্যের সেই অংশটি, যেটির মধ্যে বিধৃত হয় মজুরি-বঞ্চিত শ্রম বা উদ্বৃত্ত শ্রম। মূল্যের এই সর্বশেষ অংশটি, আবার তার বেলায়, ধারণ করে সেই সব স্বতন্ত্র রূপ, যেগুলি একই সঙ্গে আয়েরও বিবিধ রূপ : মূলধনের উপরে মুনাফা (সরাসরি মূলধনের উপরে সুদ এবং কার্যরত মূলধন হিসাবে মূলধনের উপরে উদ্যোগজনিত মুনাফা) এবং ভূমি-খাজনা, যার দাবিদার হল উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জমিদার। (২) এবং (৩) অঙ্গাংশগুলি, অর্থাৎ মূল্যের যে-অংশটি সর্বাদাই ধারণ করে মজুরি (অবশ্যই, তা প্রথমে অস্থির মূলধনের রূপের মধ্যে দিয়ে যাবার পরে), মুনাফা এবং খাজনার রূপ, সেই অংশটি স্থির অঙ্গাংশটি থেকে আলাদা ভাবে বিশেষিত হয় (১) এই ঘটনার দ্বারা যে, এর মধ্যে স্থির অংশটির সঙ্গে, পণ্য-উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে সংযোজিত নোতুন অতিরিক্ত শ্রম বস্তুরূপায়িত হয়। এখন, স্থির অংশটি ছাড়া, এটা বলা সঠিক হবে যে, একটি পণ্যের মূল্য, অর্থাৎ যতটা অবধি তা প্রতিনিধিত্ব করে নোতুন সংযোজিত শ্রমের, ততটা তা নিজেকে ক্রমাগত পর্যবসিত করে তিনটি অংশে, যা গঠন করে তিন রকমের আয়, যথা মজুরি, মুনাফা এবং

খাজনা[১] যাদের যথাক্রমিক আয়তনগুলি, অর্থাৎ তারা মোট মূল্যে যে-একাংশগুলি গঠন করে, সেগুলি নির্ধারিত হয় উপরে বর্ণিত বিবিধ বিশেষ বিশেষ নিয়মের দ্বারা। কিন্তু বিপরীত ভাবে এ কথা বলা ভুল হবে যে, মজুরির মূল্য, মুনাফার হার এবং খাজনার হার গঠন করে মূল্যের স্বতন্ত্র অঙ্গাংশ উপাদানগুলিকে সেগুলির সমন্বয় থেকে উদ্ভব ঘটে পণ্যসমূহের মূল্যের, স্থির অঙ্গাংশটি ছাড়া, অন্য ভাবে বললে, এ কথা বলা ভুল হবে যে, তারা পণ্যসমূহের মূল্যের বা উৎপাদনের দামের অঙ্গগঠক উপাদান।[২]

পার্থক্যটা সহজেই দেখা যায়।

ধরা যাক, ৫০০ পরিমাণ একটি মূলধনের উৎপন্নের মূল্য সমান সমান ৪০০ স + ১০০অ + ১৫০ উ = ৬৫০; ১৫০ উ-কে আবার ভাগ করা যাক ৭৫ মুনাফা + ৭৫ খাজনায়। আজেবাজে সমস্যাগুলি পরিহার করার জন্য আমরা আরো ধরে নেব যে, মূলধনটি একটি গড় গঠনসমন্বিত মূলধন যার ফলে এর উৎপাদন-দাম এবং এর মূল্য মিলে যায়, এই মিলে যাওয়াটা সর্বদাই ঘটে, যখনি এমন একটি একক মূলধনের উৎপন্নকে বিবেচনা করা হয় মোট মূলধনের কোনো অংশের—তার আয়তন অনুযায়ী—উৎপন্ন হিসাবে।

এখানে অস্থির মূলধনের দ্বারা পরিমাপ করা মজুরি রচনা করে অগ্রিম-দত্ত মূলধনের

১ মূলধনের স্থির অংশটির সঙ্গে সংযোজিত মূল্যটিকে মজুরি, মুনাফা এবং ভূমি-খাজনায় বিশ্লিষ্ট করতে, এটা না বললেও চলে যে এগুলি মূল্যেরই অংশ। বস্তুতঃ পক্ষে কেউ এগুলিকে ধারণা করে নিতে পারেন সেই প্রত্যক্ষ উৎপন্নটির মধ্যে বিদ্যমান হিসাবে যার মধ্যে এই মূল্যটির আবির্ভাব ঘটে, অর্থাৎ উৎপাদনের কোনো এক ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং ধনিকদের দ্বারা উৎপাদিত প্রত্যক্ষ উৎপন্নটির মধ্যে—দৃষ্টান্ত হিসাবে, সুতো-তৈরি শিল্পে সুতো। বাস্তবিক পক্ষে অন্য যে কোনো পণ্যের চেয়ে, একই মূল্যসম্পন্ন বস্তুগত ধনের যে কোনো অঙ্গাংশের চেয়ে, কম বা বেশি ভাবে সেগুলি এই উৎপন্নের মধ্যে বস্তু-রূপায়িত হয় না। এবং কার্যক্ষেত্রে, মজুরি বাস্তবিকই দেওয়া হয় অর্থের আকারে, অর্থাৎ মূল্যের বিশুদ্ধ অভিব্যক্তিতে; সুদ এবং খাজনার ক্ষেত্রেও তাই। ধনিকের পক্ষে, তার উৎপন্নের মূল্যের এই বিশুদ্ধ অভিব্যক্তিতে রূপান্তর পরিগ্রহ বাস্তবিকই খুব গুরুত্বপূর্ণ; স্বয়ং বণ্টনেই এটা ধরে নেওয়া হয়। এই মূল্যগুলি আবার যার উৎপাদন থেকে তার উদ্ভব ঘটেছে সেই একই উৎপন্ন একই পণ্যে পুনঃরূপান্তরিত হয় কিনা, শ্রমিক তার নিজের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদিত উৎপন্নের একটি অংশ নিজেই ফের কিনে নেয় কিনা, কিংবা ভিন্ন ধরনের অন্য কোনো শ্রমের উৎপন্ন কেনে কিনা—এসব কিছুর কোনোই সম্পর্ক নেই খোদ ব্যাপারটার সঙ্গে। শের রডবার্টাস বৃথাই এ নিয়ে উত্তেজিত হচ্ছেন।

২. "এই মন্তব্য করাই যথেষ্ট হবে যে, সেই একই সাধারণ নিয়ম, যা নিয়ন্ত্রণ করে কাঁচা উৎপন্ন ও তৈরি পণ্যের মূল্য, তাই প্রযোজ্য হয় ধাতুর ক্ষেত্রে; ধাতুসমূহের মূল্য নির্ভর করে না মুনাফার হার, মজুরির হার, খনির জন্য খাজনার উপরে নয়, নির্ভর করে তা আহরণ করতে এবং বাজার-জাত করতে যে মোট-পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়, তার উপরে।" (Ricardo, *Principles*, Ch III, P. 77)

২০%; মোট মূলধনের উপরে গণনা-করা উদ্বৃত্ত-মূল্য রচনা করে ৩০%, যথা মুনাফা ১৫%, খাজনা ১৫%। নোতুন সংযোজিত শ্রমের প্রতিনিধিত্বকারী পণ্যের সমগ্র মূল্য-উপাদানটি সমান সমান ১৫০অ+১৫০উ=২৫০। এর আয়তন নির্ভর করে না মজুরি, মুনাফা এবং খাজনায় এর বিভাজনের উপরে। এই অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে আমরা দেখি যে, শ্রম-শক্তি যাকে মজুরি দেওয়া হয় টাকার অঙ্কে ১০০ ধরা যাক £ ১০০, তা সরবরাহ করেছে এমন পরিমাণ শ্রম, যার প্রতিনিধিত্ব করে টাকার অঙ্কে £ ২৫০। এ থেকে আমরা দেখি যে, শ্রমিক তার নিজের জন্য যে-পরিমাণ শ্রম করেছিল, তার চেয়ে ১½ গুণ বেশি করেছিল উদ্বৃত্ত-শ্রম। যদি কাজের দিন হয়=১০ ঘণ্টা, তা হলে সে নিজের জন্য কাজ করেছিল ৪ ঘণ্টা এবং ধনিকের জন্য ৬ ঘণ্টা। সুতরাং শ্রমিকদের যে-শ্রমের মজুরি দেওয়া হয়েছে £ ১০০, সেই শ্রমের টাকার অঙ্কে প্রকাশিত মূল্য হচ্ছে £ ২৫০। এই £ ২৫০ মূল্য ছাড়া, শ্রমিক এবং ধনিকের মধ্যে, ধনিক এবং জমিদারের মধ্যে, ভাগ করার মত আর কিছু নেই। এটাই হচ্ছে উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে নোতুন সংযোজিত মোট মূল্য, অর্থাৎ ৪০০। এই ভাবে তার মধ্যে বস্তুরূপায়িত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা উৎপাদিত ও নির্ধারিত নির্দিষ্ট পণ্য-মূল্য ২৫০-ই ধার্য করে দেয় প্রাপ্যাংশ-সমূহের মাত্রা, যা শ্রমিক, ধনিক এবং জমিদার এই মূল্য থেকে পেতে সক্ষম হবে আয়ের আকারে —মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার আকারে।

ধরে নেওয়া যাক যে, একই অঙ্গগঠন-সমন্বিত একটি মূলধন, অর্থাৎ নিযুক্ত জীবন্ত শ্রম-শক্তি এবং স্থির মূলধনের মধ্যে একই অনুপাত সমন্বিত একটি মূলধন, ক্রিয়াশীল হয়ে, বাধ্য হয় £ ১০০-র বদলে £ ১৫০ মজুরি দিতে একই শ্রমশক্তির বাবদে, যা ক্রিয়াশীল করে ৪০০ পরিমাণ একটি স্থির মূলধনকে। এবং আরো ধরা যাক যে, মুনাফা এবং খাজনা উদ্বৃত্ত-মূল্যে ভাগ পায় বিভিন্ন অনুপাতে। যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি যে, £ ১৫০ পরিমাণ অস্থির মূলধন গতিশীল করে একই পরিমাণ শ্রমকে যা করত £ ১০০ পরিমাণ অস্থির মূলধন, সেই হেতু নোতুন উৎপাদিত মূল্য হবে, আগের মতই=২৫০, এবং মোট উৎপন্নের মূল্যও হবে, আগের মতই, ৬৫০, কিন্তু তখন আমরা পাব ৪০০স+১৫০অ+১০০উ; এবং এই ১০০উ বিভক্ত হবে, ধরুন ৪৫ মুনাফায় এবং ৫৫ খাজনায়। যে-অনুপাতে নোতুন উৎপাদিত মোট মূল্যটি বণ্টিত হয় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা হিসাবে, সেটি হবে ভিন্নতর; অনুরূপ ভাবে, অগ্রিমদত্ত মোট মূলধনের আয়তনটিও হবে ভিন্নতর, যদিও তা কেবল গতিশীল করে একই মোট পরিমাণ শ্রম। মজুরি দাঁড়াবে অগ্রিম দত্ত মূলধনের ২৭$\frac{৩}{১১}$ %, মুনাফা—৮$\frac{২}{১১}$ % এবং খাজনা—১০%; অতএব মোট উদ্বৃত্ত-মূল্য হবে ৮%-এর কিছুটা বেশি।

মজুরি-বৃদ্ধির ফলে, মোট শ্রমের মজুরি বঞ্চিত অংশটি হয় ভিন্নতর, এবং সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত-মূল্যটিও। যদি কাজের দিন ধারণ করত ১০ ঘণ্টা, তা হলে শ্রমিক নিজের জন্য কাজ করত ৬ ঘণ্টা এবং ধনিকের জন্য মাত্র ৪ ঘণ্টা। মুনাফা এবং খাজনার অনুপাতও হত ভিন্নতর; হ্রাসপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যটি ধনিক এবং জমিদারের মধ্যে ভাগ হত ভিন্নতর অনুপাতে। সর্বশেষে, যেহেতু স্থির মূলধনের মূল্য থাকত একই এবং অগ্রিম-দত্ত অস্থির

মূলধনের মূল্য পেত বৃদ্ধি, সেই হেতু হ্রাসপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যটি নিজেকে প্রকাশ করত মোট মুনাফার একটি আরো হ্রাসপ্রাপ্ত হারে, যার দ্বারা আমরা এখানে বুঝি মোট অগ্রিম দত্ত মূলধনের সঙ্গে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারটিকে।

মজুরির মূল্যে, মুনাফার হারে, এবং খাজনার হারে পরিবর্তন—এই অংশগুলির পারস্পরিক অনুপাত সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলীর ফল যাই হোক—কেবল নড়াচড়া করতে পারে নতুন উৎপাদিত মূল্য ২৫০-এর দ্বারা ধার্য মাত্রার মধ্যেই। একটা ব্যতিক্রম ঘটতে পারে কেবল যদি খাজনার ভিত্তি হয় একচেটিয়া দাম। এটা কোনোক্রমেই নিয়মটিকে বদলে দেবে না, কিন্তু কেবল বিশ্লেষণকে করে তুলবে আরো জটিল। কারণ এখানে যদি আমরা বিবেচনা করি শুধু খোদ উৎপন্নটিকে, তা হলে কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভাগাভাগিটাই হবে ভিন্নতর। কিন্তু আমরা যদি বিবেচনা করি অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তুলনায় তার আপেক্ষিক মূল্য, তা হলে আমরা দেখতে পাব একমাত্র এই পার্থক্যটি—উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ সেগুলি থেকে রূপান্তরিত হয়েছে এই পণ্যটিতে।

সংক্ষেপে উপস্থিত করলে :

উৎপন্নের মূল্য	নোতুন মূল্য	উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার	মোট মুনাফার হার
প্রথম ক্ষেত্র : ৪০০স + ১০০অ + ১৫০উ = ৬৫০	২৫০	১৫০%	৩০%
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে : ৪০০স + ১৫০অ + ১০০উ = ৬৫	২৫০	৬৬⅔ %	১৮$\frac{২}{১১}$ %

প্রথম ক্ষেত্রে, উদ্বৃত্ত-মূল্য যা ছিল, তা থেকে এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায় : ১৫০ থেকে ১০০-তে। মুনাফার হার হ্রাস পায় এক তৃতীয়াংশের একটু বেশি : ৩০% থেকে ১৮% তে, কেননা হ্রাসপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে হিসাব করতে হবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মোট অগ্রিম-দত্ত মূলধনের উপরে। কিন্তু তা কোনো ক্রমেই হ্রাস পায় না উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের সঙ্গে একই অনুপাতে। শেষোক্তটি হ্রাস পায় $\frac{১৫০}{১০০}$ থেকে $\frac{১০০}{১৫০}$-তে, অর্থাৎ, ১৫০ শতাংশ থেকে ৬৬⅔ শতাংশে, অন্য দিকে, মুনাফার হার হ্রাস পায় $\frac{১৫০}{৫০০}$ থেকে $\frac{১৫০}{৫৫০}$ তে, অর্থাৎ, ৩০ শতাংশ থেকে ১৮$\frac{২}{১১}$ শতাংশে। তা হলে, মুনাফার হার হ্রাস পায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের তুলনায় আনুপাতিকের চেয়ে বেশি, কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারের তুলনায় আনুপাতিকের চেয়ে কম। আমরা আরো দেখি যে, মূল্য এবং উৎপন্ন-সমষ্টিও, থাকে একই—যতক্ষণ পর্যন্ত নিযুক্ত হয় একই পরিমাণ শ্রম, যদিও অগ্রিম-দত্ত মূলধনটি, তার অস্থির অঙ্গাংশটির বৃদ্ধির ফলে, হয়েছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অগ্রিম-দত্ত মূলধনে এই যে বৃদ্ধি তা খুব বেশি করে অনুভূত হবে এমন ধনিকের দ্বারা, যে শুরু করে এক নোতুন শিল্পোদ্যোগ, কিন্তু পুনরুৎপাদনকে সমগ্র ভাবে বিচার করলে, অস্থির মূলধনে বৃদ্ধির কেবল মানে দাঁড়ায় এই যে, নোতুন সংযোজিত শ্রমের দ্বারা নোতুন সৃষ্ট মূল্যের একটি বৃহত্তর অংশ রূপান্তরিত হয় মজুরিতে, এবং অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং উদ্বৃত্ত উৎপন্নের পরিবর্তে। প্রথমত অস্থির মূলধনে উৎপন্নের মূল্য এই ভাবে একই থাকে, কারণ তা এক দিকে সীমাবদ্ধ

থাকে স্থির মূলধন ৪০০-র দ্বারা, এবং অন্য দিকে, যার মধ্যে নোতুন সংযোজিত শ্রম প্রতিরূপায়িত সেই ২৫০ সংখ্যাটির দ্বারা। যাই হোক দুই-ই থাকে অপরিবর্তিত। এই উৎপন্নটি, আগের মত, একই পরিমাণ ব্যবহার-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করবে একই আয়তনের মূল্য—যে-মাত্রা অবধি তা নিজেই আবার প্রবেশ করবে, স্থির মূলধনটির মধ্যে এই ভাবে, স্থির মূলধনের উপাদান সমূহের একই পরিমাণ বজায় রাখবে একই মূল্য। ব্যাপারটা হবে ভিন্নতর, যদি মজুরি বৃদ্ধি পেত এই কারণে নয় যে শ্রমিক পাচ্ছে তার নিজের শ্রমের একটি বৃহত্তর অংশ, কিন্তু সে যদি তার নিজের শ্রমের একটি বৃহত্তর অংশ কারণ শ্রমের উৎপাদনশীলতা ইতি মধ্যে হ্রাস পেয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে, যে-মোট মূল্যটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে একই শ্রম, মজুরি দত্ত এবং মজুরি-বঞ্চিত, সেটি থাকবে একই। কিন্তু যে-উৎপন্ন-সমষ্টির মধ্যে এই পরিমাণ শ্রম অন্তর্ভুক্ত হবে, তা হ্রাস পেত যাতে করে এই উৎপন্নের প্রত্যেকটি একাংশের দাম বৃদ্ধি পায়, কারণ প্রত্যেকটি অংশই ধারণ করে অধিকতর শ্রম। আগে ১০০ পরিমাণ মজুরি যতটা উৎপন্নের প্রতিনিধিত্ব করত, এখন ১৫০ পরিমাণ বর্ধিত মজুরি তার চেয়ে বেশি উৎপন্নের প্রতিনিধিত্ব করে না; ১০০ পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে আগেকার উৎপন্নের মাত্র ⅔ ভাগের, অর্থাৎ, আগে ১০০ যে-পরিমাণ ব্যবহার-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করত, তার ৬৬⅔ শতাংশের। এ ক্ষেত্রে, স্থির মূলধনও হবে ততটা পরিমাণ মহার্ঘ্যতর, যতটা পরিমাণ এই উৎপন্ন তার মধ্যে প্রবেশ করে। যাই হোক, এটা হবে না মজুরি-বৃদ্ধির ফল, বরং মজুরি বৃদ্ধিই হবে পণ্যের দাম-বৃদ্ধির একটি ফল এবং একই পরিমাণ শ্রমের হ্রাসপ্রাপ্ত উৎপাদনশীলতার ফল। এখানে মনে হয় মজুরি-বৃদ্ধির কারণেই উৎপাদনসামগ্রী মহার্ঘ্যতর হয়েছে, কিন্তু আসলে এই মজুরি-বৃদ্ধি কারণ নয়, বরং শ্রমের হ্রাসপ্রাপ্ত উৎপাদনশীলতার দরুন পণ্য-মূল্যে একটি পরিবর্তনের ফল।

অন্য দিকে, বাকি সব কিছু একই থাকবে, অর্থাৎ, যদি একই পরিমাণ নিযুক্ত শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে ২৫০, তা হলে যদি নিয়োজিত উৎপাদন-উপায়সমূহের মূল্য বাড়ে বা কমে, তা হলে একই পরিমাণ উৎপন্নের মূল্য একই আয়তনে বাড়বে বা কমবে। ৪৫০স + ১০০অ + ১৫০উ দেয় একটা উৎপন্ন-মূল্য = ৭৫০, কিন্তু ৩৫০ স + ১০০ অ + ১৫০ উ দেয় একই পরিমাণ উৎপন্নের জন্য কেবল ৬০০—আগেকার ৭৫০-এর পরিবর্তে। অতএব যদি একই পরিমাণ শ্রমের দ্বারা গতিবিমুক্ত, অগ্রিমদত্ত মূলধন বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহলে উৎপন্নটির মূল্য হ্রাস পায়, বাকি সব অবস্থা একই থেকে, যদি অগ্রিমদত্ত মূলধনে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে মূলধনের স্থির অংশটির আয়তনে কোনো পরিবর্তনের কারণে। অন্য দিকে উৎপন্নটির মূল্য থাকে অপরিবর্তিত যদি অগ্রিম-দত্ত মূলধনে বৃদ্ধি বা হ্রাস সংঘটিত হয় মূলধনের অস্থির অংশটির মূল্যের আয়তনে কোনো পরিবর্তনের দ্বারা—ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা একই আছে। স্থির মূলধনের বেলায়, তার মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রতিপূরিত হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিপরীত গতির দ্বারা, যার দরুন অস্থির মূলধনের মূল্য যোগ উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ শ্রমের দ্বারা উৎপাদনের উপায়-সমূহে নোতুন, সংযোজিত এবং উৎপন্নে নোতুন অন্তর্ভুক্ত মূল্য, থাকে একই।

কিন্তু যদি অস্থির মূলধনে বা মজুরিতে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে পণ্য সমূহের দামে বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণে, অর্থাৎ, মূলধনের এই বিনিয়োগের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদনশীলতায় হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণে তা হলে উৎপন্নটির দামে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মজুরিতে বৃদ্ধি বা হ্রাস একটি হেতু নয়, একটি ফল মাত্র।

অন্যদিকে, উল্লিখিত দৃষ্টান্তটিতে স্থির মূলধন = ৪০০স আছে ধরে নিয়ে যদি ১০০অ + ১৫০উ থেকে ১৫০অ + ১০০উ-এ পরিবর্তন, অর্থাৎ অস্থির মূলধনে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় হ্রাসপ্রাপ্তির কারণে, শিল্পের এই বিশেষ শাখায় ধরুন সুতো তৈরিতে নয়, কিন্তু সম্ভবতঃ কৃষিতে, যা যোগায় শ্রমিকের খাদ্য দ্রব্যাদি, অর্থাৎ এই খাদ্য দ্রব্যাদির দামে বৃদ্ধি প্রাপ্তির কারণে, তা হলে উৎপন্নটি মূল্য থাকবে অপরিবর্তিত। ৬৫০ পরিমাণ মূল্যের প্রতিনিধিত্ব তখনো করবে একই পরিমাণ সুতো।

উপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে আরো অনুসরণ করে যে: যদি স্থির মূলধনের ব্যয়ে হ্রাস ঘটে উৎপাদনের বিবিধ শাখায় সাশ্রয় ইত্যাদির কারণে, যে-শাখাগুলির উৎপন্ন-সমূহ প্রবেশ করে শ্রমিকের পরিভোগে তা হলে তার ফল হতে পারে ঠিক নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদনশীলতায় প্রত্যক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলের মতই, মজুরির হ্রাসপ্রাপ্তি — শ্রমিকের জীবন-ধারণের উপকরণগুলি সস্তা হয়ে যাবার দরুন, এবং, অতএব, ফল হতে পারে উদ্বৃত্ত মূল্যের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ; যাতে করে মুনাফার হার এখানে বৃদ্ধি পাবে দুটি কারণে, যথা এক দিকে, যেহেতু স্থির মূলধনের মূল্য হ্রাস পায়। এবং অন্যদিকে যেহেতু উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধি পায়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফায় রূপান্তর প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে মজুরি হ্রাস পায় না পরন্তু স্থির থাকে, কারণ সেখানে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হয়েছিল মুনাফার হারে হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে—উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারে অদল বদল থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। অধিকন্তু সেখানে যে নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি সাধারণ নিয়ম, এবং সেগুলি মূলধনের সেইসব বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেসব বিনিয়োগের উৎপন্ন শ্রমিকের পরিভোগের মধ্যে প্রবেশ করে না, যার দরুন উৎপন্নের মূল্যে বিভিন্ন পরিবর্তন মজুরির উপরে কোনো প্রভাব ফেলে না।

অতএব উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে বা মূলধনের স্থির অংশের সঙ্গে শ্রমের দ্বারা বাৎসরিক সংযোজিত মূল্যের মজুরি মুনাফা এবং খাজনা ইত্যাদি আয়ের বিভিন্ন রূপে আলাদা আলাদা করে পর্যবসিত করার ফলে স্বয়ং মূল্যের মাত্রাগুলির কোনো পরিবর্তন ঘটে না—সেই মোট মূল্যের যা ভাগ করে দিতে হবে এই বিবিধ বর্গের মধ্যে , যেমন এই আলাদা আলাদা অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে না তাদের মোট এই উপস্থিত মূল্যের আয়তনে। উপস্থিত সংখ্যা ১০০ সর্বদা একই থাকে, তা সেই সংখ্যাটি ৫০ + ৫০, বা ২০ + ৭০ + ১০, বা ৪০ + ৩০ + ৩০ যেভাবেই ভাগ করা হোক না কেন। উৎপন্নের যে অংশটি পর্যবসিত হয় এই আয় সমূহ, তা নির্ধারিত হয় ঠিক মূলধনের স্থির অংশটিরই মত, পণ্যসম্ভারের মূল্যের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা। তা হলে প্রথম উপস্থিত পণ্য-

সম্ভারের মূল্যের পরিমাণটি যেটি ভাগ হবে মজুরি মুনাফা এবং খাজনার মধ্যে অন্যভাবে বললে, এই পণ্যসমূহের মূল্যের অংশগুলির যোগফলের চূড়ান্ত মাত্রাটি। দ্বিতীয়তঃ একই ভাবে উপস্থিত খোদ আলাদা আলাদা বর্গগুলির ব্যাপারে, তাদের গড় ও নিয়ন্ত্রণকারী মাত্রাসমূহ। এই মাত্রা-নির্দেশ ভিত্তি রচনা করে মজুরি। এক দিকে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় একটি প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা: সেগুলির নিম্নতম মাত্রা নির্ধারিত হয় শ্রমিকের শ্রমশক্তি সংরক্ষণ এবং তার পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের ন্যূনতম পরিমাণের দ্বারা অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের দ্বারা। এই পণ্যসমূহের মূল্য নির্ধারিত হয় এদের পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রম-সময়ের দ্বারা; এবং এই ভাবে উৎপাদনের উপায়সমূহে সংযোজিত নোতুন শ্রমের অংশটির দ্বারা, কিংবা জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের মূল্যের বাবদে একটি তুল্যমূল্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের জন্য প্রত্যেকটি কাজের দিনের যে-অংশটি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, সেই অংশটির দ্বারা। দৃষ্টান্ত হিসাবে যদি তার জীবন-ধারণের প্রাত্যহিক উপায়-উপকরণের গড় মূল্য হয় = ৬ ঘণ্টা গড় শ্রম, তা হলে সে অবশ্যই প্রতিদিন নিজের জন্য কাজ করবে ছয় ঘণ্টা করে। তার শ্রম-শক্তির সত্যিকারের মূল্য এই শারীরিক ন্যূনতম পরিমাণ থেকে বিচ্যুত হয়; তা বিভিন্ন হয় জলবায়ু ও সামাজিক বিকাশের মান অনুসারে; এটা নির্ভর করে কেবল শারীরিক নয়, সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত সামাজিক অভাব-বোধগুলিরও উপরে যেগুলি পরিণত হয় দ্বিতীয় স্বভাবে। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই, একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ন্ত্রণকারী গড় মজুরি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট আয়তন। বাকি সব আয়েরও আছে এই মাত্রা। এটা সর্বদাই সেই মূল্যটির সমান যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মোট কাজের দিনটি বিয়োগ মজুরির মধ্যে বিধৃত কাজের দিনের অংশটি (যেটি উপস্থিত মূলধনের ক্ষেত্রে মিলে যায় গড় কাজের দিনটির সঙ্গে, কেননা সেটি ধারণ করে মোট সামাজিক দ্বারা গতিবিমুক্ত মোট শ্রমের পরিমাণটিকে) সুতরাং তার মাত্রা নির্ধারিত হয় সেই মূল্যটির মাত্রা দিয়ে, যেটি অভিব্যক্ত হয় এই মজুরি-বঞ্চিত শ্রমের পরিমাণটির দ্বারা। এক দিকে নিজের মজুরির মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজনীয় কাজের দিনের অংশটির চূড়ান্ত মাত্রা নির্ধারিত হয় সেই মূল্যটির মাত্রা হচ্ছে মজুরির দৈহিক সর্বনিম্ন পরিমাণ, অন্য দিকে তখন শ্রমের বাকি অংশটি, যার মধ্যে বিধৃত হয় উদ্বৃত্ত-শ্রম অতএব মূল্যের যে অংশটি, প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেটির চূড়ান্ত মাত্রা হচ্ছে কাজের দিনের দৈহিক সর্বাধিক পরিসর অর্থাৎ যত ঘণ্টা ধরে শ্রমিক কাজ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে তার শ্রম-শক্তি সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদন করতে পারে, সেই দৈনিক মোট পরিমাণ শ্রম-সময়। যেহেতু এখানে আমাদের আলোচ্য হচ্ছে মূল্যের বণ্টন, যে-মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে প্রতি বছর নোতুন সংযোজিত শ্রমের, সেই হেতু এখানে কাজের দিনকে এখানে গণ্য করা যায় একটি স্থির রাশি হিসাবে, এবং এই ভাবেই গণ্য করা হচ্ছে—দৈহিক সর্বাধিক সীমা থেকে তা যত বেশিই যত কমই বিচ্যুত হোক না কেন। মূল্যের যে-অংশটি গঠন করে উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং যেটি নিজেকে পর্যবসিত করে মুনাফা এবং খাজনায়, তার চূড়ান্ত মাত্রাটি এই ভাবে নির্দিষ্টই থাকে। এটা নির্ধারিত হয় কাজের দিনের মজুরি-প্রদত্ত অংশের চেয়ে মজুরি-

বঞ্চিত অংশের বাড়তিটির দ্বারা অর্থাৎ মোট উৎপন্নটির যে-অংশে উদ্বৃত্ত-শ্রম অবস্থান করে সেই অংশটির দ্বারা। এইভাবে সীমাবদ্ধ এবং মোট মূলধনের ভিত্তিতে গণনাকৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে যদি আমরা অভিহিত করি মুনাফা বলে। যেমন আমি করেছি, তা হলে এই মুনাফা—যত দূর অবধি তার চূড়ান্ত আয়তনটির ব্যাপার—হবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান এবং অতএব, তার মাত্রাগুলিও নির্ধারিত হবে নিয়মের দ্বারা ঠিক যেমন হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের ক্ষেত্রে। অন্য দিকে, মুনাফার হারের মানটিও হচ্ছে অনুরূপ ভাবে একটি রাশি যা অবস্থান করে পণ্যসমূহের মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ মাত্রার মধ্যে এটিই হচ্ছে উৎপাদনে অগ্রিম-দত্ত মোট সামাজিক মূলধনের সঙ্গে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত। যদি এই মূলধন হয়=৫০০ (ধরুন মিলিয়ন) এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য হয়=১০০, তাহলে ২০% রচনা করে মুনাফার চূড়ান্ত মাত্রা। বিবিধ উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োজিত মূলধন-সমূহের মধ্যে এই হার অনুযায়ী সামাজিক মুনাফার বণ্টন সৃষ্টি করে উৎপাদনের দামগুলিকে, যেগুলি বিচ্যুত হয় পণ্যসম্ভারের মূল্যসমূহ থেকে এবং যেগুলিই হচ্ছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী বিবিধ গড় বাজার-দাম। কিন্তু এই বিচ্যুতি কোনোটাই অবসান ঘটায় না—না মূল্যের দ্বারা দামের নির্ধারণ, না মুনাফার নিয়মিত মাত্রাগুলি। তার উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধন যোগ তার মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে সমান হবার পরিবর্তে একটি পণ্যের মূল্য তার উৎপাদনের দাম এখন হয় তার উৎপাদনে পরিভুক্ত মূলধন 'স' যোগ সেই উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা পড়ে তার ভাগে সাধারণ মুনাফা হারের ফল হিসাবে, ধরা যাক সেটা হচ্ছে—পরিভুক্ত এবং কেবল বিনিয়োজিত মূলধনকে হিসাবে ধরে—তার উৎপাদন অগ্রিম-দত্ত মূলধনের ২০%। কিন্তু এই ২০% অতিরিক্ত পরিমাণটি নিজেই নির্ধারিত হয় এই মোট সামাজিক মূলধন এবং এই মূলধনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা; আর এই কারণেই তা ২০%—এবং ১০ বা ১০০ নয়।

বিবিধ উৎপাদন-দামে বিবিধ মূল্যের রূপান্তর, তা হলে, অপসারণ করে না মুনাফার মাত্রা-সমূহকে, কেবল পরিবর্তন করে বিবিধ বিশেষ বিশেষ মূলধনের মধ্যে যে মূলধনগুলি গঠন করে সামাজিক মূলধন, তাদের মধ্যে তার বণ্টন, অর্থাৎ যে-অনুপাতে সেগুলি গঠন করে এই মোট মূলধনের সেই অনুপাতে তা এটা বণ্টন করে দেয় সমান ভাবে। বাজার-দামগুলি এই নিয়ন্ত্রণকারী উৎপাদন দামসমূহের উপরে উঠে যায় বা নীচে নেমে যায়, কিন্তু এই ওঠানামাগুলি পরস্পরকে প্রতিপূরণ করে দেয়। যদি কেউ মোটামুটি দীর্ঘ সময়কাল ধরে দামের তালিকাগুলি পরীক্ষা করেন, এবং যে যে ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্যাদির সত্যিকারের মূল্য পরিবর্তিত হয়েছে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন ঘটার ফলে এবং যে যে ক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে প্রাকৃতিক বা সামাজিক দুর্বিপাকের ফলে, সেগুলিকে উপেক্ষা করেন, তা হলে তিনি বিস্মিত হবেন, প্রথমতঃ এই বিচ্যুতগুলির আপেক্ষিক ভাবে সংকীর্ণ মাত্রার দ্বারা, এবং দ্বিতীয়তঃ, সেগুলির পারস্পরিক প্রতিপূরণের দ্বারা। সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে কুয়েটেলেট নিয়ন্ত্রণকারী গড়সমূহের যে আধিপত্যের নির্দেশ করেছিলেন, সেই একই আধিপত্য দেখা যাবে এখানেও। যদি উৎপাদনের দামে পণ্যের মূল্যের সমাকরণ কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়, তা হলে খাজনা নিজেকে

পর্যবসিত করে পার্থক্যজনিত খাজনায়, তার মানে, তা সীমাবদ্ধ থাকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমীকরণে, যা যাবে কিছু ধনিকের কাছে নিয়ন্ত্রণকারী উৎপাদন-দামের মাধ্যমে এবং যা এখন আত্মসাৎ করছে জমির মালিক। এখানে, তা হলে, খাজনার নির্দিষ্ট সীমা থাকে মুনাফার আলাদা আলাদা হারের বিচ্যুতিসমূহের মধ্যে যেগুলি সংঘটিত হয়, সাধারণ মুনাফা-হারের দ্বারা বিবিধ উৎপাদন-দামের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। যদি ভূমিগত সম্পত্তি উৎপাদন-দামে পণ্যমূল্যের সমীকরণে বাধা সৃষ্টি করে, এবং অনাপেক্ষিক খাজনা আত্মসাৎ করে, তা হলে এই শেষোক্তটি সীমাবদ্ধ হয় কৃষি-দ্রব্যাদির উৎপাদন-দামের উপরে তাদের মূল্যের বাড়তি অংশটির দ্বারা, অর্থাৎ মুনাফার সাধারণ হার মূলধনগুলির জন্য যে মুনাফা-হার বরাদ্দ করেছে, তার উপরে সেগুলির মধ্যে বিধৃত বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্যের দ্বারা। তা হলে এই পার্থক্যটাই রচনা করে খাজনার সীমা, যা, যথাপূর্বং, পণ্যসম্ভারের মধ্যে বিধৃত উপস্থিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া কিছু নয়।

সর্বশেষে, যদি গড় মুনাফায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমীকরণের পথে উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে, কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক একচেটিয়া অধিকারের আকারে, বিশেষ করে জমির উপরে একচেটিয়া অধিকারের আকারে কোনো বাধা দেখা দেয়, যার দরুন সম্ভব হয় একটি একচেটিয়া দাম, যা ওঠে এই একচেটিয়া মালিকানার দ্বারা প্রভাবিত পণ্যসমূহের উৎপাদন-দামের উপরে, এবং মূল্যের উপরে, তা হলে তার ফলে পণ্যগুলির মূল্যের দ্বারা আরোপিত সীমাসমূহ অপসারিত হয়ে যাবে না। কতকগুলি পণ্যের একচেটিয়া দাম কেবল অন্যান্য পণ্য-উৎপাদনকারীদের মুনাফার একটি অংশকে স্থানান্তরিত করবে সেই সব পণ্যে যেগুলি ধারণ করে একচেটিয়া দাম। উৎপাদনের পরোক্ষ ভাবে বিবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টনে ঘটাবে একটি স্থানীয় ব্যাঘাত, কিন্তু তার দরুন খোদ এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের মাত্রায় কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। একচেটিয়া দামের ধারক পণ্যটি যদি প্রবেশ করে শ্রমিকের আবশ্যিক পরিভোগে, তা হলে তা মজুরিতে বৃদ্ধি ঘটাবে এবং তদ্দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্যে হ্রাস সাধন করবে—ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, শ্রমিক, আগের মতই, পায় তার শ্রম-শক্তির মূল্য। তা মজুরিকে শ্রম-শক্তির নিচেও দাবিয়ে দিতে পারত, কিন্তু কেবল ততটা অবধি যে প্রথমোক্তটি ছাড়িয়ে গিয়েছে তার দৈহিক প্রয়োজনের ন্যূনতম পরিমাণ। এক্ষেত্রে, একচেটিয়া দামটি দেওয়া হবে আসল মজুরি থেকে (অর্থাৎ একই পরিমাণ শ্রমের জন্য শ্রমিক যে-পরিমাণ ব্যবহার মূল্য প্রাপ্ত হয়) এবং অন্যান্য ধনিকের মুনাফা থেকে। যে মাত্রাগুলির মধ্যে একচেটিয়া দামটি পণ্যসমূহের দামগুলির স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করবে, সেগুলি দৃঢ় ভাবে ধার্য এবং সঠিক ভাবে গণনাসাধ্য হবে।

এই ভাবে ঠিক যেমন পণ্যসমূহের নোতুন, সংযোজিত মূল্যের, এবং সাধারণ ভাবে আয়ে পর্যবসিতব্য মূল্যের, বিভাজন তার নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রণকারী মাত্রাগুলির দেখা পায় আবশ্যিক এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমের, মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম্পর্কের মধ্যে, ঠিক তেমন মুনাফায় এবং ভূমি-খাজনায় স্বয়ং উদ্বৃত্ত মূল্যের বিভাজন তার মাত্রাগুলির দেখা পায় মুনাফা-হারের সমীকরণের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলীর মধ্যে। সুদে এবং উদ্যোগজনিত মুনাফায় বিভাজন প্রসঙ্গে, গড় মুনাফা নিজেই যুক্তভাবে উভয়েরই সীমা রচনা করে।

ত নির্দিষ্ট আয়তনের মূল্য যুগিয়ে দেয়, যা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে এবং যাকেই একমাত্র এই ভাবে ভাগ করা যায়। এই বিভাজনের বিশেষ হার কি হবে, তা আপতিক, অর্থাৎ সেটি নির্ধারিত হয় একান্ত প্রতিযোগিতার অবস্থাবলীর দ্বারা। যেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগান এবং চাহিদার পারস্পরিক সমতার মানে হল বাজার-দরগুলির নিয়ন্ত্রণকারী গড় দামসমূহ থেকে সেগুলির বিবিধ বিচ্যুতির অবসান, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার প্রভাবের অবসান, সেখানে এক্ষেত্রে তা হচ্ছে একমাত্র নির্ধারক। কিন্তু কেন? কারণ একই উৎপাদন-উপাদানকে, মূলধনকে ভাগ করে দিতে হবে উদ্বৃত্ত-মূল্যে তার অংশটিকে একই উৎপাদন-উপাদানের দুই মালিকের মধ্যে। কিন্তু এই যে ঘটনা যে, এখানে গড় মুনাফাটির বিভাজনের বেলায় কোনো নির্দিষ্ট নিয়মিত মাত্রা নেই, তা পণ্যমূল্যটির অংশ হিসাবে তার মাত্রাটির অবসান ঘটায় না, ঠিক যেমন এই ঘটনাটি যে, কোনো একটি কারবারে তার দুই অংশীদার বিভিন্ন বাহ্য ঘটনার দরুন তাদের মুনাফাকে ভাগ করে নেয় অসম ভাবে, তা কোনো ক্রমেই মুনাফার মাত্রাগুলিকে ক্ষুণ্ণ করে না।

অতএব যদিও পণ্য-মূল্যের যে-অংশটিতে উৎপাদনের উপায়গুলির মূল্যে সংযোজিত নোতুন শ্রমটি অন্তর্ভুক্ত হয় সেটি বিভক্ত হয় বিভিন্ন অংশ, যেগুলি আয়ের আকারে ধারণ করে পরস্পর-স্বতন্ত্র বিবিধ রূপ, তবু এটা কোনো কারণ নয় যে, এখানে মজুরি, মুনাফা এবং ভূমি-খাজনাকে বিবেচনা করতে হবে সেই অঙ্গ-গঠক উপাদানগুলি হিসাবে, যেগুলি, সমবেত ভাবে বা সব কটি এক সঙ্গে, গঠন করে খোদ পণ্যগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দামটির (স্বাভাবিক দাম, Prix necessaire) উৎস যাতে করে, মূল্যের স্থির অংশটি বাদ দেবার পরে, বাকি পণ্য-মূল্যটি হয় না সেই মূল একক, যা নিজেকে ভাগ করে এই তিনটি অংশে বরং উল্টো, এই তিনটি অংশের প্রত্যেকটির দাম নির্ধারিত হয় আলাদা আলাদা ভাবে, এবং পণ্যগুলির দাম তখন গঠিত হয় এই তিনটি আলাদা রাশিকে একসঙ্গে যোগ করে। বস্তুতঃ, পণ্য-মূল্যই হচ্ছে সেই রাশি, যা থাকে মজুরি মুনাফা এবং খাজনার মোট মূল্য-সমূহের যোগফলের আগে—পূর্বোক্তগুলির আপেক্ষিক আয়তন-সমূহ যাই হোক। উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণাটিতে, মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা হচ্ছে মূল্যের তিনটি স্বতন্ত্র রাশি, যেগুলির মোট আয়তন উৎপাদন করে সীমায়িত করে এবং নির্ধারণ করে পণ্য মূল্যের আয়তন।

প্রথম ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে যদি মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা গঠন করতে পণ্যসমূহের দাম, তা হলে সেটা পণ্য-মূল্যের স্থির অংশটির ক্ষেত্রে যতটা খাটত, অন্য অংশটির ক্ষেত্রেও ততটা খাটত, যে-অংটির মধ্যে বিধৃত থাকে অস্থির মূলধন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য। অতএব, এই স্থির অংশটিকে এখানে সমগ্র ভাবেই বিবেচনার বাইরে রাখতে হবে, কারণ যে-পণ্যগুলির মূল্য দিয়ে এটা গঠিত, তা একই ভাবে আবার নিজেকে পর্যবসিত করবে মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার মূল্যসমূহের যোগফলে। যে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধারণাটি, তা হলে, অস্বীকার করে মূল্যের এমন একটি অস্থির অংশের খোদ অস্তিত্বকেই।

এটা আরো স্পষ্ট যে মূল্য এখানে সমস্ত অর্থ হারায়। কেবল দামের ধারণাটাই

এখানে এখনো থাকে—এই অর্থে যে শ্রম-শক্তি মূলধন এবং জমির মালিককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা কি? টাকা একটা জিনিস নয়, তা একটা নির্দিষ্ট রূপের মূল্য, অতএব মূল্যের অস্তিত্ব আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয়। তা হলে বলা যাক, সোনা বা রুপার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া হয় উৎপাদনের এই উপাদানগুলির জন্য, কিংবা তাকে মানসিক ভাবে সমীকরণ করা হয় সেগুলির সঙ্গে। কিন্তু সোনা এবং রুপা (এবং প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ এই আবিষ্কারের জন্য গর্বিত) নিজেরাই অন্যান্য পণ্যের মতই পণ্য। সুতরাং সোনা ও রুপার দামও অনুরূপ ভাবে নির্ধারিত হয় মজুরি, মুনাফা ও খাজনার দ্বারা। অতএব আমরা মজুরি মুনাফা এবং খাজনা নির্ধারণ করতে পারি না সোনা ও রুপার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে তার সমীকরণ করে, কেননা এই সোনা এবং রুপার মূল্য, যার দ্বারা তাদের মূল্য-নিরূপিত হবে যেমন তাদের সমার্ঘতায় তাকেই প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে ঠিক তাদেরই দ্বারা—সোনা এবং রুপা থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, অর্থাৎ যে কোনো পণ্যের মূল্য থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, যে মূল্যটি ঠিক ঐ তিনটি উপাদানেরই উৎপন্ন ফল। অতএব, এ কথা বলা যে, মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার মূল্যগঠিত হয় সোনা বা রুপার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে তার সমার্ঘতায়—এর মানে দাঁড়ায় এ কথা বলা যে তারা মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সমান।

প্রথমে ধরা যাক মজুরি। কেননা এই দৃষ্টিকোণ থেকেও শ্রমকে করতে হবে সূচনা বিন্দু। তা হলে কেমন করে নির্ধারিত হয় মজুরির নিয়ামক দামটি—যে দামটিকে ঘিরে তার বাজার দামগুলি বাড়ে কমে?

বলা যাক যে, তা নির্ধারিত হয় শ্রম-শক্তির যোগান এবং চাহিদার দ্বারা। কিন্তু এটা কোন ধরনের শ্রম-শক্তি চাহিদা? এটা হচ্ছে মূলধনের দ্বারা সৃষ্ট চাহিদা। সুতরাং শ্রমের চাহিদা হচ্ছে মূলধনের যোগানের সামিল। মূলধনের যোগানের কথা বলতে হলে, আমাদের সবার আগে জানতে হবে মূলধন কি? মূলধন কি দিয়ে তৈরি হয়? যদি আমরা তার সরলতম চেহারাটা ধরি, তা হলে তা তৈরি হয় অর্থ এবং পণ্য দিয়ে। কিন্তু অর্থ হচ্ছে কেবল একটি পণ্য রূপ। মূলধন, তা হলে, গঠিত হয় পণ্যসমূহ দিয়ে। কিন্তু পণ্যসমূহের মূল্য, আমাদের ধৃত-ধারণা অনুসারে, নির্ধারিত হয়, প্রথমতঃ এই পণ্যগুলির উৎপাদনকারী শ্রমের দামের দ্বারা, তথা মজুরির দ্বারা। মজুরিকে এখানে আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয় এবং গণ্য করা হয় পণ্যসমূহের দামের একটি অঙ্গাংশ উপাদান হিসাবে। তা হলে এই দাম নির্ধারিত হওয়া উচিত মূলধনের সঙ্গে উপস্থিত শ্রমের অনুপাতের দ্বারা। মূলধনের নিজের দাম সেই পণ্যগুলির দামের সমান, সেগুলি তা তৈরি। মূলধন কর্তৃক শ্রমের চাহিদা মূলধনের যোগানের সমান। এবং মূলধনের যোগান আবার নির্দিষ্ট দামের পণ্যসম্ভারের একটি পরিমাণের সমান, এবং এই দাম নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রথমতঃ, শ্রমের দামের দ্বারা, এবং শ্রমের দাম আবার সমান হয় পণ্য-দামের এই অংশের সঙ্গে, যে-অংশটি গঠন করে অস্থির মূলধন যেটি শ্রমিককে দেওয়া হয় তার শ্রমের বিনিময়ে;

এবং এই অস্থির অংশটি গঠন করে যে পণ্যগুলি, সেগুলির দাম আবার নির্ধারিত হয় প্রাথমিক ভাবে শ্রমের দামের দ্বারা ; কেননা তা নির্ধারিত হয় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার দামের দ্বারা, মজুরি নির্ধারণ করতে হলে তাই আমরা আগে থেকে ধরে নিতে পারি না মূলধনকে কেননা মূলধনের নিজেরই মূল্য নির্ধারিত হয় আংশিক ভাবে মজুরির দ্বারা।

অধিকন্তু, এই সমস্যাটির মধ্যে প্রতিযোগিতাকে টেনে আনায় এতটুকুও সুরাহা হয় না। প্রতিযোগিতা শ্রমের বাজার-দামগুলি বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটায়। কিন্তু ধরুন শ্রমের যোগান এবং চাহিদা পরস্পরের সঙ্গে সমান। সেক্ষেত্রে মজুরি কি ভাবে নির্ধারিত হয়? প্রতিযোগিতার দ্বারা? কিন্তু আমরা এই মাত্র ধরে নিয়েছি যে, প্রতিযোগিতা একটি নির্ধারক হিসাবে কাজ করা থেকে বিরত হয়, তার দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যে ভারসাম্যের কারণে তার প্রভাব খারিজ হয়ে যায়। বস্তুতঃ পক্ষে, আমরা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি মজুরির ঠিক এই স্বাভাবিক দামটিকেই, অর্থাৎ শ্রমের সেই দামটিকে যেটি প্রতিযোগিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। উল্টো, যেটি প্রতিযোগিতাকেই নিয়ন্ত্রণ করে।

শ্রমিকের জীবন-ধারণের আবশ্যিক উপায় উপকরণের দ্বারা শ্রমের আবশ্যিক দাম নির্ধারণ করার মত ছাড়া আর কিছু থাকে না। কিন্তু জীবন-ধারণের এই উপায়-উপকরণগুলিও, বিবিধ পণ্য, যাদের একটি দাম আছে। সুতরাং শ্রমের দাম নির্ধারিত হয় জীবন-ধারনের আবশ্যিক উপায়-উপকরণের দামের দ্বারা এবং জীবন-ধারনে আবশ্যিক উপায়-উপকরণের দাম, বাকি সমস্ত পণ্যের দামের মত নির্ধারিত হয় প্রাথমিক ভাবে শ্রমের দামের দ্বারা। সুতরাং জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের দামের দ্বারা নির্ধারিত। শ্রমের দাম নির্ধারিত হয় তার নিজেরই দারা। অন্য ভাবে বললে, আমরা জানি না কি ভাবে শ্রমের দাম নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে শ্রমের একটা সাধারণ ভাবে দাম আছে, কারণ তাকে গণ্য করা হয় একটি পণ্য হিসাবে। সুতরাং শ্রমের দামের কথা বলতে হলে আমাদের জানতে হবে সাধারণ ভাবে দাম কি? কিন্তু আমরা এ ভাবে আদৌ জানতে পাই না সাধারণ দাম কি।

যাই হোক, ধরা যাক যে শ্রমের আবশ্যিক দাম নির্ধারিত হয় এই মনোরম ভঙ্গিতে। তা হলে, গড় মুনাফা নির্ধারিত হয় কি ভাবে—স্বাভাবিক অবস্থার অধীনে প্রত্যেকটি মূলধনের, যেটি গঠন করে পণ্যসমূহের দামে দ্বিতীয় উপাদান? গড় মুনাফা অবশ্যই নির্ধারিত হবে মুনাফার একটি গড় হারের দ্বারা ; এই হারটি নির্ধারিত হয় কি ভাবে? ধনিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা? কিন্তু প্রতিযোগিতা আগে থেকেই ধরে নেয় মুনাফার অস্তিত্ব। তা আগে থেকে ধরে নেয় মুনাফার বিভিন্ন হার এবং এই ভাবে বিভিন্ন মুনাফা—উৎপাদনের একই বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রতিযোগিতা মুনাফার হারকে প্রভাবিত করতে পারে কেবল ততটা পর্যন্ত যতটা পর্যন্ত তা প্রভাবিত করে পণ্য দ্রব্যাদির দামগুলিকে। প্রতিযোগিতা কেবল একই উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদন-কারীদের বাধ্য করে একই দামে তাদের পণ্যসমূহকে বিক্রি করতে এবং তাদের বাধ্য করে তাদের পণ্যসমূহকে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে এমন এমন দামে বিক্রি করতে যা তাদের

দেয় একই মুনাফা—পণ্যে যে-দাম মজুরির দ্বারা আগেই আংশিক ভাবে নির্ধারিত হয়েছে, তার সঙ্গে একই আনুপাতিক সংযোজন। অতএব প্রতিযোগিতা কেবল পারে মুনাফার হারে অসমতাগুলিকে সমান করে দিতে। মুনাফার অসমান হারগুলিকে সমান করার জন্য মুনাফাকে অবশ্যই থাকতে হবে পণ্যের দামে একটি উপাদান হিসাবে প্রতিযোগিতা তাকে সৃষ্টি করে না। তা তার মানকে উঁচু বা নিচু করে, কিন্তু মানটিকে সৃষ্টি করে না, যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সমতা সাধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। এবং আমরা যখন বলি মুনাফার একটি আবশ্যিক হারের কথা, তখন আমরা যা জানতে চাই, তা ঠিক এই মুনাফার হারটিকেই—প্রতিযোগিতার টানা-পড়েন থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, যা আবার স্বয়ং প্রতিযোগিতাকেই নিয়ন্ত্রণ করে। মুনাফার গড় হারের সূচনা হয় যখন প্রতিযোগিতাশীল ধনিকদের মধ্যে শক্তিসমূহের একটি ভারসাম্য ঘটে। প্রতিযোগিতা একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কিন্তু পারে না মুনাফার হারটিকে প্রতিষ্ঠা করতে, যেটি এই ভারসাম্যের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। যখন এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন মুনাফার এই সাধারণ হারটি কেন ১০, বা ২০, বা ১০০%? প্রতিযোগিতার দরুন? না, বরং উল্টো, প্রতিযোগিতার ফলে অবসান ঘটেছে ১০, ২০, বা ১০০%? থেকে বিচ্যুতিগুলির কারণসমূহকে। এটা ঘটিয়েছে এমন একটি পণ্য-দাম যার দরুন প্রত্যেকটি মূলধন দেয় একই মুনাফা—তার আয়তনের অনুপাতে। এই মুনাফার নিজের আয়তন কিন্তু প্রতিযোগিতা-নিরপেক্ষ। শেষোক্তটি কেবল বারবার, সমস্ত বিচ্যুতিকে পর্যবসিত করে এই আয়তনটিতে। এক ব্যক্তি প্রতিযোগিতা করে আরেক ব্যক্তির সঙ্গে, এবং প্রতিযোগিতা তাকে বাধ্য করে তার পণ্যসম্ভারকে বিক্রি করতে অন্য জনের সঙ্গে একই দামে। কিন্তু কেন এই দাম ১০ বা ২০ বা ১০০%?

অতএব মুনাফার হারকে এবং তাই মুনাফাকে, পণ্যের দামের সঙ্গে অযৌক্তিক ভাবে সংযোজিত একটি নির্দিষ্ট অতিরিক্ত আদায় হিসাবে ঘোষণা করা ছাড়া কিছু থাকে না—পণ্যের যে-দামটি এই পর্যন্ত আংশিক ভাবে নির্ধারিত ছিল মজুরির দ্বারা। একমাত্র যে-জিনিসটি প্রতিযোগিতা আমাদের বলে দেয়, সেটি এই যে, মুনাফার হার অবশ্যই হবে একটি নির্দিষ্ট আয়তন। কিন্তু এতো আমরা আগেই জানতাম যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম মুনাফার সাধারণ হার এবং মুনাফার "আবশ্যিক দাম।"

ভূমি-খাজনার ক্ষেত্রে আবার এই আজগুবি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কষ্ট করে যাওয়া একেবারেই অনাবশ্যক। এই ভাবে না গিয়েও, কেউ এটা দেখতে পারেন যে, মোটামুটি ধারাবাহিক ভাবে অনুসৃত হলে, তা মুনাফা এবং খাজনাকে প্রতিভাত করে নিছক অতিরিক্ত নির্দিষ্ট আদায় হিসাবে যা পণ্য-সমূহের দামের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে কিছু ব্যাখ্যাতীত নিয়মের দ্বারা। সংক্ষেপে, প্রতিযোগিতাকে কাঁধে নিতে হবে অর্থনীতি-বিদদের সমস্ত আজেবাজে ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যার ভার, অন্য দিকে অর্থনীতিবিদেরা বরং ব্যাখ্যা করবেন প্রতিযোগিতাকে।

এখন, এই বিভ্রমটিকে খারিজ করে দিয়ে যে, মুনাফা এবং খাজনা হচ্ছে সঙ্কলনের

সৃষ্টি অর্থাৎ বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত দামের অন্নাংশ—কারণ সঙ্কলন কখনো তা দিতে পারে না, যা তা আগে পায় নি—ব্যাপারটা দাঁড়ায় কেবল এই :

ধরা যাক, একটি পণ্যের মজুরির দ্বারা নির্ধারিত মূল্য=১০০ ; ধরা যাক, মুনাফার হার মজুরির, ১০% এবং খাজনা মজুরির ১৫%। তা হলে মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার যোগফলের দ্বারা পণ্যের দাম=১২৫। এই অতিরিক্ত ২৫ উদ্ভূত হতে পারে না পণ্যের বিক্রয় থেকে। কারণ যারা পরস্পরের কাছে পণ্য বিক্রি করে, তারা সবাই তা করে ১২৫-এ, যার জন্য খরচ পড়ে ১০০ ; তারা সবাই যদি বিক্রি করত ১০০-তে তা হলে যা হত, এটা তারই মত। অতএব, কাজটাকে বিচার করতে হবে সঙ্কলন প্রক্রিয়া থেকে নিরপেক্ষ ভাবে।

যদি তিনটিতে ভাগ করে নেয় খোদ পণ্যটাকেই, যার জন্য এখন খরচ পড়ে ১২৫—এবং এতে ব্যাপারগুলিতে মোটেই কোনো পরিবর্তন ঘটে না যদি ধনিক প্রথম বিক্রি করে ১২৫-এ, এবং তারপরে শ্রমিককে দেয় ১০০, নিজেকে ১০ এবং জমিদারকে ১৫—শ্রমিক পায় মূল্য এবং উৎপন্নের $\frac{৪}{৫}$=১০০। ধনিক পায় মূল্য এবং পণ্যের $\frac{২}{২৫}$ এবং জমিদার $\frac{৩}{২৫}$। যেহেতু ধনিক ১০০-তে বিক্রি না করে, বিক্রি করে ১২৫ এ, সেইহেতু সে শ্রমিককে দেয় তার শ্রমধারণকারী উৎপন্নটির কেবল $\frac{৪}{৫}$। অতএব, এটা হবে ঠিক একই, যেন সে শ্রমিককে দিয়েছে ৮০ এবং নিজের জন্য রেখেছে ২০—যার মধ্যে ৮ আসবে তার ভাগে এবং ১২ যাবে জমিদারের ভাগে। এ ক্ষেত্রে সে পণ্যটি বিক্রি করত সেটির মূল্য, কেননা বাস্তবে দামের সঙ্গে সংযোজনগুলি প্রকাশ করে এমন সব বৃদ্ধি যেগুলি পণ্যটির মূল্য থেকে নিরপেক্ষ, যা আমাদের পূর্বধৃত ধারণা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় মজুরির মূল্যের দ্বারা। এটা একই কথা ঘুরিয়ে বলা যে, "মজুরি" কথাটি, এখানে যা ১০০, বোঝায়, উৎপন্নটির মূল্য, অর্থাৎ এমন একটি অর্থের পরিমাণ যার মধ্যে প্রকাশ পায় শ্রমের এই নির্দিষ্ট পরিমাণটি কিন্তু এই মূল্যটি আবার আলাদা হয় আসল শ্রম থেকে এবং, অতএব, দেয় একটি উদ্বৃত্ত মূল্য। তবে এখানে উদ্বৃত্তটা উপলব্ধ হয় দামের সঙ্গে একটি আর্থিক সংযোজনের মাধ্যমে। অতএব, মজুরি যদি হত ১০০-র পরিবর্তে ১১০ তা হলে মুনাফা হত=১১, এবং খাজনা হত=১৬$\frac{১}{২}$, যার দরুণ পণ্যটির দাম হত=১৩৭$\frac{১}{২}$। সে ক্ষেত্রে অনুপাতগুলি অপরিবর্তিতই থাকত। কিন্তু যেহেতু বিভাজনটা সর্বদাই পাওয়া যাবে মজুরির সঙ্গে নির্দিষ্ট শতাংশের একটি আর্থিক সংযোজনের মাধ্যমে, সেই হেতু দাম বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাবে মজুরির সঙ্গে সঙ্গে। মজুরি এখানে প্রথমে সমান করা হয় পণ্যের মূল্যের সঙ্গে, এবং তার পরে আবার তা থেকে আলাদা করা হয়। যাই হোক, বস্তুতঃ পক্ষে, এর মানে দাঁড়ায় ঘুরিয়ে এবং অর্থহীন ভাবে এ কথা বলা যে, পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার মধ্যে বিধৃত শ্রমের দ্বারা ; অন্য দিকে মজুরি নির্ধারিত হয় জীবন ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণের দামের দ্বারা, এবং মজুরির উপরে মূল্যের যে-বাড়তি অংশ খাজনা।

সেগুলির সৃজনে পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়গুলির মূল্য বাদ দেবার পরে, পণ্য-সমূহের মূল্যের বিভাজন, উৎপাদিত পণ্যসমূহের মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা

নির্ধারিত এই নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের তিনটি অঙ্গাংশে বিভাজন, যেগুলি মজুরি, মুনাফা এবং খাজনা হিসাবে ধারণ করে স্বতন্ত্র এবং পরস্পরসম্পর্কহীন আয়ের রূপ—এই বিভাজন আত্মপ্রকাশ করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উপরিভাগে, এবং অতএব তার দ্বারা মোহাবিষ্ট মনগুলিতে, একটি বিকৃত রূপে।

ধরা যাক কোনো একটি পণ্যের মোট মূল্য=৩০০, যার মধ্যে ২০০ হল তার উৎপাদনে পরিভুক্ত উৎপাদনের উপায়সমূহের, বা স্থির মূলধনের উপাদানসমূহের. মূল্য। বাকি থাকে ১০০—পণ্যটির উৎপাদন প্রক্রিয়া চলাকালে তার সঙ্গে সংযোজিত নোতুন মূল্যের পরিমাণ হিসাবে। এই ১০০ পরিমাণ নোতুন মূল্যটাই হচ্ছে যেটা থাকে তিন ধরনের আয়ের মধ্যে ভাগাভাগির জন্য। আমরা যদি ধরি মজুরি=চ, মুনাফা=ছ এবং ভূমি খাজনা=জ, তা হলে চ+ছ+জ আমাদের ক্ষেত্র সর্বদাই হবে=১০০ ; এই ১০০ বিভক্ত হয় চ, ছ এবং জ এর মধ্যে। কিন্তু বরং, পণ্যের দাম শুধু গঠিত হয় মজুরির-মূল্য মুনাফার মূল্য এবং খাজনার মূল্য দিয়ে, যে আয়তনগুহি নির্ধারিত হয় পণ্যটির মূল্য এবং পরস্পর থেকে নিরপেক্ষ ভাবে, যাতে করে চ, ছ এবং জ প্রত্যেকেই হয় নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত। এবং কেবল এই আয়তনগুলির যোগফল থেকেই, যা হতে পারে ১০০-র চেয়ে বেশি বা কম ; পাওয়া যায় খোদ পণ্যটির মূল্যের আয়তন—এই অঙ্গাংশ মূল্য-গুলিকে একসঙ্গে যোগ দিয়ে এই আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী কারণ :

প্রথমত : একটি পণ্যের মূল্যের অঙ্গগঠক অংশগুলি দেখা দেয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন আয় হিসাবে, এবং এই কারণে সম্পর্কিত হয় তিনটি অত্যন্ত বিভিন্ন রূপের উৎপাদন উপাদানের সঙ্গে, যথা শ্রম, মূলধন এবং জমি, আর সেই কারণেই মনে হয় যেন উদ্ভূত হয় এই উপাদানগুলি থেকেই। শ্রম-শক্তি, মূলধন এবং ভূমিই হল পণ্যসমূহের এই বিবিধ অঙ্গগঠক মূল্যগুলির হেতু যেগুলি যায় যথাক্রমে তাদের মালিকদের ভাগে এবং এই ভাবে রূপান্তরিত হয় তাদের আয়ে। কিন্তু আয়ে রূপান্তর-পরিগ্রহ থেকে মূল্যের উদ্ভব ঘটে না ; আয়ে রূপান্তরিত হবার আগেই এই রূপ ধারণ করার আগেই, তার অস্তিত্ব থাকা চাই। এর বিপরীতটা সত্য—এই যে বিভ্রম, তা আরো জোরদার হয় এই কারণে যে পরস্পরের সঙ্গে তুলনায় এই তিনটি অঙ্গাংশের আপেক্ষিক আয়তনসমূহ অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, খোদ পণ্যগুলির মূল্যের সঙ্গে তাদের সংযোগ এবং তার দ্বারা তাদের সীমাবদ্ধতা কোনো ভাবেই বাইরে প্রকাশ পায় না।

দ্বিতীয়ত : আমরা দেখেছি, মজুরিতে একটি সাধারণ বৃদ্ধি বা হ্রাস—মুনাফার সাধারণ হারে বিপরীত দিকে একটি গতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—বাকি অবস্থাবলী একই থাকলে—বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন-দামসমূহে পরিবর্তন ঘটায়, অর্থাৎ কতকগুলিতে বৃদ্ধি ঘটায়, কতকগুলিতে হ্রাস, উৎপাদনের যথাক্রমিক ক্ষেত্রসমূহে মূলধনের গড় গঠন অনুযায়ী। অতএব অভিজ্ঞতা এখানে দেখায় যে উৎপাদনের কিছু ক্ষেত্রে, যাই হোক একটি পণ্যের গড় দাম বৃদ্ধি পায় কারণ মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং হ্রাস পায় কারণ মজুরি হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু "অভিজ্ঞতা" এটা দেখায় না যে পণ্যের মূল্য, যা মজুরি থেকে নিরপেক্ষ তা গোপনে এই পরিবর্তনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাই হোক, যদি মজুরিতে

বৃদ্ধিট। স্থানীয়, যদি তা বিশেষ বিশেষ ঘটনার দরুন ঘটে কেবল উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, তা হলে এই সব পণ্যের দামসমূহে তদনুযায়ী একটি আর্থিক বৃদ্ধি ঘটতে পারে। অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তুলনায়—যেগুলির ক্ষেত্রে মজুরি থেকে গিয়েছে অপরিবর্তিত, সেগুলির তুলনায়—এক ধরনের পণ্যের মূল্যে এই বৃদ্ধি তা হলে কেবল বিবিধ উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অভিন্ন বন্টনের পথে স্থানীয় ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে মাত্র একটি প্রতিক্রিয়া, মুনাফার বিশেষ বিশেষ হারগুলিকে একটি সাধারণ হারে সমান করে দেওয়ার প্রক্রিয়া। "অভিজ্ঞতা" এখানে দেখায় যে, মজুরি আবার দাম নির্ধারণ করে। অতএব, উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা দেখায় যে মজুরি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে কিন্তু এই আন্ত সম্পর্কের লুক্কায়িত হেতুটিকে "অভিজ্ঞতা" দেখায় না। অধিকন্তু শ্রমের গড় দাম, অর্থাৎ শ্রম শক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় জীবনধারনের আবশ্যিক উপায় উপকরণের উৎপাদন দামের দ্বারা। যদি শেষোক্তটি বাড়ে কিংবা কমে, তা হলে প্রথমোক্তটিও অনুরূপ ভাবে বাড়ে বা কমে। অতএব, অভিজ্ঞতা আবার দেখায় যে, মজুরি এবং পণ্যের দামের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু হেতুটি দেখা দিতে পারে ফল হিসাবে এবং ফলটি হেতু হিসাবে, যেমন ঘটে বাজার-দামগুলির চলাচলের বেলায়, যেখানে তার গড়ের উপরে মজুরির বৃদ্ধি সমৃদ্ধির সময়ে উৎপাদন দামের উপরে বাজার দামের বৃদ্ধির সঙ্গে মিলে যায় আবার তার গড়ের নীচে মজুরির পরবর্তী হ্রাস মিলে যায় উৎপাদন দামের নীচে বাজার দামে হ্রাসের সঙ্গে। পণ্যসম্ভারের মূল্যসমূহের উপরে উৎপাদনের দামগুলির আপাত-দৃষ্ট নির্ভরতা সর্বদাই মিলে যাবে, বাজার দামগুলির ইতস্ততঃ চলাচলের সঙ্গে ছাড়াও, এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে, যখনি মজুরি বৃদ্ধি পায়, তখনি মুনাফা হ্রাস পায় এবং এর উল্টোটাও। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, মুনাফা নির্ধারিত হতে পারে স্থির মূলধনের মূল্যে পরিবর্তনের দ্বারা—মজুরির পরিবর্তন থেকে নিরপেক্ষ ভাবে; যার ফলে মজুরি এবং মুনাফা, বিপরীত দিকে না গিয়ে, যেতে পারে একই দিকে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে একই সঙ্গে। যদি উদ্বৃত্ত মূল্যের হার সরাসরি মিলে যেত মুনাফার হারের সঙ্গে, তা হলে এটা সম্ভব হত না। অনুরূপ ভাবে, যদি মজুরি বৃদ্ধি পায় জীবন ধারণের উপায়-উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাবার ফলে, তা হলে মুনাফার হার একই থাকতে পারে, এমনকি বাড়তেও পারে—শ্রমের বর্ধিত তীব্রতা বা কর্ম-দিবসের বর্ধিত দৈর্ঘ্যের ফলে। এইসব অভিজ্ঞতা অঙ্গাংশ মূল্য-সমূহের স্বতন্ত্র ও বিকৃত রূপগুলির দ্বারা সৃষ্ট এই বিভ্রমটিকেই সমর্থন করে যে হয় মজুরি একাই কিংবা মজুরি এবং মুনাফা একত্রে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। একবার যদি মজুরি সম্পর্কে এই বিভ্রম দেখা দেয়, একবার যদি শ্রমের দাম এবং শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য একই বলে মনে হয়, তা হলে একই জিনিস আপনা-আপনি প্রযোজ্য হয় মুনাফা এবং খাজনার বেলায়। তাদের দাম, অর্থাৎ তাদের অর্থ-অভিব্যক্তি, তখন অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে শ্রম থেকে এবং শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য থেকে নিরপেক্ষ ভাবে।

তৃতীয়ত: ধরা যাক যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনুসারে একটি পণ্যের মূল্যসমূহ, বা উৎপাদনের দামসমূহ—যেগুলি কেবল প্রতীয়মান হয় মূল্যসমূহ থেকে নিরপেক্ষ বলে সেগুলি—বাজার-দামে ক্রমাগত ওঠানামায় নিরন্তর ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী

নিছক গড় দাম হিসাবে চালু না থেকে বরং সেগুলি সর্বদাই মিলে যায় পণ্যটির বাজার-দামের সঙ্গে। আরো ধরা যাক যে পুনরুৎপাদন সর্বদাই ঘটে একই অপরিবর্তিত অবস্থাবলীর অধীনে, অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদনশীলতা একই থাকে মূলধনের সমস্ত উৎপাদনে। সর্বশেষে, ধরা যাক যে পণ্য-উৎপন্নের অঙ্গ-গঠক মূল্য, যা উৎপাদনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে গঠিত হয় উৎপাদন উপায়ের মূল্যের সঙ্গে শ্রমের একটি নোতুন পরিমাণ—অর্থাৎ একটি নোতুন উৎপাদিত মূল্য—সংযোজনের মাধ্যমে, তা সর্বদাই ভাগ হয়ে যায় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার স্থির অনুপাতসমূহের মধ্যে যাতে করে যে-মজুরি সত্যি সত্যিই দেওয়া হয়েছে, তা সর্বদাই সরাসরি মিলে যায় শ্রম-শক্তির মূল্যের সঙ্গে; মুনাফা যা সত্যি সত্যিই উপলব্ধ হয়েছে, তা মিলে যায় মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশটির সঙ্গে যেটি—মুনাফার গড় হারের কল্যাণে—পড়ে মোট মূলধনের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে কর্মরত অংশের ভাগে; এবং সত্যিকারের খাজনা সর্বদাই সীমিত থাকে সেই সব বাধার দ্বারা যাদের মধ্যে তা সাধারণতঃ নিবদ্ধ থাকে এই ভিত্তিতে। এক কথায়, ধরে নেওয়া যাক যে সামাজিক ভাবে উৎপাদিত মূল্যসমূহের বিভাজন এবং উৎপাদনের দামসমূহের নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত হয় ধনতান্ত্রিক ভিত্তিতে, কিন্তু প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে গিয়েছে।

অতএব, এই পূর্বধৃত শর্তগুলি পূর্ণ হলে যে, যদি পণ্যসমূহের মূল্য থাকত স্থির এবং দেখাতও তাই, এবং যদি পণ্য-উৎপন্নটির মূল্য যা নিজেকে পর্যবসিত করে বিবিধ আয়ে তা থাকত একটি স্থির আয়তন এবং দেখাতও তাই, এবং সর্বশেষে, যদি এই উপস্থিত ও স্থির আয়তনটি সর্বদাই ভাগ হত মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার স্থির অনুপাতসমূহে —তা হলে এমনকি এই পূর্বধৃত অবস্থাধীনেও, প্রকৃত গতিক্রিয়া আবশ্যিক ভাবেই দেখা দিত বিকৃত রূপে; একটি পূর্বস্থিত মূল্য আয়তনের তিনটি অংশে বিভাজন হিসাবে নয়—যে-অংশগুলি ধারণ করে, পরস্পর স্বতন্ত্র বিবিধ আয়ের রূপ, বরং উল্টো স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে নির্ধারিত অঙ্গ-গঠক উপাদান সমূহের—মজুরি, মুনাফা এবং ভূমি-খাজনার—সমষ্টি থেকে এই মূল্য-আয়তনটির গঠন হিসাবে। বিভ্রমটি অবধারিত ভাবেই সৃষ্টি হবে, কারণ আলাদা আলাদা মূলধনের সত্যিকারের গতিক্রিয়ায়, এবং তাদের দ্বারা মূল্যের উৎপাদিত পণ্যসম্ভারে, পণ্যগুলির মূল্য দেখা দেবে না তার বিভাজনের পূর্বশর্ত হিসাবে, বরং উল্টো, যে-অঙ্গাংশগুলিতে তা বিভক্ত হয়, সেগুলিই কাজ করে সেই পণ্যসমূহের পূর্বশর্ত হিসাবে। প্রথমতঃ, আমরা দেখেছি যে, ধনিকের কাছে তার পণ্যের ব্যয়-দাম দেখা দেয় একটি নির্দিষ্ট আয়তন হিসাবে এবং উৎপাদনের বাস্তব প্রক্রিয়ায় এই ভাবে দেখা দিতে থাকে। ব্যয়-দাম, অবশ্য, সমান সমান স্থির মূলধনের, অগ্রিম-দত্ত উৎপাদন-উপায়সমূহের, মূল্য যোগ শ্রম-শক্তির মূল্য, যা কিন্তু উৎপাদনের প্রতিনিধির কাছে দেখা দেয় শ্রমের দামের অযৌক্তিক রূপে, যার দরুন মজুরি একই সঙ্গে দেখা দেয় শ্রমিকের আয় হিসাবে। শ্রমের গড় দাম হল একটি নির্দিষ্ট আয়তন, কারণ শ্রম-শক্তির মূল্য, অন্য যে-কোনো পণ্যের মূল্যের মত, নির্ধারিত হয় তার পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের দ্বারা। কিন্তু পণ্যসম্ভারের মূল্যের যে অংশটি রূপায়িত হয় মজুরিতে, তার প্রসঙ্গে, এটা এই ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়না যে, এটা ধারণ করে মজুরির এই রূপ, যে ধনিক শ্রমিককে

মজুরির আকারে অগ্রিম দেয় তার নিজেরই উৎপন্নে তার ভাগটিকে, বরং উদ্ভূত হয় এই ঘটনা থেকে যে শ্রমিক উৎপাদন করে তার মজুরির একটি তুল্যমূল্য, অর্থাৎ তার দৈনিক বা বাৎসরিক শ্রম উৎপাদন করে তার শ্রম-শক্তির দামের মধ্যে বিধৃত মূল্যটি কিন্তু মজুরি ধার্য হয়ে যায় চুক্তির দ্বারা তার অনুরূপ তুল্যমূল্য উৎপাদিত হবার আগেই। দামের একটি উপাদান হিসাবে, যার আয়তন নির্দিষ্ট হয়ে যায় পণ্য এবং তার মূল্য উৎপাদিত হবার আগেই, ব্যয়-দামের একটি অঙ্গাংশ হিসাবে, মজুরি তার ফলে দেখা দেয় না এমন একটি অংশ হিসাবে যা পণ্যটির মোট মূল্য থেকে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করে নেয় স্বতন্ত্র রূপে, বরং উল্টো, দেখা দেয় এমন একটি নির্দিষ্ট আয়তন হিসাবে, যা এই মূল্যকে পূর্ব-নির্ধারিত করে, অর্থাৎ দাম এবং মূল্যের স্রষ্টা হিসাবে। পণ্যের ব্যয়-দামে মজুরির ভূমিকার অনুরূপ এক ভূমিকা গ্রহণ করে পণ্যের উৎপাদনে গড় মুনাফা, কেননা উৎপাদনের দাম হচ্ছে সমান সমান ব্যয়-দাম যোগ অগ্রিম-দত্ত মূলধনের উপরে গড় মুনাফা। এই গড় মুনাফা স্বয়ং ধনিকের মনে এবং গণনায় কার্যতঃ দেখা দেয় একটি নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান হিসাবে—কেবল সেখানে নয় যেখানে তা নির্ধারণ করে বিনিয়োগের এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে মূলধনসমূহের রূপান্তর, তদুপরি সমস্ত বিক্রয় ও চুক্তিতে যা অন্তর্ভুক্ত করে দীর্ঘকাল ব্যাপী একটি পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়াকেও। কিন্তু যখন তা দেখা দেয় এই ভাবে, তখন এটা একটি পূর্বস্থিত আয়তন, যা বস্তুতঃ পক্ষে কোনো একটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে উৎপাদিত মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে নিরপেক্ষ, এবং অতএব আরো বেশি এই রকম, কোনো একটি উৎপাদন-ক্ষেত্রে মূলধনের কোনো একক বিনিয়োগের বেলায়। মূল্য বিভাজনের ফল হিসাবে দেখা না দিয়ে, তা বরং নিজেকে প্রকাশ করে উৎপাদিত পণ্যসমূহের মূল্য থেকে নিরপেক্ষ একটি আয়তন হিসাবে পণ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পূর্ব থেকে অবস্থানকারী এবং স্বয়ং পণ্যের গড় দাম নির্ধারণকারী হিসাবে, অর্থাৎ মূল্যের সৃজনকারী হিসাবে। বাস্তবিক পক্ষে, উদ্বৃত্ত-মূল্য, তার বিবিধ অংশের পারস্পরিক ভাবে, সম্পূর্ণ ভাবে অ-সম্পর্কিত বিবিধ রূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে, আত্মপ্রকাশ করে আরো, বেশি মূর্ত রূপে—পণ্য-মূল্য সৃজনের পূর্বশর্ত হিসাবে। গড় মুনাফার একটি অংশ সুদের আকারে স্বতন্ত্র ভাবে মুখোমুখি করে কার্যরত ধনিকের সঙ্গে—পণ্যসমূহের উৎপাদনে, এবং তাদের মূল্যের, একটি স্বীকৃত উপাদান হিসাবে। সুদের আয়তন কতটা পরিমাণে ওঠানামা করে তাতে কিছু এসে যায় না, প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং প্রত্যেকজন ধনিকের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে একক ধনিক হিসাবে তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের ব্যয়-দামে প্রবেশকারী একটি নির্দিষ্ট আয়তন। কৃষি-ধনিকের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করে ভূমি-খাজনা—চুক্তি-নির্ধারিত ইজারা-অর্থ হিসাবে, এবং অপরাপর উদ্যোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক জমি-বাড়ির জন্য খাজনা হিসাবে। উদ্বৃত্ত-মূল্য এই যে অংশগুলিতে বিভক্ত, সেগুলি একক ধনিকের ক্ষেত্রে ব্যয়-দামের বিবিধ উপাদান হিসাবে নির্দিষ্ট থাকায়, প্রকাশ পায় বরং উল্টো ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃজনকারী হিসাবে, পণ্যসম্ভারের দামের একটি অংশের সৃজনকারী, ঠিক যেমন মজুরি সৃজন করে অন্য অংশটিকে। কেন পণ্য-মূল্য বিভাজনের এই ফলগুলি নিরন্তর দেখা দেয় স্বয়ং মূল্য গঠনেরই পূর্বশর্ত হিসাবে, তার কারণ কেবল এই যে,

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি, অন্য যে-কোনো উৎপাদন-পদ্ধতির মত, কেবল বস্তুগত উৎপন্নটিকেই নিরন্তর পুনরুৎপাদন করে না, পুণরুৎপাদন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকেও, তার সৃজনের চরিত্রগত অর্থনৈতিক রূপগুলিকেও। সুতরাং তার ফল প্রকাশ পায় ঠিক যে ভাবে তা নিরন্তর তার দ্বারা পূর্ব-কল্পিত হয়, যেমন তার পূর্ব-কল্পনাগুলি প্রকাশ পায় তার ফল হিসাবে। আর এই একই সম্পর্কসমূহের ক্রমাগত পুনরুৎপাদনকেই একক ধনিক আগে থেকে ধরে নেয় স্বতঃ সিদ্ধ হিসাবে, তর্কাতীত ঘটনা হিসাবে। যত কাল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন স্ব-রূপে চালু থাকে, তত কাল নোতুন-সংযোজিত শ্রমের একটি অংশ নিজেকে পর্যবসিত করে মজুরিতে, আরেকটি অংশ মুনাফায় (সুদ এবং উদ্যোগজনিত মুনাফায়), এবং তৃতীয় একটি অংশ খাজনায়। উৎপাদনের বিবিধ উৎপাদনের মালিকদের মধ্যে চুক্তিগুলিতে এটা সর্বদাই ধরে নেওয়া হয় এবং এই ধরে নেওয়াটা সঠিক, আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আপেক্ষিক আনুপাতিকগুলিতে যতই হ্রাসবৃদ্ধি হোক না কেন। মূল্যের অংশগুলি যার মধ্যে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, সেই নির্দিষ্ট রূপটি পূর্ব-কল্পিত হয়, কারণ সেটি ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হয় এবং সেটি ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হয় কারণ সেটি ক্রমাগত পূর্ব-কল্পিত হয়।

নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, অভিজ্ঞতা এবং অভিব্যক্তি এখন এটাও প্রমাণ করে যে, বাজার-দামগুলি যেগুলির প্রভাবের মধ্যে ধনিক সত্যি সত্যিই দেখতে পায় মূল্যের একমাত্র নির্ধারণ, সেগুলি কোনো ক্রমেই এই পূর্ব-ধারণার উপরে নির্ভরশীল নয়—তাদের আয়তনের বেলায়, সেগুলি, সুদ বা খাজনা উঁচুতেই ধার্য হোক, বা নিচুতেই ধার্য হোক, তার অনুযায়ী হয় না। কিন্তু বাজার দামগুলি স্থির থাকে কেবল তাদের পরিবর্তনে, এবং দীর্ঘতর সময়কাল ব্যেপে তাদের গড় পরিণতি লাভ করে মজুরি মুনাফা এবং খাজনার যথাক্রমিক গড়সমূহে বিবিধ স্থির আয়তন হিসাবে, এবং অতএব, শেষ বিশ্লেষণে, সেই আয়তনগুলি হিসাবে, যেগুলি নিয়ন্ত্রণ করে বাজার-দামসমূহকে।

অন্য দিকে, একটু ভাবনা-চিন্তা করলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যদি মজুরি মুনাফা এবং খাজনা হয় মূল্যের স্রষ্টা যেহেতু সেগুলিকে মূল্যের উৎপাদনে আগে থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়, এবং একক ধনিক তাকে ধরে নিয়েছে তার ব্যয়-দামের এবং উৎপাদন-দামের মধ্যে, তা হলে স্থির অংশটি, যার মূল্য প্রত্যেকটি পণ্যে উৎপাদনের মধ্যে প্রবেশ করে একটি নির্দিষ্ট আয়তন হিসাবে, সেটিও হয় মূল্যের স্রষ্টা। কিন্তু মূলধনের স্থির অংশটি কতকগুলি পণ্যের, অতএব পণ্য-মূল্যের যোগফল ছাড়া বেশি কিছু নয়। সুতরাং আমরা উপনীত হব এই অদ্ভুত পুনরুক্তিতে যে, পণ্য-মূল্য হচ্ছে পণ্য-মূল্যের স্রষ্টা ও কারণ।

যাই হোক, ধনিক যদি এই নিয়ে আদৌ চিন্তা-ভাবনা করতে আগ্রহী হত—এবং ধনিক হিসাবে তার চিন্তা-ভাবনাগুলি পরিচালিত হয় প্রত্যক্ষ ভাবে তার স্বার্থ এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিবিধ উদ্দেশ্যের দ্বারা—তা হলে অভিজ্ঞতা তাকে দেখিয়ে দিত যে, যে-উৎপন্নটি সে নিজে উৎপাদন করে, সেটি প্রবেশ করে উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধনের একটি স্থির অংশ হিসাবে, এবং এই অন্যান্য উৎপাদন-ক্ষেত্রের উৎপন্নগুলি তার নিজের উৎপন্নে

প্রবেশ করে মূলধনের স্থির অংশ হিসাবে। তার নোতুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যেহেতু এই নোতুন মূল্য গঠিত হয় এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার আয়তন-সমূহের দ্বারা, সেই হেতু এটা খাটে অন্যান্য ধনিকদের উৎপন্নসমূহের দ্বারা গঠিত স্থির অংশটির ক্ষেত্রেও। এবং এই ভাবে, মূলধনের স্থির অংশটির দাম এবং তার দরুন পণ্য-সমূহের মোট মূল্য, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, যদিও এমন একটি ভঙ্গিতে যা কিছুটা দুর্বোধ্য, নিজেকে পর্যবসিত করে মূল্যের স্বতন্ত্র স্রষ্টাদের—মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার—সংযোজন থেকে উদ্ভূত মূল্যসমষ্টিতে, যে মজুরি মুনাফা এবং খাজনা নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা এবং উদ্ভূত হয় বিভিন্ন উৎস থেকে।

চতুর্থতঃ, পণ্যসমূহ তাদের নিজ নিজ মূল্যে বিক্রি হয় কি হয় না এবং তাই খোদ মূল্য-নির্ধারণের ব্যাপারটাই ব্যক্তি-ধনিকের পক্ষে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। শুরু থেকেই এটা এমন একটা প্রক্রিয়া, যেটা ঘটে তার অগোচরে এবং নিয়ন্ত্রিত হয় তার থেকে নিরপেক্ষ ঘটনাবলীর শক্তির দ্বারা, কারণ মূল্যসমূহ নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন-দামসমূহই প্রত্যেক উৎপাদন-ক্ষেত্রে গঠন করে বিবিধ নিয়ন্ত্রণকারী গড় দাম। মূল্য-নির্ধারণের ব্যাপারটা ব্যক্তি-ধনিকের আগ্রহ উদ্রেক করে এবং উৎপাদনের প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার উপরে এবং মূলধনের উপরে কেবল তত দূর পর্যন্তই নির্ধারণী প্রভাব বিস্তার করে যত দূর পর্যন্ত শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলশ্রুতি হিসাবে, পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের হ্রাস বা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত পরিমাণ, তাকে এক ক্ষেত্রে সক্ষম করে, প্রচলিত বাজার-দামে একটি বাড়তি মুনাফা অর্জন করতে, এবং আরেক ক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করে তার পণ্যের দাম বৃদ্ধি করতে, কেননা বেশি মজুরি, বেশি স্থির মূলধন, এবং তাই বেশি সুদ এসে পড়ে উৎপন্ন সম্ভারের প্রত্যেকটি অংশের উপরে, বা প্রত্যেকটি পণ্যের উপরে। এটা কেবল তাকে ততটাই আগ্রহান্বিত করে যতটা তা তার নিজের জন্য পণ্যোৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে, অতএব কেবল ততটাই যতটা তা তার অবস্থানকে করে তোলে ব্যতিক্রমী।

অন্য দিকে মজুরি, সুদ এবং খাজনা তার কাছে দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণকারী সীমা হিসাবে—কেবল সেই দামটিরই নয়, যে-দামে সে উপলব্ধ করতে পারে উদ্যোগজনিত মুনাফা, কার্যরত ধনিক হিসাবে তার ভাগে মুনাফার যে অংশটি পড়ে সেই অংশ; তা ছাড়াও সেই দামটিরও যে দামে সে সাধারণতঃ সক্ষম হবে তার পণ্য সম্ভার বিক্রি করতে, যদি অব্যাহত পুনরুৎপাদন চালিয়ে যেতে হয়। এটা তার কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন যে, বিক্রয়ের মাধ্যমে, সে উপলব্ধ করে কি করে না তার পণ্যসম্ভারের মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-মূল্য—যদি সে মজুরি, সুদ ও মুনাফার দ্বারা নির্ধারিত তার ব্যক্তিগত ব্যয় দামের চেয়ে উপরে, অর্জনে করে, উপস্থিত দামে, প্রচলিত বা বৃহত্তর উদ্যোগজনিত মুনাফা। মূলধনের স্থির অংশটি ছাড়া—মজুরি, সুদ এবং খাজনা তাই তার কাছে দেখা দেয় পণ্য-দামের বিবিধ সীমা-নির্ণায়ক এবং উৎপাদনশীল নির্ধারক উপাদান হিসাবে। যদি সে সফল হয়, অর্থাৎ শ্রম-শক্তির মূল্যের নিচে, তথা স্বাভাবিক মানের নিচে, মজুরিকে দাবিয়ে দিতে, নিম্নতর সুদের হারে মূলধন সংগ্রহ করতে, এবং খাজনা বাবদে স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে

অল্পতর ইজারা-টাকা দিতে, তা হলে এটা তার কাছে সম্পূর্ণ অবান্তর যে সে তার উৎপন্ন বিক্রি করে তার মূল্যের কমে, কিংবা এমনকি সাধারণ উৎপাদন-দামেরও কমে, এবং এইভাবে পণ্যগুলির মধ্যে বিধৃত উদ্বৃত্ত-শ্রমের একটা অংশ দিয়ে দেয় মাগনা। মূলধনের স্থির অংশটির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। যদি একজন শিল্পপতি, ধরা যাক, ক্রয় করতে পারে তার কাঁচামাল তার উৎপাদন দামের কমে, তা হলে তা কাজ করে তার লোকসানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসাবে—এমনকি যদি সে তা বিক্রি করে তার তৈরি জিনিসটির মধ্যে সেটির উৎপাদন-দামের চেয়েও কমে। তার উদ্যোগজনিত মুনাফা একই থাকতে পারে, এমনকি বাড়তেও পারে, শুধু যদি সেটির উপাদানগুলির উপরে পণ্য-দামের বাড়তিটি, যেটি অবশ্যই দিতে হবে, একটি তুল্য মূল্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে, একই থাকে কিংবা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদনের যে উপায়-উপকরণগুলি তার পণ্যসমূহের উৎপাদনে প্রবেশ করে একটি নির্দিষ্ট দাম-আয়তন হিসাবে, সেগুলির মূল্য ছাড়া, ঠিক এই মজুরি, সুদ এবং খাজনা এই উৎপাদনে প্রবেশ করে বিবিধ সীমা-নির্ণয়কারী ও নিয়ন্ত্রণকারী দাম আয়তন হিসাবে। কাজে কাজেই সেগুলি তার কাছে দেখা দেয় পণ্য-দামের নির্ধারক উপাদান হিসাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্যোগজনিত মুনাফা বোধহয় যেন নির্ধারিত হয় দামের উল্লিখিত উপাদানগুলির দ্বারা নির্ধারিত পণ্যসমূহের অন্তর্নিহিত মূল্যের সঙ্গে তুলনায় প্রতিযোগিতার আপতিক অবস্থাবলীর উপরে নির্ভরশীল বাজার-দামসমূহের বাড়তি অংশের দ্বারা, কিংবা যে-মাত্রা অবধি এই মুনাফা নিজেই বাজার-দামগুলির উপরে বিস্তার করে একটি নির্ধারণ-প্রভাব সেই অবধি এটা বোধহয় যেন, আবার নির্ভর করে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপরে।

ব্যক্তি ধনিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতায় মজুরি, সুদ এবং খাজনার নির্দিষ্ট ও পূর্ব-ধৃত আয়তনগুলিই স্থির ও নিয়ন্ত্রণকারী আয়তন হিসাবে গণনায় প্রবেশ করে, অপরিবর্তনীয় আয়তন অর্থে স্থির নয়, বরং এই অর্থে যে সেগুলির প্রত্যেকটি একক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট থাকে এবং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বাজার-দামগুলির বেলায় গঠন করে স্থির সীমা-মাত্রা। দৃষ্টান্ত হিসাবে, বিশ্ব-বাজারে প্রতিযোগিতায় প্রশ্নটা একমাত্র এই যে, উপস্থিত মজুরি, সুদ ও খাজনা নিয়ে পণ্যগুলি সুবিধাজনক ভাবে বিক্রি করা যায় কিনা উপস্থিত সাধারণ বাজার দামগুলিতে বা সেগুলির কমে, অর্থাৎ একটি আনুষঙ্গিক উদ্যোগজনিত মুনাফা আয়ত্ত করা সহ। যদি একদেশে মজুরি ও জমির দাম কম যখন মূলধনের উপর সুদ বেশি, কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেনি সাধারণ ভাবে, অন্য দিকে আরেক দেশে মজুরি ও জমির দাম কিঞ্চিৎ বেশি, যখন সুদ বেশি, ধনিক এক দেশে নিয়োগ করে বেশি শ্রম ও জমি এবং আরেক দেশে তুলনামূলকভাবে বেশি মূলধন। এই বিষয়গুলিই হিসাবে প্রবেশ করে নির্ধারণকারী উপাদান হিসাবে যখন এই দুজন ধনিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্ভব হয়। এখানে, তা হলে অভিজ্ঞতা দেখায় তত্ত্বগত ভাবে, এবং ধনিকের স্বার্থ সচেতন হিসাব দেখায় কার্যগত ভাবে যে, পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় মজুরি, সুদ এবং

খাজনার দ্বারা, শ্রম, মূলধন এবং জমির দামের দ্বারা, এবং দামের এই উপাদানগুলি হচ্ছে বাস্তবিকই দামের নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গ-গঠক উপাদান।

অবশ্য এখানে সর্বদাই থাকে একটি উপাদান যেটি ধরে নেওয়া হয় না কিন্তু যেটি ফল হিসাবে আসে পণ্যের বাজার দাম থেকে অর্থাৎ উল্লিখিত বিবিধ উপাদানের—মজুরি, সুদ ও খাজনার—সংযোজনের দ্বারা গঠিত ব্যয়-দামের উপরে বাড়তি অংশ। এই চতুর্থ উপাদানটিকে মনে হয় প্রত্যেকটি একক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার দ্বারা এবং গড় ক্ষেত্রে গড মুনাফার দ্বারা নির্ধারিত বলে যা আবার নিয়ন্ত্রিত হয় এই একই প্রতিযোগিতার দ্বারা—কেবল দীর্ঘতর কালের মেয়াদে।

পঞ্চমতঃ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে এটা হয়ে পড়ে এমন একটা মামুলি ঘটনা যে, মূল্য—যার মধ্যে নোতুন সংযোজিত শ্রমও উপস্থিত তা বিভক্ত হয়ে যায় আয়ের বিভিন্ন রূপে, মজুরি মুনাফা ও খাজনায় যে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয় (ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিকে বাদ দিয়ে, যেখান থেকে আমরা আমাদের ভূমি-খাজনা সংক্রান্ত আলোচনায় দৃষ্টান্ত দিয়েছি), এমনকি সেখানেও যেখানে আয়ের এই বিবিধ রূপের পূর্বশর্তগুলি অনুপস্থিত। তার মানে সাদৃশ্য-বশে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয় আয়ের এই রূপগুলির অধীনে।

যখন একজন স্বাধীন শ্রমিক—ধরা যাক একজন ছোট কৃষক, কেননা আয়ের তিনটি রূপের সব কটিই এখানে প্রয়োগ করা যায়—নিজের জন্য কাজ করে এবং নিজের মধ্যে উৎপন্ন বিক্রি করে, সে প্রথমতঃ, গণ্য হয় তার নিজের নিয়োগকর্তা (ধনিক) হিসাবে যে নিজেকে কাজে লাগায় একজন শ্রমিক হিসাবে, এবং দ্বিতীয়তঃ, গণ্য হয় তার নিজেরই জমিদার হিসাবে, যে নিজেকে ব্যবহার করে তার নিজেরই প্রজা হিসাবে। মজুরি-শ্রমিক হিসাবে নিজেকে সে দেয় মজুরি, ধনিক হিসাবে নিজেকে সে দেয় মুনাফা, এবং জমিদার হিসাবে নিজেকে সে দেয় খাজনা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে এবং তদনুষঙ্গী সম্পর্কসমূহকে সমাজের সাধারণ ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলে, এই অন্তর্ভুক্তি সঠিক, যত দূর অবধি তার শ্রমের কল্যাণে নয় পরন্তু উৎপাদন-উপায়ের উপরে তার মালিকানার কল্যাণে—যা এখানে ধারণ করেছে মূলধনের সাধারণ রূপ—সে এখানে তার নিজের উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মকৃত করতে সক্ষম হয়। এবং তা ছাড়াও, যত দূর অবধি সে তার উৎপন্ন উৎপাদন করে পণ্য হিসাবে, এবং এই ভাবে নির্ভর করে তার দামের উপরে (এবং এমনকি যদি নাও করে, তা হলেও এই দাম হিসাব-সাধ্য), তত দূর অবধি উদ্বৃত্ত শ্রমের পরিমাণ, যা সে উপলব্ধ করতে পারে তা তার নিজের আয়তনের উপরে নির্ভর করে না, করে মুনাফার সাধারণ হারের উপরে; এবং অনুরূপ ভাবে মুনাফার সাধারণ হারের দ্বারা নির্ধারিত উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণের উপরে কোনো ঘটনাক্রমিক বাড়তি, আবার, নির্ধারিত হয় না তার দ্বারা সম্পাদিত শ্রমের দ্বারা, কিন্তু আত্মকৃত হতে পারে তার দ্বারা কেবল এই কারণে যে সে জমিটির মালিক। যেহেতু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অনুরূপ নয় এমন একটি উৎপাদনের রূপকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার আয়ের বিবিধ রূপের অধীনে—এবং কিছু দূর অবধি ভুল ভাবে নয়—সেই হেতু এই বিভ্রমটি

আরো বেশি শক্তিশালী হয় যে, ধনতান্ত্রিক সম্পর্কগুলিই হল প্রত্যেক উৎপাদন-পদ্ধতির স্বাভাবিক রূপ।

অবশ্য মজুরিকে পর্যবসিত করা হয় তার সাধারণ ভিত্তিতে, অর্থাৎ সেই উৎপাদনকারীর নিজের শ্রমের উৎপন্নের সেই অংশটিতে যেটি যায় শ্রমিকের নিজস্ব পরিভোগে, যদি আমরা এই অংশটিকে তার ধনতান্ত্রিক সীমাগুলি থেকে মুক্ত করি এবং তাকে বিস্তৃত করি পরিভোগের সেই পরিমাণে যা, এক দিকে, অধিগম্য হয় সমাজের উপস্থিত উৎপাদনশীলতার কল্যাণে (অর্থাৎ তার নিজস্ব ব্যক্তিগত শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতা সত্যি সত্যিই সামাজিক হিসাবে), এবং যা অন্য দিকে আবশ্যক হয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে, অধিকন্তু, যদি আমরা উদ্বৃত্ত-শ্রম ও উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের পর্যবসিত করি সেই মাত্রায়, সমাজের উৎপাদনের উপস্থিত অবস্থায় যা আবশ্যক হয়, এক দিকে একটি বীমা ও মজুদ ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে এবং অন্যদিকে সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে, সর্বশেষে, আমরা যদি ১ নম্বরে অন্তর্ভুক্ত করি আবশ্যিক শ্রম এবং ২ নম্বরে উদ্বৃত্ত-শ্রম, সেই পরিমাণ শ্রম যা সক্ষম-দেহীদের অবশ্যই সর্বদা সম্পাদন করতে হয় সমাজের অশক্ত সদস্যদের জন্য, অর্থাৎ, যদি আমরা মজুরি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উভয়কেই বিভক্ত করি তাদের স্ববিশেষ ধনতান্ত্রিক চরিত্র থেকে, তা হলে নিশ্চয়ই থাকে না এই রূপগুলি, থাকে কেবল মৌল উপাদানগুলি, যেগুলি উৎপাদনের সমস্ত সামাজিক পদ্ধতিতেই অভিন্ন ভাবে থাকে।

অধিকন্তু, এই ধরনের অন্তর্ভুক্তি পূর্বতন প্রধান প্রধান উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিরও, যেমন সামন্ততন্ত্রেরও, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। যেসব উৎপাদন-সম্পর্ক কোনো ভাবেই তার সঙ্গে খাপ খায় না, বিরাজ করে তার বাইরে, সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কসমূহের অধীনে, যেমন ইংল্যাণ্ডে, 'কমন সকেজ'-এ ভোগদখল (যা 'নাইট-সার্ভিস'-এর শর্তে ভোগদখল থেকে আলাদা) যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল কেবল আর্থিক বাধ্যবাধকতা এবং যা কেবল নামেই ছিল সামন্ততান্ত্রিক।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

বণ্টন-সম্পর্ক এবং উৎপাদন-সম্পর্ক

বার্ষিক নোতুন সংযোজিত শ্রমের দ্বারা সংযোজিত নোতুন মূল্য—এবং বার্ষিক উৎপন্নের সেই অংশটিও, যেটি এই মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যাকে মোট উৎপাদন থেকে বাইরে টেনে আনা যায় এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়—এই ভাবে বিভক্ত হয় তিনটি অংশে, যা ধারণ করে আয়ের তিনটি বিভিন্ন রূপ বিভক্ত হয় এমন এমন রূপে যা এই মূল্যের একটি অংশকে প্রকাশ করে শ্রম-শক্তির মালিকের অধিকার বা হিস্যা হিসাবে আরেকটি অংশ মূলধনের মালিকের অধিকার বা হিস্যা হিসাবে এবং তৃতীয় একটি অংশ ভূমি-সম্পত্তির মালিকের অধিকার বা হিস্যা হিসাবে তা হলে, এগুলিই হচ্ছে বণ্টনের বিবিধ সম্পর্ক বা রূপ, কেননা তারা প্রকাশ করে সেই সব সম্পর্ক, যেগুলির অধীনে নোতুন উৎপাদিত মোট মূল্যটি বণ্টিত হয় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মালিকদের মধ্যে।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এই বণ্টন-সম্পর্কগুলি প্রতিভাত হয় স্বাভাবিক সম্পর্ক হিসাবে—সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের স্ব-ভাব থেকে, সাধারণ ভাবে মানবিক উৎপাদনের নিয়মাবলী থেকে উদ্ভূত সম্পর্ক হিসাবে। বাস্তবিক পক্ষে, এটা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজগুলি প্রকাশ করে অপরাপর বণ্টন-পদ্ধতি, কিন্তু সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয় অবিকশিত ও অসম্পর্কিত ছদ্ম-আবরণে আবরিত বলে, তাদের শুদ্ধতম অভি-ব্যক্তিতে ও উচ্চতম রূপে এবং স্বাভাবিক বণ্টন-সম্পর্কসমূহের বিভিন্ন বর্ণে বিশেষিত বিবিধ পদ্ধতিতে তখনো পরিণত হয়নি বলে।

এই ধারণাটির একমাত্র নির্ভুল দিক হচ্ছে এই: কোনো ধরনের সামাজিক উৎপাদন বিদ্যমান আছে, এটা ধরে নিয়ে যেমন আদিম ভারতীয় কৌম সমাজ কিংবা আরও দক্ষতা সহকারে বিকশিত পেরুবাসীদের সাম্যতন্ত্র, একটা পার্থক্য সর্বদাই করা যায় শ্রমের দুটি অংশের মধ্যে—একটি অংশ যার উৎপন্ন প্রত্যক্ষ ভাবে পরিভুক্ত হয় উৎপাদনকারীদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারবর্গের দ্বারা এবং আরেকটি অংশ—যে-অংশ উৎপাদনশীল ভাবে পরিভুক্ত হয়, সেটি ছাড়া—যা অবধারিত ভাবেই উদ্বৃত্ত-শ্রম, যার উৎপন্ন নিত্য কাজ করে সাধারণ সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য, কিভাবে এই উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিভক্ত হয়, তাতে কিছু যায় আসে না; এবং কে কাজ করতে পারে এই সামাজিক চাহিদাগুলির প্রতিনিধি হিসাবে, তাতেও কিছু যায় আসে না। অতএব, উৎপাদনের বিবিধ পদ্ধতির অভিন্নতার মানে দাঁড়ায় কেবল এই: তারা অভিন্ন হয়ে যদি আমরা তাদের পার্থক্য-গুলিকে ও রূপগত বিশেষত্বগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল মনে রাখি, বৈসাদৃশ্য থেকে আলাদা করে, তাদের ঐক্যকে।

একটি অধিকতর অগ্রসর, অধিকতর বিচারশীল, মন অবশ্য স্বীকার করেন বণ্টন-সম্পর্কসমূহের ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত চরিত্র[১] কিন্তু তৎসত্ত্বেও আরো বেশি

---

১. J. S. Miil, *Some Unsettled Questions in Political Economy.* London, 1844.

দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকেন স্বয়ং উৎপাদন-সম্পর্কসমূহেরই অপরিবর্তনশীল চরিত্রকে—মানবিক প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত এবং সমস্ত ঐতিহাসিক বিকাশ থেকে নিরপেক্ষ বলে।

অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করলে প্রতিপন্ন হয় ঠিক উল্টোটাই যে এটা একটা বিশেষ ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, যার আছে বিবিধ সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য, প্রতিপন্ন হয় যে, অন্য যে কোনো বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতির মত এটাও পূর্বশর্ত হিসাবে ধরে নেয় সামাজিক উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের একটি নির্দিষ্ট মান এবং তাদের বিকাশের বিবিধ রূপের অস্তিত্ব : এমন একটি পূর্বশর্ত যেটি নিজেই হচ্ছে পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ফল ও ফসল এবং যা থেকে নোতুন উৎপাদন পদ্ধতিটি অগ্রসর হয় তার উপস্থিত ভিত্তি হিসাবে. (প্রতিপন্ন হয় যে,) এই সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সহগামী সম্পর্কসমূহ—সামাজিক জীবনের প্রতিক্রিয়ায় যে সম্পর্কসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে -সেগুলি ধারণ করে একটি সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক ও অচিরস্থায়ী চরিত্র ; এবং সর্বশেষে, (প্রতিপন্ন হয় যে) বণ্টন সম্পর্ক সমূহ, যেগুলি মূলত সংঘটিত হয় এই উৎপাদন-সম্পর্কসমূহেরই সঙ্গে, সেগুলি হল তাদেরই বিপরীত দিক, যার দরুন উভয়েই অংশীদার হয় একই ঐতিহাসিক ভাবে অস্থায়ী চরিত্রের।

বণ্টন-সম্পর্কের অনুশীলন, প্রারম্ভিক সূচনা-বিন্দুটি হচ্ছে এই তথাকথিত ঘটনা যে বার্ষিক উৎপন্নটি বরাদ্দ হয়ে যায় মজুরি, মুনাফা এবং খাজনার মধ্যে। কিন্তু যদি এই ভাবে প্রকাশ করা হয়, তা হলে এটা একটি ভুল বিবৃতি। এই উৎপন্ন একদিকে বরাদ্দ হয় মূলধনের বাবদে এবং অন্য দিকে আয়ের বাবদে। এই আয়গুলির মধ্যে একটি, মজুরি, নিজে কখনো ধারণ করে না আয়ের রূপ, শ্রমিকের আয়ের রূপ যে পর্যন্ত না তা প্রথমে মোকাবেলা করেছে এই শ্রমিকের সঙ্গে মূলধনের রূপে। প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের সঙ্গে মূলধন হিসাবে সাধারণ ভাবে শ্রমের উৎপন্ন সম্ভারের এবং শ্রমের উৎপাদিত অবস্থাবলীর মোকাবেলা গোড়া থেকেই সূচিত করে শ্রমিকদের প্রসঙ্গে শ্রমের বস্তুগত অবস্থাবলীর একটি নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্র এবং তার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক বিন্যাস যার মধ্যে তারা প্রবেশ করে উৎপাদন চলাকালে উৎপাদন উপায়সমূহের মালিকদের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে। শ্রমের এই অবস্থাবলীর মূলধনে রূপান্তর-পরিগ্রহ আবার সূচিত করে জমি থেকে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের উচ্ছেদ-সাধন, এবং এই ভাবে ভূমিগত সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট রূপ।

যদি উৎপন্নের একটি অংশ মূলধনে রূপান্তরিত না হত, তা হলে অন্য অংশটি মজুরি মুনাফা এবং খাজনার রূপ ধারণ করত না।

অন্য দিকে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি যেমন ধরে নেয় উৎপাদনের অবস্থাবলীর এই নির্দিষ্ট সামাজিক রূপটির আগে থেকে অস্তিত্ব, তেমনি তা তাকে ক্রমাগত পুনরুৎপাদনও করে। তা কেবল বস্তুগত উৎপন্নগুলিই উৎপাদন করে না, সেই সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকেও ক্রমাগত পুনরুৎপাদন করে; এবং তার মাধ্যমে তদনুযায়ী বণ্টন-সম্পর্কগুলিকেও।

অবশ্য, এটা বলা যেতে পারে যে, মূলধন নিজেই (এবং ভূমিগত সম্পত্তি থাকে তা

অন্তর্ভুক্ত করে তার প্রতি-স্থিতি [অ্যান্টি-থিসিস] আগে থেকে ধরে নেয় একটি বণ্টন : শ্রমের অবস্থাবলী থেকে শ্রমিকের উচ্ছেদ-সাধন সংখ্যা লঘু ব্যক্তিদের হাতে এই অবস্থাবলীর কেন্দ্রীকরণ অপর ব্যক্তিদের দ্বারা জমির উপরে একচেটিয়া মালিকানা, এক কথায়, আদিম সঞ্চয়ন সংক্রান্ত, আলোচনা প্রসঙ্গে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে (**Buch I, Kap XXIV**)* বর্ণিত সব কটি অবস্থা। কিন্তু বণ্টন-সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় এই বণ্টন তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—যখন, উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে তুলনামূলক পার্থক্যে বণ্টন-সম্পর্ক মণ্ডিত থাকে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র দিয়ে। তার দ্বারা যা বোঝায় তা হল উৎপন্নের সেই অংশের উপরে বিবিধ দাবি যে অংশটি যায় ব্যক্তিগত পরিভোগে। উল্লিখিত বণ্টন-সম্পর্কগুলি, উলটো, হচ্ছে বিশেষ বিশেষ সামাজিক কার্যাবলীর ভিত্তি, যেগুলি সম্পাদিত হয় উৎপাদন সম্পর্কসমূহের মধ্যে তাদের কোনো কোনো প্রতিনিধির দ্বারা—প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারাদের বিপরীতে। তারা উৎপাদনের অবস্থাবলীকে এবং তাদের প্রতিনিধিবর্গকে অন্বিত করে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক গুণ দিয়ে। তারা নির্ধারণ করে উৎপাদনের সমগ্র চরিত্রকে এবং সমগ্র গতিক্রিয়াকে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন শুরু থেকে চিহ্নিত দুটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা।

প্রথম। তা তার উৎপন্নগুলি উৎপাদন করে পণ্য হিসাবে। এই যে ঘটনা যে তা পণ্য উৎপাদন করে, তা তাকে অন্যান্য উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে আলাদা ভাবে বিশেষিত করে না; কিন্তু বরং এই ঘটনাটাই তা করে যে পণ্য হওয়াটাই হচ্ছে তার উৎপন্নের প্রধান নির্ধারক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। তা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সূচিত করে, যে শ্রমিক নিজেই এগিয়ে আসে কেবল একজন পণ্য-বিভাগ বিক্রেতা হিসাবে; এবং এই ভাবে একজন মুক্ত মজুরি-শ্রমিক হিসাবে, যার দরুন শ্রম সাধারণ ভাবে প্রকাশ পায় মজুরি শ্রম হিসাবে। যা ইতিমধ্যে বলা হয়ে গিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা নোতুন করে প্রমাণ করা বাহুল্য মাত্র যে, মূলধন এবং মজুরি-শ্রমের মধ্যে সম্পর্কই নির্ধারণ করে উৎপাদন-পদ্ধতির সমগ্র চরিত্র। স্বয়ং এই উৎপাদন-পদ্ধতির প্রধান দুটি প্রতিনিধি, ধনিক এবং মজুরি শ্রমিক, হচ্ছে মূলধন এবং মজুরি-শ্রমের সাক্ষাৎ মূর্তি ব্যক্তিরূপ; সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির উপরে মুদ্রিত নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য; এই নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক সমূহের ফল।

১) পণ্য হিসাবে উৎপন্নের, এবং (২) মূলধনের উৎপন্ন হিসাবে পণ্যের, বৈশিষ্ট্য স্বতঃই সূচিত করে সমস্ত সঞ্চলন সম্পর্ক সমূহ অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে উৎপন্নগুলি অবশ্যই অতিক্রম করে এবং যার মধ্যে সেগুলি ধারণ করে বিবিধ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, অনুরূপ ভাবে তা সূচিত করে উৎপাদনের প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট সম্পর্কসমূহ, যার দ্বারা নির্ধারিত হয় তাদের উৎপন্নের মূল্য-সম্প্রসারণ এবং তার পুনঃ-রূপান্তরণ—হয় জীবনধারণের উপায়ে আর নয়ত উৎপাদনের উপায়ে। কিন্তু এমনকি এ ছাড়াও, সমগ্র মূল্য-নির্ধারণ এবং মূল্যের দ্বারা মোট উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সংঘটিত

* বাংলা সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম বিভাগ।

হয় পণ্যের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য দুটির ফলে—পণ্য হিসাবে একটি উৎপন্নের এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্য হিসাবে একটি পণ্যের বৈশিষ্ট্য। মূল্যের এই সমগ্রভাবে সুনির্দিষ্ট রূপে, শ্রম এক দিকে প্রকাশ পায় সম্পূর্ণ ভাবে সামাজিক শ্রম হিসাবে, অন্য দিকে, এই সামাজিক শ্রমের বণ্টন এবং তার উৎপন্নসমূহের পারস্পরিক অনুপূরণ ও আদান-প্রদান, সামাজিক প্রণালীর অধীনে সংস্থাপন এবং তার মধ্যে সেগুলির সংযোজন ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়া হয় ব্যক্তিগত ধনিকদের আপতিক ও পরস্পর নিবাকরণকারী উদ্দেশ্যসমূহের উপরে। যেহেতু এই ধনিকেরা পরস্পরের মুখোমুখি হয় কেবল পণ্য-মালিক হিসাবে, এবং প্রত্যেকেই চেষ্টা করে তার পণ্যকে যথাসাধ্য বেশি দামে বিক্রি করতে বাহ্যত: এমনকি খোদ উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণেও সম্পূর্ণ ভাবে নিজেরই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। সেই হেতু অন্তর্নিহিত নিয়মটি নিজেকে কার্যকরী করে কেবল তাদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, পরস্পরের উপরে চাপের মাধ্যমে, যার ফলে বিচ্যুতিগুলি পারস্পরিক ভাবে নাকচ হয়ে যায়। একক প্রতিনিধিদের প্রতিপ্রেক্ষিতে, কেবল একটি অন্তর্নিহিত নিয়ম হিসাবেই, প্রকৃতির অন্ধ নিয়ম হিসাবেই, মূল্যের নিয়মটি নিজের প্রভাবকে এখানে কার্যকরী করে এবং তার আপতিক পরিবর্তন সমূহের মধ্যে উৎপাদনের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

অধিকন্তু, পণ্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই নিহিত, এবং আরো বেশি করে নিহিত মূলধনের উৎপন্ন হিসাবে পণ্যের মধ্যে, উৎপাদনের সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বস্তুরূপায়ণ এবং উৎপাদনের বস্তুগত ভিত্তিসমূহের ব্যক্তিরূপায়ণ, যা বিশেষিত করে সমগ্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির **দ্বিতীয়** বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ হল উৎপাদনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ও নির্ধারক উদ্দেশ্য হিসাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন। মূলধন উৎপাদন করে মূলত: মূলধন, এবং করে তত দূর অবধি যত দূর অবধি তা উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত মূল্য। আমরা আমাদের আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের আলোচনায় দেখেছি, এবং আরো দেখেছি উদ্বৃত্ত-মূল্যের মুনাফায় রূপান্তরণে কেমন করে ধনতান্ত্রিক আমলের স্ব-বিশের উৎপাদন-পদ্ধতি এর উপরে ভিত্তিশীল শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীল শক্তিসমূহের বিকাশের একটি বিশেষ রূপ কিন্তু শ্রমিকের মুখোমুখি হচ্ছে স্বয়ং মূলধনের স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে এবং, অতএব দাঁড়াচ্ছে শ্রমিকের নিজস্ব বিকাশের সরাসরি বিরোধী অবস্থানে। মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন সূচিত করে, যা আমাদের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে, একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের, অতএব তার মূল্যের, হ্রাস সাধনে একটি নিরন্তর প্রবণতা - বাস্তবে প্রচলিত সামাজিক গড়ের নীচে। তার ন্যূনতম মাত্রায় ব্যয়-দাম হ্রাস করার চাপ পরিণত হয় শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রবলতম প্রেষক, যা অবশ্য এখানে প্রকাশ পায় মূলধনের উৎপাদনশীলতায় একটি ক্রমাগত বৃদ্ধি হিসাবে।

প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মূলধনের ব্যক্তিরূপ হিসাবে ধনিকের দ্বারা গৃহীত কৃতিত্ব, উৎপাদনের পরিচালক ও শাসকের অধিষ্ঠানে তার দ্বারা সম্পাদিত সামাজিক ভূমিকা

মূলতঃ আলাদা ক্রীতদাস, ভূমিদাস ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচালিত উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রযুক্ত কর্তৃত্ব থেকে।

একদিকে যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে, প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী বর্গের মোকাবেলা করে তাদের উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র—নিয়ন্ত্রকারী একটি কর্তৃত্ব এবং পূর্ণাঙ্গ স্তরতন্ত্র হিসাবে সংগঠিত শ্রম-প্রক্রিয়ার একটি সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্রের রূপে যে কর্তৃত্ব তার বাহকদের কাছে পৌছায় কেবল শ্রমের অবস্থাবলীর, ব্যক্তিরূপ হিসাবে স্বয়ং শ্রমের নয় আগেকার উৎপাদন-পদ্ধতিগুলির আমলের রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক শাসকদের মত নয়, অন্যদিকে তখন এই কর্তৃত্বের বাহকদের মধ্যে, স্বয়ং ধনিকদের মধ্যে, যারা পরস্পরকে মোকাবেলা করে কেবল পণ্য-মালিক হিসাবে, সেখানে রাজত্ব সম্পূর্ণ নৈরাজ্য যার মধ্যে উৎপাদনের সামাজিক আন্তঃসম্পর্কসমূহ নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে, ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিপ্রেক্ষিতে, একটি সর্বনিয়ন্তা প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে।

কেবল যেহেতু শ্রম আগে থেকেই থাকে মজুরি-রূপে এবং উৎপাদনের উপায়সমূহ থাকে মূলধনের রূপে—অর্থাৎ কেবল এই জরুরি উৎপাদন-উপাদানগুলির সুনির্দিষ্ট সামাজিক রূপের কারণেই—মূল্যের (উৎপন্নের) একটি অংশ দেখা দেয় উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে এবং এই উদ্বৃত্ত মূল্য মুনাফা হিসাবে, ধনিকের লাভ হিসাবে, তার প্রাপ্য অতিরিক্ত ধন হিসাবে। কিন্তু যেহেতু এই উদ্বৃত্ত-মূল্য এই ভাবে দেখা দেয় তার মুনাফা হিসাবে, কেবল সেই কারণেই উৎপাদনের অতিরিক্ত উপায়সমূহ, যেগুলি উদ্দিষ্ট থাকে পুনরুৎপাদনের সম্প্রসারণের জন্য, এবং যেগুলি গঠন করে এই মুনাফার একটি অংশ, সেগুলি নিজেদের উপস্থিত করে নোতুন অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে, এবং সাধারণ ভাবে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াকে ধনতান্ত্রিক সঞ্চয়নের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে।

যদিও মজুরি শ্রম হিসাবে শ্রমের রূপ সমগ্র প্রক্রিয়াটির রূপের পক্ষে এবং উৎপাদনের বিশেষ পদ্ধতির পক্ষে চূড়ান্ত, তা হলেও মজুরি-শ্রম মূল্য নির্ধারণে এটা সাধারণ ভাবে সামাজিক শ্রম-সময়ে প্রশ্ন, শ্রমের পরিমাণ যা সাধারণ ভাবে সমাজের হাতে থাকে এবং বিবিধ উৎপাদনের দ্বারা যার আত্মীকরণ নির্ধারণ করে, বলতে পারা যায়, তাদের নিজ নিজ সামাজিক গুরুত্ব—তার প্রশ্ন। যে নির্দিষ্ট রূপটিতে সামাজিক শ্রম-সময় পণ্যের মূল্যনির্ধারণে গ্রহণ করে চূড়ান্ত ভূমিকা সেটি অবশ্যই সংযুক্ত থাকে মজুরি-শ্রম হিসাবে শ্রমের রূপের সঙ্গে এবং মূলধন হিসাবে উৎপাদন-উপায়ের তদনুযায়ী রূপের সঙ্গে—যত দূর অবধি সম্পূর্ণ ভাবে এই ভিত্তিটির উপরেই পণ্য-উৎপাদন পরিণত হয় উৎপাদনের সাধারণ রূপে।

এ ছাড়াও বিবেচনা করা যাক তথাকথিত বণ্টন-সম্পর্কসমূহকে। মজুরি আগে থেকে ধরে নেয় মজুরি-শ্রম, এবং মুনাফা—মূলধন। বণ্টনের এই বিশেষ বিশেষ রূপগুলি এই ভাবে আগে থেকে ধরে নেয় উৎপাদন-অবস্থার বিশেষ বিশেষ সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং এবং উৎপাদন-প্রতিনিধিদের বিশেষ বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ বণ্টন-সম্পর্ক হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক উৎপাদন-সম্পর্কের নিছক অভিব্যক্তি মাত্র।

এবারে বিবেচনা করা যাক মুনাফা। উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই বিশেষ রূপটি এই ঘটনার

পূর্বশর্ত যে, উৎপাদন-উপায়ের নোতুন সৃষ্টি সংঘটিত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের রূপে; অতএব এমন একটি সম্পর্ক যা আধিপত্য করে পুনরুৎপাদনের উপরে যদি তা ব্যক্তি-ধনিকের কাছে প্রতিভাত হয় যেন সে বাস্তবে তার সমগ্র মুনাফাটাকেই আয় হিসাবে পরিভোগ করতে পারত। যাই হোক, সে তার দরুন বিবধ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয় এমনকি বীমা ও মজুদ তহবিল, প্রতিযোগিতার নিয়ম ইত্যাদির আকারেও, যেগুলি তাকে বাধা দেয় এবং কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করে যে মুনাফা ব্যক্তিগত ভাবে পরিভোগ উৎপন্নের নিছক একটি বণ্টন বর্গ মাত্র নয়। অধিকন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সমগ্র-প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপন্ন সমূহের দামগুলির দ্বারা কিন্তু উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী দাম-গুলি নিজেরাই আবার নিয়ন্ত্রিত হয় মুনাফা-হারের সমীভবন এবং বিভিন্ন সামাজিক উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে তার তদনুযায়ী মূল্য বণ্টনের দ্বারা। তা হলে মুনাফা এখানে দেখা দেয় প্রধান উপাদান হিসাবে, উৎপন্ন সমূহ বণ্টনের নয়, খোদ সেগুলি উৎপাদনেরই; বিবিধ উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে মূলধন ও স্বয়ং শ্রমের বণ্টনে একটি উপাদান হিসাবে। উদ্যোগজনিত মুনাফা এবং সুদে মুনাফার বিভাজন প্রকাশ পায় একই আয়ের বণ্টন হিসাবে। কিন্তু এর উদ্ভব ঘটে, প্রথমতঃ, স্বয়ং-সম্প্রসারণশীল মূল্য হিসাবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্রষ্টা হিসাবে, অর্থাৎ প্রচলিত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিশেষ সামাজিক রূপ হিসাবে, মূলধনের বিকাশ থেকে। তা নিজের মধ্য থেকে ক্রেডিট এবং ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের, এবং এই ভাবে উৎপাদন-রূপের উদ্ভব ঘটায়। সুদ ইত্যাদি হিসাবে বাহ্যিক বণ্টন রূপগুলি দামের মধ্যে প্রবেশ করে নির্ধারণকারী উৎপাদন-উপায় হিসাবে।

ভূমি-খাজনা প্রতিভাত হতে পারে বণ্টনের নিছক একটি রূপ হিসাবে কেননা ভূমি-সম্পত্তি-প্রক্রিয়ায় নিজে সম্পাদন করে না কোনো কাজ অন্ততঃ স্বাভাবিক কাজ। কিন্তু এই যে ঘটনা যে, (১) খাজনা সীমিত থাকে গড় মুনাফার উপরে বাড়তি অংশে এবং (২) জমিদার উৎপাদন-প্রক্রিয়ার এবং সামাজিক জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়ার পরিচালক ও প্রভু থেকে পর্যবসিত হয় কেবল জমির ইজারা-দাতা, জমিতে কুসীদ-কারবারি এবং খাজনা-সংগ্রহকারীর অবস্থানে, এটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির একটি সবিশেষ ফল। এই যে ঘটনা যে মৃত্তিকা পেল ভূমিগত সম্পত্তির রূপ এটা হচ্ছে এর পূর্বশর্ত। এই যে ঘটনা যে, ভূমিগত সম্পত্তি ধারণ করে এমন রূপ যার জন্য সম্ভব হয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক কর্ম-প্রক্রিয়া তা উৎপাদন-পদ্ধতির এই বিশেষ চরিত্রটিরই ফল। জমিদারের আয়কে খাজনা বলা যায়, এমন কি সমাজের অন্যান্য রূপেও। কিন্তু উপস্থিত উৎপাদন-পদ্ধতিতে খাজনা যেভাবে প্রকাশ পায়, তা থেকে তা আলাদা।

তথাকথিত বণ্টন-সম্পর্কসমূহ তা হলে উদ্ভূত হয় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ রূপ এবং মানব-জীবনের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষদের দ্বারা প্রবিষ্ট সম্পর্কসমূহ থেকে এবং গড়ে ওঠে তদনুযায়ী। এই বণ্টন-সম্পর্কসমূহের ঐতিহাসিক চরিত্র, যেগুলির কেবল একটি দিকই তারা প্রকাশ করে। ধনতান্ত্রিক বণ্টন বণ্টনের সেই রূপগুলি থেকে আলাদা, যেগুলির উদ্ভব ঘটে উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতি

থেকে, এবং বণ্টনের প্রত্যেকটি রূপই অন্তর্হিত হয়ে যায় উৎপাদনের যে বিশেষ রূপটি থেকে তার উদ্ভব ঘটে এবং যেটি অনুযায়ী তা গড়ে ওঠে তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে।

যে মত অনুযায়ী কেবল বণ্টন-সম্পর্কসমূহই ঐতিহাসিক উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ নয়, সেই মতটি হচ্ছে এক দিকে, সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রারম্ভিক, কিন্তু এখনো প্রতিবদ্ধ সমালোচনা। অন্য দিকে, তার ভিত্তি হচ্ছে সব শ্রম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে—যা সম্পাদিত হতে পারে এমন কি কোনো রকমের সামাজিক সহায়তা-হীন অস্বাভাবিক রকমের বিচ্ছিন্ন, এক মানুষের দ্বারাও, তার সঙ্গে -সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে গুলিয়ে ফেলা এবং মিলিয়ে ফেলার ঘটনা। যতদূর অবধি শ্রম-প্রক্রিয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি প্রক্রিয়া, ততদূর অবধি এর সরল উপাদানগুলি থাকে বিকাশের সকল রূপের মধ্যে অভিন্ন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটির প্রত্যেকটি বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ আরো বিকাশ ঘটায় তার বস্তুগত ভিত্তিতে এবং সামাজিক রূপসমূহে। যখনি একটি বিশেষ মাত্রার পরিণত অবস্থায় অতিক্রমণ ঘটে যায়, তখনি ঐ বিশেষ রূপটি পরিত্যক্ত হয় এবং উচ্চতর একটি রূপের পথ করে দেয়। এমন একটি সংকট-মুহূর্তের উপস্থিতি অভিব্যক্তি পায় বণ্টন-সম্পর্কগুলির মধ্যে এবং এই ভাবে, একদিকে, তাদের আনুষঙ্গিক উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ এবং অন্য দিকে, উৎপাদিকা শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা এবং তাদের সংস্থান-সমূহের বিকাশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের গভীরতা ও ব্যাপকতার মধ্যে। সংঘাত শুরু হয় উৎপাদনের বস্তুগত বিকাশ এবং তার সামাজিক রূপের মধ্যে।[১]

---

[১] দ্রষ্টব্য 'প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা' সংক্রান্ত গ্রন্থ (১৮৫২ ?)

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

বিবিধ শ্রেণী

যারা কেবল শ্রম-শক্তির মালিক যারা মূলধনের মালিক এবং যারা জমির মালিক যাদের আয়ের উৎস হচ্ছে যথাক্রমে মজুরি, মুনাফা এবং ভূমি-খাজনা, তারা অর্থাৎ মজুরি-শ্রমিকেরা ধনিকেরা এবং জমিদারেরা, গঠন করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত তিনটি বৃহৎ শ্রেণী।

অর্থনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক সমাজ অবিসংবাদিত ভাবে সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ে ও ধ্রুপদী ধারায় বিকশিত। তৎসত্ত্বেও, এমন কি এখানেও শ্রেণীগুলির স্তর-বিভাগ তার বিশুদ্ধ রূপে দেখা দেয় না। এমন কি এখানেও মধ্য ও অন্তবর্তী স্তরগুলি সর্বত্র লুপ্ত করে দেয় বিভাগের রেখাগুলিকে (যদিও শহরের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে অতুলনীয় ভাবে কম)। যাই হোক, আমাদের বিশ্লেষণের পক্ষে সেটা গুরুত্বহীন। আমরা দেখেছি যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশের ক্রমাগত প্রবণতা ও বিকাশের নিয়মটি হচ্ছে শ্রম থেকে উৎপাদনের উপায়কে বেশি বেশি করে বিচ্ছিন্ন করা, এবং বিরাট বিরাট সমষ্টিতে উৎপাদনের বিক্ষিপ্ত উপায়গুলিকে বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত করা এবং এইভাবে শ্রমকে মজুরি-শ্রমে এবং উৎপাদনের উপায়কে মূলধনে রূপান্তরিত করা। এবং অন্যদিকে, এই প্রবণতার সঙ্গে সহগামী হয় মূলধন এবং শ্রম থেকে ভূমিগত সম্পত্তির স্বতন্ত্র পৃথগীভবন[১] কিংবা সমস্ত ভূমিগত সম্পত্তির ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী ভূমিগত-সম্পত্তিতে রূপান্তরণ।

১. এফ লিস্ট সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন: "বিরাট বিরাট ভূমিসম্পত্তিতে স্বয়ম্ভর অর্থনীতির প্রচলন প্রমাণ করে কেবল সভ্যতা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং সমৃদ্ধ শহরের অভাব। সুতরাং তার সাক্ষাৎ মিলবে গোটা রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি এবং মেকলেনবুর্গ জুড়ে। আগে ইংল্যাণ্ডেও তা প্রচলিত ছিল; অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির সঙ্গে এর জায়গায় আসে বিরাট বিরাট ভূমি-সম্পত্তির মাঝারি আকারের কয়েকটি করে ভূমি-সম্পত্তিতে বিভাজন এবং জমি ইজারা দেবার প্রথা।" (*Dic Ackerverfassung, die Zwergwlrtschaft und die Auswandercing* 1842, P. 10)

প্রথম যে-প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে সেটি এই : সেটা কি—যেটা গঠন করে একটি শ্রেণী ?—এবং এই প্রশ্নের উত্তর স্বাভাবিক ভাবেই আসে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর থেকে, যথা : সেটা কি—যেটা মজুরি-শ্রমিক, ধনিক, জমিদারদের পরিণত করে তিনটি বৃহৎ সামাজিক শ্রেণীতে ?

প্রথম দৃষ্টিতে—আয় এবং আয়ের উৎসের স্বরূপ তিনটি সামাজিক গোষ্ঠী আছে, যাদের সদস্যবৃন্দ—তারা যাদের দিয়ে সেগুলি গঠিত সেই ব্যক্তিবৃন্দ—জীবন নির্বাহ করে যথাক্রমে মজুরি, মুনাফা এবং ভূমি-খাজনার উপরে, তাদের শ্রমশক্তি, তাদের মূলধন এবং তাদের ভূমিগত সম্পত্তির বাস্তবায়নের উপরে।

যাই হোক, এই দৃষ্টিকোণ থেকে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, চিকিৎসকেরা এবং অফিস-কর্মীরাও হবে দুটি শ্রেণী, কেননা তারা দুটি ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত—প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের আয় প্রাপ্ত হয় একই অভিন্ন উৎস থেকে। একই কথা খাটে স্বার্থ ও স্তরের সেই সীমাহীন খাণ্ডাংশসমূহের ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রম-বিভাগের ফলে যেগুলিতে বিভক্ত হয় শ্রমিকেরা এবং ধনিকেরা ও জমিদারেরা—শেষোক্তরা, যেমন, আঙুর ক্ষেতের মালিক, জোত-মালিক, বন-মালিক এবং ভেড়ি-মালিকে।

[এখানে পাণ্ডুলিপিটি হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে।]

এফ. এঙ্গেলস

ক্যাপিট্যাল : তৃতীয় খণ্ড
সংযোজনী

যখন থেকে জনসমক্ষে বিবেচনার জন্য হাজির করা হয়েছে, তখন থেকেই '**ক্যাপিট্যাল**'-এর তৃতীয় গ্রন্থটির বহু এবং বিবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য, অন্য রকম কিছু আশাও করা হয় নি। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে যা ছিল আমার প্রধান ভাবনা, তা হল যথাসম্ভব প্রামাণ্য একটি পাঠ উপস্থিত করা, মার্কস-এর আবিষ্কৃত নোতুন ফলগুলি যথাসম্ভব মার্কস-এর ভাষাতেই প্রতিপাদন করা, যেখানে একেবারেই অপরিহার্য কেবল সেখানেই নিজে হস্তক্ষেপ করা, এবং কে কাকে বলছেন সে সম্পর্কে পাঠকের মনে কোন সন্দেহ না রাখা। এটার সমালোচনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, আমার উচিত ছিল প্রাপ্ত সামগ্রীকে একটি সুবিন্যস্ত ভাবে লিখিত গ্রন্থে রূপ দান করা, *en faire un livre*, যে কথা ফরাসীরা বলেন; অর্থাৎ পাঠকের সুবিধার কাছে মূলপাঠের প্রামাণ্যতাকে বলিদান করা। কিন্তু সেটা করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করিনি। এমন ভাবে পুনর্লিখনের পক্ষে আমি আদৌ কোন যুক্তি পাইনি; মার্কস-এর মত একজন মানুষের অধিকার আছে নিজের কথা অপরকে শোনাবার, তাঁর নিজের উপস্থাপনার অবিকৃত সামগ্রিকতায় তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার। অধিকন্তু, এমন এক অনন্য ব্যক্তিত্বের উত্তরাধিকারে অনধিকার হস্তক্ষেপের—আমার কাছে তা-ই মনে হল—কোনো অভিলাষই আমার ছিল না; এটা হত আমার মতে, বিশ্বাস-ভঙ্গের ব্যাপার। এবং তৃতীয়তঃ, এটা হত নিষ্প্রয়োজন। যে সব লোক পড়তে পারবে না বা পড়তে চান না, যাঁরা এমনকি প্রথম খণ্ডেও তাকে ঠিক ভাবে বুঝতে যতটা কষ্ট করতে হত, তার চেয়ে বেশি কষ্ট করেছেন তাকে ভুল ভাবে বুঝতে—এই জাতীয় লোকদের জন্য কোন ভাবে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা সত্যি সত্যিই বুঝতে চান, তাঁদের পক্ষে মূল পাঠটিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; তাঁদের ক্ষেত্রে আমার পুনর্বিন্যাসের মূল্য হত বড় জোর একটি ভাষ্য হিসাবে, এবং, তার উপরে আবার এমন একটি জিনিসের উপরে ভাষ্য, যে জিনিসটি নিজে রইল অপ্রকাশিত ও অনধিগম্য। প্রথম বিতর্কেই উল্লেখ করতে হত মূলপাঠটির, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বির্তকে সেটির সবিস্তারে প্রকাশনা হয়ে পড়ত অপরিহার্য।

এই ধরনের বিবিধ বিতর্ক এমন একটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, যেটি ধারণ করে এত বেশি নোতুন বক্তব্য, এবং তাও আবার এমন ত্বরিত গতিতে লেখা এবং অংশতঃ অসম্পূর্ণ প্রথম খসড়া। এবং এখানে অবশ্য আমার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়তে পারে: অনুধাবনের অসুবিধাগুলি দূর করতে; মূলপাঠে যে-গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি যথেষ্ট প্রকট ভাবে স্পষ্ট নয়, সেগুলিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে; এবং ১৮৬৫ সালে লিখিত পাঠটিকে ১৮৯৫ সালের পরিস্থিতির উপযোগী করে তোলার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করতে। বাস্তবিক পক্ষে, ইতিমধ্যেই দুটি 'পয়েণ্ট'-এর কিছু আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

॥ ১ ॥

মূল্যের নিয়ম এবং মুনাফার হার

এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, এই দুটি বিষয়ের মধ্যে আপাত স্ববিরোধের সমাধান যেমন মার্কসের লেখা প্রকাশের আগেও বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল পরেও তেমনি করবে। কেউ কেউ তৈরি ছিলেন পুরোপুরি অলৌকিক একটা ঘটনার জন্য কিন্তু হতাশ হয়েছেন কারণ তাঁদের প্রত্যাশিত ভোজবাজির বদলে তাঁরা পেয়েছেন সরল, যুক্তিসিদ্ধ, গদ্যবৎ গম্ভীর একটি সমাধান। সবচেয়ে সানন্দে হতাশ হয়েছেন অবশ্য সুপরিচিত, সুবিশ্রুত লোরিয়া। অবশেষে তিনি খুঁজে পেয়েছেন সেই আর্কিমিডীয় অবলম্বন যার উপরে দাঁড়িয়ে এমনকি তাঁর পরিমাপের একটা বামন পর্যন্ত পারেন দৃঢ়গঠিত সুবিশাল মার্কসীয় কাঠামোটিকে শূন্যে তুলে ধরতে এবং সেটিকে চুরমার করে দিতে। তিনি ক্রোধভরে গর্জে ওঠেন, কি! এটাকে ভাবা হচ্ছে সমাধান? এ তো নিছক কুয়াশা-সৃষ্টি। যখন অর্থনীতিবিদেরা বলেন মূল্যের কথা, তাঁরা বোঝান সেই মূল্য যা বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিনিময়-ক্ষেত্রে। "এতটুকু বোধশক্তির অধিকারী কোনো অর্থনীতিবিদ কখনো নিজেকে ব্যস্ত করবেন না কিংবা ব্যস্ত করতে চাইবেন না এমন একটি মূল্য দিয়ে, যার বিনিময়ে পণ্য বিক্রি হয় না এবং **কখনো বিক্রি হতে পারেনা** (*ne possono vendersi mai*) ··। এ কথা ঘোষণা করে যে, যে-মূল্যের বিনিময়ে পণ্য কখনো বিক্রি হয় না, সেই মূল্যটি তার মধ্যে বিধৃত শ্রমের সঙ্গে আনুপাতিক, মার্কস আর বেশি কি করেন নৈষ্ঠিক অর্থনীতিবিদদেরই বক্তব্যের উলটো আকারে পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া যা বলে যে, যে-মূল্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি হয়, তার উপরে ব্যয়িত শ্রমের সঙ্গে আনুপাতিক নয়? ···মার্কস যখন বলেন যে আলাদা আলাদা মূল্যগুলি থেকে আলাদা আলাদা দামগুলির পার্থক্য সত্ত্বেও, সমস্ত পণ্য সমূহের মোট মূল্যের সঙ্গে, কিংবা সমগ্রভাবে পণ্যসমূহের মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণের সঙ্গে, সমস্ত পণ্যসমূহের মোট দাম মিলে যায়, তখন ব্যাপারটার সুরাহায় কোনো সাহায্যই হয় না। কেননা যেহেতু মূল্য একটি পণ্য এবং আরেকটি পণ্যের মধ্যে বিনিময় হার ছাড়া কিছু নয়, সেই হেতু পণ্যসমূহের মোট মূল্যের খোদ ধারণাটাই একটা আজগুবি অর্থহীন ব্যাপার" ····· *contradictio in adiecto* ··" তিনি যুক্তি দেন, গ্রন্থের একেবারে শুরুতে মার্কস বলেন যে, বিনিময় দুটি পণ্যের সমীকরণ করতে পারে কেবল তাদের মধ্যে একটি একই রকমের এবং সমান বড় আকারের উপাদান বিধৃত থাকে বলে, যথা সমান পরিমাণ শ্রম। এবং এখন তিনিই আবার অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নিজের কথা অস্বীকার করে বলেন যে, পণ্যসমূহ পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হয় তাদের মধ্যে বিধৃত শ্রমের পরিমাণ ছাড়া একটি সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন অনুপাতে।- "কখনো কি কোথাও এমন তত্ত্বগত দেউলিয়াপনা দেখা গিয়েছে, এমন সম্পূর্ণ অসম্ভব সিদ্ধান্ত (*reductio ad absurdum*)? কখনো কি কোথাও বৈজ্ঞানিক আত্মহত্যা সম্পন্ন হয়েছে এর

চেয়ে বেশি আড়ম্বর ও বেশি গাম্ভীর্য সহকারে!" (Nuova Antologia, Feb 1, 1895, PP 477-78, 479.)

আমরা দেখতে পাচ্ছি লোরিয়ার আনন্দ আর ধরে না। মার্কসকে তাঁর নিজের মত একজন বলে ধরে নিয়ে, একজন মামুলি হাতুড়ে বলে ধরে নিয়ে তিনি কি ঠিক করেন নি? এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক লোরিয়ার মতই তাঁর 'পাব্লিক'-এর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছেন; সবচেয়ে তুচ্ছ ইতালীয় অধ্যাপকটির মত তিনিও বেঁচে আছেন কুয়াশা-সৃষ্টির উপরে। কিন্তু যেখানে ডালকামারা-র* তা করার মত হক আছে, কেননা তিনি তাঁর পেশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, সেখানে মার্কস, এই উত্তুরে (Northerner), আনাড়ি লোকটা, নিছক বাজে কাজ ছাড়া কিছুই করেন না, কেবল আজেবাজে আর আজগুবি লেখা লেখেন, যার দরুন একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই তার করার থাকে না।

পরে আলোচনার জন্য আপাততঃ এই বিবৃতিটা তুলে রাখা যাক যে, পণ্য কখনো বিক্রি হয় না, কখনো বিক্রি হতে পারে না, শ্রমের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে। এখন কেবল লোরিয়ার এই ঘোষণাটা নিয়ে আলোচনা করা যাক যে, "একটি পণ্য এবং আরেকটি পণ্যের মধ্যে বিনিময়-হার ছাড়া মূল্য আর কিছু নয়," এবং এই কারণে পণ্যসমূহের মোট মূল্যের খোদ ধারণাটাই হচ্ছে একটা আজগুবি, অর্থহীন ব্যাপার··contradictio in adjecto." যে অনুপাতে দুটি পণ্যের পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হয়, সেই অনুপাত, তাদের মূল্য তাই নেহাৎই একটা আপতিক ব্যাপার, পণ্যগুলির উপরে সেঁটে দেওয়া হয় বাইরে থেকে, যা আজ হতে পারে এক, কাল হতে পারে অন্য। এক হন্দর গম এক গ্রাম বা এক কিলোগ্রাম সোনার সঙ্গে বিনিময় হয় কিনা, তা আদৌ নির্ভর করে না সেই গম বা সোনার অন্তর্নিহিত অবস্থার উপরে, নির্ভর করে এমন সব ঘটনার উপরে যা দুয়ের কাছেই সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারণ অন্যথা এই অবস্থাগুলি নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হত বিনিময়ের মধ্যে মোটের উপরে আধিপত্য করতে হত তার উপরে, আবার এই বিনিময় ছাড়াও রক্ষা করতে হত একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, যাতে করে কেউ বলতে পারত পণ্য সমূহের একটা মোট মূল্যের কথা। এটা আজগুবি, এ কথা বলেন প্রখ্যাত লোরিয়া। যে অনুপাতেই দুটি পণ্য পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় হোক, সেটাই মূল্য—আর সেটাই একমাত্র দ্রষ্টব্য। অতএব, মূল্য আর দাম অভিন্ন, এবং প্রত্যেকটি পণ্য যতগুলি দাম পেতে পারে, তার ততগুলি মূল্য আছে। আর দাম নির্ধারিত হয় যোগান এবং চাহিদার দ্বারা; এর পরেও যদি কেউ আরো প্রশ্ন তুলে তার উত্তর আশা করেন, তিনি একটা বোকা।

কিন্তু এখানে একটা খোঁচ আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যোগান এবং চাহিদার ভারসাম্য হয়। তা হলে জগতের সমস্ত পণ্যকে দুই অর্ধাংশে ভাগ করা যাক,

* Chariataum *L'Elisir d'Amore*, comic opera by Donizetti —সম্পাদক।

যোগানের সমষ্টি এবং সমভাবে বৃহৎ চাহিদার সমষ্টি। ধরা যাক, প্রত্যেকটি সমষ্টিই প্রতিনিধিত্ব করে ১,০০০,০০০ মিলিয়ন মার্ক, ফ্রাঁ, পাউণ্ড স্টার্লিং বা আপনার ইচ্ছামত অন্য কোন মুদ্রার। প্রাথমিক পাটিগণিত অনুসারে তাতে হয় ২,০০০,০০০ মিলিয়ন একটি দাম বা মূল্য। অর্থহীন, আজগুবি, বলেন মিঃ লোরিয়া। দুটি সমষ্টি একত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে ২,০০০,০০০ মিলিয়ন পরিমাণ একটি দামের। কিন্তু মূল্যের বেলায় অন্য রকম। আমরা যদি বলি দাম : ১,০০০+১,০০০= ২,০০০। কিন্তু আমরা যদি বলি মূল্য : ১,০০০+১,০০০=০। অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে, যেখানে মোট পণ্যসম্ভারের ব্যাপার। কেননা এখানে দুটি সমষ্টির প্রত্যেকটিরই পণ্যসমূহের মূল্য ১,০০০,০০০ মিলিয়ন, কারণ তাদের দুটির প্রত্যেকটিই অপরটির পণ্যসম্ভারের জন্য দেবে এই অঙ্ক। কিন্তু আমরা যদি দুটি সমষ্টির মোট পণ্যসমূহকে একত্র করি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হাতে, তা হলে তার হাতে প্রথমটির আর কোনো মূল্য থাকে না, দ্বিতীয়টিরও নয়, তৃতীয়টির তো নয়ই—পরিশেষে কারো কোনো কিছু থাকে না। এবং আবার আমরা আশ্চর্য হই আমাদের দখনে ক্যাগলিওস্টোর উচ্চমন্যতা দেখে—এমন ভঙ্গিতে তিনি মূল্যের ধারণাটিকে মাজাঘষা করেছেন যে তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। এটাই হল হাতুড়ে অর্থনীতির পরাকাষ্ঠা![1]

১. কিছু পরে (হেইন-এর ভাষায়) "খ্যাতির কল্যাণে সুপরিচিত" এই একই ভদ্রলোক [*Heinrich Heine, Ritter Olaf*] নিজেকে বাধ্য বলে মনে করলেন তৃতীয় খণ্ডে আমার ভূমিকার উত্তর দিতে—১৮৯৫ সালে ইতালীয় ভাষায় Rassegna-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পরে। উত্তরটি মুদ্রিত হয়েছে ১৮৯৫-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি *Riforma Sociale*। প্রথমে আমার উপরে অকৃপণ হাতে প্রশস্তি বর্ষণ করে (আর এই কারণে দ্বিগুণ অরুচিকর) তিনি বলেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার জন্য মার্কসের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করার কথা তিনি কখনো চিন্তা করেন নি। সেই ১৮৮৫ সালেই তিনি তার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন—একান্তই প্রসঙ্গক্রমে, সাময়িক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে। কিন্তু প্রতিদানে তিনি নীরবে, আরো সন্তর্পণে, পার হয়ে গিয়েছেন সেই জায়গাটি যেখানে সেটার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল, অর্থাৎ, এই বিষয় সম্পর্কে তাঁর বইটিতে, যেখানে সর্বপ্রথম মার্কসের নাম পাওয়া যায় ১২৯ পৃষ্ঠায় কিন্তু কেবল ফ্রান্সের ক্ষুদ্র ভূমিগত সম্পত্তি প্রসঙ্গেই। এবং এখন তিনি বীরকণ্ঠে ঘোষণা করেন, তিনি আদৌ এই তত্ত্বের মূল প্রণেতা নন; যদি অ্যারিস্টোটল ইতিপূর্বেই এটির ইঙ্গিত না দিয়ে থাকেন, তা হলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সেই ১৬৫৬ সালেই হ্যারিংটন এটি ঘোষণা করেছিলেন, এবং এক গাদা ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ এবং অর্থনীতিবিদ মার্কসের অনেক আগেই তার বিকাশ সাধন করেছিলেন। এই সব কিছুই পড়তে পাওয়া যাবে লোরিয়ার বইয়ের ফরাসী সংস্করণে। এক কথায়, নিছক লেখা-চোর। মার্কস থেকে চুরি করা লেখা নিয়ে বড়াই করার পথ আমি যখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব করে

ব্রন (Braun)-এর *Archiv fur soziale Gesetzgebung*, Vol. VIII No. 4,-এ ওয়ের্ণার সম্বার্ট (Werner Sombart) মার্কসীয় প্রতিপাদ্যের একটি রূপরেখা দেন, যেটি সমগ্র ভাবে দেখলে, চমৎকার। এটাই প্রথম যে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক মার্কসের লেখায় মোটামুটি দেখতে সক্ষম হয়েছেন যা মার্কস সত্যি সত্যিই বলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন, মার্কসীয় প্রণালীর সমালোচনার মানে তার খণ্ডন হতে পারে না—"রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী তা করুন" —তার মানে হতে পারে কেবল তার আরো বিকাশ-সাধন। সম্বার্ট ও আমাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, আর এটাই ছিল প্রত্যাশিত। মার্কসের প্রণালীতে মূল্যের গুরুত্ব নিয়ে তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং এই ফলাফলে উপনীত হয়েছেন : ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে মূল্য প্রকাশ পায় না ; ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রতিনিধিদের চেতনায় তা অবস্থান করে না ; এটা একটা অভিজ্ঞামূলক ব্যাপার নয়, পরন্তু একটা মানসিক, যৌক্তিক ব্যাপার ; মার্কসের প্রণালীতে মূল্যের ধারণা তার বস্তুগত নির্দিষ্টতায় অর্থনৈতিক অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে শ্রমের সামাজিক উৎপাদক ক্ষমতার ঘটনার অর্থনৈতিক প্রকাশ ছাড়া কিছু নয় ; শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মূল্যের নিয়মটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের উপরে আধিপত্য করে, এবং এই কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ ভাবে ধারণ করে নিম্নলিখিত অন্তর্বস্তু : পণ্যসমূহের মূল্য হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট ও ঐতিহাসিক রূপ, যার মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি, শেষ বিশ্লেষণে যা আধিপত্য করে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার উপরে, তা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে একটি নির্ধারক উপাদান হিসাবে। এই রকম বলেন সম্বার্ট ; এ কথা বলা যায়না যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে মূল্যের নিয়মটির তাৎপর্যের এই ধারণা ভ্রান্ত। কিন্তু আমার কাছে মনে

তুললাম, তখন তিনি বীরের মত প্রচার শুরু করলেন যে, মার্কস নাকি ধার-করা পালকে নিজেকে সজ্জিত করেছেন, যেটা তিনি নিজে করে থাকেন। আমার অন্যান্য আক্রমণ থেকে, লোরিয়া সেইটা বেছে নিয়েছেন, যেটা, তাঁর মতে, এই যে, মার্কস কখনো **'ক্যাপিটাল'**-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন নি। "এবং এখন এঙ্গেলস দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড দুটি আমার দিকে বিজয়গর্বে ছুঁড়ে দিয়ে জবাব দিলেন···চমৎকার! এবং এই দুই খণ্ড হাতে পেয়ে আমি এত মানসিক আনন্দ পেয়েছি যে, এই পরাজয় থেকে—যদি একে আদৌ পরাজয় বলা যায়—যা পেলাম, বিজয় থেকে তা পেতাম না। কিন্তু ঘটনাটা কি সত্যিই তাই ? এটা কি বাস্তবিকই সত্য যে, প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই মার্কস এই অসংলগ্ন 'নোট'গুলি লিখেছিলেন, যেগুলি এঙ্গেলস সহৃদয় বন্ধুত্ব সহকারে সংকলন করেছেন ? এটা ধরে নেওয়া কি ঠিক হবে যে, মার্কস তাঁর গ্রন্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের শীর্ষে এই পৃষ্ঠা-গুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছেন ? এটা কি বাস্তবিকই নিশ্চয় করে বলা যায় যে, মার্কস গড় মুনাফার উপরে সেই অধ্যায়টি প্রকাশ করতেন, যার মধ্যে এত বছর ধরে যে-

হয় এটা বড় বেশি ব্যাপক, এবং একটি সংকীর্ণতার ও আরো যথাযথ সূত্রায়নের দাবি রাখে, আমার মতে এটা কোনো ক্রমেই এই নিয়মের দ্বারা শাসিত সমাজের বিকাশের অর্থনৈতিক পর্যায়গুলির ক্ষেত্রে মূল্যের নিয়মের সমগ্র তাৎপর্যটা নিঃশেষিত করে না।

ব্রন-এর *Sozialopolitisches Zentralblatt*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ সংখ্যা ২২-এ **ক্যাপিট্যাল**-এর তৃতীয় খণ্ড প্রসঙ্গে কনরাড শ্মিডৎ-এর অনুরূপ চমৎকার একটি লেখা বেরিয়েছে। এখানে বিশেষ ভাবে জোর দিতে হবে এই প্রমাণটির উপরে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে গড় মুনাফার মার্কসীয় সিদ্ধান্তটি কেমন করে উত্তর দেয় সেই প্রশ্নটির, যেটি এখনো পর্যন্ত অর্থনীতি উত্থাপন করেনি : মুনাফার এই গড় হারের আয়তনটি কেমন করে নির্ধারিত হয়, এবং কেমন করে এটা ঘটে যে, সেটা ৫০ বা ১০০ শতাংশ না হয়ে ১০ বা ১৫ শতাংশ হল। যেহেতু আমরা জানি যে, শিল্প-ধনিকের দ্বারা প্রথম আত্মীয়কৃত উদ্বৃত্ত মূল্যটাই হচ্ছে একমাত্র এবং একান্ত উৎস, যা থেকে মুনাফা এবং খাজনা আসে, সেই হেতু প্রশ্নটা নিজেকেই নিজে সমাধান করে! শ্মিডৎ-এর লেখার এই অনুচ্ছেদটি সরাসরি লিখিত হতে পারে লোরিয়া-অর্থনীতিবিদদের জন্য, যদি না এটা হত যাঁরা দেখতে চান না তাঁদের চোখ খোলা-বার জন্য বৃথা শ্রম।

মূল্যের নিয়ম সম্বন্ধে শ্মিডৎ-এরও আছে তার চিরাচরিত সংশয়। তিনি তাকে বলেন একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (*hypothesis*), যা উপস্থাপিত করা হয়েছে সত্যিকারের বিনিময় প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার জন্য, যা প্রমাণিত হয় আলোকসম্পাতী

সমাধানটির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেটিকে পর্যবসিত করা হয়েছে নিছক কুয়াশায়, আনাড়ি কথার আড়ম্বরে? এ ব্যাপারে অন্ততঃ সন্দেহের অবকাশ আছে।...এতে প্রমাণ হয় যে, তাঁর চমৎকার (*Splendido*) বইটি প্রকাশের পরে মার্কস আবার এর একখানা অনুপূরক গ্রন্থ প্রকাশের কথা, কিংবা তাঁর দায়িত্বের বাইরে তাঁর উত্তরাধিকারের উপরে সেটি সম্পূর্ণ করার কর্তব্য ন্যস্ত করার কথা, ভাবেন নি।"

২৬৭ পৃষ্ঠায় এ কথা লেখা হয়েছে। হাইন তাঁর 'ফিলিস্তিন' জার্মান 'পাব্লিক'-কে এর চেয়ে বেশি অবজ্ঞাভরে কিছু বলতে পারতেন না। ''লেখক শেষ পর্যন্ত তাঁর 'পাব্লিক'-এর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যান, যেন 'পাব্লিক' একটা যুক্তিবাদী সত্তা।" কীর্তিমান লোরিয়া 'পাব্লিক' সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন?

উপসংহারে, মন্দভাগ্য, আমার উপরে চাপানো হয় আরো এক দফা প্রশস্তির বোঝা। এ ব্যাপারে আমাদের 'সগ্যানারেল' নিজেকে স্থাপন করেন 'বালাম'-এর সঙ্গে একাসনে, যিনি এসেছিলেন অভিশাপ দিতে কিন্তু যার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়তে লাগলো "আশীর্বাদ ও প্রেমের বাণী"—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কারণ সদাশয় বালাম এই ঘটনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, যিনি এমন একটি গাধার পিঠে চড়তেন, যেটি তার প্রভুর চেয়ে বুদ্ধিমান। এবারে বালাম নিশ্চয়ই তাঁর গাধাটাকে বাড়ি ফেলে এসেছিলেন।

ও অপরিহার্য বলে এমনকি প্রতিযোগিতামূলক দামগুলির ক্ষেত্রেও, যেগুলিকে মনে হয় তার চূড়ান্ত পরিপন্থী বলে। তাঁর মতে, মূল্যের নিয়মটি ছাড়া ধনতান্ত্রিক, বাস্তবতার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতন্ত্রের অন্তর দর্শনে সমস্ত তত্ত্বগত অন্তদৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যায়। এবং একটি ব্যক্তিগত পত্রে, যেটি থেকে উদ্ধৃতি দিতে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, শ্মিডৎ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে মূল্যের নিয়মটিকে ঘোষণা করেন একটি বিশুদ্ধ কল্পনা বলে, যদি তত্ত্বগত ভাবে প্রয়োজনীয়, যাই হোক,. এই মত, আমার বিচারে, সম্পূর্ণ ভুল। 'কল্পনা—যদিও তত্ত্বগত ভাবে প্রয়োজনীয়' তো বটেই এমনকি কেবল একটি প্রকল্পের চেয়েও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে মূল্যের নিয়মটির আছে ঢের বেশি ও সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য।

কীর্তিমান লোরিয়ার কথা আমি উল্লেখ করেছি নিছক একজন মজাদার হাটুরে অর্থনীতির লড়িয়ে হিসাবেই; কিন্তু সম্বার্ট এবং শ্মিড্‌ৎ-ও এই ঘটনার যথেষ্ট স্বীকৃতি দেন না যে, আমরা এখানে আলোচনা করছি কেবল একটি তার্কিক, প্রক্রিয়া নিয়ে নয়, পরন্তু একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং চিন্তাক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা-মূলক প্রতিফলন নিয়ে, তার আন্তঃ সম্পর্ক-সমূহের যৌক্তিক অনুশীলন নিয়ে।

চূড়ান্ত অনুচ্ছেদটি পাওয়া যাবে মার্কসে, Buch III, I, S 154-তে* :

"গোটা সমস্যাটার উদ্ভব ঘটে এই ঘটনাটা থেকে যে, বিবিধ পণ্য, কেবল পণ্য হিসাবেই বিনিমিত হয় না, বিনিমিত হয় বিবিধ **মূলধনের উৎপন্ন** হিসাবে, যারা দাবি করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণে অংশগ্রহণ—তাঁদের আয়তনের অনুপাত অনুসারে, আর যদি তাদের আয়তন যদি সমান হয় তবে সমান পরিমাপে।"

এই পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য ধরে নেওয়া হয় যে শ্রমিকেরা তাদের উৎপাদন-উপায়সমূহের অধিকারী, তারা কাজ করে সমান সময়-কাল ধরে এবং সমান তীব্রতা সহকারে, এবং তাদের পণ্যসমূহ পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় করে সরাসরি। তা হলে এক দিনে, দুজন শ্রমিক তাদের শ্রমের দ্বারা তাদের উৎপন্নগুলিতে সংযোজিত করবে সমান পরিমাণ নোতুন মূল্য, কিন্তু প্রত্যেকের উৎপন্নের হবে ভিন্নতর মূল্য—উৎপাদনের উপায়গুলিতে আগে থেকে কি পরিমাণ শ্রম বিধৃত আছে, সেই অনুসারে। মূল্যের এই শেষোক্ত অংশটি প্রতিনিধিত্ব করে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থির মূলধনের; অন্য দিকে, নোতুন সংযোজিত মূল্যের সেই অংশটি, যেটি প্রযুক্ত হয় শ্রমিকের জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের জন্য, সেটি প্রতিনিধিত্ব করে অস্থির মূলধনের, এবং নোতুন মূল্যের যে-অংশটি তখনো থেকে যায়, সেটি প্রতিনিধিত্ব করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের, যা এক্ষেত্রে যায় শ্রমিকের অধিকারে। এই ভাবে, তাদের দ্বারা অগ্রিম-দত্ত মূল্যের "স্থির" অংশটি মাত্র বাদ দিয়ে, দুজন শ্রমিকই পাবে সমান সমান মূল্য; কিন্তু উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রতিনিধিত্বকারী অংশটির অনুপাত—যা হবে ধনতান্ত্রিক মুনাফা-হারের অনুরূপ—প্রত্যেক ক্ষেত্রে হবে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যেহেতু তাদের প্রত্যেকেই পায় বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত

* বাংলা সংস্করণ, পঞ্চমখণ্ড, পৃ. ১৭৭-৭৮

উৎপাদনের উপায়সমূহের মূল্য, সেই হেতু এটা হবে একটি সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন ব্যাপার।

নিজেদের মূল্যে, কিংবা প্রায় নিজেদের মূল্যে পণ্যসমূহের বিনিময়, এইভাবে দাবি করে নিজেদের উৎপাদন-দামে তাদের বিনিময়ের চেয়ে **অনেক নিম্নতর একটি পর্যায়,** যার জন্য আবশ্যক হয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের একটি মান। মূল্যের নিয়মের দ্বারা দামের এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধির উপরে আধিপত্য ছাড়াও এটা খুবই সমীচীন যে পণ্যসমূহের মূল্যগুলিকে গণ্য করা হবে কেবল **তত্ত্বগত ভাবেই** নয়, **ইতিহাসগত ভাবেও** উৎপাদন-দামের **পূর্ববর্তী** বলে। এটা সেই সব অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, **যেখানে শ্রমিক তার উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক,** এবং এটাই হচ্ছে সেই কৃষকের অবস্থা যে জমির মালিক এবং বেঁচে থাকে তার নিজের শ্রমের উপরে, এবং এটাই হচ্ছে কারুশিল্পীর অবস্থা—কি প্রাচীন জগতে, কি আধুনিক জগতে। এটা আমাদের পূর্ব প্রকাশিত মতের সঙ্গে মেলে, যে, মত অনুযায়ী উৎপন্ন-সমূহের পণ্যে বিবর্তনের উদ্ভব ঘটে ভিন্ন ভিন্ন জন-সমাজের মধ্যে বিনিময়ের ফলে, একই জন-সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের ফলে নয়। এটা কেবল আদিম অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ক্রীতদাসতন্ত্র ও ভূমিদাসতন্ত্রের উপরে ভিত্তিশীল পরবর্তী অবস্থা, এবং হস্তশিল্পের গিল্ড্-সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যত কাল উৎপাদনের প্রত্যেক শাখার অন্তর্গত উৎপাদনের উপায়সমূহকে এক ক্ষেত্র থেকে আর এক ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা যায় কেবল কষ্ট সহকারেই এবং এই কারণে উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, কয়েকটি মাত্রার মধ্যে, বিদেশী দেশ বা সাম্যতন্ত্রী সমাজ হিসাবে।" (মার্কস, Buch III, I, S 156 ff.)*

মার্কসের যদি আরেক বার সুযোগ হত তৃতীয় খণ্ডটি দেখে দেবার, তা হলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি এই অনুচ্ছেদটি আরো যথেষ্টভাবে বিস্তারিত করতেন। যে ভাবে এটা আছে, তাতে পাওয়া যায় বক্তব্য বিষয়টি সম্পর্কে কেবল মোটামুটি একটা রূপরেখা। সুতরাং আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে ব্যাপারটা পরীক্ষা করা যাক।

আমরা সকলেই জানি যে, সমাজের গোড়ার দিকে উৎপাদনকারীরা নিজেরেই উৎপন্নগুলি পরিভোগ করে, এবং এই উৎপাদনকারীরা মোটামুটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সংগঠিত থাকে সাম্যতন্ত্রী জনগোষ্ঠী হিসাবে ; বহিরাগতদের সঙ্গে, এই সব উৎপন্নের উদ্বৃত্ত অংশের বিনিময় যা সূচনা করে উৎপন্নসমূহের পণ্যে রূপান্তর, তা পরবর্তী কালের ব্যাপার, এটা প্রথমে ঘটে বিভিন্ন জন-জাতির ভিন্ন ভিন্ন জন-সম্প্রদায়ের মধ্যে, কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা দেয় একই জন-সম্প্রদায়ের মধ্যে, এবং এই ভাবে প্রভূত ভাবে কাজ করে এই সব সম্প্রদায়ের ভাঙন ঘটিয়ে সেগুলিকে বড় ও ছোট নানা পারিবারিক এককে পরিণত করায়। কিন্তু এমনকি এই ভাঙনের পরেও, বিনিময়কারী পারিবারিক প্রধানেরা থেকে যায় কর্মরত চাষী, যারা, তাদের নিজ নিজ

* বাংলা সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৮০

খামারে তাদের পরিবারবর্গের সাহায্যে উৎপাদন করে তাদের যাবতীয় প্রযোজন, এবং আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর সামান্য অংশ মাত্রই সংগ্রহ করে বাইরে থেকে—তাদের নিজেদের উদ্বৃত্ত-উৎপন্নের বিনিময়ে। পরিবার নিযুক্ত থাকে কেবল কৃষি ও পশু প্রজননের কাজেই নয়; সেই সঙ্গে তা কাজ করে তাদের উৎপন্নগুলিকে পরিভোগের জন্য প্রস্তুত সামগ্রীতে রূপায়িত করার জন্যও; মাঝে মধ্যে তা হাতে-চালানো জাঁতাকলের সাহায্যে নিজের শস্য পেষাইয়ের কাজও করে; রুটি সেঁকে, সুতো কাটে, কাপড়ে রঙ দেয়, শন ও পশম বোনে, চামড়া, 'ট্যান' করে; কাঠের বাড়ি-ঘর তৈবি এবং মেরামত করে, যন্ত্রপাতি ও বাসনপত্র বানায়, এবং প্রায়শই করে মিস্ত্রি ও কামারের কাজ; অতএব পরিবার বা পারিবারিক একক হয় প্রধানতঃ স্বয়ম্ভর।

সামান্য যতটুকু একটি পবিবারকে বাইরের মানুষদের কাছ থেকে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমে বা ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হত, তা, এমনকি উনিশ শতকের শুরু অবধিও জার্মেনিতে, প্রধানতঃ ছিল হস্তশিল্পের দ্রব্যাদি, অর্থাৎ এমন এমন জিনিস যেগুলি তৈরি করার প্রক্রিয়া কোনো ক্রমেই চাষীর কাছে অজানা ছিল না। এবং যেগুলি সে নিজে তৈরি করত না কেবল এই কারণে যে তাব হাতে কাঁচামাল ছিল না কিংবা ক্রীত জিনিসটি ছিল ঢের ভাল ঢের সস্তা। সুতবাং মধ্য যুগের চাষী মোটা-মুটি সঠিক ভাবেই জানত পণ্য বিনিময় মাধ্যমে প্রাপ্ত জিনিসটি তৈরি করতে কতটা শ্রম-সময় আবশ্যক হত। গ্রামের কামার এবং ছুতোর কাজ কবত তাব চোখের সামনে; একই ভাবে দর্জি এবং জুতো প্রস্তুতকারক, যাদের আমি আমার যৌবন বয়সে পর্যন্ত দেখেছি আমাদের রাইন অঞ্চলের চাষীদের বাড়িতে যেতে এবং বাড়িতে তৈরি মাল-মশলা দিয়ে পোষাক এবং জুতো তৈরি করে দিতে। ঐ চাষীরা এবং যাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনত সেই লোকজনেরা—তারা নিজেবাও ছিল শ্রমিক, বিনিমিত দ্রব্যগুলি ছিল তাদের নিজেদেরই উৎপন্ন জিনিস। এই উৎপন্ন-গুলি তৈরি করতে তারা কি ব্যয় করেছে? শ্রম, একমাত্র শ্রম: কাজের হাতিয়ার-পাতি প্রতিস্থাপন করতে, কাচামাল উৎপাদন করতে এবং সেগুলিকে প্রস্তুত করতে তারা তাদের নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া কিছুই ব্যয় করেনি। তা হলে সেগুলিব উপরে ব্যয়িত শ্রমের অনুপাতে ছাড়া অন্য কিভাবে তারা বিনিময় করতে পারত তাদের নিজেদের উৎপন্নগুলিকে অন্যান্য শ্রমকারী উৎপাদনকারীদের উৎপন্নগুলির সঙ্গে? এই উৎপন্নগুলির উপরে ব্যয়িত শ্রম-সময়ই যে কেবল বিনিময়ে মূল্য-সমূহের পরিমাণগত নির্ধারণের একমাত্র উপযুক্ত পরিমাণ তা-ই নয়, আর কোনো পরিমাপ আদৌ সম্ভবই নয়। কিংবা এটাই কি বিশ্বাস করা হয় যে কৃষক এবং কারিগর এতই বোকা যে একজনের দশ ঘণ্টার শ্রমফল বিনিময় করা হত আরেক জনের এক ঘণ্টার শ্রমফলের সঙ্গে? যে বিনিময়-ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বিনিমিত পণ্য সমূহকে তাদের মধ্যে বিধৃত শ্রম-পরিমাপের দ্বারা পরিমাপ করার, সেই ব্যবস্থা ছাড়া প্রাকৃতিক কৃষক-অর্থনীতির গোটা কাল জুড়ে আর

কোনো বিনিময়ই সম্ভব নয়। যে-মুহূর্তে এই অর্থনীতিতে টাকার প্রবেশ ঘটে, সেই মুহূর্ত থেকেই মূল্যের নিয়মটির (বিঃ দ্রঃ, মার্কসীয় সূত্রায়নের) সঙ্গে অভিযোজনের প্রবণতা, এক দিকে, আরো প্রবল হয়ে ওঠে, এবং, অন্য দিকে, তা ইতিমধ্যেই ব্যাহত হতে থাকে কুসীদজীবীর মূলধন এবং কর (ট্যাক্স)-জনিত লুণ্ঠনের হস্তক্ষেপের ফলে; যে যে সময়কাল ধরে, দামগুলি, গড়ে, মূল্যগুলির একেবারে কাছাকাছি যায়, তা আরো দীর্ঘ হতে শুরু করে।

একই কথা খাটে কৃষকদের এবং শহুরে কারুশিল্পীদের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রেও। শুরুতে এই বিনিময় ঘটে সরাসরি বণিকের মাধ্যম ছাড়াই—শহরের হাটের দিনগুলিতে, যখন কৃষক বিক্রয় করে এবং ক্রয় করে। এখানেও কেবল কৃষকই কারিগরের কাজের অবস্থাবলী জানে না কারিগরও জানে কৃষকের কাজের অবস্থাবলী কেননা. কারিগর নিজেও তখনো পর্যন্ত কিছুটা কৃষক; তার কেবল সজী ও ফলের বাগানই নেই, সেই সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে ছোট্ট এক টুকরো জমি, দুটো একটা গোরু শুয়োর হাঁস-মুর্গী ইত্যাদি। মধ্যযুগের মানুষেরা এইভাবে সক্ষম ছিল বেশ সঠিক ভাবেই কাচামাল, সহায়ক সামগ্রী এবং শ্রম-সময় বাবদ উৎপাদন-ব্যয় যাচাই করে নিতে—অন্ততঃ দৈনন্দিন সাধারণ ব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপারে।

কিন্তু শ্রম পরিমাণের ভিত্তিতে এই পণ্য-বিনিময়ে, শ্রম-পরিমাণ হিসাব করা হবে কিভাবে, এমনকি যদি কেবল পরোক্ষ ও আপেক্ষিক ভাবেও হয়, সেই সব উৎপন্নের ক্ষেত্রে, যাতে লাগে দীর্ঘতর সময়, বাধা সৃষ্টি হয় অনিয়মিত সময় অন্তর অন্তর, এবং ফলন হয় অনিশ্চিত—যেমন শস্য বা গবাদি পশুর ক্ষেত্রে? স্পষ্টতই কেবল জটিল গণনা-সাপেক্ষ সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক মোটামুটি হিসাবের সাহায্যে, প্রায়ই অন্ধকারে এদিক-ওদিক হাতড়াতে হাতড়াতে এবং, যা স্বাভাবিক, ভুল-ভ্রান্তির মাধ্যমে শিখতে শিখতে। কিন্তু সমগ্র ভাবে প্রত্যেকেরই মোট ব্যয় পুষিয়ে নেবার আবশ্যিকতা সর্বদাই সাহায্য করত সঠিক দিকে ফিরে আসতে; এবং প্রচলিত দ্রব্যাদির স্বল্প সংখ্যা আর সেই সঙ্গে সেগুলি উৎপাদন প্রায়ই শতাব্দীকাল-ব্যাপী সুস্থিত প্রকৃতি, এই লক্ষ্য লাভের পথে সহায়তা করত। এবং এই উৎপন্ন-গুলির আপেক্ষিক মূল্য-পরিমাণ মোটামুটি ন্যায্য ভাবে ঠিক করতে যে খুব দীর্ঘ সময় লাগত না, তা প্রমাণিত হয় এই ঘটনা থেকে যে গবাদি পশু—যে-পণ্যটির ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য দীর্ঘ সময় লাগার কারণে, এটা মনে হয় সবচেয়ে কঠিন—সেটাই হল প্রথম বরং সাধারণ ভাবে গৃহীত অর্থ-পণ্য। আর এই অবস্থায় উপনীত হবার জন্য, গবাদি পশুর মূল্য, একটা বৃহৎসংখ্যক পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময়ের অনুপাত, নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অর্জন করেছে আপেক্ষিক ভাবে অসাধারণ সুস্থিতি, অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে অনেকগুলি জনজাতির ভূখণ্ড সমূহে। এবং সে যুগের মানুষেরা—গো-পালকেরা এবং তাদের খরিদ্দারেরা ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমান যাতে করে জিনিস লেনদেনের বেলায় সম-মূল্য না পেয়ে ব্যয়িত শ্রম-সময় হাত ছাড়া না করে। উলটো তারা আদিম পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে যত বেশি

ঘনিষ্ঠ থাকে—যেমন রাশিয়া ও প্রাচ্যের মানুষেরা—তত বেশি সময় আজ তারা অপচয় করে, দীর্ঘ ধৈর্যশীল দরাদরির মারফৎ, উৎপন্নের উপরে ব্যয়িত তাদের শ্রম-সময়ের জন্য পুরো প্রতিপূরণ আদায় করে নেবার জন্য।

শ্রম-সময়ের দ্বারা এই মূল্য-নির্ধারণ দিয়ে শুরু করে, বিকাশ লাভ করে সমগ্র পণ্য-উৎপাদন এবং তার সঙ্গে বহুবিধ সম্পর্কসমূহ, যেগুলির মধ্যে মূল্যের নিয়মের বিভিন্ন দিকগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে—যেমন বর্ণনা করা হয়েছে 'মূলধন'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম বিভাগে; অর্থাৎ, বিশেষ করে সেই অবস্থাগুলি যার অধীনে একমাত্র শ্রমই হচ্ছে মূল্য-সৃজনকারী। এই অবস্থাগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে অংশ গ্রহণকারীদের চেতনার মধ্যে প্রবেশ না করে এবং নিজেরা নিষ্কর্ষিত হতে পারে দৈনন্দিন কার্যধারা থেকে কেবল শ্রমসাধ্য তত্ত্বগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে; যে ক্রিয়াটি অতএব প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মত, অনিবার্য ভাবেই অনুসৃত হয় পণ্য-উৎপাদনের প্রকৃতি থেকে, যা মার্কস প্রমাণ করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে অন্তর্ভেদী অগ্রগতি হল ধাতব অর্থে (টাকায়) অতিক্রমণ, যার ফলশ্রুতি, অবশ্য, দাঁড়ালো এই যে, শ্রম-সময়ের দ্বারা মূল্যের নির্ধারণ আর রইল না পণ্য-বিনিময়ের উপরি তলে দৃষ্টিগোচর। কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে, টাকাই হয়ে উঠলো মূল্যের চূড়ান্ত পরিমাপক—তত বেশি করে, যত বিভিন্ন ধরণের পণ্য-সামগ্রী প্রবেশ করল বাণিজ্যের আওতায়; যত বেশি করে সেগুলি আসত দূর দূর দেশ থেকে, তত কম হত তাদের উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম-সময় যাচাইয়ের সুযোগ। টাকা নিজেই প্রথমে আসত বিদেশী অংশগুলি থেকে; এমনকি যখন মহার্ঘ্য ধাতুগুলি দেশের ভিতরেই পাওয়া যেত, তখনো কৃষক ও কারিগর অংশতঃ অক্ষম হত তার মধ্যে বিধৃত শ্রম-সময়ের হিসাব করতে এবং টাকার মাধ্যমে হিসাব করার কারণে অংশত শ্রমের মূল্য-পরিমাপক গুণ সম্পর্কে তাদের চেতনাও হয়ে গিয়েছিল বেশ আচ্ছন্ন; সাধারণের মনে টাকাই হয়ে উঠলো অনাপেক্ষিক মূল্যের প্রতিনিধি।

এক কথায়ঃ মার্কসের মূল্যের নিয়মটি সাধারণ ভাবে খাটে যত দূর পর্যন্ত অর্থনৈতিক নিয়মগুলি আদৌ সিদ্ধ, সরল পণ্য উৎপাদনের গোটা কালটি জুড়ে, অর্থাৎ সেই সময় অবধি যখন পণ্য-উৎপাদনে একটা পরিবর্তন ঘটে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাবের ফলে। সেই সময় অবধি দাম, মার্কসীয় নিয়ম অনুসারে, মূল্যের দিকে অভিকৃষ্ট হয় এবং সেই মূল্যের চার পাশে ঘোরাফেরা করে, যাতে করে সরল পণ্য-উৎপাদন যত পূর্ণতর ভাবে বিকাশ লাভ করে, ততই বেশি বেশি করে দীর্ঘ কালের মেয়াদে গড় দামগুলি, বাইরের প্রচণ্ড বিঘ্ন ব্যাঘাতের দ্বারা ব্যাহত না হয়ে, মূল্য সমূহের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। অতএব মার্কসের মূল্য-নিয়মটির সাধারণ অর্থনৈতিক কার্যকরতা বলবৎ থাকে সেই সময়কাল জুড়ে যা উৎপন্নকে রূপান্তরিত করে পণ্যে, বর্তমান যুগের পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি। কিন্তু পণ্য-বিনিময় শুরু হয় সমস্ত লিখিত ইতিহাসের অনেক আগের কাল থেকে, মিশরে অন্ততঃ ২,৫০০, সম্ভবতঃ ৫,০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব কাল থেকে, এবং ব্যাবিলনে ৪,০০০, সম্ভবতঃ

৬,০০০ খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে ; অতএব মূল্যের নিয়মটি কাজ করে এসেছে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার বছর কাল ধরে। এবং এখন মিঃ লোরিয়ার সর্ব-দর্শিতার প্রশংসা করতে হয়, যিনি বলেন, সাধারণ ভাবে ও প্রত্যক্ষ ভাবে মূল্য এই কাল জুড়ে কার্যকর—এমন একটি মূল্য যে-মূল্যে পণ্য কখনো বিক্রি হয়নি বা বিক্রি হতে পারে না এবং যা নিয়ে কোনো অর্থনীতিবিদ, যাঁর এক ফুলকিও কাণ্ডজ্ঞান আছে, তিনি নিজের মাথা ঘামাবেন !

এ পর্যন্ত আমরা বণিকের কথা বলিনি। আপাততঃ আমরা তার ভূমিকার কথা তুলে রাখতে পরি, যখন আমরা যাচ্ছি সরল পণ্য-উৎপাদন থেকে ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনে রূপান্তরণে। বণিক ছিল এই সমাজে একটি বিপ্লবী উপাদান, যে-সমাজে সব কিছুই ছিল সুস্থিত—যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই সুস্থিত ; যেখানে চাষী কেবল তাব এক 'হাইড' পেত না, সেই সঙ্গে পেত লাখেরাজ সম্পত্তির মালিক হিসাবে মর্যাদাও, স্বাধীন বা অধীন খাজনা-বিহীন চাষী বা ভূমিদাস হিসাবে ; এবং শহুরে কারুশিল্পী পেত তার বৃত্তিগত ও গিলড-গত বিশেষ অধিকারগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে এবং প্রায় অনুচ্ছেদ্য ভাবে, এবং উপরন্তু তাদের প্রত্যেকেই পেত নিজ নিজ খরিদ্দার-গোষ্ঠি, বাজার এবং বংশানুক্রমিক ভাবে প্রাপ্ত পেশার জন্য শিশুকাল থেকে প্রশিক্ষণ ও কুশলতা। এই জগতে তখন প্রবেশ করল বণিক, যার সঙ্গে শুরু হবে বিপ্লব। কিন্তু একজন সচেতন বিপ্লবী হিসাবে নয় ; বরং উল্টো, তার রক্ত-মাংসের অংশ হিবাবে। মধ্যযুগের বণিক কোনো রকমেই ছিল না একজন ব্যক্তিতন্ত্রী ; তার সমস্ত সমসাময়িকের মত সে-ও ছিল মূলতঃ আমেলনের একজন অংশভাক। গ্রাম-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে উদ্ভূত 'মার্ক' আমেলন। শুরুতে প্রত্যেক চাষীরই ছিল এক 'হাইড' করে জমি তাতে ছিল প্রত্যেক গুণমানের সমান সমান, ভাগ এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট 'মার্ক'-এর বিবিধ অধিকারে সমান অংশ। 'মার্ক' একটি রুদ্ধ আমেলন হয়ে যাবার পরে, নোতুন কোনো হাইড আর বরাদ্দ করা হত না, এবং 'হাইড'গুলিব উপ-বিভাজন ঘটত উত্তরধিকারের মাধ্যমে এবং তদনুযায়ী উপবিভাজন ঘটত হাইডের বারোয়ারি অধিকার সমূহেরও ; কিন্তু পুরো হাইডটাই থাকত একটা একক, যাব দরুন যেমন হাইডগুলি হত অর্ধাংশ, চতুর্থাংশ এবং অষ্টমাংশ, তেমনি 'মার্ক'-এ অধিকারগুলিও হত অর্ধাংশ, চতুর্থাংশ এবং অষ্টমাংশ। পরবর্তী কালের সমস্ত উৎপাদনশীল আমেলনগুলিই, বিশেষ করে শহরের গিডলগুলি, যাদের বিধি-বিধানগুলি আর কিছুই ছিলনা কেবল মার্ক-এর সংবিধানটির একটি সীমাবদ্ধ জমির পরিবর্তে একটি কারুশিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ছাড়া, অনুসরণ করত 'মার্ক' আমেলনের ছাঁচ। গোটা সংগঠনটির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল গিল্ড্-এর কাছে নিশ্চয়ীকৃত সমস্ত অধিকারে ও উৎপন্নে প্রত্যেক সদস্যের সমান অংশ গ্রহণ, যা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এলবারফেল্ড এবং বারমেন সুতো ব্যবসার ১৫২৭ সালের লাইসেন্সে। Thun: *Industrie am Niederrhein*, Vol. II, P. 164 ff.) একই কথা খাটে খনি-গিল্ড্গুলির ক্ষেত্রে, যেখানে

প্রত্যেকটি শেয়াব অংশ নিত সমান ভাবে এবং, সেই সঙ্গে 'মার্ক'-সদস্তের হাইডের মতই, তার অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সহ ছিল বিভাজ্য। এবং একই জিনিস একই মাত্রায় খাটে বণিক কোম্পানিগুলির বেলায়, যেগুলি সূচনা করেছিল সাগর পারে ব্যবসা বাণিজ্য। আলেকজান্দ্রিয়া কিংবা কনস্তান্তিনোপোল, প্রত্যেকটি "জাতি" তার নিজের *fondaco*-তে—বাসস্থান, সরাইখানা, গুদামঘর, প্রদর্শনী এবং বিক্রয়-ঘর এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কার্যালয়—গঠন করত পূর্ণাঙ্গ বৃত্তিগত আমেলন; সেগুলি রুদ্ধ ছিল প্রতিযোগী ও ক্রেতাদের কাছে; তারা বিক্রি করত নিজেদের মধ্যে নির্ধারিত দামে; তাঁদেব পণ্যসম্ভারের ছিল সার্বজনিক পবিদর্শন এবং অনেক ক্ষেত্রে স্ট্যাম্পেব দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত একটি নির্দিষ্ট গুণমান; তাদের উৎপন্নের জন্য 'নেটিভ'-দেব কি দাম দিতে হবে তাও তাবা সমবেত ভাবে আলোচনা কবত। নবওয়ে-র বের্গেন-এ জার্মান ব্রিজেও (Tydske Bryggen-এও) হ্যান্সিয়াটিক বণিকেবা অন্য ভাবে কাজ করত না; একই কথা খাটত তাদেব ওলন্দাজ ও ইংরেজ প্রতিযোগীদেব ক্ষেত্রে। ধিক সেই লোককে যে বিক্রি করত দামের নিচুতে এবং কিনত দামের বেশিতে! যে বয়কটেব সে বলি হত, তার মানে তখন তার পক্ষে দাঁড়াতো সম্পূর্ণ সর্বনাশ—অপবাধকারীর উপরে আমেলন সরাসবি যে সব দণ্ড আবোপ করত তা যদি হিসাবে না-ও ধরা হয়। এবং এমনকি অনেক ক্ষুদ্রতর আমেলনও স্থাপিত হত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে, যেমন চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে জেনোয়া-র মাওনা, এশিয়া মাইনরে ফোসিয়ার, এবং সেই সঙ্গে চিয়স দ্বীপেরও, ফিটকিবি খনিগুলির বহু কাল যাবৎ শাসক; তা ছাড়াও বিশাল র‍্যাভেন্সবার্গ ট্রেডিং কোম্পানি, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে যেটি ইতালি এবং স্পেনে শাখা স্থাপন করে সেখানে কারবার চালাতো; অগসবার্গারদের জার্মান কোম্পানি: ফুগার, ওয়েল্‌সার, ভোলিন, হোস্টেটার ইত্যাদি; নুনবার্গারদের জার্মান কোম্পানি: হির্শভোগেন ইত্যাদি, যারা ১৫০৫-৬ সালে ভাবত পুর্তুগীজ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল ৬৬,০০০ ডুকাট মূলধন এবং তিনটি জাহাজ সমেত এবং নীট মুনাফা করেছিল ১৫০ শতাংশ, কারো কারো মতে ১৭৫ শতাংশ (Heyd *Levantebandle,* Vol. II P. 524); এবং আরো বহুসংখ্যক কোম্পানি, "মনো-পোলিয়া" ("Monopolia") যাদের সম্পর্কে লুথার এত রোষ প্রকাশ করেন।

এখানেই প্রথমবার আমরা মুনাফা এবং মুনফা-হারের সাক্ষাৎ পাই। বণিকের কর্মপ্রচেষ্টা সচেতন ও সুচিন্তিত ভাবে উদ্দিষ্ট হয় সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের জন্য এই মুনাফা-হারকে সমান করে দেবার লক্ষ্যে। লেভান্টে ভেনেসিয়ানরা এবং উত্তরে হ্যান্সিয়াটিকেরা, প্রত্যেকেই দিত একই দাম তার প্রতিবেশীর পণ্যের জন্য এবং ফেরৎ-পণ্য কিনত একই দামে—তার "জাতি"-র বাকি প্রত্যেক বণিকের মত। এই ভাবে মুনাফা-হার সকলের পক্ষে হত সমান, বড় বড় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থ-প্রদত্ত (paid-in) মূলধন শেয়ারের হারাহারি মুনাফা বরাদ্দ তেমনি চালু ব্যাপার যেমন চালু ব্যাপার স্বত্বযুক্ত হাইড-শেয়ারের মার্ক-স্বীকৃত অধিকারগুলিতে

কিংবা খনি শেয়ারের খনি-মুনাফায় হারাহারি অংশ লাভ। মুনাফার সমান হার, যা তার পূর্ণ-বিকশিত রূপে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্যতম চূড়ান্ত ফল, এখানে নিজেকে প্রকাশ করে তার সরলতম রূপে সেই সব বিন্দুর একটি বিন্দু হিসাবে, যেখান থেকে মূলধনের ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা—মার্ক-আমেলনের প্রত্যক্ষ অনুস্মৃতি হিসাবে যা আবার হচ্ছে আদিম সাম্য-তন্ত্রের প্রত্যক্ষ অনুস্মৃতি।

মুনাফার এই আদি হার আবশ্যিক ভাবেই ছিল খুব উঁচু। ব্যবসা ছিল খুবই ঝুঁকিবহুল, কেবল জলদস্যুতার কারণেই নয়; প্রতিযোগী জাতিগুলিও সুযোগমত লিপ্ত হত সব রকমের হিংসামূলক কাজকর্মে; সর্বশেষে, বিক্রি এবং বাজারের অবস্থাবলীর ভিত্তি ছিল বিদেশী রাজাদের দ্বারা প্রদত্ত লাইসেন্স, যা প্রায়ই লংঘন বা প্রত্যাহার করা হত। অতএব, মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হত উঁচু হারে-'প্রিমিয়াম'। তার পরে আবার প্রতিবর্তন (turnover) ছিল মন্থর, লেনদেনের দর-দস্তুর ছিল দীর্ঘায়িত, এবং সবচেয়ে ভাল ভাল মরশুমে, যেগুলি ছিল অবধাবিত ভাবেই অল্পস্থায়ী, ব্যবসা ছিল একচেটিয়া মুনাফাসহ একচেটিয়া কারবার। সেই সময়কার প্রচলিত অতি উচ্চ সুদের হার, যাকে সব সময়েই হতে হত চলতি বাণিজ্যিক মুনাফার চেয়ে মোটের উপরে নিম্নতর, তা আরো প্রমাণ করে যে, মুনাফার হার ছিল গড়ের হিসাবে খুবই উঁচু।

কিন্তু এই অতি উঁচু মুনাফা-হার, যা, ছিল সব অংশগ্রাহীদের জন্য সমান এবং অর্জিত হত জন-সম্প্রদায়টির যৌথ শ্রমের মাধ্যমে, তা চালু থাকত কেবল স্থানীয় ভাবে আমেলনগুলির অভ্যন্তরেই, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে "জাতি-"র অভ্যন্তরেই। ভেনিশীয়, জেনোইজ, হ্যানসিয়াটিক এবং ওলান্দাজ—প্রত্যেকেরই ছিল একটি, বিশেষমু নাফা-হার, এবং শুরুতে কম-বেশি প্রত্যেকটি আলাদা বাজার-এলাকার জন্যও। এই ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি-মুনাফার হারগুলির সমতা-বিধান ঘটত বিপরীত ভাবে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে। প্রথমতঃ, একই অভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন বাজারের বিবিধ মুনাফার হার। যদি সাইপ্রাস, কনস্ট্যান্টিনোপোল বা ট্রেবিজণ্ড-এর চেয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ভেনিশীয় পণ্যের জন্য দিত বেশি মুনাফা, তা হলে ভেনিশীয়রা অন্যান্য বাজারের সঙ্গে বাণিজ্য থেকে মূলধন তুলে নিয়ে তা আরো বেশি বেশি করে চালিত করত আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে। তারপরে ঘটত একই বাজারে একই বা অনুরূপ পণ্য-রপ্তানিকারী বিভিন্ন জাতির মধ্যে মুনাফা-হারের সমতাসাধন; এবং এদের মধ্যে কিছু জাতি হয়ে পড়ত কোণঠাসা এবং বিদায় নিত রঙ্গমঞ্চ থেকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত ব্যাহত হত রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা, ঠিক যেমন মঙ্গোল ও তুর্কী আক্রমণের ফলে ভেঙে পড়েছিল গোটা লেভান্ট-এর বাণিজ্য; ১৪৯২ সালের পরে বড় বড় ভৌগোলিক বাণিজ্যিক আবিষ্কারগুলি কেবল এই ভাঙনের গতিকে ত্বরান্বিত ও চূড়ান্ত করেছিল।

এর ফলে বাজার-এলাকার আকস্মিক বিস্তার এবং তার সঙ্গে জড়িত যোগাযোগ-ব্যবস্থার বিপ্লব প্রথমে বাণিজ্যিক কাজ-কারবারের প্রকৃতিতে কোনো মৌল পরিবর্তন

প্রবর্তন করেনি। শুরুতে সমবায়-কোম্পানিগুলিও ভারত ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের উপরে আধিপত্য করত। কিন্তু প্রথমতঃ, বৃহত্তর জাতিগুলি ছিল এই কোম্পানিগুলির পিছনে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে, বিরাট সংযুক্ত স্পেন নিয়েছিল সেই ভূমিকা, যা নিয়েছিল লেভান্ট-এর সঙ্গে বাণিজ্যে ক্যাটালনিয়ান-রা; তার পাশাপাশি ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মত দুটি বৃহৎ দেশ, এবং এমনকি ক্ষুদ্রতম পর্তুগাল ও হল্যাণ্ডও তখনো ছিল অন্ততঃ ভেনিশের মত বৃহৎ ও শক্তিশালী, যে-ভেনিশ ছিল পূর্ববর্তী কালের বৃহত্তম ও প্রবলতম বাণিজ্যিক জাতি। এর ফলে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ভ্রাম্যমান বণিক, তথা ভাগ্যান্বেষী বণিক, পেল এমন পৃষ্ঠপোষকতা যা কোম্পানিটিকে—যা তার সঙ্গীদের রক্ষা করত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে—তাকে করে তুললো বেশি বেশি করে অপ্রয়োজনীয় এবং তার দরুন ব্যয়-বাহুল্যকে সরাসরি একটি বোঝা স্বরূপ। উপরন্তু একক হাতে বিত্তের বৃদ্ধি ঘটলো বিশেষ দ্রুততর গতিতে, যার দৌলতে বণিকেরা একা একই ক্ষমতা অর্জন করল, আগেকার কোম্পানির মত, একটি উদ্যোগে বিরাট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার। বাণিজ্য কোম্পানিগুলি, এখনো যেগুলি আছে, সেগুলি সচরাচর, রূপান্তরিত হল বিভিন্ন সশস্ত্র কর্পোরেশনে, যেগুলি জয় করল এবং একচেটিয়া ভাবে শোষণ করতে থাকলো নোতুন আবিষ্কৃত গোটা গোটা দেশ—মূল স্বদেশের পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বভৌমতার অধীনে। কিন্তু যতই বেশি বেশি করে উপনিবেশ স্থাপিত হতে লাগলো, প্রধানতঃ রাষ্ট্রের দ্বারা, ততই ব্যক্তি বণিকের কাছে কোম্পানি-বাণিজ্য পিছিয়ে যেতে থাকলো, এবং তার সঙ্গে মুনাফা-হারের সমীভবনও হয়ে উঠলো একান্ত ভাবে প্রতিযোগিতার ব্যাপার।

এখন পর্যন্ত আমরা কেবল বণিক মূলধনের ক্ষেত্রে একটি মুনাফা-হারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কেননা ঐ সময় অবধি কেবল বণিক ও কুসীদজীবীর মূলধনেরই অস্তিত্ব ছিল; শিল্প-মূলধনের বিকাশ তখনো ঘটে নি। উৎপাদন তখনো ছিল প্রধানতঃ শ্রমিকদের হাতে যারা ছিল তাদের উৎপাদন-উপায়সমূহের মালিক; যাদের কাজ তাই কোনো মূলধনকে দিত না কোনো উদ্বৃত্ত-মূল্য। যদি তাদের উৎপন্নের একটি অংশ তাদের বিনা প্রতিপূরণে সমর্পণ করতে হত তৃতীয় পক্ষকে, তা হলে তা ছিল সামন্ত প্রভুদের হাতে কর হিসাবে। সুতরাং বণিক মূলধন তার মুনাফা করতে পারত, অন্ততঃ গোড়ার দিকে, কেবল স্বদেশী পণ্যের বিদেশী ক্রেতাদের কাছ থেকে কিংবা বিদেশী পণ্যের স্বদেশী ক্রেতাদের কাছ থেকে; শুধু এই পর্বের শেষেই—ইতালির ক্ষেত্রে অর্থাৎ লেভান্টের বাণিজ্যের পতনের সঙ্গে—বিদেশী প্রতিযোগিতা এবং বাজারের অসুবিধা হস্ত-শিল্প উৎপাদনকারীদের বাধ্য করতে পেরেছিল রপ্তানিকারক বণিকের কাছে পণ্য বিক্রি করতে তার মূল্যের কমে। এবং এই ভাবে আমরা দেখতে পাই যে পণ্যদ্রব্যাদি গড়ে তাদের স্ব-মূল্যে বিক্রি হত ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীদের অভ্যন্তরীণ খুচরো বাজারে পরস্পরের সঙ্গে, কিন্তু, উল্লিখিত কারণগুলির জন্য সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে নয়। আজকের

জগতের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে উৎপাদন দামগুলি বিরাজ করে আন্তর্জাতিক ও পাইকারি বাণিজ্যে, কিন্তু শহুরে খুচরো, বাজারে দামের গঠন নিয়ন্ত্রিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্নতর মুনাফা-হারের দ্বারা। অতএব, দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি গোরুর মাংসে আজ লণ্ডনের পাইকারি-বাজার থেকে লণ্ডনের ব্যক্তিগত পরিভোক্তার কাছে যাবার পথে যতটা দাম-বৃদ্ধি ঘটে, শিকাগোর পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে লণ্ডনের পাই-কারের কাছে যেতে—পরিবহণ সমেত—তার ততটা দামবৃদ্ধি ঘটে না।

যে যন্ত্রটি দাম-গঠনে ক্রমশঃ এই বিপ্লব ঘটালো, সেটি হল শিল্প-বিপ্লব। এর বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই মধ্য যুগে, তিনটি ক্ষেত্রে জাহাজ-পরিবহন, খনি ও বস্ত্র। ইতালীয় ও হ্যানসিয়াটিক সামুদ্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে যে-আয়তনে জাহাজ-পরিবহনে লিপ্ত ছিল, তা নাবিকদের, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমিকদের, ছাড়া অসম্ভব ছিল [যাদের সম্পর্ক হয়ত প্রচ্ছন্ন ছিল মুনাফার অংশভোগের (profit-Sharing-এর) অনুষ্ঠানিক সংগঠন-রূপের আড়ালে] কিংবা অসম্ভব ছিল সে যুগের বৃহৎ জল-তরীর পক্ষে দাঁড় বাহকদের—মজুরি-শ্রমিক বা ক্রীতদাসদের—ছাড়া। আকর-খনি সমূহে গিলডগুলি, গোড়ায় যেগুলি ছিল-কর্মীদের আমেলন, সেগুলি প্রায় সর্বত্রই রূপান্তরিত হয়েছিল স্টক-কোম্পানিতে—মজুরি-শ্রমিকদের মাধ্যমে খনিজ আহরণের জন্য। আর বস্ত্র শিল্পে বণিক শুরু করে দিয়েছিল ক্ষুদ্র মালিক-তন্তুবায়কে সরাসরি তার অধীনে কাজে নিয়োগ করতে—তাকে সুতো যুগিয়ে, একটি নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে তাকে দিয়ে তার হয়ে কাপড় তৈরি করিয়ে নিয়ে—এক কথায় বলা যায়, নিজেকে নিছক একজন খরিদ্দার থেকে একজন **ঠিকাদারে** পরিবর্তিত করে।

এখানেই আমরা লক্ষ্য করি ধনতান্ত্রিক উদ্বৃত্ত মূল্য-গঠনের প্রথম সূচনা। খনি-গিলড্গুলিকে আমরা গণ্ডীবদ্ধ একচেটিয়া নিগম ('কর্পোরেশন') বলে উপেক্ষা করতে পারি। জাহাজ-মালিকদের ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার যে, তাদের মুনাফা হতে হবে অন্ততঃ দেশে চলতি মুনাফার সমান উঁচু, যোগ বীমা, জাহাজের অবমূল্যায়ন ইত্যাদি বাবদে একটি বাড়তি পারিমাণ। কিন্তু বস্ত্র শিল্পের ঠিকাদারদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ালো, যারা ধনতন্ত্রের বাবদে সরাসরি উৎপাদিত পণ্যসম্ভার প্রথমে বাজারে এনেছিল এবং সেগুলিকে উপস্থিত করেছিল হস্তশিল্পের বাবদে তৈরি একই রকমের পণ্যসম্ভারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়?

বণিক-মূলধনের মুনাফার হার হাতের কাছেই ছিল—শুরু করার জন্য। একই ভাবে, এটা ইতিপূর্বেই সমান হয়ে গিয়েছিল একটা মোটামুটি গড় হারের সঙ্গে, অন্ততঃ পক্ষে আলোচ্য এলাকাটির ক্ষেত্রে। এখন একজন *ঠিকাদারের* বাড়তি কাজ কাঁধে নেবার জন্য বণিকের পক্ষে কি প্রেরণা থাকতে পারে? কেবল একটি জিনিস: অন্যদের মত একই বিক্রয় দামে বৃহত্তর মুনাফার সম্ভাবনা। এবং তার ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ছিল। ক্ষুদে মালিকটিকে তার কাজে নিয়ে, সে ভেঙে দিল উৎপাদনের সেই চিরাচরিত বাঁধনগুলি, যার মধ্যে উৎপাদনকারী বিক্রয় করত তার

তৈরি সামগ্রী এবং আর কিছুই না। বণিক-ধনিক ক্রয় করল তার শ্রম-শক্তি, যা তখনো ছিল উৎপাদন-উপায়ের মালিক কিন্তু কাঁচা-মালের নয়। এই ভাবে তন্তুবায়কে নিয়মিত কর্ম নিয়োগের নিশ্চয়তা দান করে সে তন্তুবায়ের মজুরি এমন এক মাত্রায় দাবিয়ে দিতে পারত যে তার সরবরাহ কৃত শ্রমের অংশ থেকে যেত মজুরি-বঞ্চিত। এই ভাবে ঠিকাদার তার বাণিজ্যিক মুনাফা ছাড়াও হয়ে উঠলো উদ্বৃত্ত-মূল্যের আত্মসাৎকারী। এটা স্বীকার্য যে, সুতো ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য তাকে বিনিয়োগ করতে হত অতিরিক্ত মূলধন, এবং তা ছেড়ে দিতে হত তন্তুবায়টির হাতে যে পর্যন্ত না যে-জিনিসটির (সুতো) জন্য তাকে আগেই দিতে হয়েছে পুরো দাম সেটি কেনার সময়, সেটি তৈরি সামগ্রী (কাপড়) না হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমতঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ইতিমধ্যে ব্যবহার করে ফেলেছে অতিরিক্ত মূলধন অন্তরায়কে অগ্রিম দেবার জন্য, যে সাধারণতঃ ঋণের চাপেই বাধ্য হয় উৎপাদনের নোতুন অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। এবং দ্বিতীয়তঃ, তা ছাড়াও, হিসাবটা ধারণ করে এই রকমের আকার :

ধরুন, আমাদের বণিকটি তার রপ্তানি বাণিজ্য ৩০,০০০ ডুকাট, সেকুইন, পাউণ্ড স্টার্লিং বা অন্য যে-কোন রকমের মুদ্রার সাহায্যে। ঐ মুদ্রার, ধরুন, ১০,০০০ ব্যবহৃত হয় স্বদেশের দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়ে অন্যদিকে ২০,০০০ ব্যবহৃত হয় সাগর-পারে বাজারগুলিতে। ধরুন, মূলধনটা প্রতিবর্তিত হয় বছরে দুবার। বাৎসরিক প্রতিবর্তন = ১৫,০০০। এখন আমাদের বণিক চায় একজন ঠিকাদার হতে, তার নিজের আওতায় কাপড় বুনিয়ে নিতে। তাকে অতিরিক্ত কত মূলধন বিনিযোগ করতে হবে ? ধরা যাক, সে যতটা কাপড় বিক্রি করে তার উৎপাদন কাল হচ্ছে গড়ে দু'মাস, যা নিশ্চয়ই খুব বেশি। আরো ধরা যাক সব কিছুর জন্যই তাকে দিতে হয় নগদ টাকায়। অতএব তাকে তার তাঁতিদের অগ্রিম দিতে হবে, দু মাসের জন্য সুতোর যোগান বাবদে, যথেষ্ট মূলধন। যেহেতু তার প্রতিবর্তন হচ্ছে বছরে ১৫,০০০, সেই হেতু সে কাপড় কেনে দু মাসে ২৫,০০ দিয়ে। ধরা যাক, এর মধ্যে ২,০০০ হচ্ছে সুতোর মূল্য, এবং ৫০০ তাঁতিদের মজুরি ; তা হলে আমাদের বণিকের প্রয়োজন হয় ২,০০০ পরিমাণ অতিরিক্ত মূলধন। আমরা ধরে নিচ্ছি, নোতুন পদ্ধতির সাহায্যে তাঁতির কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সে আত্মসাৎ করে তার মোট পরিমাণ হচ্ছে কাপড়ের মূল্যের ৫ শতাংশ মাত্র, যা গঠন করে নিশ্চয়ই খুবই সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার, মাত্র ২৫ শতাংশ।

($২,০০০_{স} + ৫০০_{অ} + ১২৫_{উ}$; $উ' = \frac{১২৫}{৫০০} = ২৫\%$; $ল' = \frac{১২৫}{২,৫০০} = ৫\%$)।

আমাদের বণিকটি তখন তার ১৫,০০০ পরিমাণ বাৎসরিক প্রতিবর্তনের উপরে কামায় ৭৫০ পরিমাণ বাড়তি মুনাফা, এবং এই ভাবে $২\frac{১}{৩}$ বছরের মধ্যে ফেরত পেয়ে যায় তার অতিরিক্ত মূলধন।

কিন্তু তার বিক্রয়, তথা প্রতিবর্তন, ত্বরান্বিত করার জন্য, এবং এই ভাবে অল্পতর

সময়ের মধ্যে একই মূলধনের সাহায্যে একই মুনাফা, অর্থাৎ একই সময়েব মধ্যে বৃহত্তর মুনাফা, কামাবার জন্ত, সে তার উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ দান করে দেবে তার ক্রেতাকে—সে তার প্রতিযোগীদের চেয়ে সস্তায় তার কাপড় বিক্রি করবে। এই প্রতিযোগীরাও পরে ক্রমান্বয়ে ঠিকাদারে পরিণত হবে, এবং তখন তাদের সকলের বাড়তি মুনাফা পবিণত হবে মামুলি মুনাফায়, কিংবা এমনকি তাদের সকলের ক্ষেত্রে মূলধনে যে বৃদ্ধি ঘটেছে, তাব উপরে আরো কম মুনাফায়। মুনাফা-হারের সমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও সম্ভবতঃ অন্য একটি মানে—দেশের মধ্যে অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ বিদেশী ক্রেতাদের হাতে তুলে দেবাব কারণে।

শিল্পেব উপরে মূলধনের আধিপত্য বিস্তারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঘটে 'ম্যানুফ্যাকচার' প্রবর্তনের মাধ্যমে। এটাও ম্যানুফ্যাকচারকাবীকে যে ১৭ ও ১৮ শতাব্দীতে প্রাযশই তার নিজেরই বপ্তানি-ব্যবসায়ী—জার্মানিতে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এবং এখানে সেখানে আজও পর্যন্ত—তাকে সক্ষম করে তাব পুবনো ঢংযেব প্রতিযোগীর চেয়ে তথা হস্তশিল্পীব চেযে সস্তায উৎপাদন করতে। একই প্রক্রিযাব পুনরাবৃত্তি ঘটে; ম্যানুফ্যাকচাবকারী ধনিকের দ্বারা কবায়ত্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য তাকে (কিংবা তার অংশীদার বপ্তানি-ব্যবসায়ীকে) তার প্রতিযোগীদের চেয়ে সস্তায় বিক্রি করতে—যে পর্যন্ত না নোতুন উৎপাদন-পদ্ধতিটির ব্যাপক প্রবর্তন ঘটে, যখন আবার সমীভবন ঘটে। আগে থেকেই প্রচলিত বণিকেব মুনাফা-হারটি এমনকি যদি তা কেবল স্থানীয় ভাবেও সমান হয়ে যায়, তা হলেও থেকে যায় প্রোক্রাস্টিস-এর বিছানার মত, যাব মাপ-মত শিল্পগত উদ্বৃত্ত-মূল্যের বাড়তিটা কেটে ফেলা হত নির্মম ভাবে।

যদি তার উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে সস্তা কবে দেওয়াব দৌলতে ম্যানুফ্যাকচার আগে এগিয়ে যেত, তা হলে সেটা আবো বেশি কবে সত্য আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে, যা পুনঃপুনঃ উৎপাদন-বিপ্লবেব মাধ্যমে, পূর্ববর্তী সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতির অবিরাম উচ্ছেদ ঘটিয়ে, পণ্যেব উৎপাদন-ব্যয় ক্রমেই কম থেকে আরো কমে নামিযে এনেছে। বৃহদায়তন শিল্পও মূলধনের অভ্যন্তরীণ বাজাবকে শেষ পর্যন্ত জয় করে নেয়, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ও প্রাকৃতিক অর্থনীতির বিনাশ ঘটায়, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিময় উৎখাত করে, এবং গোটা জাতিকে স্থাপন করে মূলধনের সেবায়। একইভাবে, তা বিভিন্ন বাণিজ্য ও শিল্পগত ব্যবসায়ের শাখাসমূহের মুনাফার হারকে **একটি** সাধারণ মুনাফা-হারে সমান করে দেয়, এবং শেষ পর্যন্ত, এক শাখা থেকে, শাখান্তরে মূলধন-স্থানান্তরের পথে পূর্বে যে প্রতিবন্ধকগুলি ব্যাঘাত সৃষ্টি করত, সেগুলিকে অপসারিত করে দিয়ে, এই সমতাসাধনের প্রক্রিয়া শিল্পের পক্ষে সুনিশ্চিত করে তার যথাযোগ্য অবস্থান।. তার মাধ্যমে মূল্যেব উৎপাদন-দামে রূপান্তরণ সম্পাদিত হয় সমগ্র ভাবে সমস্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। অতএব এই রূপান্তরণ অগ্রসর হয় বস্তুগত নিয়মাবলী অনুযায়ী—অংশগ্রহণকারীদের চেতনা বা অভিপ্রায় থেকে নিরপেক্ষ ভাবে। তত্ত্বগত ভাবে এই ঘটনাটিতে আদৌ কোনো সমস্যাই নেই যে, মুনাফাগুলি সাধারণ হাবকে ছাড়িয়ে যায় প্রতিযোগিতা সেগুলিকে পর্যবসিত করে

সাধারণ মানে এবং এই ভাবে আবার প্রথম শিল্প-নিযুক্ত উপভোক্তাকে বঞ্চিত করে গড়ের অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য এটা আরো বেশি উৎপাদনের সেই সব ক্ষেত্রে, যেগুলিতে উদ্বৃত্ত মূল্য অত্যধিক, অস্থির মূলধন বেশি এবং স্থির মূলধন কম অর্থাৎ মূলধনের অঙ্গগঠন নিম্নস্তরীয়, যেগুলি স্বভাবতই সবচেয়ে শেষে এবং সবচেয়ে কম সম্পূর্ণ ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পরিধিতে বিশেষ করে কৃষিকার্য। অন্য দিকে, পণ্যের মূল্য ছাড়িয়ে তার দামের বৃদ্ধি, যা আবশ্যক হয় উচ্চস্তরীয় মূলধন-গঠনের ক্ষেত্রগুলি উৎপন্ন সমূহের মধ্যে বিধৃত গড়ের চেয়ে কম উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মুনাফার গড় হারে উত্তোলিত করার জন্য, তত্ত্বগত ভাবে প্রতিভাত হয় দারুণ কঠিন বলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সংঘটিত হয় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এবং সবচেয়ে সহজে। কেননা যখন এই শ্রেণীর পণ্যসমূহ প্রথম উৎপাদিত হয় ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং প্রবেশ করে ধনতান্ত্রিক বাণিজ্যে, তখন তারা প্রতিযোগিতা করে প্রাক-ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত অতএব মহার্ঘতর একই ধরনের পণ্যের সঙ্গে। সুতরাং যদি ধনিক উৎপাদনকারী এমনকি তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশও ছেড়ে দেয়, তা হলেও তার এলাকায় চলতি মুনাফার হার সে পেতে পারে, শুরুতে যার কোনো সম্পর্কই ছিল না উদ্বৃত্ত-মূল্যের সঙ্গে কারণ এর উদ্ভব ঘটেছিল বণিক-মূলধন থেকে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অস্তিত্বের দীর্ঘ কাল আগে এবং তাই, মুনাফার শিল্প-গত হার যখন সম্ভব, তার অনেক কাল আগে।

॥ ২ ॥

স্টক এক্সচেঞ্জ*

১. ধনতান্ত্রিক উৎপাদন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ভূমিকা তৃতীয়-খণ্ডের পঞ্চম বিভাগের বিশেষ করে···অধ্যায় থেকে সাবারণ ভাবে পরিষ্কার।** কিন্তু যখন এই বইখানা লেখা হয়েছিল সেই ১৮৬৫ সাল থেকে একটি পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, যা এই স্টক এক্সচেঞ্জকে বিশেষ ভাবে বর্ধিত ও নিরন্তন বর্ধমান ভূমিকা দান করেছে এবং যা তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত ও শিল্পজাত সমস্ত উৎপাদন, বাণিজ্য, যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং বিনিময়ের কার্যাবলীকে স্টক এক্সচেঞ্জ চালকদের (operator-দের) হাতে কেন্দ্রীভূত করে দেবার ঝোঁক দেখাচ্ছে, যাতে করে স্টক এক্সচেঞ্জ হয়ে ওঠে স্বয়ং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট প্রতিনিধি।

২. ১৮৬৫ সালে স্টক এক্সচেঞ্জ তখনো ছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি **গৌণ** উপাদান। সরকারি বণ্ডগুলি প্রতিনিধিত্ব করত বেশির ভাগ 'এক্সচেঞ্জ সিকিওরিটি'র, এমনকি তাদের মোট পরিমাণও তখন ছিল আপেক্ষিক ভাবে কম। তাছাড়া, ছিল স্টক ব্যাংকগুলি যাদের প্রাধান্য ছিল ইউরোপীয় ভূভাগে ও আমেরিকায় এবং যারা সবেমাত্র অন্তর্ভুক্ত করে নিতে শুরু করেছিল ইংল্যাণ্ডের অভিজাত বেসরকারি ব্যাংকগুলিকে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত ছিল সর্বসাকুল্যে গুরুত্বহীন। রেলওয়ে শেয়ার তখনো ছিল আজকের তুলনায় দুর্বল। স্টক কোম্পানির রূপে সরাসরি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান তখনো ছিল খুবই কম—এবং ব্যাংকগুলির মত, সবচেয়ে বেশি **দরিদ্রতর** দেশগুলিতে: জার্মানি, অস্ট্রিয়া, আমেরিক ইত্যাদিতে। "মন্ত্রীর চোখ" তখনো ছিল একটি অ-বিজিত কুসংস্কার।

সে সময়ে, স্টক এক্সচেঞ্জ ছিল তখনো এমন একটি জায়গা, যেখানে ধনিকেরা নিয়ে যেত পরস্পরের সঞ্চয়ীকৃত মূলধন, এবং যা শ্রমিকদের সরাসরি স্পর্শ করত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নৈরাশ্যজনক সাধারণ ফলস্বতির নোতুন প্রমাণ হিসাবে, এবং সেই ক্যালভিন মতবাদের সমর্থন হিসাবে যা বলে যে এমনকি এই জীবনেও, অদৃষ্ট (ওরফে দৈবই) নির্ধারণ করে দেয় সুখ ও দুঃখ ঐশ্বর্য অর্থাৎ সম্ভোগ ও শক্তি, এবং দারিদ্র্য অর্থাৎ বঞ্চনা ও দাসত্ব।

৩. এখন এটা অন্য রকম। ১৮৬৬ সাল থেকে সঞ্চয়ন-প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে, ক্রমবর্ধমান ক্ষিপ্রতা-সহকারে, যাতে করে কোনো শিল্পপ্রধান দেশই নয়, ইংল্যাণ্ডেতে

* পাণ্ডুলিপিটির শিরোনাম দিয়েছেন এঙ্গেলস: "স্টক এক্সচেঞ্জ **ক্যাপিট্যাল**, তৃতীয় খণ্ড, তথা বাংলা ষষ্ঠ খণ্ড, সংযোজনী।"

** পাণ্ডুলিপিতে এঙ্গেলস অধ্যায়-সংখ্যাটিকে পরে বসাবার জন্য ফাঁকা রেখেছিলেন: সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। স্পষ্টতই অভিপ্রায় ছিল শিরোনাম দেবেন: "ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে ক্রেডিটের ভূমিকা।"

নয়ই, উৎপাদনের সম্প্রসারণ সঙ্গতি রক্ষা করতে পেরেছিল সঞ্চয়নের সঙ্গে, কিংবা ব্যক্তি-ধনিকের সঞ্চয়ন সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যেত তার নিজস্ব ব্যবসার প্রসার-সাধনে; সেই ১৮৪৫ সালের তুলো শিল্প; রেলওয়ে জালিয়াতি। কিন্তু এই সঞ্চয়নের সঙ্গে বিনা-শ্রমে আয়ভোগীদের (rentier'-দের) সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল, যারা এতাবৎ ব্যবসাগত মানসিক চাপে পীড়িত হচ্ছিল এবং চাইছিল নিজেদেরকে তা থেকে মুক্ত করতে কিংবা কোম্পানির 'ডিরেক্টর' (পরিচালক) বা 'গভর্নর' (প্রশাসক) হিসাবে লঘুভার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। এবং তৃতীয়তঃ, অর্থ-মূলধন হিসাবে চতুর্দিকে সঞ্চয়মান এই সঞ্চয়নের বিনিয়োগ সহজসাধ্য করার জন্য নোতুন নোতুন বৈধ সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোম্পানি স্থাপিত হল—যেখানে তা তখনো করা হয়নি; এবং শেয়ার মালিকের দায়, যা আগে ছিল সীমাহীন, তা ± (কম-বেশি) হ্রাস করা হল (জার্মানির জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলি, ১৮৯০। চাঁদা (Subscription) ৪০ শতাংশ!)।

৪. তারপরে, ক্রমান্বয়ে শিল্পের স্টক বিবিধ কোম্পানিতে রূপান্তর। একটা শাখার পরে আরেকটা শাখার অদৃষ্টে এটা ঘটে। প্রথম লোহা, যেখানে এখন আবশ্যক বিরাট বিরাট কারখানা (তার আগে, বিভিন্ন খনি যেগুলি তখনো শেয়ারের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় নি)। তার পরে রাসায়নিক শিল্প; অনুরূপ ভাবে মেশিন-পত্রের কারখানা। ইউরোপের ভূখণ্ডে, বস্ত্র-শিল্প; ইংল্যাণ্ডে, ল্যাংকাশায়ারে কয়েকটি এলাকায় (ওল্ড্‌হাম স্পিনিং মিল, বার্নলি উইভিং মিল, ইত্যাদি, দর্জি সমবায়, কিন্তু এটা হল কেবল প্রাথমিক পর্যায় যা আবার পড়বে মালিকের 'master'-এর, হাতে পরবর্তী সংকটে), মদ-চোলাইখানা (মার্কিন চোলাই-খানাগুলি কয়েক বছর আগে বিক্রি হয়ে যায় ব্রিটিশ মূলধনের কাছে; তখন ছিল গিন্নেস, ব্যাস, অলসপ)। তার পরে বিবিধ ট্রাস্ট, যেগুলি সৃষ্টি করে 'অতিকায় সব প্রতিষ্ঠান অভিন্ন পরিচালনার অধীনে (যেমন ইউনাইটেড আলকালি)। মামুলি একক ব্যবসা হচ্ছে নেহাৎই একটা প্রাথমিক পর্যায় যা কারবারটাকে নিয়ে যাবে এমন এক অবস্থায়, যাতে তা হবে "প্রতিষ্ঠিত" হবার মত যথেষ্ট বৃহৎ।

একই ব্যাপার বাণিজ্যের ক্ষেত্রেঃ লিফস, পার্সনস, মর্লেজ, মরিসন, ডিলন—সকলেই প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে একই ব্যাপার খুচরো 'স্টোর'-গুলিতেও, এবং কেবল 'স্টোর'-এর ধাঁচে সমবায়ের ছদ্মবেশ নয়।

একই-রকম ব্যাংক ও অন্যান্য ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলি এমন কি ইংল্যাণ্ডেও। বিপুল সংখ্যক নোতুন ব্যাংক, সমস্ত শেয়ার দায় নির্দিষ্ট এমন কিপুরনো ব্যাংকগুলি.* ... ..ইত্যাদির...মত সাতটি প্রাইভেট শেয়ার-হোল্ডার সহ, রূপান্তরিত হয় দায়বদ্ধ কোম্পানিতে।

৫. একই জিনিস কৃষিকাজের ক্ষেত্রে। বিপুলভাবে সম্প্রসারিত ব্যাংকগুলি,

---

* অস্পষ্ট। মনে হয়, হবে "গ্লাইন অ্যাণ্ড কো"—একটি ব্যাংকের নাম।

বিশেষ করে জার্মানিতে হবেক রকমের আমলাতান্ত্রিক নামের নীচে, বেশি বেশি করে (পরিণত) মর্গেজ-হোল্ডার-এ; তাদের শোয়ারগুলি সহ ভূমিগত সম্পত্তির আসন উচ্চতর মালিকানা স্থানান্তরিত হয় স্টক এক্সচেঞ্জ-এ এবং এটা আরো সত্য যখন খামারগুলি গিয়ে পড়ে ধারদাতাদের হাতে। এখানে তৃণভূমি চাষের কৃষি-বিপ্লব খুবই প্রকট যদি এভাবে চলতে থাকে, তা হলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, এমন সময় আসছে যখন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জমিও যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ-এর হাতে।

৬. এখন সমস্ত বৈদেশিক বিনিয়োগই শেয়ারের আকারে। একমাত্র ইংল্যাণ্ডের কথাই উল্লেখ করা যাক: মার্কিন রেলওয়ে, উত্তর এবং দক্ষিণ (স্টক-এক্সচেঞ্জ লিস্ট দ্রষ্টব্য); গোল্ড বাজার ইত্যাদি।

৭. তারপরে উপনিবেশ স্থাপন আজকাল এটা স্টক এক্সচেঞ্জেরই নিছক একটি অনুপূরক কর্মকাণ্ড, যার স্বার্থে ইউরোপীয় শক্তিগুলি কয়েক বছর আগে আফ্রিকাকে ভাগ করে নেয় আর ফরাসীরা জয় করে নেয় টিউনিস এবং টংকিং। স্টক-এক্সচেঞ্জের স্বার্থে, আফ্রিকাকে সরাসরি ইজারা দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানির কাছে (নাইজার, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মাণ দক্ষিণ পশ্চিম এবং জার্মাণ পূর্ব-আফ্রিকা) এবং মাশোনাল্যাণ্ড এবং ন্যাটালকে দখল করে নেয় রোড্স্।